“ভালোবাসি” শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পিউয়ের বাম গালে শক্তপোক্ত এক চ*ড় বসাল ধূসর। মেয়েটার কান,মাথা,গাল ঝিমঝিম করে উঠল। ভোঁ ভোঁ করে ঘুরল সমগ্র পৃথিবী। হতবাক হয়ে চাইল সে। ধূসরের র*ক্তাভ দুই চোখ নিবদ্ধ ওর ওপর। ক্রো*ধে ফুঁ*সছে চোখা নাক। এই

সতের বছরের জীবনে কোনওদিন মা*র না খাওয়া পিউ, আজ যেন বাকরুদ্ধ,স্তব্ধ। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনে বাজছে,

" ধূসর ভাই আমায় চ*ড় মারলেন?"

রু*দ্রমূর্তি ধারনকারী ধূসর ভাইকে দেখে পিউয়ের অন্তরা*ত্মা শুকিয়ে যাওয়ার যোগাড়। সে মানুষটা সবেগে, সুদৃঢ় হস্তে কনুই চে*পে

ধরল ওর। ধরিত্রীর সবটুকু ক্রোধ কণ্ঠে ঢেলে বলল,” খুব সাহস বেড়েছে তোর তাইনা?

এতটা নি*র্লজ্জ্ব হয়েছিস যে,আমার সামনে দাঁড়িয়ে এসব বলতে জিভে আটকালোনা?

ধম*কে পিউয়ের ছোট্ট দেহ ক*ম্পিত। থরথর করে হাত-পা কাঁপে। অথচ তাও,

ভীষণ ক*ষ্টে সাহস যুগিয়ে বলল,

” আমি,আমি কী করব? আপনিইতো সত্যিটা শুনতে চাইলেন। ”

ধূসরের হাতের বাঁধন দৃঢ় হলো আরো। বড শক্ত করে চেপে ধরেছে ওকে। পিউ ব্যাথায় মুচ*ড়িয়ে উঠলেও ছাড়ল না,তোয়াক্কা দেখাল না। উলটে রা*গে আ*গুন হয়ে বলল,

” তোর জিভ টে*নে ছি*ড়ে ফেলব পিউ। তুই আমায় চিনিস না।

ভবিষ্যতে তোর মুখ থেকে এসব যেন না শুনি।”

পিউ দমে গেল না। দমে যাবে বলে কী এতটা ঝুঁকি নিয়েছে আজ? হেরে যাওয়ার পাত্রী সে নয়। ভ*য় পেলেও নীচু কণ্ঠে বিরোধিতা করল,” কেন বলবনা আমি? আমি কি কাউকে ভভালোবাসতে পারিনা? কাউকে ভালো লাগতে পারেনা আমার? আপনিই বা কেন এত রিয়্যাক্ট

করছেন,আপনি বুঝি কাউকে ভালোবাসেন না?”

ধূসরের মোটা ভ্রুযুগল শিথিল হলো সহসা। স্পষ্ট বোঝা গেল তার বদলে যাওয়া অভিব্যক্তি। কিছুক্ষন অমত্ত হয়ে চেয়ে রইল সে। পরপরই শ*ক্ত চিবুকে, দাঁত খিঁ*চে বলল,

” এক থা*প্পড়ে তোর সব দাঁত ফে*লে দেব বে*য়াদব! তোর বয়স কত? ভালোবাসার কী বুঝিস তুই?

পড়াশুনার নাম করে কলেজে গিয়ে এসব করছিস ?
ওকে ফাইন! তোকে তো আমি পরে দেখছি,আগে দেখে আসি, তোকে প্রেমপত্র দেয়া সেই দুঃ*সাহসী আশিককে।"
পিউয়ের চোয়াল ঝুলে পরল ওমনি। ধূসর ওর হাতখানা ছাড়ল না,যেন সজো*রে ছু*ড়ল। রুষ্ট,ক্ষুব্ধ চাউনী নিক্ষেপ করে গটগটিয়ে ঘর ছাড়ল

তারপর। এদিকে আত*ঙ্কে ঘাম ছুটে গেল পিউয়ের।

ধূসর ভাইয়া মা*রাত্মক লোক। মা*রপিটে পি-এইচ-ডি প্রাপ্ত। ওনার বিশ্বাস নেই। রা*গের মাথায় কী না কী করবেন!সে তড়িঘড়ি করে ফোন তুলল হাতে। কন্টাক্ট লিস্ট খুঁজতে গিয়েও হাতের প্রতিটি আঙুল কাঁপছে। চটপট ডায়াল করল রবিনের নম্বরে। ছেলেটা ধরল না। কোথায়

ম*রে গেছে কে জানে! এই মুহুর্তে ফোন না ধরলে ধূসর ভাই সত্যিই ওকে ক*বর দিয়ে দেবেন। টানা কয়েকবার রিং হওয়ার পর রিসিভ হলো ফোন। ওপাশ থেকে রবিন অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল,

" পিউ! তুমি আমায় ফোন করেছো?"

পিউয়ের যতটা না ভ*য় লাগছিল এর থেকেও অধিক মেজাজ খারা*প

হলো রবিনের মুখে তুমি শুনে। এতটা দিন, তুই বলে সম্বোধন করতো ছেলেটা। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে এই তুমিময় নাটক। পিউ খুব তাড়াহুড়ো তে জিজ্ঞেস করল" কোথায় আছিস তুই?"

" কেন,দেখা করবে না কী?"

" চুপ কর। এই মুহুর্তে যেখানে আছিস পা*লা। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পর। একটা কাজ

কর,সেলুনে গিয়ে বসে থাক,ওটা সে*ফ জায়গা।”

রবিন ভ্রু কোঁচাকাল। আগামাথা না বুঝে বলল,

” কেন? কী হয়েছে? লু*কোতে যাব কেন?”

পিউ হা হুতাশ করে বলল,

” না লুকোলে তোর কপালে ভীষণ দুঃ*খ আছে রবিন। ধুসর ভাই তে*ড়ে যাচ্ছেন তোর কাছে। ”

রবিন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,
” ককেন? আমিতো কিছু করিনি। সেদিনের পর থেকে তোমাকে বির*ক্তও করিনি পিউ। তুমি কি ওনার কাছে আমার নামে না*লিশ করেছো?”
” না*লিশ করিনি। তবে ওনার হাতে তোর লেখা চিঠি আছে। এবার তুই ঠিক কর,পালাবি না ওখানেই বসে থাকবি। আমার সাবধান করার

করলাম। জান বাঁ*চানো ফরজ,এই কথা মাথায় রেখে কোনও গর্তে গিয়ে লু*কিয়ে থাক। রাখছি।”রবিন ঢোক গিলল। আ*তঙ্কিত হয়ে চারপাশ দেখল। কপাল বেঁয়ে দরদর করে পরে যাওয়া ঘামটা মুছেই চট করে দৌড় লাগাল।

পিউ লাইন কাটল ফোনের। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে একটু ধাতস্থ হল। গালের হাড় ব্যা*থায় টনটন

করছে। কী মা*রটাই না মে*রেছে পা*ষান লোক!

কোমল দুটো আঙুল কপোলে বোলায় সে। ঠিক যেখানটায় স্পর্শ বসেছে ধূসরের। চিনচিনে ব্যথা ছাপিয়ে,আচমকা হেসে ফেলল পিউ। সত্যি বলতে ধূসর ভাইয়ের এই থা*প্পড় খেয়েও ওর খারাপ লাগেনি, আর না পেয়েছে ক*ষ্ট। সে যে তৈরিই ছিল। আন্দাজ করেছিল,

মানুষটার সামনে অন্যকাউকে ভালোবাসি বলতে দেরি হলেও ওর গ*র্দান ছেদে দেরি হবেনা।
কিন্তু, এছাড়া যে উপায়ও ছিলনা। ধূসর ভাইয়ের মুখ থেকে একটা সত্যি কথা শোনার আশায়, আজ তিনটে বছর এভাবেই কাটছে ওর। কীই না করেছে পিউ! কত চেষ্টা, কত পন্থা অবলম্বন করেছে। কিন্তু না,কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায়নি। পিউ

আজও বিভ্রমে ভোগে,” ধূসর ভাই আমায় ভালোবাসেন? না কি বাসেননা? ”

উত্তরগুলো ওরই মতো বিভ্রান্ত। তারা একবার বলে হ্যাঁ, পরের বার ‘না’। তবে একটা কথা সত্যি। মানুষটা ওকে ভালোবাসুক আর না বাসুক, ও যে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রতিদিন।

ধূসরের প্রতি অনুভূতি তার অতলস্পর্শী বিশালাকার সমুদ্রের ন্যায়।

যে সামনে এলেই সপ্তদশীর হৃদয় কাঁ*পে। কেমন অস্থির অস্থির লাগে সবকিছু । পরিচ্ছন্ন আঁখিতে নামে প্রেমের ঝাপ্সা বর্ষণ। মনে হয় সে নেই,হাওয়ায় ভাসছে। উড়ছে মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে। পাড়ি দিচ্ছে একের পর এক পর্বতশৃঙ্গ।

মাঝেমধ্যে তো লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ক্যাবলা বনে চেয়ে থাকে সে মানুষটার পানে। এই সর্বনা*শের শুরু আজ নয়, হয়েছিল সেদিন, যেদিন প্রথম দেখেছিল ধূসর নামক নিরেট ওই মানবকে।

সম্পর্কে ধূসর-পিউয়ের চাচাতো ভাই। এ বাড়ির মেজো কর্তা আফতাব সিকদারের একমাত্র সন্তান। অথচ ভাই-বোনের মধ্যে

ধূসরই সবার বড়। একান্নবর্তী পরিবার ওদের। চার কর্তার আন্ডাবাচ্চা ধরলে সে এক মস্ত বড় তালিকা।ভাইদের মধ্যে সবার বড় হলেন আমজাদ সিকদার। স্বভাবে ধূসরের আরেকজন। বিষয়টা একটু ওলটপালট। হিসেব মত বড় ভাইয়ের ছেলেমেয়ে বড় হলেও এদিক থেকে তিনি অনেক পিছিয়ে। ভদ্রলোকের পূর্বেই মেজো ভাই

আফতাব বিয়ে করে বউ তুলেছিলেন ঘরে। কারণ,ধূসরের মা রুবায়দার অন্যত্র বিয়ের তোরজোর চলছিল সে সময়।

এরকমই আরেকটি গোলমেলে বিষয় হলো আজমল সিকদারের বেলাতেও। তার ছেলে সাদিফ, সেও বড় পিউয়েদের চেয়ে। সম্পর্কে সব কিছু ঠিকঠাক হলেও বয়সটা অতিমাত্রায় কম্পলিকেটেড।

পিউয়ের বয়স যখন আটের কোঠায়? ধূসরকে পড়াশুনার জন্যে নিউইয়র্ক পাঠানো হয়। এর পেছনেও রয়েছে পরিবারের মস্ত বড় এক অতীত। কারণ,বিদেশ থেকে পড়াশুনা তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে ধূসরের বেলায় প্রথম। এক প্রকার তার বাউন্ডুলে স্বভাবে বাধ্য হয়েই বাপ-চাচা ঠেলেঠুলে দেশ ছাড়িয়েছেন ওকে।

পাক্কা সাত বছর ভিনদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরল ধূসর। যেদিন সে এলো? কী উৎসবটাই না লেগেছিল বাড়িতে! আত্মীয় স্বজনের উপচে পরা ভীড়ে পা রাখার জায়গা নেই যেন। সকলের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার ইতি টেনে ধূসর কদম রাখল চৌকাঠে। বড় বড় মানুষের মধ্যে, কোনওরকমে খরগোশের মত মাথা বের করে উঁকি দিল এক পনের

বছরের কিশোরি। দেখতে চাইল মা -চাচীদের দিনরাত নাম জপা সেই মানুষটিকে। অথচ ঠিক যেই মাত্র দেখল, হাহ! বিনাদ্বিধায় নাম লেখাল এই প্রণয় নামক সমূহ বিনা*শের খাতাতে। রীতিমতো পিছলে পড়ল লম্বাদেহী,শ্যামবর্ণ মানুষটার প্রেমে। পিউ ঠোঁট ফাঁকা করে চেয়েছিল কতক্ষণ। পরতে পরতে মনোযোগ ঢেলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেল

ধূসরকে। চোখজুড়ে তখন বিমোহের বারিধারা। এত সুদর্শন,সুপুরুষ ওর চাচাতো ভাই,ভাবতেই নাক সিটকাল মেয়েটা। মনে মনে চরম প্রতিবাদ জানাল এই আমূল সত্যির।

ধূসরের পাশে ‘ ভাই’ শব্দটা বেমানান, কুৎসিত। কেন এই লোক ওর ভাই হবেন? পরিবারের বাকীরা ওনাকে ভাইয়া, ভাইয়া বলে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও পিউ

কখনোওই ওকে ভাইয়া বলে ডাকেনি। ছয় ফুটের অত বড় একটা লোককে ‘ ‘ধূসর ভাই ‘বলে সম্বোধন করে এখনও। এভাবে তো মানুষ পাড়াপড়শিকেও ডাকে তাইনা? পিউয়ের বিশ্বাস, সম্বোধনের দিক দিয়ে যত দূরে ঠেলবে ওনাকে, মনের দিক দিয়ে উনি তত কাছে আসবেন।

কিন্তু সে! সেই উনি একটা ফা*লতু লোক। একটা গ*র্দভ, বোকারাম! আজ তিন তিনটে বছর পিউ চোখের সামনে ঘুরঘুর করছে। প্রতিটা মুহুর্ত দুহাত ভর্তি প্রেম ঢেলে দিচ্ছে, অথচ ওই মানুষটার চোখেই পড়েনা? সে দুনিয়ার সব বোঝে,বোঝেনা শুধু ওকে। যেন প্রেম কী আদৌ জানেইনা। ছেলেদের বেশি সুন্দর হতে নেই,হলেই তাদের অহংকার

বেড়ে যায়। এই যেমন ধূসরের আকাশচুম্বী ভাব। যে মিষ্টি দেখতে পিউকে ড্রেনের ময়লা পানি ভাবে। যা দেখলে সবাই কুঁচকে ফেলবে চেহারা। যাকে ধ*মকানো যাবে,রা*গানো যাবে,আজকের পর মা*রাও যাবে, কিন্তু ভালোবাসা যাবেনা।কখনও ভালো করে , একটু স্পষ্ট চোখে তাকায়নি। সে সাজল,না সাজল,কী জামা পরল, কেমন করে

চুল বাঁধল আজ অবধি লক্ষ্য করেছে কী না সন্দেহ।

পিউয়ের মুখটা ছোট হয়ে আসে। দীর্ঘশ্বাসে ওঠানামা করে রুগ্ন বুক। কাঁ*দোকাঁ*দো চেহারায় ঘর থেকে বের হয় সে। একটু-আধটু চিন্তায় আই-ঢাই লাগছে কেমন! রবিনটাকে পেলে ধূসর ভাই কী করবেন,কে জানে! তার পরীক্ষা আর যাচাইয়ের যন্ত্রনায় ছেলেটাকে শুধু শুধু ফাঁসাল।

পিউ মনমরা হয়ে হাঁটছিল। আচমকা সামনে পড়লেন মিনা বেগম। বেখেয়ালে ওকে একবার দেখে আবার সতর্ক চোখে চাইলেন।

" কী রে,গালটা ওমন লাল হয়ে আছে কেন?"

পিউ চট করে গালে হাত বোলাল। আমতা-আমতা করে বলল,

" কই,না তো।"

মিনা এগোতে নিতেই,সে ত্রস্ত বেগে এক পা পেছনে চলে গেল। বলল,
" মশা কাম*ড়েছে আম্মু,সত্যি বলছি।"
" মশা কাম*ড়ালে এমন দেখাবে কেন?"পিউ গাল চেপে মাথা নোয়াল। কী করে বলবে এখন, আমাকে তোমাদের আদরের ধূসর আকাশ বাতাস কাঁ*পিয়ে এক চ*ড় মেরেছে। এই কথা কী বলা যায়

কখনও? দোষতো ওরই ছিল। কেন যে পাঁকামো করতে গিয়েছিল তখন? আর, যদি ও বা বলেও, তখন ধূসর ভাই সবাইকে সত্যিটা বলে দিলে? এই একটা মারের সাথে আরো কত মার যে পরবে পিঠে।

সে যে ওসব মানুষটাকে রা*গাতে বলেছিল, তা তো আর উনি জানেন না।

পিউ মনে মনে বিরক্ত হলো নিজের ওপর। রবিন আর সে একই ক্লাশে পড়ে। বেশ কয়েকদিন যাবত ওর পেছনে ছুঁকছুঁক করছিল ছেলেটা। পিউ বুঝলেও, কিছু বলেনি। কারণ রবিন সীমায় ছিল,বাড়াবাড়ি করেনি। আর না প্রস্তাব দিয়েছে প্রেমের। কিন্তু আজকেই যেন সেই সীমা অতিক্রমের ভয়ানক ইচ্ছে জাগল ওর। কলেজ ছুটির পরপরই হঠাৎ

ছুটে এসে একটা চিঠি গুঁজে দিল হাতের মুঠোয়। পিউ কিছু বলার, বোঝার আগেই দৌড়ে পালাল।

কিন্তু সে তো চিঠি বয়েও আনেনি। পড়েও দেখেনি অনীহায়। উলটে রেগেমেগে ছিড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়।

কিন্তু সেই কথা চাপা রইল না। বাতাসের গতিতে,এক অলৌকিক শক্তি দ্বারা ধূসর ভাইয়ের কানে ঠিক

পৌঁছে দিয়েছে কেউ।বাড়ি ফিরে পিউ কেবল ফ্রেশ হয়ে বের হতেই দেখল ধূসর দাঁড়িয়ে কামড়ায়। একেবারে সটান একটা দীর্ঘ দেহ। পিউ অবাক হয় ভীষণ। ধূসর ওর রুমে পা ফেলেনা সহজে। জিজ্ঞেস করার আগেই, উল্টোদিক থেকে কটমটে কন্ঠের প্রশ্ন এলো,

” ছেলেটা কে?”

পিউ বেশ কয়েকটি উপন্যাসে পড়েছিল, এমনকি সিনেমাতেও দেখেছিল, নায়ক জেলাসিতে মুখ ফস্কে বলে দেয় ভালোবাসার কথা। সেই ট্রিক্স কাজে লাগাতে কথার এক পর্যায়ে ইচ্ছে করে বলল ‘রবিনকে ভালোবাসি ‘আমি।

কিন্তু এর শেষটায় কী হলো? ধূসরের মুখ থেকে কিছুতো বের হলোইনা, উলটে প্রকান্ড থা*প্পড়

খেয়ে মাথা চক্কর কাটল ওর। গালে ব্যথাও লাগল ওর। পিউ দীর্ঘ ব্য*থিত এক নিঃশ্বাস ফেলল পুনরায়।

মিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,
" কী ব্যাপার? কথা বলছিস না কেন? কী হয়েছে বললি না? কেউ মেরেছে নাকী? '

সম্বিৎ ফিরল পিউয়ের। কথা ঘোরাতে বলল," কে মারবে? কী যে

বলোনা! তুমি কী কাজে যাচ্ছিলে যাওনা আম্মু। আমার অনেক তাড়া,দাঁড়ানোর সময় নেই।”

মিছিমিছি ব্যস্ততা দেখিয়ে একরকম পালিয়ে এল সে। পেছন থেকে মিনা অনেকবার ডাকলেও, দাঁড় করানো গেল না।

পিউ সিড়িঘরের, করিডোরে কতক্ষণ পায়চারি করল। ধূসর এই মুহুর্তে কোথায় আছে জানতে পারলেও

একটু আঁচ করা যেত সবটা। কিন্তু ও শতবার ফোন করলেও উনি ধরবেননা। অবশ্য ওই ফোনটুকু করার সাহসও যে নেই এখন।

তারপর হঠাৎই মাথায় এলো সাদিফের কথা। পিউ চকচকে চেহারায় ঘরের দিক চলল তার। দরজা আগলে, উঁকি দিল ভেতরে। আস্তে করে ডাকল,” ভাইয়া! ও ভাইয়া!”

না,সাড়া এলোনা। আজ রবিবার,সাদিফের অফিসের ছুটির দিন। ঘরে নেই যখন,ছাদে থাকবেন। পিউ ঘুরতে গেল, ওমনি একটা প্রসস্থ বুকের সঙ্গে ঠুকে গেল নাকটা। পিউ এতটাই ভড়কেছে, হেলেদুলে পড়ে যেতে ধরল। ওমনি সাদিফ এক হাত টেনে ধরল ওর। টালমাটাল মেয়েটার বাহু ধরে, সোজা দাঁড় করিয়ে বলল,

” তুই কি সত্যিই এত পুষ্টিহীনতায় ভুগছিস পিউ ? সামান্য একটা ধা*ক্কা খেয়ে কেউ এভাবে পরে যায়?”

পিউ নাক ডলতে ডলতে চাইল। চাশমিশ, ফর্সা, গোলাকার চেহারার ছেলেটাকে সরু চোখে নিরীক্ষন করে বলল,

” আমি কি জানতাম আপনি আসবেন? উফ,ওটা শরীর না লোহা!

সাদিফ কপাল গুঁটিয়ে বলল,
” আমি তো তোর মত তুলো খাইনা যে ফুঁ দিলে উড়ে যাব। যাকগে,ঘরে উঁকি মারছিলি কেন? ”
‘ উঁকি মারব কেন? খুঁজছিলাম আপনাকে। একটা হেল্প চাই আমার। ভ্রু উঁচাল সাদিফ।” কী হেল্প?”
” ধূসর ভাইকে একটা ফোন করবেন।”
” করলে?”

” শুনতাম উনি কোথায়,বাড়ি কখন আসবেন।”

” তোর ফোন থেকে কর।”

পিউ মিনমিন করে বলল, ‘ ব্যালেন্স নেই। আর আমি কি আমার জন্যে বলছি,আম্মু বলেছেন করতে।”

সাদিফ ঘরের ভেতর ঢুকল। পিউ পেছনে আসে। সে দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখে বলল,

" কিন্তু এখন তো ভাইয়াকে ফোন করা যাবেনা। সামনে ওদের দলের নির্বাচন, ব্যাস্ত থাকতে পারে।"

পিউ কণ্ঠ করুণ করল,

" একটা কল দিয়েই দেখুন না প্লিজ!"

সাদিফ সোজাসুজি চাইল ওর মুখের দিক। পিউ ইচ্ছে করে চেহারা আরো কালো বানাতেই,দম ফেলে বলল,

" দিচ্ছি।"

পিউ ঝলমলিয়ে উঠল। দাঁত কপাটি বের করে বলল
” আপনি খুব ভালো! ”সাদিফ সেই একইরকম ঠান্ডা চোখে চাইল। পূর্ন দৃষ্টিতে পরোখ করল সপ্তদশী রাঙা মুখবিবর। চোখ সরিয়ে, নাকের ডগায় চশমা ঠেলে,ফোন তুলল হাতে।
লাউডস্পিকার দিলো সে। রিং হতে শুনল পিউ। কিন্তু কয়েকবার

বাজতেই লাইন কাটল ধূসর। সাদিফ বলল,

" কেটে দিয়েছে। বললাম না,ব্যস্ত ।"

পিউয়ের অনুচিন্তন এবার লাগাম ছাড়ায়। রবিনটাকে কী খুঁজে পেলেন উনি? ছেলেটা শুধু শুধু কেলানি খাবে। সে না হয় ধূসর ভাই ফেরার আগে আগে দোর দিয়ে রুমে বসে

থাকবে। ভাণ করবে অসুস্থতার। কিন্তু ও?

পিউয়ের চিন্তিত মুখস্রী সাদিফের নরম মনে দাগ কাটল। এগিয়ে এলো কাছে।

” কিছু হয়েছে তোর? ”

তাকাল পিউ। দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল ‘না’। তারপর আস্তে করে বলল,

” আসি।”উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে বেরিয়ে গেল পিউ। সাদিফ ফোস করে শ্বাস ফেলল। বিছানায় বসে ল্যাপটপ মেলে ব্যস্ত হলো কাজে।

পিউ সারা রুমজুড়ে পায়চারি করছে। কী হবে এখন? কী করবে সে? কোনও একটা উপায় না পেয়ে, হতাশ,বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে দুহাত মেলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। না, আর

ভালো লাগছে না। এত অ*শান্তি নেওয়া যায়না।
পিউ চোখ বুজল। কী আশ্চর্য! এখানেও ধূসর ভাইয়ের তামাটে চেহারার হানাহানি। লোকটা ফর্সা নন,কিন্তু দেখতে মারাত্মক। সব থেকে মারাত্মক ওনার হাঁটাচলা,ওনার এটিটিউড,ওনার কথা বলার ভঙ্গি। নাহলে কী এক দেখাতেই প্রেমে পড়ত ও? পিউ

বালিশে মুখ পুরোটা গুঁজে দিলো। বিড়বিড় করল,

উফ! এই লোক আমায় মে*রেই ফেলবে।

একটা সময় গভীর ঘুম হামলা চালায় চোখে। টানা চার ঘন্টা মহিষের ন্যায় ঘুমাল পিউ।

যখন চোখ মেলল, বাইরে তখন ঘুঁটঘুঁটে তিঁমির। হাই তুলে উঠে বসল সে। ঘড়িতে তখন রাত

বারোটা বাজে। ভ্রু কপালে তুলল পিউ।

‘এইরে,এতক্ষন ঘুমিয়েছি?’এদিকে খিদেও পেয়েছে। মোচড় দিচ্ছে পেট। সন্ধ্যায় নাস্তাও খায়নি আজ। আনাচে-কানাচে ইঁদুর ছুটছে এখন। পিউ দ্রুত বিছানা হতে নামল।

ধূসর বাড়ি ফেরে এগারটায়। ইদানিং ব্যস্ততায় আসতে একটা /দুটো বাজে। আজকেও নিশ্চয়ই ওরকম

সময় আসবেন? সে আসার আগেই যদি খেয়েদেয়ে রুমে ঢুকে খিল লাগাতে পারে,তবে আর মুখোমুখি হতে হবেনা।

ওর যে এখন উভয় সংকট! রবিনকে না পেলেও রাগ ঝাড়বে ওর ওপর। পেলেতো কথাই নেই।

সকালে ধূসর ওঠার আগে কলেজে যাবে। আবার আসার আগে আগে এমন লুকিয়ে পড়বে কামড়ায়।

সপ্তাহখানেক পার হলে ঘটনা ঠান্ডা হবে নিশ্চয়ই? তখন আর ভয় থাকবেনা কোনও।

পিউ আস্তেধীরে দরজা খুলল। বসার ঘরে নিভু নিভু আলো জ্বলছে। এছাড়া সারা বাড়ি অন্ধকার। সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমোতে গিয়েছে। ওকেও ডেকেছে নির্ঘাত। মরার মতো ঘুমোলে শুনবে কীভাবে?

পিউ ধীর কদমে খাবার টেবিলের কাছে এল। পাশাপাশি দুটো প্লেটে ভাত বেড়ে ঢেকে রাখা। একটা ধূসরের সে জানে। ফিরে খায় উনি। এখনও ওমন রাখা যেহেতু,ফেরেনি তাহলে? যাক,ভালোই হোলো,একটু নিশ্চিন্তে,আরামসে খাওয়া যাবে এখন।পিউ বেসিন থেকে হাঁত ধুয়ে এলো।

সাদা ভাতের ওপর ইলিশ মাছের বড় টুকরোটা খিদে বাড়ালো দ্বিগুন। ঝটপট চেয়ার টেনে বসতে গেল সে। অথচ বসার আগেই, আচমকা চেয়ার খানা টেনে নিল কেউ একজন। ফলস্বরূপ, পিউ ধপাস করে পড়ে গেল ফ্লোরে। টাইলসের মেঝেতে অতর্কিত আক্রমন, কোমড় থেকে পা অবধি ধরিয়ে দিলো ব্যা*থায়। হকচকিয়ে,তৎপর পেছন

ঘুরে চাইল পিউ। সম্মুখে ধূসরকে টানটান হয়ে দাঁড়ানো দেখেই বুঝে ফেলল,

" যেখানে বাঘের ভয়,সেখানেই সন্ধ্যে হয়।"“ওঠ!”

শাণিত স্বরে পিউয়ের শীর্ণ বক্ষ ধড়ফড়িয়ে ওঠে। মানুষটা খুব রেগে থাকলে আওয়াজ মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর শোনায়। পিউ শঙ্কিত লোঁচনে চাইল। আস্তে করে উঠতে গিয়ে টের পেলো

ব্যথা পেয়েছে কোমরে। হঠাৎ পরায় লেগেছে অনেক!
পিউ কলমি ডগার ন্যায় লতিয়ে,কোনও রকমে উঠে দাঁড়ায়। নিজের প্রতি হতাশায়, দুঃখে বুক ফাঁটছে মেয়েটার। যার ভ*য়ে সারাটাদিন লুকিয়ে রইল ঘরে, খেতে এলো এই এতক্ষণে,শেষমেষ তার খ*প্পরে পরলই। বাহ! ভাগ্যের কী বিরুদ্ধাচারণ!

” কটা বাজে?”

প্রশ্ন শুনে নড়েচড়ে তাকায় পিউ। ডিম লাইটের সবুজ আলোয় ধূসরের শ্যামলা চেহারা স্পষ্ট। স্পষ্ট তার কব্জিতে বাঁধা চকচকে,পরিচ্ছন্ন ঘড়ি। পিউ

মুখ ফস্কে বলে ফেলল,” আপনার কাছেইতো ঘড়ি আছে! ”

” তুই বোধ হয় আবার মা*র খেতে চাইছিস! ”

জলদগম্ভীর স্বরে বক্ষস্থল থমকাল। পিউ ফিরে গেল অতীতে। মনে পড়ল আজকে দুপুরেই গালে পড়া সেই দাবাং চড়টার কথা। নীচু কণ্ঠে, বাধ্যের ন্যায় জানাল, ‘ বারোটা বাজে।’

” এ বাড়িতে রাতে খাওয়ার সময় দশটা। তাহলে দুই ঘন্টা কোথায় ছিলিস তুই?”

পিউ মিনমিন করে বলল,

" ঘুমোচ্ছিলাম। "

ধূসর পুরূ কণ্ঠে বলল,

" একদম মিথ্যে বলবিনা! ভেবেছিলি ঘরের দরজা আটকে থাকলেই বেঁ*চে যাবি? কিছু বলব না?"

পিউ দাঁত দিয়ে নিম্নাষ্ঠ কামড়ে ধরে। কথা খোঁজে মনে মনে। ধূসর যা বলল তাতো মিথ্যে নয়। সে ওর ভয়েই দরজা লাগিয়ে বসেছিল। ভেবেছিল মানুষটা বাড়ি ফিরলেও

ওকে নাগালে পাবেনা। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে বোঝেনি।

তার ভাবনার মাঝেই ধূসর টেনে নেয়া কেদারা এগিয়ে দিল। ও তাকালে আদেশ করল,” বোস।”

শব্দ কম,কণ্ঠ নিরেট। পিউ দ্বিধায় পড়ল ভীষণ। আবার বসতে গেলে চেয়ার টানবে না তো? এইবার পড়লে হাড়গোড় গুড়িয়ে যাবে কনফার্ম।

ধূসর খেই হারাল ধৈর্যের,
" বোসতে বলেছি না তোকে? বোস!"
তড়িৎ বেগে, ধপ করে বসে পড়ল পিউ। ভয়ার্ত,বিভ্রান্ত দুই অক্ষি ধূসরের দিকে তাক হয়। সে আরেকটা চেয়ার ঘুরিয়ে সামনে বসল ওর। ঠিক চোখের নিকট, মুখোমুখি।

ওমনি ভয়টা কমে এলো পিউয়ের। শুরু হলো চেনাজানা সেই হৃদকম্পন। মুগ্ধতায় ভিড়ে এলো আঁখি। সেই সময় কানে বাজল ধূসরের নরম গলার স্বর,

" তুই কি সত্যিই ওই ছেলেটাকে ভালোবাসিস?"

পিউ অদৃশ্য ভাবে সজোরে মাথা নাড়ে। মনে মনে বলে,'পাগল হলেন? এই ছোট্টখাট্টো জীবনে মানুষ

কী ওরকম ভুল করে? আপনার মত একটা জলজ্যান্ত আইটেম রেখে আমি ওমন গোবর-গনেশের প্রেমে পড়ব কোন দুঃখে?'

কিন্তু কথাখানা আহুতি দেয় ভেতরে। জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসার সাহস হয়না। উলটে অবশ অবশ ভাব নিয়ে ঝিমিয়ে থাকল ঠোঁটগহ্বরের আড়ালে। ধূসর একদম কাছে, অতি সন্নিকটে। যেখানে ওকে দেখলেই

সপ্তদশীর বুকে তোলপাড় ওঠে, সেখানে এখন কতটা হাঁসফাঁস লাগছে কী করে বোঝাবে? পিউ লজ্জা,নার্ভাসনেসে আড়ষ্ট হয়ে জ্বিভে ঠোঁট ভেজাল।

” তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি পিউ!”ধূসরের কোমলতা পালটে গেল আবার। দড় আওয়াজ উবে দিলো পিউয়ের এক সমুদ্র প্রেম প্রেম ভাব। তৎক্ষনাৎ মাথায়

পুরোনো সেই জেদটাই চেপে বসল ওর। ধূসরকে একটুখানি বাজিয়ে দেখতে, নিসঙ্কোচে মিথ্যে বলল, ” হ্যাঁ “।

ধূসর চটে গেল ভীষণ! তৎক্ষনাৎ ঘু*ষি বসাল চেয়ারের হাতলে। ভী*তশশ*স্ত্র হয়ে কেঁ*পে উঠল পিউ। সন্দেহী দুই চোখ হকচকিয়ে চাইল। ধূসরের গভীর নেত্র জ্বলছে। চাউনীতে পরিষ্কার রু*ষ্টতা।

ঠিক মিনিট খানেক চেয়েই রইল অমন। পুরোটা সময়ে পিউয়ের গোলগাল মুখবিবরে ঘুরে এলো ধ্যান। সুনিপুণ মনোযোগে নিরীক্ষন করল যেন। হঠাৎই মুচকি হেসে বলল,

" মিথ্যে বলতেও যোগ্যতা লাগে। তোর মত নির্বোধের তাও নেই।"

পিউ থতমত খায় ওই হাসি দেখে । ভ্রূ বেঁকে যায় প্রখর কৌতুহলের তোপে।

‘কী মিথ্যে বলেছি আমি?”ধূসর উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল সামনে। একটু থেকে ঘুরে তাকায় আবার। তর্জন দেয়,

” ভদ্রমেয়ের মত চুপচাপ খেয়ে ঘুমিয়ে পর। এই কথাটা দ্বিতীয় বার

বলতে হলে তোর কপালে দুঃ*খ আছে পিউ।”
শীতল স্বরের হুমকিটুকুন কানের লতি ছুঁয়ে গত হলো পিউয়ের। উলটে ধূসরের অযাচিত আচরণে তাজ্জব সে। এমনটাতো আশা করেনি। যা ভেবেছিল তার যে কিছুই হয়নি। ভয়ে সি*টিয়ে থাকা ওকে, ধূসর ভাই কোনও শাস্তিই দিলেন না?

পিউয়ের বুক ভে*ঙে আসে কষ্টে। কৃষ্ণকায় কাদম্বিনী হল্লাহল্লি লাগায় মুখ জুড়ে। অন্যকাউকে ভালোবাসার কথা শুনেই,ধূসরের এই সহজ অভিব্যক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

কেন উনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না? তখনকার ওই থা*প্পড়টাকেও ভীষণ হাল্কা অনুভুত হচ্ছে এখন। আজ যদি নিজের

বোনের সামনেও বলত, ‘ কাউকে ভালোবাসি।’ সেও নিশ্চয়ই এইভাবে মারতো,শাসন করত? ধূসর ভাই কী সে অর্থেই একজন ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করলেন? উনি সত্যিই আমায় ভালোবাসেন না?

পিউয়ের বক্ষ হুহু করে ওঠে। উবে যায় ক্ষিধে। ভুলে গেল গাল ব্যথা,কোমড়ের যন্ত্রনা। নিজের প্রতি অভিমানে,রাগে ছড়িয়ে গেল কোটর।

এক তরফা প্রেমের যন্ত্রনা ভয়ানক। যে এই ম*রন ফাঁ*দে পা দেয় সে ছাড়া কেউ বুঝবেনা এই অনুভূতি। পিউয়ের এক সমুদ্র প্রেম ফিকে হল আজ। চোখ থেকে জলটা গাল অবধি আসার আগেই মুছে নিল সে। আগের মত খাবার ঢেকে রেখে ঘরের দিকে চলল।“যদি একটিবারও পারতো,

সব চিন্তা ভুলে আসতে,

আমি সব হারাতাম তাকে পেতে হায়!

কবে পায়ের শিকল খুলবে?

আর প্রেমের পর্দা উড়বে?

আমি চেয়ে থাকি সেই দিনের সীমানায়!

বোঝেনা,সে বোঝেনা....

বোঝেনা সে বোঝেনা......

পিউয়ের কানে হেডফোন। ফুল ভলিউমে গান বাজছে সেখানে।

সাথে হৃদয় চুরমার করে কা*ন্না পাচ্ছে খুব।

আসলেই সে বোঝেনা। এই গান অরিজিৎ সিং ওর জন্যেই গেয়েছে। ধূসর ভাইয়ের শা*স্তি না পেয়ে মেয়েটার ব্য*থিত হৃদয় ডুব দিয়েছে কূল হারানো পারাবারে। কেন যে ওই পাষণ্ড মানুষটার প্রেমে পড়তে গেল!

হঠাৎ দরজায় জোড়াল করাঘাত পড়ে। পিউ কান থেকে হেডফোন খুলল। অধৈর্য হস্তে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ একজন। কপাল কোঁচকাল সে। এত রাতে ঘরে কে আসবে?

পিউ চটপট বিছানা রেখে দোরের দিক এগোয়। ছিটকিনি টানতেই বেরিয়ে আসে প্রিয় সেই কাঙ্ক্ষিত বদন। ধূসর ভাই! পড়নে কালো

হাফ হাতা টিশার্ট,আর চেক চেক ট্রাউজারে যেন পুরো টসটসে স্ট্রবেরি ! পিউয়ের এতক্ষনের মনঃক*ষ্ট ছুট্টে পালাল এই রুপ দেখে।

বিড়বিড় করল, ‘ কী সুন্দর আমার ধূসরভাই! ‘ধূসর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” সামনে থেকে সর।”

পিউ ভদ্র মেয়ের মত এক পাশ হয়ে দাঁড়াল।

ভেতরে ঢুকল ধূসর। এতক্ষণে ওর হাতের দিকে খেয়াল পড়ল পিউয়ের। ট্রে তে প্লেট বাটি সাজিয়ে এনেছে মানুষটা। ওর জন্যে খাবার এনেছেন ধূসর ভাই? ভাবতেই পিউয়ের চোখ কপালে ঠেকল। ধূসর সোজা গিয়ে টেবিলে রাখল ট্রে-টা। বিছানায় বসে ঘাড় কাত করে চাইল তার দিক। ওমনি মনের আঙিনায় দানবীয় বিদ্যুৎ চমকায় পিউয়ের।

এইভাবে কেউ তাকায়? খু*ন হবে নির্ঘাত।

ধূসর কোমল কণ্ঠে ডাকল,

" এদিকে আয়!"ডাক শুনে পিউয়ের পদযুগল ছুটতে চায়। বিলম্বহীন, দ্রুত হাঁটতে গিয়েই মেঝেতে বিছানো পাপসে হো*চট খেল। মুখ থুবড়ে পড়তে নিলো ফ্লোরে। ধূসর আগত পরিস্থিতি বুঝতেই ত্রস্ত বেগে উঠে আসে। ধরে সামলাতে চায়

ওকে। কিন্তু দুরন্ত পিউয়ের গতি রোধ করা গেল না। ধরা-ছোয়ার পূর্বেই পিউ হুমড়ি খেয়ে পডল ওর ওপর। টাল রাখতে না পেরে দুজনেই এক সঙ্গে ঠিকড়ে গেল নীচে। ব্যা*থা জায়গায় ফের ব্যা*থা পেয়ে পিউয়ের জ্ঞান হা*রানোর উপক্রম হলো। গগনবি*দারী চিৎ*কার ছোড়ার কথা ছিল। অথচ সে,ইহজগতের সব কিছু ভুলে বসল

তখন ,যখন মাথায় ঢুকল নিজের অবস্থান কোথায়। ধূসরের চওড়া বুকে সে। দৃশ্যটা দেখেই পিউয়ের ওষ্ঠযুগল আলাদা হয়, স্বীয় জোর খাটিয়ে।

ধূসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধাল,” ঠিক আছিস?”

পিউ কোনও রকম মাথা দোলাল। বোঝাল ঠিক আছে। কিন্তু আদৌতেও কী তাই? বুকের ভেতর

যে মারাত্মক কম্পন হচ্ছে ,সেসব কি টের পাচ্ছেন ধূসর ভাই?

ধূসর বলল,

" ওঠ তাহলে। "

পিউ ভুলে বসল লজ্জা। খেই হারানো নিবিষ্টের ন্যায় আওড়ে উঠল, ' না উঠলে হয়না?

ধূসর কপালে ভাঁজ ফেলে বলল,

" থা*প্পড় খাবি?"

সম্বিৎ ফিরল পিউয়ের। নিজের কথা খেয়াল পরতেই নির্বোধ বনে চাইল। লজ্জায় হাঁ*সফাঁ*স করে উঠে দাঁড়াল তৎপর। ধূসর উঠল,ঠিকঠাক করল টিশার্ট। পিউয়ের কুণ্ঠায় মরিমরি দশা। দ্বিতীয় বার ধূসরের দিকে তাকানোর স্পর্ধাটুকুন হয়না। বরং নিজের মোটা মাথাটা ঠুকতে চাইল দেয়ালে। কী বেহায়ার মত একটা কথা বলল কেবল! কী ভাবলেন

ধূসর ভাই?” একটু সাবধানে চলতে পারিস না? এক্ষুনি একটা অঘ*টন ঘটলে কী হতো?”

” অঘ*টন তো ঘটেই গেছে। এইযে আপনি আমার মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এর থেকে বড় অঘট*ন আর হয় বলুন তো?

” হা করে তাকিয়ে আছিস কেন?

পিউ নড়ে ওঠে। মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ নামায়। ধূসর আরেকদিক

চেয়ে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। বলল
" তোকে বলেছিলাম খেয়ে রুমে আসতে,না খেয়ে এলি কেন?"
পিউ মিইয়ে এলো আরো। কী উত্তর দেবে এখন? আপনার শোকে স্তব্ধ হয়ে খাবার নামেনি গলা দিয়ে বলবে এটা? আরেকটা ছ্যাচড়ামো হবে তারপর। আস্তে করে বলল,
" খেতে ইচ্ছে করেনি।"

ধূসর ফোস করে শ্বাস ঝাড়ল। গিয়ে বসল বিছানায়। সামনের জায়গা দেখিয়ে বলল,,

” এখানে বোস।”

পিউ গুটিগুটি পায়ে গিয়ে বসল সেখানে। ধূসর প্লেটের দিক চাইল। ওমনভাবেই কিছুক্ষন থম মেরে থাকল । যেন ভাবল গভীর কিছু।

তারপর হুট করে ভাত ভরা প্লেট পিউয়ের দিক ঠেলে দিয়ে বলল,” খেয়ে নে।”

মেয়েটা অতি আগ্রহ সমেত চেয়েছিল এতক্ষণ। এক অলীক আশায় বুক বাঁধল, ধূসর ভাই হয়ত খাবার মুখে তুলে দেবেন। খাইয়ে দেবেন স্বযত্নে। কিন্তু এবারেও এমন কিচ্ছুটি হলো না দেখে ঝরঝরে কাঁচের ন্যায়

মনটা ভে*ঙে পড়ল তার। চকচকে চেহারা ঝুপ করে কালো হলো।

" পরে খাব।"

ধূসর চোখ পাঁকাল,

" এক্ষুনি।"পিউয়ের অল্পবিস্তর জেদটা টিকলোনা। ধূসর নিজ উদ্যোগে তার হাত টেনে নেয়, গ্লাস থেকে পানি ঢেলে ধুইয়ে দেয়। পিউ ঠোঁট উলটে, ভাত মেখে মুখে দিল।

যদি খাইয়েই না দেবেন,তাহলে ঢং করে খাবার আনার মানে কী?

তীব্র অনিহা নিয়ে খাবার চিবোতে চিবোতে ধূসরের দিকে তাকাল পিউ। আচমকা নেত্রপল্লব কেঁপে ওঠে,সতর্ক হয়। ধূসর যেন চট করে দৃষ্টি ফেরাল সে চাইতেই। পিউয়ের সন্দেহ হলো। উনি কী এতক্ষন আমাকে দেখছিলেন?

ধূসর পকেট থেকে ফোন বের করল। পাশ থেকে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। পিউ খেতে খেতে একধ্যানে চেয়ে থাকল তারর সুতনু মুখের দিকে।

ওদের পরিবারে সবাই সুদর্শন বলতে সাদিফকে গোনে। ফর্সা, গোলগাল,স্বাস্থ্যেও উন্নত। কিন্তু পিউ? তার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুশোভিত পুরুষটি হল ধূসর ভাই। মানুষটার

গায়ের রং শ্যামলা। অথচ বাকী সব,বাকী সবটা মনকাড়া। পিউয়ের কাছে ধূসর ভাই মানেই আস্ত একটা ডেইরি মিল্ক!

তিন বছর ধরে এক অদ্ভূত রোগে ধরেছে ওকে। ধূসর বকলে, ধমকালেও কেমন গায়ে লাগেনা। মনে হয়, যেন ভালোবেসে ধম*ক দিল সে। না! এভাবে চললে

বেশিদিন বাঁচবেনা ও। এই নি*ষ্ঠুর ধূসরের প্রেমে শ*হীদ হবে নিশ্চিত। পিউ খেয়েদেয়ে প্লেট গুছিয়ে আবার টেবিলে রাখল। নম্র কণ্ঠে জানাল,” খাওয়া শেষ।”

ধূসরের বৃদ্ধাঙ্গুল ফোনের স্ক্রিনে ব্যস্ত। না চেয়েই বলল,

” শুধুমাত্র প্রথমবার তোকে মে*রেছি বলে খাবার এই অবধি আনলাম। তাই বলে ভাবিস না আমি বলব যে

মে*রে ভুল করেছি। পরেরবার যদি এরকম কিছু শুনি বা দেখি আমার থেকে খারাপ কিন্তু কেউ হবেনা।’

শান্ত অথচ ক*ড়া কণ্ঠ। তাও পিউয়ের ভেতরটা ছেঁয়ে গেল,অদৃশ্য এক তুলতুলে ভালো লাগায়। একটুখানি যাচাইয়ের আশায় বলল,

” কিন্তু আপনি তো আর কাউকে এতটা ক*ড়াক*ড়ি দেননা ধূসর

ভাই। এত গুলো ভাইবোনের মধ্যে কী আমাকেই খুঁজে পেলেন?”

বিরতি টেনে পিউ অপেক্ষা করল। খুব করে চাইল, ধূসর একবার বলুক,” হ্যাঁ পেলাম।কারন আমি তোকে ভালোবাসি আর কাউকে নয়।”

বিধিবাম! এবারেও তাকে আহত করে দিয়ে ধূসরের উত্তর এলো,

” হ্যাঁ। তোর মত তো বাকিরা বাঁদড় নয় যে প্রেম পত্র হাতে করে বাড়ি ফিরবে। এতটা পাঁকামো এই বাড়ির কোনও ছেলেমেয়েরা করেনি। বয়স সতের অথচ প্রেম ভালোবাসা বোঝে। ইঁচড়েপাকা একটা! ”

পিউ ঠোঁট ওল্টাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রত্যেকবার ভাবে এক,হয় আরেক। ধূসর ভাই এমন এমন চমকে দেয়া

কাজ করেন,যা তার আশা ভরসা ধূলিসাৎ করতে যথেষ্ট।

ধূসর উঠে এলো। টেবিলের ড্রয়ার খুলে ওষুধের বাক্স বের করল। খুঁজে খুঁজে একটা পাতা তুলে ওষুধ ছিড়ল সেখান হতে।

গ্লাসে পানি আর সেটা পিউয়ের হাতের মুঠোয় দিয়ে বলল,

” রাত অনেক হয়েছে! খেয়ে ঘুমা। সকাল হতে হতে ব্যা*থা সেড়ে

যাবে।”চটক কাটার ন্যায় চাইল পিউ। একবার ওষুধ দেখল একবার ধূসরকে। এতক্ষন ভাবনায় এতটাই মজে ছিল যে,খেয়ালই করেনি। এর মানে

ধূসর ভাই ঠিক বুঝেছেন সে ব্যথা পেয়েছিল তখন?

প্রকান্ড বিস্মিত হয় পিউ। ধূসর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেদিক চেয়ে এতসময়ের সাদা কালো

চেহারাটা পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় ঝল্কে উঠল ওর। কোথাও গিয়ে সেই পুরোনো প্রত্যাশাই নড়ে উঠল ফের। ভাবল,

” আমি না বলতেই যদি উনি আমার ব্যা*থা বোঝেন,তবে ভালোবাসাটাও তো বোঝার কথা। ”সেই রাতটা পিউয়ের ভালো কাটার কথা ছিল। অথচ কাটেনি। ধূসর ভাইয়ের দিয়ে যাওয়া ছোট্ট একখানা আশার

আলোয় ঝল*সে গেছে ওর রাতের ঘুম। ছট*ফট করতে করতে শেষ রাতে ঘুম এলো একদম। উঠেলোও বেলা করে। ঠিক কলেজ যাওয়ার আগে আগে। কারন এই বাড়ির নিয়ম আছে,খুব অ*সুস্থ না হলে ক্লাশ মিস দেয়া যাবেনা। আর এই নিয়ম স্বয়ং আমজাদ সিকদার এর তৈরি। যিনি এই বাড়ির ঘোষিত কর্তা! অথচ ওই মানুষটির সঙ্গেই

ধূসরের, অদৃশ্য, অবাধ প্রতিযোগিতা। প্রত্যেকে যেখানে লোকটার ভ*য়ে তটস্থ থাকে, ধূসর সেখানে গা ভাসানো ছেলে। আমজাদের ধমক,চোখ রা*ঙানো সবতেই নিরুৎসাহিত, নিরুদ্বেগ। আমজাদ সিকদারের দূর্দান্ত অপছন্দের পেশা হলো রাজনীতি। আর ধূসর এই রাজনীতিতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ঠিক এই

কারণেই ওকে একদিন দেশ ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু না,ফেরানো আর গেলনা। তবে একটা কথা সত্যি, ধূসরের এই নি*র্ভীক ভাবভঙ্গিটাই এক পলকে মন পাখিটা ফুরুৎ করে উড়িয়ে নিলো পিউয়ের।

ভীষণ তাড়াহুড়োতে,তৈরি হয়ে নিচে নামল পিউ। বাড়ির সবাই তখন নাস্তার টেবিল ঘিরে। অবশ্য কর্তারা নেই। তারা কাকভোরেই প্রস্থান নেন

অফিসের উদ্দেশ্যে। পিউ শুক্রবার ছাড়া কবে বাবার সাথে সকালে নাস্তা খেয়েছে মনে পড়েনা।

পিউ চেয়ারে বসে আশেপাশে চাইল। ধূসর ভাই কোথায়? তক্ষুণি হাজির হলো সে।

নিদ্রিত ভাব চেহারায় লেপ্টে তখনও। কী কিউট লাগছে! পিউয়ের ইচ্ছে করছে গিয়েই গালটা টিপে দিতে।

” কীরে পিউ! কাল রাতে কী হয়েছিল তোর?”

পিউয়ের মনোযোগ ঘুরে গেল। সুমনার দিক চেয়ে বলল,

” কই কী হবে?! ”

জবা বললেন,” কিছু নাহলে খেতে এলিনা কেন? কতজন ডাকলাম কতবার, উঠলিনা।”

সাদিফের ছোট ভাই রাদিফ। বয়স দশের কোঠায়। সে দাঁত কেলিয়ে বলল,

" পিউপু মনে হয় ছ্যাকা খেয়েছে।"

পিউ পানি খাচ্ছিল। অবোধ বালকের মুখে কথাটা শুনেই সদ্য গেলা জল বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রত্যেকে অবাক চোখে চাইল ওর দিকে।

খুকখুক করে কেশে উঠল পিউ।

জবা বেগম ধমকে বললেন,

” চুপ। কোত্থেকে শিখেছিস এসব কথা? ”

রাদিফ কাচুমাচু করে বলল,

” টিভিতে দেখেছিলাম,নায়িকারা দুঃখ পেলে ঘর আটকে বসে থাকে।”

সাদিফ রেগে বলল, ” আজ থেকে তোর টিভি দেখা বন্ধ।”

রাদিফ কিছু বলতে হা করল, জবা পথিমধ্যেই বললেন,

” আর কোনো কথা না। প্লেটের খাবার তো এক ফোটাও নড়ছেনা। চুপচাপ খা।”দুঃখী দুঃখী মুখ করে চুপ করল ছেলেটা। সে তখনও বোঝেনি এক ঘর মুরুব্বির সামনে কী বলে বসেছে!

এদিকে পিউ তাকিয়ে আছে সামনে বসা ধূসরের দিকে। যার ইহজগতের কোনকিছুতে আগ্রহ দেখা যাচ্ছেনা। একমনে খাচ্ছে শুধু । একটা কথা

অবধি বের হচ্ছেনা মুখ দিয়ে। রুবায়দা কখন থেকে জিজ্ঞেস করছেন

" আর একটু ভাজি দেই? একটু জুস দেই? "

সে শুধু মাথা দোলাচ্ছে দুদিকে।

পুষ্প ব্যস্ত ভঙিতে এসে বসল ওর পাশের চেয়ারে। খানিক উঁচু কণ্ঠে বলল,

” আম্মু, আমাকে এক কাপ চা দাও।”

রান্নাঘর থেকে উত্তর পাঠালেন মিনা,

” সময় লাগবে বোস।”

রুবায়দা জিজ্ঞেস করলেন,

” শুধু চা খাবি কেন পুষ্প? নাস্তা করবিনা?”

” না মেজো মা ,আমার পেটের অবস্থা ভালো নয়। আপাতত স্যালাইন খেয়ে বেঁচে আছি।”

” সেকী আমাদের তো কিছু বলিসও নি। ”

” সামান্য ব্যাপার তো, তাই।”

” তোর পড়াশুনার কী খবর পুষ্প?”এই এতক্ষনে কথা বলল ধূসর। এতেই যেন পিউয়ের তনুমনে ছেঁয়ে এলো ক্ষোভে। এইযে সে মানুষটা এত সময় ধরে বসে আছে ওর সামনে, কই ওকে তো কিছু

জিজ্ঞেস করল না। পড়াশুনা তো সেও করে তাইনা?

হঠাৎ প্রশ্নে পুষ্প ঘাবড়াল খানিক। তাও হেসে বলল,

" এইতো,ভভালো ভাইয়া।"

" তোর ক্লাশ শেষ হয় কখন?"

" একটায়। "

" কাল বাড়ি ফিরলি চারটায়, কোথাও গিয়েছিলি?"

একটা প্রশ্নও ধূসর ওর দিক তাকিয়ে করেনি। অথচ বাকীদের প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি শশব্যস্ত আছড়ে পড়ল পুষ্পতে। ভড়কে গেল মেয়েটা। কী বলবে বুঝে না পাওয়ার মতন অবস্থা হল মুখের। মিনমিনিয়ে বলল,” রাস্তায় জ্যাম ছিল।”

” রাস্তার জ্যাম নদীর পাড়ে থাকেনা। ফুচকা খেলে ভালো জায়গা থেকে

খাওয়া উচিত। তাহলে আর দরকার হবেনা স্যালাইনের।'

ধূসর মুখ মুছতে মুছতে উঠে গেল । তার খাওয়া শেষ। তবে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পর পিঠে দুম করে চ*ড় বসালেন মিনা। ধূসরের কথাগুলো শুনেই রান্নাঘরের সব কাজ ফেলে এসেছেন তিনি। হঠাৎ হামলায়

ব্যাথায় মু*চড়ে উঠল পুষ্প। চাইল কাঁদোকাঁদো চোখে। তিনি খেকিয়ে বললেন,

” এই তোর এক্সট্রা ক্লাস? আসুক তোর বাবা। ক্লাশ শেষে ড্যাংড্যাং করে ঘুরে বেড়ানো বার করবে।”

মিনার তপ্ত দৃষ্টি থেকে রুবায়দা ওকে আড়াল করে বললেন,” থাক থাক আপা, ছোট মানুষ! ”

ব্যাপার গুলো বাকী সবার মাথার ওপর দিয়ে যায়। ছেলে আ*সামী বানিয়ে রেখে গেছে, আর মা উকিল হয়ে বাঁ*চাতে আসছে।

পিউ হাসল, ভাবল,

‘ না। আমার হবু শ্বাশুড়ি মা কিন্তু ফার্স্টক্লাস! বিয়ের পর ধূসর ভাইয়ের সাথে আমার ঝ*গড়া হলে এইভাবে মিটমাট করিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই? ‘

আপু ছ*লছ*ল চোখে মাথা নোয়াল। পিউয়ের মায়া হলো ভারী। ধূসর ভাইটা এমন করে কেন? নিজেতো একটা পান্তাভাত। বাকীরা কী একটুও ঘুরবেওনা?

ঠিক এই কারণেই মানুষটাকে সবাই সমঝে চলে। চোখ দুটো যেন জ্যান্ত বাজ পাখি। কখন, কোনদিকে থাকে কেউ জানেনা। এই যে পুষ্পটা ক্লাশ শেষ করে সামান্য একটু ফুচকা

খেতে গিয়েছিল, সেটাও চোখে পড়ল তার।

পিউ কলেজ ব্যাগ পিঠে চড়িয়ে উঠতে যেতেই সাদিফ বলল,” পিউ দাঁড়া,আমি যাব।”

” আপনার অফিস তো উল্টোদিকে ভাইয়া।”

সাদিফ দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

” সমস্যা নেই, ঘুরে যাব আজ। সোজা রাস্তাটায় জ্যাম পরে খুব। তুই চল,তোকে এগিয়ে দেই।”

পিউ খুশি হয়ে গেল। সাদিফের সাথে যাওয়া মানে বাইকের ফুরফুরে হাওয়া গা মাখানো। গাড়িতে চড়তে একটুও ভালো লাগেনা ওর। ভালোই হবে।

পার্কিং লট থেকে সাদিফ বাইক বের করে গেটে আনল। পিউ ওর কাঁধ ছুয়ে উঠতে উঠতে বলল,

” জানেন ভাইয়া,আমার না গাড়ির থেকে বাইক পছন্দ। গাড়ির চারপাশ আটকা তো,দমবন্ধ লাগে।’

সাদিফ হাসল। বলল,‘ অফিসের রাস্তাটা ওদিকে হলে তোকে রোজ আমিই পৌঁছে দিতে পারতাম।’

পিউ মাথা দোলাল।

সাদিফ বাইক স্টার্ট দেয়। আচমকা পিউয়ের চোখ পড়ল দোতলায়,ধূসরের ঘরের দিকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে। চোখ এদিকেই,ওদের ওপর।

সাদিফ বাইক ছুটিয়ে গেট পার হলো। তখনও পিউ চেয়ে রইল ওর দিক। অত দুরুত্বেও যেন ধূসরের নিরেট,কটমটে চিবুক স্পষ্ট বুঝল সে। প্রশ্ন জাগল,

ধূসর ভাই কী রা*গ করলেন? বা হিংসে?সারাটা কলেজ পিউ রবিনকে তন্নতন্ন করে খুঁজল। ক্লাশে পেলো না, ফোনেও না। গতকাল থেকে তার লাগাতার কলের সামান্যতম রেসপন্স ছেলেটা করেনি। সেই যে শেষবার পালাতে বলল, তারপর আর কথা হয়নি। পিউ অস্থির চিন্তায়। ধূসর ওকে পেল কী না,ওর সাথে দেখা হলো কী না,কী কী বলল

এসব জানার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে ভেতরে। যদি ওকে না পেয়ে থাকে,সত্যিটা ওর থেকে না শুনে থাকে, তবে সে যে মিথ্যে বলেছিল কীভাবে বুঝল মানুষটা?

পিউ চ সূচক শব্দ করল। রবিন হতচ্ছাড়াটা যে ইচ্ছে করে ফোন তুলছেনা ও জানে। গাঁধাটা হয়ত ভাবছে,ধূসর ভাই ওর ফোন থেকে কল দিচ্ছেন।

টিফিনের সময় হতেই করিডোরের কোণায় থাকা তামিমের কাছে ছুটে গেল পিউ। রবিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যখন,খোঁজ জানবে নিশ্চয়ই? পিউ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল,” রবিন কলেজে আসেনি কেনরে তামিম,জানিস কিছু?”

আচমকা এইভাবে পিউ এসে দাঁড়ানোয় একটু ভ্যাবাচেকা খেল

ছেলেটা। ধাতস্থ হয়েই সন্দেহী চোখে চাইল। বলল,

" কী ব্যাপার, তুই হঠাৎ ওর খোঁজ করছিস হু! "

মিটিমিটি হেসে ভ্রু নাঁচালো তামিম। ইঙ্গিত বুঝতেই কপাল গোছায় পিউ। কষে এক ধমক ছুড়ে বলে,

" চুপ কর! আসেনি কেন তাই বল।'

তামিম কাধ উঁচু করল,

” আমি কী জানি? কাল বিকেল থেকেই তো লা-পাত্তা। মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কথা ছিল,সেখানেও আসেনি।”

পিউ একটু চুপ থেকে বলল,

” মোবাইল এনেছিস?”

” এনেছি। ”

‘ দে।’

তামিম পকেট হাতাতে হাতাতে বলল” রবিনকে ফোন করবি না কি!”

পিউ কথাবার্তা এগোয় না। হাতে ফোন পেয়েই ত্রস্ত কল লাগায় রবিনের নম্বরে। দুবার রিং হতেই রিসিভ করল সে।

” হ্যা বল তামিম।”

” কোথায় তুই?”

অপ্রত্যাশিত মেয়েলী কণ্ঠে রবিন থমকাল খানিক। স্ক্রিনে একবার চোখ বুলিয়ে শুধাল,

" কে?"

" আমি কে জেনে লাভ নেই। আগে বল তুই কোথায়? লুকোতে বলেছি বলে কী সত্যিই ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ঢুকেছিস?"

রবিন বলল,

" ও পিউ!

পরপর উদ্বীগ্ন হলো কণ্ঠ ওর,” লুকোবো না তো কী করব? তোর ধূসর ভাইকে বিশ্বাস আছে না কি! গতবার আমাদেরই এলাকার এক ছেলেকে মে*রে আধম*রা করে দিয়েছে। ওই লোকের হাতে পরার ইচ্ছে আমার নেই। আমি যদি বুঝতাম,তুই ওনাকে গিয়ে নালিশ করে দিবি, বিশ্বাস কর কোনওদিন তোকে চিঠি দেয়ার ভুল করতাম না।

এখন তার খেসারত হিসেবে আমাকে জান হাতে নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।”

পিউ ঠোঁট চেপে হাসল। গত অর্ধমাস যাবত রবিন ছুঁকছুঁক করছিল তার পেছনে। তুই সম্বোধনটা চটজলদি পালটে হয়েছিল ‘ তুমি’। আর আজ? ধূসর ভাইয়ের ভ*য়ে জায়গার গরু জায়গায়।

” আছিস কোথায়?”

” বগুড়া এসেছি,নানা বাড়িতে।”
চোখ কপালে তুলল পিউ।
” কী? ”একটু আগের আটকে রাখা হাসিটা প্রচন্ড শব্দে বেরিয়ে এলো এবার। হাসতে হাসতেই বলল,
” এই সাহস নিয়ে তুই এসেছিলি আমার সাথে প্রেম করতে? ভী*তুর ডিম। থাক ওখানেই থাক। রাখছি!”
রবিন আর পালটা উত্তরের সুযোগ পেলোনা। পিউ লাইন কে*টে ফোন

বাড়িয়ে দিতেই তামিম নেত্র সরু করে বলল,
” তোদের মধ্যে কী চলছে বলতো?”
পিউ অনীহ কণ্ঠে বলল,
” তোর এই বন্ধু কী কিছু চলাচলের আদৌ যোগ্য? আমাকে সন্দেহ করলে ড্যাশিং কারো সাথে করবি। উম, লাইক ধূসর ভাই। বুঝেছিস?’
পিউয়ের যাওয়ার দিক আহাম্মক বনে চেয়ে রইল তামিম। এই কথার

মধ্যে ধূসর ভাই কোত্থেকে এলো? টিফিনের পর আরো দুটো ক্লাস হয়। প্রথম ক্লাস নেন কবিতা আনাম। দুমাস হচ্ছে এসেছেন এই কলেজে। হোয়াইট বোর্ডে গ্রামার টুকছেন তিনি। সহজ বিশ্লেষণে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সবাইকে।

অথচ পিউয়ের মনোযোগ ওদিকে নেই। তার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনে ছুটছে ধূসর ভাইয়ের নাম। মানুষটার

হাসি,কথা বলা,তাকানোর ধরন,রা*গলে ফুলে ওঠা সেই সরু নাকের ডগা,আর কুঁচকে ফেলা ঘন ভ্রুঁ দুটো হারাম করেছে ওর রাতের ঘুম। সঙ্গে কে*ড়ে নিয়েছে সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান,মনোনিবেশ।

বোর্ডে লেখা একটা লাইন ও খাতায় তুলল না পিউ। উলটে সাদা পৃষ্ঠা অন্যমনস্কতায় ভরিয়ে ফেলল ধূসর ভাই’ লিখে।

তিন বছর আগের সেই দিনটা এখনও পরিষ্কার ভাসছে তার চোখে। স্পষ্ট মনে আছে ধূসরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। একবার উঁকি দিয়ে দেখেই মানুষটার প্রতি ক্রাশ খেল মেয়েটা। প্রথম বার শরীরে ছড়াল বয়ঃসন্ধিকালীন অন্যরকম,আলাদা অনুভূতি।এমন চমৎকার, পরিপাটি একটা মানুষের সামনে এরুপ সাদামাটা ভাবে কিছুতেই যাবে না

বলে,এক ছুট্টে ঘরে এলো নিজের। তাড়াহুড়ো করে জামা পাল্টাল। ঝুঁটি বাধা চুল খুলে দিল পিঠে। কপালে টিপ পরল, হাতে ডজন খানেক কাচের চুড়ি,চোখে কাজল আর ঠোঁট ভর্তি লিপস্টিক মেখে ফের ছুটল বসার ঘরে।

ছোট্টখাট্টো মেয়েটা,লম্বাটে ধূসরের পাশে ব্যাকটেরিয়ার মত ক্ষুদ্র হবে ভেবে সূচাল হিল পড়ল পায়ে।

সারা ঘরে তখন আত্মীয়-স্বজনের ভীর। ঘিরে রয়েছিল ধূসরকে। দেশের বাইরে কেমন কাটল,শুকিয়ে গেল কেন,খাওয়া দাওয়া করেনা? এরকম হাজারটা প্রশ্নের মধ্যেই জবা বেগমের হঠাৎ নজর পড়ল তার ওপর।

" কী রে পিউ,কোথায় ছিলিস তুই? আয় এদিকে আয়,ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে তোর? "পিউ ঢোক

গেলে। ধূসর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তখন। ওমনি বরফের ন্যায় জমে গেল সে। দৃষ্টি নয়,যেন সদর্পে ধারাল এক ত*লোয়ার নিক্ষেপ করেছে ধূসর। যা এক কিশোরি মেয়ের বক্ষপিঞ্জর এফো*ড় ওফো*ড় করে দেয় গতিতে।

মিনা বললেন, ” দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সেজো মা ডাকল না? এদিকে আয়।”

পিউ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে তবু। পদযূগলই যে চলছেনা আসলে। কীভাবে চলবে,এই যে ধূসর এইভাবে চেয়ে রয়েছে,ওই গভীর,শান্ত চাউনী মাড়িয়ে সামনে আগানোর সাধ্য আছে কারো?পিউ টেনেহিঁচড়ে পা বাড়াল। হিল পরার অভ্যেস একদমই ছিলনা। নিজের এমন জুতোও নেই বলে ,পুষ্পরটা পড়েছিল। যেটা বেশ ঢিলে হয়

গোড়ালিতে। দু-পা হাঁটতে গিয়েই জুতো কাঁত হলো,আর সে ধপাস করে পরে গেল ফ্লোরে। এক ঘর মানুষের মধ্যে ইজ্জ্বতের দফারফা করতে সেটুকুই ছিল যথেষ্ট। ঘরভর্তি মানুষ ভ্যাবাচেকা খেল, পরের দফায় হু-হা করে হেসে উঠল এতে। আর পিউ,রাগে দুঃখে, অপমানে ঠোঁট চেপে সংবরণ করল কান্না। কোনও রকম দাঁড়িয়ে, জুতো জোড়া হাতে

তুলেই ফের ছুটল কামড়ায়। লজ্জায় মাথা কা*টা যাচ্ছিল মেয়েটার। যার সামনে সুন্দর দেখানোর প্রয়াসে এত কিছু করল,তার সামনেই কী না আছাড় খেল এমন? ছিহ!

সেই প্রথম আলাপ মনে করে মুচকি হাসল পিউ। দিন যায়,মাস যায় তার ভালোবাসে বাড়ে। এই ভালোবাসা কবে বুঝবেন ধূসর ভাই?" হাসছো কেন তুমি? "

হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল পিউ। ধ্যান কা*টল ধূসরের। শশব্যস্ত আশপাশ চেয়ে বুঝল, পুরো ক্লাশ তার দিকেই তাকিয়ে। কবিতা আনাম রেগে গেলেন,

" স্ট্যান্ড আপ! "

পিউ কাচুমাচু হয়ে দাঁড়াল। তিনি এগিয়ে এলেন,

” আমি ক্লাস করাচ্ছি আর তুমি হাসছো? হাসার কিছু ঘটেছে এখানে?”

পিউ মাথা নিচু করে নাড়ল দুপাশে।

” তাহলে হাসছিলে কেন? ”

” এম....কবিতা আনাম বেঞ্চ হতে খাতা তুলতেই কথা আটকে গেল পিউয়ের। এক হাত চোয়াল ঝুলে পরল ওমনি।

গ্রামারের স্থানে,খাতা ভর্তি ধূসর ভাই লেখাটা দেখেই ক*টমট করে তাকালেন কবিতা। ভয়,কুণ্ঠায় পিউয়ের চিবুক ঠেকল গলায়। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন,

” আউট! এক্ষুনি ক্লাশের বাইরে গিয়ে কান ধরে দাঁড়াও, যাও। ”

পিউ মুখ কালো করল। উপায়হীন, গুটিগুটি পায়ে ক্লাশের বাইরে এলো।

কবিতা আনাম,ভেতর থেকে উঁচু কণ্ঠে বললেন,

” কান ধরো! ”

ঝটপট কানে হাত দিলো পিউ। ক্লাশ চলাকালীন সে একা করিডোরে কান ধরে দাঁড়িয়ে। পুরো কলেজ দেখছে ওকে। কিন্তু পিউয়ের এতেও খুব একটা ভাবান্তর হলোনা। ভালোবাসার জন্যে মানুষ কত কী করে, আর সে কী না একটু কান

ধরতে পারবেনা?প্রায় আধঘন্টা যাবত দাঁড়িয়ে পিউ। পায়ের পাতায় ব্যথা করছে হাল্কা। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? সে অসহায় চোখে কবিতা ম্যামের দিক চাইল। ভদ্রমহিলা একবার দেখলেন ও না সেই দৃষ্টি। সম্পূর্ণ মনোযোগে ক্লাশ নিচ্ছেন তিনি।

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক জীবনে এই ধূসর ভাইয়ের জন্য আর কী কী করতে হবে,কে জানে?

আচমকা মাঠের কোণায় বাইকের শব্দ আসে। ওইভাবেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিউ। অসময়ে,অপ্রত্যাশিত ভাবে ধূসরকে এইখানে দেখেই, মেরুদণ্ড সোজা করে ফেলল সহসা। মানুষটা এই সময় এখানে কী করছেন? কার বাইক এটা? ওনার

তো বাইক নেই,গাড়ি আছে।পিউ ত্রস্ত ঘুরে গেল। পিঠ ফিরিয়ে দিলো ওদিকে। হাঁসফাঁস করে উঠল লজ্জায়। আজকে প্রথম, ধূসরের এই অযাচিত উপস্থিতিটায় একটুও খুশি হতে পারল না। আসার আর সময় পেলেন না উনি? এই কান ধরা অবস্থায় ওকে দেখলে তো প্রেসটিজ যা ছিল তাও শেষ! ধূসরের সাথে আরো একটি ছেলে আছে। মূলত

বাইকের আরোহি সে-ই। দুজন আশেপাশে না চেয়েই সোজা অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে যায়।পিউ এইবার নড়েচড়ে দাঁড়াল। ধূসর বেরিয়ে আসতে আসতে একবার ম্যাম ডাকলেই হয়। তাহলে সে আর ওকে দেখতে পাবেনা। বিধিবাম! এমন কিছুই ঘটেনি। দেখতে দেখতে ধূসর বেরিয়ে আসে। সাথে অধ্যক্ষ। পিউ ভুলেও ফিরল না ওদিকে। বরং

আরো গুটিশুটি মেরে দাঁড়াল। মাথা নামিয়ে নিলো বুকে। প্রার্থনা করল,ধূসর ভাই এবারেও ওকে না দেখুক।

কিন্তু হলোনা। ক’জোড়া পায়ের শব্দ কাছাকাছি টের পেয়ে আস্তেধীরে চোখ তুলল পিউ। ধূসর সহ বাকীরা এদিকেই আসছে দেখে আমসত্ত্বের মত চুপসে এলো মুখবিবর। অধ্যক্ষ

তাকে এভাবে দেখে অবাক হয়ে বললেন,

” কী ব্যাপার পিউ, কান ধরে আছো কেন?’পিউ চোরা নজরে একবার ধূসরের দিক চায়। বরাবরের মত শ্যামলা,ঘাম জমা কপালে ভাঁজ পড়েছে তার।

অধ্যক্ষকে দেখে কবিতা আনাম এগিয়ে এলেন দরজায়।

” কিছু হয়েছে স্যার?”

” মেয়েটা এভাবে দাঁড়িয়ে কেন ম্যাম? কোনও সমস্যা?”

তিনি মুহুর্তেই বিরক্ত হয়ে বললেন,

” পিউ দিন দিন পড়াশুনায় অমনযোগী হয়ে পরছে স্যার। আমি বোর্ডে যা লিখেছি নোট তো করেইনি, উলটে হাবিজাবি লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলেছে। ”

পিউয়ের বুকটা হুহু করছে চি*ন্তায়। ভেতরে ভেতরে হা-হুতা*শ লাগাল।

” হে আল্লাহ! স্যার বা, ধূসর ভাই কেউ যেন প্রশ্ন না করেন আমি কি লিখেছি খাতায়। ”চাওয়াটুকু কবুল হলো এবার। কথাটা কেউই জিগেস করল না। তবে অধ্যক্ষ কণ্ঠে আক্ষেপ ঢেলে বললেন,

” সেকি! এরকমটা তো তোমার থেকে আশা করা যায়না পিউ। তোমার মত ব্রাইট স্টুডেন্ট যদি

এরকম করে.... বিষয়টা হতাশাজনক! ”

পিউ চোখ নামিয়ে আস্তে করে বলল,

” স্যরি স্যার!”

ভদ্রলোক থেমে গেলেন না। পরপরই আওড়ে উঠলেন পিউয়ের সবচেয়ে অপছন্দের লাইন,

” তুমি ধূসরের বোন। ধূসরের রেজাল্টস তো ব্রিলিয়ান্ট ছিল। তোমারও উচিত সেভাবে আগানো।”

পিউয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল ওমনি। মাথা নিচে রেখেই বিদ্বিষ্টতায় ভ্রু কোঁচকাল। ইচ্ছে হলো,ওনার কানের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে,“আমি ধূসর ভাইয়ের বোন নই, বুঝেছেন আপনি? ”

উনি একের পর এক উপদেশ দিচ্ছেন। সিকদার বাড়ির সকল ছেলেমেয়ে এই কলেজ থেকেই পাশ করে বেরিয়েছে। একে, ভালো

কলেজ,আবার বাসার কাছেই। সে অর্থে ধূসরও এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

পিউ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে। অধ্যক্ষ বিরতি নিতেই ধূসরের কণ্ঠ কানে এলো,

" আমার মনে হয় আপনাদের আরেকটু স্ট্রি*ক্ট হওয়া দরকার। ক্লাশে মনোযোগ না দিলে শুধু কান

ধরানোই নয়, প্রয়োজন পরলে হাফ চেয়ার বানিয়ে রাখা উচিত।”

পিউ হা করে ওর দিক চাইল। শ*ত্রুতো তার ঘরেই। কী পাষন্ড মানব! কোথায় ও এতক্ষন দাঁড়িয়ে দেখে,মানুষটা ক*ষ্টে ম*রে যাবেন। তা না!” আমি এখন আসছি স্যার। আপনি কিন্তু আসবেন!”

কথাটায় ভদ্রলোক গদগদ হয়ে বললেন,

” আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! তুমি নিজে এলে আমন্ত্রণ জানাতে আমি আসবনা?”

” থ্যাংক ইউ।”

দুজন করমোর্দন সাড়ল। তারপর একটিবার পেছনে না চেয়ে লম্বা পায়ে প্রস্থান নিলো ধূসর। পিউ আহত হলো আবারও। কি নি*র্দয় মানুষ! তার অভিমান হলো। ছোট্ট

হৃদয় ভাসমান হলো দুঃ*খের সাগরে। ভেঙচি কাটল কয়েকবার। কবিতা আনাম পিউকে ক্লাশে যেতে বললেন। অমনোযোগীতার হুশিয়ারি দিলেন।

পিউ হাসি হাসি মুখ করে বেঞ্চে এসে বসে। তানহা কানের কাছে এগিয়ে এলো তখন। ম্যামের চোখ এড়িয়ে ফিসফিস করে বলল,” হাসছিস কেন পিউ? এভাবে কান

ধরে দাঁড়িয়ে ছিলি,তোর লজ্জ্বা করছেনা?”

পিউ অবাক হয়ে বলল,

” নিজের কানইতো ধরেছি,লজ্জ্বা করবে কেন?”

তানহা তব্দা খেয়ে যায়। চেয়ে থাকে বোকার মত।কলেজ,কোচিং সব সেড়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয় পিউয়ের। শীতের সময়, বেলাও

বেশ ছোট। সাদিফ ফেরে সাতটার পরপর।

আজকেও তাই। এসেই ব্যাগ নামিয়ে রেখে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। যার অন্য মাথায় বসে পিউ। তার চোখ, মন দুটোই টেলিভিশনে। মুখভঙ্গি সিরিয়াস,মনোযোগী।

তক্ষুণি সাদিফ মাথায় টোকা দিয়ে বলল,

” সারাক্ষন টিভি দেখিস। এক গ্লাস পানি নিয়ে আয় যা।”

বিঘ্ন পেয়ে বিরক্ত হলো পিউ। ভ্রু কুঁচকে ফিরলেও সাদিফের ক্লান্ত,সাদাটে মুখ দেখে মায়া হলো। উঠে গেল দ্বিরুক্তিহীন।

গ্লাস এনে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। নেয়ার সময় সাদিফ তাকাল,সাথে হাসল চমৎকার করে।

জবাবে পিউ মৃদু হাসে। আবার এসে বসল পূর্বস্থানে। সাদিফকে পানি দেয়ার কাজটা নতুন নয় ওর।

ঠিক সাতটায় তার প্রিয় সিরিয়াল শুরু হয়। পিউ হা করে থাকে টিভির দিক। সাদিফ ফিরেই আদেশ ছোড়ে, ' যা পানি নিয়ে আয়। 'তাতে আশেপাশে লোক থাকুক, বা না থাকুক। হোক সে চোখের সামনে, বা রুমে। সেখানে থাকলেও ওর

নাম ধরে সাদিফ ডেকে আনবে। তারপর সুন্দর করে হেসে বলবে,
" এক গ্লাস পানি।"
পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিবার। এই একই কাজ যদি ধূসর ও তাকে দিয়ে করাত! কিন্তু না,সে তো ভুল করে চেয়েও দেখেনা ওকে। পাশে আছে, না কী নেই যে মানুষ খেয়ালই করেনা,সে ডেকে এনে পানি চাইবে কেন?

সাদিফ পেশায় একজন চার্টারড একাউন্টেন্ট। সবে সবে চাকরি নিয়েছে একটা নামি-দামি কোম্পানিতে। অল্প সময়েই, সামান্য কর্মচারী থেকে পদন্নতি পেয়েছে ম্যানেজারের পোস্টে।

আর এতেই সে হয়ে উঠল, পরিবারের চোখের মণি। যদিও ছোট থেকেই সে বাধ্যগত সন্তান। কখনও বড়দের সাথে ঠোঁট মিলিয়ে তর্কে

নামার রেকর্ড নেই। প্রথম দিকে অবশ্য ব্যবসায় বসার চাপটা তাকেও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তার এই উন্নতি দেখে কেউ আর বিশেষ রা করেনি। আর যাই হোক,ধূসরের মত তো আর বখে যাচ্ছেনা!

ধূসরের চেয়ে সাদিফ বেশ কয়েক বছরের ছোট। পিঠা-পিঠি বলে ,মিলও প্রগাঢ়। বাড়িতে দুই ছেলেকে

নিয়ে এমন দুই ধরণের মাতামাতিটা, তাদের সম্পর্কে কিন্তু বিশেষ প্রভাব ফেলেনা।মানুষ হিসেবে সাদিফ শান্ত,ধীরস্থির, হাসিখুশি। উল্টোদিকে ধূসর বাউন্ডুলে,বেপরোয়া, অশান্ত গোছের।আর এই নিয়েই বাড়ির কর্তাদের যত চিন্তা। বিশেষ করে আমজাদ সিকদারের।

তার পরিবারের বড় ছেলে ধূসর। জ্ঞাতিগোষ্ঠী ছেলেমেয়ের ভেতর সব

থেকে ব্রিলিয়ান্ট বয়। যার প্রতিটা শিরায় ব্যবসা সামলানোর মত বিচক্ষণতা, বুদ্ধি রয়েছে। এরকম একটা রত্ন বিপথে যাচ্ছে ক্রমশ,আমজাদ মেনেই নিতে পারছেন না।

হাজার বার বারণ করলেও ধূসর মাথা দোলায়,স্বায় দেয় ক্ষণিকের। কিন্তু আদৌতেও রাজনীতি ছাড়ার নাম নেয়নি কোনও দিন। আমজাদ

বুঝে গিয়েছেন,ওকে আর ফেরানো যাবেনা।

সাদিফকে নিয়ে বাপ-চাচাদের যেমন গদগদ ভাব,ধূসরকে নিয়ে একই অবস্থা গৃহীনিদের। মিনা বেগম এক প্রকার অন্ধ তার প্রতি।বাইরের লোক, বাড়ির লোক মাঝেমধ্যে ভুলে বসে, ছেলেটা আসলে কার? রুবায়দা নাকী মিনার? ধূসর নিজেও মিনার ন্যাওটা। খাবার চাওয়া থেকে

শুরু করে যে কোনও কিছু মাকে কম,বড় মাকে হাঁক ছোড়ে ও। বাড়ির প্রতিটা মানুষকেই সে ভালোবাসে। বাসেনা শুধু পিউকে। অথচ ওই তার এক ফোটা ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে সর্বক্ষণ মরিয়া!

পিউয়ের ভাবনার মধ্যেই

সাদিফ চটপটে ভঙিতে গ্লাস ফাঁকা করল। ওর দিকে এগিয়ে দিলো ফের। পিউ বলল,

" আপনার খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করা দরকার সাদিফ ভাই।"

সাদিফ ভ্রু কুঁচকে বলল,

" কেন? "

" এই যে আপনাকে পানি দিতে গিয়ে আমি সিনেমার কতকিছু মিস

করি। একটা ভাবি থাকলে এটা আর হবেনা।”

সাদিফ কেমন করে হাসল। কালো ব্যাগটা হাতে তুলে উঠে দাঁড়াল রুমে যাবে বলে।

এক পা বাড়িয়ে ফেরত এলো আবার।

পিউয়ের দিক চাইল।

কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,

” এই রহস্য একদিন বুঝবি পিউ। আরেকটু বড় হ, তারপর বলব।”

চলে গেল সে। পিউ কৌতুহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওমন। আঠের তে পা দেবে সামনে ,আর কত বড় হবে ও?ধূসরকে সকালে নাস্তার টেবিল ছাড়া পাওয়া যায়না। ও খুব কম খেতে বসে সবার সাথে। দুপুরে বাড়ির লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। রাতে ফেরে খাওয়া দাওয়ার পর।

অবশ্য এই রুটিন বিগত কয়েকদিনের। তাদের দলের মেয়র নির্বাচন সামনে। সে নিয়েই ধূসরের নিরন্তর খাটাখাটি, ছোটাছুটি।

আজ শুক্রবার। একমাত্র সাদিফ ছাড়া বাকী সকলের ছুটির দিন। ধূসর এইদিনেও বাড়ি থাকে না । এর কারণ,বাপ-চাচাদের সামনে না পড়ার চেষ্টা। পরলেই তাদের এক প্রশ্ন,

‘ব্যবসায় জয়েন করবে কবে? আর কত রাজনীতি করবে,এবার ওসব ছাড়ো। ‘

বাক্যগুলো সবথেকে বেশি বলেন আমজাদ সিকদার। রাজনীতির সঙ্গে তার যোজন-যোজন দুরুত্ব। সেখানে বাড়ির বড় ছেলে এই নিয়ে পড়ে থাকুক,তিনি চাননা। কিন্তু ধূসর প্রতিবার,আলগোছে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায়। না সঠিক সুরাহা দেয়,না যায়

তর্কে। এসব বাড়ির বহু পুরনো কাসুন্দি। যার নাড়াচাড়ায় প্রতিটি সদস্য এখন বিরক্ত,হতাশ। আর তাই ধূসর খেতে বসে কর্তারা বাড়ি ছাড়লে বা বন্ধের দিন,সবার খেয়ে ওঠার পর। না মুখোমুখি হবে ওনাদের,আর না ওনাদের প্রশ্নের। পিউ হুটোপুটি করে এসে নাস্তার টেবিলে বসল। বড় যত্ন আর আশা নিয়ে পাশের চেয়ারটা খালি রাখল

প্রিয় মানুষটার জন্যে। ধূসর ভাই আসবেন,বসবেন এখানে। রাদিফ আপ্রাণ চেষ্টা করল ওখানে বসতে। পিউ কিছুতেই দিলো না। না মানে না। মিনা ধ*মকালেন,পুষ্প চোখ পা*কাল

,কিন্তু পিউ অটল,স্থির তার সিদ্ধান্তে। ধূসরের পাশে বসে থাকার অল্প সময়ের একটু অনুভূতিও তার কাছে

বিরাট কিছু। এই অনুভূতি কী কাউকে বলে বোঝানো যায়?

কিন্তু প্রতিবারের মত আজকেও আ*হত হলো মেয়েটা। কথাবার্তা ছাড়াই, সাদিফ দুম করে বসে পরল সেখানে। পিউ চেয়েও নিষেধ করতে পারেনি। কিন্তু মনে মনে ভীষণ ক্ষেপল ওর ওপর। এই মানুষ টা কে নিয়ে আর পারা যায়না! এত্তগুলো চেয়ার ফাঁকা এখানেই

বসতে হলো? পিউ কপালে ভাঁজ সমেত চুপ করে রইল। বিষয়টা চোখে পড়ল পুষ্পর। বলল,” তুই কি এতক্ষন সাদিফ ভাইয়ার জন্যে চেয়ার ধরে রেখেছিস?”

পিউ না বলতে গিয়েও, খেয়াল করল সাদিফ ওর দিকে চেয়ে। মুখের ওপর না শুনে যদি কষ্ট পান! তাই দুপাশে নাড়াতে চাওয়া মাথাটা

সবেগে ওপর নীচে দোলাল সে। বোঝাল " হ্যাঁ। "

সাদিফ মুচকি হেসে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। অথচ খুশির প্রকোপে পিউয়ের থমথমে মুখটা দেখতেই পেলো না।

মিনা বেগম পরোটা শেঁকে প্লেট ভরে নিয়ে এলেন। সুমনা তার থেকে একটা নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে ছিড়লেন। পাশেই চেয়ারে দুপা

উঠিয়ে বসে রিক্ত। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য সে। বয়স মাত্র ছয় হলেও পাঁকামোতে এগিয়ে।

জবা বেগম মিনাকে বললেন,

” আপা তুমি এখন বসো। আমি বাকিটা সামলাই।”

তিনি ঘাড় নাড়লেও, বসলেন না। একইরকম কাজে ব্যস্ত তখনও। বাড়ির বড় বউ হওয়ায়, কাঁধে দায়িত্বের চওড়া চাপ । এমন নয় যে

কেউ চাপিয়ে দিয়েছে,মিনা বেগম যা করেন স্বেচ্ছায়,সংসারের প্রতি ভালোবাসায়। কাজ ব্যাতীত দুদন্ড বসতে পারেন না। তিনি

পুরো টেবিলে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,” একী! ধূসর এখনও আসেনি?”

রান্নাঘর থেকে রুবায়দা উত্তর দিলেন,

” রাত করে ফিরেছে আপা। ঘুমোচ্ছে মনে হয়।”

মিনা, পুষ্পকে বললেন,

” এই যা তো, ওকে তোল গিয়ে। কত বেলা হলো, খাবেনা ছেলেটা?”

পিউ চকিতে চাইল। ফটাফট বলল,

” আপু থাক,আমি যাচ্ছি।”

কারো কোনও উত্তরের আগেই ছুট লাগাল সে। দুরন্ত কদম দেখে সুমনা সাবধান করলেন,

” আস্তে আস্তে,পরে যাবি।”

কে শোনে কার কথা! পিউ এক দৌড়ে ধূসরের ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত হস্তখানার ধা*ক্কায়, চাপানো দোর বারি খেল দেয়ালে এসে। পিউ ভয় পেয়ে বিছানার দিক তাকায়। না, ধূসর তখনও নিদ্রায়। মুখ ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। যাক,আওয়াজে ঘুমটা ভাঙেনি!

ধূসর উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ জোড়াল। কোমড় অবধি টানা কম্বলে, তার শ্যামলা পিঠ উন্মুক্ত। পিউ আস্তেধীরে এগোয়। কাছাকাছি যায়।

বিছানা ঘেঁষে, ফ্লোরে হাঁটুভেঙে বসে। তারপর গালে হাত দিয়ে চেয়ে থাকে ধূসরের শক্তপোক্ত চিবুকের দিকে। ইশ! কী দারুণ দেখতে উনি! আচ্ছা,কেন সাদিফ ভাইকে সুন্দর

বলে সবাই? তারা কী ওর চোখ দিয়ে কখনও ধূসর ভাইকে দেখেনি? এই যে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে, এতেও যেন সৌন্দর্য কমেনি। কমেনি তার নিপুণতা। মনে হচ্ছে সম্মুখে পৃথিবীর সবথেকে শোভিত পুরুষটা শুয়ে। পিউ সন্তর্পণে হাত এগোলো। এলোমেলো করে দিলো ধূসরের মাথার চুল। মিহি কণ্ঠে মিষ্টি করে ডাকল,

" শুনছেন? উঠুন। সকাল হয়েছে তো!

ধূসর নড়ে উঠল,চোখ মেলল না। উপুড় থেকে সোজা হয়ে শুলো আবার। তন্দ্রাচ্ছন্ন, ভগ্ন স্বর জানাল,

" উম,পরে...!

পিউ মুচকি হাসল। অভিনিবিষ্টের ন্যায় চেয়ে থেকে বলল," আচ্ছা ধূসর ভাই, সারাজীবন আপনাকে এভাবে ঘুম থেকে তোলার দায়িত্বটা

আমাকে দিতে পারেন না? আমি আমার এই নরম হাত দিয়ে প্রতি ভোরে আপনার জন্যে চা বানাব। তারপর রুমে এসে আলতো করে ছুঁয়ে দেব আপনাকে। পৃথিবীতে যতরকম মধু পাওয়া যায় সব আমার কণ্ঠে মিশিয়ে ডাকব,

" ওগো শুনছো, তোমার চা এনেছি। উঠবেনা?ঘুমে জুবুথুবু ধূসরের জবাব এলোনা। এত গভীর ঘুম দেখে

পিউয়ের মাথায় দুষ্টুমি ভর করে। ঠোঁট টিপে আরেকটু এগিয়ে বসল ও। তর্জনী তুলে কপালে ছোঁয়াল ধূসরের। নাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে টেনে নামানোর মধ্যেই আচমকা আঙুলটা খপ করে চেপে ধরল ধূসর। পিউ চমকে, আঁ*তকে চাইল ওর দিক। ধূসর চোখ মেলেছে। দুর্বোধ্য চাউনী এদিকেই। পিউ ঢোক গিলল। বিড়বিড় করল,

‘পিউরে! এবার তুই গেলি!’’’ তুই?’’ সামান্য দুই শব্দের বাক্যখানা এমন ভাবে বলল ধূসর, পিউয়ের রুহু, আত্মা গুটিয়ে এলো একদিকে। গত বছর গুলোয় এমন কর্কশ ভাষার সম্মুখীন হলেও, প্রতিটা বার ভ*য়ে আড়ষ্ট হয় সে। ওই তামাটে চেহারার পোক্ত গড়ন দেখলেই, নেতিয়ে যায় শঙ্কায়।

ধূসরের খসখসে মুঠোয় থাকা তার চিকণ আঙুলটা থরথর করল কেমন! মস্তিষ্কের কোণায় কোণায় বিপদ সংকেতের লাল আলো নেঁচেকুদে উঠল। ধূসর রেগে গিয়েছে। ফুলছে নাক। শোয়া থেকে উঠে বসতে গেল,ঈষৎ শিথিল হলো বাঁধন। তৎক্ষনাৎ সুযোগটা লুফে নিলো পিউ। ধূসরের আরেকটা বজ্রধমক থেকে বাঁচতে ত্রস্ত উঠেই ভো দৌড়

লাগাল সে। ধূসর ভড়কাল খানিক। উঁচু কণ্ঠে হুশিয়ারি দিলো,
" দাঁড়া পিউ,যাবিনা বলছি!"পিউয়ের পা থামেনা। অন্তহীন ছুটে পালিয়ে যায়। ধূসর হাতে পেলে খবর করে ছাড়বে, এসব বুঝেও দাঁড়িয়ে থাকার মতন বেকুব ও নয়। ঠিক যেমন হুটোপুটি করে উঠেছিল যাওয়ার সময়, তেমন ছুটে নামতে দেখেই মিনা আর্তনাদ করে বললেন,

” হায় আল্লাহ! এই মেয়ে এমন ছোটাছুটি করে, কোনদিন পরে হাত-পা ভাঙবে।”

পিউ একেবারে টেবিলের কাছে এসে ব্রেক কষল। ত্রস্ত হাতে গ্লাস তুলে চুমুক দিল। ঘন শ্বাস নিতে দেখে, সাদিফ ভ্রু কুঁচকে বলল,

” এভাবে হাঁপাচ্ছিস কেন? ভাইয়া ধা*ওয়া টাওয়া করেছিল না কী?”

পুষ্প তাল মিলিয়ে বলল,

” ওর তো কাজই একটা, বড় ভাইয়ার ঝাড়ি খাওয়া।”

সবাই হু হা করে হেসে উঠল এতে। যেন ভীষণ মজার কোনো কথা ।

সুমনা বললেন,” তা আজ কী উল্টোপাল্টা করেছিস আবার? টের তো পেলাম দরজা আ*ছড়ে খুলেছিস,এই নিয়েই না কী?

পিউয়ের আনন সংকীর্ণ। ঠোঁট উলটে ফেলল ক*ষ্টে। এরা ওর খারাপ

সময়ে কী মজাটাই না নিচ্ছে! নিক,এমন একদিন আসবে যখন ধূসর ভাই রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি করে কথা বলবেন। তখন সবার এই দাঁত কপাটি কোন গাছের মাথায় থাকে দেখবে সে।

রুবায়দার তার অন্ধকার মুখ দেখে মায়া হলো। এগিয়ে এলেন কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

” মন খা*রাপ করিস না। ধূসর তো একটু ওরকমই। তুই কেন শুধু শুধু ওকে ডাকতে গেলি!”

পিউ চাপা শ্বাস টানল। মেজো মা কে কী করে বোঝাবে,কেন সে এমন করে? লোকটা পানসে বলে সে কী মুখ ফিরিয়ে নেবে? তার ভালোবাসা কী সস্তা? চোখ মেঝেতে রেখে ভাবল,

‘ এই সামান্য কারনে তোমার ছেলের সঙ্গ ত্যাগ করলে তুমিই তো বলবে, আমার ছেলেটাকে কেউ ভালোবাসেনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। পুত্রবধূ পাল্টাতে চাইবে। আর এই ঝুঁ*কি পিউ নেবে না মেজো মা!’

সাদিফ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,” আয়,খেয়ে নে। মুখ কা*লো করে থাকলে কী লাভ হবে? ”

পিউ চুপচাপ গিয়ে তার পাশে বসল। সাদিফ খালি প্লেটে স্বযত্ন পরোটা-ভাজি তুলে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চলার অনেকক্ষন পর দেখা মিলল ধূসরের। এক্কেবারে পরিপাটি হয়ে সিড়ি ভে*ঙে নামছে সে। পিউ মনের দুঃ*খে খাবার চিবোতে চিবোতে তাকাল যেই,খেই হারাল ওমনি। ফিটফাট ধূসর ভাইকে দেখেই গলায় আটকাল খাবার। হা

করে চেয়ে রইল সব ভুলে। পড়নে নেভি ব্লু শার্ট । হাতা গোঁটাতে গোঁটাতে আসছে ধূসর। পিউ তার মায়ের মুখে বহুবার শুনেছিল, নেভি-ব্লু রঙটা ফর্সাদের জন্যে। ওদের ভালো মানায়। কিন্তু না, ধূসরকে দেখে মনে হলো কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। এত চমৎকার লাগছে কেন ওনাকে? একেবারে তার স্বপ্নের রাজপুত্র!

সাদিফের খাওয়া শেষ। হাত ধুঁতে উঠে যায় সে।

ধূসর চেয়ার ফাঁকা দেখে পিউয়ের পাশে এসে বসল সোজা। ওমনি গাঢ় হলো পিউয়ের ধুকপুকানি। মানুষটার শরীর থেকে আসা, বেলিফুলের ক*ড়া সুবাস সরাসরি ভেদ করল নাসারন্ধ্র। পিউ চোখ বুজে বড় করা শ্বাস টানে। সাথে টেনে নেয়, সমস্ত সুঘ্রাণ। আচমকা শশব্যস্ত চোখ

মেলল ও। একটু আগের কথা মনে পড়তেই মুগ্ধতায় লেপ্টে থাকা বদন বদলে গেল। সকাল থেকে ধূসরকে পাশে বসানোর জন্যে ম*রিয়া মেয়েটা, এখন যেন কিছুতেই ওকে পাশে মেনে নিতে পারল না। আত*ঙ্কের কাছে পিউয়ের প্রেমানুভূতি ফি*কে হয়ে আসে। নিশ্চুপ ভাবে মাথা নামিয়ে নেয় থালায়। ধূসরকে দেখে গৃহীনিরা

টেবিল থেকে সরছেননা। কী খাবে,কী নেবে, এই নিয়ে হল্লাহল্লি ওনাদের। তন্মধ্যেই সে বলে বসল,
” বড় মা, আমার মনে হয় পিউয়ের পড়াশুনার প্রতি তোমাদের আরো সচেতন হওয়া উচিত। ওর টিউটর কে বলে দেবে প্রয়োজন মতো সব রকম ক*ড়াক*ড়ি দিতে। ”
ব্যাস!পিউয়ের খাবার বন্ধ। মিনা বেগম বুঝতে না পেরে বললেন,

" কেন রে,কিছু হয়েছে?"
পিউ নিচের দিক চেয়ে, চোখ খি*চে ঠোঁট কা*মড়ে ধরল। গতকাল পুষ্পর পিঠের তালটা আজ ওর পিঠে পরল বলে। ধূসর থমথমে কণ্ঠে বলল,
" ওকে তো আমি বই নিয়ে বসতে দেখিনা। যখনই দেখছি হয় টিভি দেখছে,ফোন টিপছে নাহলে বড়দের মাঝে বসে বসে কথা শুনছে।

এরকম করলে পরীক্ষায় রেজাল্ট কীরকম আসবে আন্দাজ করতে পারছো?”

মিনা হা*হাকার করে বললেন,

” আমি কী করব! ওকি আমার কথা শোনে? সবাই তোল্লায় দিয়ে মাথায় তুলেছে। একমাত্র তুই ছাড়া ওকে কেউ শা*সন করেনা,আর ও নিজেও কারো কথা শোনেনা। বাপের আদরে, বাঁদড় হচ্ছে দিনদিন।’

পিউ ঠোঁট ওল্টাল। ধূসর আড়চোখে একবার চাইল তার দিক। পুনরায় মিনার দিক চেয়ে শুধাল,” এখন কী করতে চাইছো? ”

ভদ্রমহিলা গদগদ হয়ে আবদার করলেন,

” তুই ওকে পড়া না বাবা! তুই পড়ালে ওর সব সমস্যা সমাধান হবে আমি নিশ্চিত।”

পাশ থেকে সুর মেলালেন জবা,

” হ্যা রে ধূসর,তুই মেয়েটাকে পড়া।
”

অথচ আঁতকে উঠল পিউ। ধূসর ভাই পড়াবেন মানে? পাগল না কি? উনি পড়ানো মানে মা*র একটাও নিচে পরবেনা। সাথে বকাঝকা পাবে ডিসকাউন্টে।

যাকে দেখলেই হ্যাং হয়ে যায়,সে ওমন সামনে, অত কাছে বসলে মাথাতে পড়াশুনা ঢুকবে? সম্মুখে

প্রিয় মানুষ রেখে কেউ পড়া মুখস্থ করতে পারে? যে পারে সে এলিয়েন। পিউ ভদ্র- সভ্য মেয়ে। ওসব তার দ্বারা সম্ভব নয়।

হাতের মুঠোয় পরোটার টুকরোটা শক্ত করে চেপে ধরল পিউ। দুদিকে ঘনঘন মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল,মন প্রান দিয়ে চাইল,” ধূসর ভাই যেন রাজি না হন। প্লিজ প্লিজ প্লিজ!’

প্রার্থনা বিফলে গেলনা। ধূসর জানাল,

" আমার সময় হবেনা বড় মা। দেখছো তো কত ব্যস্ত থাকি! পিউয়ের পরীক্ষা দুমাস পরেই। যেমন আছে চলুক। "

পিউ চকচকে চোখে চাইল। মিইয়ে যাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুঁটল মুহুর্তে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল,

" যাক, ধূসর ভাই পড়াচ্ছেন না।'

এরপর আর কেউ কিছু বলেনি। যে যার মত ব্যস্ত হলো কাজে। পুষ্পর খাওয়া শেষে চলে গেল সে। পিউয়ের মনে হলো ধূসরের পাশে বেশিক্ষন বসে থাকা ঠিক হবেনা। গতকাল কলেজে কান ধরে দাঁড়িয়ে ছিল,ইনি সেই ভিত্তিতেই যে কথাগুলো বললেন বেশ বুঝেছে ও। এরপর আর কী কী বলবে তার কোনও ঠিক আছে? ওর

কীর্তিকলাপের তো আর ইতি নেই। পিউ তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করল। মা -চাচীরা থাকাকালীন উঠে যাবে, তাহলে আর বি*পদের আ*শঙ্কা নেই।

কিন্তু না। চেয়ার ছাড়তে উদ্যত হতেই একটা উষ্ণ,নিরেট হাত টেবিলের নিচ থেকে ওর বাম হাতটা চে*পে ধরে। বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে তাকাল

পিউ। ভী*ত দৃষ্টি রুপ নিলো মারবেল আকারে।

ধূসর একবারও চাইল না ওর দিক। সামনে চেয়ে বলল,

” মা,বড় মা তোমরা দাঁড়িয়ে থেকোনা। আমি নিজের মতো নিয়ে নিচ্ছি খাবার। যাও,কোনও কাজ থাকলে করো।”

তার সুন্দর -সাবলীল কথাটা মেনে নিলেন সকলে। রিক্ত নিজে নিযে

খেতে বসে সব গায়ে ফেলেছে। সুমনা ওর মুখ ধোঁয়াতে বেসিনে নিয়ে চললেন। জবা গেলেন ঘরের পথে। বাকী দুজন,এঁটো থালাবাসন গুছিয়ে চললেন রান্নাঘরে। পুরো টেবিলটা ফাঁকা হলো নিমিষে। বসে রইল পিউ আর ধূসর ভাই। গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল ও না পারল কিছু বলতে,না কিছু করতে। ভয়ডরে জুবুথুবু,নিরূপায় হয়ে বসে

থাকল মেয়েটা। ধূসর চুপচাপ। এটাই যে ঝ*ড়ের পূর্বাভাস। পিউয়ের অশান্ত মন কু গাইছে।কী যে করবে এখন!

তার দুশ্চিন্তার মধ্যেই একটা হকচকিয়ে দেয়া কান্ড ঘটাল ধূসর। অপ্রস্তুত হা*মলা চালিয়ে বাম কানটা টেনে ধরল পিউয়ের। গায়ের জোর যা ছিল অর্ধেক ঢেলে দিয়েছে হয়ত। পিউয়ের মনে হলো আজকে এটা

ছিঁ*ড়ে নেবে সে। অতর্কিত আক্র*মনে ভড়কেছে ও। পরের দফায় ব্যা*থায় আর্তনাদ করে বলল,

" আ ব্যা*থা পাচ্ছি ধূসর ভাই.....ব্যা*থা পাচ্ছি..."

মানুষটার মন গলেনি। উলটে শ*ক্ত কণ্ঠে বলল,

" আর করবি?"

পিউ অসহায় চোখে চাইল। আগেপিছে না ভেবেই জো*রে-জো*রে মাথা নেড়ে বলল,

" আর করবনা। কোনওদিন না। আমার দোহাই আপনাকে,কানটা ছাড়ুন। একটা কান না থাকলে বিয়ে হবেনা। "

ধূসর চোখ-মুখ গোটাল। দয়া দেখাল তবে। ছেড়ে দিতেই পিউ ব্যস্ত হাতে কান চাপে। আহত স্থান ডলতে

ডলতে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল,” এভাবে কেউ কান মলে ধূসর ভাই? এখন যদি কানে আর না শুনি? ব্যা*থায় রাতে যদি জ্বর আসে? কাল যদি কলেজে না যেতে পারি? পড়তে না পেরে যদি পরীক্ষায় ফেল করি, দোষ কিন্তু আপনার। ”

ধূসর দাঁত খিচে বলল ” টেনে একটা থা*প্পড় দিলেই সব সেড়ে যাবে।”

পিউ চুপসে গেল। চোখ নামাল কোলের ওপর। ধূসর ক্ষুদ্র চোখে চেয়েছিল। পরপর সামনে ফিরে বলল,

” রাতে কি নে*শা করে ঘুমাস?”

পিউ আশ্চর্য বনে চাইল। সে নেশা করবে কোন দুঃখে?

ধূসর পাশ ফিরল। তাকাল ঠিক চোখের দিকে। বড় শীতল সেই চাউনী। অথচ পিউ চটজলদি নামিয়ে

নিলো দৃষ্টি। ওই কূয়োর ন্যায় গহীন নেত্রযূগলে বেশিক্ষন চেয়ে থাকা যায়না। চাইলেই যেন মৃ*ত্যু দেখে নিজের।

সে বলল,” আমার মনে হয় তোর মাথা ঠিক নেই। বড়সড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে।’

পিউ জিজ্ঞাসু চোখে চাইল। নিষ্পাপ কণ্ঠে শুধাল,

” কী করেছি আমি?”

ধূসর একটু চুপ থেকে বলল,
" ভুলভাল জায়গায় পাগলামো করছিস।"
সঙ্গে আরেকদিক চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললও সে। পিউয়ের কপাল বেঁকে এলো। সে কোথায় পাগলামো করছে? এক ধুসরকে ভালোবাসা,আর তাকে পাওয়ার কল্পনা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পাগলামী ওর মাঝে নেই।

ধূসর হঠাৎই কেমন করে চাইল আবার। দূর্বোধ্য দুটো অক্ষি। লম্বা শরীরটা খানিক নেমে এলো নীচে,পিউয়ের কপাল বরাবর। আড়ষ্ট দুই লোঁচনে চেয়ে শুধাল,

" তুই কি বোঁকা পিউ? যে সময়টায় তোর পৃথিবী রঙে রঙে রাঙানো উচিত, সে সময়ে বর্ণহীন রঙের প্রতি তোর কেন এত আকর্ষন? "ভীষণ কঠিন কথা গুলো পিউয়ের

মাথায় ঢুকল না। তার হরিনী চোখেও বুঝতে চাওয়ার আগ্রহ মিলল না। বরং সম্মোহনীর ন্যায় ধূসরের চেহারায় আটকে রইল ও। এক লহমায় আঁখিযূগল আবর্ত হলো পুরো মুখশ্রী জুড়ে। প্রশ্ন জাগল মনে, " এই চোখ আমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছে কোনও দিন? যেমনটা আমি হয়েছি,হয়ে এসেছি?"

এক তরফা প্রশ্নের জবাব কখনও আসেনা। দোনামনা করে লতিয়ে পরে মাটিতে। কিন্তু এই যে ধূসর এতটা কাছে,এতেই যেন এলোমেলো হলো পিউ। চটপটে জ্বিভটা বিবশ হয়ে পড়ল। ফুরিয়ে গেল কথার বাণ। ধূসর খানিকক্ষণ সুস্থির বনে তাকিয়ে থাকে। পরপর প্রগাঢ় কণ্ঠে আওড়ায়,

” তোকে যেন আর আমার রুমের ধারে-কাছে না দেখি।”

ঠিক কী থেকে কী হোলো কে জানে! খাবার মাঝপথে ফেলেই উঠে গেল সে। পিউয়ের বিমোহিত চোখমুখ পালটে যায়। চেহারার পরতে পরতে ঘনিয়ে আসে মেঘ। অভিমান ছেঁয়ে যায় হৃদয়ে। আকুল,ব্যথিত দুই চোখ তৃষ্ণার্তের ন্যায় চেয়ে রয় পাথুরে মানবের যাওয়ার দিকে। তক্ষুণি

সাদিফ তার ঘর থেকে হাঁক ছাড়ল,” এই পিউ, এদিকে আয়তো!”

ধূসর থমকে দাঁড়াল চৌকাঠে। পিউ দৃষ্টি সরাতে গিয়েও বিষয়টা দেখে তাকাল ফের। সেকেন্ডের কম সময়,ওমন থেমে রইল সে। লম্বা কদমে দরজা ছাড়ল পরপর।

পিউ ভেঙচি কাটে। ধূসরের কথাটা ব্যাঙ্গ করে আওড়ায়,

‘ তোকে যেন আমার ঘরের আশেপাশে না দেখি। ‘

এমন ভাব যেন হীরেতে মোড়া ওই ঘর। গেলাম না! দুদিন পর যে ঘর এমনিতেই আমার হবে,সে ঘরে এখন না গেলে বয়েই গেছে হু। ‘

পিউ শব্দ করে চেয়ার ছাড়ল। দপদপে, জ্বলন্ত রাগ নিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে চলল সাদিফের কামড়ায়। এই লোকটার আরেক নাম

জ্বা*লাতন। যার মা আছেন,এত গুলো চাচী আছে, তার কাজের জন্যে ওকেই কেন চাই?বিকেল পাঁচটা বাজে। শীতের প্রকোপে প্রকৃতিতে সূর্যের নরম তেজ। একটু পরেই সন্ধ্যে নামার ভাব। কুয়াশা ছড়িয়েছে। আজ ঠিক সাতদিন পর বাড়ি ফিরলেন আমজাদ। এই নিয়ে সকাল থেকে হৈচৈ বেধেছে নিবাসে। প্রত্যেকে অপেক্ষায় তার আগমনের।

ছেলে-মেয়েরা অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে। আমজাদের বাড়িতে ঢুকতে মাগরিব গড়াল। আজানের পরপর হাজির হলেন তিনি।

সাথে সবার জন্যে চিটাগং থেকে দুহাত ভরে জিনিসপত্র এনেছেন।

এই বিশাল বসতের মূল কর্তা আমজাদ সিকদার। যার ভয়ে তটস্থ থাকে বাকী তিন ভাই ও ছেলেমেয়ে। ভদ্রলোকের অনুমতি ব্যাতীত বাড়ির

বাইরে পা রাখারও নিয়ম নেই। প্রত্যেকেই ওনাকে সম্মান করে,শ্রদ্ধা করে। ভাইয়েরা মান্য করে চোখ বুজে। কেবল নিয়ম বহির্ভূত রয়ে গেল ওই একটি মানুষ।

আমজাদ বেশ কঠোর ব্যাক্তিত্বের পুরুষ। তবে আজ যেন নরম ভীষণ। এসেই প্রত্যেককে আদর করছেন, চুমু দিচ্ছেন। রিক্তকে কোলে নিয়েই বসে পড়লেন সোফায়।পিউ বাবার

পাশ ঘেঁষে বসে। তার দুহাত ভর্তি প্যাকেট। সামনে আরো টেবিল ভরা জিনিসপত্র। বসার ঘর ঘিরে সকলে। আমজাদ সানন্দে যার যারটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাকে।

সাদিফ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল আজ। আফতাব,আনিস ওনারা এসেছেন আরো আগে। বড় ভাইয়ের ফেরা মানে উৎসবের আরেক রূপ। সাদিফ এক কাঠি

ওপরে গিয়ে,এসেই বড় চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করল। অমায়িক হেসে শুধাল,

" কেমন আছেন চাচ্চু? শরির ভালো আছে?"

এমন শ্রদ্ধা,ভদ্রতা সাদুবাদে পুলকিত হলেন আমজাদ। ওর কাঁধ ছুঁয়ে বললেন,

" খুব ভালো আছি বাবা। এতদিন পর তোদের সবাইকে

দেখলাম,ভালো না থেকে পারি? তা তোর অফিসের কী খবর? কাজ বাজ যাচ্ছে কেমন ? চাপ হচ্ছেনা?"" না না,সামলে নিচ্ছি আমি।"

বলতে বলতে সাদিফ পিউয়ের দিক চাইল। মুখের কাছে হাত নিয়ে ইশারায় বোঝাল,

" পানি দিতে।"

পিউ বাধ্যের ন্যায় পানি আনতে যায়। এটা রোজকার চাকরি তার।

বসার ঘর তখন আড্ডায় জমজমাট। গল্পে মজে গেলেন একেকজন। আমজাদের দীর্ঘ জার্নির শ্রান্তিবোধ উবে গেল যেন।

মিনা,রুবায়দা হাজারবার বললেন" আগে একটু বিশ্রাম করতে। গল্প না হয় পরে হতো।"

কিন্তু শোনানো গেল না ওনাকে। আসর ছেড়ে তিনি কেন,কেউই

উঠবেনা। সুমনা চা বানিয়ে নিয়ে এলেন।

কথার এক ফাঁকে আমজাদ হঠাৎই প্রশ্ন ছুড়লেন,” তোর ছেলে কোথায় আফতাব?”

ব্যাস! ভদ্রলোকের হাসিহাসি মুখখানি দপ করে নিভে গেল। শান্তশিষ্ট মানুষটা একবার স্ত্রীর দিক তাকালেন। সেও সহায়হীন চোখে চেয়ে। ছেলের সঠিক হদিস তারা

কেউই জানেন না বুঝে নিলেন আমজাদ। দুদিকে মাথা নেড়ে আক্ষেপ সমেত বললেন,

” ওকে নিয়ে আর কোন আশার আলো একদমই দেখছিনা আমি।”

পিউয়ের মুখটা তত্র বিরক্তিতে তেঁতো হয়ে আসে। ধূসরের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন যে এক দফা আলাপ চলবে তা নিশ্চিত।

এসব শুনতে ওর ভালো লাগেনা! বাবা,চাচ্চুরা লোকটাকে নিয়ে সামান্য কটুবাক্য বললেও তার বুক পুড়ে যায়। সবাই কেন এমন করে? ধূসর ভাই তো বসে বসে খাচ্ছেন না। ঘুরেফিরে বাপের টাকাও ন*ষ্ট করছেন না। চলছেন সম্পূর্ন নিজের খরচে। তাহলে ওনার মত চলতে দিলে কী হয়? আর সব থেকে বড় কথা এই যে সে,ওর বউ হবে,সে

তো সবটা মেনে নিচ্ছে। তাহলে বাকীরা এরকম করে কেন?সাদিফের বাবা আজমল একজন ফরেস্ট অফিসার। আপাতত রাঙামাটিতে বদলি উনি। সরকারি লম্বা ছুটি ব্যাতীত বাড়ি আসা হয়না। জবা বেগম ছোট ছেলেকে নিয়ে মাঝেমধ্যে বেড়িয়ে আসেন। বাড়ি ভর্তি ভাইয়েদের আলাপে আজমল মিসিং আজও। ভাইয়েদের মধ্যে এই

একটা মানুষই আছেন,যিনি ধূসরের হয়ে দু/চারটে কথা বলেন।
আফতাব বাড়ি এসেই একটা মস্ত বড় বাজারের ব্যাগ মিনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সাথে নরম গলায় আবদার ছুড়েছেন,” প্রত্যেকটা আইটেম রাধবেন ভাবি। যাতে হাত চেটেপুটে খেলেও পেট না ভরে। আজ সবাই কব্জি ডুবিয়ে খাব কিন্তু ।”

” ঠিক আছে ভাই। দেখব কত খেতে পারো!

মিনা আর বাকীরা রান্নাঘরে সে নিয়ে ব্যস্ত। বসার ঘরে ধূসরকে নিয়ে আলোচনা তখনও বহাল। পিউ বিরস, অনীহ ভঙ্গিতে শপিং ব্যাগের স্কচটেপ খুলছে। ডানে-বামে রাদিফ আর পুষ্প বসে। সেই সময় রিক্ত কুটিকুটি পায়ে সদর দরজা হতে

ছুটতে ছুটতে এলো। শিশু কণ্ঠে স্লোগান তুলল,
” বলো ভাইয়া গা*লি কিনেছে,বলো ভাইয়া গা*লি কিনেছে।”সবার উৎসুক চাউনী নি*ক্ষেপ হয় বাচ্চা ছেলেটার ওপর। আধো আধো বুলি স্পষ্ট বুঝতে সময় লাগল কিছুটা। রিক্ত বেশ কয়েকবার আওড়ানোর পর বোঝা গেল গাড়ি কিনেছে ধূসর।

কথাখানা শুনতেই দাঁড়িয়ে পড়ল পিউ। মিনা-রা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ত্রস্ত এগোলেন বাড়ির বাইরে। পিউয়ের সব গোলমাল লাগছে। ধূসরের গাড়ি আগে থেকেই আছে। উনি আবার একটা গাড়ি কিনে কী মাথায় রাখবেন?

আমজাদ ফেরার পর গড়ে ওঠা রমরমে পরিবেশ টা মুহূর্তে স্থিত

হয়। প্রত্যেকে এগোলো গেটের দিক। পিউ এসেই এক প্রকার ঝুলে পড়ল দরজায়। ধুসর দাঁড়িয়ে, পাশে একটা অচেনা লোক, আর বাড়ির দারোয়ান। তিনজনের মাঝখানে ঠেস দিয়ে দাঁড় করা একটি চকচকে কালো রঙের বাইক।

দারোয়ান হা-হু*তাশ করছেন কিছু নিয়ে। দুদিকে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করছেন ক্রমশ। রুবায়দা অবাক

হয়ে বললেন,” কী রে ধূসর,হঠাৎ বাইক কিনলি যে?”

তার আগেই দারোয়ান আহাজারি করে বললেন,

“আপনার পোলা পা*গল হইয়া গেছে আম্মা। নাইলে কেউ গাড়ি বেইচা হুন্ডা কেনে কন?”

পিউ তাজ্জব বনে চাইল। একইরকম বিস্মিত বাকীরা। অথচ নিরুৎসাহিত মানুষটা বাইকের হেলমেট হাতে

নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। এত এত বিমূর্ত দৃষ্টি একটুও প্রভাব ফেলেনি তার ওপর। জবা বেগম বললেন,” ওমা, সে কী কথা? গাড়ি কেন বেঁচেছিস? কত শখ করে কিনেছিলি!”

ধূসর কারো দিক দেখল না। হেলমেট হাতে,কপাল গুছিয়ে রেখেই বলল,

” আজকাল গাড়ির থেকে বাইক ভালো লাগছে, তাই।”সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ বাড়ি। অথচ বসার ঘর ভর্তি মানুষে। সামান্যতম জায়গা হয়ত ফাঁকা! রাত প্রায় দশটা বাজে। এক ঘর মানুষের মধ্যে গম্ভীর চোখমুখ নিয়ে বসে আছেন সিকদার বাড়ির তিন কর্তা। তাদের ঠোঁটে বিন্দুমাত্র হাসির দেখা নেই। আফতাব সিকদারের ভাবভঙ্গি হ*তাশ,বি*ধ্বস্ত। মানুষ হিসেবে

আমজাদ ঠিক যতটা গর*ম, ধূসরের বাবা ঠিক ততটাই নরম আর শান্ত গোছের। ছেলের একেকটি কাজে তার আক্ষেপ নিরন্তর। উনিই সবচেয়ে বেশি ভ*য়ে থাকেন,পূত্র নিয়ে ভাইয়েদের ক*টু কথা শোনার।কাঠগড়ায় ধূসর ভাই। অহেতুক আর অযৌক্তিক বিচারকার্য চলছে তার ঘটানো অনাকাঙ্ক্ষিত কাজটি নিয়ে। ধূসরের প্রিয় ডার্ক

মেরুন রঙের গাড়িটি বিক্রিতেই ,আহা*জারি সবার। এমনকি পিউয়েরও সমান মন খারাপ । কেন ধূসর গাড়িটা বেঁচে দিলো সে নিজেও বুঝতে পারছেনা। তার প্রিয় রং মেরুন, সাথে তার ধূসর ভাইয়ের গাড়িও মেরুন। অতীব পছন্দের এই গাড়িটি ধূসর ভাই এইভাবে বেঁচে দেবেন ব্যাপারটা মোটেই খুশি হওয়ার মত কিছু নয়।

বসার ঘরের এক কোনায় ঠোঁট উলটে দাঁড়িয়ে পিউ। ওড়নার কোনাটা আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে একবার তাকাল ধূসরের দিকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো,এই যে ও এমন একটা কান্ড ঘটাল, অথচ বিন্দুমাত্র হেলদোল দেখা যাচ্ছেনা। কী নিরুদ্বেগ, গা ঝাড়া ভাবভঙ্গি! পিউ মুখ ভেঙচায়। কী দরকার ছিল গাড়িটা বেচার? হুহ!

এতক্ষণের রাশ*ভারি পরিবেশটির রেশ কাটালেন আমজাদ। হাস্যহীন কণ্ঠে বললেন,

” আমাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বোঝাবে ধূসর?’

ধূসরের আঙুলের মাথায় বাইকের চাবি ছিল। এতক্ষন ধরে টুংটুং করছিল সেটা নিয়ে। তাকাল এইবার।

তিনি বললেন,” গাড়ি বিক্রি কেন করলে?”

ধূসর ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট চে*পে ধরল। অন্যদিক তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে আবার ফিরল চাচার দিক। বিরক্তি চেপে ধীরস্থির জবাব দিল,

” বলেছিতো চাচ্চু,ভালো লাগছিল না গাড়ি।”

” তোমার জবাব আমার উপযুক্ত মনে হয়নি। ভালো লাগছিল না বলে কেউ গাড়ি বেচে দেয়? বাইকের দরকার,কিনতে ইচ্ছে করেছে বেশ,কিনেছো। ভালো কথা সেটা। তাই বলে গাড়ি কেন বেচবে।ওটাও থাকতো! ”

রুবায়দা পাশ থেকে উদ্বেগ নিয়ে বললেন,

” আমারও তো একই কথা! এরকম করার কোনও মানে হয় বলুন তো ভাইজান । ঘরের জিনিসপত্র বেঁচাকেনা এসব কি ভালো না কী? আচ্ছা,তুমি কিছু বলছোনা কেন? কথা কি ফুরিয়ে গেছে?”

কথাটুকু স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি । আফতাব ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলে বড় দুঃ*খ নিয়ে বললেন,

” কী বলব? তোমার ছেলে কি আমার কথা শোনে?”

রুবায়দা তৎক্ষনাৎ জ্ব*লে উঠে বললেন,” এখন আমার ছেলে বলছো কেন? যখন স্কুল/কলেজের রেজাল্ট কার্ড দেখতে,তখন তো সারাবাড়ি নাঁচতে নাঁচতে বলে বেড়াতে ‘ আমার ছেলে,’ ‘আমার ছেলে’ । ভালো কিছু করলে ছেলে তোমার, আর তোমার মনঃপুত কাজ

নাহলেই ছেলে হয়ে যায় আমার,তাইনা?”
আফতাব মুখ দিয়ে ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করলেন,
” এক কথার মধ্যে আরেক কথা ঢুকানোর স্বভাব কি কোনও দিন যাবেনা তোমার? আমি কী বলছি আর তুমি কী বলছো? কথা না বুঝে উত্তর দিচ্ছো কেন?”

" আমি যা বুঝেছি ঠিকই বুঝেছি। তুমি..."
সবাই গোল গোল চোখে ঝ*গড়া দেখছিল দুজনের। ধূসর কণ্ঠ খানিক উঁচু করে বলল,
" চুপ করবে তোমরা? "
কথাটুকুন সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলেন রুবায়দা। গিলে ফেলে মুখ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওমন। ধূসর কপাল গুছিয়ে বলল," আমি বুঝলাম

না,একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তোমাদের এত স*মস্যা কেন হচ্ছে? আমার ইচ্ছে হয়েছিল গাড়ি কিনেছিলাম,ইচ্ছে করল বিক্রি করলাম,সিম্পল! ”

পিউ চোখমুখ কুঁচ*কে আরো একবার ভেংচি কাটল। বিড়বিড় করল,

‘ ব্যাপারটা এতটাও সিম্পল না বুঝলেন! আপনি যে আস্ত একটা

নি*র্বোধ, আবারও তার প্রমান দিলেন হুহ।’

আনিস মুখ খুললেন এবার। নম্র কণ্ঠে বললেন,

” হ্যাঁ, কিন্তু থাকলে কী হতো,দুটোই ব্যাবহার করতে....”

” আমি তো অনেকবার বললাম ছোট চাচ্চু,গাড়ি ভালো লাগছিল না। আর যে জিনিস আমার পছন্দ নয় সেটা আমি আমার কাছে রাখিনা।

আমার মনে হয়, এ নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করছো তোমরা। ”

” এসব তোমার অহেতুক মনে হচ্ছে?”

আমজাদের কথায় ধূসর মুখের ওপর বলল,

” হ্যাঁ, হচ্ছে। আমার ব্যাপারটা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক?”

চেহারা থমথমে হয়ে এলো ভদ্রলোকের । ধূসর আবার বলল,

” গাড়ি আমি আমার স্কলারশিপের টাকায় কিনেছিলাম। কারোর টাকা ন*ষ্ট করিনি। তাই তোমাদের এসব বাড়াবাড়ি যুক্তিহীন! ”সোজাসাপটা জবাবটায় ভাষাহীন সকলে। বিরাট দানবীয় একখানা তালা যেন ঝুলে পড়ে ঠোঁটে। কেউই আর উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেলো না। ধূসর মিনার দিকে চেয়ে বলল,

” তুমি টেবিলে খাবার দাও বড় মা,আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।”
এক মুহূর্ত আর দাঁড়ায়না সে। শব্দযুক্ত কদমে ঘরের দিক রওনা করল। তার যাওয়ার দিক চেয়ে দীর্ঘ*শ্বাস ফেলল পিউ। ধূসর গাড়ি কিনেছে এ অবধি দুটো। প্রথমে দেশে ফিরেই কিনেছিল একটা ধবধবে সাদা গাড়ি। এর মাস খানেক পরে সেটা ছোট চাচ্চুকে

দিয়ে দিল। তারপর হুট করে কিনে আনল মেরুন রঙের এই চকচকে গাড়িটা। যেটা চলছিল প্রায় বছর তিনেক। সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণাও করেছিল গাড়িটা ওর ভীষণ শখের! আর তাই পরিবারের কেউ সে গাড়িতে উঠতে পারেনি। তার শখের গাড়ি মানে সে একাই ব্যবহার করবে। এমনকি রুবা-আফতাবও যেখানে ঠাঁই পেলেন না, সেটাই

আজ বিক্রি করল ছেলেটা। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে না!

পিউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল এসব। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ব্যস্ত হিসেব মেলাতে। পরপর কী ভেবে হঠাৎই সচকিত হয় ও। বড় চোখদুটো, কোটর ছড়িয়ে আসে অন্যরকম চিন্তায়।‘ এক সেকেন্ড! সেদিন আমি সাদিফ ভাইকে বলেছিলাম আমার গাড়ির থেকে বাইক ভালো লাগে!

ধূসর ভাই কী এনি হাউ সেটা শুনতে পেয়েই এই কান্ড ঘটালেন? আমার জন্যেই কী এসব?’

পিউ নড়েচড়ে দাঁড়াল। সতর্ক ভঙ্গিতে,বিদ্যুৎ বেগে ধূসরের রুমের দিকে ফিরল। ধূসর ভাই কি আমাকে খুশি করতেই এরকম করলেন? এর মানে ওনার অনুভূতি আছে আমার প্রতি?

পিউয়ের স্বপ্ন পূরনের উদ্ভট এই ভাবনা লতাপাতার মতন বেঁয়ে চলল নিমিষে। তৎক্ষনাৎ পা বাড়াল ওর কামড়ায়। এই রহস্যের সত্যতা যতক্ষণ না জানবে,ঘুম তো দূর, শান্তিতে বসতে অবধি পারবে না। আনচান আনচান মন নিয়ে ছুট লাগাতে গেল পিউ। হুট করে পেছন থেকে হাত টেনে ধরল সাদিফ। ও

কপাল কুঁচ*কে ফিরলে,ফিসফিস করে শুধাল,

” কোথায় যাচ্ছিস?”

মহাবিরক্ত হলো পিউ। এই লোক আসলেই একটা ডিস্টার্ব। ও যাচ্ছে জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান একটা কাজে, অথচ ব্যাটা ঠিক বাগড়াটা দিয়ে দিল? পিউ বিদ্বিষ্টটুকুন ঢেকে রাখে। ওপর ওপর

ভীষণ সভ্য মেয়ে সে। ভদ্রভাবে বলল,” আসছি একটু। ”

ওপাশ থেকে উত্তরের আশায় রইল না। নিজেই সাদিফের হাতখানা ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ে উঠে গেল সিড়িতে।

ঝড়ের বেগে ধূসরের ঘরের সামনে হাজির হলো পিউ। দরজা চাপানো। ও আস্তে করে মাথা নামিয়ে উঁকি

দেয়। ভেতরটা দেখে আবহাওয়া বোঝার চেষ্টা চালায়।

‘ কী করছেন উনি? ঢুকব এখন? যা কান্ড ঘটল নিচে রে*গে টেগে নেইতো? ‘

পিউয়ের বিভ্রান্তির মধ্যেই ভেতর থেকে ছুটে এলো একটি হিম-হিম আওয়াজ,

” অভদ্রের মতো উঁকি না মেরে ভেতরে ঢোক।”

পিউ চমকে ওঠে। গোল চোখে চায়। পরপর বুকে হাত দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টানল দুবার। নিজেকে তৈরী করল প্রিয় ধূসর ভাইয়ের মুখোমুখি হতে। ছাদের দিক চেয়ে বিড়বিড় করল,

” হে আল্লাহ! দেখো,ওনাকে যেন ঠিক ঠিক প্রশ্ন করতে পারি।”

তারপর গুটিগুটি পায়ে ঢুকল ভেতরে। ধূসর ফ্রেশ হয়েছে।

পড়নের শার্ট পালটে টি-শার্ট পরেছে এখন। পিঠ ফেরানো এদিকেই । পিউ ঘন-কালো পল্লব ঝাপটাল।

‘উনি অন্যদিকে ফিরে আমাকে কী করে দেখলেন?’

ধূসর ঘুরে চাইল। ছোট করে শুধাল,” কিছু বলবি?”

তার ব্যস্ত প্রশ্ন,সাথে গায়ের পেস্ট রঙের টিশার্টে, শক্তপোক্ত, দারুণ চেহারাখানা মাথা গুলিয়ে দিলো

পিউয়ের। এক লহমায় ভুলে বসল সব। মাথা নাড়ল দুদিকে। পরক্ষনে সজাগ হয়ে দাঁড়াল। মনে পড়ল, না সেতো বলতেই এসছে। রা করার আগেই ধূসর বলল,

” তাহলে কী আমার চেহারা দেখতে এসেছিস?”

পিউ হা করতে গিয়েও,তত্র মুখটা বন্ধ করে ফেলল। ভাবল,

‘কথাটা যে একেবারে ভু*ল, তা কিন্তু নয়। আপনার চেহারা দেখার শর্তে যদি সারাদিন ভাত না খেতে দেয়,আমি তাতেও রাজি। আপনার এই রুপের আ*গুনে কবেইত ঝ*লসে গেছি ধূসর ভাই!

তার ভেতরের মুগ্ধতা ভেসে উঠল ঠোঁটে। ধূসর চোখ ছোট করে বলল,

” বোঁকার মত হাসছিস কেন?”

পিউয়ের সদ্য ফোটা রঙীন হাসি,এন্টেনার ন্যায় ঝিরঝির হয়ে এলো সহসা। ঘনঘন মাথা নাড়ল ফের। অ*ধৈর্য ধূসর, চ*টে গেল এতে। ক*টম*ট করে বলল,

" তোর মুখ নেই? কথা বলতে পারছিস না?"

তার নিরেট চোয়াল দেখেই পিউ তটস্থ হয়ে দাঁড়ায়। মিনমিন করে ব্যস্তভাবে বলল," কিছু না,কিছুনা।"

” কিছু না হলে যা এখন। তোকে না বলেছিলাম,আমার রুমের ধারেকাছে না আসতে? খুব অবাধ্য হচ্ছিস পিউ। কী ভাবছিস? চাচ্চু ফিরেছেন বলে কিছু বলব না? ভ*য় পাই ওনাকে? ”

ধূসরের আকষ্মিক এই ক্ষ্যা*পাটে রুপটায় পিউয়ের আদলে আমাবস্যা নামে। আস্তে করে বলল,

” কখন বলেছি এ কথা?”

ধূসর চোখ পাঁ*কাল, ” তুই বের হবি?”

পিউয়ের নড়বড়ে সম্মানে আঘাত হানল এইবার। এরপরে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয়না এখানে। সে কী অত ক্যা*বলা,মানসন্মান হীন না কী? এমন ভাব করছে যেন রুম নয়,রাজার সভা। সে অদৃশ্য চো*টপাট দেখিয়ে সত্যি সত্যিই ঘুরে

হাঁটা ধরল। ভাবখানা এমন, যে ওনার ছায়াও মারাব না আর। অথচ দরজা অবধি গিয়েই পা জোড়া থ*মকে গেল কেমন! পুরনো অনুভূতি গর্যে উঠল সজোরে। জো*রদার দাবী জানাল, "একবার জিজ্ঞেস কর পিউ, একবার জেনেই নে না,তোর ধারনা ঠিক কীনা!"

সেই ক্ষনে ঘুরে তাকায় সে। সেকেন্ডে ধূসর মুখ ঘোরাল

আরেকদিক। পিউ ধৈর্য হীন কণ্ঠে শুধাল,” আপনি কি গাড়িটা আমার জন্যে বেঁচেছেন ধূসর ভাই? ”

ও তাকাল। খুব অবাক হয়ে বলল,

” তোর জন্যে বলতে...!”

পিউ জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। মনের প্রশ্নটা সাজিয়ে-গুছিয়ে মুখ ফুঁটে করতে পারলে হয়! আমতা-আমতা করে বলল,

” না মানে... সাদিফ ভাইয়ের বাইকে ওইদিন___”

” তুই আজ কলেজ যাসনি শুনলাম।”

তার প্রশ্নটুকুন পূর্নতা পেলনা। পালটা প্রশ্ন ছু*ড়ে আট*কে দিলো ধূসর। পিউ তার ক্ষুদ্রাকার চোখের দিক সরু দৃষ্টিতে চেয়ে বলল,

” কার কাছে শুনেছেন?”

ধূসর গুঁটিয়ে রাখা ডান ভ্রুঁটা নাঁচিয়ে বলল,

" জবাব দিহিও চাইছিস আজকাল? ইম্প্রেসিভ!"

পিউ উদ্বেগ নিয়ে বলল,

" না না তা বলিনি। আমি আসলে জানতে এসেছিলাম যে....."

ধূসর এবারেও থামিয়ে দিল। পথিমধ্যেই বলল,

” বাড়িতে বলব,ইদানীং কান ধরে কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকছিস? ”

শীতল হুমকিতে ভ্রু কপালে তুলল পিউ। এই কথা পরিবারের কেউ জানলে স*র্বনা*শ। ঘটনা একদিনের, অথচ ওকে ক্ষে*পিয়ে মারবে সারাটাজীবন। আর বাবা? উনি জানলে সঙ্গে সঙ্গে কলেজে যাবেন,খোঁজ নেবেন। কেন ওনার

মেয়ে কান ধরল তার তদন্ত করবেন! তারপর কোনও ভাবে ম্যাম যদি বলে দেয় খাতা ভরে ধূসর ভাইয়ের নাম লিখে ধ*রা খেয়েছিল বলে? ইয়া মা'বূদ! সে থাকলেও তার মাথাটা থাকবেনা। পিউ বি*মুর্ত লোঁচনে চেয়ে রইল ধূসরের দিক। কী সাংঘা*তিক লোক! কী ধু*রন্ধর! ধূসর ফের ভ্রুঁ উঁচায়," বলব?"

পিউ শুকনো ঢোক গিলে দুদিকে মাথা নাড়ল। কাচু*মাচু চেহারায় অনুরোধ জানাল,

” না। প্লিজ!

ধূসর বুকের সঙ্গে হাত বেঁধে দাঁড়াল। বলল,

” বেশ! তাহলে ঠিক পাঁচ গোনার মধ্যে রুম ছাড়বি। আর এই গাড়ি বেঁচা-কেনার ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যতে

কোনও দিন তোকে যেন মাথা ঘামাতে না দেখি। মনে থাকবে?”

পিউয়ের বিগত কয়েক মিনিটের স্ফুর্ত মনটা ঝুপ করে খা*রাপ হলো এবার। আহত হয়ে ভাবল,

‘ আপনি মানুষটা এমন অনুভূতিহী*ন,উদাসীন কেন ধূসর ভাই? আমি যে কী বলে, কী বোঝাতে চেয়েছি,চেয়ে এসেছি,তা কী

কোনও দিন বুঝবেন না? নাকী বুঝেও ভাণ করেন না বোঝার!'

তার চিন্তাভাবনার মধ্যেই ধূসর গুনে উঠল," এক, দুই....

পিউ ভেতর ভেতর ক্ষিপ্ত হয়। ধূসরের পাতলা ওষ্ঠে একটা স্কচটেপ পেঁচিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু ফেলে আসা তর্জণ ভেবেই তার পাঁচ গোনার পূর্বেই ভীষণ জো*রে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সচেতন দুরুত্বে এসে দেয়াল ধরে দাঁড়াল পিউ। ধূসরের প্রতি রা*গে টগ*বগ করছে শরীর। এত্ত ভাব কীসের? ভালোবাসে বলে মাথা কিনে নিয়েছে না কি? মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে ধূসরের চৌদ্দ গোষ্ঠীকে গা*লি দিয়ে উড়িয়ে দিতে। শুধু সেটা নিজেরও গোষ্ঠি বলেই ,পারেনা,ব্যর্থ হয়।সেই রাত কাটল। ধূসরের গাড়ির ব্যাপারটা ধামাচা*পা

পরল তার ঠান্ডা আচরনের তলায়। কিন্তু পিউয়ের মন খা*রাপ গেল না। মাঝে-মধ্যে মনে হয় সে হয়ত একটু বেশিই ছ্যাচ*ড়ামো করে ফেলছে। একটা ছেলের প্রেমে এত পা*গল হওয়ার কিছু নেই। তারপর সুদৃ*ঢ় মনে প্রতিজ্ঞা করল,

" কাল থেকে আর ধূসর ভাইয়ের জন্যে এমন করবনা। ওনাকে দেখলেও ফিরে তাকাব না।"

আফ*সোস! সে কাল আর ওর আসেনা। মেয়েটা আজেতে ডুবেছে। আর সেই আজকের পুরোটা ঘিরে ধূসর ভাই। তার আদ্যপ্রান্ত জুড়ে ধূসর ভাই। কিশোরি মনের, বিরাট তটিণী-র কানায় কানায় স্রোত আসে ধূসর ভাইয়ের নামে। এক মুঠো রঙিন পৃথিবীর সবটাই যে ধূসরময়! আচ্ছা, সে কী সময় কা*টানোর জন্যে প্রেমে পড়েছে? না, একদমই

নয়। পড়েছে অনুভূতির কবলে পরে। তাহলে সেই প্রেমে পাগলামো থাকবে না,তো কী থাকবে?

এই একটা চিন্তাই পিউয়ের সকল দৃঢ় শপথের দেয়াল খানখান করে ভে*ঙে দেয় প্রতিবার। পারেনা,কোনও ক্রমেই পারেনা নিজেকে সামলাতে। এই দোষ কী ওর? না,এই অপরাধ সম্পূর্ন সেই

মানুষটার, যে এত বি*শ্রী ভাবে ওকে আসক্ত করেছে তার প্রতি।

পিউ ফুটপাত ধরে হাঁটছিল। শীতের সময় হলেও দুপুর বেলা বেশ কড়া রোদ। তারপর কলেজের ইউনিফর্মেই গর*ম লাগতে যথেষ্ট। ছুটির প্রায় আধঘন্টা, কিন্তু এখনও বাড়িতে পৌঁছায়নি। গাড়ির তেল শেষ। ড্রাইভার গিয়েছেন তেল ভরতে। সে অ*ধৈর্য মানুষটা কীভাবে

এতক্ষন দাঁড়িয়ে থাকবে? গাড়ি এলে এই রাস্তা দিয়েই আসবে। পিউয়ের মন-মস্তিষ্ক হাঁটতে হাঁটতেও যখন ধূসরকে নিয়ে ব্যস্ত,পিছু হতে কেউ ডাক ছুড়ল,"এই যে, মিস পিউপিউ! "

চেনা পুরুষালি স্বরে পিউ ঝটপট ঘুরে চাইল। গাড়ির জানলা থেকে মাথা বের করল আগন্তুক। পরিচিত,সুতনু চেহারাটা দেখেই

ঠোঁটে হাসি ফুটল ওর। ওপাশের মানুষটা হৈহৈ গলায় বলল,

" কী খবর আপনার? একা একা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন কই? সঙ্গী দরকার?"

পিউ হৃষ্ট চিত্তে শুধাল,

" কেমন আছেন ভাইয়া?"

ইকবাল মাথা দোলাল,

" মা*রাত্মক ভালো আছি। তোমার কী খবর? "

” এইতো আলহামদুলিল্লাহ! আজকাল বাসায় কেন যাচ্ছেন না? ”

” সে বলছি, তার আগে বলো তুমি হাঁটছো কেন? গাড়ি কই?”

পিউ কাঁধ উঁচু করে জানাল,

” তেল শেষ। ”

ইকবাল বলল,” ও, তাহলে আর হেঁটে লাভ নেই। এসো, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ”

সঙ্গে গাড়ির দরজাও খুলে দিল সে। পিউ বিনাদ্বি*ধায় উঠে বসল সেখানে। ইকবাল, তার ধূসর ভাইয়ের ছোট্ট বেলার বন্ধু। একেবারে গলায় গলায় দোস্তি। সেই নার্সারি থেকে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে দুজন। মাঝে মাঝে তো এই ইকবালটাকেও হিং*সে হয় পিউয়ের। ধূসরের কলিজার টুক*রো হচ্ছেন ভদ্রলোক। এত মাখোমাখো

প্রেম এদের! এর এক ফোঁটা যদি ওর প্রতি থাকত। যা করবে, একসাথে। ঈদে পাঞ্জাবিও কিনবে একইরকম।

সে অনেক আগের কথা,একবার মিছিলে গিয়েছিল দুজন। তাও স্কুল জীবনে প্রথম বার। আর সেই খবর পৌঁছে গেল সিকদার বাড়িতে। তারপর ধূসরকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছিলেন আমজাদ। বন্ধুকে

ওইভাবে মার খেতে দেখে কেঁ*দেকে*টে বুক ভাসিয়েছিল ইকবাল। আমজাদের পা অবধি ধরেছিল প্রহার ঠেকাতে।

ওসব এখন অতীত! এখন সেই আমজাদকেই ধূসর পা*ত্তা দিচ্ছেনা। তার একটা কথাও কানে তোলেনা। পিউ মনে মনে ভাবল,'আচ্ছা, বিদেশ থেকে ফিরলে মানুষ বুঝি ভ*য়ড*র ও ফেলে আসে? তাহলে আমারও

কি একবার বিদেশ যাওয়া উচিত? আমিও না হয় সব আ*তঙ্ক রেখে এসে একদম, ধূসর ভাইয়ের চোখের দিক চেয়ে বলে দেব " আমি আপনাকে ভালোবাসি।"

" কী ভাবছো? এই পিউপিউ!'

পিউ নড়ে উঠল। গহীন ধ্যান ছুটে গেল ইকবালের ডাকে । অপ্রস্তুত হয়ে চাইল ওর দিক। গাড়ির

ভেতরে এসির ঠান্ডা বাতাস বইছে। ইকবাল ভ্রুঁ গুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ এত কী নিয়ে চিন্তা করছিলে শুনি?”

” না, তেমন কিছুনা।

আচ্ছা, আপনি বাড়ি আসেন না কেন, বললেন না তো!”

সে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

” দুটো কারণে যাইনা।

এক, সামনে মেয়র নির্বাচন, অনেক ঝা*মেলা। আর দুই,তোমার বাবা।” পিউ চোখ সরু করতেই বলল,” সে তো রাজনীতির নাম শুনলেও চেঁ*তে যায়। আমাকে দেখলে বিরাট কপাল চলে আসে একজায়গায়। তাই ভাবি ওনাকে একটু শান্তি দেই। আপাতত চোখের সামনে না যাই। আমি ভাই এখন মনে প্রানে একজন রাজনৈতিক নেতা। একটা গোটা

জেলার সভাপতি হয়েছি যেখানে,সেখানে ভাবতে পারছো আঙ্কেলের মুখের অবস্থা কী হবে আমায় দেখলে? চেয়ার টেয়ার ছু*ড়ে না মা*রলে হয়!

পিউ হেসে ফেলল।

” এটা কিন্তু অজুহাত হয়ে গেল ভাইয়া। বাবা মোটেই এরকম নন। উনি তো ধূসর ভাইকেও দেখতে পারেন না। দিন রাত ওনার কানের

কাছে ঘ্যানঘ্যান করেন রাজনীতি ছাড়ো,ব্যবসায় আসো। কই উনি তো এক কান দিয়ে ঢুকাচ্ছেন অন্য কান দিয়ে বের করছেন। তাহলে? ”

ইকবাল চক্ষু কপালে তুলে বলল,” কে ধূসর? ওতো ওর নামের মতোই। ওর খা*রাপ লাগা, ভালো লাগা কিচ্ছু বোঝা যায়না। মাঝেমাঝে আমিই দ্বিধায় ভুগি ও রাগ করে না কি খুশি হয়! মানুষ এতটা নিরুদ্বেগ

কী করে হয়? আমি ওর মতো নই বাবা! যে দেখেও না দেখার ভাণ করব,আবার কিছু জিনিস বুঝেও না বোঝার নাটক করব।”

পিউ আগামাথা বুঝল না। তার জিজ্ঞাসু চেহারা দেখে ইকবাল হাসল। বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বলল,

” বড় হও পিউ,সব বুঝবে।’

পিউয়ের মেজাজ সাং*ঘাতিক বিগড়াল এবার। সবাই কেন কানের কাছে এই একটা কথা বলছে?সে কি ছোট? ফিডার তো খায়না। ভালোবাসার মতন কঠিন বিষয়বস্তু বোঝে, তাহলে?

ইকবালের ফোন বাজল তখন। কথা বলায় ব্যস্ত হলো সে। পিউ রাস্তার দিক ফিরল। ইকবালকে ওদের পরিবারের সবাই চেনে। ওকেও

আদর করে ভীষণ। ইকবালের সাথে যতটা জড়োতাহীন সে মিশতে পারে,এমন নিজের ভাই ছাড়া হয়না। ইকবাল লাইন কাটল কথা শেষে।

জিজ্ঞেস করল,

‘ ধূসর কি বেরিয়েছি বাড়ি থেকে? জানো?”

পিউ ক্ষনশ্বর ভেবে বলল,

” আমি তো দেখিনি আজ। হতে পারে!”

ইকবাল মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে বলল,” বড় ঝা*মেলায় আছি বুঝলে! রাজনৈতিক ঝ*ঞ্ঝাট এমন আগাছার মতন,ছড়িয়ে পরলে ছা*টাই করতে জান বেরিয়ে যায়। ধূসরটা সাথে আছে বলে একটু ভরসা পাচ্ছি,নাহলে কীভাবে যে ম্যানেজ দিতাম গড নোস! ”

” কী ঝামে*লা ভাইয়া? ”

” বলে শেষ করা যাবেনা রে পিউপিউ! সামনে মেয়র নির্বাচন না? বিপক্ষ দলের সাথে বড়সড় ঠান্ডা যু*দ্ধ চলছে। যে কোনও সময় ভ*য়াবহ রুপ না নিলে হয়!”

” এত ঝুঁ*কির কাজ কেন করেন আপনারা? ছেড়ে দিলেই তো হয়!”

ইকবাল হাসল,যেন মজার কিছু শুনেছে। বলল,

” বোঁকা মেয়ে! বি*পদ তো সব জায়গায় থাকে,তাই বলে নিজেদের প্যাশন ছেড়ে দেব? শোনো,রাজনীতি হচ্ছে আমার আর তোমার ধূসর ভাইয়ের প্যাশন। আমার তো মনে হয় রাজনীতি আমাদের র*ক্তে মিশে। আমি আর ধূসর বরাবর অন্য কারো ঔ*দ্ধ্যত স*হ্য করতে পারিনা। না পারি অনুপযুক্ত,অযোগ্য লোকের নেতৃত্ব মেনে নিতে। তোর

মনে আছে কী না জানিনা,কারন তুমি তখন ছোট খুব, সেই ক্লাশ টেন থেকে আমরা নেমেছিলাম এই পথে। তারপর প্রথম যখন মিছিলে নেমে ধূসর ধরা পরল বাড়িতে? সেবারই তো তোমার বাপ মশাই বেধ*রম মে*রেছিলেন ওকে। তারপরেও যখন ফিরল না ধূসর,বিদেশ পাঠাল ওকে। কিন্তু কী হলো? রাজনীতি কী পারল ছাড়াতে? হা হা হা!

ইকবাল সশব্দে হাসল। ঠাম দেহ হেলেদুলে ওঠে। কিন্তু পিউয়ের হাসি পেলনা। এটা কী হাসির ব্যাপার? মোটেইনা।

ইকবাল হেসে-টেসে চুপ করল। হঠাৎই প্রশ্ন ছুড়*ল," তুমি ধূসর কে পছন্দ করো পিউ?"

পিউ আশ্চর্য বনে চাইল। বৃহৎ চোখ বিস্ময়ে নি*ক্ষেপ হলো ওর পানে। ইকবাল মিটিমিটি হেসে ভ্রুঁ নাঁচায়,

" কী? করো? ভালো-টালো বাসো?"
পিউ হা টুকু বুজে নেয়। ধাতস্থ হয়ে, দুপাশে মাথা নেড়ে বোঝায়," না"।
হাস্যরসিক ইকবাল এতেও হাসল। শব্দ পেলেও না চেয়ে শক্ত হয়ে বসে রইল পিউ।
" মিথ্যে বলো না মেয়ে! তোমার চোখ দেখলে বোঝা যায়,তুমি ধূসর কে ভালোবাসো।"

পিউ দ্বিতীয় দফায় অবাক হয়। ইকবালের দৃঢ়তা দেখে খুব আগ্রহ নিয়ে শুধায়,

" আসলেই তাই?"

" অবশ্যই! "পিউ চিন্তায় পড়ে গেল। সত্যিই কী হয় এরকম? তার চোখ দেখে বোঝা যায় সে ধূসর ভাইকে ভালোবাসে? তাহলে উনি কেন এতদিনেও বুঝলেন না?

পিউয়ের চোখমুখ দেখে মজা পেলো ইকবাল। হুহা করে হেসে উঠল সহসা। নীরব গাড়িটায় হাসিটা এদিক সেদিক ছুটে বেড়াল। পিউ লজ্জা পায়। নিম্নাষ্ঠ চেপে মিহি স্বরে শুধায়,

” তবে উনি কেন বুঝতে পারেন না ভাইয়া?”

ইকবালের হাসিটা চলে গেল হঠাৎ। গুরু*ভার কণ্ঠে জবাব দিল,

” কী জানি! সেতো ধূসরই জানবে,ওর মনে কী আছে,বা কে আছে!”

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিউ। ধূসর ভাইয়ের মনটা যদি একটু চি*ড়ে দেখা যেত,এতটা বিভ্রান্তিতে তার দিন-দুনিয়া খোয়াতো না।গাড়ি এসে থামল সিকদার বাড়ির সামনে। ইকবাল বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে, আপ্লুত হাসল পিউ। কত বড়

মাপের মানুষটাও কতটা গুরুত্ব দিল ওকে! সাথে আফসোস হলো খুব, ইকবাল কেন ওর নিজের ভাই হলোনা!

বড় বলতে আছে একমাত্র সাদিফ। সে লোক এমন যত্ন তো দূর, তাকে নিয়ে ভাবে কী না সন্দেহ! মাথায় ঘুরপাক খায় ওকে খাটি*য়ে মা*রার কথা। পিউ পানি দে,পিউ তোয়ালে

এনে দে,চা নিয়ে আয়,শার্ট ধুতে দিয়ে আয়, উফ!

ইকবাল মিষ্টি হেসে বলল,

" যাও। পড়াশুনা ভালো করে করবে। সামনে পরীক্ষা না? এ প্লাস চাই কিন্তু!

" সে ঠিক আছে,কিন্তু আপনি কী আজও বাড়িতে ঢুকবেন না ভাইয়া? এভাবে দরজায় এসে ফিরে যাবেন? "

ইকবাল হাতঘড়ি দেখে বলল,
” আজ যাব না, অন্য সময়। আমি আসি এখন...”
পিউ তীব্র আপ*ত্তি জানিয়ে বলল,
” মোটেইনা। চলুন...”ইকবাল মাথা নাড়ল। ভেতরে এখন যাবে না। পিউ ততটাই জো*র করছে। তার বাবা এখন বাড়িতে নেই। তাহলে অসুবিধে কোথায়? ওদের

বাকবিতন্ডার মধ্যেই ধূসর বেরিয়ে এলো। শোনা গেল তার নিরেট স্বর,
” কী ব্যাপার? তুই?
এক যোগে তাকাল ওরা। তাকে দেখেই ফটাফট ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়াল পিউ। উবে গেল সব চনমনে ভাব। ইকবাল এতেও ঠোঁট চে*পে হাসে। জবাব দেয়,
” এইতো এলাম। তোর ফুলটুসি বোনটা রাস্তায় হাঁটছিল,মায়া হলো

দেখে তাই গাড়ির তেল পু*ড়িয়ে পৌঁছে দিলাম বাড়িতে। তোর বোনের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে না বল!”

পিউ উৎসুক হয়ে চাইল ধূসরের দিক। বুঝতে চাইল ওর অভিব্যক্তি। এই যে ইকবাল ভাই বারবার বোন বোন বলছে ওনার কি খা*রাপ লাগছেনা? তারতো লাগছে। কিন্তু না, এবারেও এক মুঠো হতাশা ছুঁয়ে

দিল ওকে। ধূসর চট করে ওর দিক তাকায়, পরপর ফট করে ধমকে বলে" হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে যা।"

পিউয়ের সরু নাক ফেঁপে ওঠে। এই শুরু হলো! দেখলেই হয়েছে ওকে। এই লোক মনে হয় ধম*কা ধম*কি সবসময় পকেটে নিয়ে ঘোরে। সে এলেই বের করে ছুড়ে মারবে বলে।

পিউ মুখ কালো করতেই ইকবাল মায়া করে বলল,

” আহা ব*কছিস কেন? বাচ্চা মেয়ে! থাক পিউপিউ,তুমি মন খা*রাপ করো না।”

এই সান্ত্বনায় তার মন খা*রাপ লাঘব হলোনা। ছোট করে বলল,

” আসি ভাইয়া। ”

তারপর পা বাড়াল বাড়ির ভেতর। পেছন থেকে হঠাৎই ধূসরের একটা

কথায় লম্বা কদম স্থিত হলো। সে বলতে যায়

” তোকে না বলেছি,পিউকে আমার বো___

কী সম*স্যা তোর? যেতে বললাম না ?”পিউয়ের বুক ছ্যাত করে কাঁপে! এইরে,ব্যাটা ঠিক লক্ষ্য করেছে সে কান পেতে ছিল? ফের একটা রামধ*মক খেয়ে আর দাঁড়ানোর

সা*হসে কুলোলানো ওর। এক ছুটে ঢুকে গেল বাড়িতে।

সিড়ি অবধি এসেই পিউয়ের পা জোড়া থেমে গেল হঠাৎ। কিছু একটা খেয়াল করে ঘাড় কাঁত করে ফিরে চাইল। পরের দৃশ্যে কপালে ভাঁজ পরে। পুষ্প বসার ঘরের জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পর্দা আগলে উঁকি দিচ্ছে। কী দেখছে এভাবে? পিউ আগ্রহভরে আস্তে আস্তে এসে

পেছনে দাঁড়াল। ওর চোখ,ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে দেখল। সেখানে ইকবাল আর ধূসরকে ব্যাতীত বিশেষ কিছু খুঁজে পেলো না। দুজন দাঁড়িয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তাহলে এইভাবে মেয়েটা দেখছে কী? পিউ কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞেস করল,” কী দেখছিস?”

ভূত দেখার মতন চমকে চাইল পুষ্প। পিউকে দেখতেই চোর ধ*রা

পরার ন্যায় চেহারা হয়। ঢোক গিলল সবেগে । হাসার চেষ্টা করে বলল,
" কিছু না। কিছুনা। "
" তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? "
পুষ্প চোরা চোখে একবার ধূসরদের ওদিকটায় দেখল। পরপর তড়িঘড়ি কদমে চলে গেল ঘরে। পেছনে রেখে গেল, ব্যক্কল হয়ে চেয়ে থাকা পিউকে।সেদিন সন্ধ্যায় একটা

আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। প্রতিদিনকার মত বিকেলে পিউয়ের টিউটর এলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র সে। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠা থেকে পড়াচ্ছ ওকে। মিনা নীচ থেকেই হাঁক ছাড়লেন,

" পিউ! তোর স্যার এসছেন। "

মেয়েটা ঝিমুচ্ছিল ঘুমাবো বলে। মায়ের ডাকে তটস্থ হয়ে বইখাতা গুছিয়ে বসল। ছেলেটার নাম

ফয়সাল। বয়সে সাদিফের ছোট হবে। কক্ষে ঢুকলে, দাঁড়িয়ে সালাম দিলো পিউ। সে শুভ্র হেসে বলল,

" বসো।'

নিজেও পাশের কেদারায় বসতে বসতে বলল," কেমন আছো?"

" ভালো আছি স্যার। আপনি? "

" তোমার চুলের এই অবস্থা কেন?"

পিউ কুণ্ঠায় মিইয়ে আসে। অগোছালো চুলে হাত বুলিয়ে মিনমিন করে জানায়,
" ঘুমিয়ে পরেছিলাম একটু।"
ফয়সাল মুচকি হাসল,
" তাও খারাপ লাগছেনা দেখতে। যাক গে,কী পড়বে আজ? কেমিস্ট্রি? "

" আপনার যা ইচ্ছে।"রসকষহীন রসায়ন বইটা স্যারের কাছে এগিয়ে

দিল সে। ফয়সাল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চাইল ওর দিক। বলল, ” তুমিতো কেমিস্ট্রিতে ভালো। রিয়্যেল লাইফেও ভালো না কী!” পিউ বোঝেনি। প্রশ্ন করতে গেলে আচমকা চোখ পড়ল দোরে। ধূসর দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়েছিল। পিউ তাকানো মাত্রই গটগটিয়ে রুমে ঢুকে গেল নিজের। এই সময় সে বাড়িতে

থাকেনা,আজ দেখে খানিক অবাক হলো পিউ।

ফয়সাল তাগাদা দিলো পড়ায়। মনোনিবেশ না চাইতেও সেদিকে চলে গেল ওর।বসার ঘরে তখন চায়ের আসর বসেছে সন্ধ্যের। আয়োজনে বাড়ির গৃহীনিরা। ফয়সাল চলে গিয়েছে পড়ানো শেষে। পিউ নীচে এসে পুষ্পর পাশে বসল।

না বলতেই, কাপ ভর্তি চা এগিয়ে দিল সে। সামনের সোফায় আম্মু,মেজো মা,ছোট মা, সেজো মা গল্প জুড়েছেন। সুমনা তার প্রিয় সিরিয়ালের খলনায়িকাকে বকাঝকা করছেন!

পাশে খেলছে রাদিফ আর রিক্ত। এর মধ্যে ধূসর নেমে আসে। ওকে দেখেই রুবায়দা বললেন,

" চা খাবি ধূসর?"

পিউ আড়চোখ তুলে চাইল। শ্যাম বর্ণ মুখে চাপদাড়িওয়ালা এই লোকটাকে দেখে হৃদপিণ্ড কেমন কেমন করে ওঠে তার।" না।"

একটু চুপ থেকে সরাসরি মিনাকে শুধাল,

" পিউয়ের টিউটরের ফোন নম্বর আছেনা তোমার কাছে? "

তিনি বললেন,

" হ্যাঁ আছে তো। কেন ? "

ধূসর ফটাফট ঘোষণা দিল,

” ওকে ফোন করবে। বলে দেবে কাল থেকে যেন

আর পড়াতে না আসে।’

সদ্য চুমুক দেয়া গরম চা জ্বিভ পুড়ি*য়ে দিল পিউয়ের। ছোটখাটো ছ্যা*কা খেয়েও ভাবান্তর হলোনা তেমন। চোখ পিটপিট করল ধূসরের দিক চেয়ে। হঠাৎ স্যারকে মানা করবে কেন?

সুমনা বললেন,

” কেন রে? ছেলেটাতো ভালোই পড়ায়। এক ঘন্টার জায়গায় দেড় ঘন্টা পড়াচ্ছে। সামনে পিউয়ের পরীক্ষা, এই সময় কি ঠিক হবে?””

এসব আমার মাথায় আছে ছোট মা। কারণ ছাড়া বলছি না নিশ্চয়ই? পিউয়ের পড়াশোনায় ক্ষতি হোক এমন কিছু আমি করব কী?”

” না তা বলিনি...”

জবা বেগম বললেন,

" কিন্তু ওকে পড়াবে কে? তুই? "

বলার সময় ভদ্রমহিলার চোখ-মুখ ঝলকে উঠলেও মুখমণ্ডল শুকিয়ে গেল পিউয়ের। ভী*ত হল,আবার এই লোকের পড়ানোর কথা উঠছে কেন?

ধূসর বলল,

” না। তোমাদের এত চিন্তা করতে হবেনা। আমার এক বন্ধু আছে,ও এসে পড়িয়ে যাবে।”

বক্তব্য শেষ করে চলে গেল, যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই। প্রত্যেকে বিভ্রম নিয়ে চেয়ে রইল ওর গমনপথে। রুবা বললেন,” কী যে হয় ছেলেটার!”

মিনা ততধিক নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললেন,

” যা হবে ভালোই হবে। ধূসর যখন দায়িত্ব নিচ্ছে আমার আর চিন্তা নেই। যাই,ফয়সাল কে বারণ করে দেই।আর এ মাসের বেতনটাও নিয়ে যেতে বলি।”

বলতে বলতে তিনি রওনাও করলেন। পিউ আশ্চর্য না হয়ে পারছেনা। এত ভরসা নিজের পেটের ছেলেমেয়েকেও মানুষ করে কী না সন্দেহ। পরিবেশটা নিমিষে

স্বাভাবিক হলেও অস্বাভাবিক বনে রইল সে। গভীর মনোযোগে ভাবল, ‘ধূসর ভাইয়ের মতিগতি সুবিধের নয়। আকষ্মিক আমার স্যারের পেছনে পরার কারণ তো একটা আছেই। ‘সূর্য ওঠে,আলো ফোটে,সকাল হয়। শুরু হয় পিউয়ের ব্যস্ততম জীবন। দশটা থেকে কলেজ,আর চারটা থেকে কোচিং। এরপরে আবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে

প্রাইভেট টিউটরের এক গাদা পড়া। সামনে ধেঁয়ে আসছে এইচ- এস- সির তা*ন্ডব। ভালো রেজাল্ট চেয়ে বসে আছে সবাই। প্রত্যেকের এক কথা ‘এ -প্লাস চাই পিউ’। কিন্তু এর পেছনের শ্রমটা যে দেয় সেই বোঝে! উচ্চ মাধ্যমিকে এ- প্লাস চাট্টিখানি কথা? তাও আবার বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে? পরীক্ষার কথা ভাবলেই পিউয়ের হাত পা ঠা*ন্ডা হয়ে আসে।

তাদের সিকদার বাড়িতে জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে সবথেকে ভালো রেজাল্ট ধূসরের। এমনকি কোনও ক্লাশে সেকেন্ড অবধি হয়নি সে। সবসময় ফার্স্ট! জেলা পর্যায়েও উঠে গেছিল ধূসরের নাম। সেই ধূসরকে জীবনে পাওয়ার স্বপ্ন দেখলে তার মতো হতে হবে না? রেজাল্ট টা তো একটু ভালো করা দরকার। গোল্ডেন না হোক, এ প্লাসটা অন্তত ঝুলিতে

আয়ত্ত করতে হবে। বাকী সব গো*ল্লায় যাক! পরীক্ষার ফল খা*রাপ হলে কোন মুখে ধূসরের পাশে দাঁড়াবে সে? ইটস আ প্রেস্টিজ ইস্যু!ধ্যানমগ্ন হয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে পিউ। ভাবতে ভাবতে আইসস্ক্রিম গলে কব্জি অবধি এলে ঘোর কাটল তার। তাড়াহুড়ো করে মুছতে গিয়ে কিছুটা লেগে গেল ইউনিফর্মের হাতাতে। পিউয়ের মন

খা*রাপ হলো। ঠোঁট ওল্টালো। চকলেট ফ্লেভারের কালো রং সাদার ওপর কী বি*শ্রী লাগছে! মা দেখলে র*ক্ষে থাকবে আজ?

আজ একটু আগে আগেই এলো কলেজে। ক্লাশ শুরু হয়নি এখনও। এইত সবে ন'টা পঞ্চাশ বাজে। এত্ত সকাল,সাথে শীতের সময়,অথচ পিউয়ের অদ্ভূতুরে ইচ্ছে জাগল আইসক্রিম খাওয়ার। লাগুক তাতে

ঠান্ডা, হোক সর্দি,বসে যাক গলা। তবুও পিউ খাবে। ইচ্ছেকে দ*মিয়ে রাখতে নেই।

এই আইসক্রিম খাওয়া যদি ধূসর বা সাদিফ দেখতো,দুঃ*খ ছিল কপালে। অবশ্য সাদিফ সুন্দর করে বলতো,সে কখনও পিউয়ের ওপর চোটপাট দেখায়নি। কিন্তু ধূসর? তে*ড়েমে*রে এসে এক ঝটকায় কে*ড়ে নিত আইসক্রিম। তারপর এই রঙীন মিষ্টি

বরফখন্ডটার জায়গা হতো রাস্তায়,কিংবা ডাস্টবিনে।
সঙ্গে বাজখাই ধম*ক খেয়ে গাল ফোলাতে হতো পিউকে। কী একটা অবস্থা! এরকম ধ*মক-সমক খেয়েও কী করে ওই মানুষটাকেই ভালোবাসলাম আমি?
পিউ নিজেকেই শুধালো। বরাবরের মত উত্তর এলো,‘ অনুভূতি! অনূভূতি!”

পিউ লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। গলে গলে পরা কোন আইসক্রিমটার প্রতি হঠাৎই কেমন বি*তৃষ্ণা এলো। খেতে ইচ্ছে না করায় পাশের ময়লার বিনে ফেলে দিলো। ভাল্লাগছেনা কিছু। কাল ধূসর তার টিচার পালটে ফেলার ঘোষণা দিয়েছে। বাবার কানে কথাটা এখনও যায়নি। গেলে কী হবে কে জানে! ছেলেটাকে তিনিই ঠিক

করেছিলেন। পরিচিত তার, আদব-কায়দা ভালো। বছরের মাথায় ধূসর বদলে ফেলল যে,এটা শুনলে উনি রা*গ করবেন না?

এমনিতে পিউয়ের খা*রাপ লাগছেনা। ধূসর তো তার ম*ন্দ চাইবেনা কোনও দিন। একথা ধূসর নিজে বললেও সে বিশ্বাস করবেনা। ধূসর যদি একটা গণ্ডমূর্খ কে ধরে এনেও বলে " নে আজ থেকে তুই

এর কাছে পড়বি” পিউ তাতেও রাজি। শুধু চিন্তা একটাই, বাবার সঙ্গে ধূসর ভাইয়ের ঝা*মেলা না হয়। এদের ঝা*মেলার পাল্লা যত ভারি হবে,ধূসরকে পাওয়ার পথ সংকীর্ণ হবে তার। ভাবতেই পিউয়ের ছোট্ট হৃদয় কেঁ*পে ওঠে। কপাল বেঁয়ে ঘাম ছোটে।

পিউ ঢোক গিলে বাম হাত দিয়ে মুছে নেয় সে ঘামের ফোঁটা। ক্লাশের

ঘণ্টা পরেছে। সে হাঁটা ধরে সেদিকে। একই সময় পাশ দিয়ে রবিনকে ঢুকতে দেখে কপাল কোঁচকাল পিউ। আজ প্রায় এক সপ্তাহ পর কলেজে দেখল ওকে। গর্ত দিয়ে বের হলো কবে? পিউ সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠল,” এই রবিন!”

রবিন সাইকেল নিয়ে এসেছিল। ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল।

পিউকে দেখে থামিয়ে দিল গতি। পিউ একটু জলদি হেঁটে এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

" কি রে, কবে ফিরলি তুই? "

" পরশু এসেছি। কাল ও তো এসেছিলাম কলেজে। তুই আসিস নি। "

পিউ মাথা দুলিয়ে বলল,

" হ্যাঁ, বাবা ফিরেছেন অনেকদিন পর। তাই আর কেউই...."

” কাল ধূসর ভাই এসেছিলেন কলেজে,জানিস?”

পিউ চকিতে তাকাল। অবাক হয়ে বলল,

” কী? কেন? তোকে কিছু বলেছে?”

রবিন দুপাশে মাথা নেড়ে বলল,” জানিনা। একাই বাইক নিয়ে এলেন, নামলেন। ওনাকে দেখেই আমার র*ক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল। কোন দিক দিয়ে দৌড়ে, কোনদিকে

পা*লাব বুঝে পেলাম না। আর ঠিক তখনি উনি আমাকেই ডেকে পাঠালেন। ”

এটুকু শুনতেই পিউয়ের গলা শু*কিয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে বলল,

” তারপর, তারপর! ”

রবিন চোখ বড় করে বলল,

” তারপর? তারপর আমি গেলাম,সালাম দিলাম। অথচ আমার গলা কাঁ*পছে। ধরেই

নিয়েছিলাম,আজ নাকমুখ ফাঁ*টিয়ে ঘরে যাব। ভ*য়টা আরো তরতরিয়ে বাড়ল যখন ধূসর ভাই আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমি পারলে ছেড়ে দে মা কেঁ*দে বাঁচি। অথচ সেরকম কিছুই হলোনা।

উনি বেশ ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন,” এদিক ওদিক মন না দিয়ে ভালো করে পড়াশুনা করো। কেমন? ”

আমি ভ*য়ে ভ*য়ে মাথা নাড়লাম। ব্যাস! এটুকু বলেই উনি চলে গেলেন। ভীষণ অবাক হয়েছি জানিস! তবে এখনও বুঝতে পারছিনা,ওটা উপদেশ ছিল না কী হু*মকি?”

রবিন থামল। চেহারায় ভী*তির ছাপ এখনও আধো আধো। গতবছর স্বচক্ষে দেখেছিল ধূসরকে মা*রপিট করতে। তাও তাদের এলাকার

গন্যমান্য এক ব্যক্তির ছেলেকে। সেই থেকেই ধূসরকে দেখলে আ*ত্মা শুকিয়ে যায়। পিউয়ের সাথে শুরু থেকে সম্পর্ক ভালো ছিল। পিউ মিশতো,হাসতো,গল্প করতো। এত কাছাকাছি থেকে রবিনের কিশোর মন পরে গেল প্রেমে। ভেবেছিল পিউও একইরকম পছন্দ করে ওকে। সেই সা*হস থেকেই প্রেমপত্র দিয়েছিল সেদিন। অথচ কী হলো?

সেই মাশুল হিসেবে পরাণ হাতে নিয়ে ছোটাছুটি করছে। রবিন ক*ষ্ট নিয়ে শ্বাস টানল। পিউ তখন গভীর চিন্তায়। প্রথম দিন ধূসরের হ*স্বিতম্বির সঙ্গে আজকের এই ঘটনার মিল পেলনা। এত সহজে,এত অল্প কথায় ধূসর মিটিয়ে নিলো বিষয়টা?

রবিন বলল," আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি বুঝলি।"

পিউ ধ্যান ভে*ঙে তাকায়। কালো মুখে ছোট করে শুধায়,

" কী?"

" লাইন মারার আগে চেক করে নেব মেয়ের বড় ভাই টাই আছে না কী! যদি ধূসর ভাইয়ের মত ডে*ঞ্জারাস বড় ভাই থাকে তবে নেটওয়ার্ক সেখানেই কাট। "

পিউয়ের সবে সবে হওয়া মন খা*রাপটা এক ধাপ বাড়িয়ে দিল

রবিন। ইহজগতে তার সবথেকে বি*শ্রী লাগা শব্দটাকে ব্যবহার করে বি*গড়ে দিল মেজাজ। নাকচোখ কুঁচকে তাকাল পিউ। ক্ষে*পে টেপে একাকার হয়ে বলল,

” খবর*দার রবিন! ধূসর ভাইকে আমার ভাই বলবিনা একদম,খুব খারা*প হয়ে যাবে কিন্তু। ”

পিউয়ের হঠাৎই চেঁ*তে যাওয়ায় ভড়কাল রবিন। ভীষণ অবাক হয়ে

বলল,” ওমা কেন? ধূসর ভাই তো তোর ভা...

পরেরটুকু উচ্চারন করার আগেই ওর কাঁধে শ*ক্তপো*ক্ত চ*ড় বসাল পিউ। ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকাল রবিন। পিউ ফুঁ*সে উঠে বলল,

” উনি আমার ভাই নন। চাচাতো ভাই আর আপন ভাই এক নয় বুঝেছিস? ”

রবিনের হকচকানোর মাত্রা কাটেনি তখনও। ঘাড় ডলতে ডলতে বোঁকার মত মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বুঝেছে সে। পিউ বুকের সাথে দুহাত বেঁ*ধে চটপটে কণ্ঠে বলল,

” আপন ভাই মানে আপন ভাই। চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ের চান্স থাকে, আপন ভাইয়ের সাথে কী থাকে?”

রবিন দুইগালে দুটো চ*ড় মেরে জ্বি*ভ কে*টে বলল,
" আসতাগফিরুল্লাহ! না না থাকেনা।"
পিউ আঙুল উঁচিয়ে বলল " তাহলে আর বলবি উনি আমার ভাই?"
রবিন দুপাশে মাথা নাড়তে গিয়েও থমকাল। সতর্ক চোখে চেয়ে বলল," এক মিনিট, তুই কি ধূসর ভাইকে বিয়ে করবি পিউ?"

পিউ নেত্র সরু করে বলল

" কেন? তোর আপত্তি আছে? দাওয়াত পেতে চাসনা?"

রবিন দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল

" এটা কি ঠিক করলি? বাবা হতে চেয়েছি বলে মামা বানিয়ে দিবি?"

পিউ নাক ফোলাল।

" আরেকটা থা*প্পড় খাবি ? "

এর মধ্যেই দ্বিতীয় ঘন্টা পরল ক্লাশের। কথা অসম্পূর্ণ রেখেই দুজন

ছুট লাগাল সেদিকে।বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরল পিউ। ক্লান্ত সে এক পা এক পা করে সিড়ি বেয়ে উঠল। ঘরে ফিরতে যাবে তখনি কিছু কথায় কদম থামল সেখানেই। পিউ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মনোযোগ দিল কথার উৎসের দিকে। ধূসরের বাবা মায়ের গলার স্বর আসছে কানে। কণ্ঠ চে*পে চে*পে কথা বলছেন দুজন। পিউয়ের আগ্রহ জাগল।

প্রতিবার ধূসরের নাম শুনতে পেয়েই পা বাড়াল সেদিকে। দরজার বাইরে দাঁড়াল এসে। একবার মনে হলো,আড়িপেতে কথা শোনা ঠিক হবেনা। পরেরবার ধূসরের কথা ভেবে সটান দাঁড়িয়ে রইল। মন,কান দুটোই সজাগ রাখল।

দরজা চাপানো। হাল্কা ফাঁকা থেকেই স্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে। আফতাব

সিকদারের কণ্ঠই এলো প্রথমে। তিনি ভীষণ আ*ক্ষেপ নিয়ে বলছেন, " হবেনা, হবেনা। তোমার এসব কথার কোনও যুক্তিই নেই। "

রুবায়দা বেগম নিচু কণ্ঠে বললেন, " কেন হবে না? হওয়ালেই হবে। তুমি চেষ্টা তো করে দ্যাখো।"

" কী করে হবে? কোন বাবা মেয়ে দেবে তোমার ছেলেকে? মাথা ঠিক থাকলে বেকার ছেলেকে কেউ মেয়ে

দেয়না বুঝলে! ”” আহ! বেকার কোথায়? রাজনীতি করছে, নিজের খরচা নিজে চালাচ্ছে তাহলে? ”

” রাজনীতি? রাজনীতির পাশাপাশি আর কোনও কাজের দরকার নেই? আছে তো না কি! বাড়ি শুদ্ধ সবাই বলে বেড়াচ্ছে,ব্যাবসায় জয়েন হতে, শুনছে? পারিবারিক ব্যাবসা, আমাদের পর আর কে হাল ধরবে এর? সাদিফ নিজের ইচ্ছেমতো

প্রফেশন বেছে নিয়েছে। ওর টা তাও মানা যায়,সন্মানের কাজ। কিন্তু তোমার ছেলে? মা*রপিট করে বেড়ায় রাস্তায়,পথেঘাটে স্লোগান দেয়,মিছিলে নামে। একটা কথা কানে তোলেনা আমার। সব সময় গা ঝাড়া হাবভাব। আমিতো এখন আর কিছু বলাই ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ত*টস্থ থাকতে হয় এই বুঝি তোমার ছেলে একটা কান্ড ঘটাল,আর

ভাইয়েরা সব হা*মলে পরল আমার ওপর। আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা, আমার মত এরকম মানুষ যার নামে কোনও দিন কেউ বলতে পারেনা একটা ঝা*মেলায় জড়িয়েছি,কারো সাথে ঝগ*ড়ায় নেমেছি,সেই মানুষের ছেলে এতটা বেপ*রোয়া কি করে হলো? কার ছেলে ও?”

কথায় কথায় কথাটা বললেও মাথায় বাঁ*জ পরল রুবায়দা বেগমের। সাংঘা*তিক রকম তেঁ*তে বললেন,” কী বললে তুমি? তুমি শেষমেষ আমায় নিয়ে স*ন্দেহ করছ?”

আফতাব সিকদার নির্বোধ বনে তাকালেন। আকাশ থেকে পরে বললেন,

” তা কখন বললাম? পাগল হলে?”

" এইতো একটু আগেই বলেছো। কার ছেলে ও বলোনি? কী বোঝায় এ দিয়ে?"

আফতাব সিকদার মাথায় হাত দিয়ে বললেন,

" ইয়া আল্লাহ! এই মা ছেলের য*ন্ত্রনায় আমার নির্ঘাত অ্যা*টাক ফ্যাটাক হয়ে যাবে।"

রুবায়দা বেগম কাঁ*দোকাঁ*দো কন্ঠে বললেন,

" হ্যাঁ সেতো বলবেই, বিয়ের পর থেকে সেবা শুশ্রূষা করে করে এখন ব*দনামের ভাগিদার হচ্ছি। সাথে টানছো আমার নিষ্পা*প ছেলেটাকেও।"

পিউ মুখ ভেঙচালো। ধূসরের পাশে নিষ্পা*প শব্দটা শুনে অতি*ষ্ঠ ভঙ্গিতে দুপাশে মাথা দোলালো। এ ছেলে নিষ্পাপ হলে সে তো দুধের শিশু!

রুবায়দা বেগম ফের বললেন,” থাক,এখন তোমার সাথে এসব আজেবা*জে আলোচনা করার মত সময় নেই আমার। যা বলেছি পারলে কথাটা শোনো, ধূসরের বিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করো। দেখবে, ঘরে বউ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে আমার।”

পিউ আঁ*তকে উঠল কথাটায়। ধূসরের বিয়ে দেবে মানে? ঘরে বউ আনবে তারই বা অর্থ কী?

“ধূসর ভাইকে অন্য কোথাও বিয়ে দেবেন চাচা-চাচী? নাআয়ায়ায়ায়া এ হতে পারেনা। এ খবর শোনার আগে আমার ম*রন কেন হলোনা?”

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই পিউ মনে মনে আহা*জারি শুরু করল। তার ইচ্ছে হলো চা*পানো দরজা ঠেলে

এক্ষুনি কক্ষে ঢুকে যেতে। মেজো মা কে কঠিন কণ্ঠে হুশিয়ার করতে,
” কোনও বিয়ে টিয়ে হবেনা। তোমার ছেলের বউ হব আমি,বুঝেছ? আগে ধূসর ভাই আমার প্রেমে পড়ুক,তারপর এসব ভেবো। এখন রেহাই দাও মেজো মা।”
কিন্তু আফসোস! পারল না পিউ। তবে দুঃ*খে অধর কেঁ*পে কেঁ*পে

উঠল। যেন এক্ষুনি কেঁ*দে ফেলবে মেয়েটা। উত্তরে আফতাব সিকদার বললেন,” মাথা খা*রাপ হয়েছে তোমার? পুষ্পর কথা ভুলে গেছো? বাড়ির বড় মেয়ে ও। ছোট বোনের বিয়ে না দিয়ে ধূসর আগেভাগে বিয়ে করবে কী করে? আগেতো ওর বিয়ে দিতে হবে না কী!”
কথাটা মাথায় ঢুকল রুবায়দা বেগমের। বোঝার ভঙ্গিতে মাথা

নাড়লেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন,
” তাইতো! আমারতো মনেই ছিল না। তাহলে বরং আগে পুষ্পর জন্যে ছেলে দেখব আমরা তারপর ধূসরের বিয়ে। কী বলো?’
ওপাশ থেকে আর উত্তর এলোনা। হয়ত আফতাব সিকদার সহমত দিলেন। কিন্তু পিউয়ের কা*ন্না কা*ন্না ভাব উবে গেল তৎক্ষনাৎ।

তটস্থ হলো সে। আগে পুষ্পর বিয়ে? আপুর বিয়ের পর ধূসর ভাইয়ের বিয়ে? কী সর্বনা*শা কথাবার্তা!

পিউ তড়িঘড়ি করে রুমে ছুটল। কাধ থেকে ব্যাগ নামিয়েই এরপরে ছুট লাগাল মা-বাবার ঘরের দিকে। সব ক্লা*ন্তি,অব*সাদ কর্পূরের মত মিলিয়ে গেছে তার। এনার্জিপ্যাক যেন গায়ে ঢেলে দিয়েছে কেউ। বৃহস্পতিবার হওয়ায় আজ আমজাদ

সিকদার ও আফতাব সিকদার দুজনেই বাড়িতে। হাফ বেলায় অফিস থেকে ফেরেন তারা। পিউ কলেজ ইউনিফর্ম গায়ে পরেই এক দৌড়ে ঢুকে গেল মায়ের ঘরে। পায়ের ধুপধাপ শব্দ পেয়ে চোখ থেকে আড়াআড়ি রাখা হাতটা সরালেন আমজাদ। মেয়েকে দেখে কপাল গুছিয়ে উঠে বসলেন। এটুকুতেই উত্তেজনায় হা*পিয়ে গেছে

পিউ। আমজাদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন” কী ব্যাপার আম্মা? এই অবস্থা কেন আপনার? ”

পিউ কতক্ষন জো*রে জো*রে নিঃশ্বাস ফেলল। পরপর উদ্বেগ নিয়ে বলল,

” আব্বু,আপুর বিয়ে দেবে কবে?”

আচমকা প্রশ্নে কিছুটা হতভম্ব হলেন আমজাদ। ভ্রুঁ গুটিয়ে চেয়ে রইলেন

মেয়ের দিকে। পিউ এগিয়ে এলো। বাবার পাশে বসে বলল,

" আপু তো সবে অনার্সে উঠেছে,ওকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া কী উচিত আব্বু?

আমজাদ সাহেব কিছুতেই কিছু বুঝলেন না। অবুঝের মত বললেন,

" পুষ্পর বিয়ে? এসব তোমাকে কে বলল আম্মা?"

পিউ জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

” আমি শুনেছি। মা,মেজো মা এরা সবাই বলাবলি করছিল আপুর জন্যে ছেলে খুঁজবে। তুমি এত জলদি ওর বিয়ে দেবে আব্বু? এটা কি ঠিক হবে? লোকে বলবে তুমি বাল্যবিবাহ দিয়েছো।”

আমজাদ সিকদার রাগী মানুষ। কিন্তু মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন। মাথায় হাত বুলিয়ে নরম স্বরে বললেন,

” বোঁকা মেয়ে! বললেই কি হয় না কী? আগে পুষ্পর পড়াশুনা শেষ হোক, ও কতদূর পড়তে চায় শুনি তারপর ওসব ভাবব। অনেক দেরি এখনও। ”

পিউয়ের ভেতরটা গদগদ হয়ে এলো আনন্দে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,

” সত্যি বলছো? ”আমজাদ সাহেব মৃদূ হেসে বললেন ” হ্যাঁ। আর বড়দের এসব বিষয় নিয়ে তুমি অত

ভাবতে যেওনা। পড়াশুনায় মনোযোগ দাও। ভালো রেজাল্ট করতে হবেনা? এখনও ফ্রেশ হওনি দেখছি,যাও হাত মুখ ধুয়ে খেতে যাও আম্মা। ”

পিউ মাথা দোলাল। বাবার মুখের কথায় আস্বস্ত সে। তার বাবা এক কথার মানুষ। এখনি পুষ্পকে বিয়ে দেবেন না যখন বলেছেন তখন দেবেন না নিশ্চয়ই। আপুর বিয়ের দেরি আছে মানে,ধূসরের আরো

দেরি। ততদিনে সে কি পারবেনা,ধূসরকে নিজের প্রেমে ফেলতে? নিশ্চয়ই পারবে। পিউ ভরসা পেল। হাসি হাসি মুখটা ফিরে এলো আবার। ঝটপট ঘর ছাড়ল। আমজাদ সিকদার মেয়ের যাওয়ার দিক চেয়ে রইলেন। একটা পুত্রসন্তানের ভীষণ শখ ছিল তার। পিউয়ের হওয়ার সময় ধরেই নিয়েছিলেন ছেলে হবে এবার। মেয়ে

হয়েছে শুনে ক্ষুন্ন হয়েছিলেন খানিক। মন খা*রাপ করেছিলেন। কিন্তু যেই মুহুর্তে মেয়ের মুখখানি দেখলেন,মনে হলো তার মা স্বয়ং ফিরে এলেন যেন। গোলগাল,ফর্সা, ছোট্ট মুখটা অবিকল তার মায়ের প্রতিচ্ছবি। এরপর আর কোনও মনঃক্ষু*ন্নতা টিকলোনা। মেয়ের রুপে মাকেই জাপ্টে ধরলেন বুকে। তিনি প্রচন্ড মে*জাজি মানুষ, পুষ্প

জোরে হাঁটলেই যেখানে রাগ দেখান,সেখানে পিউয়ের বেলায় যেন মোমের মত গলে যান। মেয়েটাকে দেখলেই মনে পড়ে মায়ের কথা। তাইতো ইচ্ছেই করেনা ওকে ব*কাঝকা করার। পরপর গুটিবসন্তে মায়ের ছট*ফটিয়ে মৃ*ত্যুর কথা মনে পড়তেই আমজাদ সাহেবের চোখে জল জমল। কোটর ছড়ানোর আগেই হাতের আঙুল

দিয়ে মুছে নিলেন তিনি।পিউয়ের মন একটু আধটু খা*রাপ। ভাতের থালায় হাত চললেও মুখে যাচ্ছেনা। আকাশ-কুসুম ভাবনায় মত্ত সে। অন্য হাত গালে ঠেকিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। এই যে একটু আগে বাবার কাছে গিয়ে বোনের বিয়ে আটকাল এটা একটু স্বা*র্থপরতা হয়ে গেল না? যদি না পেছনে ধূসরের বিয়ের কথা উঠতো তবে কী এত লাফিয়ে-

চড়িয়ে যেত বাবার কাছে? উলটে বোনের বিয়ের আনন্দে হৈহৈ করে মেতে উঠত। কসমেটিকস,লেহেঙ্গায় ভরে ফেলতো ঘর। পিউ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল।

প্রেমে পড়ে ছ্যাচ*ড়ার সাথে সাথে স্বা*র্থপর ও হয়ে যাচ্ছে সে। ঠিক তখনি পিঠের ওপর চড় বসালেন মিনা বেগম। ব্যা*থার সঙ্গে ভ*য়ে

মুচড়ে উঠল পিউ। বিস্মিত হয়ে মায়ের দিক তাকাল।

” খেতে বসেছিস কখন? তাড়াতাড়ি খা,আজ ধূসরের বন্ধু আসবে না তোকে পড়াতে?”

” আজ কেন মা? একবারে শনিবার থেকে আসতো।”

মিনা বেগম চোখ পাঁ*কালেন,” চুপ কর! ধূসর বলে গেছে, আজ থেকেই পড়াবে।”

পিউ বীতঃস্পৃহায় খাবার মুখে তুলল। কোনও রকমে খেয়েদেয়ে উঠে দাঁড়াতেই রিক্ত এসে আগলে ধরল হাত। মুখে বে*জে পরা আধো বুলিতে আবদার করল,

" পিপু,চলোনা কেলি? "

পিউ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

" এখন না সোনা,স্যার গেলে তারপর। তুমি রাদিফের সাথে খেলো এখন।"

রিক্ত দুদিকে দুবার জো*রে জো*রে মাথা নেড়ে বলল,

” ও কেলবেনা। মা*রে আমাকে।”

” আমি বলে দেব,যেন না মা*রে। কেমন? ”

রিক্তর ছোটখাটো চেহারাটা চকচকে হলো। আনন্দে মস্তক ঝাকিয়ে সেভাবেই চলে গেল। পিউ বেসিনে গিয়ে হাত ধুঁয়ে পা বাড়াল কামড়ায়।

বিছানায় শুতেও পারল না এর মধ্যেই মিনা বেগম ডাক ছুড়লেন, ” পিউ তোর টিচার এসছে।”মারাত্মক রকম বির*ক্ত হলো মেয়েটা। মুখ থেকে ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে বইপত্র বার করল। এলোমেলো চুল আয়নার সামনে গিয়ে ঠিকঠাক করল। গতদিন ফয়সাল দারুন লজ্জ্বা দিয়েছে এ নিয়ে। গায়ে ওড়না

পেঁচিয়ে পিউ আস্তেধীরে হাঁটা ধরল স্টাডিরুমের দিকে। ভেতর থেকে আসছে মা আর মেজো মায়ের কণ্ঠস্বর । ভীষণ তোষামোদ করে কথা বলছেন তারা। যেন টিচার নয়,পাত্রপক্ষ এসছে। পিউ দরজায় দাঁড়াল। ভদ্রতার খাতিরে ভেতরে ঢোকার জন্যে শিক্ষকের অনুমতি চাইতে হবে তো! কথা বলতে গিয়ে

সামনে তাকিয়েই মূর্তির ন্যায় জমে গেল।

সম্মুখে এক সুন্দরী, কম বয়সী মেয়ে দেখে পিউয়ের মাথা ঘু*রে উঠল। গো*ল্লায় গেল ভদ্রতা, অনুমতি। ত্রস্ত পায়ে কক্ষে ঢুকল সে। সরাসরি কোমড়ে হাত দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ল।

” আপনি কে?”মেয়েটি রুবায়দা বেগমের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল।

পিউয়ের কথায় তাকাল ওর দিকে। মিষ্টি হেসে বলল,

" আমি মারিয়া। তুমি পিউ?"

" হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেন এসেছেন?"

মিনা বেগম বললেন,

" ওকি কথা? কেন এসেছে মানে কী,উনিইতো পড়াবেন তোকে।"

পিউ অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে বলল,

” আপনিই কি ধূসর ভাইয়ের বন্ধু? উনিই আপনাকে পাঠিয়েছেন?”

পিউয়ের সিরিয়াস হাবভাব মেয়েটিকে অপ্রস্তুত করল খানিক। বিভ্রান্ত হয়ে আশেপাশের সবাইকে দেখে মাথা নেড়ে বলল ” হ্যাঁ। ”

ধূসরের পাঠানো মানুষটা যে মেয়ে, এটা ভাবতেই পিউয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পরল। ব্রহ্মতালু অবধি দা*উদা*উ করে জ্ব*লে উঠল। সে

দিন দুনিয়া ভুলে বসল। ধপ করে বসে পরল ফ্লোরে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। হাত পা ছড়িয়ে কাঁদ*তে কাঁদ*তে বলল,

" আমি ওনার কাছে পড়ব না। আমি ওনার কাছে পড়বনা।"পিউয়ের বাচ্চামোতে উপস্থিত সবাই হতভম্ব,হতচেতন। বলার জন্যে মুখের কাছে কোনও ভাষাই পেলনা। সতের শেষ করে দুদিন বাদেই

আঠের তে যে মেয়ে পা দেবে তার এমন ছেলেমানুষী দেখে মিনা বেগমে লজ্জ্বায় মুখ লো*কানোর জায়গা পেলেন না। পড়াতে আসা মেয়েটির সামনে মাথা হেট করে দিল নিজেরই পেটের মেয়ে। মারিয়া নিজেও ভীমড়ি খেয়েছে। সে বিভ্রম নিয়ে বার কয়েকবার নিজের চেহারায় হাত বোলালো। মেয়েটা তাকে দেখতেই এমন করল কেন?

গোবর লেপ্টানো থাকলেও এরকম করে কেউ? সে কী দেখতে এতটাই বা*জে? এদিকে পিউ তখনও মেঝেতে বসে কাঁ*দছে। কা*ন্নার শব্দ পৌঁছে গেল বাড়ির কানায় কানায়। এমন আর্ত*নাদ করে কা*ন্না,যেন কী না কী ঘটেছে! আমজাদ সাহেব ঘুমিয়েছিলেন একটু। ঘুমের মধ্যে মেয়ের কা*ন্নার শব্দ পেতেই লাফিয়ে উঠলেন। উৎস

ধরে ছুটে এলেন ত্রস্ত। পড়ার ঘরটা নিমিষে ভরে গেল মানুষে। আফতাব সিকদার বই পড়ছিলেন বারান্দায়। সেও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। পিউয়ের কা*ন্না থামার নাম নেই। রুবায়দা বেগম গায়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। জবা বেগম বিভিন্ন খাবারের প্রস্তাব দিচ্ছেন ‘ এটা রান্না করে খাওয়াব,ওটা খাওয়াব’ তাও মেয়েটা থামলোনা। তার হেচকি

উঠল এবার। ধূসরের এত সুন্দর মেয়ে বন্ধু আছে,কিছুতেই মানতে পারছেনা পিউ। এই জন্যেই ধূসর তার দিকে ফিরেও তাকায়না এবার বুঝল সে। এই দুঃ*খে কেঁ*দে বুক ভাসালেও কম হবে।

এদিকে কেউই বুঝতে পারছেনা হঠাৎ মেয়েটার হলো কী। আমজাদ সাহেব এসেই উদ্বীগ্ন গলায় শুধালেন,

” কী হয়েছে? ও কাঁ*দছে কেন? ”

পার্লামেন্টে মিটিং বসেছে। খুব জরুরি আলোচনা হবে সেখানে। অথচ ফোন পেয়েই বাড়ির পথে রওনা হলো ধূসর। পিউয়ের প্রতি রা*গে শরীরের র*ক্ত ফুটছে তার। একটা হেস্ত*নেস্ত করেই ছাড়বে পুচকিটার। বোঝে কম, চিল্লায় বেশি। রা*গের সাথে তাল মিলিয়ে বাইকের স্পিড বাড়াল ধূসর।

বিশ মিনিটের মাথায় বাড়ি পৌঁছাল। বসার ঘরেই বসেছিল মারিয়া। মেয়েটা যে কী পরিমান অস্বস্তিতে পরেছে মিনা বেগম ঢের বুঝলেন। তাইতো ও ঘর থেকে সুমনা বেগমের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। বাটি ভরে খেতে দিলেন দুধে ভেজানো পিঠা। ধূসর লম্বা কদমে বাড়িতে ঢুকল। সুমনা বেগমকে শুধাল,

” পিউ কোথায় ছোট মা?”ওপর থেকে ধূসরকে দেখেই দৌড়ে পিউয়ের কাছে গেল পুষ্প। তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে চেয়ার টেবিলে বসাতে পেরেছেন রুবাইদা বেগম। কিন্তু নাকে কা*ন্না কমেনি। পুষ্প বাইরে দাঁড়িয়েই ঘোষণা দিল,

” ধূসর ভাইয়া এসেছেন,এবার মজা বোঝাবেন তোকে।”

ব্যাস! পিউয়ের হেচকি বন্ধ। কা*ন্নাকা*টি শেষ। চোখ দুটো মারবেলের মতন করে তাকাল বোনের দিকে। পরপর রুবাইদা বেগমের পানে। রুবাইদা বেগম বলতে নিলেন " কিছু হবেনা আমি___

কে শোনে পুরো কথা। পিউ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এক ছুট্টে গিয়েই পুষ্পর মুখের ওপর দরজাটা ধড়াম

করে লাগিয়ে দিলো। এই মুহুর্তে দরজা আটকানো মানে জীবন বাঁচানো।আমজাদ সিকদারের মে*জাজ তুঙ্গে। ক্রমে ক্রমে ফুঁ*সছে পুরু নাকের পাটা। দাঁত কি*ড়মিড়িয়ে দোল খাচ্ছেন কেদারায়। তন্মধ্যে ঘরে ঢুকলেন মিনা বেগম। সন্তপর্ণে দোর চা*পিয়ে নরম পায়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীর রা*গত মুখচোখে দেখে অ*তিষ্ঠ

ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা দোলালেন। সুস্থে ধীরে ডাকলেন,

" শুনছেন!"

আমজাদ সিকদার তাকালেন না। একিরকম গাঁট হয়ে বসে রইলেন। মিনা বেগমের বুঝতে বাকী নেই,জল কতদূর গড়িয়েছে। যে বাড়িতে গাছের পাতা নড়েনা তার হুকুম ছাড়া,সেখানে মেয়ের শিক্ষক পরিবর্তন? তাও আবার যে ছেলেকে

ঠিক করেছেন স্বয়ং তিনিই। মিনা বেগম অথৈ জলে পরলেন যেন। কী বলবেন,কী করবেন বুঝে উঠলেন না। ওদিকে ধেঁড়ি মেয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদ*ছে,আর এদিকে বাপ বো*ম হয়ে বসে আছে। সাথে বাড়িতে এসেছে ধূসরের বান্ধুবি। এই মুহুর্তে কোনদিক সামলালে জুতসই হবে কিছুতেই মাথায় ঢুকলোনা। তখন আমজাদ সিকদার

মেয়ের কা*ন্না শুনে ও ঘরে গেছিলেন। যখন শুনলেন আসল ঘটনা, টু শব্দ না করে হনহনিয়ে চলে এলেন কামড়ায়। মিনা বেগম ভালো করেই জানেন, বাড়িতে বাইরের লোক থাকাতেই আমজাদ সিকদার রা*গ -ঢাক গিলে ফেলেছেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে মেয়েটি চলে যাবে? বো*ম ব্লাস্ট হবে তৎক্ষনাৎ। আর এই বি*স্ফোরনে

কার কী কী ক্ষয় হবে না জানলেও ধূসরের যে বি*পদ আছে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

তাইতো,সব কিছু ফেলে-ঝুলে স্বামীর পেছন পেছন এলেন। যাতে মে*জাজি মানুষটাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে একটু শান্ত করা যায়। আর যাই হোক, মারিয়া মেয়েটা যে কী মার্জিত সে তার আচরনেই বোঝা যায়। এই

মেয়ের কাছে পড়লে পিউ নির্দ্বিধায় ভালো রেজাল্ট করবে আশা আছে।
” সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন?”
গুরুগম্ভীর স্বরটায় নড়েচড়ে উঠলেন মিনা বেগম। ধ্যান জ্ঞান ছুটে গেল। তটস্থ হয়ে তাকালেন স্বামীর দিকে। আমজাদ সিকদার তখনও চেয়ে আরেকদিক। মিনা বেগম নরম কন্ঠে বললেন,” আপনি কি রা*গ করেছেন? ”

” করার কথা নয় বলছো?”

পালটা প্রশ্নে মিনা বেগম ভ্রুঁ গুঁটিয়ে বললেন,

” রাগ করবেন কেন? ধূসর......”

পথিমধ্যেই খে*কিয়ে উঠলেন আমজাদ,

” চুপ করো! সারাক্ষন ধূসর ধূসর, ওর সাহস কী করে হয় আমার ঠিক করা ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিজে টিচার নিয়ে আসার?””” এভাবে বলছেন

কেন? পিউ কি ধূসরের পর কেউ? ওকি খা*রাপ চাইবে মেয়েটার? নির্ঘাত ফয়সালের পড়ানোর ধরন ওর ভালো লাগেনি বলে মানা করেছে। এমনি এমনি কোনও কাজ করার মত ছেলে আমাদের ধূসর নয়।"

আমজাদ সিকদার দাঁত চে*পে চোখ বুজে শ্বাস ফেলে তাকালেন। বললেন,

” যে ছেলে নিজের ভালোই বোঝেনা,সে কী করে আমার মেয়ের ভালো বুঝবে? এত টাকা পয়সা খরচা করে বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছিলাম,আশা করলাম ফিরে এসে শ*ক্ত হাতে ব্যবসা সামলাবে। কিন্তু না,সে ব্যস্ত অন্য নেতাদের পেছনে চামচামি করতে। বেকার বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ না কী

আবার এমনি এমনি কোনও কাজ করেনা।”

ধূসরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলায় মিনা বেগমের মুখ চুপসে এলো। সাফাই গেয়ে বললেন,

” এভাবে বলছেন কেন? ধূসর বেকার কে বলেছে? রাজনীতি কি পেশা নয়? ওতো আপনাদের টাকায় এক জোড়া জুতোও কেনেনা।

তাহলে কথায় কথায় ছেলেটাকে এত হেয় করে কথা বলেন কেন?”

আমজাদ সিকদার চোখমুখ কুঁচকে বললেন,” রুবাইদার থেকেও এই ছেলের প্রতি দেখছি তোমার বেশি টান। ওকে কিছু বললেই কোমড় বে*ধে ঝ*গড়া করতে আসো।

” ছেলে কি রুবাইদার একার? এবাড়ির প্রত্যেকটা সন্তান আমাদের প্রত্যেকের। এসব তো আপনি

নিজেই আমাকে শিখিয়েছিলেন। আর আপনি নিজেও কি ধূসরকে কম ভালো বাসেন? ছেলেটা এখন আপনার কথার বিরোধিতা করে, মন মতো কাজ-বাজ করেনা বলেই আপনার এত হ*ম্বিতম্বি। নাহলে এরকমটা আপনিও করতেন না আমি ভালোই জানি। আচ্ছা,সব বাদ,একটা কথাতো অস্বীকার করতে পারবেন না।ধূসরের মত রেজাল্ট

আমাদের এই তল্লাটে কজনের আছে বলুন তো? পড়াশুনায় ওর মত দূর্দান্ত মাথার ব্রেইনই বা আছে কার? তাই এসব ক্ষেত্রে আপনার, আমার থেকে, ও বেশি ভালো বুঝবে তাইনা?”যুক্তিটা মানানসই । ভেতর ভেতর আমজাদ সিকদার নিজেও জানেন ধূসরের পড়াশুনার এই গুনের কথা। সাথে ছেলে মাত্রাধিক বুদ্ধিধারি। অফিসের লোকজনের

সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সাথে একসময় নিজেও গুনগান গেয়েছেন এই ছেলেকে নিয়ে। আর এখন? দুঃ*খটা সেখানেই। সুক্ষ হাসলেন তিনি। আফসোস করে বললেন,

" কী লাভ হলো এত ভালো ব্রেইন দিয়ে? না পারল একটা ডাক্তার হতে,না পারল ইঞ্জিনিয়ার, অপাত্রে দান সব।"

মিনা বেগম এতক্ষন কোমল স্বরে কথা বললেও এবার খেই হারালেন। ক*ঠিন কিছু জ্বিভের ডগায় এলেও বলতে পারলেন না। স্বামীর মুখের ওপর ক*ড়া জবাব দেয়ার অভদ্রতা হবেনা তাকে দিয়ে। তাই মিনমিন করে বললেন

” সবাইকে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এরকম কোনও কথা নেই। ধূসরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস

আছে। ও ঠিক একদিন অনেক বড় নেতা হবে। সেদিন আপনিও ওর কাজে বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলবেন ” ও আমাদের বাড়ির ছেলে। আমার বংশের গৌরব।”আমজাদ সিকদার বিদ্রুপাত্মক হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুপাশে মাথা নেড়ে বললেন,

” তাহলে তো হয়েই যেত!”

” হবে,একদিন না একদিন আমার কথাটা ফলবে ইনশাআল্লাহ। তাই আপনার কাছে এখন অনুরোধ করছি এ বিষয় নিয়ে আর কোনও ঝামেলা নাই বা করলেন। পিউ এর এতেই ভালো হবে দেখবেন। ভীষণ ভালো রেজাল্ট করবে ও। মিলিয়ে নিন।”

স্ত্রীর আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না আমজাদ। কী পরিমান ভরসা থাকলে মানুষ

এরকম আজগুবি কথাবার্তা বলে! নতুন করে বি*তর্ক করতে ইচ্ছেও করলনা তার। একটা কথা ঠিক, পিউয়ের জন্যে ধূসরের কোনও সিদ্ধান্ত কখনোই খারাপ হবেনা এ বিশ্বাস তার নিজেরও আছে। যার দরুন ধূসর পিউকে শাসন করলে, তিনি ভাণ করেন দেখেও না দেখার। কিন্তু যে ছেলে তাদের কাউকে মানেনা সে ছেলের বাকীদের বেলায়

কেন এত ক*ঠোরতা থাকবে? এটা কী মেনে নেয়ার মত কথা? আবার, ধূসরকে কিছু বলা মানে এ বাড়ির নারী সদস্যরা হাম*লে পরা এক প্রকার। আমজাদ সিকদার ভাবুক ভঙিতে চুপ করে বসে থাকলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে বুঝতে পেরে ঠোঁটে হাসি ফুটল মিনা বেগমের। গদগদ হয়ে শুধালেন,” আপনাকে এক কাপ চা বানিয়ে দেই?”

আমজাদ সিকদার উত্তর দিলেন না।
মিনা বেগম ফের বললেন
” মাথা টা কী এখনও গ*রম? লেবুর শরবত দেব না কি এক গ্লাস?”
আমজাদ সিকদার রে*গেমেগে বললেন
” খুচরো আলাপ বাদ দিয়ে আপাতত আমার চোখের সামনে থেকে বিদেয় হও। ”

মিনা বেগম থতমত খেলেন স্বামীর অকষাৎ চেঁ*তে যাওয়ায়। ” যাচ্ছি,যাচ্ছি ” বলেই দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়লেন। আমজাদ সিকদারের মে*জাজ ঠিক হলোনা,হবেওনা। বিষয়টা বুঝতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ওয়াড্রবের ড্রয়ার থেকে শার্ট বের করে ফতুয়ার ওপরেই পরে ফেললেন। এখন বাড়িতেও থাকবেন না। ভাবভঙ্গি ঠিক করতে

হলে হাওয়া বাতাস খেয়ে আসতে হবে বাইরের।পিউ,নামের মতই ছোটখাটো শ*ক্তির অধিকারি মেয়েটির দৃ*র্দশা কমার নয়। উলটে হৈহৈ করে বাড়ছে। তখন দরজার ছিটকিনি টানার আগেই ভূতের মতন হাজির হলো ধূসর। এক হাত দিয়ে ঠেকিয়ে ধরল দরজাটা। পিউ ঘাব*ড়ে গেলেও হাল ছাড়লনা। পালটা জো*র খাটাল সে। দরজা

আজ লাগিয়েই ছাড়বে। কোনও ভাবে দরজা আটকাতে না পারলে আজ আর র*ক্ষে নেই। কিন্তু দূর্ভাগ্য! ধূসরের মত বলিষ্ঠ পুরুষের গায়ের জো*রের নিকট মেয়েটা যে দুগ্ধপোষ্য শিশু! ধূসরের পেছন থেকে পুষ্প,আর পিউয়ের পেছনে রুবায়দা বেগম,দুজন বোকার মতন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন ওদের কান্ড। শেষমেষ ল*ড়াইয়ে পরা*জয়

নিশ্চিত, বুঝতে পেরেই দ*মে গেল পিউ। দরজা ছেড়ে দিয়ে এক লাফে গিয়েই লুকালো রুবায়দা বেগমের পেছনে। ভী*ত আ*র্তনাদ করে ব্লল,

” ও মেজো মা আমাকে বাঁচাও।”রুবায়দা বেগম আশ্বস্ত করলেন ” কিছু হবেনা। আমি আছিতো।”

কাজ হলোনা তাতে। পিউ অস্থির হয়ে বলল,

” নায়ায়া আমাকে মা*রবে তোমার ছেলে।”

ধূসর ঘরের ভেতর পা রাখতেই পিউ আ*তঙ্কে চিৎকা*র ছুড়ল। পুনরায় বাচ্চাদের মত কেঁ*দে উঠল। রুবায়দা বেগম ওকে আড়াল করে বললেন,

” ধূসর কিছু বলবিনা ওকে।”

ধূসরের কানে কথাটা পৌঁছালো কী না বোঝা গেলনা। সে আগুন চোখে চেয়ে রইল পিউয়ের দিকে। মেয়েটার রু*হু শুকিয়ে গেল এতেই। ধূসর গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম ছুড়ল,

” সামনে আয়।”

পিউ আরো জোরেশোরে আগলে ধরল রুবায়দা বেগমকে।

” ও মেজো মা, মেজো মা আমাকে বাঁচাও,আমি শে*ষ। ”

রুবায়দা বেগম চোখ রা*ঙালেন ছেলেকে

” ধূসর! কী হচ্ছে টা কী? ভ*য় পাচ্ছে তো মেয়েটা। বারন করছি না তোকে।”

ধূসরের শ*ক্তপোক্ত চিবুক ম*টমট করে উঠল।” এখন ভয় পাচ্ছে কেন? এরকম করার আগে মাথায়

থাকেনা ? মারিয়া কী মনে করবে একবারও ভেবেছে? কী চাইছে ও? আমার সন্মানটা মাটিতে মেশাতে? মা তুমি সরো,আমাকে বুঝে নিতে দাও। ও কেন এরকম করল বলতে হবে আমাকে। এক্ষুনি তুই সামনে আসবি পিউ,খুব খা*রাপ হবে নাহলে।”

পিউয়ের হাত পা থরথর করে কাঁ*পছে। একপ্রকার আষ্ঠেপৃষ্ঠে

খাঁ*মচে ধরেছে মেজো মাকে। রুবায়দা বেগম হাজার বলে কয়েও ছেলেকে বোঝাতে পারলেন না। ধূসরের টকটকে মুখমন্ডল দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী মারাত্মক রে*গে গেছে। কিন্তু ওকে খবরটা দিলো কে?পিউ কিছুতেই চোখ তুললনা। সে পায়ের পাতার দিক চ ভী*তশশস্ত্র চেয়ে কাঁ*দায় ব্যস্ত। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল

আজ? এতটা খা*রাপ তো কোনও দিন যায়না।

ধূসর হু*ঙ্কার দিল ” সামনে আসবি না?”

পিউ কেঁ*পে ওঠে। আরো দৃঢ় করে আগলে ধরে রুবায়দা বেগমকে। ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক বি*পাকে পরলেন যেন। দুজনের কোনটাকে সামলাবেন বুঝে পেলেন না। মেয়েটাকে বাঁচাতে বাপ/চাচা

কাউকে ডাকবেন তাও হবেনা, বি*শ্রী রকমের ঝা*মেলা হবে তবে। শেষমেষ উপায় না দেখে রুবায়দা বেগম বললেন,

" থাক রে ধূসর,পিউ মারিয়ার কাছেই পড়বে। এমন আর কখনও করবেনা। রাগ ক*রিস না থাক।"

পিউ কা*ন্না থামিয়ে ভ্রুঁ কোঁচকাল। বলতে চাইল " কিছুতেই আমি ওই মেয়ের কাছে পড়বনা।"

পরপর ধূসরের লালিত চোখ দেখে আঁটশাট হয়ে ঢোক গিলল। ধূসর পুরু কণ্ঠে বলল।

” কথাটা ওর মুখ থেকে বলতে বলো।”রুবায়দা বেগম পিউয়ের দিকে ঘাড় কাত করে তাকালেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,

” বল মা,তুই মারিয়ার কাছে পড়বিনা? বল..। ”

সাথে চোখ দিয়ে হ্যাঁ বলতে ইশারা করলেন তিনি। মনের মধ্যে সকল বিরোধিতা চাপা দিয়ে ধূসরের ভ*য়ে ওপরে নিচে মাথা দোলাল পিউ। পড়বে সে। রুবায়দা বেগম সঙ্গে সঙ্গে প্রসস্থ হেসে বললেন,

" দেখলি,মেয়েটা কত লক্ষী!"

ধূসরের ক্রো*ধিত মুখস্রী ক্ষান্ত হলো খানিক। গম্ভীর কন্ঠে তর্জন দিলো ,

” এক্ষুনি ফ্রেশ হয়ে টেবিলে বস,আমি মারিয়াকে পাঠাচ্ছি। নতুন কোনও নাটক করলে....”

” না না ও কিচ্ছু করবেনা, তুই যা বাবা,যা...”

ধূসর তীর্যক দৃষ্টিতে আড়চোখে একবার দেখে নিলো পিউকে। শব্দযুক্ত কদমে ঘর ছাড়ল এরপর। পিউয়ের নিঁচের অধর উল্টেপাল্টে উঠে এলো চূড়ায়।

ক*ষ্টে,রা*গে,দুঃ*খে মন চাইল বারান্দা থেকে ঝাঁ*প দিতে। ধূসর ভাই ওই মেয়ের জন্যে এতকিছু বলে গেল,রা*গ দেখাল। এতটা গুরুত্ব তো আমাকেও দেননা উনি। পিউ ঝরঝর করে কাঁদবে,এর আগেই রুবায়দা বেগম গাল ধরে বললেন,” ইশ! কী অবস্থা চেহারার। যা মা,চোখেমুখে একটু পানি দিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে? খাবি কিছু?”

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ল। নাক টে*নে বেসিনের দিকে হাঁটা ধরল। পুষ্প খাম্বার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। এতক্ষন নীরব দর্শক বনে দেখেছে সব। পিউ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় দুঃ*খী কন্ঠে বলল
” কেন যে শুধু শুধু কান্নাকাটি করতে গেলি! ধূসর ভাইয়া আসতেই তো হাওয়া বেরিয়ে গেল সব।
পিউ ছ্যাঁত করে উঠে বলল,

” তুই যে আজকাল কোথায় কোথায় উঁকি মারছিস আব্বুকে গিয়ে বলব?”তৎক্ষনাৎ মেয়েটার চিমসে যায়। পিউ আর কিছু বললনা। তবে মনে মনে জোড়াল প্রতিজ্ঞা করল,
“এখন যত কাঁ*দাচ্ছেন ধূসর ভাই,সব কড়ায় গন্ডায় শোধ করব একদিন।”
পিউ ঠিকঠাক হয়ে টেবিলে বসার পরেই মারিয়া পড়াতে এলো। মিনা

বেগমের ঠোঁটে সেই ক্ষনে বিজয়ের চা*পা হাসি ফুটল। গর্বিত হলেন। তার ঘাড়ত্যারা মেয়েকে ঠিক করতে ধূসরের জুড়ি নেই। কিন্তু কথা হলো ওকে ডাকল কে? প্রত্যেকের এই এক প্রশ্ন। অথচ জবাব পাওয়া গেল না। পিউয়ের কা*ন্না বন্ধ হলেও হেচকি চলছে,নাক টানছে।

মারিয়া সহজ স্বাভাবিক ভাবে পড়াতে শুরু করল। হাবভাব দেখে

বোঝার উপায় নেই বাড়িতে ঢোকার পরপর কী ল*ঙ্কা কান্ড ঘটেছে! মারিয়া জিজ্ঞেস করল " আজ তো প্রথম দিন, কী পড়বে পিউ? "

পিউ থমথমে কণ্ঠে জবাব দিল " আপনার যা মন চায় পড়ান।"

" না তোমার একটা..... "

কথার মধ্যেই প্রবেশ করল ধূসর। সোজা মারিয়াকে শুধাল,

" কোনও স*মস্যা হচ্ছে মারিয়া?"

আওয়াজ শুনেও পিউ পেছন ঘুরে তাকালো না। মারিয়ার পেছনে থাকা থাই গ্লাসের দিক তী*ক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল। ধূসরের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট সেখানে। মারিয়া মৃদূ হেসে বলল,
” না না, সমস্যা হচ্ছেনা। বরং তোমার বাড়ির লোকের এত অমায়িক, আমারতো ভালোই লাগছে।”

পিউ দাঁত কপাটি চে*পে ধরল। মেয়েটি তার ধূসর ভাইকে তুমি তুমি করছে কেন? ধূসর অমত্ত জবাব দিলো,

” বেশ! কোনও কিছু প্রয়োজন হলে বড় মাকে বলবে। সংকোচ করবেনা। আমি আসি।”

পিউয়ের মেজাজ খা*রাপ মাত্রা ছাড়াল। কলমের নিপটা শক্ত হাতে চে*পে ধরল খাতার সাদা পৃষ্ঠায়।

খুব তাড়াতাড়ি এই মারিয়াকে তাড়াতে হবে,নাহলে ভালো মন্দ বলা যায়না। দেখা গেল এই মেয়েই তার জীবনের সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হলো! রিস্ক তো নেয়া যাবেনা। মিটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল যখন,তার থেকেও এক ঘন্টা পার হয়েছে। অথচ এখনও পার্লামেন্টে হাজির হয়নি ধূসর। ইকবাল বারবার হাতঘড়ি দেখছে। দুহাতে কোমড়ে

ঠেকিয়ে উদগ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে গেটের দিক। কিন্তু তবুও বির*ক্তির ছিটেফোঁটা দেখা যাচ্ছেনা চেহারায়। এই যে এতক্ষন ধরে ধূসর আসেনি,এটাই যেন স্বাভাবিক। তবে বাকীরা অধৈর্য হয়ে পরেছে। বসে বসে ঝিমোচ্ছে কেউ কেউ। এতটা সময় বসতে বসতেও পিঠ ধরে গেছে অনেকের। কিন্তু টু শব্দ করা চলবেনা। ইকবালের ঘোষণা

যখন,ধূসর না এলে মিটিং শুরু হবেনা। তখন হবেওনা। আর সভাপতির মুখের ওপর কথা বলার জন্য যে টুকু বক্ষ পিট প্রয়োজন,তা ওদের নেই। ইকবালদের গ্রুপের আরো একজন হলো সোহেল। একিসাথে পড়াশুনা করেছে সেও। এই এক ঘন্টায় এ অবধি চারটে সিগারেট টেনেছে। এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটেছে। হাত নিশপিশ

করছিল ধূসরকে ফোন করতে,অথচ ইকবালের ক*ড়া নির্দেশ ফোন করা চলবেনা। ধূসর কী না কী গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। সেখানে ডিস্টার্ব করলেই কা*টা যাবে গর্দান। সোহেল বড় করে হাই তুলল। ঘুম পাচ্ছে এখন। আর ধৈর্য রাখতে না পেরে শেষে উঠে এলো ইকবালের নিকট। ছেলেটা এখনও ওভাবে দাঁড়িয়ে। সোহেল কপাল গুছিয়ে

বলল,” হ্যাঁ রে ভাই আর কতক্ষন লাগবে ওর? ফোন করনা এবার।”

ইকবাল তাকালোনা। গেটের পানে চোখ রেখেই উত্তর দিল,

” না। চলে আসবে।”

সোহেল চ বর্গীয় শব্দ করে বলল,

” বুঝলাম না,তোর মিটিং শুরু করতে ধূসরকেই কেন লাগবে? তুই হলি এখানকার সভাপতি, আর ধূসর সহ সভাপতি। ওর থেকে তোর

বেশি ক্ষ*মতা। তুই শুরু করলেই তো হয় তাইনা?”

ইকবাল ফিরল ওর দিকে। মুচকি হেসে বলল,

” ধূসর তোকে ঠিক নামেই ডাকে। তুই আসলেই ছাগল।”

সোহেলের উদ্বীগ্ন মুখচোখ শিথিল হলো। কালো হয়ে এলো সাথে সাথে। মন খা*রাপ করে বলল,

” আজ পেটের মধ্যে ইয়ারফোনের প্যাচ নেই বলে এভাবে বললি? এই তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু?”

ইকবাল আবার হাসল। সোহেলের কাঁধ পেঁ*চিয়ে বলল,

” গাঁধা। মজাও বুঝিস না। শোন, আজ তোকে একটা সহজ কথা বুঝিয়ে দেই। সেটা হলো, ধূসরের একার মাথায় যা বুদ্ধি,তা তোর আর

আমার দুটো মাথা এক জায়গায় করলেও হবেনা। বুঝলি?”
সোহেল বোঁকা বোঁকা চাউনীতে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। বোঝেনি। ইকবাল বলল,
” জানতাম তুই বুঝবিনা। আচ্ছা দ্যাখ,এ অবধি যত্ত মিটিং, আলোচনা আমরা করেছি,তাতে সব থেকে বেশি কথা বলে কে?””” ধূসর।”

” আমরা যদি কোনও সিদ্ধান্ত নিই,সবার আগে সেটা উপস্থাপন করে কে?”

” ধূসর।”

” যে কোনও ঝুটঝা*মেলা মেটাতে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পরে কে?”

সোহেল এবারেও মাথা দুলিয়ে বলল

” ধূসর।”

” তাহলে সবথেকে বেশি কৃতিত্ব কার?”

” ধূসরের।”

ইকবাল ওর কাঁধ চাঁ*পড়ে বলল ” সাবাশ! বুদ্ধি খুলেছে। তোকে একটা সিক্রেট বলি শোন,

এরপর ইকবাল ফিসফিস করে বলল,

” আমি নামেই সভাপতি, আর ধূসরও নামেই সহ সভাপতি। বুঝেছিস?”

সোহেল মাথা চুল্কে বলল ” না।”

” আহাম্মক।”

এর মধ্যেই ধূসরের বাইকের শব্দ পেল ইকবাল। সোহেল কে রেখেই এগিয়ে গেল ওর দিকে। ধূসর বাইক স্ট্যান্ড করেছে কেবল। ইকবাল গিয়েই বলল,” কীরে শালা,মিটলো তোর কাজ?”

ধূসর ছোট করে জবাব দেয়,

” হু।”

পরপর চোখ সরু করে বলল ”তোর শালা আমি ?”

ইকবাল লজ্জা পেয়ে ঘাড় চুল্কাল। প্রসঙ্গ এড়াতে বলল,

” তা তোর ক্লান্ত লাগছেনা? এই বয়সে বিয়ে ছাড়াই বাচ্চা সামলাচ্ছিস যে!”

ধূসর একদম স্বাভাবিক কন্ঠে বলল,

” জানতাম এরকম কিছুই ঘটবে,প্রস্তুত ছিলাম। ”

ইকবাল বড় করে শ্বাস টে*নে বলল, ” বুঝলাম, এসব তোর দ্বারাই সম্ভব। আচ্ছা চল এবার। অনেক সময় গেছে, আসল কাজ শুরু করি।”রাত আটটা বাজে। পুষ্পর বিছানায় তদন্ত কমিটি বসেছে। সুমনা বেগম,পুষ্প আর পিউ অংশ নিয়েছে সেখানে। সম্পর্কে সুমনা বেগম ওদের চাচী হলেও মেশেন ঠিক বন্ধুর মতন। আপাতত

তিনজনের একটাই প্রশ্ন, ” ধূসরকে খবরটা দিলো কে?”

পিউ ভেবেছিল পুষ্প আনিয়েছে ধূসরকে। সেজন্যেইতো তখন চো*টপাট দেখাল ওরকম। পরে জানল পুষ্প কিছুই জানেনা এসবের। একে একে বাড়ির প্রত্যেককে সে জিজ্ঞেস করেছে ঘর শ*ত্রু বিভীষনের কাজটা কে করল। ধূসর ওই সময় না এলে মারিয়ার

কাছে জোরপূর্বক পড়তে হতোনা তার। উলটে ওর কা*ন্নাকাটি দেখে বাবা ঠিক পাঠিয়ে দিতেন মেয়েটিকে। ধ্যাত! সব মাটি।

শলা-পরামর্শ করেও কোনও উত্তর পাওয়া গেলনা যখন সবাই হা*র মেনে বসে রইল। খনকাল নিরবতা চলল তিনজনের। হঠাৎ পুষ্প শুধাল,” আচ্ছা,মারিয়া আপু কেমন পড়ান?”

পিউয়ের অভিব্যক্তি মুহূর্তে পাল্টাল। যেন শুনল তার জাতশ*ত্রুর নাম। ইচ্ছে হলো বলবে,

" বি*শ্রী পড়ায়,বা*জে পড়ায়,এত খা*রাপ কেউ পড়ায়না "।

পরে ভাবল মিথ্যে বলে লাভ নেই। হাস্যহীন জবাব দিল,

" একদিন পড়ে বুঝিনি। অপেক্ষা কর, দুদিন পর জানাব।"

পুষ্প মিটিমিটি হেসে বলল,” ধূসর ভাই আজ যা দিলোনা পিউকে ছোট মা, ওনাকে দেখেই ওর হাত পা এরকম কা*পছিল দেখো...”

পিউয়ের কাঁ*পা-কাঁ*পি কে অনুকরন করে দেখাল পুষ্প। সুমনা বেগম ও হেসে উঠলেন। পিউ চেঁ*তে বলল

” ওনাকে দেখলে তুই বোধ হয় কাঁ*পিস না? সেদিন যখন ধূসর ভাই তোকে একটা ছেলের সাথে

কথা বলতে দেখেছিলেন, মনে আছে? ভ*য়ে দরজা আটকে বসেছিলি।”

পুষ্পর কথা বন্ধ হয়ে গেল। হাসিহাসি মুখটাও দপ করে নিভে গেল। মিনমিন করে বলল,

” ওটাত এম....”

পিউ পথিমধ্যেই বলল ” থাক থাক,এমনি না কী আমার জানা আছে।”

সুমনা বেগম বললেন, ” আহ! তোরা ঝ*গড়া করছিস কেন? আর ও পিউ তুইই বা মুখটা এমন হাড়ির মত করে রেখেছিস কেন? হাস একটু! চল লুডু খেলি আমরা।”

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ” না গো ছোট মা,ভাল্লাগছেনা আমার। যতক্ষন অবধি না জানব ধূসর ভাইকে কে ফোন করল ততক্ষন অবধি শান্তি নেই।”

অথচ মনে মনে বলল” যতক্ষন অবধি ওই মারি পেত্নীকে কে না তা*ড়াব ততক্ষন অবধি ঘুম ও হবে না আমার।”

হঠাৎই দরজায় দাঁড়ানো রাদিফ হৈহৈ করে বলল,

” বড় ভাইয়াকে তো ফোন আমি করেছি পিউপু।”

সকলে চকিতে তাকাল ওর দিকে। পুষ্প অবাক হয়ে বলল,

” তুই? কেন?”
রাদিফ তার হাফ জিন্স প্যান্টের পকেটে হাত ভরে দুপা এগিয়ে গেল। ভীষণ ভাব নিয়ে বলল,
” কেন আবার,পিউপু কে ব*কা খাওয়াতে। ওমন কিউট আপুটাকে দেখে পিউপু যেভাবে কা*ন্নাকা*টি লাগাল,আমার ভারি খা*রাপ লেগেছে। ওইজন্যেই না আম্মুর

ফোন থেকে ভাইয়াকে কল টা করেছি। ”

প্রত্যেকে হা করে রাদিফের মুখের দিক তাকিয়ে রইল। পিউ কাঁ*দোকাঁ*দো কন্ঠে বলল,

” তুই আমার ভাই না দুশ*মন? বাইরের মেয়েটার জন্যে আমাকে ব*কা খাওয়াতে এত ইচ্ছা জাগল তোর?”

রাদিফ দাঁত বার করে হেসে বলল,” স্যরি পিউপু,কিছু মনে কোরোনা। ভাইয়াকে না জানালে বড় চাচ্চু মারি আপুকে পাঠিয়ে দিতেন। আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারিনা। ওনার চুল গুলো দেখছো তোমরা? কী সুন্দর আর লম্বা। আর তোমরা কি করো,কে*টেকু*টে সব ছোট করে রাখো। ছাগলের দাড়ির মতন। ভালো লাগেনা।”

তীব্র অনিহা প্রকাশ করল রাদিফ। পিউ নাক ফুলিয়ে বলল " তবে রে দাঁড়া!"

বিপদসংকেত পেতেই দৌড় লাগাল রাদিফ। পেছনে ছুটল পিউ। আজ এই পিচ্চির বারোটা বাজাবে ।

" দাঁড়া বলছি, দাঁড়া রাদিফ।"

রাদিফ ছুটতে ছুটতে বলল " পাগল না কী,আমি দাঁড়াই আর তুমি আমাকে ইচ্ছেমতো ক্যা*লানি দাও।"

দেখতে দেখতে রাদিফ সিড়ি বেঁয়ে নেমে গেল। পিউ ও একিরকম ছুটছে পেছনে। জবা বেগম টেবিল মুছতে মুছতে সাব*ধানী বানি দিলেন,” আহা আস্তে পরে যাবি।” রাদিফ খিলখিল করে হেসে দাঁড়িয়ে পরল সদর দরজার সামনে । মাথা নেড়ে নেড়ে বলল ” এসো,ধরবে এসো।”

পিউ ধরতে এগোতেই রাদিফ সরে গেল,ঠিক সেই সময় হাজির হলো সাদিফ। অফিস থেকে ফিরেছে সে। ওমনি সং*ঘর্ষ হল সাদিফের বুকের সঙ্গে। ধা*ক্কার টাল সামলাতে না পেরে দু ফুটের পিউ ছি*টকে পরল মেঝেতে। সাদিফ পরতে পরতেও দেয়াল ধরে সামলালো নিজেকে। তবে চোখের চশমাখানা নি*স্তার পেল না। বেচারা খ*সে পরে

টুক*রো টুক*রো হয়ে ভে*ঙে গেল। দৃশ্যটায় দারুন মজা পেল রাদিফ। হাত তালি দিয়ে হেসে উঠল সে। পিউ ব্য*থা পেল কোমড়ে। কিন্তু সাদিফের মে*জাজ চড়ে বসল। ভা*ঙাচোরা চশমার খন্ডর দিক কিছুখন থম ধরে চেয়ে থাকল। পরপর তুলে নিল হাতে। পিউ কোনও রকম উঠে দাঁড়াল মাত্র। কোন খেয়ালে রাদিফ কে ধরতে

গিয়ে সাদিফের সঙ্গে বা*রি লেগেছে। এতে তার দোষ নেই যদিও,তবুও ভীষণ দুঃ*খিত হয়ে বলতে গেল,

” স্যরি ভাইয়া আমি ____প্রথমবারের মত ধ*মকে উঠল সাদিফ। রে*গে আ*গুন হয়ে বলল,

” এক চ*ড় মেরে সব দাঁত ফেলে দেব তোর! চোখে দেখিস না? দিলি তো আমার প্রিয় চশমাটাকে ভে*ঙে।

পিউ কেঁ*পে উঠল, ভ*য় পেল। ভাইয়ের রা*গান্বিত অবস্থা দেখে হাসি মুছে গেছে রাদিফের। কে*টে পরল সে। সাদিফের থেকে কোনও দিন একটা ব*কাও না শোনা পিউয়ের বুকটা ভারী হয়ে এলো। কোটরে জল জমল। উচু কন্ঠ কানে যেতেই ছুটে এলেন জবা বেগম। উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালেন,

” কী হয়েছে? ”

” কী হয়েছে? কী হয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করো। পিউ তোর বয়স কত রে,সারাদিন ছোটাছুটি করছিস। পড়তে বসতে পারিস না? এক জায়গায় শান্ত হয়ে বসে থাকলে কী জাত যাবে তোর? বয়স যত বাড়ছে বুদ্ধি তত কমছে। বাড়ছে ছেলেমানুষী। ”পিউ মাথা নিচু করে ফেলল। চোখ থেকে দুফোটা জল

গড়াল গালে। জবা বেগম ওকে আগলে ধরে বললেন,

” এভাবে বলছিস কেন? একটা চশমার জন্যে এত কথা শোনানোর কি আছে? কিনে নিতে পারবিনা?”

সাদিফ নাকমুখ ফুলিয়ে বলল ” যা বোঝোনা সে নিয়ে কথা বলোনা মা। তোমাদের আশকারাতেই ও এরকম হচ্ছে। ধুর! মুডটাই বি*গড়ে দিল।”

সাদিফ গটগট পায়ে ঘরে চলে গেল। পিউ অনুতাপ করে ভেজা গলায় বলল,
‘ বিশ্বাস করো সেজো মা, আমি ইচ্ছে করে করিনি।’
জবা বেগম মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,
” জানিতো আমি মা ,তুই ওর কথা ছাড়তো। ”পিউ ফের কিছু বলতে গেলেই চোখ পরল চৌকাঠে। ধূসর

দাঁড়িয়ে। ছোট খাটো অক্ষিযুগল তার দিকেই চেয়ে। পিউয়ের আর কিচ্ছু বলার ইচ্ছে করলনা। চোখ মুছে ঘরে গেল সেও।

জবা বেগম লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে দুদিকে মাথা নেড়ে সেও ফিরে গেলেন কাজে। ধূসরকে লক্ষ্য করেননি। ধূসর বাড়িতে পা রাখল, কোথাও না থেমে সোজা চলে গেল সাদিফের ঘরের দিকে।

সাদিফ শার্টের দুটো বোতাম খুলেছে কেবল। এর মধ্যেই দরজায় টোকা শুনে ফের লাগাল। দরজা টানতেই ওপাশে ধূসরকে দেখে অবাক হলো খানিক। সচরাচর তার রুমে আসেনা সে। তেঁ*তে থাকা মে*জাজেও হাসার চেষ্টা করে বলল,” ভাইয়া তুমি? ভেতরে এসো।”

ধূসর ঢুকলোনা। ওভাবে দাঁড়িয়েই গুমোট স্বরে, সোজাসাপটা প্রশ্ন করল,,

” চশমার দাম কত তোর? কোন ব্রান্ড থেকে কিনেছিস?”সাদিফ চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে। মেঝের দিকে ভ্রুঁ গুঁটিয়ে তাকানো। তার মুখমন্ডল জুড়ে ধূসরের সুক্ষ্ম চাউনীর বিচরন। ধূসর একই কথা আবার শুধাল,

” বললি না,কত টাকা দিয়ে নিয়েছিস?”

সাদিফ যথোপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেল না। চশমা ভা*ঙা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল কী? নাহলে ধূসর কোনও দিন এভাবে জিজ্ঞেস করতে আসতোনা নিশ্চয়ই। কাজটা নির্ঘাত ঠিক হয়নি। সাদিফ সাফাই গাইতে আস্তে করে বলল

" চশমার ফ্রেমটা অনেক দামী। প্রথম বেতন পেয়ে কিনেছিলাম,প্রিয় ছিল খুব।"

" তাই বলে এভাবে রিয়্যাক্ট করবি? "

ধূসরের স্বর প্রচন্ড ধীর। যেন সামান্যতম মে*জাজ নেই। সাদিফ তাকিয়ে বলল,

" তুমিতো জানো ভাইয়া, পিউ কী পরিমান চঞ্চল! ওকে আমি এমনিতে

ব*কি? কখনও ব*কেছি? আজ নিশ্চয়ই আমার খা*রাপ লেগেছে,তাই জন্যেই....!"

ধূসর সামান্য হেসে বলল," তুই পিউকে বকি*স না,কারন তোর ব*কার মত কোনও কাজই করেনি ও। আমি অন্তত দেখিনি, পিউ যেভাবে আমার জিনিসপত্র এলোমেলো করে ঠিক সেভাবে তোরটা কখনও স্পর্শও করেছে। তুই

না ডাকা অবধি এ ঘরে ও আসেনা পর্যন্ত। আজ সেইভাবে ভাবে প্রথমবারের মত তুই ওকে ব*কেছিস,আমার জানামতে ঠিক যেইভাবে প্রথম বার ও-ও তোর কোনও একটা জিনিস ভাঙ*লো। ”

সাদিফ অবাক না হয়ে পারল না। যে মানুষ বাড়িতেই থাকেনা ঠিকঠাক, এত খবর তার নখদর্পনে কী করে?

একটু চুপ থেকে বলল,” আমার রা*গ হয়েছিল বলে ওভাবে বলেছি। ওকে তো তুমিও ব*কো ভাইয়া। তার বেলা? দেশে ফেরার পর কদিন সুন্দর করে ব্যবহার করেছো। তারপর যখন আস্তে আস্তে তুমিও দেখলে পিউয়ের একেকটা কান্ড, সেই থেকে তো আজ অবধি আমিও কখনও দেখিনি তুমি ওর সাথে একটা ভালো করে কথা বলেছ। ”

ধূসর শান্ত অথচ তপ্ত স্বরে বলল
" আমার আর তোর ব্যাপার এক নয় সাদিফ। সেটা তুই না জানলেও আমি জানি। তোর চশমা ভে*ঙেছে? কয়টা চশমা প্রয়োজন তোর? আমি দেব। এটুকু দেয়ার সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু পরেরবার আমি যেন না দেখি তুই পিউয়ের সাথে উচু গলায় কথা বলেছিস।"

শীতল হু*মকি তে সাদিফের কপাল গুঁছিয়ে এলো। আকাশ থেকে পরল সে।

ধূসরের এত দরদী হয়ে ওঠার কারন বুঝল না। ধূসর লম্বা পায়ে হাঁটা ধরেছে । সাদিফের মেজাজ খা*রাপ হলো। যেখানে সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে, সেখানে ধূসর তাকে টাকার গরম দেখাল? কত টাকা আছে ওর?

রাগ চে*পে রাখতে না পেরে বলেও ফেলল,” বেকার মানুষের টাকার বড়াই,বি*ষদাঁত ছাড়া সা*পের ন্যায়।
”

সাদিফ ধ*ড়াম করে দরজা আটকাল। কথাটা চাপা স্বরে বললেও কানে পৌঁছালো ধূসরের। শুনতে পেয়েই কদম স্থিত হলো খানিক। ক*টমটে চিবুকে সে চোখ বুজে শ্বাস

টেনে ঢোক গেলে। তবে দাঁড়ালো না।

সেই ক্ষনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ধূসর। এতদিন ধরে, যা তাকে বলে কয়েও করানো যায়নি,আজ এক মুহুর্তে ঠিক করল, তাই করার। এরপর চশমার গোডাউন ছু*ড়ে মা*রবে সাদিফের মুখের ওপর।

আফতাব সিকদার বরাবর নরম লোক। অফিসে যাবেন,ফিরবেন,খাবেন, বই পড়বেন,মাঝে মাঝে টেলিভিশনে খবর দেখবেন,পত্রিকা পড়বেন এসবই রুটিন। কথা কম বলেন,ঝা*মেলায় কম জড়ান। এই জন্যে তিনি চার ভাইয়ের মধ্যে বাবা মায়েরও প্রিয় ছিলেন,সাথে ভাইদেরও। এমনকি ভাতিজা-

ভাতিজিরাও ভীষণ পছন্দ করেন ওনাকে। অথচ মানুষটার একটাই আক্ষেপ, নিজের ছেলেটাই বি*গড়ে যাচ্ছে। তাকে একটুও মানেনা। কানের কাছে মালা জপেও নিতে পারলেন না ব্যাবসায়। ভাবতেই ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক ফুঁ*ড়ে। তার এত দুঃ*খ অথচ রুবায়দা বেগম এতেই সন্তুষ্ট। ধূসর যাই করবে তাতেই যেন মহত্ত্ব।

অবশ্য এর হাজার খানেক কারন ও আছে।মিনা বেগমের পেটে তখন পিউ। বাড়িতে পুরুষ বলতে ছিল না কেউ। বেরিয়েছিল রোজকার কাজে। ছোট ভাই আনিসের বিয়ে হয়নি তখনও। জবা বেগম ছিলেন বাপের বাড়ি,আর রুবায়দা বেগম গেছিলেন পুষ্পকে স্কুল থেকে আনতে। বাড়িতে মিনা বেগম একাই ছিলেন,সাথে অনেক দিনের পুরোনো

বুয়া তাদের। পুষ্পর স্কুল কাছাকাছি হওয়ায় রুবায়দা ভাবলেন যাবেন আর আসবেন। তাছাড়া ডেলিভারির ডেইট ছিল পাঁচদিন পর। চিন্তার কিছু নেই বলেই ওইটুকু সময় একা রেখে গেলেন মিনা বেগমকে। অথচ বিপ*ত্তিটা যেন তখনি বাঁ*ধল। তলপেট ব্যা*থায় ঘুম ছুটে গেল মিনা বেগমের। নামতে গিয়ে অসতর্কতায় পি*ছলে পরলেন।

লু*টিয়ে গেলেন মারবেল মেঝেতে। বুয়াও চলে গেছে কিছুক্ষন হলো। ফাঁকা বাড়িতে গো*ঙানোর শব্দ দেয়ালে দেয়ালে মিলিয়ে গেল।সেই সময় সবে স্কুল থেকে ফিরেছে ধূসর। বয়স তখন দশের কোঠায়। কক্ষে ফিরতে গিয়েই কর্নকুহর হলো বড় মায়ের চাঁপা আ*র্তনাদ। পিঠব্যাগ মাঝপথে ফেলে রেখেই ছুটল সে। ব্যা*থায় অবস্থা খা*রাপ

মিনা বেগমের। ধূসর দিশে*হারা হয়ে পরল। অতটুকু মানুষ, কী করবে, কোথায় ধরবে মাথায় ঢুকলোনা। বাড়ির কাউকে ফোন করে সময় ন*ষ্ট করা যাবেনা। তাই বুদ্ধি করে সবার আগে ফোন লাগাল পরিচিত ডাক্তারের নিকট। দশ মিনিটের মাথায় এম্বুলেন্স এলো। পুরোটা সময় ধূসর মিনা বেগমের মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল। ছোট

ছোট হাত বিশ্রামহীন বুলিয়েছে ওনার চুলে। মিনা বেগম সব বুঝলেও কথা বলার শক্তি নেই। নে*তিয়ে পরেছেন।হাসপাতালে নেয়া হলো ওনাকে। ধূসর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। মানুষ অতটুকু হলেও বুদ্ধিমান,চটপটে কম ছিল না। এ মাথা থেকে ও মাথা দৌঁড়েছে সে-ই। সাথে যদিও পারিবারিক ডাক্তার হুমায়ুন ছিলেন। এরপরপর ধূসর

পরিবারের বাকীদের খবর দেয়। ধীরে-ধীরে তারাও কাজ বাজ ফেলে ভিড় করল হাসপাতালে। আফতাব সিকদার প্রথম দিকে রা*গারা*গি করলেন ছেলের ওপর ,কেন আরো আগে জানালোনা তাদের। নিজে পাঁকামো করলো,নিলো এত বড় ঝুঁ*কি। অথচ আমজাদ সিকদার প্রান ভরে দোয়া করলেন। ছেলেটা না থাকলে কী হতো আজ?

ধূসরের কোনওদিকে মন নেই। সে মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনায় ব্যস্ত। বড় মার চিৎ*কার, ছটফ*টানি নিজ চোখে দেখেছে সে। ক*ষ্টে বুক ছি*ড়ে যাচ্ছে তার। সেতো মায়ের মতোই আদর করেন ওকে। এরপর পরই ওটির ভেতর থেকে বাচ্চার কা*ন্নার আওয়াজ আসে। ডাক্তার হুমায়ূন জানালেন মেয়ে হয়েছে। আমজাদ সিকদার মনে মনে ক্ষু*ন্ন

হয়েছিলেন যদিও। আশা করেছিলেন ছেলের। কিন্তু বুঝতে দেননি কাউকেই,হেসে আড়াল করেছিলেন । তবে সব থেকে যে মানুষটা বেশি খুশি হয়েছে, সে ছিল ধূসর। বড় মায়ের সব ক*ষ্ট শেষ, আর ব্যা*থা করবেনা ভেবে আনন্দ পেয়েছিল। অনুমতি পেয়ে সবাই যখন মিনা বেগম আর সদ্য জন্ম নেয়া পিউকে দেখতে গেল,মিনা বেগম সবার

প্রথমে ধূসরকেই কাছে ডাকলেন। কোমল কণ্ঠে বললেন,” আমার মেয়েকে সবার আগে তুই নে ধূসর। আজ তোর জন্যেইতো বেঁচে ফিরলাম।”

ধূসর কাঁ*পা হাতে তুলতুলে পিউকে কোলে নেয়। পিউ কুটিকুটি পা ছু*ড়ে কাঁ*দছে। মিনা বেগম হাউমাউ করে কেঁ*দে ওঠেন। আধশোয়া থেকেই ধূসরকে আর ধূসরের

কোলে থাকা পিউকে জড়িয়ে ধরেন। পরিবারের সবার বড় ছেলে হওয়ায় চোখের মনি ধূসর। ওই ঘটনায় মাত্রাটা যেন বৃদ্ধি পেয়েছিল আরো। কিন্তু সে ছেলেই এত ভালোবাসার মূল্য দিলোনা।

আফতাব সিকদারের ভাবনা কে*টে গেল কারো জুতোর শব্দে। আড়চোখে একবার বিছানায় শুয়ে থাকা রুবায়দা বেগমের দিক চোখ

বোলালেন। সারাদিন কাজবাজ সেড়ে কিছুক্ষন হয়েছে শুয়েছেন। দেখতে দেখতে আওয়াজটা দরজায় এসে থামল। ওপাশ থেকে অনুমতি চাইল" আসব?"

গলার স্বর পেতেই ঔৎস্যূক্য যেন তিনগুন ভর করে আফতাবের। হঠাৎ এই মানুষ তার ঘরে কেন? কৌতুহল চাপিয়ে কন্ঠটা একটু ভারী করে জবাব দিলেন,

" এসো।"
রুবায়দা বেগম তৎক্ষনাৎ নড়েচড়ে উঠে বসলেন। ক্লান্তি সব ছুটে গেছে ছেলের গলা পেতেই। ধূসরকে দেখেই গদগদ হয়ে বললেন,
" আয় বাবা আয়,ভেতরে আয়।"
আফতাব সিকদারের মনে হলো ছ বছরের রিক্তকে ডাকলেন তিনি। এত দাঁম*ড়া ছেলেকে কেউ এভাবে আহ্লাদ করে ডাকে? ধূসর ভেতরে

এসে দাঁড়াল। আফতাব সিকদার বিছানা ইশারা করে বললেন ” বোসো।”

ধূসর বসল না। যা দেখে অথিতু ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আফতাব। সহ্য সীমা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ” কিছু বলবে?”

ধূসর একবার মায়ের দিক তাকাল। যিনি আগ্রহভরে দেখছেন তাকে। এরপরে বাবার দিক ফিরে সরাসরি

ঘোষণা করল,” কাল থেকে অফিস যেতে চাই আমি।”

বয়স্ক মানুষ দুটো এক চোটে ধা*ক্কা খেলেন। দুজন একে অপরকে দেখে, হা করে চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে। ধূসরের একটুও ভাবান্তর হলো না। পরপর বলল,

” আমি কাল থেকে ব্যবসায় বসব। ”

রুবায়দা বেগম অস্থির চিত্তে শুধালেন,
" সত্যিই অফিস যাবি?"
" সান্ত্বনা দেয়ার মত কথা এটা?"
" না তা নয়,এতদিন বলে বলেও...."
আফতাব সিকদার হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দেন ওনাকে। সন্দিহান কণ্ঠে বললেন " ভেবে বললে তো? পরে মত বদলাবে না কি?"

ধূসর টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে, জবাব দেয়,” তুমি আমাকে চেনো,মুহুর্তে মুহুর্তে মত বদলটা নিশ্চয়ই আমার সাথে যায়না? যা বললাম ভেবেচিন্তেই বলেছি।”

আফতাব সিকদার চুপ করে যান। ধূসর বেড়িয়ে গেল। তিনি বিমূর্ত চেয়ে থাকলেও চোখে হাসলেন । বুক ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। যাক! অবশেষে ছেলের সুমতি হলো!

পিউ ঘরের দরজা আ*টকে বসেছে। সে দরজা ধা*ক্কাধা*ক্কি করেও খোলানো গেল না।

তখন ঝোঁ*কের বশে ব*কাঝ*কা করলেও এখন হাঁ*সফাঁ*স করছে সাদিফ। এই নিয়ে ষষ্ঠ বারের মত চক্কর কাট*ল পিউয়ের দরজার সামনে দিয়ে। তারপর ভেবেচিন্তে বারি দিল কাঠের ওপর। নরম কন্ঠে ডাকল,

“পিউ! খোল না দরজাটা....”

ওপাশ থেকে উত্তর এলোনা। সাদিফের মাথা খারা*প হয়ে গেল। সে দিকদিশা খুই*য়ে লা*থি বসাল দেয়ালে। খি*টমিট করে বলল,” অসহ্য! যা মন চায় কর। খুলতে হবেনা দরজা।”

রে*গেমে*গে নিচে নামল সাদিফ। ধূসরভাই বকতে বকতে শেষ করে দিলেও তো পিউ এরকম করে না।

তাহলে তার বেলায় এসবের মানে কী?

সাদিফের মুখের ভঙ্গি দেখে অসহায় শ্বাস ফেললেন জবা বেগম। তারা পরেছেন মহা ঝা*মেলায়। এত বড় বড় ছেলেমেয়েদের বাচ্চামো দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ তারা। মিনা বেগম পিউয়ের উদ্দেশ্য বললেন

” কী একটু বলেছে তাতে জাত গেছে ওনার! খেতে হবেনা তোকে।

শুধু খাবারটা পঁচুক খালি, দেখিস কী করি! একদিন না একদিন দরজা তো খুলবিই তাইনা।”

পিউ ঘরের ভেতর বো*ম হয়ে বসে। কা*ন্নাকাঁটির ফলে নাকমুখ লালিত। একটা সামান্য চশমার জন্যে সাদিফ এইভাবে বলবে এ স্বপ্নেও ভাবা যায়না। পিউয়ের ঠোঁট পুনরায় ভে*ঙে এলো। রা*গটা আসলে কার ওপর লাগছে সে নিজেই দ্বিধাদন্ধে

ভুগছে।ধুপধাপ করে পড়ার টেবিলে বসল গিয়ে। খাতা বের করল। কলম ছোঁয়াতেই গড়গড় করে কিছু কথা উগড়ে এলো। তারপর সারা পৃষ্ঠাজুড়ে অভিযোগ লিখল ধূসরের নামে।

" আপনার জন্যেই আমাকে সাদিফ ভাইয়াও কথা শোনালেন আজ। আপনার জন্যে আমার কপালে আর কত শ*নি আছে ধূসর ভাই? যদি না

আপনি ওই পেত্নীটাকে ঘাড়ে বয়ে আনতেন, আমি নিশ্চয়ই কাঁদতাম না, রাদিফও আপনাকে ফোন করতোনা। তাহলে ওর পেছনেও ছুটতাম না আমি। আর এরকম ধা*ক্কা লাগতোনা সাদিফ ভাইয়ার সাথে । এই যে ওনার প্রিয় চশমা ভাঙ*লো এই সব দোষ আপনার। আমি বরাবর নিরপরাধ মানুষ। অথচ তাল আমার পিঠেই পরে। ধূসর ভাই

আপনি একটা চো*র। অনুমতি বিহীন আমার মন চু*রি করেছেন,আবার তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। চোরের সাথে সাথেও আপনি একটা দর্জ্জাল-শেয়ানা লোক। বাকীদের বেলায় মুখ থেকে রস ঝরে আমার বেলায় ওষুধের মতন তেঁতো কেন?আমায় ভালোবাসেন না কেন ধূসর ভাই?

এখন যদি ভালো বাসতেন,গল্পটা অন্যরকম হতোনা?
এই যে আমি অভিমান করে দরজা আটকে বসে আছি একটু সান্ত্বনাতো দিতে আসতেন। এসে নরম স্বরে ভালোবেসে জিজ্ঞেস করতেন
‘কী হয়েছে? বিশ্বাস করুন আমি সেখানেই ভুলে যেতাম সব। আপনি মানুষ টা এমন কেন ধূসর ভাই? কেন এত পাষান! একটা পাথরের

সাথে মাথা ঠু*কলে সেখান থেকেও র*ক্ত বের হয়। তাহলে আপনি পাথরের চেয়েও খা*রাপ ”

দাড়ি টানার আগেই দরজায় ফের টোকা পরল। পিউ বিরক্ত হয়। ভাবে সাদিফ বা অন্য রা। বসে রইল,দরজা খুলবেনা ভেবে। তখনি ওপাশ থেকে ভেসে আসে কাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত কন্ঠস্বর,

” পিউ!পিউয়ের চোখ বেরিয়ে এলো। বিস্মিত হয়েছে সে। ধূসর সত্যিই এসেছে? বুঝতে সময় লাগল কিছুক্ষন। তারপর হুলস্থুল করে খাতা উলটে বইয়ের চুড়ার ভাঁজে লুকালো। চটপটে পায়ে এসেই ছিটকিনি টেনে খুলল।

ধূসরকে দেখতে হলে ছোটখাটো পিউয়ের চোখ আকাশে তুলতে হয়। সে এখনও একি কাপড় পরে। পিউ

একটু অবাক হলো । ধূসর মাত্রাধিক পরিপাটি না হলেও নিজের টুকু ভালো বোঝে। বাড়ি ফিরে এক মুহুর্ত বাইরের কাপড়ে থাকেনা সে। তাহলে, উনি কী এখনও রুমে যায়নি?

তক্ষুনি ধূসর মোলায়েম কণ্ঠে শুধাল

" কী হয়েছে?"

পিউয়ের ওষ্ঠ আলাদা হয়ে পরে। খাতায় লেখা কথাগুলো মাথায়

আসে। সে এরকম কিছু লিখে এলো না? মিলযুক্ত ঘটনায় মুহুর্তমধ্যে মন ভালো হয়ে গেল তার। ধূসর খানিকক্ষন তার মলিন চেহারাখানা দেখল। জিজ্ঞেস করল,” খাবিনা?”

পিউ নড়ে ওঠে,

” হু? হ্যাঁ! ”

” আয়।”

ধূসর পা বাড়াতেই পিউ ডেকে বলল,

” শুনুন।”

ধূসর ফিরে না তাকিয়ে বলল ” কী?”

পিউ ঠোঁট কা*মড়ে সময় নিয়ে বলল ” মারিয়া আপু আপনার কেমন বন্ধু?.”

ধূসর তাকাল।

” কেন?”

” এমনি।”

” তোর পরীক্ষায় এরকম কোনও প্রশ্ন আসবে বলে আমার মনে হয়না। ”

কাঠখোট্টা জবাবে পিউ মুখ কালো করে বলল,

” আপনি এরকম করছেন কেন ধূসর ভাই? আপনার যে একটা মেয়ে বন্ধু আছে আগেতো কখনও শুনিনি। হঠাৎ ইনি কোত্থেকে উদয় হলেন? উনি শুধু আপনার

বন্ধুতো?”ধূসর চোখ সরু করে বলল ” তুই খেতে আসবি? হ্যাঁ বা না?” গুরুগম্ভীর স্বরে পিউ ঠোঁট উল্টায়। অনেক কিছু বলতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। হাত পা ছু*ড়তে ছু*ড়তে হাঁটতে নেয়। সাথে কাঁ*দোকাঁ*দো কন্ঠে বলে,

” যাচ্ছি। সব সময় আমার সাথেই সবাই এমন করে। আর আপনি তো এক ধাপ এগিয়ে। আপনার

মে*জাজি শোরুমের ধম*কানো অফার যেন আমার জন্যেই বরাদ্দ।"
পিউ ভাবল ধূসর শুনেও না শোনার ভাণ করবে। সচরাচর যা হয়। অথচ পেছন থেকে ধূসর বলে ওঠে,
" তুইতো তাই চাস। যে নিজে এসে আত্মসমর্পণ করে তাকে ব*ন্দী না করে উপায় আছে?"
পিউ থমকাল। ঘুরে তাকাল। চোখ পিটপিট করে বলল" তার মানে?"

ধূসর ভ্রুঁ নাঁচিয়ে বলল ” সোজা হাঁট।”

পিউ তবুও দাঁড়িয়ে। ধূসর নিচের দিক চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে আবার তাকাল। ঠান্ডা স্বরে বলল,

” আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি। তোকে যেন টেবিলে পাই।”

ধূসর ঢুকে গেল কামড়ায়। পিউ অবোধ বনে চেয়ে রইল। কী বলল ধূসর ভাই?”

এরপর নিজেকে সামলে সিড়ি বেয়ে নামল। অত্যাধিক রা*গে শরীরের র*ক্ত গরম হলো সাদিফের
।দাঁত কি*ড়মিড়িয়ে ওভাবেই বসে রইল। এত সময় ধরে সে ডাকল,অথচ পিউ পাত্তা দিলনা। পাত্তা কী,একটা উত্তর অবধি দেয়নি। অথচ যেই মাত্র ধূসর ভাই এলো, খুলে গেল দরজা?

পিউ নিচে নামতেই সবাই এমন ভাবে তাকাল যেন আগন্তুক এগিয়ে আসছে। নিচের সিড়িটায় পা রাখতেই রাদিফ ছুট্টে এসে হাত ধরল। ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে বলল,
” স্যরি পিউপু! আমার জন্যেই এত বকা শুনলে আজ। আমার একদম ঠিক হয়নি বড় ভাইয়াকে ফোন করা,তাহলে এসব কিচ্ছু হতোনা।”রাদিফের ফরসা মুখ

টকটকে হলো। কেঁ*দে দেবে ছেলেটা। পিউয়ের প্রতি ভালোবাসা গভীর তার। এত্তকিছু হবে কে জানত! পিউ মুচকি হেসে বলল,

” ধূর বোঁকা। ছোট ভাইয়ের সাথে কেউ রা*গ করে?”

” তুমি তাহলে আমার ওপর রে*গে নেই? ”

পিউ ওর গাল টেনে বলল ” এক্টুওনা।”

সে মুহুর্তে রাদিফের ঠোঁটে হাসি ফুঁটল। চকচকে মুখচোখে মাথা দুলিয়ে বলল ” তাহলে ঠিক আছে।
সুমনা বেগম বললেন,
” ও পিউ,কখন থেকে ডাকছি তোকে,আয় আয় খেতে বোস। ”
মিনা বেগম বললেন ” ওর ধূসরের ঝা*ড়ি না খেলে আসলেই পেট ভরে না।”

পিউয়েরও মনে হলো কথাটা সঠিক। নাহলে যার নামে অভিযোগ লিখে খাতা ভরল,তার এক ডাকেই দরজা খুলল কেন? সে চায় ধূসর বঁকুক,রা*গ দেখাক। ধূসর লক্ষকোটি বার থা*প্পড় দেব বললেও পিউয়ের কিচ্ছু হয়না। সেখানে সাদিফের এক ধ*মকেই কেঁ*দে ফেলল আজ। কী অদ্ভূত! যাকে ভালোবাসা যায়,তার সব কিছুই কি

এত ভালো লাগে?পিউ আস্তেধীরে এসে বসল চেয়ারে। সাদিফ তুষাড় খন্ডের ন্যায় বসে তখনও। ডানে বামে তাকানোও বারন যেন। মিনা বেগম মাছের বড় একটা টুকরো একটা প্লেটে তুলতে তুলতে বললেন, “ধূসরের খাবারটা রুমে দিয়ে আসি।”

জবা বেগম বললেন ‘ আমি যাই,আমাকে দাও।”

এরমধ্যেই আমজাদ সিকদার,আফতাব, আর আনিস নেমে এলেন নিচে। ওনাদের দেখে জবা বেগম গেলেন না আর। এ নিয়ে আবার একটা কাহিনী হবে! পুষ্প ওরা সবাই আসতেই টেবিল ভরল কানায় কানায়।

আফতাব সিকদারের মুখ হাসিহাসি। অনেকদিন পর হাস্যজ্বল চেহারাটা দেখা গেল। আমজাদ সিকদার লম্বা

পাঞ্জাবির হাতা গুঁটিয়ে ছোট একটা বাটির ভেতর হাত ধুঁলেন। ওনার থালায় ভাত দিলেন রুবায়দা বেগম। আমজাদ ভাত মাখতে মাখতে হঠাৎই জিজ্ঞেস করলেন,” ধূসর খাবেনা?”

প্রত্যেকে ঝ*টকা খেল। তড়িৎ বেগে তাকাল ওনার দিকে। এতগুলো চোখ একসাথে আ*ছড়ে পরায় সামান্য হতভম্ব হলেন আমজাদ।

” না মানে দেখছিনা টেবিলে। ডাকো তো...”

গত দুই বছরে ধূসর বাপ-চাচাদের সাথে এক টেবিলে খায়নি। খেতে বসে তোলা প্রসঙ্গ তার অপছন্দ বিধায় ভদ্রতার সহিত এড়িয়ে গেছে বরাবর। প্রথম প্রথম জানতে চাইলেও ধীরে ধীরে বিষয় টা বোধগম্য হতেই তারাও আর জিজ্ঞেস করতেন না। আজ

এতগুলো দিন পর প্রত্যাশার বাইরে কিছু শুনে সবাই অবাক চোখে চেয়ে রইল। রুবায়দা বেগম ভাত তোলা চামচ টা ওভাবেই ধরে আছেন। একমাত্র স্বাভাবিক রইলেন আফতাব সিকদার। নিরুদ্বেগ সে। পিউয়ের ঠোঁটদ্বয় এক হচ্ছেনা। বড় চোখ দুটো মারাত্মক আকার পেয়েছে। পুষ্প ভাত গি*লতে পারছেনা। আনিস ও হতবাক চেয়ে। মিনা

বেগম মিনমিন করে বললেন,” না মানে ওতো খায়না এখন।”

আমজাদ সিকদার পুষ্পকে বললেন, ” ওকে ডেকে আনো যাও।”

পুষ্প ওঠার আগেই ধূসরকে নামতে দেখা গেল। সোজা এসে পিউয়ের মুখোমুখি বসল সে। এ দৃশ্যে আরেক দফা হো*চট খেল সকলে। আমজাদ সিকদার চুপ করে গেলেন। ধূসরকে বসতে দেখে কথা হারিয়ে

গেল সবার। মূর্তি বনে রইলেন যেন। রিক্তর খাবার চি*বানো ছাড়া শব্দ নেই এখানে। একে অন্যের দিক জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাচ্ছে। একজন আরেকজন কে ভ্রুঁ ইশারা করে জানতে চাইছে ঘটনা কী!

ধূসরের খাবার বাড়ার সময় আমজাদ সিকদার বললেন,

” ওকে বড় মাছের টুকরো টা দাও।”মিনা বেগমের হাত সেখানেই

স্থিত হলো। বিরাট বিস্ময় সমেত স্বামীর পানে চাইলেন। ধূসর নির্বিকার। ঘটনার আগামাথা কেউ কিছু বুঝতে পারছেনা। সুমনা বেগম সন্তর্পনে জবা বেগমকে শুধালেন,
" কী হচ্ছে বলোতো সেজো আপা? ভাইজানের হঠাৎ হলো কী?"
জবা বেগম বোঁকার মত দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন " জানিনা রে।"

রুবায়দা বেগম হিসাব কষছেন। ধূসর ব্যাবসায় যাবে এটা কি ভাইজান জানতে পেরেছেন? সেজন্যেই কি ওর প্রতি ভাইজানের সব রা*গ মিটে গেল?

আফতাব সিকদার মিটিমিটি হাসলেন সবার চেহারা দেখে। তখন আনিস কানের পাশে মুখ এনে বললেন,

” মেজো ভাই কিছু বুঝতে পারছো? আমারতো মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।”

আফতাব মৃদূ হেসে বললেন ” বলছি দাঁড়া ।”

এরপরই তিনি আনন্দ নিয়ে ঘোষণা করলেন,” একটা সুসংবাদ আছে।’ সকলের মনোনিবেশ ঘুরে গেল। আফতাব,মিনা বেগমকে বললেন,

” আপনাদের ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে ভাবী,সে আগামীকাল থেকে অফিস যাবে বলেছে।”

এটা ঘোষণা ছিল না। ছিল উচ্চশব্দে বিদ্যুৎ চমকানোর। পিউয়ের মাথা চক্ক*র দিল শুনে। প্রত্যেকে কিংকর্তব্যবিমু*ঢ় হয়ে তাকাল ধূসরের দিকে। ভ্রুক্ষেপহীন ছেলেটা সুস্থির ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিয়ে পানি খাচ্ছে। মিনা বেগম চোখ

কপালে তুলে বললেন " সত্যি বলছো?"
আফতাব সিকদার হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন,
" ওকেই জিজ্ঞেস করুন। সামনেই তো আছে।"
কিন্তু তার আগেই জবা বেগম হন্তদ*ন্ত ভঙ্গিতে শুধালেন,
" সত্যি ধূসর? তুই অফিস যাবি?"

ধূসর ছোট করে বলল ” হু।”সকলের ঠোঁটে হাসি ফুঁটল। পিউ লম্বা করে মুক্ত,প্রশান্ত শ্বাস টানল। এবার আর তাদের বিয়েতে আপত্তি করবেন না বাবা। ধূসর ভাই চমৎকার কাজ করেছেন যে! সে লাজুক হেসে বিড়বিড় করল ” আমার ডেইরিমিল্কটা!

মিনা বেগম হৈহৈ করে বললেন,

" দেখলেন তো,আমি বলেছিলাম না? সময় হলে ধূসর ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। মিলল তো?"

আমজাদ সিকদার খুশি খুশি কন্ঠে বললেন,

" আমি ভীষণ খুশি হয়েছি ধূসর। এতদিনে আমার কথা রাখছো তুমি। "

ধূসর কিছু বলল না।

” অবশেষে যে তুমি ব্যাবসায় আসছো,রাজনীতি ছাড়ছো ভেবেই আমি আনন্দিত।”

ধূসরের খেতে থাকা হাতটা থেমে গেল।

” আপনাকে কে বলল চাচ্চু,আমি রাজনীতি ছাড়ছি?”

আমজাদ সিকদার কপাল কোঁচকালেন” মানে?”

ধূসর সুস্পষ্ট জবাব দিল,

” আমি রাজনীতি কখনও ছাড়ব না। দুটো একিসাথে সামলাব।”

আমজাদ সিকদারের হাসি হাসি চেহারা দপ দপ করে নিভে গেল। একিরকম আশা*হত হলেন আফতাব সিকদার নিজেও। উদ্বেগ নিয়ে বললেন,

” দুটো একসাথে কী করে সামলাবে? ব্যাবসা করা মুখের কথা

নয়। দেখা গেল দু নৌকায় পা দিতে গিয়ে সব ডো*বালে।”

” সেটা সময়ই বলে দিক বাবা? এখনি ভবিষ্যতে বানী করে তো লাভ নেই।”ছেলের অত্যুগ্র উত্তর আফতাবের পছন্দ হয়না। আমজাদ সিকদারের চেহারা থমথ*মে হলেও দ্বিরুক্তি করলেন না। মনে মনে ভাবলেন ‘ আগে তো ব্যাবসায় বসুক,একবার মন বসে গেলে

রাজনীতি নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে।”

ধূসরের এই সিদ্ধান্তে সবাই পুলকিত হলেও সাদিফের চেহারা ঘুটঘুটে হয়ে আসে অন্ধকারে। খাওয়া মন্থর হয় সেখানেই। বুঝতে বাকী নেই ধূসর ওর ওপর জেদ ধরেই করল এমন। নির্ঘাত কথাটা শুনতে পেয়েছে। অনুশোচনা হলো সাদিফের। ধূসর তার বড় ভাই।

তাকে ক*ষ্ট দিয়ে কথা বলা ঠিক হয়নি। ক্ষমা চেয়ে নেবে বরং। তখনই সাদিফের চোখ পড়ল পিউয়ের দিকে। পিউ অভিভূতের ন্যায় ধূসরকে দেখছে। ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি। পরপর ধূসরের দিকে তাকাল সাদিফ। ধূসর খাচ্ছে। খাওয়ার ফাঁকে আচমকা তাকাল। চোখাচোখি হলো পিউয়ের সহিত। ধূসর হাসল কী না বোঝা

গেল না। একটু চেয়ে থেকেই আবার চোখ নামাল সে। সাদিফের অদ্ভূত অনুভব হয়। অস্থির লাগে। খাবার মাঝপথে ফেলেই উঠে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করলে বলে যায় ” খাওয়া শেষ। ”আজ শুক্রবার। সাদিফ ব্যাতীত বাকিদের অবসরের দিন। ছেলেটা ছুটি পায় কেবল রবিবার। যেখানে পুরো বাড়িটায় এই দিন সবাই হৈহৈ করে মাতায়,সেখানে সাদিফ খা*টুনি

খাঁটে অফিসে। জবা বেগমের মন খা*রাপ হয় মাঝেমধ্যে। সন্ধ্যায় সবার চায়ের আড্ডায় এইদিন সবাই যোগ দেয় যেখানে,তিনি ভীষণ ভাবে মিস করেন ছেলেকে। আজকেও এর ব্যাতিক্রম কিছু ঘটবেনা ভাবা প্রত্যেকটি সদস্য ভুল প্রমানিত হলো,খাবার টেবিলে ধূসর সহ পরিবারের সক্কলকে একসাথে দেখে। গতকাল রাত থেকে তাদের

সিকদার বাড়ি যেন ফিরে গিয়েছে স্বাভাবিক রুপে। সবাই একসাথে খাচ্ছে,কথা বলছে,গল্প করছে এই দৃশ্যে বিমোহিত গৃহিণীরা।

দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে আজ সকালের নাস্তা তৈরী করলেন তারা। বহুদিন পর সকালে নাস্তার টেবিলে ধূসর,আমজাদ সিকদার সহ বাকী ভাইয়েরাও বসবেন। এ আনন্দ বলার মতো না কী?

চুলোয় পরোটা সেঁকে একটা পাহাড় সমান বানালেন সুমনা বেগম। হটপটে ধরছেনা আর। দুহাতে দুটো বয়ে এনে রাখলেন টেবিলের মাঝখানে। পিউ চোখ ডলে, হাই তুলতে তুলতে এসে বসেছে। রাদিফ হুটোপুটি করে ছুটে এসে বসে গেল তার পাশের কেদারায়। ওমনি পুষ্প নাকমুখ কুঁচকে বলল," এই তুই দাঁত ব্রাশ করেছিস রাদিফ?"

রাদিফ কাচুমাচু করল। পুষ্প খ্যা*ক খ্যা*ক করে উঠল সাথে সাথে,

" ইয়া*ক! তুই এত্ত অপরিষ্কার হচ্ছিস কেন দিন দিন? যা,এক্ষুনি গিয়ে মুখ ধুঁয়ে আয়।"

সকাল সকাল চোখ রা*ঙানি খেয়ে মুখ কালো করল রাদিফ। পিউ মায়া দেখিয়ে বলল,

" থাক আপু বকিস না। ছোট তো, বোঝেনি।"

” বোঝেনি? কোন মেয়ের চুল লম্বা, সুন্দর সেসব তো ঠিকই বোঝে। রাদিফ তুই উঠবি? তোকে চোখের সামনে দেখে আমি খেতে পারব না। ছি!”

পুষ্পর স্বভাবই এটা। ব*মি শব্দটা শুনলেও না কী ব*মি পায় তার । সামান্যতম অপরিচ্ছন্ন বিষয় তার কাছে রে*হাই পাবেনা। পিউ মুখ

ফু*লিয়ে শ্বাস ফেলে রাদিফ কে বলল
” চল মুখ ধুইয়ে দিই তোকে।”রাদিফের ঠোঁটে হাসি ফোঁটে। বয়স দশ হলেও কুলি করতে গেলেও জামা ভিজিয়ে ফেলে সে। মা কত ব*কেন এ নিয়ে। তবু সে পারেনা। অথচ রাদিফ বাচ্চাকাল থেকে শুনে আসছে এই বয়সে তার ধূসর ভাই বড় মাকে হাসপাতালে

নিয়ে গেছিলেন। কথাটা যতবার জবা বেগম তাকে শোনান, সে অপমানিত বোধ করেনা। উলটে মন দিয়ে ভাবে ” বড় ভাইয়ার মত জিনিয়াস কী করে হওয়া যায়?”

পিউ রাদিফের হাত মুঠোয় ধরে ফের ওপরে নিয়ে চলল। পথে দেখা হলো সাদিফের সঙ্গে। দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেল পিউ। প্রত্যেকদিন সাদিফ একেবারে অফিসের জন্যে

পরিপাটি হয়ে নামে। সেখানে আজ মাথার চুল গুলোও এলোমেলো দেখে অবাক হয়ে বলল,

" একী! আপনি অফিস যাবেন না আজ ?"

পালটা অবাক সাদিফ ও হলো। গতকাল দরজা পি*টিয়েও যে মেয়ে খুললনা সে আজ নিজে থেকে কথা বলবে এ তো ভাবেনি। আস্তে করে

বলল,” না,শরীরটা ভালো লাগছেনা।
”

পিউ চিন্তিত কণ্ঠে বলল ” সেকি! কী হয়েছে? সেজো মা কে বলে আসি দাঁড়ান।”

পিউ নামতে নিলে সাদিফ থামিয়ে দেয়।

” না দাঁড়া যেতে হবেনা। ”

পিউ থামল। সাদিফ রয়েসয়ে বলল,

” কালকের ব্যাপারে রাগ করেছিলি? আমি আসলে....”

পিউ মাঝপথে মাছি তাড়ানোর মত হাত নেড়ে বলল,

” আরে ধুর! ওসব কোনও ব্যাপারই নয়। কালকের ব্যাপার কাল চলে গেছে,আমি মনেই রাখিনি।”

সাদিফ চোখ বড় করে বলল,

” সত্যিই? সত্যিই তুই সব ভুলে গেছিস?”” ভুলে না গেলে কি

আপনার সাথে কথা বলতাম? হ্যাঁ একটা কথা ঠিক,আপনার কাছে প্রথম বার বকা খেয়ে আমার ভীষণ খারা*প লেগেছিল,কেঁ*দেওছি। কিন্তু পরে আবার সব ভুলে গেছি আমি।"

মনে মনে বলল

" না ভুলে উপায় আছে? আমার ডেইরিমিল্ক যা সারপ্রাইজ দিয়েছে কাল,সেই খুশিতে দিন দুনিয়া ভুলে গেলেও কম হবে।"

সাদিফ খুশি হয়ে গেল। ঠোঁট চওড়া করে হেসে বলল,

" যাক। ভালো হয়েছে তুই কিছু ধরে বসে নেই । আচ্ছা বাদ দে ওসব। এই চশমার ফ্রেমটা আনিয়েছি কাল,কেমন হয়েছে?"

পিউ বলল " সুন্দর লাগছে।"

দুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ জুড়ে বসায় রাদিফ অধৈর্য হয়ে পরল। কিন্তু সাদিফের সামনে চোট*পাট

করা যাবেনা। পিঠে মা*র পরার সম্ভাবনা আছে তাতে। তাই আস্তেধীরে পিউয়ের হাত টেনে বলল,” চলো না পিউপু।”

পিউ মাথা দুলিয়ে বলল ” চল।”

সাদিফের পাশ কা*টিয়ে চলে গেল দুজন। সাদিফ সেদিক চেয়ে মুচকি হাসল। ফুরফুরে মেজাজে লা*ফ দিয়ে দিয়ে নামল সিড়ি থেকে। জবা বেগম গ্লাসে গ্লাসে ফলের রস

ঢালছিলেন। ছেলের হাসি হাসি মুখ দেখে ভ্রুঁ উঁচিয়ে বললেন,

" কী খবর আব্বা? খুশি লাগছে কেন এত? "

সাদিফ চেয়ারে বসতে বসতে বলল,

" সাত সকালে মন ভালো করার মত ঘটনা ঘটলে, খুশি কেন হব না আম্মা?"

পুষ্প আগ্রহী হয়ে বলল " কী ঘটেছে ভাইয়া? আমাকেও বলোনা শুনি।"

সাদিফ চোখ ইশারা করে বলল ” এদিকে আয়।”

পুষ্প তৎক্ষনাৎ কানটাকে এগিয়ে ধরল। উত্তেজিত সে। অথচ সাদিফ ফিসফিস করে বলল ” টপ সিক্রেট।”পুষ্পর চেহারা চুপসে যায়। ভ্রুঁ কুঁচকে তাকায়। পরপর চেঁ*তে বলে ” তুমি একটা যা তা। ”

ওর চেহারা দেখেই হুহা করে হেসে ওঠে সাদিফ। হাসতে হাসতে একটা

চা*টিও বসায় পুষ্পর মাথায়। পুষ্প ডলতে ডলতে ঠোঁট উলটায়। নাস্তার টেবিল জমে ওঠে দুজনের খুনশুঁটিতে। জবা বেগমের অধর কোনে হাসি ভেড়ে। মুগ্ধ নয়নে দেখেন পুষ্প আর সাদিফের কান্ড। হঠাৎই মনের কোনায় একটা অদ্ভূত ভাবনা নাড়া দিল। সেই মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। পরিবারের

বন্ধন আরো দৃঢ় করার চমৎকার উপায়টাও ভেবে ফেললেন।

আমজাদ সিকদার টেবিলে উপস্থিত থাকলে জায়গাটা ভীষণ চুপচাপ থাকে। বাচ্চারা দুষ্টুমি করেনা,একে অন্যকে ক্ষ্যা*পায় না। হাহা-হিহি ও হয়না। শুধু আসে চামচ নাড়ার শব্দ। সাথে রিক্ত খাবার চুকচুক করে চিবোয়,শব্দ করে গেলে। পুষ্পর এতেও সমস্যা। সে বহুবার কান

চে*পে ধরে বাচ্চাটাকে সতর্ক করেছে ” এভাবে শব্দ করে খায়না সোনা,আস্তে খাও।”রিক্ত পাত্তা দিলে তো! সে তার মর্জির মালিক। আর প্রতিবার ওর বসতেও হবে পুষ্পরই পাশে। তাতে টেবিল নাগালে পাক,বা না পাক। আজও পুষ্প বিরক্তি সমেত এক কানে আঙুল গুঁ*জে খাচ্ছে। হঠাৎই এর মধ্যে আমজাদ সিকদার জিজ্ঞেস করলেন,

” তোমার ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট বেরিয়েছে না?”

পুষ্প চমকে তাকাল। আমতা-আমতা করে বলল,

” হ্যাঁ মানে, না আসলে... বেরিয়েছে।”

মিনা বেগম ভ্রুঁ কপালে তুলে বললেন ” বেরিয়েছে? কবে বের হলো? সেদিন যখন জিজ্ঞেস করলাম বললি তো বের হয়নি।”

পুষ্পর বুক ধুকপুক করে কাঁ*পছে। রেজাল্ট বেরিয়েছে গত সপ্তাহে। এত অনবদ্য রেজাল্ট এসছে যে কাউকে দেখানোর মুখ অব্ধি নেই। হুটহাট জ্বিভের ডগায় মানানসই উত্তর পেলোনা সে। ভেবেচিন্তে বলল,

" তখন দেয়নি, তাই বলিনি।"

আমজাদ সিকদার বললেন,

” তোমার ভার্সিটি থেকে আমাকে ফোন করেছিল। বলেছে একবার দেখা করতে।”

পুষ্পর মাথা ভনভন করে ঘুরে উঠল। চোখের সামনে ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখল ক্ষনশ্বর। ভাজিতে ডুবানো আঙুল কাঁ*পছে।

আমজাদ সিকদার শুধালেন,” হঠাৎ ডাকল যে,কোনও সমস্যা?”

পুষ্প কী বলবে,কী করবে মাথায় কিচ্ছু ঢুকলোনা। ভ*য়ে ভ*য়ে একবার মায়ের দিকে তাকাল। মিনা বেগম ভ্রুঁ কুচকে বললেন ” কী হয়েছে,কথা বলছিস না কেন?”

পিউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে। বোনের প্রতিটি অভিব্যক্তি নিরীক্ষন করে যা বুঝল,ডাল ম্যায় কুছ কালা হে। আগ বাড়িয়ে নরম স্বরে বলল

” আমার মনে হয় পড়াশুনা নিয়ে কিছু বলবে। আব্বু তুমি কী করে আপুর ভার্সিটি যাবে,তুমি তো ভীষণ ব্যস্ত। তাই তোমার জায়গায় মেজো চাচ্চু গেলে ভালো হতো না?”

পুষ্পর চেহারা ঝলমলে হলো। বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। আফতাব সিকদার গেলে সে নিশ্চিন্ত। তার মেজো চাচা মাটির মানুষ। শুধু একটু

অনুরোধ করলেই গলে যাবেন। রেজাল্টের কথা কাউকে জানাবেন ও না। পুষ্পও স্বায় দিয়ে বলল,” হ্যাঁ আব্বু,চাচুকে নিয়ে যাই?”

” তোমার চাচ্চু যেতে পারবেন না। বিকেলে তাকে কুমিল্লা যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে কাল রাত হবে মা।” আফতাব সিকদার মনে পড়ল এমন ভঙ্গি করে বললেন,

” ও তাইতো। আমি তো ভুলেই গেছিলাম ভাইজান। ভাগ্যিশ মনে করালে। হ্যাঁ গো,আমার ব্যাগপত্র একটু গুছিয়ে রেখ।”

স্বামীর কথায় রুবায়দা বেগম ছোট করে বললেন ” আচ্ছা।”

পুষ্পর উৎফুল্ল মুখশ্রী মিইয়ে যায়। ভী*ত কণ্ঠে শুধায়,

” তাহলে তুমি যাবে আব্বু?”

” আমারও সময় হবে না। তাই আমি চাইছিলাম ধূসর যাক তোমার সাথে। কী ধূসর, পারবে না?”

কথাটায় স্থানেই জ*মে গেল পুষ্প। ধূসর যাওয়া মানে তার ইহকাল সেখানেই স্থগিত। এতক্ষন নিরব শ্রোতার ভূমিকায় থাকা ধূসর তাকাল। আমজাদ ফের শুধালেন ” যেতে পারবে না পুষ্পর সাথে?”

ধূসর তার সদ্য ঘুম ভাঙা ভরাট কণ্ঠে জবাব দিল,

" কাল তো অফিস যাব ভেবেছিলাম..."

" হ্যাঁ যেও,সমস্যা নেই। প্রথম দিন কিছুক্ষন থেকেই চলে এসো। এরপর পুষ্পকে সাথে নিয়ে যেও,কেমন? "

পুষ্প -পিউ এক চোটে মাথা ঝাঁকাল। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল
" না না না।"
কিন্তু ধূসর তাদের হতাশ করে দিয়ে বলল,
" ঠিক আছে।"
পুষ্প আহ*ত চোখে পিউয়ের দিক তাকায়। সেও করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পুষ্প নিজের গলায় হাত

দিয়ে ছু*রির মত পো*চ মেরে বোঝাল " শেষ আমি!"

" হ্যাঁ রে সাদিফ, তুই এত আস্তে খাচ্ছিস কেন বাবা? দশটা বাজে। অফিসে দেরি হবে না?"

সাদিফ খেতে খেতেই জবাব দিল,

" এখন থেকে শুক্রবার ছুটি ফাইনাল করব মা। রবিবার বাড়িতে একা থাকি,চাচ্চুরা থাকেন না। ভালো লাগেনা আমার।"

জবা বেগম হৈহৈ করে বললেন,” তাই? তাহলে তো খুব ভালো হবে। সাদিফ হাসল। হাসল বাকীরাও। কাল থেকে সব ভালো ঘটনা ঘটছে বাড়িতে।

ধূসর আড়চোখে একবার তাকাল শুধু। চোখাচোখি হলো সাদিফের সহিত। সেকেন্ডে সে চোখ, ফিরিয়েও আনল ধূসর। কেউই কিছু বলেনি, উত্তর করেনি। তবুও মুহুর্তে

পরিবেশ ভেতর ভেতর পালটে গেল ।পুষ্প গালে হাত দিয়ে বসে। পাশেই অস*হায় মুখে পিউ। সেও ভারী চি*ন্তায়। পুষ্পর সিজিপিএ তিন এর কম এসেছে। এই কিছুক্ষন হলো শুনেছে কথাটা। দুশ্চিন্তা এখানেই। বাবার পরে তাদের কাছে দ্বিতীয় বা*ঘ ধূসর। রেজাল্টকার্ডের এই দশা দেখলে পুষ্পর যে কী অবস্থা হবে কে জানে! পিউয়ের

মনের কথাটাই যেন শুনে ফেলল পুষ্প। হা হু*তাশ করে বলল,
" দেখিস পিউ, কাল রেজাল্ট দেখার পর পরই ধূসর ভাই আমায় টা*স করে চটকা*না লাগাবেন,আর আমি ঠাস করে মাটিতে অ*জ্ঞান হয়ে পরে যাব।"পিউ মাথা দোলাল সামনে পেছনে। কথাটার সঙ্গে সেও একমত। ধূসর পড়াশুনার ব্যাপারে প্রচন্ড স্ট্রি*ক্ট! এরকমটা হয়েছিল

সাদিফ ভাইয়ের বেলায়। সাদিফ স্কুলে থাকা কালীন ক্লাশ টেস্টে ফেইল করেছিল। তার আগের রাত পুরোটা জেগে ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছে সে। আর সেই ঘুমটা পুষিয়েছে পরীক্ষা দেয়ার সময়। একই স্কুলে পড়ত বলে ধূসরের কানেই কথাটা আগে গেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দাবাং চ*ড় পরল সাদিফের গালে। সাদিফ তখন সবে ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। ধূসরের

পোক্ত থাপ্প*ড়ে সেই রাতেই এলো ধুম জ্বর । জবা বেগম রাত জেগে ছেলের মাথায় জলপট্টি দিলেও ধূসরকে একটা কথাও শোনালেন না। উলটে রুবায়দা বেগম যখন ছেলেকে ধম*কাতে গেলেন তিনিই সাফাই গেয়ে বললেন,” বড় ভাই ছোট ভাইকে শা*সন করেছে আপা, এতে দো*ষের কী আছে?”

পিউ তখন ছোট থাকলেও পুষ্পর সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। তাই জন্যেই ভ*য়ে গুঁটিশুঁটি হয়ে আসছে প্রানটা। হঠাৎ বালিশের তলা থেকে ফোন ভাইব্রেট হওয়ার শব্দ এলো। পিউ বসেছিল কাছেই। ফোন ধরার জন্যে হাত বাড়াতে গেলেই পুষ্প হন্তদন্ত ভঙিতে চে*পে ধরল। পিউ ভ্রুঁ কুঁচকে তাকাতেই বলল,” ধরিস না। কে না কে! ”

” হ্যাঁ, তো দেখি না কে! মামা বা খালামনি রা কেউ হলে?”

” না না ওনারা এ সময় ফোন করবেনা। আর করলেও বা,আমার কী এখন কথা বলার মত অবস্থা আছে বল? আমার চি*ন্তায় চোখের নিচে কালি পরে গেছে এই দ্যাখ।”

পিউ মুখ কুঁচকে বলল ” মিথ্যুক। একদিনে চোখে কালি পরে কারো?”

পুষ্প দুঃ*খী দুঃ*খী মুখ করে বলল,

” পরে পরে। আমার মত অবস্থায় পরলে তখন বুঝতি।”

পিউয়ের মায়া হলো। মন খা*রাপ করে বলল

” বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করব আমি? চেষ্টা তো করেছিলা.......

বলতে বলতেই থেমে গেল পিউ। পরপর উদ্বেগ নিয়ে বলল,” এই একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমি গিয়ে যদি ধূসর ভাইকে

অনুরোধ করি? ধর খুব বিনয় করে বলি যে

" ধূসর ভাই আপনার হাতে ধরি, পায়ে পরি আপুর সাথে যাবেন না। তাহলে? "

প্রস্তাবটা প্রচন্ড বোঁকা বোঁকা হলেও উপায় না দেখে স্বায় দিলো পুষ্প। বলল,

" হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো হয়। যা এক্ষুনি গিয়ে বল।"

পিউ ক্ষনকাল থমকে বলল ” এক্ষুনি?”
” হ্যাঁ। শুভ কাজে দেরি কিসের? আমি নিশ্চিত,তোর অনুরোধ ধূসর ভাই ফেলতেই পারবেন না। যা না প্লিজ!”
মধ্যের কথাটা পিউয়ের বেশ পছন্দ হলো। ধূসর তার অনুরোধ ফেলতে পারবেনা এই লাইনটা ভীষণ মনে ধরেছে। পুষ্প কথার ছলে বললেও

পিউয়ের প্রেমিকা হৃদয় নিজের মতন ভেবে শ*ক্তিশালি হলো। তৎক্ষনাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। বুকে সাহস যুগিয়ে,লম্বা করে দম নিয়ে বলল ” যাচ্ছি। ”

পুষ্প উৎসাহ দিয়ে বলল ” যা যা আমি আছি এখানে। ভ*য় নেই।”

পিউ মুখ বাঁকালো। যাচ্ছে ওর হয়ে অনুনয় করতে আর সে বলছে ভ*য় নেই। যে নিজেই ড*রে আধম*রা

সে আবার আরেকজনকে সাহস দেয়! তবে বলল না কিছু। ধুপধাপ কদমে ঘর ছেড়ে বের হলো। পুষ্প ঘাড় নিচু করে করে দেখল পিউয়ের চলে যাওয়া। ওর অবয়বটা আড়াল হওয়া অবধি অপেক্ষা করল। যেই মাত্র বুঝল পিউ চলে গেছে ঝটপট বালিশের নিচ থেকে ফোন বের করল। তখনও এক নাগাড়ে কল

বাজছে। পুষ্প তড়িঘড়ি করে রিসিভ করে বলল,

” বাবু জানো কী হয়েছে!”ধূসরের ঘরের দরজায় এসে ব্রেক ক*ষল পিউ। গতবার ধূসর সতর্ক করেছিল এ ঘরে না আসতে। আর সে নির্ল*জ্জের মত আবার এলো। সেদিনই তো প্রতিজ্ঞা করেছিল এ ঘর মুখো হবে না আর। সেই ক্ষনে খুব দোটানা ঘিরে ধরল তাকে।

ঢুকবে,না কী ঢুকবেনা ভেবে ভেবে কা*টিয়ে দিল কিছুক্ষন। তারপর যুক্তি সাজাল,

” আমিত নিজের জন্যে আসিনি। এসেছি আপুর জন্যে। অন্যের ভালোর জন্যে প্রতিজ্ঞা ভা*ঙলে পা*প হবে না।”

তখনি পিউয়ের খেয়াল পরে ধূসরের ঘরের দরজা হা করে খোলা। পিউ

কপাল কুঁচকাল। উনি কি ভেতরে নেই?

দুহাতে পর্দা আগলে দাঁড়িয়ে খরগোশের মতন উঁকি দিল ভেতরে। পুরো কক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোখ বোলাল পিউ। একটা সময় কক্ষের টানটান বিছানার চাদরের দিক চেয়ে আওড়াল,” কবে যে ওখানে আমিও ঘুমাব! ”

আচমকা পেছন থেকে কেউ ভারি স্বরে বলল,
” হয় ভেতরে ঢোক,নাহয় দরজা ছাড়।”
পিউ কেঁ*পে ওঠে । ভ*ড়কে যায়। বিদ্যুৎ বেগে পেছন ফিরে ধূসর কে দেখে লজ্জা পায়। মনে প্রশ্ন জাগে,
” ধূসর ভাই কী আমার কথা শুনে ফেললেন?’

ধূসর স্বাভাবিক। পিউ নিশ্চয়তা পেল,ধূসর শোনেনি কিছু। আস্তে-ধীরে দরজা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। চো*র ধরা পরার মতন চেহারা তার। ধূসর পাশ কা*টিয়ে রুমে ঢুকল। হাতে ধোঁয়া ওঠা কফি মগ। পিউ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। বলতে আসা কথাটা কী দিয়ে শুরু করবে,সাজাতে পারল না। তখনি ধূসর ডাকল,

” পিউ!”পিউ সদাজাগ্রত হয়ে তাকায়। ধূসর সহজে এভাবে ডাকেনা । এই ডাকে আফি*মের ন্যায় নেশালো কিছু মেশানো। শুনলেই তার হার্টবিট থম*কে আসে। পিউ ঢোক গি*লে ক্ষীন স্বরে উত্তর পাঠায়,

” হু?”

ধূসর বলল ” ভেতরে আয়।”

পিউ ঢুকল না। তখনও দাঁড়িয়ে। ধূসর ঠোঁট কা*মড়ে অল্প হেসে বলল,

" ভয় নেই! তোর কান ধরার কথাটা বলব না কাউকে। "

পিউ পাপড়ি ঝাপ্টে বলল " সত্যি?"

" সত্যি। বলার হলে আগেই বলতাম। বিশ্বাস করলে কর, না করলে যা।"

সোজাসাপটা, কাঠ কাঠ কথাটা পিউয়ের গায়ে লাগল না। সে উদগ্রীব পায়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল" না না করিতো বিশ্বাস।"

ধূসর কফিমগে চুমুক দিয়ে বলল " কিছু বলবি?"

পিউয়ের উদ্বেলিত মনোভাব কমে আসে। বলতে তো অনেক কিছুই চায়। এই ব্যাটা কি শুনবে?

ঘাড় চুল্কে বলল,

” না মানে হ্যাঁ। ”

ধূসর ভ্রুঁ নাঁচায় ” কোনটা ধরব,হ্যাঁ? না কি না?”

পিউ সহায়হীন চোখে তাকাল। হাত কঁ*চলে বলতে গেল,

” ধূসর ভাই,বলছিলাম যে...”

ধূসর পথিমধ্যেই রাশভারি কন্ঠে শুধরে দিয়ে বলল,

” হোয়্যাট ধূসর ভাই পিউ? তোকে না বলেছি, ভাইয়া বলে ডাকতে?”

পিউ শব্দ, বাক্য গি*লে ফেলল সব। মাত্রাতিরিক্ত বির*ক্ত হলো কথাটায়। চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল,
" জীবনে আপনাকে ভাইয়া ডাকব না আমি। ওই টুকু ভাই বলি, তাই-ই দ্বায় পরে। "
" কী যেন বলছিলি....?"পিউ তাকাল। ধূসর ততক্ষনে কম্পিউটারের মনিটর চালু করে বসেছে। ধূসরের এই নিরুদ্বেগ

ভাবমূর্তি দেখে আরো গুলিয়ে গেল সে। সিদ্ধান্ত নিল মুখ না খোলার। পুষ্পর হয়ে ওকালতি করতে এসে দেখা গেল শেষে ওর মাথাটাই নেই। এসব তার দ্বারা হবে না। ‘কিছুনা’ বলে ঘুরে হাঁটা ধরল বেরোনোর উদ্দেশ্যে। হঠাৎই বিছানার পাশের দেয়ালের দিকে চোখ পরল। সে মুহুর্তে কদম স্থিত হয় তার। সম্পূর্ন নতুন একটা পেইন্টিং ঝুলছে

সেখানে। দুটো ডাগর ডাগর কাজল পরা চোখ,যেন জীবন্ত চাউনীতে চেয়ে। নাক, ঠোঁট কিচ্ছু নেই, এমনকি কপালও না । পিউ কৌতুহলি হয়ে বলল,

” এটা কবে কিনলেন ধূসর ভাই?”

পেছন থেকে জবাব এলো ” কিনিনি, বানিয়েছি।”পিউ আর কিছু বলল না। একধ্যানে পেইন্টিংয়ের দিক চেয়ে থাকল। দেখতে দেখতে চোখ

পিটপিট করল। এই অক্ষিযুগল ভীষণ চেনা, পরিচিত লাগছে। ধরবে ধরবে করেও ধরতে পারছেনা। পিউ মনপ্রান দিয়ে চেষ্টা করল চেনার। অকষাৎ পিঠের ওপর উষ্ণ কিছুর স্পর্শে থরথর করে শরীর কাঁ*পুনি দিলো। কারো উ*ত্তপ্ত শ্বাস -প্রশ্বাস আ*ছড়ে পরছে তার কাঁধে,ঘাড়ে, পিঠের উপরিভাগে। পিউ বরফের ন্যায় শ*ক্ত হলো । প্রথমবারের মত

ধূসর এত্ত কাছে এসে দাঁড়ানোয়, হৃদস্পন্দন তিনগুন জোড়াল হয়। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে লাফি*য়ে বেড়ায়। দেখতে দেখতে ধূসরের হাত তার চুল ছোঁয়। পরপর নেমে আসে গলার কাছটায়। বহু কাঙ্ক্ষিত স্পর্শে পিউ আবেশে চোখ বুজে ফেলল। সে ব্যস্ত ধূসরকে অনুভব করতে।আচমকা কানে টান পরল।

ধূসর দৃ*ঢ় হস্তে কানটা খিঁচে ধরে বলল,
” তদন্ত অনেক করেছিস,যা গিয়ে পড়তে বোস।”
চিরচেনা, পুরোনো ধ*মক। মুহুর্তমধ্যে পিউয়ের সব অনুভূতি থিতি*য়ে গেল। হতভম্ব হয়ে, হা করে তাকাল ধূসরের দিকে। ধূসর চোখ গ*রম করে বলল ” যা।”

পিউয়ের দুঃ*খে, ক*ষ্টে মেঝেতে চিৎ হয়ে পরতে মন চাইল তখন। কোথায় ভাবল সিনেমার মত রোমান্টিক ঘটনা ঘটবে একটা। নায়করা যেমন নায়িকাদের পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে, এক্ষুনি ধূসরও তাই করবে। সেত প্রস্তুতি নিচ্ছিলই।

পিউয়ের নাক ফু*লে ওঠে, ঠোঁট ভা*ঙা ভাঙা হয়। চোখ

জ্বা*লাপো*ড়া করে। একটা আনরোমান্টিক ছেলেকে ভালোবেসে সে শেষ! তার এক সুমদ্র প্রেম এই শীতকালেই শুকিয়ে মরুভূমি হলো বলে।!

পিউ ক*ষ্টটা বুকে চে*পে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পুষ্প ফোনে কথা বলছিল। পিউয়ের পায়ের শব্দ পেতেই ফোন কা*টল তাড়াহুড়ো

করে। পিউ ঢুকতেই বলল” কাজ হলো?”
পিউয়ের রা*গ সব গিয়ে পরল নির্দোষ বেচারীর ওপর। অল্প কথাটায় জ্ব*লে উঠে বলল,
” নিজের কাজ নিজে করতে পারিস না? আমাকে বলিস কেন? অসহ্য!”
পিউ ঢুকে যায় ওয়াশরুমে। পুষ্পর মাথার ওপর দিয়ে গেল সব। সে বলদ বনে চেয়ে রইল সেদিকে।

পুষ্পর একটি চি*ন্তাযুক্ত সকাল আজ। মিনা বেগম প্রত্যেক দিন নামাজ পড়তে উঠে দুই মেয়ের দরজা ধা*ক্কান,নামাজের জন্যে ডাকেন। পিউ ম*রার মত ঘুমায়। টের পায়না প্রায়সই। ডাক কানে গেলে উঠে যায় অবশ্য। কিন্তু এদিক থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে পুষ্প। ধা*ক্কাতে ধা*ক্কাতে হাত খুলে গেলেও সে ওঠেনা। মোড়ামুড়ি

করে। নানা রকম ভ*য়ড*র দিয়ে তুলতে হয়। অথচ আজ ভোর পাঁচটায় উঠে বসে আছে সে। ফজরের নামাজ আদায় শেষ। মনপ্রান দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করছে প্রান বাঁচানোর জন্যে। এরপর ঘরময় পায়চারি করল কিছুক্ষন। শেষ রাতে শীতের প্রকোপ বাড়ে। কনকনে ঠান্ডায় পুষ্পর দাঁত কপাটি বা*রি খাচ্ছে বারবার। দুশ্চিন্তায় হাবুড়ু*বু

খেয়ে সে আর বেশিক্ষন বসে থাকতে পারল না। বিপদে একটু সাহারা পেতে চলল পিউয়ের ঘরের দিক। ওর ঘুম হা*রাম যখন,ওটাকেও আর ঘুমোতে দেবেনা।পুষ্প তৈরি ছিল,পিউয়ের দরজায় জোড়াল করাঘাতের জন্যে। এই শীতে নিশ্চয়ই ও নামাজে ওঠেনি। তার মতোই ফাঁকিবাজ কী

না! অথচ দরজায় হাত দিয়ে দেখল আগে থেকেই খুলে রাখা।

পুষ্প অবাক হলো। কৌতুহলি হয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই বিস্ময় আরেকদফা বাড়ে। পিউ বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফোন টিপছে। পুষ্প দেয়াল ঘড়ির দিক তাকাল। সাড়ে ছটা বাজে কেবল। বিস্মায়াবিষ্ট হয়ে বলল,

” তুই এত সকালে উঠেছিস?”

আচমকা কথা বলায় পিউ চমকে উঠল। আত*ঙ্কিত হয়ে তাকাল। পুষ্পকে দেখে বুকে থুথু ছিটিয়ে, ভ্রুঁ গুটিয়ে বলল,

” এভাবে হঠাৎ করে কথা বলে কেউ? ”

পুষ্প ভেতরে ঢুকে চাপানো দোর ফের চা*পিয়ে দিল। এগিয়ে আসতে আসতে বলল,

” নামাজ পড়েছিস?”

পিউ ছোট করে বলল, ‘ হু।’

পুষ্প ভ্রুঁ উঁচায় ” বাবাহ! এত ভদ্র কবে হলি?”” আমি তোর থেকে বেশি উঠি। নিজে পড়িস না,তাই জানিস না। তা তুই আজ কী করে উঠলি?”

পুষ্প ঠোঁট উলটে বলল,” আমার টেনশনে ঘুম ভে*ঙে গেছে। স্বপ্নেও দেখছি ধূসর ভাই আমায় মা*রছেন। আম্মু খুন্তি নিয়ে পেছনে ছুটছেন।

আর আব্বু বঁ*কে ঝকে বিয়ে ঠিক করেছেন। ”

পিউ বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে বলল ” ১০০% নিশয়তা আছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার।”

পুষ্প চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পরল বিছানায়। দুদিকে দুহাত মেলে দিয়ে হাহা*কার করে বলল,

” আমি ম*রে যাব রে পিউ। ভাইয়া যদি ভার্সিটিতে বসেই থা*প্পড়

টা*প্পড় মে*রে বসেন,আমার প্রেস্টিজ ওখানেই ই*ন্তেকাল করবে।”

পিউ কিছু বলল না। ভাবতে বসল সমস্যার সমাধান। পুষ্প হঠাৎই উঠে বসল। আবদার করল,

” আমার সঙ্গে যাবি পিউ? তুই গেলে একটু ভরসা পেতাম।”

পিউয়ের কথাটুকুন পছন্দ হয়। ধূসরের সঙ্গে একটু বাড়তি সময়

কাটাবে, সাথে পুষ্পর ও সুবিধে হবে। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মা*রার অনবদ্য উপায় পেয়ে পিউয়ের মুখ ঝলকে ওঠে। নিমিষেই জবাব দিল," যাব।"

পরমুহূর্তে চি*ন্তিত হয়ে বলল " কিন্তু ধূসর ভাই কি নেবেন সাথে?"

পুষ্প ক্ষনকাল চুপ থেকে বলল,

" তুই ভালো করে বললে নিতে পারে।

পিউয়ের ভাবনা গেলনা। সে ভালো করে বললে কী,পা ধরে ঝুলে পরলেও কাজ হয়? ওই লোক এত ভালো না কি!

পুষ্প বলল,

" কিন্তু তোর কলেজ?"

পিউ আবার ভাবতে বসল। ভেবে ভেবে বুদ্ধি বের করে বলল

" তুইতো দুপুরের দিকে যাবি। আমি হাফ টাইমে চলে আসব ছুটি চেয়ে। "

পুষ্প দ্বিধান্বিত হয়ে বলল " যদি ছুটি না দেয়!"
পিউ ততটাই নিশ্চিন্ত উত্তর দিল " আরে দেবে দেবে।"
পুষ্প মাথা দুলিয়ে বলল, "আচ্ছা, এখন যাই তাহলে। একটু ঘুমিয়ে নেই।"

” যা।”পুষ্প উঠে দরজা অবধি গিয়ে দাঁড়িয়ে পরল। কী মনে করে ঘুরে তাকিয়ে বলল

” একটা কথা বলতো! ”

পিউ ফোন থেকে চোখ তুলে বলল,

” কী কথা?”

পুষ্প বুকের সাথে দুহাত বেঁ*ধে দাঁড়াল। চোখ সরু করে বলল,

” এমনিতে তো ডাকলেও উঠিস না,আজ কী ভেবে চৈতন্য হলো?”

পিউ মিটিমিটি হেসে বলল,
" আমায় নিয়ে তদন্ত না করে নিজেকে নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ কর যা। কপালে দুঃ*খ আছে যে! "
পুষ্প মুখ বেঁকি*য়ে বলল,
" হাতি কাঁদায় পরলে ব্যাঙেও লা*থি মারে তাইনা?"
" ব্যাঙের বুদ্ধি নিতেই তো আসলি।"

পুষ্প আর উত্তর খুঁজে পেল না। ‘ হুহ’ বলে বেরিয়ে গেল। পিউ হু হা করে হেসে ফেলল এতে। এরপর লম্বা করে শ্বাস টানল।গ্যালারি ঘেটে ‘ ডেইরিমিল্ক ‘ লেখা ফোল্ডার বের করল। ধূসরের অগনিত ছবি যেখানে। তার মধ্যে কিছু ছবি পিউয়ের ভীষণ প্রিয়। ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই ছবি দেখা রুটিন তার। এখনও একটা ছবি বের করে

চোখের সামনে ধরল পিউ। স্ক্রিনে হাত বুলিয়ে বলল,

" আপনার জন্যে আর কত কী করতে হবে ধূসর ভাই? এইযে কাল সারা রাত ঘুমোয়নি, বসে বসে অপেক্ষা করেছি সকাল হওয়ার, কেন জানেন? কারন প্রত্যেক সকালে আপনার ঘুমঘুম মুখটা দেখা আমার অভ্যেস। আপনাকে চোখের সামনে রেখে খাবার চিবোনো আমার

স্বভাব। পাশাপাশি বসে আপনার শরীর থেকে আসা পারফিউমের গন্ধে ধ্যান হারানো আমার অমত্ত অভিলাষ। এই নিয়ম পাল্টাই কী করে বলুন!

সিকদার বাড়ির পুরুষরা সাড়ে সাতটার মধ্যে নাস্তার পাঠ চুকিয়ে বেরিয়ে যান। গৃহিনীরা সকাল সকাল তাই লেগে পড়েন কাজে। আমজাদ,আফতাব,আনিস ব্যাতীত এ

সময় নাস্তার টেবিলে কেউ থাকেনা। হিসেব মত এই দিন থেকে যোগ হবে ধূসর। অফিসে আজ তার প্রথম দিন । অফিস বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে হওয়ায় প্রয়োজনের আগেই সময় মেপে বেরিয়ে পরতে হয়। ভোরবেলা ঢাকার রাস্তা মোটামুটি খোলামেলা গেলেও,নটার পর জ্যামের তো*পে নড়াচড়াও মুশকি*ল।আমজাদ সিকদার,

আফতাব সিকদার দুই ভাই খুশিতে আটখানা হয়ে খাচ্ছেন। আনিস কোনও রকম নাকেমুখে খাবার পুরে বেরিয়ে গেল। দেশের অবস্থা খুবই করু*ন। খু*ন,খারা*পিতে ভরে গেছে। চা*প পরছে তাদের টিমের ওপর। ঘুম হারা*ম করে দিচ্ছে। হৃষ্টপুষ্ট ছিল,আর এই চাকরি নেয়ার পর থেকে একেবারে কুপোকা*ত। নাওয়া,খাওয়া বাদ দিয়ে ছুটতে হয়।

আজও তেমনি হলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন। সুমনা বেগম ব্যাগে টিফিন বাক্স ভরে দিতে দিতে পেছনে ছুটলেন তার। আনিস গাড়িতে বসলেন, আর সুমনা বেগম জানলা থেকে এক প্রকার ছু*ড়ে মা*রার মত করে বাটি হাতে দিলেন। আনিস অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ে বললেন

” প্রত্যেক দিন এত ক*ষ্ট করো কেন? কতবার বললাম,বাইরে খাব,শোনোনা।”

” বাইরের খাবার তোমার সহ্য হয়না,সে আমি ভালোই জানি। আমার একটু ক*ষ্টতে যদি তুমি সুস্থ থাকো তাতে ক্ষ*তি কী?।”আনিসের প্রান জুড়িয়ে যায়। বুক ভরে শ্বাস ফেলে বলে ” আসি।”

সুমনা বেগম বিদায় পর্ব শেষ করে ঘরে গেলেন। তখনি উপর থেকে ধূসর নামল। সুট্যেড ব্যুটেড, স্বাস্থ্যবান ছেলেটিকে দেখে সুমনা বেগমের চোখ শীতল হয়ে আসে। তিনি বিস্তর হেসে বলেও ফেললেন” মাশআল্লাহ! আমার একটা মেয়ে থাকলে তোকে জামাই বানাতাম রে ধূসর।”

ধূসর ক্ষীন হাসল,মুহুর্তে সে হাসি মিলিয়েও গেল।

সে নিচে নেমেছে কেবল,ওমনি ওপর থেকে হুটোপুটি করে ছুটে এলো পিউ। ধুপ ধুপ করে সিড়ি ভে*ঙে নামল। প্রত্যেকে হকচ*কাল তার কান্ডে। এমনকি ধূসর নিজেও স্বল্প সময়ের জন্যে ভড়কাল। পিউ চেয়ার ধরে হা*পাতে হা*পাতে সবার উদ্দেশ্যে বলল,

” শুভ সকাল।”প্রত্যেকে অবাক চোখে কিছুক্ষন দেখল ওকে। আমজাদ সিকদার বললেন,
” কী ব্যাপার আম্মা,তুমি এত ভোরে উঠলে যে!”
পিউ ঘন শ্বাস টেনেই জবাব দিল,
,”পড়তে উঠেছিলাম আব্বু। এখন খিদে পেল তো,তাই এলাম।”

ডাহা মিথ্যে কথাটা শুনেই মিনা বেগম খুশি হয়ে গেলেন। গদগদ হয়ে বললেন,

" ওমা তাই? এইতো আমার লক্ষী মেয়ে। নে নে খেতে বোস।"

পিউ মুচকি হেসে আড়চোখে একবার পাশে দাঁড়ানো ধূসরকে দেখল । মুহুর্তে হার্ট মিস করল যেন। আরেকদিক ফিরে, বুকে হাত দিয়ে বলল ফিসফিস করে বলল,

” উফ, মার ডালা!’

আফতাব সিকদার ছেলের দিকে তাকালেন,” কী ব্যাপার, খাবেনা? বোসো।”

পিউ তক্কে তক্কে ছিল। ধূসর যে চেয়ারে বসবে টুপ করে তার পাশেরটায় বসে পরবে বলে। কিন্তু ধূসর বলল,

” আমি খাবনা।”

আমজাদ সিকদার বললেন ” কেন? খাবেনা কেন?”

” এত সকালে খেতে পারব না। অভ্যেস নেই। আমি বের হচ্ছি আপনারা আস্তেধীরে আসুন।”

রুবায়দা বেগম বললেন,

” ও বাবা,একটু কিছু মুখে দে,প্রথম দিন একেবারে খালি মুখে যাবি?”

ধূসর সংক্ষেপে বলল ” সমস্যা নেই।”

এ ছেলে আর কথা শুনবেনা। এতদিনে সকলের নখদর্পনে তা। হাল ছাড়লেন তারা,সাধলেন না আর।

পিউয়ের চেহারার পরতে পরতে হতা*শা ছেয়ে গেল। নটার আগে তার ঘুম ভাঙেনা। অথচ ধূসর বের হবে আগেই। যদি উঠতে না পারে? সেই ভেবে যার জন্যে রাত জেগে,না ঘুমিয়ে অপেক্ষা করল সকালে

একসঙ্গে খাবে বলে। সে-ই খাবেনা? পিউয়ের তমসায় ঘেরা মুখমন্ডল ধূসর দেখলনা। সে পা বাড়িয়েছে সদর দরজার দিকে। আমজাদ সিকদার পেছনে থেকে বললেন” গাড়ির চাবিটা নিয়ে যাও।”

ধূসর ফিরে তাকিয়ে বলল,

” আমি বাইকে যাব।

আপনারা গাড়িতে আসুন।”

আমজাদ ঠোঁট ফু*লিয়ে বিরক্তির শ্বাস নিলেন। আফতাব সিকদার আশাহ*ত হয়ে বসে রইলেন। এই ছেলে আর শোধরাবে না।

পিউকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিনা বেগম বললেন,

" তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস।"

পিউ মুখ কালো করে বলল,

" খাব না।"

জবা বেগম শুধালেন, ” এমা কেন? এই না বললি খিদে পেয়েছে?”

” পেয়েছিল। হারিয়ে গেছে। ”

তারপর হনহনিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল পিউ। মিনা বেগম মেয়ের প্রতি রাগে হা হু*তাশ করে বললেন,

” আপনার মেয়ের এসব কাজকর্ম আমার ভালো লাগছেনা। ওর জ্বা*লায় একদিন সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছাড়ব দেখবেন।”

আমজাদ সিকদার চুপ থাকলেও আফতাব সিকদার মুখ খুললেন। প্রখর বি*রোধিতা করে বললেন,

“কেন ভাবী? এখন এই কথা কেন বলছেন? একটু আগে আপনাদের আদরের নবাব সাহেব যে চলে গেলেন,কারো কথায় গ্রাহ্য অবধি করলেন না, তার বেলা তো বলেননি। পিউ কিছু করল না তাতেই এই অবস্থা কেন? ”

মিনা বেগম মিইয়ে গেলেন। যুতসই উত্তর না পেয়ে মিনমিন করে বললেন,” ধূসর তো ছোট ভাই।”

আফতাব সিকদার ভ্রুঁ কপালে তুলে বললেন,

” সে কী! ছয় ফুটের ষাড় টাকে আপনার ছোট মনে হলো? আর দু ইঞ্চির পিউকে ধেড়ি বুড়ি ভেবে বসলেন?”

” ধূসর সারাদিন বাইরে থাকে,কত ঝু*ট ঝা*মেলা সামলায়,এখন তো আবার অফিস ও দেখবে। ওর মাথা ঠিক থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই মহারানী কী করেন? হেলেদুলে ঘুরে বেড়ান। এবার শুধু রেজাল্ট খারা*প করুক,দেখবে কী যে করব ওকে আমি।”

আফতাব সিকদার দুপাশে মাথা নাড়লেন। তার পূত্রের অপ*রাধ এ বাড়ির কেউ দেখেনা। আমজাদ সিকদার বললেন,

” আফতাব,চলো বের হই। ধূসরের আগে পৌঁছাতে হবে। ”

” কেন ভাইজান?”

আমজাদ উঠতে উঠতে জবাব দিলেন ” চলো বলছি।”ধূসরের প্রতি ক্রো*ধে বিড়বিড় করতে করতে

তৈরি হচ্ছে পিউ। ইউনিফর্মের ক্রস বেল্ট লাগাল বিদ্বিষ্ট হয়ে। মনঃক*ষ্টে সে নিজেও খাবেনা বলে পণ করেছে। তাতে ক্ষুধায় ম*রে যাক,তবুও না। পিউ তৈরি হয়ে ঘর ছাড়ল। পথে দেখা হলো পুষ্পর সাথে। সে দেখতেই অনুরোধ করল,
” তাড়াতাড়ি ফিরিস সোনা,প্লিজ!”
পিউ নি*রাস শ্বাস ফেলল। এখন কাজে লাগবে বলে সোনা, রুপা কত

কী ডাকছে। আর এমনি সময় ওর একটা লিপস্টিক ধরলেও চু*লোচুলি বাঁ*ধে। পিউ নেমে এলো। সাদিফ খেতে খেতে ওকে যেতে দেখে বলল,

” কী রে পিউ,খাবিনা? ”

পিউ ছোট করে বলল ” না।”পেছন থেকে মিনা বেগম হাজারটা ডাক ছু*ড়লেন। মেয়েটা দাঁড়ায়নি।

ক্ষে*পে থাকায় টিফিন অবধি নেয়নি।

পিউ একদম মেইন গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। সাদিফ ও তখনি বের হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কী করে হলো কে জানে! সাদিফ পার্কিং লটের দিকে গেল। বাইকে চে*পে বসতেই পিউ এসে দাঁড়াল সামনে। নিভু কণ্ঠে আবদার করল
” আমায় একটু লিফট দেবেন?”

সাদিফ হেসে বলল ” বোস।”

পিউ উঠে বসে। সাদিফ বাইক ছাড়ে। পিউ চেয়ে রয় ধূসরের বারান্দার পানে। জানলা দরজা সব বন্ধ,ধূসরও নেই কক্ষে। সেতো বেরিয়েছে। তবু পিউ চেয়ে থাকে। মিছিমিছি খুঁজে বেড়ায় সে কলেজে যাওয়া কালীন ওই খানটায় দাঁড়িয়ে থাকা তার ধূসর ভাইকে।ধূসর আগে বের হলেও তার পৌঁছাতে সময়

লাগল। পথে বাইকের তেল শেষ হওয়ায় পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়েছিল। সেই ফাঁকেই আমজাদ সিকদার ভাই সহ পৌঁছে গেলেন অফিসে। ধূসর পৌঁছাল তার দশ থেকে পনের মিনিট পর। কতগুলো বছর এখানে পা অবদি রাখেনি । এসেছিল খুব ছোট বেলায়। অথচ গেট বরাবর আসতেই দারোয়ান তৎপর খুলে

দিলেন । ধূসর ঢুকল। জিজ্ঞেস করল,
” মেইন অফিস কোনদিকে?”
লোকটি হাত লম্বা করে দেখালেন ” এদিকে স্যার।”
ধূসর সে পথে এগোয়। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে লিফটে ওঠে। হিসেব মত ষষ্ঠ তলায় এলো। লিফটের দরজা খুলতেই মারবেল মেঝেয় যেই পা ছোঁয়াল,নরম কিছু বিধল জুতোর

তলায়। ধূসর ভ্রুঁ কুঁচকে চোখ নামাল। ফ্লোর জুড়ে ফুলের পাপড়ি দেখে বিস্মিত হলো। পরপর সামনে ফেরা মাত্রই আরো পুষ্পদল উড়ে এসে গায়ে পরল। কেউ ছিটিয়ে দিচ্ছে এমন। ধূসর সামান্য হতভম্ব হয়। পরপর ওপাশ থেকে আসে উচ্ছ্বসিত হাত তালির শব্দ। ধূসর খেয়াল করতেই দেখল সামনে অফিসের সমস্ত লোকজন দাঁড়িয়ে ।

মাঝে দাঁড়িয়ে তার বড় চাচা, তার বাবা। সে তাকাতেই আমজাদ সিকদার বললেন,” ওয়েলকাম মাই সন। দাঁড়িয়ে কেন, এসো ভেতরে।” ধূসরের বুঝতে সময় লাগেনা। অফিসে তার প্রথম দিন উপলক্ষে অভিবাদনের বিরাট ব্যবস্থা করেছেন আমজাদ। এমনকি আফতাব নিজেও জানতেন না এসব। যখন জেনেছেন অবাক হয়েছেন তিনিও। ধূসর বূট

পরিহিত পা ফেলে সামনে এগোয়। পথে অফিসের সকলে তাকে ফুলের বুকে প্রদান করে শুভেচ্ছা জানায়। ধূসর মৃসূ হেসে গ্রহন করে। গিয়ে দাঁড়ায় বাবা এবং চাচার মাঝখানে। আমজাদ ধূসরের কাঁধ পে*চিয়ে নিলেন। সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন,

” সিকদার ধূসর মাহতাব! আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। আপনাদের

আফতাব স্যারের একমাত্র সন্তান। আজ থেকে এই কোম্পানির এম-ডি হিসেবে তাকে নিযুক্ত করছি আমি।
ধূসর বিহ্বল হয়ে তাকাল। একিরকম বিস্ময় আফতাবের চেহারাতেও। ফের ঘন তালির বর্ষন হলো। আমজাদ সিকদার ধূসরকে বললেন,
" এসো।"তকতকে কেবিনের সামনে এসে থামেন তারা। দরজায় লাল

ফিতে টানটান করে বাঁ*ধা। আমজাদ ট্রে থেকে কেঁ*চি তুলে ধূসরের হাতে দিলেন। বললেন, ” কা*টো।”

ধূসর দ্বিরুক্তি না করে ফিতা কা*টে। পা মিলিয়ে ভেতরে ঢোকে। বিশাল কেবিনের বড়সড় ফোমের চেয়ার খানা দেখিয়ে আমজাদ বললেন ” বোসো।”

ধূসর বসলনা। সে দূর্বোধ্য চাউনীতে চেয়ে থাকে। আমজাদ সিকদার খানিক অপ্রতিভ হলেন। বাকীদের দিক চেয়ে বললেন ” আপনারা এখন কাজে ফিরে যান।”

এক আদেশে প্রস্থান নিল সবাই। আমজাদ সিকদার ধূসরের পানে নেত্রপাত করে বললেন,

” কী হলো? বসো!”

” এতকিছু কেন করলেন ? কী দরকার ছিল?”

ধূসরের শীতল কণ্ঠে, সোজাসুজি প্রশ্ন। আমজাদ সিকদার মুচকি হেসে বললেন,

” বা রে! তুমি এই প্রথম অফিসে এলে,সসম্মানে তোমাকে প্রবেশ করাব না? আমার ছেলে ফেলনা না কী?”

আফতাব সিকদারের চোখ চিকচিক করে উঠল। আলগোছে বাম হাত দিয়ে মুছে নিলেন তা। আমজাদ সিকদার ফের চেয়ার ইশারা করলেন " বোসো।"ধূসর এবারেও বসেনি। উলটে আমজাদ কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। ভদ্রলোক চমকে গেলেন। শেষ যখন ধূসরকে বিদেশ পাঠানো হয়,তখনও ছেলেটা তাকে এড়িয়ে গেছে। কারন ওকে বাড়ি

ছাড়া করার মূলহোতা তিনিই ছিলেন । আজ এতগুলো বছর পর ধূসর কাছে আসায়,আমজাদ সিকদারের বক্ষে স্নেহের ঢেউ বয়। ধূসর শান্ত,তবে ভেজা কন্ঠে বলল,

” স্যরি বড় আব্বু। আম রিয়্যেলি ভেরি স্যরি!”

আমজাদ সিকদার আবেগে ভেসে গেলেন। বহুদিন পর ধূসরের মুখে পুরোনো ডাক শুনে তার কোটরে

জল জমে। বুক ভা*ঙে। কিন্তু না,তার মতো দৃঢ় মানুষের কাঁ*দা চলেনা। তাই লুকিয়ে নিলেন আনন্দাশ্রু। ধূসরের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,

” ইটস ওকে মাই সন!ধূসর সরে আসে। এ পাশে দাঁড়ানো বাবার দিকে তাকায়। আফতাব তৎক্ষনাৎ ভেজা দৃষ্টি নত করে ফেললেন। ধূসর বাক্যব্যায় না করে বাবাকেও

জড়িয়ে ধরল। আফতাব সিকদার,শ*ক্ত থাকতে পারলেন না। পারলেন না ভাবাবেগ আটকাতে। ছেলেকে পেঁচি*য়ে কণ্ঠ ভে*ঙে কেঁ*দে ফেললেন।

মুহূর্তমধ্যে একটি নয়নাভিরাম পরিবেশের সৃষ্টি হলো। অনেকদিনের ধূলো জমে থাকা অভিমান চু*র্নবিচূ*র্ন হলো, একে অন্যের প্রতি টান,ভালোবাসায়।ক্লাশ শুরু হয়নি।

পিউ আগে আগে এসে বসে আছে। সামনে বিশাল মাঠ। স্কুল, কলেজ একসাথে হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী প্রচুর। মাঠের মধ্যেই হৈহল্লা বেঁ*ধেছে। এক কোনায় জাল টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে ছেলেরা। পিউয়ের বান্ধবি তানহা ডেকে গেল কয়েকবার। পিউ গাট হয়ে বসে রইল। প্রতিবার আপত্তি জানাল ওদের সাথে যোগ হতে। আজকেও

একি কথা,তার মন ভালো নেই। কারনটাও একই' ধূসর।'

তানহা সবশুনে বিরক্ত হয়ে বলল " ম*র যা।"

পিউয়ের একটুও গায়ে লাগেনি কথাটা। লাগবে কেন? সে কবেই ধূসরের প্রেমে ম*রে ভূত হয়ে আছে। শুধু উলটো হয়ে, গাছে লট*কে পরা বাকী। এদিকে ক্ষুধা লেগেছে। জে*দ দেখিয়ে খেয়ে

আসেনি,টিফিন ও আনেনি। ক্লাশে গিয়ে, ব্যাক থেকে টাকা এনে, তারপর ক্যান্টিনে যেতে হবে। সে অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার বলে পিউ পা ঝুলিয়ে ওভাবেই বসে রইল। হঠাৎ পেছন থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে ভেসে এলো,” ভাবি!”

পিউ শুনলেও ঘুরে দেখল না। কাকে না কাকে ডেকেছে! অথচ ডাকটা ফের এলো " ভাবি শুনছেন?"

পিউ এবারেও ফেরেনা। পেছনের মানুষটি সময় নিয়ে ডাকল " পিউ ভাবি শুনছেন?"

চট করে ঘাড় ঘোরাল পিউ। মোটামুটি রো*গা শোকা ছেলেটাকে দেখে কপাল গোছাল। সে তাকাতেই ছেলেটি দাঁত বার করে হাসল।

পিউয়ের যেটুকু সন্দেহ ছিল তাকে ডাকা নিয়ে, সব উধাও হলো হাসি দেখে। । ফটাফট উঠে দাঁড়াল। ডানে বামে দেখে নিজের দিকে আঙুল তা*ক করে শুধাল ” আমাকে বলছেন?”

ছেলেটি বলল ” জি ভাবি, আসসালামু আলাইকুম।”

জিরাফদেহী এক ছেলে, তার মত দু আঙুলের কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে

সালাম দিচ্ছে! আবার বলছে ভাবি? পিউ হতবাক হয়ে বলল,

" আমি আপনার কোন ভাইয়ের বউ?"

ছেলেটি মুচকি হেসে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল

" হবেন কোনও এক ভাইয়ের। আমি যে জন্যে এলাম সেটা বলি,এই পার্সেলটা আপনার জন্যে। "কাগজে মোড়ানো ফুডপান্ডার একটা পার্সেল

ছেলেটি বাড়িয়ে ধরল। পিউ সেদিকে একবার দেখে,

চোখ পিটপিট করে বলল ” আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে,আমি কোনও কিছু অর্ডার করিনি।”

” জানিতো আপনি করেননি। ভাই করেছে,আর আমাকে বললেন পৌঁছে দিতে।”

পিউ আকাশ থেকে পরার মত করে তাকাল।

” কোন ভাই? কীসের ভাই? কার ভাই? কেমন ভাই? কী জন্যে ভাই? দেখুন ভাই, আমি আপনার ভাইকে চিনিনা। আপনার সত্যিই ভুল হচ্ছে। অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমায়। আপনি এটা নিয়ে যান।”

পিউ ঘুরে হাঁটতে গেলেই ছেলেটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল,

” না না ভাবি আমি ঠিক চিনেছি আপনাকে। কী যে বলেন,ভাইয়ের

ফোনে এতবার আপনার ছবি দেখলাম আর চিনব না? এটা আপনার জন্যেই। নিন ভাবি আমার খুব তাড়া আছে।”পিউ ক*রুন চোখে তাকাল। কী ছাতার মাথা বলে যাচ্ছে এ!

কিছ বলার আগেই ছেলেটি হাতের পার্সেল ধরিয়ে দিল তার হাতে। পিউ কিচ্ছু জানতেও পারল না। এর আগেই ছেলেটি যেমন করে

এলো,তেমন করেই চলে গেল। পিউ তব্দা খেয়ে চেয়ে থাকল কিছুক্ষন। দূর থেকে এতক্ষন বিষয় টা লক্ষ্য করেছে তানহা। ছেলেটা যেতেই সে ছুটে এলো। ধড়ফড় করে শুধাল,

" এটা কী রে? কী আছে?"

পিউ বিরক্তি নিয়ে বলল " জুতো। "

তানহা বোকা বোকা কন্ঠে বলল

" কিন্তু গায়ে তো ফুডপ্যান্ডা লেখা। ওরা আবার কবে থেকে জুতো

সাপ্লাই দিচ্ছে ? ওরাতো খাবার ডেলিভারি দেয় তাইনা?””” জানিসই যখন জিজ্ঞেস করিস কেন? আছে কোনও খাবার টাবার হয়ত।”

তানিহা মুখ ছোট করল। পরমুহূর্তেই উদ্বেগ নিয়ে বলল,

” চল খুলে দেখি।”

পিউয়েরও মনে হলো খুলে দেখা উচিত। কলেজের কমন রুম ঘেঁষে একটি সিড়ি ছাদ ছুঁয়েছে। দুজন

মিলে সেখানে এসে বসল। তানহা টেনেটুনে প্যাকেট খুলল। ভেতরে পাঁচটা স্যান্ডউইচ, দু পিস চিকেন ফ্রাই দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। পিউয়ের উত্তরের আশায় না থেকে লু*ফে নিলো এক পিস। পিউ কিছু বলল না। ভাবুক হয়ে বসে রইল। তার নিউরনে কৌতুহল ছুটছে,ছুটছে প্রশ্ন। কে পাঠাল এসব?পিউ টিফিন টাইমে বাড়ি এলো। আস্তেধীরে

হাটতে দেখে মিনা বেগম ভয় পেলেন। কাছে গিয়ে উদ্বীগ্ন হয়ে বললেন ” তোর কি শরীর খা*রাপ লাগছে পিউ?”

পিউ ক্লান্ত কন্ঠে জবাব দিল ” না মা।”

” আজ তোর প্রিয় খাবার রেঁধেছি। ইলিশ পাতুরি। যা হাত মুখ ধুঁয়ে যায়।

” পরে খাব । এখন না..”

মিনা বেগন বিভ্রমে ডু*বে গেলেন মেয়ের হাবভাব দেখে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর যাওয়ার দিকে। তার চঞ্চল মেয়ের মুখমণ্ডল, এত মলিন কেন?

পিউ হাত মুখ ধুঁয়ে নিচে নামল। একটু টিভি দেখলে ভালো লাগবে। কাল ধূসর বাড়িতে থাকায় একটা সিরিয়াল ও দেখতে পারেনি।পিউ টেলিভিশন কেবল অন করার জন্য

বসেছে ওমনি হাজির ধূসর। ওকে ঢুকতে দেখেই পিউ দ*মে গেল। রিমোর্টের বাটন টে*পা আঙুলটা ফিরে এলো জায়গায়। ধূসর সুস্মুখস্থ হেঁটেই যাচ্ছিল, হঠাৎই থমকে দাঁড়াল পিউকে খেয়াল করে। ভ্রুঁ বাঁকিয়ে বলল,

” তুই এসময় বাড়িতে যে!”

পিউ তাকিয়েছিল। আচমকা ধূসর তাকানোয় অপ্রস্তুত হলো। জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নম্র স্বরে বলল

” শরীরটা ভালো____

কথা পুরো না শুনেই ধূসর এগিয়ে এলো। পিউ বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল তৎক্ষনাৎ। ধূসরকে আসতে দেখেই তার কথা থেমেছে। ধূসর একদম কাছে এসে দাঁড়াল। শুরু হলো পিউয়ের বুকের দ্রিমদ্রিম শব্দ।

ধূসর ঠান্ডা হাত পিউয়ের কপালে ঠেঁকাল,পরপর গলায়, গালে। চিন্তিত কণ্ঠে বলল,” কী হয়েছে?”

এই যে ধুসর ছুঁয়ে দিল, এতেই পিউয়ের সব গোলমেলে হয়। খারা*প মন মুখ লুকায়। সে অভিভূতের মতন চেয়ে চেয়ে ঠোঁট নাড়ে,

” বুক চিনচিন করছে ধূসর ভাই।”

” কী?”

পিউ নড়েচড়ে উঠল। ধূসর চোখা চোখে তাকিয়ে। সে থতমত খেয়ে বলল

” না মানে একটু মাথাব্যা*থা করছিল।”

” রোদের মধ্যে হেঁটেছিস?”

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ল।

ধূসর মোলায়েম কন্ঠে বলল ” বেশি ব্যা*থা করছে?”

পিউ এবারেও দুপাশে মাথা নাড়ে। ধূসরের কোমল স্বর তার হৃদয় নাড়ি*য়ে দিয়েছে।

" তাহলে এক কাপ কফি খেয়ে নে। ঠিক হয়ে যাবে। আমি বড় মাকে বলছি।"

পিউ উদগ্রীব হয়ে বলল" চা -কফিতে হবেনা ধূসর ভাই। আমার অন্য কিছু দরকার।"

ধূসর তাকাল,

ভ্রুঁ উচাল, ” কী?”
পিউ রয়ে সয়ে বলল ” একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারলে ভালো লাগতো আরকি!”
পিউ হাসার চেষ্টা করল। ধূসর দৃষ্টি সরু করে বলল,
” বাইরে বলতে?”
” বাইরে মানে,এই যে আপনি আপুকে নিয়ে ওর ভার্সিটি যাচ্ছেন

না? আমাকেও যদি সাথে নিতেন। আমিতো কখনও যাইনি। ”

ধূসর একটু চুপ থেকে বলল ” ঠিক আছে।”

পিউ ভেবেছিল ধূসরকে রাজি করাতে কাঠখড় পো*ড়াতে হবে। অথচ হলোনা। পিউ খুশি হয়ে যায়। ধূসরের যাওয়ার দিক চেয়ে দুপাশে দুলে দুলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে,

” সো সুইট অফ ইউ।”ধূসর সি এনজি ডেকেছে দেখে পিউয়ের মাথায় বাঁ*জ পরল। এতে উঠলেই তার গা গুলোয়,বমি পায়। পাশাপাশি ভীষণ রকম মেজাজ গর*ম লাগল। লোকটার তো বাইক আছে। তাতে নিলে সমস্যা কী? তার থেকেও বড় কথা বাড়িতে গাড়ি আছে, তাতেও তো যেতে পারতো তিনজন। অসহ্য না? এত বেশি বোঝে কেন ধূসর

ভাই? এই লোককে ভালো না বাসলে,কবেই ইট মে*রে মাথা ফাঁটি*য়ে দিত।
পিউ মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে দেখে ধূসর ধম*কে উঠল,
” তুই কি আসবি? না কি রেখে যাব তোকে?”
পিউ বিড়বিড় করতে করতে অনীহা সমেত এগোলো। পুষ্প আগেই উঠে বসেছে। পিউ বসল তার পাশে ।

হুট করে কোত্থেকে বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়াল একটা সাদা রঙের গাড়ি। ধূসর বসতেই যাচ্ছিল চালকের পাশে। পরিচিত গাড়িটা দেখতেই থেমে গেল। একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে হাজির হয়েছে ইকবাল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই ধূসর অবাক কণ্ঠে শুধাল" তুই?"

ইকবাল দুদিকে দুহাত মেলে দিয়ে এগোতে এগোতে বলল

” আরে আমার বন্ধু, আমার জানে জিগার,আমার কলিজা, আয় আয় একটু কোলাকুলি করি।”

ইকবাল সত্যিই এসে জাপ্টে ধরে। পরপর সরে যায়। ধূসর সন্দিহান কণ্ঠে বলল

” তুই এ সময় এখানে কেন?”

ইকবাল দুঃ*খী কণ্ঠে বলল

” এভাবে বলছিস কেন? কাল থেকে তোকে দেখিনি বলে থাকতে না পেরে চলে এসছি। আর তুই? ছি! ধূসর ছি! এতটা অপ*মান আমায় না করলেও পারতি।”

ইকবাল শুকনো খরখরে চোখদুটো আঙুল দিয়ে মুছলো। ভাণ করল কাঁ*দছে। ধূসর বলল

” নাটক বন্ধ কর,

কেন এসেছিস তাই বল। ”

ইকবাল কাঁধ উঁচু করে বলল

" কেন আবার? এমনি। তোকে দেখতে, আর তোর ফুলটু___"

বলতে বলতে থেমে গেল ইকবাল। নজরে পরল সি -এন- জির ভেতর বসে থাকা পিউ আর পুষ্পকে। মুহুর্তে গদগদ হয়ে বলল,

" আরে পিউপিউ! কী খবর বোন ? দিনকাল কেমন যাচ্ছে?"পিউ মৃদূ হেসে বলল,

” এইত ভাইয়া, চলছে।
ইকবাল মাথা দোলায় ” গুড,ভেরি গুড। তা তোমরা কোথাও যাচ্ছো বুঝি?”
” হ্যাঁ, যাচ্ছিতো। আপুর ভার্সিটিতে যাচ্ছি।”
ইকবাল ঘাড় একটু নিচু করল। ভেতরে বসা পুষ্পকে শুধাল ” কোন ভার্সিটিতে পড়ছো তুমি পুষ্প?”

পুষ্প চোখ না তুলে,না দেখেই জবাব দেয়,

" স্টামফোর্ডে!"

ইকবাল সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ধূসরের পানে তাকাতেই সে গম্ভীর স্বরে বলে,

" শেষ হয়েছে তোর জিজ্ঞাসাবাদ? অনুগ্রহ করলে আসতে পারি এখন? "" আরে নিশ্চয়ই, যাবিতো। আসলে হয়েছে কী ধূসর, আমি না ওই

ইউনিভার্সিটিতে কখনও যাইনি। আর আজ তো ফ্রিই আছি। ভাবছি তোদের সাথে যাব কী না! ”

ভেতর থেকে পিউ উৎফুল্ল হয়ে বলল ” হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া আপনিও চলুন,খুব মজা হবে তাহলে।”

ইকবাল ঠোঁট চওড়া করে বলল ” দেখলি? পিউ ও বুঝে গেল যে আমি থাকার ব্যাপারই আলাদা। তোরা

আমার গাড়িতে ওঠ। আজ সবাই একসাথে ঘুরে আসব।”

ধূসর গুরুতর ভঙ্গিতে বলল ” ঘুরতে যাচ্ছিনা,কাজে যাচ্ছি। ”

” আরে হ্যাঁ জানিতো সেটা। সমস্যা নেই, কাজ শেষ করেই ঘুরব না হয়। ”

ধূসর চোখ সরু করতেই ইকবাল বাচ্চাদের মত মুখ করে বলল,

” এরকম করছিস কেন ভাই? আমাকে সাথে নিলে কী হয়?”

ধূসর ফোস করে শ্বাস ফেলল। সি-এন- জি চালককে একশ টাকা দিয়ে বলল,

” যাবনা মামা। আপনি যান।”পুষ্প-পিউকে বলল ইকবালের গাড়িতে উঠতে। দুজন বেরিয়ে আসে। পিউ লাফঝা*প দিয়ে উঠে যায় পেছনের সিটে। ইকবাল ড্রাইভার আনেনি

আজ। সেখানে বসে ধূসর। পুষ্প পিলপিল পায়ে উঠতে গিয়ে চোখা চোখে একবার ইকবালের দিক তাকায়। ইকবাল তাকাতেই মুখ ভেঙচি দিয়ে বসে যায়। ইকবাল মাথা চুল্কে হাসে। এরপর ঘুরে এসে বসে ধূসরের পাশে। ধূসর গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে। ধোয়া,ধূলো উড়িয়ে চারজন রওনা হয় নতুন কোনও কান্ড ঘটাতে।পিচঢালা রাস্তায় গাড়ি

ছুটছে। ধূসর ড্রাইভার হিসেবে মন্দ নয়। ভালোই চালায়। পিউ বসেছে একদম বরাবর ওর পেছনে। ধূসরের গাল ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছেনা। পিউ খুশখুশ করল কিছুক্ষন। ভিউ মিররের কথা মনে পড়তেই চট করে তাকাল সেদিকে। ওইতো স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ভেসে আছে ধূসরের। পিউ মুচকি হেসে চেয়ে থাকে সেদিকে। হঠাৎ খেয়াল পরে

ড্রাইভ করতে করতে ধূসর আয়নার দিকে কয়কবার তাকাচ্ছে। পিউয়ের খটকা লাগে। কী দেখছে ধূসর ভাই? পিউ হিসাব মেলাতে বসল। যোগ বিয়োগ করে ফলাফল যা পেল অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতে। তার এখান থেকে ধূসর কে দেখা যাচ্ছে মানে, ধূসরের ওখান থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। এর মানে ধূসর ভাই তাকেই দেখছিল? পিউ

আনন্দে নেঁচে ওঠে। মনে মনে লাফায়। খুব কষ্টে শান্ত হয়ে বসে রয়।ইকবাল এসি বন্ধ করে জানলা খুলে দিল। শনশন বাতাস ছুঁয়ে গেল মুখমণ্ডল। ইকবালের ফুরফুরে মেজাজ আর গাঢ় হয়। ঠোঁট ফুলিয়ে শীষ বাজায় সে। তারপর গলা ছেড়ে গান ধরে,

” এই পথ যদি না শেষ হয়,তবে কেমন হবে তুমি বলোতো।

যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়,তবে কেমন হবে তুমি বলোতো!”

পেছন থেকে পিউ মজা করে বলল ” তুমিই বলো।”

ইকবাল শব্দ করে হেসে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিক ফিরে বলল,

” বুঝলে পিউ,তুমি আমার নিজের বোন হলে বেস্ট হতো। আমাদের দারুন মিল। তাছাড়া আমাদের মধ্যে

একটা ব্যাপার আছে,যা অন্যদের মধ্যে নেই।”

শেষ টুকু বলতে বলতে ইকবাল পুষ্পর দিকে তাকায়। পুষ্প দ্বিতীয় ভেঙচি কা*টে তখনি। থতমত খেয়ে চোখ ফেরায় সে। পাশ থেকে ধূসর বলল,” তোর মুখটা কিছুক্ষন বন্ধ রাখ ইকবাল। ”

ইকবাল ভ্রুঁ কুঁচকে বলল ” কেন, কেন?”

” কানের পাশে এভাবে মশা ঘ্যানঘ্যান করলে,ড্রাইভ করা যায়?”

পুষ্প এতপথ দুশ্চিন্তায় ডু*বে ছিল। অথচ ধূসরের কথাটুক শুনেই ফিক করে হেসে ফেলল। ইকবালের ঠোঁট উল্টে-পাল্টে এলো। মুখ ছোট করে পিউকে বলল

” আমার হয়ে কিছু বলবে না পিউপিউ?”

পিউ ওর টান ধরে কিছু বলতে হা করল এর আগেই ধূসর বলে ওঠে
" ও কী বলবে? ওটা কী কম,সে তোর আরেক স্বজাতি। "
পিউ হা করে তাকাল। পরপর দাঁত কটম*ট করল। ইকবাল ভ্রুঁ কপালে তুলে বলল,
" পিউ তোমাকে মশা বলেছে ধূসর! আমাকে বলেছে ঠিক আছে,কিন্তু তোমার মত এত মিষ্টি মেয়ে শেষে

কী না মশা? এটা কি মানা যায়?”পিউ হাঁ*সফাঁ*শ করল। তবে যুক্তিসঙ্গত উত্তর পেলোনা। ঠিক কী বললে ধূসরকে যথাযোগ্য পঁচানি দেয়া যাবে সেটা ভাবতে ভাবতেই ভার্সিটির দোরগোড়ায় গাড়ি থামে। ওমনি পুষ্পর বুক দুরদুরানি শুরু হয়। বার কয়েক শুকনো ঢো*ক গেলে সে। কী যে আছে ভাগ্যে!

ইকবাল সবার আগে নামল। পরপর বাকীরা। পিউ নেমেই ভার্সিটির উঁচু ভবন দেখে বলল,

" আইলা! কত সুন্দর রে আপু।"

ধূসর গাড়ি একদম পার্কিং লটে রেখে এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। পুষ্পকে শুধাল,

" ডিপার্টমেন্ট হেডের রুম কোন দিকে?"

পুষ্প ফের ঢোক গি*লে বলল,

” সামনে গেলেই পরবে।”
” চল । ”পিউ উৎস্যুক নেত্রে আশপাশ দেখছে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। তার ক্ষুদ্র জীবনে প্রথম বার এলো কোনও ভার্সিটি চত্বরে। একেকটা ভবন এত বিশাল,ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলেও মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরবে। হঠাৎ তার পাশ কা*টিয়ে দুটো ছেলে চলে গেল। বেখেয়ালে একজনের সঙ্গে

খানিক ছুঁইছুঁই হলো পিউ। তবে শরীরে স্পর্শ লাগেনি। এর আগেই সচেতন দুরুত্বে সরে গেছে সে।

ধূসর যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে বাড়াতেও দৃশ্যটা দেখে থেমে দাঁড়াল। ভ্রুঁ কোঁচকাল। চারপাশ দেখল সতর্ক চোখে। আশেপাশে গিজগিজ করছে ছেলেরা। কেউ কেউ এদিকেই দেখছে। তক্ষুনি ইকবাল ডাকল,

” ধূসর একটু শুনে যা।”

ধূসর তাকালে ইকবাল সাইডে আসতে ইশারা করল। মেনে নিল ধূসর। ইকবাল তার কাঁধ পেঁ*চিয়ে চলে এলো এক কোনায়। ফিসফিস করে অনেক কিছু বলল। হাত নেড়ে নেড়ে কত কথা বোঝানোর পর ধূসর সব শেষে মাথা নাড়ে। পিউ সেদিকে কপাল গুঁছিয়ে চেয়ে থেকে

পুষ্পকে বলল,” এরা কী বলছে বলতো!”

পুষ্প চেঁ*তে বলল,

” তাতে আমার কী? যা মন চায় তাই বলুক। তোর মনে সুখ আছে তুই দ্যাখ। আমি বাঁচিনা আমার জ্বা*লায়,উনি এসছেন কে কী বলছে তা নিয়ে।’

পিউ নিজেও ভেবে দেখল কথাখানা সঠিক। তার নিজেরও উচিত বোনের

দুঃ*খে দুঃ*খী হওয়া। কিন্তু হঠাৎ একটা চিন্তা টোকা দিল মস্তকে। সে কৌতুহল নিয়ে বলল,

” আচ্ছা আপু,রেজাল্ট খা*রাপ হলে তো স্কুল কলেজে অভিবাবক ডাকে। ইউনিভার্সিটি তে ডাকে কেন? তাহলে স্কুলের সাথে ভার্সিটির তফাৎ রইল কই?”

পুষ্প চিবুক গলদেশে ঠেকাল। চোখ খিঁ*চে বুজে ফের খুলল। মনে মনে বলল,

" তোকে কী করে বোঝাব,রেজাল্ট নয়, আমি শেষ চার মাস ধরে একটা ক্লাস ও করিনি বলে ডেকেছেন।"

মুখে আমতা- আমতা করে বলল," সে আমি কী জানি! হয়ত আব্বুর পরিচিত বলেই ডেকেছেন। "

পিউয়ের যুক্তি পছন্দ হয়। বুঝতে পেরেছে এমন ভঙিতে মাথা দোলায়। এর মধ্যে ফিসফিসানি ইতি ঘটে ইকবালদের। দুজন এগিয়ে আসে। ইকবালের ঠোঁটের দীর্ঘ হাসি দেখে পুষ্পর গা- পিত্তি জ্ব*লে ওঠে। সে আছে চি*ন্তায়,আর এই লোকের দাঁত ক্যালানি দেখো!

ধূসর কপালের পাশ চুল্কে বলল,

" পুষ্প,তুই ইকবালের সাথে যা। আমি আর পিউ এখানে থাকছি।"

পুষ্প অবাক চোখে তাকালে ইকবাল বাম চোখ টি*পল। ভড়কে গেল সে। পিউ ছট*ফটে কণ্ঠে বলল,

" কেন, আমরা যাব না ধূসর ভাই?"

" না।"

পিউয়ের মুখ ছোট হয়ে আসে।ধূসর ইকবালকে বলল," যা। কী বলে জানাস।"

ইকবাল আলোড়িত কণ্ঠে আওড়াল,
" আরে ভাবিস না,ওদের হেড মাস্টার যা যা বলবেন একেবারে গড়গড় করে এসে বলব তোকে।"
ধূসর বলল,
" গর্দভ! হেড মাস্টার না,ডিপার্টমেন্ট হেড উনি।"
ইকবাল কাঁধ নাঁচিয়ে বলল,
" ওই একই,আগেপিছে হেড তো আছে।"

ধূসর হেসে বলল ” বুঝেছি, যা।”
ইকবাল ভদ্র ছেলের মত পুষ্পকে রাস্তা দেখিয়ে বলল, ” চলো আপু।”
পুষ্প বাধ্য মেয়ের মত হাঁটা ধরল সামনে। পেছনে পা ফেলে ইকবাল। ধূসর দাঁড়িয়ে থাকে,পাশে পিউ। তার মনটাই খা*রাপ হয়ে গেছে। নাঁচতে নাঁচতে এলো অথচ কিছুই শুনতে পাবেনা বলে কৃষ্ণবর্নে ছেঁয়ে গেল আনন। ঠিক তখনি ধূসর তার এক

হাত মুঠোতে নেয়। পিউ চকিতে তাকায়,আশ্চর্য হয়। ধূসর শান্ত কণ্ঠে বলে,

” চল,ওদিকে যাই।”ধূসরদের ছাড়িয়ে, মোটামুটি সচেতন দুরুত্বে এসেই পুষ্প জোড়াল ঘু*ষি বসাল ইকবালের বাহুতে। আচমকা হাম*লায়,ব্যা*থায় মু*চড়ে উঠল সে। হাত ডল*তে ডল*তে বলল,

” কী হলো?”

পুষ্প ক*টম*ট করে বলল,
" আমি তোমার আপু?"
" আরে ওটাত ধূসরের সামনে বলেছি। যাতে ও সন্দেহ না করে। নাহলে আমার সন্টুমন্টুটাকে আমি আপু ডাকব কোন দুঃ*খে! "
পিউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,
" চুপ করো, একটা কথাও বলোনা। তুমি একটা বা*জে, স্বার্থ*পর লোক।"

ইকবাল বিস্ময়াবহ হয়ে বলল,
” আমি আবার কী করলাম?”
পুষ্প হাঁটা রেখে দাঁড়িয়ে গেল। কোমড়ে হাত দিয়ে বলল,” কী করোনি তাই বলো। এই যে আমি ক্লাস মিস দিয়েছি বলে স্যার ডেকে পাঠিয়েছেন,কার জন্যে হয়েছে এসব? ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে কার সঙ্গে ঘুরেছি আমি? কে নিয়েছে ঘুরতে? তুমিইতো! তাহলে সেই তুমি কী

করে আমার বিপ*দে পাশে না থেকে মিরজাফর হয়ে গেলে ইকবাল? কখন থেকে বত্রিশটা দাঁত দেখিয়ে বেড়াচ্ছো, একবারও খেয়াল করেছ আমায়? বুঝেছো আমার মনের অবস্থাটা?”

সব কটা কথা পুষ্প ইমোশোনাল হয়ে বলল। অথচ ইকবাল হেসে ফেলল । হাসি দেখে পুষ্প আহ*ত হয়। অভিমানে চোখ ভিজে আসে।

ইকবাল তখন গাল টে*নে আদুরে কণ্ঠে বলল,
" মাই লাভ, আপনি কী সারাজীবনে বোকাই থেকে যাবেন? "
এই যে আমি মানুষটা কী মাত্রাধিক ব্যস্ততায় দিন কা*টাই। এখন আবার ধূসর অফিস জয়েন করেছে, শ্বাস ফেলার ও জো নেই। অথচ সেই আমি সব কাজবাজ ফেলে আজ ছুটে এলাম। ইনিয়েবিনিয়ে আপনাদের

সাথে এসেছি এ অবধি,কেন? আপনার জন্যেইতো!”পুষ্প প্রথম দফায় অবিশ্বাস্য চোখে তাকাল। পরমুহূর্তেই মুখ বেঁ*কিয়ে বলল,

” মিথ্যে কথা।”

” মিথ্যে নয় জানেমন,একদম দুই শতভাগ সত্যি। ”

পুষ্প ভ্রূ উঁচিয়ে বলল,

” ও তাই? তা এসে কী করতেন আপনি? ধূসর ভাইতো আসতেই

যাচ্ছিলেন সাথে। তারপর কী ভেবে এলেন না। যদি আসতেন? ”

ইকবাল আনন্দ চিত্তে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল,

” আমি জানতাম ও আসবে না। এমন টনিক দিয়েছি ওকে। আরে শুরু থেকেই ভাবছিলাম কী বলে ওর আসা আটকাব আর আমি যাব তোমার সাথে। এখানে এসে এমন জব্বর উপায় পেয়েছি না!”

” কী উপায়?”
পুষ্পর আগ্রহ দেখে ইকবাল চমৎকার হেসে বলল,
” পরে বলব মাই লাভ,চলো আগের কাজ আগে সাড়ি।”
পুষ্প মাথা দোলায়। দুজনে হেঁটে এসে থামে নির্দিষ্ট কামড়ার সামনে। পুষ্প বিনয়ী হয়ে প্রশ্ন পাঠায়,
” উড আই গেট ইন স্যার?”পিউ ক্ষনে ক্ষনে ধূসরের ধরে রাখা

হাতের দিকে তাকাচ্ছে। প্রতিবারই লজ্জ্বায় আড়ষ্ট হচ্ছে। হচ্ছে লাল-নীল। মুচকি হেসে নিজেই মাথা নোয়াচ্ছে। তুলছে আবার। ধূসর সুদৃ*ঢ় হস্তে ধরেছে,যেন পিউ আসা*মী। ছাড়লেই পালাবে। তবু পিউয়ের এতেই শান্তি। তার ধূসর ভাই ধরেছেতো, ছুঁয়েছে তাকে। এই হাত পারলে সে আলমারিতে তুলে রাখতো। ভরে রাখত সিন্দুকে। তবে

হ্যাঁ, আপাতত এক সপ্তাহ এই হাতখানা কাউকে ছুঁতেই দেবেনা। ধূসরের স্পর্শ মুছে যাবে যে। পিউয়ের কত দিনের স্বপ্ন,ধূসরের হাত ধরে আকাশ দেখবে। হাঁটবে সুদীর্ঘ পথ। সেই স্বপ্ন পূরন,কোনও না কোনও ভাবে হচ্ছে তো আজ । এই যে হাঁটছে। দেখছে মাথার ওপর খোলা সাদা আকাশ।

কিছুটা পথ হেঁটে এসে ধূসর ক্যান্টিনের সামনে থামল। পিউ কৌতুহলি হয়ে বলল,” আমরা কি এখন খাব ধূসর ভাই?”

ধূসর তাকাল, ” খিদে পেয়েছে তোর?”

পিউ ফটাফট দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল ‘ না’।

এর মধ্যে ধূসরের ফোন বাজে। অন্য হাতেই ছিল। ধূসর রিসিভ করল।

কথা বলায় ব্যস্ত হলো। সময় এগোচ্ছে। ওদিকে পুষ্প আর ইকবালের দেখা নেই। এদিকে ধূসরের কথা শেষ হওয়ার নাম নেই।

পিউ মহাবি*রক্ত হয়ে পরল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অস*হ্য সে। ধূসর গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপে মত্ত। রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার। পিউয়ের মোটা মগজে ওসব

ঢুকলোনা। সে ঘাড় চুল্কে ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করল। ধূসর তখন এমন ভাবে বলেছিল ” চল ওদিকে যাই।” পিউ ধরেই নিল স্বর্গে যাচ্ছে । কিন্তু সে এসে দাঁড় করাল এখানে।

পিউ আস্তে করে জিজ্ঞেস করল,

” ভেতরে গিয়ে বসব?”

ধূসর কথার এক ফাঁকে জবাব দিল ” না।”

পিউ ওষ্ঠ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে। এখানেই কী দাঁড়িয়ে থাকবে তবে? ভেতরে গিয়ে বসলে কী হয়?

ধূসর ফোন নামাল কান থেকে। উশখুশ করতে থাকা পিউকে দেখে বলল,” কোনও সমস্যা?”

পিউ এবারেও মাথা নাড়ল। ধূসর চোখ ছোট করে বলল,

” তোর মুখ নেই পিউ? বোবা তুই?”

” বোবা হলে বুঝি খুশি হতেন?”

ধূসরের বিরক্তি নিয়ে বলল,
" এসব আজগুবি কথাবার্তা কোত্থেকে আমদানি করিস? "
পিউ নিষ্পাপ চাউনিতে তাকাল। যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেনা। কিছুক্ষন পর,ধূসর নরম কন্ঠে শুধাল,
" চা খাবি?"পিউ চটপট সামনে পেছনে মাথা দোলায়। খাবে সে। ধূসর ভাইয়ের সাথে চা খাওয়ার এই দারুন মুহুর্ত কিছুতেই হাত ছাড়া

করা যাবেনা। এতক্ষনে ধূসর হাত ছোটাল।

ক্যান্টিনের কাছে গিয়ে বলল চা দিতে। পেছন থেকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল পিউ। ঠোঁটের সবদিক জুড়ে হাসি বিস্তৃত। ধূসরের চওড়া কাঁধ,যে কোনও রঙের শার্ট ফুটে ওঠে পড়নে। দেখলে তার অক্ষিদ্বয় জুড়িয়ে আসে, শীতল হয়। তার হুশ,লাজলজ্জা কে*ড়ে নেয়া মানুষটা

কবে একান্ত ওরই হবে! কেউ যদি একটু বলে দিত এসে। সেই আগন্তুকের পায়ে জান লুটি*য়ে দিত পিউ।

দেখতে দেখতে ধূসর চা নিয়ে এলো। ওয়ান টাইম কাপে উষ্ণ চা ধোঁয়া ছাড়ছে। কাছাকাছি আসতেই পিউ হাত বাড়াল ধরতে। ধূসর দিলোনা। হাস্যহীন চেহারায় বলল,

” অনেক গ*রম,হাত পুড়*বে। একটু ঠান্ডা হোক,তারপর নিস।”
পিউয়ের অন্তঃস্থল তৃপ্ত হয়ে আসে। ধূসরের এই সামান্য যত্ন টুকু তার কাছে ঠিক কী,কেউ বুঝবেনা। একদমইনা। সে চোখ নামিয়ে লাজুক হাসে।
ক্ষানিকক্ষন বাদে, ধূসর কাপের চারপাশে আঙুল ছোঁয়াল। পরীক্ষা

করল কতটা কী গর*ম। বুঝেশুনে পিউকে বলল,” নে ধর।”

পিউ মোহিত লোচনে চেয়েছিল ওর দিকে। কথাটায় নড়েচড়ে উঠে বলল

” হু? কিছু বললেন?”

ধূসর ভ্রুঁ বাঁকাল,

” মা*র খাবি?”

পিউ তৎপর ঘনঘন মাথা ঝাকিয়ে বলল

” না না। ”

” তাহলে ধর!”

পিউয়ের গোলগাল চেহারা ফের সংকীর্ন হয়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চুমুক বসায়। ওমনি ছ্যাঁ*কা লাগে জ্বিভে। ” আহ” বলে ঠোঁট চে*পে ধরে। ধূসর অসহায় চোখে তাকাল।

” তুই কী কোনও দিন ঠিক হবিনা পিউ? হাত যাতে না পুড়ি*স

সেজন্যে এতক্ষন কাপটা দিইনি,অথচ জ্বিভ ঠিকই পুড়*লি।” পিউ নিজের প্রতি নিষ্পৃহায় শ্বাস ফেলল। সে ঠিক কী করে হবে? প্রেমে পড়লে ঠিকঠাক থাকা কোন প্রেমিকার সাধ্যি? যা ভয়*ঙ্কর প্রেমলীলায় মেতেছে গত তিন বছর যাবৎ,পা*গল হয়নি সেই বেশি।পিউ আরেকদিক চেয়ে চেয়ে চা খাচ্ছে।

হঠাৎই মনে পড়ল ধূসর ভাইতো চা নেয়নি। একটা কাপইতো আনলেন। চটজলদি ফিরে তাকাল জিজ্ঞেস করবে বলে। কিন্তু ধূসর পাশে নেই। পিউ ডানে বামে দেখে সামনে তাকাতেই’ থ ‘বনে গেল বিস্ময়ে। তার প্রিয় ধূসর ভাই লাই*টার দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। পিউ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। বাম হাত দিয়ে কচলে আবার

তাকাল। তখনও স্পষ্ট ভাবে দেখল ধূসর সিগারেট টানছে। রীতিমতো নাক মুখ দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে তার। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল পিউ। আর্তনা*দ করে বলে,

" একী! ধূসর ভাই আপনি সিগারেট খান?"

পিউ যতটা উদ্বোলিত,ধূসর ততটাই নিরুত্তাপ। ধীরস্থির জবাব দেয় ,

” হ্যাঁ কেন? তোর কোনও সমস্যা?”পিউ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তার মন তিঁমিরে তলি*য়ে। যে সিগারেট তার দু চোখের বি*ষ,জন্মের পর বাপ চাচা কাউকে ছুঁতেও দেখেনি। সেই সিগারেট কী না, ধূসর এইভাবে টানছে? পিউয়ের অন্তকরনের পরতে পরতে ধেঁয়ে গেল মন খারা*পের স্রোত।

ধূসর হঠাৎই ডেকে ওঠে,

" পিউ!"

হিমশীতল আওয়াজ। পিউ তাকাল,ধূসর আরেকদফা ধোঁয়া উড়িয়ে বলল,

" তোর আঠের বছর হবে কবে?"

" যেদিন জন্মদিন, সেদিন,তাইনা পিউ?"

পেছন থেকে উচ্ছ্বসিত উত্তর দিতে দিতে এসে দাঁড়াল ইকবাল। পেছনে

বিড়াল ছানার মত পিলপিলে পুষ্প। তার চেহারায় তখনও ভ*য় স্পষ্ট। ধূসর সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে পি*ষে দেয়। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে,” কী বলল?”

ইকবাল গা ঝাড়া ভঙিতে বলল,

” আরে তেমন কিছুনা। পুষ্পর একবার জ্বর হয়েছিল না কী? মা*রাত্বক, ভ*য়াবহ জ্বর?

ধূসর ক্ষনশ্বর ভেবে বলল,

” হ্যাঁ। ”

” তখন তো ও ক্লাশ এটেন্ড করতে পারেনি। তাই পার্সেন্টেজ কম এসেছে কিছুটা। সে নিয়েই কথা বলেছেন।”

ধূসর সন্দেহী কণ্ঠে বলল ” এতটুকু বলতে অভিবাবক ডাকবে কেন?”পুষ্প আ*তঙ্কে গুঁ*টিয়ে গেছে। ইকবাল যা বলছে ঘটনার আগামাথা মিল নেই। ডিপার্টমেন্ট

হেড উলটে ক*ড়া কণ্ঠে হু*শিয়ারী দিয়েছেন ওকে। চল্লিশ পার্সেন্টের ও কম উপস্থিতি হলে পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে দেবেন না জানিয়েছেন। লোকটা আমজাদ সিকদারের পরিচিত। কী করে, কীভাবে পুষ্প জানেনা। আর পরিচিত বলেই সরাসরি এ্যাকশন না নিয়ে আগে অভিবাবক ডেকেছেন তিনি। নাহলে এ ধরনের ঝামে*লায় শিক্ষার্থীরা

পরীক্ষায় বসতে জান বেরিয়ে যায়। ঝড় যা গেছে ইকবালের ওপর দিয়ে। ধূসরের পরিচয় দিয়েছে সে। আমজাদ সিকদার বলে রেখেছিলেন তো, ” ভাইয়ের ছেলেকে পাঠাবেন।” সে সুযোগটাই লুফে নিয়েছে দুজন। আর এখন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যেও বলছে। ভাগ্যিশ গত মাসের শেষে দিকে জ্বরটা

বাধিয়েছিল। কী বলতো নাহলে এখন?

ধূসরের কথায় ইকবাল তৎক্ষনাৎ উত্তর দিতে পারেনা। কথা খোঁজার ছুঁতোয় দাঁত বের করে হেহে করে হাসল। ধূসর চোখ গুছিয়ে বলল,” গাঁধার মতো হাসছিস কেন?”

” তুই গাঁধাকে হাসতে দেখেছিস কখনও? ”

” না,গাঁধাকে দেখিনি,তোকে দেখেছি।”
ইকবালের হাসি দপ করে নি*ভে গেল। পুষ্প ঠোঁট চে*পে আরেকদিক চেয়ে হাসল।
ধূসর একটু চুপ থেকে বলল,
” আমি নিজে একবার কথা বলে আসি। এই সামান্য কারনে অভিবাবক ডাকার মত কারন পাচ্ছিনা।”

পুষ্পর হাসি বন্ধ। ধূসর যাবে শুনতেই আঁত*কে উঠল শঙ্কায়। ধূসর পা বাড়ানো মাত্রই ইকবাল লাফিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

" তুই আমায় বিশ্বাস করিস না ধূসর?"

ধূসর মুখের ওপর বলল " না "

ইকবাল দুই ভ্রুঁ উঁচিয়ে বলল," এই তোর বন্ধুত্ব ধূসর! এই আমি তোর ছোট বেলার বন্ধু? এই তুই আমাকে

ভালোবাসিস? আজ বুঝলাম,যাকে বিশ্বাসই করিস না তাকে আর কীসের ভালোবাসা,কীসের বন্ধুত্ব। ঠিক আছে,যা,যাচাই করে আয় আমি সত্যি বলেছি না মিথ্যে। তারপর এসে আমার গর্দান ছে*দ করিস ওকে?”

পুষ্প আবেগে গলেগলে পরল। ইকবালের কথায় তার চোখ ভরে আসে প্রায়। মানুষটা কী ক*ষ্টই না

করছে ওর জন্যে। ইকবাল মারা*ত্মক মুখভঙ্গি তে কথাগুলো বলল। আরেদিক তাকাল অভিমান করে। ধূসর ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে বলল,

” গাড়ি নিয়ে আসি,দাঁড়া।”ধূসর চলে যায়। পুষ্পর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে আসে। বিজয়ের হাসি হেসে ইকবালের পানে তাকায়। ইকবাল চোখ দিয়ে আশ্বস্ত করে। পুষ্প বুক

ভরে শ্বাস টানে। যাক,বাঁচা গেল। তারপর খেয়াল পরে সামনে দাঁড়ানো পিউকে। পুষ্প কপাল গুঁটিয়ে বলল,

" এই পিউ, ওখানে কী করছিস,এদিকে আয়।"

পিউ নড়েচড়ে ওঠে। যেন ধ্যানে ছিল এমন। মাথা নামিয়ে এগিয়ে আসে। ইকবাল আনন্দ সমেত শুধায়,

" কী ব্যাপার পিউপিউ,কী ভাবছিলে এত?"

পিউ হাসার চেষ্টা করে দুপাশে মাথা নাড়ে। এর মধ্যে ধূসর হাজির হয় গাড়ি নিয়ে। উঠে বসে ওরা।

আসার সময় সারা পথে পুষ্প গোম*ড়া মুখে ছিল।সে এবার প্রফুল্ল চিত্তে, অথচ উলটে গেল পিউ। চুপচাপ জানলার দিক চেয়ে বসে আছে। জানলা খোলা,হুহু করে হাওয়া আসছে ভেতরে। পিউ ক্ষনে ক্ষনে দীর্ঘকায় শ্বাস ফেলছে । ধূসর

সিগারেট খায়,বিষয়টা জেনে একটুও ভালো লাগছেনা। কেন সব বদভ্যেস তার ওই মানুষের মাঝেই থাকতে হবে? ধূমপান করে কতশত রো*গ হয়,সে কি জানেনা?” হাত সরা পিউ।”

গুরুগম্ভীর স্বরে পিউ হুশে এলো। জানলা থেকে হাত বাইরে ঝুলিয়ে বসেছিল। ধূসর বলতেই চট করে ভেতরে আনল। তাকাল ভিউ

মিররের দিকে। ধূসরের চোখ সামনে, তাহলে বুঝল কী করে তার হাত কোথায় ছিল?

ইকবাল হঠাৎই বলল ” তুমি এত চুপ করে গেলে কেন পিউপিউ?’

পুষ্প শুধাল, ” তোর কি শরীর খা*রাপ লাগছে?”

” না,ঠিক আছি আমি।’

ওদের ফিরতে প্রায় বিকেল গড়িয়েছে। রাস্তার পাশ ঘেঁষে

দাঁড়িয়েছে অসংখ্য স্ট্রিট ফুডের ভ্যান। পুষ্পর আগে থেকেই যা ভীষণ পছন্দ। জ্বিভে জ্বল চলে এলো দেখে দেখে। কিন্তু ধূসরকে বললে কোনও দিন খেতে দেবেনা এসব। বলবে অস্বাস্থ্যকর, অপরিষ্কার। কিন্তু আইসক্রিমের ভ্যান দেখে পুষ্প আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। গাড়ির মধ্যে থেকেই চেঁ*চিয়ে উঠল,

” ভাইয়া আইসক্রিম খাব।”

ধূসর স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল,

" এই ঠান্ডায়? "

" কিচ্ছু হবে না ভাইয়া। প্লিজ, আমার খেতে মন চাইছে খুব। ও ভাইয়া আমি আপনার সব কথা শুনিনা? সেই ভদ্রতার খাতিরে তো একটা আইসক্রিম পেতেই পারি।"

ইকবাল ও সায় দিয়ে বলল, ” একটা আইসস্ক্রিম তো বন্ধু। থামা না গাড়িটা।”

ধূসর হার মানল। ব্রেক কষ*ল রাস্তার একপাশে নিয়ে। ইকবাল আগে আগে নেমে গেল। বলল

‘আমি নিয়ে আসছি। ”পুষ্পও নেমে গেল গাড়ি থেকে। পরপর ধূসর,আস্তেধীরে নামল পিউ।

সে গিয়ে এক কোনে দাঁড়াল রাস্তার। ধূসর আড়চোখে পিউকে দেখতে দেখতে ফোন বার করে পকেট থেকে। ইকবাল দুহাতে দুটো আইসক্রিম এনে ধূসরকে বলল,

” ভাংতি আছে রে ধূসর? আমার কাছে আস্ত নোট, নিচ্ছেনা।”

” আমি দিচ্ছি।”

ধূসর ভ্যানের দিকে এগিয়ে যায়। ইকবাল ওর যাওয়া দেখে চোখ

সরিয়ে পুষ্পর দিক তাকায়।
আইসক্রিম বাড়িয়ে বলে,
‘ নাও,তোমার ফেব্রেট ম্যাংগো ফ্লেভার।”
পুষ্প গদগদ হয়ে বলল ” থ্যাংক ইউ।”
ইকবাল হাসল। পিউয়ের দিকে চোখ পড়লে বলল,” ওর হঠাৎ কী হয়েছে বলোত?”
” জানিনা, বুঝতে পারছিনা।”

” দাঁড়াও ওকে আইসক্রিম টা দিয়ে আসি।”

ইকবাল পিউয়ের কাছে গিয়েই শুধাল,

” তোমার কী মন খা*রাপ পিউ?”

পিউ মৃদূ কণ্ঠে বলল,

” না তো ভাইয়া।”

” তাহলে চুপ করে কেন,তুমিতো এমন নও।”

পিউ অল্প হাসে। ইকবাল জোর করল

" কী হয়েছে আমাকে বলো। ধূসর কিছু বলেছে? "

" না,না।"

ইকবাল মেকি চোখ রা*ঙিয়ে বলল," বলবেনা আমায়?"

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

" আচ্ছা ভাইয়া,উনি সিগারেট কবে থেকে খান?'

” কে ধূসর?”

” হু।”

ইকবাল আকাশ থেকে পরে বলল,

” কই,ধূসরতো এসব খায়না।”

” আপনি বন্ধুর হয়ে মিথ্যে বলছেন,আমি নিজে খেতে দেখেছি।”

ইকবাল কিছু একটা ভেবে বলল,

” তোমার বুঝি স্মোকিং পছন্দ না?”

” একটুওনা। আচ্ছা,উনি কি ড্রিংকও করেন? ”

পিউয়ের কাতর কণ্ঠ। ইকবাল বুঝে উঠল না কী বলবে। তার জানামতে ধূসর তো এসব হাবিজাবি ছুঁয়েও দেখেনা। সে নিজে কতবার সেধেছে,তাও ধরেনি। তাহলে আজ হঠাৎ!

ইকবালের মাথায় ঢুকলনা কিছু। এই ধূসরটা যে কী করতে চাইছে কে জানে! তবুও পিউয়ের মন ভালো করা জরুরি। তাই বলল,” তুমি

আমায় বিশ্বাস করছোনা পিউ? ধূসর কিন্তু সত্যিই এসব খায়না।"

পিউ বড় করে দম ফেলল। একটু দূরের কালো কুকুরটাকে দেখে দুষ্টুমি করে বলল,

" আচ্ছা,ওকে বলতে বলুন,ও যদি বলে যে ধূসর ভাই এসব খায়না,তবেই মেনে নেব।"

ইকবাল তব্দা খেয়ে বলল,

" এ্যা?"

পিউ মিটিমিটি হাসল। ইকবাল ওর মন ঘোরাতে কুকুরটার দিকে চেয়ে আইসক্রিম দেখিয়ে বলল,

” কী পিউয়ের বন্ধু, খাবে?”

পিউ প্রতি*বাদ করবে এর আগেই কুকুরটা খাবার দেখে ঘেউ করে উঠল। ওটা যে বরফখণ্ড,খেতে পারবেনা সে কী আর প্রানীটা বোঝে! পিউয়ের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে এলো তৎক্ষনাৎ। ভয়া*র্ত নেত্রে

কুকুরটার দিক তাকাল। রীতিমতো বসা থেকে উঠে আসছে ওটা। এই কুকুরে পিউয়ের ভীষণ ভ*য়। কাম*ড়ে দিলেই চৌদ্দটা ইঞ্জেকশন। যেখানে একশ হাত দূরে কুকুর দেখলেও কাঁ*পে, সেখানে এগিয়ে আসতে দেখে পিউয়ের ঘাম ছুটে যায়। মোটামুটি
কাছে আসা মাত্রই পিউ চিৎকার ছুড়ল," আয়ায়ায়ায়া"

পরপর প্রবল বেগে ছুটল লাগাল। ওকে দৌড়াতে দেখে পেছন পেছন কুকুরটাও ছুটল। পরপর ঘটনা গুলোয় আহাম্মক বনে গেল ইকবাল। পিউ যেদিক দুচোখ যায় ছুটছে, সাথে গলা ফা*টিয়ে ডাকছে, ” ধূসর ভাই, আয়ায়া আপু,আয়ায়া ধূসর ভাই.... ”

পিউয়ের গলা শুনে বিদ্যুৎ বেগে ফিরে তাকাল ধূসর। ওকে এভাবে

নাকমুখে ছুটতে দেখে তাজ্জব হলো। পরপর খেয়াল পরল পেছনে ধা*ওয়া করা কুকুরের দিকে।

” ও শীট!”

এবার একিরকম ছুট লাগাল সেও। ইকবাল,পুষ্প সব ছুটছে। আশেপাশের গুটিকতক মানুষ দেখছে তাদের ছোটাছুটি । ধূসর ছুটতে ছুটতে সাব*ধান করছে

” পিউ দাঁড়া,পিউ ছুটিস না। পিউ শোন....”

পিউয়ের কানে একটা কথাও ঢুকলনা। সে পেছন ফিরে একবার কুকুরটাকে দেখে, আর দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছোটা কালো কুকুর দেখে তার প্রান ওষ্ঠা*গত। উল্টোপথ থেকে রিক্সা আসছিল। পিউ বেখেয়ালে ছুটতে গিয়ে ধা*ক্কা লাগে

তাতে । হুম*ড়ি খেয়ে পরে রাস্তায়। রিক্সার সামনের চাকা উঠে যায় পায়ের ওপর। ধূসর দেখতেই চেঁচিয়ে ওঠে,

” পিউ! ”ইকবাল ঢিল ছু*ড়ল কুকুরের গায়ে। লেজ তুলে পালাল সেটা। পিউ পা চে*পে বসে পরেছে। রিক্সাচালক ভ*য় পেলেন। পাব্লিকের গণধোলাইয়ের থেকে বাঁচতে

তাড়াহুড়ো করে রিক্সা সমেত ভেগে গেলেন।

পিউ কেঁ*দে ফেলল ব্যা*থায়। র*ক্ত পরছে আঙুল দিয়ে। ধূসর হাওয়ার বেগে ছুটে এসে হাটুমুড়ে বসল। উদ্বিগ্ন হয়ে,হাঁস*ফাঁ*স করে বলল,

" কোথায় লেগেছে? এখানে? ব্যা*থা করছে খুব? ও গড! কতবার বলেছি কুকুর দেখলে দৌড়াবিনা? "

পিউ নাক টানল। ধূসর আহ*ত পা হাতে তুলে করুন চোখে চেয়ে রইল। পকেট থেকে রুমাল বের করে চে*পে ধরল ক্ষত*তে। ইকবাল এসে সেও বসে পরল পাশে।

” শুধু শুধু কেন ছুটতে গেলে?তুমি না ছুটলে ওতো তোমাকে তাড়া করতোনা। ”

পিউ কেঁ*দে কেঁ*দে বলল,

" আমি কী করব ভাইয়া, কুকুর দেখলে আমার পা ঠিক থাকেনা আপনা আপনি ছোটে।"

ধূসরের মেজাজ খারা*প হলো। ক*ষে এক ধম*ক দিল," চুপপ। "

পিউ চুপসে গেল। এই অবস্থায়ও ধূসর ভাই ধম*কাচ্ছেন তাকে? কী নি*ষ্ঠুর! নি*র্মম!

এতক্ষনে পৌঁছাতে পারল পুষ্প। পিছিয়ে ছিল সে। বোনের পা থেকে

র*ক্ত বের হতে দেখেই তার মাথা ঘুরে আসে। এমনিতেই কা*টাছেঁ*ড়া দেখতে পারেনা। তাও কোনও রকম তাকাল পিউয়ের কান্নারত চেহারায়। পিউকে কাঁদ*তে দেখে সেও কেঁ*দে ফেলল। এদিকে নাকের জল চোখের জল এক হয়ে গেছে পিউয়ের।

ধূসর কে*টে যাওয়া আঙুল শক্ত করে চে*পে ধরেছে। তারপর ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

” গাড়িতে ফার্স্ট এইড বক্স আছেনা ইকবাল?”” আছে, আছে।”

” বের কর।”

ইকবাল উঠে গেল।

ধূসর পুষ্পর ফ্যাঁচফ্যাঁচ কা*ন্নায় বিরক্ত হয়ে বলল,

” তুই কাঁ*দছিস কেন?”

পুষ্প ওড়না নিয়ে নাক মুছে বলল

” ওরতো ব্যা*থা করছে ভাইয়া।”

ধূসর অতিষ্টতায় মাথা নাড়ল।

পিউ ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদ*ছিল। আচমকা ধূসর কোলে তুলল তাকে। হকচ*কিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল পিউ। পুরো বিষয়টা মাথায় ঢুকতেই, কা*ন্নাকা*টি বন্ধ,ব্যা*থা শেষ। পিউ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসে প্রায়। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ধূসরের পানে তাকায়। ধূসর ভাই তাকে কোলে

তুলেছেন? এ কি সত্যি না কী কল্পনা?

পিউকে দুহাতে নিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল ধূসর। পেছনে পা মেলাতে মেলাতে আসছে পুষ্প। পথে বোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ” কিছু হবেনা, কমে যাবে।”পিউয়ের ওসবে মনোযোগ নেই। সে অবাক লোচনে ধূসরের শ্যামলা চেহারায় চেয়ে থাকতে ব্যস্ত। হাঁটার মধ্যেই ধূসর

ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলে। পিউয়ের ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকায়। নিরেট স্বরে বলে,

” এত জ্বা*লাস কেন আমায়?”ইকবাল, গাড়ির দরজা খুলে রেখেছে আগেই। ধূসর,পিউকে কোলে নিয়ে এসে বসাল সিটে। পা দুটো ঝুলিয়ে রাখল বাইরের দিক। র*ক্ত পরা তখনও থামেনি। অথচ পিউ কা*ন্নাকা*টি করছেনা। সে

ফ্যালফ্যাল করে এখনও তাকিয়ে। ধূসর পিউকে বসিয়ে নিজেও ফের হাটুভে*ঙে ওর সামনে বসে। ইকবালের বাড়িয়ে দেয়া ফার্স্ট এইডের বাক্স থেকে তুলো নিয়ে স্যাভলনে ভেজায়। পরপর পিউয়ের পায়ে চে*পে ধরতেই সম্বিৎ ফিরল তার। ব্যা*থায় কঁ*কিয়ে উঠেই ধূসরের কাঁধের শার্ট খাম*ছে ধরল। ধূসর চোখ তুলে তাকায়। পিউ নেত্র

খিঁ*চে ঠোঁট কাম*ড়ে ধরেছে। ধূসর মায়া মায়া কণ্ঠে শুধাল,” কষ্ট হচ্ছে?”

পিউ চট করে চোখ খোলে। তার ভালোবাসার ধূসর ভাইয়ের সাথে চোখাচোখি হয়। নিমিষে য*ন্ত্রনা ভুলে মাথা নেড়ে উত্তর দেয়,

” উহু।”

ইকবাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নামিয়ে ঠোঁট চে*পে হাসল। পুষ্পর

চোখে ঠিক ধরা পরল তা। দাঁড়িয়ে ছিল ওর পাশেই। তার বোন ব্যা*থায় কা*তরাচ্ছে,আর এই লোক হাসছে? পুষ্প নাক ফুলিয়ে দুম করে কনুই দিয়ে গুঁ*তো দিল ইকবালের পেটে। মু*চড়ে, দুলে উঠল সে। সহায়হীন ভঙ্গিতে তাকাল পুষ্পর পানে। মেয়েটা চোখ রা*ঙিয়ে নিশব্দে হাসতে মানা করছে। ওতো আর জানেনা,হাসার কারন কী!

জানলে নিজেও হেসে গড়াগড়ি খেত কনফার্ম।পিউ যে মিথ্যে বলেছে ধূসরের বুঝতে বাকী নেই। এতটা গাঢ় কাট*লে ব্যা*থা হয়না? অথচ বলল না কিছু। ঝুঁকে ফু দিল ক্ষতস্থানে। পিউ আবেশে পল্লব বুজে নেয়। ধূসর ভাইয়ের এতটা যত্ন তার পাওনা ছিল বুঝি? এরকম জানলে পিউ স্বেচ্ছায় লক্ষবার হাত পা কে*টে কে*টে সামনে যেত তার।

সেই ছুঁতোয় একটু ভালোবাসা পেত,কাছাকাছি হতো।
সব শেষে পায়ে ব্যান্ডেজ বাধল ধূসর। বুড়ো আঙুল বাদে বাকী চারটা আঙুলই কে*টেছে। উঠে দাঁড়িয়ে পিউয়ের পা আস্তেধীরে গাড়ির ভেতরে ঢোকাল। ইকবাল কে বলল
" তুই ড্রাইভ কর।"

ইকবাল বিনাবাক্যে মাথা দোলায়। পিউ বোঝেনি কথাটার অর্থ। ভেবেছে ইকবালকে গাড়ি চালাতে বলার কারন হয়ত এতটা পথ চালিয়ে ধূসর ভাইয়ের ইচ্ছে করছেনা আর। ধূসর পুষ্পকে বলল, ” সামনে বোস।”পুষ্প ঘাড় কাত করে। পিউয়ের কপালে ভাঁজ পরল। তক্ষুনি ধূসর ঘুরে এসে বসে গেল ওর পাশের জায়গায়। শুধু বসেইনি,

তার দুটো পা-ই তুলে নিয়েছে উরুর ওপর। পরপর ঘটনায় অত্যাশ্চর্য হয়ে গেল পিউ। অপ্রত্যাশিত বিষয় গুলো মস্তিষ্ক তৎক্ষনাৎ গ্রহন করতে পারল না। বাক্য খুইয়ে বসে রইল। ধূসরের গায়ে এভাবে পা দিয়ে বসায় পিউয়ের অস্বস্তি তরতর করে বাড়ল। খা*রাপ লাগছিল। একটু নড়েচড়ে নীচু কণ্ঠে বলল,

” ধূসর ভাই,পা নিচে রাখলে সমস্যা হবেনা।”

ধূসর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়,

” চুপচাপ বসে থাক।”পিউ ঠোঁট উলটে বসে থাকে। ইকবাল গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে হঠাৎই চেঁচি*য়ে বলল

” ভাইয়া আমার আইসক্রিম?”

তিন জোড়া অদ্ভূত দৃষ্টি আছ*ড়ে পরল তার ওপর। পিউ অপ্রতিভ হয়ে বলল,

” এভাবে তাকাচ্ছো কেন ?”

পুষ্প ভ্রুঁ কপালে তুলে বলল,

” তুই এত কিছুর মধ্যেও আইসক্রিমের কথা ভুললি না? তোর না পায়ে ব্যা*থা?”

পিউ মিনমিন করে বলল,

” ব্যাথা তো পা*য়ে। আইসক্রিম তো মুখ দিয়ে খাব,পায়ের সাথে সম্পর্ক কী?”

পুষ্প কপাল চাপ*ড়ে বলল,” দেখলেন ধূসর ভাই, দেখলেন! কেঁ*দেকে*টে নদী বওয়ানো মেয়ে খাওয়ার কথা ঠিক মনে রেখেছে। ও জাতে মাতাল তালে ঠিক। শুধুশুধু তোর জন্যে আমিও চোখের জল ওয়েস্ট করলাম।”

ইকবাল টান ধরে বলল ” এভাবে বলছো কেন? বেচারির আইসক্রিমটা ছুটতে গিয়ে আমিই রাস্তায় ফেলে দিয়েছি। তুমি বসো পিউ, আমি আরেকটা এনে দিচ্ছি।”

পিউ খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। ইকবাল বের হতে ধরলে ধূসর বাঁ*ধা দিয়ে বলল,

” দরকার নেই। গাড়ি স্টার্ট কর।”

” পিউপিউ-য়ের আইসক্রিম?”

” পরে দেখা যাবে।
” কিন্তু...”” উই আর ল্যেট ইকবাল,সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে হবে। গাড়ি ছাড়।”
ইকবাল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল। কী করবে, কী করা উচিত! একটু সাহারা পেতে পুষ্পর দিক তাকাল। পুষ্প নিরুত্তাপ বসে। ধূসরের মুখের ওপর কথা বলা সম্ভব না। এখানে তার করার কিছু নেই।

ইকবাল পেছন ফিরে পিউয়ের দিক তাকায়। তার চেহারার সর্বত্র কৃষ্ণবর্ন কাদম্বিনী ছুটছে। আ*হত চোখে ধূসরের নি*রেট চিবুকের পানে চেয়ে সে। ধূসর ভ্রুক্ষেপহীন। একবার দেখল অবধি না। এর মধ্যেই তাড়া দিল,

" শুনিসনি কী বললাম?"

" হ্যাঁ যাচ্ছি।"

ইকবাল হতা*শ শ্বাস ফেলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে। পিউ মূর্তির ন্যায় বসে রয়। অভিমানে তার বুক ভা*রি হয়ে আসছে। একটা আইসক্রিম খেতে চাইল,আর ধূসর ভাই এমন করলেন? জীবনে আর আইসক্রিম ছোঁবেনা বলে পণ করল পিউ। এইভাবে মুখের ওপর প্রত্যা*খান? ইকবালের গাড়ি তাদের বাড়ির আঙিনায় ভিড়ল। বৃদ্ধ দারোয়ান উঠে

গেট খুললেন। ধূসর নেমে এসে পিউয়ের পাশের দরজা টেনে খুলল। ওমনি দৃশ্যমান হলো তার পায়ের সাদা ব্যান্ডেজখানা। চোখ বেরিয়ে আসে দারোয়ানের। হা*হাকার করে বলে ওঠেন,

" এ কী সর্বনা*শ! পিউ মায়ের কী হলো?"

ইকবাল ছোট করে জবাব দিল,

" এক্সিডে*ন্ট..... "

বাকীটুকু শোনার মত ধৈর্য হলোনা তার। মাথায় হাত দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলেন সদর দরজার দিকে। পুষ্প ঢোক গি*লে বলল,

" আজ আমি বঁ*কা খাব শিওর।"

" কেন? "" এই যে, পিউয়ের পা কা*টল,আম্মু আমাকেই বঁক*বেন। বলবেন তুই কোথায় ছিলিস দেখে রাখতে পারিসনি ওকে? বড় হওয়ার

অনেক ঝামে*লা ইকবাল ভাই। ও আপনি বুঝবেন না।”

ইকবাল ফোস করে শ্বাস ফেলে বিজ্ঞের মত মাথা দোলায়। বুঝেছে সে। পিউ গাঁট হয়ে বসে। ধূসর ঝুঁকে কোলে নিতে গেলেই আরো শ*ক্ত হয়ে গেল। ধূসর কপাল কোঁচকাল। জিজ্ঞেস করল,

” কী হয়েছে?”

পিউ রা*গে ভেতর ভেতর ফুঁ*সে থাকলেও ঠান্ডাস্বরে বলল,

" আমি একাই যেতে পারব।"

ধূসর ভ্রঁ বাঁকাল,

" শিওর?"

" হ্যাঁ।"

পুষ্প বলল," কীভাবে পারবি? হাঁটবি কী করে?"

পিউ মুখ গোমড়া করে জানাল,

” বললাম তো পারব। আমার কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।”

ধূসরের কিছু এলো গেলনা। সে কাঁধ উঁচিয়ে বলল,

” ওকে।”

পরপর সরে গেল দরজা থেকে। পিউয়ের মুখটা আরো থমথমে হয়ে আসে। ক*ষ্টে কোটর ভরে। সে তো তখনকার রা*গটা ঝাড়ার জন্যে এরকম বলল। তাই বলে ধূসর ভাই

ও মেনে নিলেন? এই তার যত্ন-আত্তি? পিউয়ের ঠোঁট ভে*ঙে আসে। নাক লাল হয়। তবু দৃ*ঢ় করল নিজেকে। দরকার নেই কারো সাহায্যের। কী হবে একা হাঁটলে, একটু ব্যা*থা লাগবে? লাগুক। পাষ*ন্ড ধূসর ভাইয়ের দ্বারস্ত হবেনা তাও।

পিউ এক আকাশ অভিমান নিয়ে পা দুটো মাটিতে ছোঁয়াতে গেল,ওমনি

কোলে তুলে নিল ধূসর। পিউ চমকে গেল। ফিক করে হেসে উঠল পুষ্প। তাল মিলিয়ে ইকবাল ও হাসে। ধূসর হাঁটা ধরল বাড়ির দিকে। পিউয়ের ভেতরটা আনন্দে নেচে-কুঁদে উঠলেও ওপর ওপর রা*গ দেখিয়ে বলল,

" কেন নিলেন,আমি একাই পারতাম"

" তোর দৌড় আমার জানা আছে।"

সোজাসাপটা জবাবটায় পিউয়ের চো*টপাট অস্তগত। তক্ষনি ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে বের হলেন বাড়ির গৃহীনিরা। সাথে দারোয়ান। মিনা বেগম কেঁ*দে ফেলেছেন এর মধ্যেই। ধূসরের কোলে পিউকে দেখে তার কা*ন্না আরো জোড়াল হলো। নাকে কেঁ*দে কিছু বলার আগেই ধূসর সতর্ক করল,

” এখানে নয় বড় মা,ভেতরেই যাচ্ছি। এসো।”” ভেতরে যাবেনা?” ইকবাল একটু ভেবে বলল ” যাওয়া কি ঠিক হবে?”

” আব্বু তো নেই, অফিসে। ফিরবে সেই রাতে,তাহলে সমস্যা কোথায়?।”

” গেলে খুশি হবে? ”

পুষ্প মিষ্টি হেসে বলল, ” নিঃসন্দেহে! তোমাকে চোখের

সামনে আরো দু দন্ড দেখব এতে খুশি না হয়ে উপায় আছে?”
ইকবাল বুকে হাত দিয়ে বলল, ” হায়! কোথায় রাখব এত ভালোবাসা? ”

পুষ্প এক পাশে মুখ বাঁকাল।
” ঢং থেকে আর বাঁচিনা।”
ইকবাল ফের হাসে। বলে,
” না, আসলে হয়েছে কী,সন্ধ্যের পর সমাবেশ আছে। এন্ড আমার ওখানে

থাকাটা জরুরি। দেখবে ধূসরও একটু পর বেরিয়ে যাবে।"

পুষ্প ঠোঁট গোল করে বলল," ও আচ্ছা। তবুও একটু বসে যেতে..."

ইকবাল চারপাশে একবার চোখ বোলাল। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, " আমি যে একেবারে জামাই হয়ে ঢুকতে চাইছি ম্যাডাম। সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে হলে এখন কী ঢোকা উচিত হবে? "

পুষ্প লজ্জ্বা পায়। মাথা নুইইয়ে লাজুক হাসে। ইকবাল ফিসফিস করে বলে,

" আসছি।"

পুষ্পও পালটা ফিসফিসিয়ে জবাব দিল,

" বাই। "

ইকবাল যেতে যেতে ফিরে তাকাল। ফের একবার বাড়ির চারদিক দেখে নিল। কেউ নেই বুঝেই, হাত দিয়ে

পুষ্পর দিকে ফ্লায়িং কিস ছু*ড়ে দিল। গাল দুটো র*ক্তাভ হয়ে এলো পুষ্পর। ভীষণ রকম কুণ্ঠায় তলিয়ে গেল। ইকবাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর গুটিগুটি পায়ে ঢুকল বাড়িতে।মিনা বেগম একটু পর পর নাক টানছেন। রুবায়দা বেগম এই শীতেও বাতাস করছেন পিউকে। কখনও হাত বোলাচ্ছেন মাথায়। হাতে শরবতের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছেন জবা বেগম। সুমনা বেগম বাড়িতে নেই। রিক্ত আর রাদিফকে নিয়ে রোজ পাশের স্কুল মাঠে যান তিনি। আশেপাশের ছেলেরা এই সময় খেলতে আসে ওখানে। ছেলে দুটোকে একটু খেলাধুলা শেখান। আজও গিয়েছেন। বাকী সবাই ঘিরে বসে পিউকে।

পুষ্প হাজির হতে না হতেই মিনা বেগমের কা*ন্না থেমে গেল। চোখ পাঁকি*য়ে রে*গেমেগে বললেন,
” মেয়েটা এভাবে গাড়ির ত*লায় পরল, তুই কোথায় ছিলি তখন?”
পুষ্পর ভ*গ্নহৃদয় নিঙরে শ্বাস বের হয়। আগেই জানত,দোষ তারই হবে। পিউ আস্তে করে বলল,
” আপুর কোনও দোষ নেই মা। আমিই..”” তুই চুপ থাক। ইশ

কতখানি কে*টেছে,কত ব্যা*থাই না পাচ্ছে আমার মেয়েটা! ”

জবা বেগম শুধালেন, ” ও পিউ তোকে একটু নুডুলস রেধে দেব? শরবত তো খেলিনা। ”

” খাবেনা মানে? ওকে জোর করে খাওয়া তে হবে। কত র*ক্ত পরেছে! বেদানার রস খেলে গায়ে র*ক্ত হয়। দে আমার কাছে গ্লাসটা দে। ”

পিউ অতীষ্ঠ হয়ে বলল

" মা আমি খাব না।"
মিনা বেগম চোখ গর*ম করলেন " চুপপ!"
অনীহা সমেত চুমুক বসাল পিউ। গ্লাস ধরে রেখেছেন মিনা বেগম। পিউকে খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, " যত জ্বা*লা হয়েছে আমার! এত বড় মেয়ে ছোট বোনটাকে অবধি দেখে রাখতে পারেনা। বলি আমি ম*রে গেলে কী করবি তোরা? তোর

ভরসায় যে একটু মেয়েটাকে রেখে যাব তাও তো হবেনা।”

পুষ্প কাঁ*দোকাঁ*দো হয়ে বলল,

” মা আমি কী করলাম?”মিনা বেগম হা করলেন উত্তর দেবেন বলে, এর আগেই ধূসর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল,

” বড় মা,পুষ্পকে অকারনে ব*কাঝকা করছো। এখানে সব দোষ তোমার ছোট মেয়ের। কুকুর দেখে ছুটলে কুকর ও পেছনে ছুটবে

স্বাভাবিক। বহুবার এনিয়ে সাবধান করার পরেও শোনেনা কেন?”

পিউকে একেবারে ওর কামড়ায় দিয়ে ধূসর রুমে গেছিল। হাজির হলো এই এখনি। পিউয়ের চেহারা চোর ধরা পরার মতন হলো।

পুষ্প দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

” বলে লাভ নেই ভাইয়া। বিচার যা হোক তালগাছটা আমার। আম্মুর

বেলাতেও তাই, ঘটনা যাই ঘটুক অপরা*ধী আমি।"

" হয়েছে হয়েছে,এত কথা বলার কিছু হয়নি। এখন যাও,হাত মুখ ধুয়ে এসে আমায় উদ্ধার করো।"

রুবায়দা বেগম ও বললেন,

" যা মা যা। অনেকটা ধ*কল গেছে তাইনা? জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধোঁ গিয়ে। আমি নাস্তা দিচ্ছি...."

পুষ্প আহ্লাদী কণ্ঠে বলল,

” এই বাড়িতে তুমিই আমায় ভালোবাসো মেজ মা। আর কেউ বাসেনা। তুমি যে কেন আমার মা হলেনা আল্লাহ। ভাইয়া কত ভাগ্যবান তোমাকে মা হিসেবে পেয়ে । এই ভাগ্য আমার হলে কী হতো!” আফসোস করে করে পুষ্প বেরিয়ে গেল।

মেয়ের অভিযোগে চোখ ছলছল করে উঠল মিনা বেগমের । একটু আগের

মতই কেঁ*দে বললেন,” দেখলি মেজো, দেখলি? কী একটু বলেছি সেজন্যে এভাবে বলে গেল!’

রুবায়দা বেগম অসহায় চোখে তাকালেন। বললেন,

” থাক আপা,তুমি মনে কিছু নিওনা। বাচ্চা মেয়ে।”

মিনা বেগম শুনলেন না। আঁচলে নাক চা*পলেন। জবা বেগম পাশে বসে বললেন,

" আপা,বাচ্চামানুষ কী বলতে কী বলেছে,ওসব ধরে কাঁদছো?"

পিউ অনুরক্তিহীন শ্বাস ফেলল। তার মা একটু বেশিই সেন্টিমেন্টাল। কথায় কথায় চোখ থেকে পানি ঝরে । এ দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে গেছে। সে চোখ ফিরিয়ে দরজার দিক তাকাল,যেখানে ধূসর দাঁড়িয়ে। সে তাকাতেই চটপট আরেকদিক তাকাল ধূসর। পিউয়ের দৃষ্টি সতর্ক

হয়। প্রতিবারের মত এবারেও মনে হলো ধূসর এতক্ষন তাকেই দেখছিল।” তোমাদের কা*ন্নাকা*টি থামলে একটা কথা বলতাম।”

ধূসরের ভারী স্বরে মিনা বেগম সহ বাকীরা তাকালেন।

ধূসর ঘোষণা করল,

” আমি বের হচ্ছি,ফিরতে রাত হবে। কেউ অপেক্ষা কোরোনা।”

” কোথায় যাচ্ছিস বাবা?”

” কাজ আছে মা । শেষ করে একেবারে ফিরব।”

” কিছু খাবিনা?”

” না।”

ধূসর যেতে ধরবে আচমকা পিউ উদ্বেগ নিয়ে বলল,

” ধূসর ভাই,ধূসর ভাই,একটা কথা....”

ধূসর থেমে যায়। প্রশ্ন করে,” কী?”

পিউ রয়েসয়ে বলল,

” মারিয়া পে__ ইয়ে মারিয়া ম্যাম কে আসতে মানা করে দিন না আজ। আমার তো পায়ে ব্যা*থা পড়তে পারব না।”

ধূসর চোখা চোখে চেয়ে বলল,

” কেন? গাড়িতে না বলেছিলি,খাবি মুখ দিয়ে পায়ের সাথে সম্পর্ক নেই। এখনও নিশ্চয়ই পা দিয়ে পড়বিনা!”.

নিজের কথার জালে পিউ নিজেই ফেঁ*সে গেল। কথা খুঁজল। দুঃ*খী মুখ করে বলল,

” এরকম বলছেন কেন? পথে আসতে আসতে পা ব্যা*থাটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পরেছে। এখন ব্রেইনেও আ*ঘাত করছে। এ অবস্থায় কী পড়া যায়? ও মেজো মা,তুমিই বলো না, যায়?’

রুবায়দা বেগম বললেন,” সেইতো সেইতো। ও ধূসর আজ বরং থাক। তুই মারিয়াকে ফোন করে বলে দে না বাবা।”

ধূসর ক*ঠিন কণ্ঠে বলল ” না। এ মাসের শেষে ওর টেস্ট পরীক্ষা মা। এভাবে পড়াশুনায় গ্যাপ পরলে রেজাল্ট দেখতে হবেনা!”

পিউ ঠোঁট উলটে বলল,

” একটা দিনইতো! প্লিজ।

ধূসর শ*ক্ত চাউনীতে মুখের দিকে তাকাল। পিউ গায়ের কম্বলটা উচু করে নাক পর্যন্ত ঢেকে ফেলল তাতে। পাছে ধরা না পরে ! ধূসর কিছু একটা ভেবে বলল ” ঠিক আছে।”

পিউয়ের ওষ্ঠ ছড়িয়ে আসে। ধূসর যেতে যেতে আরেকবার তার পানে দৃষ্টি আনে। পিউ তাকাতেই শ্বাস ফেলল সে। যেন ধাতস্থ করল

নিজেকে। লম্বা পায়ে ঘর ছাড়ল এরপর। পিউ মনে মনে ভাবল,
" আজকে পেত্নীটার পড়তে আসা থামিয়েছি। ঠিক এইভাবে একদিন ওটাকেও ভা*গিয়ে দেব হুহ।"রাত প্রায় দুটো বাজে। পিউ ঘুমে তলিয়ে। টানটান করে পা রাখা বিছানায়। পাশে পুষ্প ঘুমিয়েছে আজ। মেয়েটা হাটতে পারেনা, কিছু দরকার পরলে? সেই চিন্তায়।

পিউয়ের ঘুম গভীর। অথচ মনে হলো তাদের চা*পানো দরজাটা ঠেলে কেউ মাত্রই ঢুকেছে । পিউ জেগে যায়। চোখ না খুলে ঘাপটি মেরে শুয়ে রয়। আগন্তুক নিঃশব্দে ঢুকছে। হাঁটাতেও আওয়াজ নেই। পিউয়ের ভ*য় হয়। কে ঢুকলো ঘরে? কথা বলতে চাইলে কণ্ঠরোধ হয়, বাক্য ফোঁটে না। আগত আগন্তুক তার দিকে ঝুঁকে যায়

হঠাৎ। উষ্ণ শ্বাস ঠিকরে পরে চেহারায়। পিউয়ের শরীর থরথরিয়ে কাঁ*পুনি ছাড়ে। নিভু নিভু করে চোখ খোলে। ভ*য়ে বিব*শ হতে হতেও থমকায়। লম্বা শ্বাস টে*নে অনিশ্চিত কণ্ঠে বলে,” ধূসর ভাই?”

ধূসরের ভ্রুঁ বেঁকে এলো। অবাক কণ্ঠে বলল,” কী করে বুঝলি?”

পিউয়ের সব সন্দেহ বিশ্বাসে পরিনতি পেলো এবার। এতরাতে

ধূসর তার কামড়ায় ভাবতেই দৃঢ়ীভূত হলো। ” আপনি সত্যিই এসেছেন?”

ধূসর উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল,

” কীভাবে চিনেছিস?”

পিউয়ের সরল স্বীকারোক্তি,

” চিনব না? আপনার গায়ের গন্ধ যে আমার ভীষণ পরিচিত। ”

অন্ধকারে ধূসরের অভিব্যক্তি বোঝা গেলনা। পিউ আলগোছে একবার ঘুমন্ত পুষ্পকে দেখে নেয়। তারপর মিহি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,

" এতরাতে আপনি এখানে?"

"বলছি,ওঠ।"পিউ বিনাশর্তে মেনে নিল আদেশ। আস্তেধীরে উঠে বসল।

ধূসর ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বালায়। বালিশের গা ঘেঁষে রাখে। যাতে

পুষ্পর কাছে আলো না পৌঁছায়। পিউ কৌতুহল সমেত দেখছে সব। তখনও খেয়াল করেনি ধূসরের পিঠের সঙ্গে লুকোনো হাতটাকে। ধূসর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিউ চোখ পিটপিট করল। ফ্ল্যাশলাইট এমন ভাবে সেট করেছে ধূসর,কারোর মুখই স্পষ্ট নয়। আচমকা পেছনের হাতটা এনে সামনে ধরল সে। পিউ সেদিকে তাকাতেই হো*চট খেল।

হাত ভর্তি আইসক্রিম দেখে বিস্ময়াবহ হয়ে বলল ” এসব কী?”

” ফেরার পথে এনেছি। এত রাতে মাত্র একটা দোকান খোলা ছিল। আনতে আনতে গলে গেছে। ধর।”

পিউ অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল ‘ এগুলো আমার জন্যে?”

” হু। অসুস্থ মানুষের ইচ্ছে অপূর্ন রাখতে নেই। বাচ্চাদের তো আরোই না।”

পিউ বাকরহিত। খুশিতে কথা বলতে ভুলে গেল। ধুসর এসে পাশে বসলো তার। কোণ আইসক্রিমের প্যাকেট খুলে মুখের সামনে ধরে বলল,

" নে। "

পিউ তাতে মুখ ডোবায় ওর দিকে চেয়ে চেয়ে। ঠোঁটের কোনায় অল্প একটু লেগে যায়। ধূসর বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মুছে দেয় তা। পিউ কা*তর কণ্ঠে শুধায়,

" আপনি আমার জন্যে আইসক্রিম কেন এনেছেন ধূসর ভাই? সত্যি করে বলুন না।"

ধূসর চমৎকার হাসল। ঝুঁকে এসে সুস্থির কন্ঠে বলল," কারন,

পিউ উদগ্রীব হয়ে বলল " কারন?"

" কারন.... আমি তোকে...

" আপনি.. আমাকে... বলুন না ধূসর ভাই আপনি আমাকে...?

" আমি তোকে ভা....."

” পিউ তুই উঠবি? না কী পানি ঢালব গায়ে?”
ক*র্কশ আওয়াজে পিউয়ের ঘুম ছুটে গেল। ধড়ফড় করে চোখ মেলল। হকচকিয়ে কক্ষের চারপাশ দেখল। তার মানে এতক্ষন স্বপ্ন দেখছিল? ভাবতেই পিউয়ের মুখ কালো হয়ে আসে। এত সুন্দর একটা দৃশ্য,এতটা জীবন্ত,স্বপ্ন ছিল সব? ধূসর ভাই আসেনইনি রুমে।

আইসক্রিম আনা তো দূরের কথা। সে ধোঁ*কা খেয়েছে? পিউ বিছানা থেকে নামল। পা ব্যা*থা কমেছে । রাতে আমজাদ সিকদার বাড়ি ফিরেই ফার্স্টক্লাস ডাক্তার ডেকেছেন। এমন ওষুধ দিয়েছেন সে ব্যা*থা গায়েব এক রাতে। কিন্তু পিউয়ের বুকের ব্যা*থা ওসবের কাছে কিচ্ছু না। দেখল তো দেখল এমন একখানা স্বপ্ন, যা জীবনে সত্যি

হওয়ার সুযোগ নেই। ধূসর ভাইয়ের মত লোক কী না রাত বিরেতে আইসক্রিম আনবেন? তাও ওর জন্যে ?পিউ ব্যা*থিত মন নিয়ে ওয়াসরুমে যেতে নেয়। এর মধ্যেই হাতে খুন্তি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিনা বেগম। মেয়েকে উঠতে দেখে বললেন,

” যাক! বেঁচে গেলি!”

পিউ দুদিকে মাথা নেড়ে বাথরুমে ঢোকে। ব্রাশ করতে করতে আয়নায় তাকায়। কিছু একটা ভেবেই, হঠাৎ সচকিত হয়। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়? সিনেমায় শুনেছিল তো। তাহলে কী এটাও সত্যি হবে?পিউ কলেজে গেল। এ মাসের শেষে পরীক্ষা বলে পড়াশুনায় টালবাহানা চলবেনা। মন দিয়ে ক্লাস করল। আজ আর ধূসরের নাম লিখে খাতা

ভরেনি। ছুটি শেষে বের হলো কেবল। বাড়ি থেকে গাড়ি আসেনি এখনও। তার পাশ ঘেঁষে কলেজের কতক মেয়েরা ছুটে ছুটে যাচ্ছে। ভিড় করছে ফুচকা,চটপটি আইসক্রিমের ভ্যানের সামনে। আইসক্রিম দেখেই পিউয়ের গতকালের কথা মনে পড়ল। তার মান ইজ্জ্বত রফাদফা হলো এটার জন্যে। মুখের ওপর ধূসর বলে দিল

আইসক্রিম না দিতে। পিউ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শপথ যখন নিয়েছে খাবেনা, তখন চেয়েও দেখবেনা ওদিকে।

সে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। গাড়ি এসে এখানেই থামবে। আচমকা একটা বাইক এসে দাঁড়াল তার পায়ের কাছে। ঘটনাচক্রে ভ*ড়কে গেল পিউ। ভ*য় পেয়েছে। সবে সবেই একটা

দূর্ঘ*টনার স্বীকার হয়েছে বলেই। আরোহিকে রে*গে কিছু বলতে গেলেই চোখ পরল বাইকের দিকে। পরিচিত লাগছে। এরকম একটা বাইক ধূসর ভাইয়ের আছেনা? পরপর উদ্বেগ নিয়ে চালকের মুখের দিকে তাকাল পিউ। ধূসর হেলমেট খুলল তখনি। পিউ বিস্মিত হলো ওকে এখানে দেখে। হা করার

আগেই ধূসর ব্যাক সিট ইশারা করে বলল,” ওঠ।”
পিউ শুনেও, শুনতে পায়নি এমন ভাবে তাকাল। ধূসর ভাই ওনার বাইকে উঠতে বলছেন? ওনার গাড়ি,বাইকে এসবে তো কারো স্পর্শ ও নিষিদ্ধ। সে অনিশ্চিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। ধূসর ভ্রূ কুঁচকে বলল,

” কান খাটো? শুনিসনি কী বললাম?”
” আসলেই শুনিনি। আপনি কী বাইকে উঠতে বললেন ধূসর ভাই?”
ধূসর চোখ ছোট করতেই পিউ ঢোক গিলে বলল,
” না মানে আপনি তো কাউকে....”
পথিমধ্যেই ধূসর গুরুভার কণ্ঠে বলল,

” মুখ বন্ধ। ওঠ।”এবারে পিউয়ের মাথায় ঢুকল। বুঝল,যা শুনেছে ঠিক শুনেছে। ধূসর সত্যিই বসতে বলল তাকে। ধূসর ব্যাক সিট থেকে হেলমেট নিয়ে এগিয়ে দেয়। পিউয়ের আনন্দে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কত ইচ্ছে ছিল ধূসরের সঙ্গে এক গাড়িতে চড়বে,বা রিক্সায়,অথবা কিছু একটায়। এই এতদিনে সৃষ্টিকর্তা মুখ তুলে চাইলেন। পিউ

সহস্র শুকরিয়া আদায় করল মনে মনে। তাড়াহুড়ো করে হেলমেট মাথায় বে*ধে, ব্যাগ কোলে নিয়ে উঠে বসল ধূসরের পেছনে। ধূসর ঘাড় বাঁকা করে শুধাল,

" বসেছিস?"

পিউ কথা বলতে গিয়ে টের পায় শব্দ আসছেনা বাইরে। স্বপ্নটার মতন। অতি ক*ষ্টে জবাব দেয়,

" হু।"

ধূসর টান বসাল। ওমনি পিউ হু*মড়ি খেয়ে পরল ওর পিঠে। বাইক চলছে। কানেমুখে সব জায়গায় হাওয়া লাগছে। পিউ একবার ধূসরের কাধে হাত রাখতে গিয়েও সরিয়ে আনছে। ধরবে না কী ধরবেনা ভুগছে মনঃদ্বিধায়। যদি কিছু বলে! তখনি ধূসর বলল,” ধরে বোস,নাহলে পরে যাবি।”

পিউ আকাশের চাঁদ হাতে পেল যেন। শক্ত করে কাঁধ চে*পে ধরল ধূসরের। আরেকটু এগিয়ে বসল সাথে ।মুক্ত শ্বাস টানল পরপর। ধূসর ভাই কোথায় নিচ্ছেন, কেন নিচ্ছেন কিচ্ছু জানার প্রয়োজন বোধ করল না। ধূসর ভাই সাথে থাকলে সে মাটির নিচে যেতেও রাজি। বাইক থামল হঠাৎ। পিউ চোখ তুলে পাশ ফিরল। আইসক্রিম পার্লারের

সাইনবোর্ড দেখে অবাক হলো। ধূসর বলল,
" নাম."
এককথায় নেমে গেল সে। ধূসর নেমে বাইক স্যান্ড দিয়ে দাঁড় করে। কালকের মতোই তার হাত ধরে বলে,
" আয়।"
ভেতরে এসে চেয়ার টেনে দিয়ে বলে " বোস।"

পিউ বসল। ধূসর বসল তার সম্মুখে। পিউ আশপাশ দেখে বলল, ” এখানে কেন এসেছি ধূসর ভাই?”ধূসর উত্তর করল না। বরং উঠে গেল। আরেকবার অপমানিত হয়ে মুখ ছোট করল পিউ। মিনিট খানেকের মাথায় ধূসর ফিরে আসে,চেয়ারে বসে। পিউ আর প্রশ্ন করল না। চুপচাপ থাকল। কথা খরচ করে লাভ নেই। ধূসরভাই

তাকে দুই আনা দাম ও দেয়না যেখানে।
কিন্তু অধৈর্য পিউ টিকে থাকতে পারছেনা। ধূসর এখানে এনেছে ভালো কথা। তার সাথে একটা কথাও না বলে ফোন টি*পছে কেন? কোন ধরনের ভদ্রতা এটা? পিউ হাজারবার চেষ্টা করল কথাটা বলতে। পারল না বিধায় গি*লে ফেলে বসে থাকল। কিছুক্ষন পর

তার সামনে একটা বড় কাচের বাটি ভর্তি আইসক্রিম দিয়ে যায় একজন ওয়েটার। তাও চকলেট ফ্লেভার। পিউ তাজ্জব হয়ে ধূসরের দিকে তাকায়। ধূসর তাকেই দেখছিল। সে তাকাতেই ভ্রূঁ উঁচিয়ে বলল

" কী? আজ কত আইসস্ক্রিম খেতে পারিস দেখব। প্রয়োজনে গোটা পার্লারের আইসক্রিম তোর।"

পিউ স্তব্ধ। আস্তে আস্তে হাত দুটো টেবিলের নিচে নামিয়ে একটা দিয়ে আরেকটার পিঠে স্বজোরে চিমটি কা*টল। ব্যা*থা পেলেও টু শব্দ করল না। ধূসরের সামনে থাকায় হজম করল। ধূসর চোখ ইশারা করে বলল,” খা।”

” আপনি কী করে জানলেন আমার চকলেট ফ্লেভার পছন্দ?”

ধূসর কপাল গোঁটায়,

” পছন্দ না কি? আমি কী করে জানব? আমিতো এমনি দিতে বলেছি।”

পিউ মাথা নুইইয়ে মুচকি হাসে। আজ আর রা*গ হয়না, উলটে আদুরে ভালোলাগায় বক্ষ শীতল হয়। তার স্বপ্ন সত্যিই ফলল ভেবে লাল হয় গালদুটো। ধূসরের ফোন এলো। সে খেতে বলে বাইরে গেল কথা বলতে। পিউ ভুলে গেল

শপথের কথা। চামচে আইসক্রিম তুলে মুখে পুরলো। পরপর চুমু খেল সেটার গায়ে। লাজুক হেসে বলল, " এই চুমুটা আপনাকে দিলাম ধূসর ভাই।"বাড়ির গাড়ি আইসক্রিম পার্লারের সামনে ডেকেছে ধূসর। পিউয়ের সাথে আর আসেনি। গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েই চলে গেছে বাইক সমেত । পিউ এতেই খুশি। এতটুকুও যে হবে আদৌ ভেবেছিল

কখনও? সে স্ফূর্ত মন নিয়ে বাড়ি আসে। ফ্রেশ হয়ে খাবার খায়। এরপর ক্লান্ত পিউ বিছানায় শোয়। ঘোষনা করে আজকের দিন তার জীবনের সব থেকে শ্রেষ্ঠ দিন । ধূসর না চাইতেও যতটুকু দিয়েছে এতটুকু নিয়েই আরো তিন বছর অপেক্ষা করা যাবে ওর জন্যে।

পিউ চোখ বুজল।আপাতত দুঘন্টার জন্যে জব্বর একটা ঘুম দেবে।

নাহলে রাতে পড়তে পারবেনা। টেবিলে বসলেই ঢলে পরবে ঘুমে। বেলকোনি ঘেঁষে যাওয়া রাস্তায় একটা সি-এন-জি গ্যারেজ আছে । কিছুক্ষন পরপর শব্দ করে করে একেকটা সি- এন -জি আসছে,আর থামছে। অন্যদিন এত আওয়াজ হয়না। পিউ চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না। তারপর বি*কট শব্দে একটা বাস যখন হর্ন বাজাল কলিজা

উড়ে গেল তার। লা*ফিয়ে উঠে বসল। জানলা বন্ধ,তাও শব্দ আসছে।

পিউ বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়।

জবা বেগম বারান্দা থেকে শুকনো কাপড় এনে ভাঁজ করছিলেন। পিউ রুমে ঢুকেই বলল,

" ও সেজো মা, তোমার ঘরে একটু ঘুমাই?"

জবা বেগম অবাক চোখে তাকালেন।
পিউ মনস্তাপ নিয়ে বলল,
” আমার রুম থেকে গাড়ির এত শব্দ আসছে! ঘুমোনোই যাচ্ছেনা। একমাত্র তোমার রুমটাই রাস্তার পাশে নয়। নিরিবিলি।”” ওমা,ঘুমাবি তো ঘুমা না। এভাবে সাফাই দেয়ার কী আছে বোঁকা মেয়ে!
দাঁড়া বিছানাটা ঝেড়ে দেই। রাদিফ এত এলোমেলো করে না।”

পিউ হাই তুলে বলল ” ওসব লাগবেনা। আমার ঘুমে চোখ ভে*ঙে আসছে।”
বলতে বলতে এসেই শুয়ে পরল সে। জবা বেগম একে একে সব কাপড় ভাজ করে আলমারিতে ঢোকালেন। এরপর আলো নিভিয়ে দরজা চা*পিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পিউ যখন সুগভীর নিদ্রায় টেবিলের ওপর থেকে জবা বেগমের ফোন বাজল। রিংটোনের শব্দে ঘুম ছুটল তার। উঠে বসল। ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। আর ঘুমোবেনা, চা খেয়ে পড়তে বসবে। ওদিকে ফোন বাজছে। পিউ স্ক্রিনে উঁকি দিলো। সাদিফের বাবার ফোন দেখে চট করে দরজা অবধি গিয়ে হাঁক ছুড়ল,

” সেজো মা, সেজো চাচ্চু কল করেছেন।”জবা বেগম মিনিটের মাথায় ছুটে এলেন। আজমল ইদানীং কাজে ভীষণ ব্যস্ত। দিনে কথা বলার ফুরসত পাননা বলে কথাও হয়না। যা হয় এই সময়টায়। বাসায় ফিরতে ফিরতে গাড়িতে বসেই স্ত্রীকে ফোন করেন। পথে যেতে যেতে খোশগল্প জমান। জবা বেগমের এতেই চলছে। তিনি ব্যস্ত পায়ে রুমে

ঢুকলেন। বিছানা খালি দেখে বুঝলেন পিউ চলে গেছে। ফোন তখনও বাজছে। যতক্ষন না ধরবেন আজমল সাহেব করতেই থাকবেন। ক্লান্ত হবেন না। জবা বেগম ঝটপট ফোন তুললেন কানে। ঘন শ্বাস টেনে বললেন

" হ্যালো!"

" হাঁ*পাচ্ছো কেন? নীচে ছিলে?"

” হ্যাঁ, তুমি ফোন করলে বলে দৌড়ে এলাম।”

ওপাশ থেকে আজমল হেসে উঠলেন।

” বাবাহ! বিয়ের এত বছর হলো,অথচ আমার বউয়ের এখনও কী টান আমার প্রতি।”

জবা বেগম হাসলেন।

সোজাসুজি শুধালেন,

” কবে ফিরবে,কিছু ঠিক করেছো?”

" এইতো,ঈদের এক সপ্তাহ আগে।"

" একটু তাড়াতাড়ি আসা যায়না এবার?"

আজমল ভ্রূঁ গোঁটান" কেন? কিছু হয়েছে?"

" একটা কথা বলতে চাইছিলাম গতকাল থেকে। তুমি এত ব্যস্ত বিধায়..."

" এখন তো ফ্রি আছি। বলে ফেলো...."

জবা বেগম বললেন,
" একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সাদিফের ব্যাপারে। "
" তাই? কী সিদ্ধান্ত? "
জবা বেগম সময় নিয়ে বললেন,
" তুমি রা*গ করবে না তো?"
আজমল সাহেব অনতিবিলম্বে জবাব দিলেন,
" কী যে বলোনা! চাকরি করি আজ বিশ বছরের ওপরে। বাড়িতে

থেকেছিই বা কতক্ষন। আমার অবর্তমানে সব একা হাতে সামলেছ। সব থেকে বড় কথা তুমি আমার স্ত্রী,সাদিফ তোমারও সন্তান। ওর ব্যাপারে যে কোনও সিদ্ধান্ত তুমি নিতেই পারো। আমি রা*গ করব কেন?”

স্বামীর কথায় জবা বেগমের বুক জুড়িয়ে আসে। তৃপ্ততায় চোখ ভরে

ওঠে আনন্দে। নিভু কণ্ঠে বলেন,” না আসলে...”
আজমল অভয় দিলেন,
” তুমি নির্দ্বিধায় বলো জবা! ”
জবা বেগম সময় নিয়ে বললেন,
” আমার না সাদিফের জন্যে পুষ্পটাকে ভারী পছন্দ হয়েছে। ওদের মধ্যে মিলও খুব। চার হাত এক করে দিলে কেমন হয়? পুষ্প আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরেই

থাকল,আর সাদিফটারও একটা সুযোগ্য স্ত্রী হলো।”

আজমল সাহেব চুপ করে রইলেন। জবা বেগম ঘাব*ড়ে গেলেন। ভ*য়ে ভ*য়ে বললেন,

” রা*গ করেছ তাইনা?”

হঠাৎই হো হো করে হেসে ওঠেন আজমল। পরপর প্রফুল্ল চিত্তে বললেন,

” এতো আনন্দের সংবাদ গিন্নী! তুমিতো সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। আমার ভাইজানের মেয়ে আমার পূত্রবধূ হবে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে?”

” তুমি খুশি হয়েছো?”” নিশ্চয়ই। খুশি হওয়ার মতোই তো খবর তাইনা?”

জবা বেগম বুকে হাত দিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিলেন। পরপর আনন্দিত হয়ে বললেন,

" তাহলে তুমি বাড়ি ফেরো। তারপর ভাইজানের সাথে কথা তুলব এ নিয়ে। কেমন? "

" ঠিক আছে,ঠিক আছে।"

কথাবার্তা শেষ করে জবা বেগম বেরিয়ে গেলেন। তৎক্ষনাৎ ওয়াশরুমের দরজা খুলল পিউ।

উচ্ছ্বল পায়ে ঘর ছাড়ল। তার বুক কাঁ*পছে খুশিতে। এতক্ষন জবা বেগমের সব কথা শুনেছে। সাদিফ ভাইয়ের সাথে আপুর বিয়ে হবে,কথাখানা ভাবতেই তার নাঁচতে মন চাইছে। ইচ্ছে করছে এই সুন্দর সিদ্ধান্তের জন্যে সেজো মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে। পিউ লা*ফাতে লা*ফাতে ঘর থেকে বের হতেই

সামনে পরল সাদিফ। অফিস থেকে ফিরেছে কেবল। পিউকে দেখেই বলল,” কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলি? ডাকছিলাম না... পানি নিয়ে আয়।”

পিউ মিটিমিটি হাসল। সাদিফ,পুষ্পর বর হওয়া মানে সে তার দুলাভাই। এটা ভেবেই হাসি পাচ্ছে। অহেতুক হাসতে দেখে সাদিফের চেহারা

বেঁকে আসে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পিউ গান ধরল,

" সুন্দরী বউ আর সুন্দরী শালি,
খুশিতে দুলাভাই মা*রো হাতে তালি।"

ভড়কে গেল সে। দু লাইন গেয়েই পিউ ছটফ*টে পায়ে সিড়ি বেয়ে নেমে গেল। আর মাথামুণ্ডু না বুঝে ব্যাক্কল বনে দাঁড়িয়ে রইল সাদিফ। ব্যাগ থেকে খুচরো টাকা বের করে

বাদামওয়ালাকে দিলো পুষ্প। পুরনো নিউজপেপারে মোড়ানো বাদাম গুলো হাতে বয়ে বেঞ্চে বসল। কাধব্যাগটা রেখে দিলো পাশে। একটা একটা করে বাদাম ছিলে ছু*ড়ে ছু*ড়ে মুখে ভরল। ছোট খাটো পার্কের এই জায়গাটা সবচেয়ে নিরিবিলি। মানুষ জন কম আসে। ইকবালের সাথে দেখা করার জন্যে পুষ্পর কাছে এটাই শ্রেষ্ঠ স্থান । পাক্কা আড়াই

বছর চুটিয়ে প্রেম করল,অথচ ধূসরের কানে পৌঁছাল না। এটাও তারই একটা কারন। ইকবাল আর সে যথেষ্ট সচেতন। কারো সন্দেহ হোক,এমন কাজ এখন পর্যন্ত করেনি। এমনকি বাড়ির মানুষ কারো সামনে পুষ্প, ইকবালের দিক তাকায় অবধি না। পাছে কেউ ধরে ফেলে! তবে সেদিন দূর্ঘটনা বশত ইকবাল কে দেখতে গিয়ে পিউটা

দেখে ফেলেছে। ভাগ্যিশ ওটা একটা হাঁদারাম। নাহলে বুঝে ফেলত নির্ঘাত। কী হতো তাহলে?ভাবতেই পুষ্পর হেচকি উঠে যায় । ব্যাগে পানিও আনেনি। পুষ্প হেচকি তুলতে তুলতে আশেপাশে তাকাল। এতক্ষন চোখের সামনে ঘুরঘুর করা পানিওয়ালা একটাও নেই এখন। ঠিক সেই সময় মুখের সামনে টলটলে জল ভর্তি পানির বোতল

ধরে কেউ একজন। চট করে আগন্তুকের দিকে ফিরল সে। ইকবাল মুচকি হাসল, সাথে বলল,

" নাও?"

পুষ্প হেসে পানির বোতল হাতে নেয়। ছিপি আগেভাগেই ঢিলে করে রেখেছে ইকবাল। পানি খাওয়ার সময়টায় সে ঘুরে এসে পাশে বসল। বলল,

” অনেকক্ষন বসিয়ে রেখেছি তাইনা?”

পুষ্প ঠোঁটের চারপাশে লেগে থাকা জল মুছে তাকাল। মিষ্টি হেসে বলল,

” সমস্যা নেই।”

ইকবাল ভ্রু কোঁচকায়,

” তোমার কি আমার ওপর কখনওই রা*গ হয়না মাই লাভ ? ”

পুষ্প অবাক হয়ে বলল,

" ওমা, রাগ কেন হবে?"" হবেনা কেন? এই যে প্রতিটা দিন আমি তোমায় বসিয়ে রাখি,অপেক্ষা করাই,সময়মতো আসতে পারিনা... "

পুষ্প দুদিকে মাথা নেড়ে স্ফূর্ত কণ্ঠে জানাল,
" একদমই নয়। আপনি যে সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যেও আমায় রোজ সময় দিচ্ছেন,এটাই অনেক।

তাছাড়া,তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে আমার দারুন লাগে। কখন তুমি আসবে সেই আশায় পথ চেয়ে থাকার মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি আছে ইকবাল। ও তুমি বুঝবেনা।”

ইকবাল মুগ্ধতায় এবারেও হাসল। উৎফুল্ল চিত্তের ছেলেটির ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে সবসময়। আরেকটু কাছে এগিয়ে বলল,” নিশ্চয়ই

কোনও ভালো কাজ করেছিলাম। তাই জন্যে তোমাকে পেয়েছি আমার জীবনে। ”

পুষ্পর কোমল হাতের আঙুলে হাত বোলাল ইকবাল। ওমনি সে মুখ বেঁকিয়ে বলে,

” নাটওওক! কতদিন পেছনে ঘুরানোর পর পাত্তা দিয়েছো হ্যাঁ? মনে নেই সেসব?”

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়,

” কী করব বলো জানেমন! ভ*য় পাচ্ছিলাম,পাছে ধূসরের সাথে বন্ধুত্বটা যদি ন*ষ্ট হয়? ও যদি খা*রাপ ভাবে আমায়? ওরই ছোট বেলার বন্ধু হয়ে ওর বোনকে পটয়েছি,ফুসলাচ্ছি এসব ভাবে? তাইজন্যেইতো তোমার ভালোবাসা দেখেও না দেখার ভান করতে হয়েছিল। মনে মনে আমি কী তোমায় ভালোবাসিনি? সেই প্রথম

তোমায় দেখেই প্রেমে পড়েছিলাম। অথচ মনকে সংযত ও বা রাখতে পারলাম কই? তোমার এক সমুদ্র প্রেম আমাকেও ভাসিয়ে নিলো যে!”

পুষ্প ভ্রুঁ উচায়,” তাই? তা এখন যখন ভাইয়া জানবেন,তখন কী করবে শুনি? একদিন না একদিন কী আমরা পরিবারকে জানাব না?”

ইকবাল চি*ন্তিত কণ্ঠে বলল,

” সেটা ভাবলেই তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। তবে তুমি ভেবনা মাই লাভ, ধূসরকে আমি চিনি। ও যদি বুঝতে পারে আমি তোমাকে মন থেকে চাই,ও নিশ্চয়ই না করবেনা।”

পুষ্প থেমে থেমে বলল

” কিন্তু ইকবাল...., বাবা? সেত তোমাকে সহ্যই করতে পারেনা।”

ইকবাল মাছি তাড়ানোর মত হাত নেড়ে বলল,” আরে ওসব নিয়ে

চিন্তা নেই। একবার ধূসর জানুক,বাকী সবাইকে দেখবে ওই মানাবে,রাজি করাবে। আমার জিগরি দোস্ত না? বাই দ্যা ওয়ে,তুমি এত ভাবছো কেন? তুমি না প্রথম দিকে ভীষণ সাহসী ছিলে? বলেছিলে বাবাকে আমি বোঝাব এই সেই,এখন কী হলো?”

ইকবাল দৃষ্টি চো*খা করে ভ্রুঁ নাঁচাল। পুষ্প ওষ্ঠ উলটে বলল,

” তখন তো তোমার প্রেমে পাগল হয়ে গেছিলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে দিন যত যাচ্ছে,ভ*য় লাগছে। কী হবে, কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা।”” কী আবার করব? মন প্রান দিয়ে প্রেম করব,সারাদিন ঘুরব,পরেরটা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা,এখন বলো মাই লাভ ,কোথায় কোথায় যাবে আজ?”

পুষ্প একটু ভেবে বলল, " চলো রিক্সায় ঘুরি। অবশ্যই এমন কোনও এরিয়ায় ঘুরব,যেখানে ধূসর ভাইয়ের নেটওয়ার্ক কম। বুঝলে?"

ইকবাল মাথা দোলায়,

" বুঝলাম। তাহলে চলুন মহারানী!"

পুষ্প এদিক ওদিক দেখে বলল,

" কিন্তু আমার পালকি কোথায়? আপনি কী আমায় হাঁটিয়ে নেবেন মহারাজ?"

ইকবাল জ্বিভ কে*টে বলল,
” মাথা খারাপ? আপনাকে হাঁটিয়ে নেয়ার মত সাহস আমার আছে? এই যে,মহারাজের পিঠটাই আপনার পালকি রানি,আপনি এতে চড়ে যাবেন। ”
ইকবাল পিঠ পেতে দিলো। ওমনি দুম করে কি*ল বসাল পুষ্প। ইকবাল পিঠ চে*পে ব্য*থায় দুলে

ওঠে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখী কণ্ঠে বলে,

" এত জোরে মা*রলে?"

পুষ্প খিলখিল করে হেসে উঠল ওর মুখভঙ্গি দেখে। ইকবাল সব ভুলে চেয়ে থাকে। নিষ্পলক প্রনিধানে পরোখ করে মনকে জানায়,

" এই হাসির জন্যে সে জান লু*টিয়ে দিতেও প্রস্তুত।"পিউয়ের কান্ডকারখানা দেখে দেখে হয়*রান

হয়ে পরছে সাদিফ। গত পরশু থেকে মেয়েটা ওকে দেখলেই মিটিমিটি হাসছে, আর গাইছে উদ্ভট সব গান। এরকম গান বাপের জন্মে শোনেনি সে। এইত একটু আগেও শুনিয়ে গেল। আর সেই থেকে সাদিফ চেহারা গুঁটিয়ে দরজার দিক চেয়ে আছে। পিউয়ের মাথায় হঠাৎ কীসের ভূত চা*পলো কে জানে! তার ভাবনার মধ্যেই ঘরে ঢুকলেন

জবা বেগম। হাতে দুধ ভর্তি লম্বা কাঁচের গ্লাস। ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেলেন,” নে বাবা,গ*রম গর*ম খেয়ে ফেল দেখি।”

সাদিফ তাকাল। দ্বিরুক্তি না করে গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিল। তার মায়ের কাছে সে এখনও ছোট্ট বাচ্চা বিধায় রোজ রাতে এক গ্লাস দুধ দেবেন। নাহলে না কী গায়ে শক্তি হয়না। সাদিফ হাজার মোচ*ড়া-

মুচ*ড়ি করলেও লাভ নেই সেখানে। ইমোশোনাল ব্লাকমে*ইল করে হলেও জবা বেগম খাইয়াবেন,খাইয়েই ছাড়বেন। তাই আর সাদিফ আপত্তি করেনা। যেখানে লাভ নেই সেখানে কথা ন*ষ্ট করে এনার্জি খোয়া*নোর মত লোকসান সে করেনা।

জবা বেগম পাশে বসলেন। উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। সাদিফ গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল,” কিছু বলবে?”

জবা বেগম মাথা নেড়ে বললেন,

” না। কী বলব!”

” ওহ।”

জবা বেগম মন দিয়ে ছেলের দিক চেয়ে রইলেন। তার গায়ের রং শ্যামলা বলে কত কথাই না শুনেছেন জীবনে। এ বাড়ির বাকী

বউয়েরা যেখানে ফর্সা,সুন্দর সেখানে তিনি ছিলেন বড়ই বেনানান। যদিও আজমল বা এ বাড়ির কেউ বিন্দুমাত্র তাকে হেয় করে কথা বলেনি। উহু,কোনও দিন এরকম হয়েছে বলেও মনে পড়েনা। তবুও জবা বেগমের অবাক লাগে, তার মত কালো মানুষের কোল জুড়ে এমন সুন্দর একটা ছেলে এসেছে ভাবতেই। সাদিফের চেহারা,দৈহিক

গঠন,সব কিছু নির্দ্বিধায় তাকে সুদর্শন পুরুষের আখ্যান দিতে প্রস্তুত। জবা বেগমের বুক ফুলে আসে গর্বে, নিজেকে এমন চমৎকার দর্শনের ছেলের জননী ভাবতেই। ওদিকে পুষ্প? ওটাও কম সুন্দর? যেমন রুপ,তেমন গুন। ভদ্র,শান্ত। জবা বেগম মনে মনে এঁকে ফেললেন ওদের পাশাপাশি বসা একটা ছবি। ইশ! কী দারুন

মানিয়েছে দুটোকে! ভেবেই হেসে ফেললেন। সাদিফ ভ্রুঁ কোঁচকাল,” কী ব্যাপার? একা একা হাসছো কেন?”

খানিক থতমত খেলেন তিনি।

” না মানে একটা কথা ভাবছিলাম।”

” কী কথা? ”

জবা বেগম সময় নিয়ে বললেন,

” তোর বিয়ে নিয়ে।”

সাদিফ চকিতে তাকাল। নিশ্চিত হতে শুধাল ” কী?”

” হ্যাঁ। বড় হয়েছিস,বয়স হচ্ছে,বিয়ে দেবনা? আমরাও বা কতদিন বাঁচব,নাতি নাতনীর মুখ দেখব তো না কি?”

সাদিফ ঠোঁট ফু*লিয়ে শ্বাস ফেলে দুদিকে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল ” আনবিলিভ-এবল!”

আস্তে বললেও কানে গেল জবা বেগমের।
উদ্বেগ নিয়ে বললেন ‘ অবিশ্বাসের কী আছে এখানে? কথাটা গায়ে লাগালি না তাইনা?”
” মা! হঠাৎ কী হয়েছে বলোতো? আমার বিয়ে নিয়ে পরলে কেন? ভাইয়া আছে,সিরিয়ালে পুষ্প আছে এরপর আমি। অনেক দেরি এখনও। তাছাড়া সবে সবে চাকরি পেয়েছি

এখনই বিয়ে-টিয়ে করলে কনসেনট্রেশন ঘুরে যাবে।”” আরে এত দূর তোকে কে ভাবতে বলেছে? তুই মন দিয়ে কাজ করবি তো বাবা। কেউ বাঁ*ধা দেবেনা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটা কথা বলতে তো আপত্তি নেই, তোর কেমন মেয়ে পছন্দ এই বর্ননা টুকু শুধু দে, তাহলেই হবে।”

সাদিফ ল্যাপটপ বন্ধ করে তাকাল।

” কেন? ”

” জেনে রাখি। ছেলের পছন্দ জানতে পারিনা? আমি তো তোর বন্ধুর মতোই। তাহলে কী সমস্যা?”

সাদিফ ফোস করে নিঃশ্বাস ঝাড়ল। মুচকি হেসে বলল,

” আমার যেমন মেয়ে পছন্দ,সেরকম মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকে,আমাদের সবার চোখের সামনে। তোমার ক*ষ্ট করে খোঁজার

দরকার নেই,সময় হলে আমিই জানাব, ওকে?
এখন কাজ করতে দাও মা? কাল অফিসে আমার প্রেজেন্টেশন আছে।”
জবা বেগম আদুরে কণ্ঠে বললেন, ” ঠিক আছে বাবা, কাজ কর তবে।”
ফাঁকা এটো গ্লাস হাতে তুলে হাটা ধরলেন তিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুকে হাত দিয়ে স্বস্তির শ্বাস

টানলেন। যাক বাবা! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সাদিফটার তাহলে পুষ্পকেই পছন্দ। অবশ্য না হয়ে উপায় আছে? তার ছেলে বলে কথা। পুষ্পর মতো লক্ষীমন্ত মেয়েকে কেউ অপছন্দ করতে পারে? এবার শুধু আজমল আসুক,ভাইজানের কাছে কথা তুলতে বিলক্ষন দেরি করবেন না তিনি।মিনা বেগমের একমাত্র ভাই রাশিদ মজুমদার। আগামী সপ্তাহে

কন্যার বিয়ের তারিখ ধার্য্য করেছেন। ধুমধাম করে পাত্রপক্ষের হাতে তুলে দেবেন মেয়েকে। গতকাল রাতে ফোন করে সে খবর জানিয়েছেন বোনকে। আজ দুপুরে কার্ড পৌঁছে দিলেন বাড়ির দরজায়। যেখানে সিকদার বাড়ির প্রত্যেকের আগমন তার কাম্য। বহু বছর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মিনা বেগম প্রস্তবাখানা রাখতেই সকলে হৈহৈ

করে উঠল। পিউ একধাপ এগিয়ে চেঁ*চিয়ে জানাল,

” আমি যাব,আম্মু আমি যাব।”

পুষ্প ওর মাথায় চা*টি মেরে বলল,

” আমাদের কাজিনের বিয়ে,আমরা যাবনা? গর্দভ!”

পিউ মাথা ডলতে ডলতে বোনের দিকে তাকায়। পরপর মনস্তা*প নিয়ে বলে,

” কিন্তু কী পরে যাব? আমার তো কোনও ভালো জামা নেই আপু।”

কথাটুকু শেষ করা মাত্রই মিনা বেগম খেঁকিয়ে বললেন,

” তাহলে আলমারি ভর্তি জামাকাপড় গুলো নিয়ে আয়,আ*গুন লাগিয়ে পু*ড়িয়ে ফেলি। প্রতিমাসে দু বোন মিলে অনলাইন দেখে যে অর্ডার করিস? সেসব?

পিউ নিচু আওয়াজে বলল,” সেসব পরে তো ছবি তুলে ফেলেছি আম্মু।” তিনি মাথায় হাত দিলেন মেয়ের কথায়। এখন কী প্রতিটা ছবির জন্যে আলাদা আলাদা জামাকাপড় লাগবে এই মেয়ের? আফতাব সিকদার ওর হয়ে সাফায় গেয়ে বললেন,

” আরে ভাবি,এখনই তো ওদের বয়স,এসব করার। আপনিই বা

এমন কেন করছেন বলুন দেখি। থাক পিউ মামুনি,এই বিয়ে উপলক্ষে তোমাকে একটা সুন্দর জামা কিনে দেব আমি। কেমন? ”

পিউ ঝলমলিয়ে ওঠে।

” আর আমি? আমাকে বুঝি দেবেনা?”

পুষ্পর বাচ্চামো কণ্ঠে আফতাব সিকদার হাসলেন। বললেন ” নিশ্চয়ই দেব। আমার মায়েদের না

দিলে হবে না কী!”দুবোন গিয়েই দুপাশ থেকে গলা জড়িয়ে ধরল আফতাবের।

পিউ তো ঝুলতে ঝুলতে বলল ” চাচ্চু তুমি কত্ত ভালো!”

” হয়েছে হয়েছে। এবার সর তো তোরা,আগে আলোচানা খানা শেষ করতে দে।”

মায়ের কথায় দুবোন সরে আসে। বসে পরে আগের জায়গায়।

মিনিটের মাথায় ওপর থেকে নামল সাদিফ। বসে গেল পিউয়ের পাশ ঘেঁষে । টি-টেবিলের ওপর থেকে চানাচুরের বাটি হাতে তুলল। চিবোতে চিবোতে বলল

" কী চলছে রে এখানে?"

" বর্ষা আপুর বিয়ে। সেই আলোচনা।"

সাদিফ ঠোঁট গোল করে বলল " ও।"

মিনা বেগম ওকে দেখতেই ব্যস্ত কণ্ঠে শুধালেন,” হ্যাঁ রে সাদিফ,তুই যেতে পারবি তো বাবা?”

সাদিফ একবার পিউকে দেখে নেয় আড়চোখে। ক্ষনশ্বর ভেবে জবাব দেয়,

” হ্যাঁ। তিনদিনের মত ম্যানেজ করা যাবে। ”

” যাক! তাহলে তো ভালোই। এই হচ্ছে আমাদের ছেলে,কোনও বাহানা নেই কিচ্ছু না। ”

রুবায়দা বেগমের কথায় সাদিফ মুচকি হাসল। পুষ্প বলল,

” সবাই গেলে কত্ত ভালো হবে তাইনা ভাইয়া?”

সাদিফ মাথা দুলিয়ে ‘হ্যাঁ’ বোঝায়। হঠাৎ পিউয়ের দিক চোখ পড়তেই

দেখল সে আবার মিটিমিটি হাসছে। সাদিফ ওমনি সতর্ক করল,
” খব*রদার উল্টাপাল্টা গান গাবিনা।”
পিউ ফিঁক করে হেসে বলল,” না না, সবার সামনে কী এসব গান গাওয়া যায়? এগুলো আপনাকে আলাদা শোনাব।”
আলোচনা সভায় ধূসর ব্যাতীত বাকীরা উপস্থিত। আমজাদ সিকদার

সিঙ্গেল সোফাটায় বসে এতক্ষন স্ত্রীর সব কথা শুনছিলেন। তিনি বিরতি নিতেই ঘোষণা দিলেন,

" বেশ তো,যাও তোমরা। বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে এসো।"

মিনা বেগম জ্ব*লন্ত শি*খার ন্যায় ফুলকে বললেন,

" তোমরা যাও মানে? আর আপনি, আপনি যাবেন না?"

আমজাদ সাহেব বললেন,

” আমার সময় হবেনা।”

আফতাব বললেন ” ভাইজান না গেলে আমিও যাবনা ভাবি।”পাশ থেকে আনিস ও মিনমিনিয়ে জানিয়ে দিলেন একই কথা। ব্যাস! যা ভেবেছিল তাই হচ্ছে। মিনা বেগমের মাথা গ*রম হয়ে গেল। ক্ষে*পে বললেন,

” বাহ বাহ, কাউকে যেতে হবেনা। আমার বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গ

এলেই তোমাদের ভাইয়ের কাহীনি-সংলাপ শুরু হয়। নিজেও যাবেন না ইনিয়েবিনিয়ে আমাকেও যেতে দেবেন না। সব চালাকি বুঝি আমি। বয়স হলে কী হবে,শয়*তানি কী আর কমে?”

বলতে বলতে কেঁ*দে ফেললেন মিনা বেগম। পিউ -পুষ্প মাথায় হাত দিয়ে হাটুর ওপর ঝুঁকে গেল। বিয়েতে যাবে সব এক্সাইটমেন্টের দফারফা

দেখে হতাশ তারা। আমজাদ সিকদার বললেন,
” আহা আমি তো তোমাকে যেতেই বললাম। তাও কাঁদ*ছো কেন? আমি কি একবারও বলেছি যে তুমি যেওনা? এই রুবি,জবা তোমরাই বলো বলেছি?”
তারা দুজন পরলেন মহা বি*পদে। কার পক্ষে কী বলবেন কেউই বুঝে উঠলেন না। শেষে সুমনা বেগম

আস্তেধীরে বললেন,” আপা কত বছর বাপের বাড়ি যাননি ভাইজান। আপনারা না গেলে উনি কী করে যাবেন? আমরাই বা কেমন করে যাই? পরিবারের সবাই মিলে যাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ,সে কী আর এভাবে ভাগ ভাগ হয়ে গেলে পাব বলুন?”

রুবায়দা বেগম ও তাল মেলালেন,

" হ্যাঁ, সেইত ভাইজান। ছোট তো ঠিক কথাই বলল। সবাই গেলে অন্যরকম আনন্দ তাইনা?"

" আমি সবই বুঝি। কিন্তু আমার কিচ্ছু করার আছে বলোতো? যাওয়ার ইচ্ছে আমার নিজেরও রয়েছে। কিন্তু, ধূসর টা সবে সবে ব্যাবসায় হাত দিলো। ছেলেমানুষ ও। এখনও কত কাজ ওকে বুঝিয়ে দেয়া বাকী। বিয়ে মানে একটা গোটা

সপ্তাহের ব্যাপার। ওকে একা ফেলে যাই কী করে?”

পিউ চট করে মাথা তুলল। মিনা বেগম কপাল গুছিয়ে বললেন,

“তার মানে? ধূসর একা থাকবে কেন,ওতো যাবে আমাদের সাথে।”

আফতাব সিকদার দুটো ভ্রুঁই উচিয়ে বললেন,” কী বললেন ভাবি? কে আপনাদের সাথে যাবে? ধূসর? এই আপনি ওকে চিনলেন? লিখে রাখুন

সে নবাবসাহেব ঘটনা শোনা মাত্র বলবেন ” আমি যাব না বড় মা। তোমরা যাও। ”

আফতাব হুবহু ছেলেকে অনুকরন করে শেষটুক বলাতে জবা বেগম, সুমনা বেগম, পুষ্প ঠোঁট চে*পে হাসি আটকাল। মিনা বেগম তীব্র বিশ্বাস ঝুলিয়ে বললেন,

” কখনও না। আমি বললে ও ঠিক যাবে দেখো।”

” তাহলে তুমিই বলে দেখো। ও গেলে আমাদের ও সুবিধে। তবে মনে হয়না পারবে। কারন ছেলে যা ঘাড়ত্যারা হয়েছে,রাজি হলে হয়।”

” ঠিক আছে। আসতে দিন ওকে।”পিউ চি*ন্তায় পরে গেল। তার উত্তেজনা, উদ্ভাসনা সব মাটি। ধূসর ভাই না গেলে ও কী গিয়ে করবে কী? যে মানুষটার জন্যে গত তিন বিছর যাবত বাড়ি ছেড়ে

নড়েনি। একটা দিন অবধি নানাবাড়ি গিয়েও কা*টায়নি, সেখানে চারটে দিন ওখানে কীভাবে টিকবে? থাকবে কী করে? হাউ?

ভাগ্যবশত ধূসর তখনি ঢুকল বাড়িতে। বাইকের চাবি আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চৌকাঠ পেরোলো কেবল। বসার ঘরে সবাইকে দেখে চাবি পকেটে ঢোকাল। এগিয়ে এল। রুবায়দা বেগম ছেলেকে দেখেই

খাবার টেবিলের দিক গেলেন। পিউ ছুটে পেছন পেছন গেল। রুবায়দা বেগম গ্লাসে জল ভরে ফিরতে না ফিরতেই আবদার করল,

” আমি নিয়ে যাই মেজো মা?”

মানা করলেন না তিনি। বিনাবাক্যে গ্লাস ওর হাতে দিলেন। পিউ দ্রুত রওনা করল বসার ঘরের দিকে। ধূসর আসতেই পুষ্প উঠে জায়গা দিলো বসার। বসল সে। পিউ

তক্ষুনি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে মিহি কণ্ঠে বলল,
" নিন,আপনার জন্যে পানি এনেছি।"ধূসর তাকায়। একি সময় চাইল সাদিফও। ধূসরের চাউনী সাবলিল হলেও তার চাউনি অদ্ভূত। পিউতো ওকে পানি দিতে গেলে গড়িমসি করে,ভাইয়ার বেলায় এত তৎপর?

ধূসর তার ভরাট কণ্ঠে জানাল ” লাগবে না।”

পিউয়ের মুখ কালো হলো পুনরায়। স্বাধ করে পানি আনল আর এইভাবে মানা করলেন? ফিরে যেতে গেলেই ধূসর ডেকে ওঠে। পিউ ঘুরে তাকালে দুই বাক্যে বলে,

” দিয়ে যা।”পিউ খুশি হয়ে যায়। হাসি হাসি চেহারা ফেরত আসে। গ্লাস হাতে দেয় ধূসরের। সে এক

চুমুকে পুরোটা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখে। এতক্ষন বাকী সকল সদস্য নিরব রইলেও মিনা বেগম ক্রমশ চোখ ইশারা করছিলেন স্বামীকে। যার অর্থ, ‘ধূসরকে কথা টা বলো।’ আমজাদ সিকদার বির*ক্তির শ্বাস নিলেন। যেখানে বলে লাভ নেই তাহলে অযথা প্রসঙ্গ তোলার মানে কী? কিন্তু স্ত্রীর মন রক্ষার্থে, আর বাড়িতে তার শান্তির

খাতিরে এটুকু করা উচিত। নাহলে এই মহিলা আবার কেঁ*দেকে*টে জলের পুকুর বসাবেন। ধূসরের জলপান শেষ হওয়া মাত্রই আমজাদ সিকদার গলা খাকাড়ি দিয়ে সবার মনোযোগ ঘোরালেন। সরাসরি ওকেই প্রশ্ন করলেন,

" বর্ষার কথা মনে আছে তোমার ধূসর?"

ধূসর ভাবতে গেলেই পিউ আগ বাড়িয়ে জবাব দেয়, ” আমার মামাতো বোন ধূসর ভাই। মনে নেই আপনার? শেষ যেবার এলো,নাঁচতে গিয়ে মেঝেতে আ*ছাড় খেয়ে পরে গেছিল?”

কথার মাঝে মেয়ের বাম হাত ঢোকানোয় বিদ্বিষ্ট হলেন আমজাদ। তবুও বললেন না কিছু। অথচ

মিনা বেগম সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাঁ*কিয়ে বললেন” তুই বড়দের মধ্যে কথা বলছিস কেন? ”

পিউ চুপসে যায়। পুষ্প কানে কানে ফিসফিস করে বলে

” তুই যে কবে মানুষ হবি!”

পিউ দম ফেলে। আসলেই,সে কবে মানুষ হবে? কবে একটু বুদ্ধি হবে ওর?

ধূসর জানাল ” হ্যাঁ মনে আছে। হঠাৎ এই কথা? ”

মিনা বেগম ধৈর্যহীন কণ্ঠে বললেন, ” আমি বলছি। হয়েছে কী,আগামী শুক্রবার ওর বিয়ে। পুষ্পর মামা আমাদের পুরো পরিবার সমেত দাওয়াত দিয়েছেন। বারবার করে বলেছেন আমরা যেন সবাই যাই।”

” ভালো খবর। যাও তোমরা,ঘুরে এসো।”

মিনা বেগম হতভম্ব হয়ে আফতাবের দিক তাকালেন। তার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। একদম কথাখানা কাটায় কাটায় ফলে গেল যে!রুবায়দা বেগম বললেন " তুই যাবি না?"

ধূসর এক বাক্যে বলে দিল " না।"

ব্যাস! সবার সমস্ত আয়োজন ফুস করে উড়ে গেল। পিউয়ের আনন্দ নেতিয়ে পরল লতার ন্যায়। মিনা বেগম বড় আহ্লাদী স্বরে শুধালেন,

” কেন রে ধূসর? কেন যাবিনা বাবা? না যাওয়ার কারন টা কী? ”

” তুমিতো জানো বড় মা,আমার এসব,প্রোগ্রামে ইরিটেশন হয়। ”

মিনা বেগম কেঁ*দে ফেললেন আবারও।

” তাতো হবেই। আমি তো কেউ নই,আমার বেলায় সবার কত শত ঝা*মেলা হবে। কাউকে যেতে হবেনা। কোনও বিয়ে বাড়ি যাবনা।

ঘরে খিল দিয়ে বসব আমি,খবরদার কেউ আমার দরজায় টোকাও ফেলবেনা বলে দিলাম।”

সবাই উদ্যত হলেন তাকে বোঝাতে। তিনি চাইলেন না শুনতে। নাকে আঁচল ধরে সিড়ির দিকে এগোবেন তখনি ধূসর প্রশ্ন করে,” তুমি চাও আমি বিয়েতে যাই?”

মিনা বেগম দাঁড়ালেন। ভেজা গলায় বললেন ” হ্যাঁ, চাইতো।”

ধূসর ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল ” বেশ,যাব।”

প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুঁটলেও পিউয়ের চেহারা জ্বলে ওঠে। অত্যুজ্জল তারার ন্যায় আলো ছড়ায়। মিনা বেগম চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন। খুশি খুশি কণ্ঠে বললেন ” সত্যি তুই যাবি? আমি জানতাম আমার ধূসর আমার কথা

ফেলবেনা। কী মেজো ভাই দেখলে তো?”

আফতাব সিকদার একটু চুপ থেকে বললেন,” হ্যাঁ তাইতো দেখছি। ”

মিনা বেগম অতি আনন্দে লতিয়ে পরবেন,ঠিক তখনি ধূসর জানাল,

” কিন্তু,আমি তোমাদের সাথে যাব না। একেবারে বিয়ের দিন গিয়ে বিয়ে এ্যাটেন্ড করে চলে আসব।”

পিউয়ের আনন্দিত মুখমণ্ডল ঠুস করে ফেঁ*টে যায়। হাসিটাও শেষ। মিনা বেগম তব্দা খেয়ে বললেন,
" এ্যা?"ধূসর উঠে দাড়াল, বলল " হ্যাঁ। তুমি কাঁ*দছিলে তাই যাব,এর বেশি আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়। "
বলে দিয়েই সে রুমের দিক হাঁটা ধরে। আফতাব সিকদার তার প্রস্থান দেখে দেখে বিরক্তি নিয়ে মাথা

নাড়লেন। পুরোনো প্রশ্নটা রয়েই গেল ‘ এই ছেলে কার? ‘

ধূসর যখন বলেছে যাবে না,তখন সে যাবেওনা। পিউ হাঁসফাঁ*শ করছে। ধূসরকে রেখে ওখানে চার চারটে দিন তার কাছে চারশ বছরের সমান। কী করে থাকবে? পিউ ঘরময় পায়চারি করেও উপায় পেলোনা ধূসর কে রাজি করানোর। যেখানে তার মায়ের কা*ন্নাকা*টি

দেখেও পাষ*ন্ডটার মন গলেনি সেখানে সেতো দুধভাত।

পিউ হাত কঁচলে কঁচলে হাটছে। মাথার মধ্যে উদ্ভভ হচ্ছেনা কোনও বুদ্ধি। শেষ মেষ ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে পুষ্পর অবস্থাও বেগ*তিক। ইকবাল যখন থেকে জেনেছে সে তার মামা বাড়ি যাবে, সেই মুহুর্তে শুরু হয় তার হাজারখানেক

নিষেধা*জ্ঞা। বিয়ে বাড়িয়ে কত ছেলেপেলে থাকবে, এই করবেনা, সেই করবেনা, বেশি সাজবেনা। শুনতে শুনতে পুষ্পর মেজাজ বিগ*ড়ে গেল। প্রত্যেকবার কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই ইকবাল এমন করবে। পুষ্প রে*গেমেগে বলল,
" আমার যা মন চায় তাই করব। রাখোতো ফোন।"

সংসারে আ*গুন লাগিয়ে পুষ্প লাইন কা*টল। পরপর সেটাকে ছু*ড়ে ফেলল বিছানার ওপর। নিজেও ধপ করে বসে পরল পাশে। এই পুরুষজাতি মেয়েদের একটুও বিশ্বাস করেনা। আরে বাবা যেখানে তার হৃদয় জুড়ে মানুষটার বসবাস,সেখানে এসব শিখিয়ে দিতে হয়? সেতো এমনিতেও কোনও ছেলের সাথে কথা বলেনা। অসহ্য!

পরেরদিন সকালবেলা ধূসর অফিসের জন্যে তৈরি হয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়। সিড়ির গোড়ায় আসতেই দেখে পিউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ফোনে। ধূসর ভ্রুঁ বাঁকাল। এই সাত সকালে কার সঙ্গে কথা বলছে ও?

ধূসর পাশ কা*টিয়ে চলে যাবে ভাবল। হঠাৎ পিউয়ের কিছু কথা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল। পিউ

দেয়াল খুঁটছে হাত দিয়ে। অন্য হাতে ফোন। ওপাশের কাউকে হেসে হেসে বলছে,” আরে তুইতো জানিস না,বর্ষা আপুর খালাতো ভাই আছে একটা, ‘রোহান’ নাম। যা সুন্দর দেখতে! এত্ত হ্যান্ডসাম,ড্যাশিং উফ! দেখলেই মনে হয় চেয়ে থাকি। সেই কবে দেখেছিলাম! এবার আপুর বিয়ে উপলক্ষে উনিও আসবেনা শুনলাম। আমার তো সেটা ভেবেই

খুব আনন্দ লাগছে। এই কয়টা দিন চুটিয়ে এঞ্জয় করব।”

মুহুর্তমধ্যে ধূসরের চিবুক শ*ক্ত হয়। পিউ বলতে বলতে পেছন ঘুরল। একদম সম্মুখে ধূসরকে দেখেই চমকে গেল। ধূসরের দাঁত ফুটছে কট*মট করে। শ*ক্ত চাউনী তার দিকেই নিবদ্ধ। পিউ ভ*য় পায়। আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে থাকে।

ঠিক তখনি ধূসর ধমকে ওঠে,

” সর সামনে থেকে,বেয়া*দব।”
পিউ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। চটজলদি সরে দাঁড়াল। ধূসর গটগট করে সিঁড়ি ভে*ঙে নেমে যায়। পিউ চেয়ে থাকে। ধূসর সোজা নিচে এসেই উঁচু কণ্ঠে ডাকল,” বড় মা!”
মিনা বেগম রান্নাঘরে ছিলেন। ডাক শুনে ব্যস্ত পায়ে সামনে এলেন ওর।
” হ্যাঁ রে,কিছু লাগবে বাবা?”

পিছু পছু রুবায়দা বেগমও এসেছেন। ধূসর তাদের দুজনকে একবার দেখে বলল,

” তোমরা কবে যাচ্ছো?”

” কোথায়? আমাদের বাড়িতে?”

” হ্যাঁ। ”

” এইত, কাল।”

” আমিও যাব।”

দুজন অবাক হয়ে একে অপরকে দেখলেন। রুবায়দা বেগম কৌতুহল নিয়ে বললেন,

” কাল যে বললি...”

” এখন বলছি,আমিও যাব। সমস্যা আছে তোমাদের?”মিনা বেগম ত্রস্ত দুপাশে মাথা নাড়েন।

” না না কোনও সমস্যা নেই। আমিতো চাইছিলামই, তুই যাস।

ধূসর আরেকবার ওপরের দিক তাকায়। গুঁটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে পিউ। এদিকেই দেখছে। চোখ ফিরিয়ে পল্লব বুজে শ্বাস ফেলল সে। পরপর

হনহনে কদমে বাড়ি ছাড়ল। রুবায়দা বেগম বিড়বিড় করে বললেন ” এই ছেলেটার কখন যে কী হয়!”

ধূসর অদৃশ্য হতেই পিউ হেসে ওঠে। একা একা হাসিতে কু*টিকু*টি হয়। হাত মুঠো করে ওপর -নিচ ঝাঁকিয়ে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে ‘ ইয়েস!”বিকেল হতে না হতেই বাড়ির গৃহীনিরা ছুটেছেন শপিং মলে। বিয়ে উপলক্ষে জমিয়ে কেনাকা*টা করবেন আজ। সাথে বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন,রাদিফ আর রিক্তটাকেও। আপাতত বাড়ি

শূণশাণ। সাদিফ,পিউ,পুষ্প ছাড়া কেউ নেই। আর তারা তিনজনই নিজেদের ঘরে।

পিউ আজকেও উশখুশ করছে। একটু পরেই পড়াতে আসবে মারিয়া। আর সে কিছুতেই চায়না মেয়েটার কাছে পড়তে। যাকে দেখলেই গা জ্ব*লে তার কাছে বিদ্যা গ্রহন সম্ভব? কিন্তু পিউয়ের মাথার বুদ্ধি এখন আর সাড়া দিলোনা।

উলটে তাকে বুঝিয়ে দিলো, ‘ আজ তোকে পড়তে যেতেই হবে ‘।

পিউ রা*গে, দুঃ*খে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। তখনি সাদিফ তার ঘর থেকে হাঁক ছু*ড়ল,

” পিউ,এক কাপ চা দিবি?”পিউ বিরক্ত হয়। মুখ থেকে ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করে। তখন মনে পড়ে ভিন্ন কথা। কদিন পরে যখন সাদিফ ভাইয়ের সাথে আপুর বিয়ে

হবে,তারপর এগুলো থেকে ছুটি মিলবে তার। সাদিফ ভাইয়া আর জ্বা*লাবেন না। তখন মিস করবে এসব। পিউয়ের খা*রাপ লাগল। তাৎক্ষণিক ছুট লাগাল রান্নাঘরে।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় মারিয়া হাজির হলো বাড়িতে। পড়নে কমলা চুরিদার,কোমড়ে একটা মাঝারি বেনি দুলছে। ফর্সা শরীরে রঙটা ফুঁটেছে দারুন । অন্য একটা টিউশন থেকে

ফিরল মাত্র। রিক্সা পাচ্ছিল না বলে,হেঁটে এসেছে। আর তাতে পাক্কা বিশ মিনিট দেরি হলো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বসার ঘরে ঢুকল সে। ঠিক সেই মুহুর্তে, ফোন টিপতে টিপতে ওপাশ থেকে আসছিল সাদিফ। বিকেলের ঘুম সেড়ে উঠল কেবল। কেউ কাউকে খেয়াল করেনি। ওমনি একে অন্যের সঙ্গে সংঘ*র্ষ। রীতিমতো মারিয়ার কপালের সঙ্গে

সাদিফের থুতনী ঠুঁ*কে গেল। অপ্রস্তুতিতে পিছিয়ে গেল দুজনেই। মারিয়া কপাল ধরে হকচকিয়ে তাকাল। সাদিফ ও ভড়কে দেখছে তাকে। সে চেঁ*তে বলল,” মেয়ে দেখলেই ধা*ক্কা দিতে হবে? দেখে চলতে পারেন না?”

সাদিফও পালটা চেঁ*তে জবাব দেয়,,

” আপনি দেখে চলতে পারেন না? অন্ধ কোথাকারে!”

” আমি অন্ধ,না কী আপনি? চারটে চোখ দিয়েও দেখেন না, কে আসছে কে যাচ্ছে! উফ! দিলো আমার মাথাটা শেষ করে।”

সাদিফ ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,” ও হ্যালো,হোয়্যাট ডু ইউ মিন বাই চারটে চোখ?”

” কেন? বাংলা বোঝেন না? চারটে চোখ বলতে নাকের ডগায় যে ইয়্যা বড় সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন সেটার

কথা বলছি। চশমা পরেও দেখতে পান না,তাহলে ঘরে বসে থাকলেই পারেন।"

সাদিফের আত্মসন্মানে লাগল। রে*গেমেগে বলল,

" ভদ্রতা বজায় রাখুন। মেয়ে বলে কিছু বলছিনা, মানে এই নয় যে আমি বোবা। আমার বাড়ি,আমি যার ইচ্ছে তার সাথে ধা*ক্কা খাব,দরকার পরলে তাকে নিয়ে এই মেঝেতে

বক্সিং খেলব,আপনার তাতে কী? আর আপনি কে? এ বাড়িতে ঢুকলেন কী করে? দারোয়ান চাচা আপনাকে ঢুকতে দিলেনই বা কেন?

‘ আমার বাড়ি’ শব্দটা শুনে মারিয়া অবাক হলো। আজ দুদিন পড়াতে এসে এই লোককে তো দেখেনি। সরাসরি প্রশ্ন করল,” আপনি এ বাড়ির কে? গেস্ট?”

সাদিফ আকাশ থেকে পরার ভাণ করে বলল,

" গেস্ট? নো ওওয়ে! আমি এ বাড়ির ছেলে। কিন্তু আপনি কে?"

মারিয়া বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল। ভাব নিয়ে বলল,

" আমি পিউয়ের টিচার। "

সাদিফ ভ্রুঁ উঁচিয়ে বলে,

" কী? টিচার? আপনার মত ঝগ*ড়ুটে মেয়ে আবার কী পড়াবে?"

মারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল,” যা তা বলছেন কেন? এ বাড়িতে
ধূসর আমাকে এনেছে। উনি নিশ্চয়ই নিজের বোনের জন্যে এমন কাউকে বেছে আনবেনা যে পড়াশুনা জানেনা।”

‘ধূসর এনেছে’ শুনে সাদিফ দমে গেল। নাম ধরে সম্বোধন করেছে যেহেতু মেয়েটি নিশ্চয়ই ধূসরের সমবয়সী। তাহলেতো বয়সে তার

বড়। সাদিফ ভ্রুঁ গুঁটিয়ে পা থেকে মাথা অবধি দেখল মারিয়ার। এইটুকু একটা মেয়ে ভাইয়ার বয়সী? সাদিফের মাথায় কিছুতেই ঢুকলোনা । দেখে তো মনে হচ্ছে, পুষ্পর চেয়ে খুব জোর এক দুই বছরের বড় হবে বা ওরই বয়সী। অথচ.... সাদিফ যখন হিসাব মেলাতে ব্যস্ত, সেই ক্ষনে মারিয়া বলে ওঠে,

” কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনা,ধূসরের মত জেন্টেলম্যানের ভাই,আপনার মত এমন অভ*দ্র কী করে হলো? যে মেয়েদের সাথে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগ*ড়া করে। ”

মুহুর্তে সাদিফ ক্ষে*পে যায়। চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলে দেয়,” তাহলে আপনিই বলুন,কোথায় কী লাগিয়ে ঝ*গড়া করব?”

মারিয়া তব্দা খেল। হতভম্ব হলো। মুখের ওপর বলল

" অস*ভ্য!"

সাদিফ নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বলে,

" সেম টু ইউ।"

মারিয়া অবাক হয়ে বলল, ' আশ্চর্য লোক তো আপনি! ছেলেরা এরকম কো*মড় বেঁ*ধে তর্ক করে?"

" কেন? কো*মড় না বেঁ*ধে আপনাকে বাঁ*ধলে খুশি হতেন?"

মারিয়া বিরক্ত হয়ে বলল” আপনার সঙ্গে কথা বলাই ভুল।”

সাদিফ কাঁধ উচু করে বলল, ” সেম টু ইউ।”

মারিয়া আর যথাযোগ্য উত্তর খুঁজে পেলোনা। বিড়বিড় করে ” যত্তসব” বলে চলে গেল। সাদিফ বীতঃস্পৃহা নিয়ে ওর যাওয়া দেখল। ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে ফোন পকেটে ভরল। বাইরে যাবে, বন্ধুদের সঙ্গে

আড্ডা দিতে। দারুন যে মুড টা নিয়ে বের হয়েছে, এই মেয়ে যাস্ট ভে*স্তে দিলো । মানে হয় এসবের? এক বুক জ্বা*লা,আর আপত্তি ছাইচা*পা দিয়ে পিউ বাধ্যমেয়ের মত টেবিলে বসে। মারিয়ার দিক চোখ পড়তেই সে মিষ্টি করে বলল,” কেমন আছো পিউ?”

পিউ বিন্দুমাত্র না হেসেই উত্তর দেয়, ” ভালো।”

পালটা জিজ্ঞেসও করলোনা তাকে। মারিয়ার কিছু এলো গেলোনা। যেন সে আগেই অবগত পিউ কেমন করবে সে নিয়ে । চুপচাপ বই মেলে ধরে বলল,

” সেদিন যা পড়িয়েছিলাম পড়েছো?”

” না।”

” কেন?”

পিউ অনিহা সমেত জানাল ” ইচ্ছে করেনি।”

মারিয়া শান্ত চোখে তাকায়। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলে,

” বেশ! তাহলে বরং আমি তোমার ধূসর ভাইকে একটা ফোন করি।”

পিউ তটস্থ হয়ে বলল, ” ককেন? এর মধ্যে উনি কোত্থেকে এলেন?”

” কেন আসবেনা বলোতো! উনিইতো আমাকে এনেছেন। সাথে

ক*ড়া ভাবে বলেও দিয়েছেন,তুমি কী করছো, কী না করছো সব জানাতে। জানাব না?" ওয়েট ফোন করি।"

মারিয়া ব্যাগ থেকে ফোন বের করে হাতে তুলতেই পিউ ভ*য় পেলো। ব্যাস্তিব্যস্ত হয়ে বলল,

" না না ম্যাম আমি পড়ব। স্যরি! আজ যা পড়া দেবেন,কাল সব

গড়গড় করে দেব। চাইলে এক্ষুনি পড়ে দেব।”

মারিয়া মুচকি হাসল। ফোন পাশে রেখে বলল,” গুড। আমাকে ম্যাম বলতে হবেনা পিউ,আপু ডেকো কেমন? ”

পিউ ভেতর ভেতর রা*গে ফুঁ*সলেও মুখে বলল ” জী।”

” তাহলে তোমাকে আমি দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। আগের পড়াটাই এখন

বসে মুখস্থ করে আমাকে বুঝিয়ে দেবে,ওকে? ”

পিউ করুন চোখে তাকাল,

” এখনি?”

” হ্যাঁ, এক্ষুনি। নাও শুরু করো।”

মারিয়ার প্রত্যেকটা কথায় মধু ঝরছে । অথচ পিউয়ের শরীর জ্ব*লে যাচ্ছে তাতে। মনে মনে আরো মাত্রাধিক রা*গ পুষল এই মেয়ের বিরুদ্ধে।

সাথে নিজেই নিজেকে ঘোষণা করল,
” একটা সুযোগ পাই,দেখবেন আপনার কী করি। আমাকে ব্ল্যাক মেইল করা?”বসার ঘরে আসর বসেছে। সে এক মস্ত, বড়, বিশাল সভা। বরাবরের মতো ধূসর বাদে উপস্থিত বাড়ির প্রত্যেকে। আমজাদ,আফতাব,আনিস তিনজনেই অফিস শেষে, খেয়েদেয়ে, বিশ্রাম

করে নিচে এসে বসেছেন। ধূসর এখনও আসেনি বাড়িতে। প্রতিদিন অফিস থেকে পার্লামেন্টে যাওয়া তার রুটিন। ওখানকার কাজ চুকিয়ে এরপরে রাত করে বাড়ি ফেরে। এখন অবধি অফিস ঠিকঠাক সামলাচ্ছে বলে আমজাদ সিকদারও রা করেন না।

সিকদার বাড়িটা একটা একান্নবর্তী পরিবারের গল্প। প্রতিটা দিন

সন্ধ্যায়,ঘুমানোর আগে বসলেও আজ ঘটনা ভিন্ন। এইত বিকেলে গৃহিণীরা শপিংয়ে গেছিলেন। ফিরেছেন সন্ধ্যার পরে। পিউ,পুষ্প হাজার জো*রাজো*রি চালিয়েছে নিজেদের জন্যে কিনে আনা জামা দেখবে বলে। অথচ লাভ হলোনা। মিনা বেগম সাফ সাফ বলে দিলেন,' বাড়ির সবাই আসবে তারপর। ''আর সেই মোতাবেক পুনরায় সোফার

ওপর ভীড় হলো। সবাই মিলে বিশাল বিশাল সোফাগুলো ঘিরে বসল। অন্য ঘর থেকে টি টেবিল টে*নে এনে, দুটো মিলিয়ে জোরা লাগালেন সুমনা বেগম। আকারে চ্যাপ্টা হলে তার ওপর আরামসে রাখা হলো শপিং ব্যাগ। তারপর মিনা বেগম ডাক ছু*ড়লেন সবার উদ্দেশ্যে। পিউ পড়ছিল। ওমনি বইটই বন্ধ করে হুটোপুটি করে

নামল। পুষ্প এলো আস্তেধীরে। তার মন -মেজাজ দুটোই খা*রাপ। ইকবালের সাথে সেই বিকেলে ঝ*গড়া হলো আর কথা হয়নি। নিজেই রে*গে সব দিক থেকে ব্লক করেছে।একটা জনমের শিক্ষা ওকে দেবে বলে। অথচ শেষে দেখা যাচ্ছে নিজেরই ক*ষ্টে দম বন্ধ লাগছে। পিউ এসেই মায়ের পাশের সোফার হাতলের ওপর বসল। মিনা বেগম

একটা একটা করে প্যাকেট খুলে যার যার কাপড় হাতে দিলেন। ছেলেদের জন্যে পাঞ্জাবি,লিষ্টে রিক্ত রাদিফও রয়েছে। ওনাদের চার জনের জন্যে শাড়ি,আর পিউ -পুষ্পর জন্যে লেহেঙ্গা কিনেছেন। চার জা-য়ের জন্যে একই ডিজাইন আর একই রঙ কিনলেও ছেলেদের পোশাকে ভিন্নতা রেখেছেন তারা। বয়স ভেদে রঙ ও একেক জনের

একেক রকম আবার তার নকশাও ভিন্ন। সবার পছন্দ হলো। মিনা বেগম যার টা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। বাকী রইল সাদিফ আর ধূসর। দুজনের কেউই বাড়িতে নেই। ধূসর পার্লামেন্টে, আর সাদিফ ছুটির দিন হওয়ায় বন্ধুদের সাথে পাড়ার মোড়ে আড্ডায় ব্যস্ত। মিনা বেগম ওদের পাঞ্জাবি দুটো টেবিলের ওপর রেখে

বললেন,” এগুলো ধূসর আর সাদিফের,ওরা এলে দিয়ে দেব।”

পিউ কথাটা শুনেই হাতলের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামলো। আবদার করল,

” আমি একটু দেখি আম্মু? ”

” হ্যাঁ দ্যাখ। তবে ভাঁজ ন*ষ্ট করবিনা কিন্তু। ”

” ঠিক আছে।”

পিউ ঝটপট প্যাকেট খুলেই পাঞ্জাবি দুটো বের করে। একটা নীল,অন্যটা মেরুন। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়ও টাই মনে ধরল তার। মনে মনে এটা পরা অবস্থায় ধূসরকে কল্পনাও করে ফেলল। উদগ্রীব হয়ে মাকে শুধাল,

” এটা কার জন্যে এনেছো আম্মু?”

জবাব দিলেন রুবায়দা বেগম,বললেন,

” ঠিক নেই রে। যেটা যার ভালো লাগবে সে সেটাই নেবে। বড় সাইজই এনেছি,প্রয়োজন পরলে কে*টে নেয়া যাবে।”পিউ ঠোঁট ভেজাল জ্বিভ দিয়ে। এই মেরুন রঙ তার ধূসর ভাইয়ের গায়ে সব থেকে বেশি সুন্দর লাগবে তার বিশ্বাস। সাদিফ কে মানাবেই না। কিন্তু ধূসর যদি এটা পছন্দই না করে তখন?

আর সেই বা ধূসরকে এটা নিতে বলবে কেমন করে?

” কীরে পিউ,তোর দেখা হলো? গুছিয়ে রাখ এবার।”

পিউ নড়েচড়ে ওঠে।

ছোট করে জবাব দেয় ” রাখছি ছোট মা।”

পিউ মেরুন রঙের পাঞ্জাবিটা ভাঁজ করতে নিয়েছে কেবল,এর মধ্যেই রাদিফ চেঁচি*য়ে জানাল,

" ওইত ভাইয়ারা এসেছে।"

সাদিফ ঢুকল। সাথে ধূসর ও আছে। দুজন আলাদা এলেও গেট থেকে এক সঙ্গে হয়েছে। সাদিফ সোজা এসে মায়ের পাশে বসল। ধূসর হাঁটা ধরল ঘরের দিকে। রুবায়দা বেগম বলতে নিলেন," ও ধূসর...."

সে মাঝপথে জানিয়ে দেয় " ফ্রেশ হয়ে অাসছি। "

থেমে গেলেন তিনি । সাদিফ এতসব জিনিসপত্র দেখে বলল,

” বাবাহ,তোমরা কী পুরো মলটাকেই তুলে আনলে না কি বড় মা?”

জবা বেগম হতা*শ কণ্ঠে বললেন,

” আর বলিস না,এ কয়টা কাপড় কিনতে আমাদের যা ঘুরতে হলো! একটা দোকানেও ভালো কিছু নেই। সব মান্ধাতার আমলের শাড়ি। নতুন কিছু ছিলোইনা।”

” ভাগ্যিশ ছিলোনা। থাকলে আর কী কী আনতে কে জানে! দেখা যেত আমার বাবা -চাচা যা ইনকাম করছেন, সব ওখানেই শেষ। ”

আফতাব নাকমুখ কুঁচকে বললেন,” মেয়েদের সাথে শপিংয়ে মানুষ যায়? এরা ঘন্টার পর ঘন্টা হাতে একটা কাপড় নিয়ে বসে থাকবে। এক ঘন্টা লাগবে কালার বাছতে, দুই ঘন্টা কাপড়ের কোয়ালিটি বুঝতে আর

তিন ঘন্টা লাগাবে দামাদামি করতে। আমি বাবাহ ওসব ঝামেলায় নেই। আগেই বলে রেখেছি, যা লাগবে টাকা দিচ্ছি নিজে কিনে নাও,কিন্তু মাফ চাই আমাকে ডেকোনা।
”

আমজদ সিকদার ঠোঁট টি*পে হাসলেন। আনিস আর সাদিফ ঘাড় নেড়ে তাকে সমর্থন জানালেও রুবায়দা বেগম মুখ বেঁকি*য়ে

বললেন,” এত বাছাবাছি আর সময় লাগে বলেই বাজারের সেরা টা কিন্তু মেয়েরাই তুলে আনতে পারে বুঝেছো? যাও না, তোমরা ছেলেরা একদিন মিলে যাও,আমাদের জন্যে কিনে আনো কিছু। তারপর দেখব এসব কথা কোথায় যায়।”

এবারে মেয়েরাও হৈহৈ করে তাকে সমর্থন দিলো। মিনা বেগম পালটা যুক্তি দিয়ে বললেন,

” শোনো ভাই,আমরা আমাদের স্বামী -বাবা- ভাই এদের টাকাপয়সার মায়া বুঝি, ন*ষ্ট করিনা। চাইনা জলে যাক। আর তাই চেষ্টা করি, নিজেদের ক*ষ্টের, সময়ের বিনিময়ে হলেও শ্রেষ্ঠটা যেন কিনতে পারি। যেটা বাকীরা দেখেই বলবে ‘হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে’। এই যেমন একটু আগে তোমার পাঞ্জাবিটা দেখে তুমি বললে? সেরকম। যদি ভালো জিনিস

নাই আনতে পারতাম,তবে কী বলতে? ”

আফতাব দুহাত তুলে বললেন,” ক্ষমা চাইছি ভাবি,ঘাট হয়েছে আমার। মেয়ে মানুষের সামনে বসে তাদের নামে নিন্দে করার মত অপরা*ধের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
”

আমজাদ সিকদার বিড়বিড় করে বললেন,

” বাড়িতে চার চারখানা বাঘিনী আছে আফতাব। পালের গোঁদা টা বেশি সাং*ঘাতিক। কথাটা মাথায় থাকেনা তোমার? কেন যে এত ভুলোমনা তুমি?”

আফতাব সিকদার আ*হত, ছোট শ্বাস ফেললেন। মিনা বগম সচেতন কণ্ঠে বললেন ” আপনি কী কিছু বললেন?”

আমজাদ দুপাশে মাথা দোলালেন” না। ‘

আনিস বললেন। ” আচ্ছা ভাবি, আমরা কি এখন যেতে পারি? আমি ক্লান্ত,ঘুমাব।”

” হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, যাও। হয়ে গেছে।”

” ঠিক আছে।”আনিসের সাথে সাথে আফতাব,আমজাদ ও উঠে গেলেন। অপর পাশ থেকে নেমে এলো ধূসর। পুষ্প অন্যমনস্ক হয়ে বসে

ছিল। সে এসেই ওর পাশে দাঁড়ায়। জিগেস করে,

" কফি আনতে পারবি?"

পুষ্প তৎপর উঠে দাড়ায়। ' আনছি' বলেই ছুটে যায়। পিউয়ের মন খারা*প হয়। ধূসর ভাই তাকে কেন বললনা? পুষ্প যেতে যেতে পেছন থেকে রুবায়দা বেগম বলে দিলেন,

" বানানোই আছে, তুই শুধু গ*রম করে ঢেলে নিয়ে আয়।

পুষ্পর জায়গাটায় বসল ধূসর। গলায় সাদা তোয়ালে ঝুলছে। মাকে বলল,” কী বলতে চাইছিলে?”

উত্তর করলেন মিনা বেগম। বললেন,” দ্যাখ দেখি বাবা, এই দুটোর ভেতর কোনটা তোর পছন্দ হয়?”

পিউ উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল।। যেন ধূসর তাকালেই চোখ দিয়ে বলে দেবে এটা নিতে। কিন্তু ধূসর না

দেখেই বলল, ” সাদিফ নিক যেটা নেবে,বাকীটা আমার জন্যে রেখো।” পিউ মিইয়ে যায়। সাদিফ চশমা ঠেলে পাঞ্জাবি দুটোতে চোখ বোলায়। পিউ হাতে ধরা পাঞ্জাবির কোনাটা ঈষৎ খাঁ*মচে ধরল। ভীষণ রকম চাইল সাদিফ ভাইয়া এটা নয়,নীল টা বাছুক। সাদিফ দুটোর দিকেই ভালো করে দেখল। সময় নিয়ে বলল,” এটা।”

মেরুন টা ধরতেই পিউয়ের মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসে। ছোট্ট মুখটা সংকোচনে আরো ছোট হয়। সাদিফ তুলতেই গেলেই দেখে পিউয়ের হাতের মুঠোয় এক প্রান্ত। বলল,

" কী রে ,ছাড়! "

পিউ হুশে এলো।

" হু?' বলে আস্তে-ধীরে ছেড়ে দিল।

এর মাঝে পুষ্প এসে কফিমগ হাতে দিলো ধূসরের। সাদিফ উঠে দাঁড়িয়ে

গায়ের সাথে পাঞ্জাবিটা ধরল। জানতে চাইল, ” কেমন লাগছে?” সবাই বাহবা দিলেও পিউ ফিরেও দেখেনি। সে নিচের দিক চেয়ে রইল। তার মন আষাঢ়ে ছেঁয়ে। বেদ*নার্ত ঢোক গি*লে ধূসরের দিক তাকাল একবার। ধূসর মগে চুমুক দিতে দিতে শীতল চোখে তাকেই দেখছে। যেন নিরীক্ষন করছে কোনও কিছু। পিউ মিনিটের মাথায়

দৃষ্টি ফেরায়। উঠে দাঁড়ায়। নিজের এলোমেলো লেহেঙ্গা টা বুকে জড়িয়ে চলে যায় কামড়ায়।পিউয়ের মন খারা*প যেমন তাড়াতাড়ি হয়,তেমন তাড়াতাড়ি চলেও যায়। কোনও একটা আনন্দের বিষয় পেলেই সব ভুলে মেতে ওঠে সে নিয়ে। আসল কথা হলো তার লেহেঙ্গা টাও মেরুন রঙের। এই জন্যেই খুব করে চাইছিল ধূসর মেরুন পাঞ্জাবিটা

নিক। এখন তা যখন হলোইনা সেও আর পরবে না এটা। কাল সকালে মেজো চাচ্চু তাকে আর পুষ্পকে নিয়ে জামা কিনতে যাবেন বলেছেন । তখন না হয় সেও একটা নীল রঙের কিছু কিনে নেবে। হবেনা ম্যাচিং ম্যাচিং?এই ভেবেই পিউ ফুরফুরে হয়,উল্লাসে মজে। বাড়িময় ছোটাছুটি করে। কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে আবার নেতিয়ে আসে।

সিরিয়াস হয়। হুট করে কোত্থেকে একটা নতুন ভাবনা উদ্ভব হয় মাথায়। আচ্ছা,এই যে ধূসর ভাই কথায় কথায় মারিয়াকে ফোন করেন,এর মানে ওনার নম্বর ওই পেত্নীটার কাছে আছে। তাহলে কী,এরা চ্যাটিং ফ্যাটিং ও করে না কী? পিউয়ের সব ছোটাছুটি, দুরন্তপনা এক ভাবনায় থেমে যায়।

মাথা খা*রাপ হয়। পড়াশুনা উঠে যায় তুঙ্গে।

আপাতত এই সন্দেহ না কা*টলে তার শান্তির ঘুমের রফাদফা।

পিউ ভাবতে বসল। বই বন্ধ করে ডুব দিল বুদ্ধি উদঘাটনে। কী করলে ধূসরের ফোনটা হাতে পাবে? অনেক ভেবে তারপর উঠে পরল,ব্যস্ত পায়ে ঘর ছাড়ল। গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়াল ধূসরের কক্ষের সামনে।

ধূসর ভেতরে নেই। দরজা হা করে খোলা। পিউ তাড়াহুড়ো করে ঢুকে পরে। আশেপাশে তাকায়। না, ধূসর কোথাও নেই। পরপর বিছানার ওপর ফোনটা দেখেই তার চেহারা চকচক করে ওঠে। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। ঘাড় ঘুরিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার বারান্দাটাও দেখে নেয়। মনে মনে ভাবে,

“ধূসর ভাই কী বোঁকা,এভাবে ফোন রেখে কেউ যায়? ”পিউ চটজলদি ফোনটা হাতে তুলল। মজার কথা হলো,ফোনের লক তার অবগত। বহুবার ধূসরের পাশে বসে আড়চোখে খুলতে দেখেছে। কিন্তু এ যেন ধূসরের সোনার হরিণ। যা সে ভুলেও কাছ ছাড়া করেনি আর পিউ ও সাহস নিয়ে ধরেনি। মোট কথা,আজ যেমন গোয়েন্দাগিরি

করতে এলো এরকম তো প্রয়োজন পরেনি কখনও তাইনা? কিন্তু ফোন ধরে যেন বিপ*ত্তি বাড়ল। প্রচন্ড রকম হাত কাঁ*পছে। রীতিমতো ঠকঠক করছে আঙুল গুলো। ওদিকে বুকটাও লাফাচ্ছে। পাছে ধূসর ভাই এসে পরলে! পিউ তড়িঘড়ি করে ফোনের সাইড বাটনে ক্লিক করে। আলো জ্বলল স্ক্রিনে। বাইকে বসা ধূসরের চমৎকার একটি ছবি ভেসে

ওঠে লকস্ক্রিনে।পিউ মুগ্ধ চোখ বুলিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানে। এই মানুষ টা কী জানে,সে যে ভ*য়াবহ প্রেমে পড়েছে তার? গত তিনটি বছর যাবত তার প্রতিটি চিন্তায় সে,চেতনায় সে? জানেনা। জানলে নিশ্চয়ই এভাবে তার মন নিয়ে ফুটবল খেলতে পারতোনা। এতটা খা*রাপ তার ধূসর ভাই নয়। পিউ সুস্থির হস্তে প্যাটার্ন টানল। ইনবক্স

গুলো একবার চেক করলেই শান্তি পাবে। মারিয়া ছাড়াও অন্য কোনও মেয়ের সাথে ধূসর ভাই কথা টথা বলে কী না তাও জানা যাবে। কিন্তু বিধিবাম! লক স্ক্রীন থেকে হোম স্ক্রীন অবধি যেতে পারল না, এর আগেই ছো মেরে ফোনটা কে*ড়ে নিলো কেউ একজন। পিউ চমকে তাকাল । প্রানপ্রিয় ধূসর ভাইকে দাঁড়ানো দেখে কলিজা ছ*লাৎ করে

উঠল। মেরুদণ্ড বেঁয়ে চলল শ*ঙ্কার ঠান্ডা স্রোত । ক*ম্পমান জ্বিভ নেড়ে নিজের হয়ে সাফাই গাইবে এর আগেই ধূসর পিঠের সাথে হাতখানা মু*চড়ে ধরল তার।

ভ*ড়কে গেল পিউ। ব্যা*থায় আ*র্তনাদ করে বলল,

” আ, ধূসর ভাই লাগছে!”গভীর রাত। একটার কাছাকাছি প্রায়। পুষ্প ঘুমে তলিয়ে। তুলতুলে

বিছানায়,কম্বলের নিচে নরম শরীর ঢেকে ঘন শ্বাস ফেলার মাঝেই জানলায় খটখট শব্দ হলো। পুষ্পর অগাধ নিদ্রায় যার প্রভাব পরল না তেমন। শব্দটা সময়ে সময়ে জোড়া*ল হয়। টোকাটা ধীরে ধীরে ক*ড়াঘা*তে পরিনতি নিতেই পুষ্পর ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে উঠে বসল। ঘরের আলো জ্বলছে। কখন ঘুমিয়ে পরল ও? পুষ্প দেয়াল

ঘড়িতে চোখ বোলায়। শব্দটা তখনও হচ্ছিল। পুষ্প সজাগ হয়ে তাকাল। এই রাত বিরেতে কে জানলা ধাক্কাচ্ছে? পুষ্প অল্পবিস্তর সাহস জুগিয়ে বিছানা থেকে নামল। পা টি*পে টি*পে এগিয়ে জানলা ঘেঁষে দাড়াল। থাই গ্লাসের ওপর কান পেতে কাঁ*পা কণ্ঠে শুধাল,” কে?”

ওপাশ থেকে ফিসফিসে জবাব আসে,

" বাবু আমি ইকবাল,জানলাটা খোলো প্লিজ! "

পুষ্পর চোখ বেরিয়ে আসে। ত্রস্ত হাতে জানলার কাঁচ টেনে খোলে। ইকবাল এক হাতে পাইপ ধরে ঝুলছে রীতিমতো। তার মাথা চ*ক্কর দিল এমন দৃশ্যে। আর্ত*নাদ করে বলল,

" একী!"

পরপর খেয়াল পরল বাড়ির সবার কথা। চট করে মুখে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বলল,

” তুমি এখানে কেন এসছো?”

” বলছি, আগে টেনে তুলবে তো না কী।”

” ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ”

ইকবালের মত গাট্টাগোট্টা একটা পুরুষকে টেনেটু*নে তুলতে রীতিমতো ঘাম ছুটে গেল পুষ্পর।

তবুও ভালো,সফল হয়েছে। ভাগ্যিশ! রুমটা বানানোর সময় জানলাটায় গ্রীল লাগাতে দেয়নি। দিলে আজ ইকবালকে রুমে আনতো কী করে? ইকবাল সোজা হয়ে দাঁড়াল। পুষ্প হাঁ*পিয়ে গেছে। সে দাঁত বার করে বলল," খুব খুশি হয়েছো আমি আসায় তাইনা?"

পুষ্প ঠোঁট নেড়ে কতক শব্দ আওড়াল। কিন্তু জো*রে শ্বাস টানায়

কথা ফুঁটল না। ইকবাল তড়িঘড়ি করে টেবিলের ওপর থেকে পানির গ্লাস এনে ওর হাতে দিয়ে বলল,

” নাও, খাও।”

পুষ্প কপাল গোঁটালো। পানি খেয়ে গ্লাসটা শব্দ করে রেখেই কটম*ট করে বলল,

” তুমি এখানে কেন এসেছো?”

ইকবালের খুশি খুশি ভাবটা উবে গেল। মায়া মায়া মুখ করে বলল,

” কেন? খুশি হওনি?!” খুশি হওয়ার মত কথা এটা? এত রাতে এভাবে পাইপ বেঁয়ে আসতে তোমায় কে বলেছে? ”

” তো কী করব? তুমি সব জায়গা থেকে আমাকে ব্লক করে রেখেছ কেন? জানোনা,রাতে কথা না বললে আমার ঘুম আসেনা? কী না কী একটু বলেছি,তাইজন্যে এভাবে

চেঁ*তে-টেতে যোগাযোগ বন্ধ করবে? চিন্তা হয়না আমার?”

ইকবাল নাক ফোলায়। পুষ্প হেসে ফেলল। ভ্রুঁ নাঁচিয়ে বলল,

” তাই,আপনার আবার চিন্তাও হয়? তা কী নিয়ে এত চিন্তা শুনি?”

ইকবাল তাকাল। সরল স্বীকারোক্তি দিলো

" এরকম মিষ্টি একটা পুষ্পরেনু তোমার জীবনে থাকলে বুঝবে,কীসের চিন্তা আমার।"

পুষ্প লজ্জ্বা পায়। পরপর নিজেই চিন্তায় হাঁ*সফাঁস করে ওঠে। অধৈর্য হয়ে বলে,

" কিন্তু বাড়িতে অনেকেই জেগে আছে ইকবাল। এত তাড়াতাড়ি তো আমাদের রিক্তটাও ঘুমোয়না। কেউ যদি জানতে পারে, সর্বনা*শ হয়ে

যাবে! তুমি এখনি যাও প্লিজ।”” যাব না।”

বলে দিয়েই ইকবাল বিছানায় বসে পরল। পুষ্প ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল

” যাবে না মানে?”

ইকবাল নিরুদ্বেগ ভঙিতে বলে,

” যাবনা মানে যাবনা।”

” কিন্তু কেন?”

” ব্লক করেছো কেন?”

পুষ্প কোমড়ে হাত দিয়ে বলল ” কেন করেছি তুমি জানোনা? তোমার জন্যেইতো। কেন আবার ওসব আজেবা*জে কথা বলেছো তুমি?”

ইকবাল নির্দ্বিধায় বলল,” বলেছি কারন তোমাকে ভালোবাসি পুষ্প। তাই তোমাকে হারানোর ভ*য় হয় আমার। আচ্ছা মেনে নিলাম,ভুল বলেছি। বেশ,ঝ*গড়া করতে,ব*কতে,তাই বলে ব্লক করবে

কেন? একটু কিছু হলে এভাবে যোগাযোগ বন্ধ করে কী মজা পাও তুমি? অন্য দিকের মানুষ টার কেমন লাগে বোঝো একটুও? আচ্ছা,যারা স্বামী স্ত্রী ওদের মাঝে ঝা*মেলা হয়না? ওরা রা*গারা*গি করেনা? করেতো। পৃথিবীতে এমন কোনও স্বামী-স্ত্রী নেই যারা বুকে হাত রেখে বলতে পারবে 'আমরা ঝ*গড়া করিনা'। তাই বলে কী তারা

ডিভোর্স দিয়ে চলে যায়? ঝ*গড়া হলো ভালোবাসার একটা অংশ পুষ্প। যত ঝ*গড়া হবে ভালোবাসা তত বাড়বে। তাই বলে বাচ্চাদের মত ব্লক দেবে কেন?”

পুষ্প হা করে শুনল সব। ইকবাল থামল। ভ্রূঁ উঁচিয়ে বলল,” আর দেবে?”

পুষ্প মন্থর গতিতে দুদিকে মাথা নাড়ে। দেবেনা শুনে ইকবাল দাঁড়িয়ে

যায়। পুষ্প বিমোহিত চেয়ে থাকে। ইকবাল কতটা গুরুতর তাদের সম্পর্ক নিয়ে! কী প্রখর তার ভালোবাসা! এরকম একটা মানুষ যার জীবনে তার আর কী চাই? সে যখন তাকিয়ে হুট করে ইকবাল কোমড় চে*পে কাছে টানে। চকিতে তাকায় পুষ্প। ততক্ষনে ইকবাল বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ধরেছে তাকে।

ধ্যান ফিরলে মুচ*ড়ে ওঠে সে। চোখ রাঙিয়ে বলে

‘ কী হচ্ছে ইকবাল? ছাড়ো।”

” উহু। এতটা ক*ষ্ট করে, রি*স্ক নিয়ে প্রেমিকার রুমে এলাম,একটু এডভান্টেজ নেব না?”

পুষ্প ঘাব*ড়ে যায়। তুঁতলে বলে

” মমানে?”

ইকবাল ঠোঁট গোল করে বোঝাল ” চুমু খাব, ঠোঁটে।,

পুষ্প হতভম্ব হয়ে বলল ” কী?”
” হ্যাঁ। চোখ বন্ধ করো।”পুষ্প ঢোক গিল*ল। বিস্মিত সে। এই আড়াই বছরে ইকবালের এরকম আচরণ এই প্রথম দেখছে। ব্লক দিয়েছে বলে কী ওর মাথাটাও গেল না কী? সে নম্র কণ্ঠে বোঝাতে চাইল,
” ইকবাল,বাবু শোনো,আমি স্যরি! আর কক্ষনও ব্লক দেব না

তোমাকে। তাও এরকম কোরোনা প্লিজ!”

ইকবাল চোখ পাঁ*কায়।

” চোখ বন্ধ! নাহলে এক্ষুন আমি দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। পথে তোমার বাবা -ভাই সবাই আমাকে দেখবে,তারপর... বুঝতে পারছো আমি কী বলতে চাইছি ?”

পুষ্প বিস্ময়াবহ হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষন। এই পরিচিত মানুষটাকে

অচেনা লাগছে ভীষণ। ইকবাল তাড়া দিল,
" চোখ বন্ধ করো, কুইক।"
পুষ্প দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল " ওকে,বাট শুধুই চুঁমু।"ইকবাল ঘাড় দোলায়। পুষ্প চোখ বোজে। অথচ অনেকক্ষনেও ইকবালের সাড়া পায়না। অধৈর্য হয়ে দৃষ্টি খোলে। ইকবাল হাসছে। রীতিমতো ঝকঝকে দাঁত কপাটি উঁকি দিচ্ছে

তার। পুষ্প জিজ্ঞাসায় ভ্রুঁ কোঁচকাল। ইকবালের সরল হাসিটা হঠাৎই পাল্টে যায়। অভিভূত, মুচকি হাসে সে। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে পুষ্পর গাল ধরে বলে,

" দেখলাম,আমাকে কতটা ভরসা করো। আর যা বুঝলাম,তাতে আমি ধন্য। "পুষ্পর মাথার ওপর দিয়ে গেল সব। ইকবাল তার দুহাত তুলে উল্টোপিঠে ঠোঁট ছোঁয়াল। চোখ

খিঁ*চে বুজে ফেলল সে। ইকবাল পরপর চুঁমু আঁকে কপালে। সে এক পবিত্র,ভালোবাসার স্পর্শ। যেখানে বিন্দুমাত্র, নোংরামি নেই,ছিলোওনা কোনওদিন। পুষ্প চোখ খোলে। কিছু বলতে চায়, এর মধ্যেই দরজায় কড়া পরে। অধৈর্য হাতে ধা*ক্কাছেন মিনা বেগম । সাথে চেঁ*চিয়ে ডাকছেন,

” এই পুষ্প, দরজা খোল। তোর ঘর থেকে ছেলেদের গলার আওয়াজ আসছে কেন?”” ফোন ধরেছিলি কেন?”

পিউ ভ*য়ে ভ*য়ে জানাল,

” এ..এমনি।”

” মিথ্যে বলছিস। ”

ধূসরের অগাধ স্বরে পিউ ছ*টফট করে। এলোমেলো পাতা ফেলে চোখের। কী উত্তর দেবে এখন?

সত্যিটা জীবন গেলেও বলতে পারবে না। ধূসর ভাই জানলে ক*বর দিয়ে দেবেন।

ধূসর হাতখানা আরেকটু চে*পে ধরে বলল," কী? কথা নেই জ্বিভে?"

পিউ ফের আ*র্তনাদ করে,

" আ লাগছে! আমি সত্যিই এমনি ধরেছিলাম।"

ধূসরের যুক্তি পছন্দ হয় না। হাতের বাধন দৃঢ় করতেই পিউ কাঁ*দোকাঁ*দো স্বরে বলল,
” এখন কী আমার কথাও অবিশ্বাস করছেন ধূসর ভাই?”
” যেখানে তোকেই বিশ্বাস করিনা,সেখানে তোর কথা....”
স্পষ্ট জবাবে পিউয়ের আদল ছোট হয়ে আসে।
” সত্যি বলছি,বিশ্বাস করুন।”

ধূসর ভ্রুঁ উঁচায়,
” তাই? তাহলে প্যাটার্ন জানলি কী করে? ”
পিউয়ের চোখ মারবেলের মতন হয়ে আসে। ধূসর ভাই দেখে নিয়েছেন তবে? আর মিথ্যে বলে লাভ নেই। ঢোক গি*লে আস্তে আস্তে বলল,” আপনার পাশে বসে দেখেছিলাম কয়েকবার।”

কথাটুকুন উগড়ে দিয়ে পিউ নেত্র বুজে ফেলল। এই অপরাধে এক্ষুনি না ধূসর চ*ড় মে*রে দেয়। অথচ সে কিছু বলল না। পরিবেশ ঠিকঠাক ভেবে পিউ চোখ খোলে। ঈষৎ ঘাড় বাঁকা করে দেখতে চায় ওকে। এর আগেই ধূসর হাতে চা*প দিলো আবার।

পিউ ব্যা*থায় মু*চড়ে ওঠে। ধূসর দন্ত পি*ষে বলল,

” বিয়েতে গিয়ে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়ার খুব শখ তোর তাই না?”

পিউ চোখ পিটপিট করে বলল ‘মমানে?’

‘ রোহান কে?’তাৎক্ষণিক ভাবে তার নিজেরও মনে পড়লোনা রোহান কে। বোকা বোকা কণ্ঠে শুধাল ‘কে?’

ধূসর চিবুক শ*ক্ত করতেই পিউ অস্থির হয় ।মস্তিষ্কে চাপ দেয়। পরপর সকালের কথা মনে পড়ে। ওমনি ভ*য়ড*র হুরহুর করে উবে গেল। এর মানে ধূসর ভাই জ্ব*লছেন? পিউয়ের ভেতরটা আনন্দে নেঁচে ওঠে। স্ফূর্ত ভাবটা ধামাচা*পা দিয়ে নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,

” কেন ধূসর ভাই? ‘

ধূসর হাত ধরে রেখেই এগিয়ে আসে। বুক মিশে যায় তার পিঠের সাথে। শিরশিরে অনুভূতিতে গাঁট হয় পিউ। সমস্ত শরীরে অনুভূতিরা আন্দোলন চালায়। ধূসরের অতুষ্ণ শ্বাস কাঁধে পরে। ধূসর ক*ঠিন অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল,

" একটা কথা ভালো করে শুনে নে পিউ,বিয়েতে যাবি, মজা করবি। এর বেশি লাফালে তোর পা ভে*ঙে দেব

আমি। তুই আমায় চিনিস না।”হুম*কি দিল ধূসর। অথচ পিউয়ের মনে উড়ে গেল শত শত রঙীন প্রজাপতি। সে ঠোঁট চে*পে হাসল। অবুঝের ভাণ করে বলল,
” আমি আবার কী করলাম?”
ধূসর জবাব দেয়না। ঝাড়া মে*রে হাতটা ছেড়ে দেয়।
ঘুরে এসে বিছানায় বসে। ফোনের লক আগেভাগে পালটায়। পিউ স্পষ্ট

দেখতে পেয়েই মুখ কালো করে। কী এমন আছে ওই ফোনে? সে প্যাটার্ন জেনেছে বলে পাল্টে ফেলতে হলো?

ধূসর বলল,” যা এখন। আর ভুলেও আমার যেন ধরতে না দেখি।”

পিউ কথাখানা ভেতরে দমিয়ে রাখতে পারেনা। মুখ ফস্কে বলে ফেলল,

” আপনার ফোনে কী আছে ধূসর ভাই? যে আমি ধরলে..... ”

ধূসর তাকালেই পিউ থেমে যায়। ফের চোখ নামায়। ধূসর কিছুক্ষন চেয়েই থেকে সুস্থির স্বরে জানাল,
‘ এমন কিছু,যা তোর দেখা বারন।”
পিউয়ের অন্তঃস্থলের আশপাশ হুহু করে আমাবস্যা ধেঁয়ে গেলো। মাথায় নাড়া দিলো কিছু বি*শ্রী,বিদঘু*টে চিন্তা। প্রথমেই ভাবল, ‘ তার মানে আমিই সঠিক?’

ধূসর ভাইয়ের ফোনে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে। নিশ্চয়ই কী,আছেইতো। হয়ত মারিয়ার সঙ্গেই কোনও কিছু। বা অন্য কোনও মেয়ে! নাহলে কেন এত লুকোচুরি? আচ্ছা,কী থাকতে পারে? এমন কিছু যা সে সহ্য করতে পারবেনা?" রাত হয়েছে,ঘুমাতে যা।"

লহু কণ্ঠে পিউ নড়ে ওঠে। ভাবনা কে*টে যায়। পণ করে,সে দেখেই

ছাড়বে ধূসরের ফোনের লুকোনো জিনিস। আজকের মত হাল ছাড়ল তাই। কক্ষের জন্যে পা বাড়াল,হঠাৎ কী ভেবে থামল দরজায়। ঘুরে তাকাতেই দেখল ধূসর এদিকেই চেয়ে। আজ আর দৃষ্টি সরালোনা। পিউ ভণিতা ছাড়াই বলল,

‘ একটা কথা বলব?’

‘ হু।’

পিউ মিটিমিটি হেসে ওঠে হঠাৎ। ধূসর নেত্র সরু করে। পিউ দুপাশে দুলতে দুলতে বলল,

‘ বর্ষা আপুর কাজিন রোহান ভাইয়া অনেক কিউট জানেন? রবিনের চেয়েও বেশি।’

ধূসর হতভম্ব হয়। বিস্ফো*রিত চোখে তাকায়। কিছু বলতে নিলেই পিউ হুটোপুটি করে দৌড়ে পা*লায়। ধূসর সেদিক চেয়ে শ্বাস ফেলে।

বুঝতে অসুবিধে হয়না,মেয়েটা তাকে রাগাতে ইচ্ছে করে বলল এমন। ধূসর সূক্ষ্ম হাসে। তার আন্দাজহীন পিউ,আদৌ জানে? তার ধৈর্যের বাঁধ কত মজবুত? জানলে এমন বোঁকা বোঁকা মজা করত না নিশ্চয়ই।পুষ্পর কপাল বেঁয়ে দরদর করে ঘাম পরছে। মিনা বেগম লোচন কুঁচকে মেয়েকে দেখছেন। কিছুক্ষন

মনোযোগ দিয়ে দেখে সন্দেহী কণ্ঠে বললেন,

” কার সাথে কথা বলছিলি?”

পুষ্প আমতা-আমতা করে বলল,

” কার সাথে বলব? ”

” সর সামনে থেকে।”

বিনাবাক্যে সরে দাঁড়াল সে। মিনা বেগম দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকলেন। আশেপাশে তাকালেন। পুষ্প পেছন পেছন দোয়া দুরুদ পড়ছে। তিনি

তাকানো মাত্রই সোজা হয়ে যাচ্ছে চটপট। মিনা বেগম বারান্দায় গেলেন,উঁকি দিলেন। সেখান থেকে নিচ অবধি দেখে ফিরে এলেন কামড়ায়। হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। ফোনে ভিডিও চলছে। ভ্রুঁ গুটিয়ে এগোলেন সেদিকে। ফোনটা হাতে তুললেন। ওমনি ভ্রু শিথিল হয়। ঠোঁট গোল

করে বললেন,” ও নাটক দেখছিলি?”

পেছন থেকে পুষ্প জবাব দিল, ” হ্যাঁ, কেন? তুমি কী ভেবেছিলে? আমি ঘরে কাউকে এনেছি?”

মিনা বেগম থতমত খেলেন। প্রসঙ্গ লোকাতে ধম*ক দিয়ে বললেন, ” বেশি বুঝিস কেন? একবারও বলেছি আমি?”

” বলোনি। কিন্তু উঁকিঝুঁকি তো ঠিকই দিলে। সাথে প্রমাণ করে দিলে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের ছিটেফোঁটা ও নেই। ‘

পুষ্প দুঃ*খী দুঃ*খী মুখ করল। যেন ক*ষ্ট পেয়েছে ভীষণ। মিনা বেগমের মায়া হয়। নরম স্বরে মেয়েকে বোঝাতে গেলেন

” না মা আমি তো শুধু....”

পুষ্প থামিয়ে দিয়ে বলল,” কিচ্ছু বলতে হবেনা আম্মু। আমি সব বুঝি। তুমি আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করোনা। বাইরে থেকে কী না কী শুনে এভাবে চেক করছো! এক কাজ করো,সবই যখন দেখলে খাটের নীচটা বাকী রাখবে কেন? তাও দেখো। দেখে নাও আমি ওখানে কাউকে লুকিয়ে রেখেছি কী না!’

ইকবালের চোখ কপালে উঠল। মনে মনে হাঁ -হু*তাশ করে বলল,
” এভাবে বলিস না রে, বলিস না। সত্যি যদি খাটের নিচে উঁকি দেয়, আমিও শেষ, তুইও শেষ! ‘
” রা*গ করছিস কেন? মেয়ে বড় হলে মায়েদের একটু আধটু চিন্তা হয় । এখন বুঝবিনা। আগে মা হ, একটা মেয়ে হোক, তারপর বুঝবি। নয় মাস পেটে রেখেছি,দুহাতে মানুষ

করেছি, কতরাত ঘুমোতে পারিনি, সেসব তো দেখলিনা। সামান্য কী করলাম তাই জন্যে এভাবে বলছিস পুষ্প?”

মিনা বেগম ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কেঁ*দে আঁচলে নাক চাপতেই পুষ্প দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা একটু বেশিই ইমোশোনাল। কাঁ*দতে দেরি, চোখ থেকে পানি পরতে দেরি নেই।”

আহা মা,কী বললাম এমন? কাঁদছ

কেন? আচ্ছা স্যরি! ভুল হয়েছে আমার। ”

মিনা বেগম শান্ত হলেন। চোখ মুছে বললেন

‘ ঠিক আছে। শুয়ে পর,রাত জেগে এসব নাটক -ফাটক দেখার দরকার নেই। শরীর খা*রাপ করবে।’

পুষ্প মাথা দোলায়,

‘ আচ্ছা।’ ‘

মিনা বেগম বেরিয়ে গেলেন। পুষ্প এক লাফে গিয়ে দরজা আটকাল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মত শ্বাস নিলো। তৎক্ষনাৎ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলো ইকবাল। নিজেও বুকে হাত দিয়ে শ্বাস ঝেড়ে বলল,

" থ্যাংক্স গড। বাঁচিয়ে দিলে আজ।'

পুষ্প ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

" আর এক মুহুর্ত এখানে থেকোনা,এক্ষুনি যাও ইকবাল।

ভবিষ্যতে ভুল করেও এভাবে আমার রুমে এসোনা কিন্তু । ”
ইকবাল ঘোর বিরোধিতা জানিয়ে বলল,” সেই ভরসা দিতে পারছিনা। ওটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। ”
ইঙ্গিত বুঝে পুষ্প অসহায় নেত্রে তাকাল। বলল,
‘ এবার যাও প্লিজ?’

” যাচ্ছি বাবাহ,কেমন করছে দেখো। এত ক*ষ্ট করে এলাম পাত্তাই দিলোনা আমায়।’

” হ্যাঁ, আজ ধরা পরলে পাত্তা ছুটে যেত।’

‘ আচ্ছা, কাল তো চলে যাচ্ছো। দেখা কবে হবে তাহলে? আমি কী ওখানে যাব একবার? বা ধূসরকে বলব আমাকেও সাথে নিতে?’

পুষ্প দুদিকে ঘনঘন মাথা নাড়িয়ে বলল

” না না পাগল না কী? ভাইয়া সন্দেহ করবে। মোটেতো চারটেদিন। একটু ধৈর্য ধরে থাকো, দেখবে দেখতে দেখতে চলে গেছে। ‘

” কাল একবার দেখা করা যায়না?’

ইকবালের ব্যকুল স্বরে পুষ্পর খা*রাপ লাগল। একটু ভেবে বলল

‘ যাবে। কাল সকালে মেজো চাচ্চু আমাদের শপিংয়ে নিয়ে যাবেন। ওখানে এসো? ‘

ইকবাল সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল।

তারপর যেমন ভাবে উঠেছিল তেমন ভাবেই নেমে গেল। পুষ্প আর সেখানে দাঁড়ায়না। ইকবালের পা মাটিতে ঠেকতেই ঝটপট জানলা আটকায়।পিউ ব্যালকোনিতে দাঁড়িয়ে। গায়ে পাতলা চাদর,হাতে

ফোন। সম্পূর্ন মনোনিবেশ দিয়ে,ধূসরের ফেসবুক আইডি ঘাটছে। কোন ছবিতে, কোন মেয়ে, কী রিয়্যাক্ট দিয়েছে, কী কমেন্ট করেছে সব খুঁটেখুঁটে দেখছে। লাভ রিয়াক্ট পেলে সেই মেয়ের আইডিতেও চলে যাচ্ছে সাথে সাথে। ভালো করে দেখছে মেয়েটা সুন্দর কী না। তবে একটা বিষয় অদ্ভূত,মারিয়া নামের কোনো চিহ্নওই

নেই ধূসরের আইডিতে। তবে কী মেয়েটা অন্য কোনও নাম দিয়ে আইডি চালাচ্ছে? কাল এলে জেনে নেবে বরং। ও, কাল তো হবেনা। কাল তো ওরা বিয়ে বাড়ি যাবে। আচ্ছা,ফিরে এসে জানবে। এই কদিন ধূসর তো তার কাছাকাছিই থাকবে। উল্টোপাল্টা হওয়ার সুযোগই নেই। অবশ্য,সে রেখেছে না কী সুযোগ? এমন চাল চেলেছে,ধূসর

ভাই না গিয়ে পারবেন না।একই সাথে পিউ আরেকটা বিষয়ে সুনিশ্চিত হলো, ‘ ধূসরের ভেতর তাকে নিয়ে নির্ঘাত অনুভূতি রয়েছে। নাহলে কেন ফোনে ওসব বলতে শুনেই যেতে রাজী হবে? কেনই বা আজকের মত এভাবে সাবধা*ন করবে? নিশ্চয়ই তার পাশে কোনও ছেলে দেখলে ধূসরের রা*গ হয়?

হিং*সে লাগে? আর এই জেলাসনেস টা কী ভালোবাসার নয়? '

পিউ নিজেকেই শুধাল। উত্তর আসে একবার হ্যাঁ, একবার না। ভালোবাসলে মানুষটা তাকে এত এড়িয়ে চলে কেন? কেন নিজেকে এত লুকিয়ে রাখে? তার কী কাছে আসতে মন চায়না? ইচ্ছে করেনা ওকে একটু ছুঁয়ে দেখতে? একবার চোখের দিক চেয়ে বলতে '

ভালোবাসি।' তারতো ইচ্ছে হয়। খুব ইচ্ছে।

কী করে নিশ্চিত হবে,ধূসর ভাইয়ের মনে কে আছে? রবিনকে নিয়ে রা*গিয়েও লাভ হলোনা। ধূসরটা কী না কী নিজে নিজে বুঝে নিলো। পিউয়ের সেদিনের কথা মনে পড়ে। ধূসর তার চোখ দেখে বলেছিল ' তোর মিথ্যা বলার যোগ্যতা

নেই।’আচ্ছা,ধূসর ভাই কি ওর চোখ দেখে মনের কথা বুঝে ফেলেছেন?’ তবে তো ভালোবাসাটাও বোঝারা কথা। না কী বুঝেও ভাণ করেন? যে জেগে থাকে তাকে কী করে ঘুম থেকে তোলা যায়? পিউ হ*তাশ হয়ে গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে সামনে তাকায়।আচমকা বাগান থেকে কাউকে দৌড়ে যেতে দেখে সতর্ক হলো। চোখ ডলে ডলে ভালো করে

দেখার চেষ্টা করল। ওর দেখার মধ্যেই লোকটা দেয়াল টপকে বেরিয়ে যায়। পিউয়ের নেত্র আকাশ ছোঁয়। চোর নাকী? ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতেই চোর পালিয়েছে। পিউ কাউকে জানানোর জন্যে ঘর থেকে দৌড়ে বের হতে গিয়েও থেমে গেল। মনে হলো গায়ের শার্ট টা ভীষণ পরিচিত লাগছে। হঠাৎ খেয়াল পরে,এই শার্ট কদিন আগে ইকবাল

ভাইয়ের পড়নে দেখেছিল না?সকাল হলো। পুষ্প পিউ একদম সেজে-গুজে পরিপাটি। প্রথমে মল,তারপর গ্রামের বাড়ি। কী আনন্দ! দুজন একযোগে সিড়ি বেঁয়ে হৈহৈ করে নামল। এই উল্লাসে পিউ ভুলে গেল রাতের কথা। আজ আমজাদ আর আনিস ব্যাতীত বাকীরা বাড়িতেই। অফিসের কিছু প্রোজেক্ট গোছানোর জন্যে তাকে জরুরি যেতে হলো।

ধূসর, আফতাব যেতে চাইলেও মানা করলেন। সামান্য কাজ,অল্প সময়, ওদের যেয়ে লাভ নেই।

আফতাব সিকদার সোফায় বসে চা খাচ্ছিলেন। পিউ এসেই বলল,

" আমরা রেডি,চলো।"ওনার সাথে সাথে আরো ক জোড়া চোখ নি*ক্ষেপ হয় তার দিকে। তন্মধ্যে একটা চাউনী পিউকে এলোমেলো করে দেয়। যতটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে

এলো ততটাই গুটিয়ে যায় ধূসরকে দেখে। ধূসর একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরায়,ফোনের দিকে মন দেয়। আফতাব সিকদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

” আমার শরীরটা কেমন লাগছে যেন। তোমাদের ধূসর নিয়ে যাবে মা।”

পুষ্পর চোয়াল ঝুলে যায়। অন্যদিকে পিউয়ের মুখমন্ডল সোনালী রোদ্দুরের

ন্যায় ঝলমলায়। ধূসর ভাই যাবেন মানে,আরো কিছুক্ষন,পাশাপাশি, কাছাকাছি।পুষ্পর গলা ভ*য়ে শুকিয়ে গেল। ওখানে ইকবাল আসার কথা, যদি ভাইয়াও যায়,তবে তো......!

ধূসর বিনাবাক্যে উঠে দাঁড়ায়। যেন আগে থেকেই জানত। এগোতে নিলেই আফতাব নরম স্বরে বললেন,

” বাবার গাড়িটা নিয়ে যেও। এবার অন্তত ইগোটা থামাও। বাবার জিনিস তো তোমারও। ‘

পিউ ভাবল বরাবরের মত ধূসর নাকচ করবে। বাকীরাও তাই ভেবেছে। অথচ ধূসর ছোট করে বলে,

” ঠিক আছে। ”

পিউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আজও ধূসর যাবে মানে,সি এন জি কনফার্ম।

ওইদিনের মতো ভূতের ন্যায় ইকবালের আসার সুযোগ নেই। কিন্তু একটা বিষয় তাকে ভীষণ ভাবায়,যদি ধূসর ভাই, বাইকে কাউকে নাই নিতে চাইবেন,তবে তাকে কেন তুলেছিল সেদিন? ধূসর সামনে সামনে হাঁটা ধরে। পিউ পেছনে কদম ফেলতে ফেলতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। ধূসরের চওড়া পিঠ দেখতে দেখতে ভাবে,

” এই লোকটার মধ্যে এক আকাশ রহস্য। কবে সেসব উদঘাটন করতে পারব আমি? কবে?”পুষ্প ঝটপট ইকবালকে মেসেজ করে দেয়,যেন মলের ধারকাছেও না ঘেঁষে। ইকবাল এলোওনা তাই। অথচ পিউ ছিল মা*রাত্মক হাসিখুশি। ধূসর সাথে আছে যে! পিউ -পুষ্প দুজনেই শাড়ি কিনলো। ভালো মানের জামদানি। পুষ্পরটা গাঢ় গোলাপি। পিউ

ভেবেছিল শাড়িটা অন্তত ধূসর ভাই পছন্দ করে দেবেন। সিনেমার হিরোদের মতন দূরে দাঁড়িয়ে চোখ ইশারা করে করে বোঝাবেন কোনটা ভালো লাগছে, কোনটায় না। এবারেও সেই আশায় বালি ঢাললো সে। রসক*ষহীন ধূসরটা কেনাকা*টার সময় সেখানেই রইলোনা। উলটে চলে গেল বাইরে। সাথে রাশভারি স্বরে বলে গেল '

এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করবি। এক মিনিট দেরি হলে দুটোকেই এখানে রেখে যাব।’

পুষ্প ফটাফট যা সামনে পেল তাই নিল। পিউ বেছে বেছে নীল রঙয়ের শাড়ি কিনেছে। ওইযে, তার ধূসর ভাইয়ের পাঞ্জাবিটাও নীল। সবশেষে, যখন বের হবে পিউ হঠাৎই দাঁড়িয়ে যায়। পুষ্পর দিক চেয়ে চোখ বড় করে বলে,

” আমার তো কিছু অর্নামেন্টস কিনতে হবে আপু। কী করব?”পুষ্প হাতঘড়ি দেখে বলল,

” এক ঘন্টাতো শেষ হয়নি। আমারও দরকার। চল যাই।”

পিউ মাথা দোলায়। কাপড়ের সাইড ফেলে চলে যায় কসমেটিকস কর্নারে। দুজন মস্ত বড় একটা দোকানে ঢুকল। প্রয়োজনীয় সব কিছু কিনল,টাকা দিয়ে ফিরে এলো।

ধূসর গাড়ি ঘেঁষে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে। পিউ আসতে আসতে মুগ্ধতা সমেত দেখতে থাকে। পরপর বুক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে। মানুষটাকে বেশিক্ষন চোখের সামনে দেখলেই পাগল পাগল লাগে। দুজন কাছে এসে দাঁড়াল। ধূসর পুষ্পর থেকে চোখ সরিয়ে পিউয়ের দিক তাকাল। নাক আর ঠোঁটের মাঝখানের জায়গাটুকুন ঘামে

চিকচিক করছে। এই শীতেও ঘামছে মেয়েটা। ধূসর নির্দ্বিধায় বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ঘামটুকু মুছিয়ে দেয়। ছোট করে বলে,” চল।”

পিউ লজ্জা পেয়ে পুষ্পর দিক তাকায়। অথচ সে নিরুদ্বেগ। ব্যাপারটা তার মধ্যে বিশেষ প্রভাবই ফেলেনি যেন।

সারা রাস্তায় ধূসর কথা বলেনি। টুকটাক ফোনেই যা বলার বলেছে।

এদিকে পুষ্প- পিউ তারাও চুপচাপ। পুষ্পর মন ভালো নেই। যাওয়ার আগে ইকবালের সাথে দেখা হলোনা বলে। পিউ জানলার দিক চেয়ে চেয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। মাঝে মাঝে দেখছে ধূসর কে। সে মানুষটাকে ভ*য় পেলেও ভালোবাসা দ্বিগুন। ধূসর তার ছোট্ট জীবনের বসন্ত। আর পুষ্পর কাছে ধূসর বাঘ। একটু বেশিই সমঝে চলে ওকে।

মাঝে মাঝে সে নিজেই ভেবে কূল পায়না,কীভাবে ধূসরের চোখ ফাঁকি দিয়ে এত বছর প্রেম করে বেড়াল? যেদিন ধরা পরবে সেদিন যে কী কুরুক্ষেত্র হবে!

নিস্তব্ধ গাড়ির ভেতর পিউ আচমকা চেঁ*চিয়ে ওঠে। ধূসর ত্বরিত বেগে পেছনে তাকায়। পুষ্প ভ্রুঁ কুঁচকে শুধাল,‘ কী হয়েছে?”

পিউ মাথায় হাত দিয়ে বলল,

" আমি চুড়ি কিনতে ভুলে গেছি।'
পুষ্প ধূসরের পানে তাকায়। ধূসর বিরক্তিতে কপাল গুঁছিয়ে সামনে ফেরে। সে নিজেও বিরক্ত হয়। উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। পিউ কোমল স্বরে অনুরোধ করল,
" ধূসর ভাই,গাড়িটা একটু ঘোরানো যায়না?"
ধূসর নিরুত্তর। পিউ বুঝে গেল জবাব দেয়নি,মানে শুনবেওনা। সে

নিজের ভুলো মনের প্রতি অতিষ্ঠতায় ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস নেয়। তার চুড়ি গুলো সব পুরোনো। এখন এক ডজন না হলেই হচ্ছে না। পরমুহূর্তে ভাবল, আচ্ছা থাক,কিছু একটা দিয়ে ম্যানেজ করে নেবে। একটা বিয়েতে চুড়ি না পরলে কিছু হয়না।বিকেলে পুরো সিকদার বাড়ি রওনা হয় মিনা বেগমের বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে। এত জন মানুষ মিলে হৈ-হুল্লোড়

করে গাড়িতে ওঠে । পিউ আগেভাগে রুবায়দা বেগমের পাশে এসে বসেছে। সে কিছুতেই মায়ের সাথে অন্য গাড়িতে যাবেনা। সারা রাস্তা ধম*কে ধা*মকে নেবে। যুক্তি এটা দেখালেও আসল কথা হলো এই গাড়ির ড্রাইভার ধূসর। আর ধূসর যেখানে,সে নিঃসন্দেহে সেখানে। সাদিফ এসে জানলায় উঁকি দিল। পিউকে শুধাল,

" ভেতরে জায়গা আছে? "

পিউ সামনে পেছনে দেখে বলল, " একটা সিট।"

সাদিফ গলা উঁচিয়ে দেখে নেয়। একদম পেছেনের সিট খালি। যেখানে বসার ইচ্ছে, সেখানকার চান্স আদৌ নেই। জবা বেগম ছেলেকে ওখানে দাঁড়ানো দেখেই পাশে বসা পুষ্পকে বললেন," তুই বরং ওই গাড়িতে যা পুষ্প। "

পুষ্প বুঝতে না পেরে বলল,
” কেন মেজো মা?”
“যা না ভালো হবে, পিউও ওখানে আছে। তুইও যা।”
পুষ্প কিছুই বুঝলোনা। তবুও কথা না বাড়িয়ে নেমে আসে। মুরুব্বি মানুষ বলেছে যখন! পিউদের গাড়ির ফাঁকা সিটটাতে উঠে যায়। সাদিফ মাথা চুল্কাল কোথায় বসবে তা নিয়ে। একটু পর ধূসর এসে

ড্রাইভিং- সিটে বসে। গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে সাদিফের উশখুশানো দেখে বলে,

" কী হয়েছে?"

" না,কিছুনা। আসলে এই গাড়িতে যেতে চাইছিলাম।"

ধূসর একটু চুপ থেকে পাশের সিট ইশারা করল,

"এখানে এসে বোস।

সাদিফ সচেতন কণ্ঠে শুধাল,

” মেজো চাচ্চু বসবেন শুনলাম।”
রুবায়দা বেগম বললেন,
” সে অন্য গাড়িতে বসবে না হয়। তুই বোস তো। ”সাদিফ উজ্জ্বল পায়ে, গাড়ির দরজা খুলে বসে। ধূসর ভিউ মিরর ঘুরিয়ে দেয়। যেখানে স্পষ্ট ফুঁটে থাকে পিউয়ের বিম্ব। সাদিফকে উঠতে দেখে জবা বেগমের ঠোঁটে হাসি ফুটল। ছেলেমেয়ে দুটোকে কাছাকাছি

থাকতে দেয়া উচিত এখন। ওদের মধ্যে যত বন্ডিং ভালো হবে,তত সহজ হবে সম্পর্কটা। সাথে সংসারটাও সুখের হবে।

সাদিফ শান্ত,তবে প্রফুল্ল। যাকে ভালো লাগে তার সাথে জমিয়ে ফেলে মুহুর্তে। আর যে চক্ষুশূল তার সাথে জবান বন্ধ। পুরো গাড়িটাতে মেতে ছিল তারা। সে, পিউ, সুমনা বেগম,রিক্ত, আর রুবায়দা বেগম।

পুষ্প চ্যাটিংএ ভীষণ ব্যস্ত। লাইনে ইকবাল। মন খারা*প তারও। একটাবার দেখা হলোনা বিধায়।

ধূসর মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভ করছিল। মাঝেমধ্যে দেখছিল মিররের দিকে।

একটা সময় রাস্তা ফুরায়। সামনের গাড়িগুলোকে ফলো করতে করতে এসে একটা বাড়ির সামনে থামে ওদের গাড়ি।মিনা বেগমের পিতা

শাহজালাল মজুমদার গ্রামের চেয়্যারম্যান ছিলেন। সে-ই আমলেই গড়ে গেলেন,এই বিশাল, বড় তিনতলা ভবন। এখনও তার যৌলুশ ধরে রেখেছে ছেলেরা। যত্ন- আত্তি একটা ইটেরও কম পরেনা। বাবার শেষ স্মৃতি। এখনও আগের মতোই চকচক করছে দেয়াল গুলো। মিনা বেগমরাও চার ভাই-বোন। তবে দুই ভাই, দুই বোন। তিনিই বড়, সবার

মধ্যে। এরপর ভাই রাশিদ, আর মুত্তালিব মজুমদার মিলেমিশে থাকেন এখানে। বর্ষা,বেলাল রাশিদের দুই সন্তান। আর মুত্তালিবের দুই মেয়ে, এক মেয়ে। বড় মেয়েটা এস এস সি দিয়েছে,কলেজে ভর্তি হবে এবার। আর ছোটটা পড়ছে সেভেনে।একমাত্র পিউরা ছাড়া বাকী সবাই বাড়িটায় প্রথম এলো। তাই রাশিদদের পুরো পরিবার মিলে

লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। মিনা বেগম চার বছর আসেননি বাপের বাড়ি। মাঝখানে একবার বর্ষা আর বেলালকে নিয়ে ওদের মা ময়মুনা খাতুন ঘুরে এসেছিলেন। এতদিন পর বাবার বাড়ি এসে চোখ ভিজে ওঠে তার। আবেগে আপ্লুত হন। ভাইকে ধরে কেঁ*দে ফেলেন। রাশিদ আর তিনি পিঠাপিঠি। রাশিদ বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন ”

বোঁকা কাঁদছিস কেন? এই যে এলি এক মাসে যেতে দেব না।”

মিনা বেগম হাসলেন। এর মধ্যে ধূসরদের গাড়ি ভেড়ে। সবার শেষে আসায় মনোযোগ সেদিকে ঘুরল সবার। পিউ -পুষ্প দ্রুত নেমেই মামা- মামির কাছে ছুটে যায়। পিউ গিয়েই জড়িয়ে ধরে মুত্তালিব কে। ছোট মামা তার সবচেয়ে প্রিয়।

মুত্তালিব চুঁমু খেলেন ওর কপালে। জিজ্ঞেস করলেন," কেমন আছিস?"
পিউ চঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেয়
" খুব ভালো মামা।"
" এভাবে ভুলে গেলি পিউ? কত গুলো দিন আসিস না তোরা। আমরা বুঝি পর হয়ে গেছি?"
" ওমন করে বলছো কেন মামী? আমরা বুঝি তোমাদের ভালোবাসিনা?"

পুষ্পর কথায় বর্ষা বলল,
” তার নমুনা তো এই। বিয়ে না হলে আজও আসতিনা।”
মুত্তালিবের দুই মেয়ে শান্তা আর সুপ্তি। একটু পরপর ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে। সাদিফ গাড়ির পেছনে গিয়ে ফোন উঁচুতে ধরে নেটওয়ার্ক খুঁজছে। গ্রামে আসতে না আসতেই সিম ডাউন। কোনও মানে হয়?

রাশিদ মজুমদারের হঠাৎ ধূসরের দিকে চোখ পড়তেই বললেন,
" ওটা ধূসর না মিনা?"
নাম শুনে ধূসর ফোন পকেটে ভরে তাকাল। হাত উঁচিয়ে সালাম দিলো। মিনা বেগম চওড়া হেসে বলেন," হ্যাঁ ভাইজান। আমার ছেলে। "
পিউ মনে মনে আপত্তি করে বলল,
" উহু,তোমার জামাই।"

রুবায়দা বেগমের বুক ভরে আসে। তিনি হেসে আফতাবের দিক তাকালেন। ছেলেটা তাদের অথচ বড় আপা কোনও দিন ওকে পরের মত দেখেনি। সবার সাথে কখনও বলেওনি এটা আমার জায়ের ছেলে। এতটাও ভালোবাসা যায়? আর এইজন্যেই হয়ত ধূসর যেকোনো ছোট -বড় প্রয়োজনেও তাকে না

ডেকে ওর বড় মাকেই ডাকে। রাশিদ হাত লম্বা করে ডাকলেন ‘ এসো বাবা।’ ধূসর এগিয়ে যায়। রাশিদ ওর দুই কাঁধ ধরে আপাদমস্তক দেখে বলেন, ‘ কত্ত বড় হয়ে গেছো তুমি! সেই বিদেশ যাওয়ার আগে দেখেছি তারপর আর যাওয়াই হয়নি ও বাড়িতে। তুমিতো এইচ- এস -সিতে বোর্ড স্যান্ড করেছিলে তাইনা?”

ধূসর কিছু বলার আগেই,পিউ লাফিয়ে উঠে বলল,

” হ্যাঁ। ধূসর ভাই খুব ভালো স্টুডেন্ট। ওনার মাথাটা নিউটনের মতো। শুধু ঝাঁকড়া চুল নেই। ”

বোঁকা বোঁকা কথাটায় সবাই হেসে ফেলল।

রাশিদ মজুমদার ভ্রুঁ কুঁচকে বললেন,

” তুমি কেন এসেছো?”

পিউয়ের হাসি মুছে গেল। অবাক হয়ে বলল ‘ কেন মামা, আপুর বিয়ে, আমি আসব না?”

” তোমার না পরীক্ষা? এই সময়ে বিয়েটিয়ে গোল্লায় গেলেও বা! পড়াশুনা তো আগে তাইনা? ”

পিউ চোর ধরার পরার মতন চেহারা বানাল। এই কথাটা এখানেই তুলতে হলো?

সে গত দুদিন যাবত কী সাংঘা*তিক ভ*য়ে ছিল এ নিয়ে। পরীক্ষার ছুঁতোতে সবাই তাকে রেখে না গেলে হয়। আর আসার সাথে সাথেই বড় মামা বলে দিলেন? ময়মুনা খাতুন ওকে কাছে টেনে বললেন,

” আহা এভাবে বলছো কেন? ছোট মানুষ। সবাই আসবে ও বুঝি একা বসে থাকবে বাড়িতে?”

পিউ নিভু কণ্ঠে বলল,” আমার সব পড়া শেষ মামা। শুধু রিভিশন দিলেই হবে।”

মুত্তালিব বললেন ” হ্যাঁ জানিতো,আমাদের পিউও ভালো ছাত্রী। আচ্ছা,সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে না কী? ভেতরে চলুন। ”

আমজাদ সিকদার আসেননি। আনিস আর তিনি একেবারে অফিস থেকে ফিরবেন। আগেই ফোন করে

রাশিদকে জানিয়েছিলেন আমজাদ। সবাই একে একে ভেতরে গেলেও, রাশিদ দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনা বেগম জিজ্ঞেস করলেন,

‘ ভেতরে যাবিনা? অপেক্ষা করছিস কারো জন্যে?”

” হু? হ্যাঁ ওই রোহান রা আসছে তো। ওরা আবার এখানে কোনওদিন আসেনি। চিনবে কী না কে জানে!”

”

ধূসর যেতে যেতে ‘রোহান’ নামটা শুনে থমকাল। ফিরে তাকাল দরজার দিকে। পরপর তীক্ষ্ণ চাউনিতে দেখল বর্ষার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাওয়া পিউকে। এই রোহানের কথাই শুনেছিল না সেদিন? যাকে পিউয়ের এত্ত পছন্দ, তাকে একবার দেখতে হচ্ছেতো।

সবাই ওপরে গেলেও ধূসর বসে পরল সোফায়। শান্তা দেখে শুধাল,” ওপরে যাবেন না?”

ধূসর সংক্ষেপে বলল,

” পরে যাব।”

শান্তা আর কিছু বলেনা। বাকীদের ঘর দেখানোর জন্যে তাদের সঙ্গে গেল।

পিউ সিড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ঘুরে তাকাচ্ছিল। ধূসরের

বিষয়টা তার বুঝতে বাকী নেই। হাসল সে, দুষ্টু হাসি। মনে মনে আওড়াল,
” রোহান কে দেখতে চাচ্ছেন ধূসর ভাই? বেশ,দেখুন। তবে খেয়াল রাখবেন,যেন চমকে টমকে আবার চেয়ার উলটে পরে না যান ।”ধূসরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছেনা। আর কতক্ষন বসে থাকবে এভাবে? সে বেজায় বির*ক্ত। ফোন টি*পতে

টি*পতে অসহ্য লাগছে এখন। তবুও উঠে রুমে গেল না। আগে ছেলেটাকে দেখবে তারপর যাবে। এমন কোন রাজপুত্র, যাকে পিউয়ের এত্ত পছন্দ! সে আরেকবার চকচকে সাদাটে হাতঘড়িটা দেখে নেয়। কমসে কম বিশ মিনিট ধরে বসে আছে এখানে। তার অপেক্ষার অবসান ঘটাতে রাশিদ মজুমদার ঢুকলেন। সাথে আনিসের বয়সী এক

ভদ্রলোক। কথা বলতে বলতে আসছিলেন দুজন। পেছনে রয়েছে আরো কজন। ধূসর গলার আওয়াজ শুনে বিদ্যুৎ বেগে তাকাল। ভাবল এই বুঝি অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত মানুষটি এলো। ওকে বসা দেখেই রাশিদ মজুমদার থেমে গেলেন। বললেন,” কী ব্যাপার বাবা,তুমি রুমে যাওনি?”

ধূসর উঠে দাঁড়াল।

” কিছু দরকার?”

” না,আসলে পরে যাব ভেবেছিলাম। ”

পেছন থেকে নারীটি শুধালেন,

” ছেলেটি কে দুলাভাই?”

” হু? মিনা আপার মেজো জায়ের ছেলে। ”

ধূসর ওনাকে সালাম দিলো। রাশিদ পরিচিত করালেন,

” উনি হলেন পিউয়ের মামীর ছোট বোন,রূম্পা। আর ও ওর স্বামী মুস্তাফিজ রহমান। ”

ধূসর হেসে লোকটির সাথে করমোর্দন সাড়ল। অথচ তার মন, চোখ দুটোই রইল সদর দরজায়। সে রোহানকে খুঁজছে। ছেলেটা কী আসেনি? রাশেদ ওনাদের কাছে ধূসরের প্রসংশা স্বরুপ নানান কথা বললেন। তাদের হয়েও কিছু কথা

ওকেও শোনালেন। বিধিবাম! একটাও ধূসরের মস্তিষ্কে গেল না। সে উদগ্রীব হয়ে বাইরে দেখছে। অনেকক্ষন গেলেও দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছেনা,আসছেনা। শেষমেষ অধৈর্য হয়ে পরল ধূসর।

অস্থি*রতায় ভেতরটা টইটম্বুর হলো। কৌতুহল চে*পে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই বসল,” রোহান আসেনি আঙ্কেল?”

রাশেদ মজুমদার ভ্রুঁ গুঁটিয়ে বললেন, ” তুমি রোহান কে চেনো?”

ধূসর চটপট উত্তর দেয়,

” পিউয়ের কাছে শুনেছিলাম। আসেনি?”

” আমিইত রোহান। এই যে আমি, আমি।”

ছোট্ট বাচ্চা কণ্ঠ শুনে ধূসর চোখ নামায়। রূম্পা বেগমের আঙুল ধরে দাঁড়িয়ে সরল চেহারার স্বাস্থ্যবান

ছেলেটা হাত উঁচিয়ে বলল ‘ হাই।’সাথে ফোঁকলা চারটে দাঁত বের করে হাসল। মাথা দুলিয়ে বলল,
” তুমি আমাকে খুঁজছো, কেন? ক্রিকেট খেলবে?”
ধূসর আকাশ ভে*ঙে ধপ করে মাটিতে পড়ল। হতবাক হয়ে বলল,
” ওর নাম রোহান?”
প্রশ্নটাও বেজে বেজে এলো গলায়। রাশিদ বললেন,

” হ্যাঁ। কেন, তুমি কি ভেবেছো?”

ধূসরের ভাবনাচিন্তা হযবরল হয়ে আসে।

” আপনাদের পরিবারে আর কোনও রোহান নেই? বর্ষার খালাতো ভাই?”

রূম্পা বেগম বললেন,

” আমিইত বর্ষার একমাত্র খালা বাবা। আমার এই একটাই ছেলে। তুমি কি অন্য কাউকে খুঁজছিলে?”

ধূসর আহাম্মক বনে থাকল কিছুক্ষন। রাশিদ ওর কাধে হাত রেখে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,
” কিছু হয়েছে?”তৎক্ষনাৎ ওপর থেকে খিলখিল হাসি ভেসে আসে। ধূসর চোখ তুলে তাকায়। পিউ হাসিতে নুইয়ে পরছে। পাশে অবোধের মতো দাঁড়িয়ে সুপ্তি। ধূসরের বুঝতে বাকী নেই,পিউ তাকে কী মারাত্মক লেভেলের বোঁকা

বানিয়েছে। রাশিদ সহ উপস্থিত বাকীদের পিউয়ের হাসিটা মাথার ওপর দিয়ে গেল। তিনি শুধালেন,

” হাসছো কেন মা?”

পিউ চটজলদি স্বাভাবিক হলো। হাসিটা ঠোঁট দিয়ে চে*পে দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল ‘কিছুনা’। তারপর দ্রুত চলে গেল ভেতরে। ধূসর দাঁত চে*পে চোখ বোজে। মনে মনে কষে একটা থা*প্পড় মারে

নিজেকে। তার মত ছেলে কী না একটা হাঁটুর বয়সী মেয়ের থেকে ধোঁ*কা খেল? ছি!পিউ হাসতে হাসতে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পরল। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে পেট অবধি উঠে এসেছে। একবার ডান কাত হচ্ছে একবার বামে। সুপ্তি নির্বোধের মত দেখল কিছুক্ষন। কৌতুহলে চোখ পিটপিট করে বলল, ” ও পিউপু,হাসছো কেন তুমি?”

পিউ হাসির চোটে কথা বলতে পারছেনা। পেট -পিঠ ব্যা*থায় আঁটশাঁট। চোখ চিকচিক করছে। সুপ্তি শেষ মেষ বিদ্বিষ্ট হলো। ছোট মানুষ হলেও মেজা*জ উঠল তুঙ্গে। পিউ আপুর এই এক রো*গ,হাসি উঠলে আর থামেনা।

ধ্যাত! বলে সে পা ছু*ড়ে ছু*ড়ে বেরিয়ে যায় বাইরে। পিউ তখনও গড়াগড়ি খেয়ে হাসছে। চেষ্টা

করছে,চাইছে, স্বভাবিক হতে। অথচ ধূসরের চেহারাটা মনে পড়লেই পেট চি*রেখু*ড়ে হাসি বের হয়। এখানে তার কী দোষ?গায়ে হলুদের প্যান্ডেল বড় করে সাজানো হয়েছে উঠোনে। গ্রামের বাড়ি যখন, আশেপাশে জায়গা জমির অভাব নেই। কাকভোর থেকেই তার তোরজোড় শুরু। মশলা বাটাবাটির আওয়াজে পিউয়ের ঘুম সুবিধের হলোনা।

সবাই মিলে আড্ডা দিয়ে রাত করে ঘুমোলেও, উঠে পরেছে এখন। বর্ষার রুমে ঘুমিয়েছিল ওরা। পিউ,পুষ্প,বর্ষা এক ঘরে,এক বিছানায় । পিউ শোয়া থেকে উঠে বসে। দুহাত মেলা আড়মোড়া ভাঙে। হাই তুলতে তুলতে সামনে তাকাতেই দেখল বর্ষা পায়চারি করছে। হাতে ফোন। ব্যস্তভাবে

মেসেজ করছে কাউকে। সে দুষ্টু হেসে বলল,
" সকাল অকাল প্রেমলীলা শুরু হু হু,? "
বর্ষা কপাল কুঁচকে তাকায়। ভুল শুধরে দেয়ার ভঙ্গিতে বলে,
" মোটেওনা। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি।"
" আরে থাক বর্ষাপু,এসব বলে লাভ নেই। আমি কি ছোট আছি এখনো?

আর তোমারই তো জামাই,নিয়ে যাব না আমরা। আমার চয়েস আবার অত বাজে না বুঝলে।"

" চ*ড় খাবি। আমি সত্যিই আমার বন্ধুর সাথে কথা বলছি।"

পিউ সন্দেহী কণ্ঠে বলল " আসলেই? ছেলে না মেয়ে?" মেয়ে।"

" এত সিরিয়াস মুড নিয়ে মেয়েরা, মেয়েদের সাথে কথা বলে?"

বর্ষা আনন কয়েক ধাপ কালো করে বলল,

” কী করব বল! ওর সাথে কথা হয়েছিল ও আমার বিয়ে, গায়ে হলুদ সবেতে থাকবে। অথচ এখন বলছে আসবে কাল। রা*গ হবেনা আমার?”

পিউ বিজ্ঞের ন্যায় মাথা দুলিয়ে বলল,

” অবশ্যই! কেন হবেনা? এইটুকু পথ, কাল আসবে কেন,আজ আসলে কী হয়?’

” এইটুকু পথ? ও ঢাকা থেকে আসবে পিউ।”

পিউ ভ্রঁরু উঁচিয়ে বলল,

” ওরে বাবাহ!তাহলে তো অনেক পথ।”

পুষ্প ঘুমঘুম কণ্ঠে বলল ‘ সকাল সকাল তোদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে

দেয়া বন্ধ কর। ঘুমোতে দে আমাকে। এমনিতেই রাতে ঘুমোইনি। ”

বর্ষা বলল,” সারা রাত চ্যাটিং করবি,আর রাতে ম*রার মত ঘুমাবি।”

ওমনি পিউ সচেতন কণ্ঠে শুধাল,

” সারা রাত কার সাথে চ্যাটিং করেছে আপু?”

পুষ্পর ঘুম ছুটে গেল। চোখ বড় বড় করে তাকাল। দুদিকে মাথা নেড়ে বর্ষাকে ইশারা করল মুখ না খুলতে। পিউ পেছনে চাওয়া মাত্রই স্বাভাবিক করে ফেলল নিজেকে। বেচারী কিছুই বুঝল না। আহ্লাদী স্বরে বলল,

” ও বর্ষাপু বলোনা।”

বর্ষা কী বলবে বুঝল না। জোর করে হাসার চেষ্টা করল। এর মধ্যেই পুষ্প ধম*ক দেয়,

" তোর জেনে কাজ কী?যা নিচে যা।"
পিউর চেহারায় মেঘ জমে। সচরাচর পুষ্প তার সাথে উঁচু গলায় কথা বলেনা বলে অভিমান হলো। আস্তেধীরে ঘর ছাড়ল। ধম*ক দিয়ে পুষ্পর নিজেরই খা*রাপ লাগল। অনুতাপ করে বলল,
" আহারে! সকাল বেলাই বকলাম। থাক,পরে আদর করে দেব।"

পুষ্প আবার চোখ বন্ধ করে। ঘুমোবে সে। বর্ষা সব শেষে ফোনে মন দেয়। ওপাশের ব্যাক্তিটিকে মেসেজ পাঠায়।

” আমি অতশত জানিনা,বিকেলের মধ্যে তোকে বাড়িতে দেখতে চাই ব্যাস।”পিউ ভাবছে। এক্কেবারে হাবুডু*বু খাচ্ছে ভাবনায়। পুষ্প ধ*মক দিয়ে ঘর থেকে বার করতে পারলেও মাথা থেকে প্রসঙ্গটা বার

করতে পারল না। তার জানামতে পুষ্প সদা সিঙ্গেল। কখনও দেখেওনি কারো সাথে কথা বলতে। সাদিফ ভাইয়ের সাথে না ওর বিয়ে হবে? তাহলে কী ওনার সাথেই রাত জেগে কথা বলেছে? ওরা কী তাহলে জানে এ ব্যাপারে? তার জানামতে এটাতো কারো জানার কথা নয়। সে নিজেওত জানতোনা,যদি না ওইদিন

সেজো মায়ের ওয়াশরুমে থাকতো। তবে কার সাথে কথা বলছিল আপু? পিউ ঠোঁট কা*মড়ে ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। অন্যমনস্কতায় সামনে যে পিলার পরেছে খেয়াল অবধি করেনি। যেই মাত্র মাথাটা ঠু*কে যেতে ধরবে ওমনি মাঝপথে হাত রাখল কেউ। পিউয়ের কপাল শুদ্ধ গিয়ে ঠেকল একটা ঠান্ডা হস্ত তালুতে। চমকাল সে। চকিতে

তাকাল। ধূসরকে দেখতেই নুইয়ে যায়, দৃষ্টি নামায়। ধূসর হাত নামাল, রে*গে বলল,

" চোখ কই থাকে তোর? দেখে হাঁটতে পারিস না? মানুষ রাতকানা হয় শুনেছি, তুই কী দিনকানা?"

পিউ নীচু কণ্ঠে বলল," সবে ঘুম থেকে উঠেছি তো,তাই দেখতে পাইনি।"

বলতে বলতে চোখ তুলল । গলায় মাফলার পেঁ*চানো,গায়ে কালো জ্যাকেট পড়ুয়া ধূসরকে দেখে আটকে গেল দৃষ্টি। কয়েক পল চেয়েই রইল ওভাবে। ধূসর এদিক ওদিক তাকায়। কিছুতেই পিউয়ের সাথে দৃষ্টি মেলানো যাবেনা এমন। পিউ ধূসরের আপাদমস্তক দেখল। বরাবরের মতই ঘোষণা করল,

" ধূসর ভাই তার দেখা শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষ! "

কালো জ্যাকেটে কাউকে এত মারাত্মক লাগতে পারে? পারেইতো, এই যে ধূসর ভাইকে লাগছে।

পিউ অভিভূতের মতোন তাকিয়ে রয়। জ্বিভ খসে বেরিয়ে আসে,

" আপনি এত সুন্দর কেন ধূসর ভাই?"

ধূসর চট করে তাকাল। চোখ ছোট করে বলল " কী?"

পিউ হুশে আসতেই ভ্যাবাচেকা খেল। পলক ঝাপ্টে বলল,

" না মানে হয়েছে কী...."কথা খুঁজতে মাথা চুল্কাল। ক গোছা চুল এসে পরল চোখের পাশে। সবে ঘুম ভা*ঙা, এলোমেলো কেশ,ফোলা মুখচোখের পিউকে মনোযোগ দিয়ে দেখল ধূসর। শুকনো ঢোক গিল*ল।

পরপর পিউয়ের চোখ ঢেকে দেয়া চুল সরিয়ে গুঁজে দিলো কানে। পিউ স্তব্ধ হয়ে তাকালো। চাউনিতে ধূসর অপ্রস্তুত হয়ে পরে। গলা ঝেড়ে বেরিয়ে যায় সদর দরজা থেকে।

" এই পিউ,তোকেই তো খুঁজছিলাম। কোথায় থাকিস?'

পিউ বিস্ময়াকুল হয়ে দেখছিল তার ধূসর ভাইয়ের প্রস্থান। সাদিফের

হঠাৎ কথায় ধ্যান ভা*ঙে। সম্বিৎ ফেরে। সাদিফ কাছে এসে দাঁড়ায়।

" ফ্রেশ হয়েছিস তুই?"

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ল।

" এই বাড়িতে সুন্দর একটা বাগান আছে শুনলাম। চল দেখে আসি।"

সাদিফের উদ্বোলিত ভঙ্গি। চেহারাতেও হাসি লেপ্টে। গ্রামে এসে প্রচন্ড এঞ্জয় করছে। শীত শীত ব্যাপারটাও দারুন এখানে। যতই

শীত হোক, ঢাকায় অতটা বোঝা যায়না।

পিউ বলতে গেল,

” কিন্তু আমিতো... ”

সাদিফ পথিমধ্যে বলল ” আরে কিন্তু টিন্তু বাদ। চলতো...”

পিউয়ের কথা পাত্তা পায়না। রীতিমতো হাত টে*নেটুনে নিয়ে চলল সাদিফ।আমজাদ আর আফতাব সিকদার রাশিদের সঙ্গে

সঙ্গে রয়েছেন। আনিস আর তিনি গতকাল রাতেই পৌঁছেছেন এখানে। রাশিদ বয়সে অনেক ছোট তার। দুলাভাইকে একদম নিজের বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করেন রাশেদ। যে কোনও ভালো মন্দ কাজের পরামর্শ নেন। এখনও নিচ্ছেন। কী মেন্যু করলে ভালো হবে,কোন দিকে গেট করবেন, সব বুঝে নিচ্ছেন ভালো করে। ধূসর এসে তাদের

কাছে দাঁড়ালো। প্যান্ডেলের বাইরে বাবুর্চিখানা বসবে। বিশাল বিশাল হাড়ি পাতিল জমা হচ্ছে সেখানে। মুত্তালিব ওকে দেখতেই বললেন

‘ কী ব্যাপার ধূসর,এত সকালে উঠলে যে? বুঝেছি, আওয়াজে ঘুম ভে*ঙেছে তাইতো?”

ধূসর শুভ্র হেসে বলল ‘ না আঙ্কেল, আমি সকালেই উঠি।”

” বাহ! বেশ ভালো গুন। ”

এরপর ধূসরের কাঁধ আগলে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,

” আমার তোমাকে দারুন লেগেছে বুঝলে। একটা ব্যাপার পেয়েছি তোমার মাঝে। ”

ধূসর এবারেও হাসল। তিনি বললেন,

” তা বাবা ফিউচার প্ল্যান কী তোমার? রাজনীতি করছো শুনলাম।”

" জি। "

" আমার রাজনীতির প্রতি তরুন বয়স থেকেই আলাদা ঝোঁক ছিল বুঝেছ। করেছিলাম কিছুদিন।"

" তাই? তাহলে কন্টিনিউ করলেন না কেন?"

মুত্তালিব শ্বাস ফেলে বললেন," কী করে করব বলো দেখি,বিয়েত নিজেরা পছন্দ করে করেছিলাম। আমার শ্বশুর মশাই মেয়ে দেয়ার

আগেই শর্ত ছু*ড়েছেন,কিছুতেই ওসবের কাছে ঘেঁষা যাবেনা। অগত্যা আমিও আর এগোইনি। ভালোবাসাটাকেই বেছে নিয়েছি। তবে তোমার ব্যাপারটা ম*ন্দ লাগছেনা। ব্যাবসা,রাজনীতি সব এই কাঁধে। হা হা হা।”

মুত্তালিব হাসলেন। অথচ ধূসরের মুখে পরতে পরতে অন্ধকার ছেঁয়ে এলো। ভবিষ্যতের কোনও এক

ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠে মস্তিষ্ক। তার রাজনীতি, শেষমেষ তারই প্রতিকূলে যাবে না তো?

‘ আচ্ছা ধূসর,বলোতো বাবা, কোন দিকে স্টেজটা করলে ভালো হবে? বামে করব,না কী ডানে? ডানে আবার সদর গেটটা সামনে পরে। কী করা যায়,একটু বুদ্ধি দাওতো।”ধূসর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিজেকে ধাতস্থ করে। নিচের ঠোঁট

কা*মড়ে আশপাশ দেখে। হুট করে নজর আটকায় সাদিফ আর পিউয়ের দিকে। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে তারা। ধূসরের কপালে ভাঁজ পরল। আগ্রহভরে চেয়ে রইল।

পিউ সাদিফের দীর্ঘ কদমের সঙ্গে কূলোতে না পারলেও তাল মেলাচ্ছে। মূলত সাদিফটাই টেনে নিচ্ছে ওকে। তার মাথায় তখনও ঘুরছে ধূসরের কথা। ইদানীং ধূসর

যা যা করছে তিন বছরে করতে দেখেনি। মানুষটা বিদেশ থেকে ফিরে মধু মিশিয়ে কথা বলতো। হুটহাট বদলে গেল। ধম*কাত,চোখ রাঙা*ত। তারপর এতদিন ধরে ভালো করে কথাও বলেনি, তাকানো তো দূর। অথচ এখন প্রায়ই চোখাচোখি হচ্ছে। বেখেয়ালে তাকালেও দেখছে ধূসর তার দিকে

তাকিয়ে। যেন সব সময় ওকেই দেখছে। কী মানে এসবের?

বিভ্রান্ত পিউয়ের ভাবনার সুতোতে টান লাগে সাদিফের উঁচু কণ্ঠে। তড়িৎ বেগে ঘুরে তাকায় সে। সাদিফ হাত ছেড়ে দূরে গিয়েছে অথচ সে খেয়ালও করেনি। পিউ আহত শ্বাস নেয়। বিড়বিড় করে বলে,” হায়রে ধূসর ভাই! আপনার

জন্যে আমার ধ্যান জ্ঞান ডিভোর্স দিলো আমাকে। ”

উঠোনের পাচিল জুড়ে অসংখ্য মর্নিং গ্লোরিস ফুটেছে। শ্যাওলা পরা দেয়ালে নীল রঙ বেশ লাগছে দেখতে। এছাড়াও আশেপাশে গাঁদা,গোলাপ,ডালিয়া গাছের চারা লাগানো। কিছুতে ফুল ফুটলেও কিছুতে কলি এসেছে সবে। সাদিফ মর্নিং গ্লোরির কাছে এগিয়ে যায়।

পকেট থেকে ফোন বের করে ফটাফট কিছু ছবি তোলে। মুগ্ধ হয়ে আওড়ায়,

" সুন্দর না ? "

পিউ ছোট করে বলল ' হু।'

সাদিফ একটা ফুল ছিড়ে হাতে নেয়। এগিয়ে আসে। হুট করে পিউয়ের কানে গুঁজে দেয়। আচমকা ঘটনায় পিউ বিহ্বল হয়ে তাকায়। তৎক্ষনাৎ দূরে দাঁড়ানো ধূসরের হাত

মুঠো হয়। সাদিফ বিমোহিত হেসে বলল,

" ফুল গাছে সুন্দর জানি, অথচ আমার মনে হচ্ছে ওকে তোর চুলে বেশি মানিয়েছে। "

পিউ হেসে বলল,

" থ্যাংক ইউ।"

সাদিফ দোলনা দেখিয়ে বলল ' চল ওদিকে যাই।"

আবারও তার হাত ধরে সাদিফ। পিউ আনন্দ সমেত এগোয়। সাদিফ ওকে বসালো। সামনে এসে ফোন উঁচিয়ে বলল,

" তুই বোস,আমি ছবি তুলে দিচ্ছি।"পিউ তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ায়। আপত্তি করে বলে,

" না না আমি চুলটাও আচড়াই নি। এভাবে ছবি তুলবেন না,ভাইয়া। বি*শ্রি আসবে।"

” কে বলল? সুন্দর লাগছে তো।”

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ে,

” না। এক কাজ করি,আপনি অপেক্ষা করুন,আমি যাব আর আসব। ”

” কোথায় যাবি?”

” সেজেগুজে আসি?”

সাদিফ তব্দা খেয়ে বলল,

” এ্যা?”

” হ্যাঁ। আসছি দাঁড়ান।”

পিউ উঠতে নিলেই সাদিফ বাঁ*ধা দিলো,
" না। এভাবেই ভালো লাগছে। চুপচাপ বোস। "
পিউ করুন কণ্ঠে বলল,
" অন্তত একটু লিপস্টিক দিয়ে আসি ভাইয়া?"
সাদিফ হাটুমুড়ে বসে ক্যামেরা অন করল। কথাটায় চোখ রা*ঙিয়ে বলল," তুই চুপ করে বোসবি?"

পিউ ঠোঁট উলটে বসে থাকে। সাদিফ ফোন চিৎ- কাত করতে করতে বলে,
" পোজ দে।"
পিউ দোলনায় পা ঝুলিয়ে বসে বসে পোজ দেয়। মুত্তালিব নিষ্পৃহ ধূসরকে বললেন,
" কী ধূসর, বলো কিছু। "

জবাব এলোনা। শুনেছে কী না সন্দেহ। তিনি এবার উঁচু স্বরে ডাকলেন,

” এই যে ধূসর বাবা! ”

ধূসর নড়ে ওঠে। ডাকটা পিউ অবধি পৌঁছে যায়। ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে সেদিকে তাকায়। ধূসর এদিকেই চেয়ে। শ*ক্ত চিবুক,হাড় হিম চাউনী।‘ তুমি তো কিছু বলছোনা,কোন দিকে করতে বলব।”

ধূসর জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। হাসার চেষ্টা করে বলে,

" বামদিকে ভালো হবে। "

মুত্তালিবের পছন্দ হলো।

" তাহলে এটাই পাঁকা কী বলো!"

" জি।"

মুত্তালিবের কাঁধে প্যান্ডেলের দায়িত্ব বর্তেছে। দ্বিধায় ভুগছিলেন কী করবেন সে নিয়ে। একটু আইডিয়া পেয়ে ধূসরকে রেখেই দ্রুত

এগোলেন ভাইকে জানাতে। এরপর আরেকবার পিউয়ের দিক তাকাল ধূসর। দৃষ্টি অদ্ভূত,দূর্বোধ্য। লম্বা পায়ে ফের ঢুকে গেল বাড়িতে। পিউয়ের মাথা ভেদ করে গেলেও সে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ায়। কাজে ব্যা*ঘাত ঘটল সাদিফের। শুধাল,'
কী হলো?"

" আর তুলতে হবেনা ভাইয়া। থাক এখন।"

কোনও মতে বলেই সেও ঘরের দিক ছোটে। সাদিফ কিছুই বোঝেনি। ওদিকটায় কতক্ষন চেয়ে থেকে ফোনের স্ক্রিন সামনে ধরল। এতক্ষন ধরে তোলা পিউয়ের ছবিগুলো দেখতে দেখতে চশমাটা ঠেলে মুচকি হাসল।

***

পিউ প্রত্যেকটা ঘরে গিয়ে গিয়ে উঁকি মারছে। রাতে ধূসরকে কোন

ঘরে থাকতে দিয়েছে সে জানেনা। গ্রামের বাড়ির হাড়কাঁপানো ঠানায় সেই যে খেয়ে রুমে গেল,লেপের তলায় ঢুকল, আর বেরই হয়নি। তাই এখন তিন তলার প্রত্যেকটি ঘর খুঁজে ম*রতে হচ্ছে। ধূসর ভাই তখন ওভাবে তাকালেন কেন? কেন ওরকম করলেন? তিনি কি রা*গ করেছেন?

জানতেই হবে। নাহলে আজ দুপুরে ভাত খেলেও হজম হবেনা। পিউ ক্লান্ত হলো। হার মানল। তবুও ধূসরকে পাওয়া গেল না। লোকটা তো বাড়ির ভেতরেই এসেছে দেখল,গেলটা কোথায় তাহলে?ছাদে? হ্যাঁ, ওখানে থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে পিউ ধুপধাপ পা ফেলে ছাদের দিকে ছুটল।

ধূসর রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কুয়াশা কে*টে অল্প স্বল্প রোদের দেখা মিলেছে। সরাসরি পিঠে এসে লাগছে তার। হাত ভর্তি কাপড়ে নিয়ে সিড়ি বেয়ে উঠল শান্তা। সব গুলো আধা-শুকনো। এখন রোদে দিলে বাকীটাও শুকিয়ে যাবে। ছাদে আসতেই ধূসরকে দেখে থমকাল সে। ধূসর পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শান্তা গুঁটিয়ে আসে। মাথায় ঘোমটা টানে।

সুধীর পা ফেলে আস্তে আস্তে দড়িতে কাপড় মেলে দেয়। মাঝে মাঝে, আড়চোখে দেখে নেয় তাকে। ধূসর হঠাৎই ঘুরে তাকাল। ওমনি চোখাচোখি হলো দুজনের। চটপট আঁখি ফেরাল শান্তা। অপ্রতিভ হয়ে পরল। কী করবে, কোথায় তাকাবে! নার্ভাসনেসে মাথা নুইয়ে মেলে দেয়া কাপড়টা গোঁটাল,পরপর আবার মেলল। ধূসর দেখেও দেখলোনা

ওসব। পকেট থেকে ফোন বের করে নিউজফিড অন করল। শান্তার কাজ শেষ অথচ যাচ্ছেনা। ক্ষনে ক্ষনে চোরা চোখে তাকাচ্ছে তার দিক। ধূসরের বুঝতে বাকী নেই। ফোন থেকে চোখ তুলল এবার। মেয়েটার খুশখুশ করা দেখে প্রশ্ন করল,” কিছু বলবে?”

হঠাৎ প্রশ্নে শান্তা ভড়কে যায়। নিরব পরিবেশে ধূসরের গভীর স্বর তার

লোম কাঁ*পায়। ঘনঘন দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝায় ‘ না। ‘

ধূসর সোজাসাপটা শুধাল,

” তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ”

শান্তার মুখশ্রী থমথমে হলো। আস্তে করে বলল “যাচ্ছি। ”

নিচে নামতেই পথে বাঁধল পিউ। সে দুরন্ত পায়ে আসছিল। ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে যায় সে। একবার ওপর

দিক চেয়ে বলে,” ছাদে যাচ্ছো পিউপু?”

পিউ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল” হ্যাঁ, সর সর।”

শান্তা হাত দিয়ে রাস্তা আটকে বলল ” যেওনা। উনি নিষেধ করেছেন।”‘ উনি? উনি কে?’

শান্তা নাজুক স্বরে জানাল ‘ ধূসর ভাই।’

হাবভাব দেখে পিউয়ের মাথা গরম হয়। নামটা বলার সময় এত লজ্জ্বা পাওয়ার কী আছে? কোমড়ে হাত দিয়ে বলল,

‘ উনি কী? ভাইয়া বলতে পারিস না?’

শান্তা বিরক্ত হলো। ভ্রুঁয়ে ভাঁজ পরলেও উত্তর করল না। পিউ যেতে নিলে নিরবে আবার বাঁ*ধা দিলো। পিউ রে*গে তাকায়। পরপর চোখ

বন্ধ করে শ্বাস টেনে বলে,‘ উনি কি তোকে পাহাড়াদার রেখেছেন?’

‘ না,কিন্তু এখন কাউকে যেতে মানা করলেন।’

পিউ দৃষ্টি সরু করে বলল,

” তোকে বলতে বলেছে?”

শান্তা মাথা দোলাল। পিউ ঠোঁট গোল করে শ্বাস ফেলে বলল,

” বলেছিস,শুনেছি। এখন সর,যেতে দে।’

শান্তা শুনলনা। উলটে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ গেলে উনি রা*গ করবেন।’

‘ আশ্চর্য! করলে আমার ওপর করবেন। তোর তাতে কী? ‘

‘ ভালোর জন্যে বলছি,শুনছোনা।’

‘ শুনবওনা। ধূসর ভাই যদি পুরো দুনিয়াটাকেও পাহাড়া বসান,ওনার কাছে যাওয়া থেকে আমাকে আটকাতে সফল হবেনা। ’’শান্তার

রা*গ হলো। পিউ বয়সে বড় দেখে মুখের ওপর কিছু বলতে পারল না। বললেও কী সে তোয়াক্কা করবে? পিউ ওকে ঠেলেঠুলে ওপরে উঠতে নেয় । এর আগেই ওপাশ থেকে নেমে এলো ধূসর। থেমে গেল পিউ। ধূসর দুজনকে দেখেও এড়িয়ে গেল। পাশ কা*টিয়ে নেমে যেতেই পিউ পেছন পেছন ছুটল। শান্তা দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে।

” আপনি কি আমার সাথে রা*গ করেছেন ধূসর ভাই?”

নামতে নামতে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন ছুড়*ল পিউ। ধূসর থামল না। চলতে চলতে জবাব দিল,

” না।”

পিউ বুক ভরে শ্বাস নেয়। খুশি হয়ে আওড়ায়,

” তাহলে ঠিক আছে।

ধূসর থেমে দাঁড়ায় হঠাৎ। ঘাঁড় বাঁকা করে চেয়ে বলে,

‘ কিচ্ছু ঠিক নেই।সময় এলে তোকে বোঝাব।’

‘ কী বোঝাবেন?’

ধূসর অর্থটা আর ভে*ঙে বলেনা। শব্দ যুক্ত পায়ে নেমে যায়। পিউ বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় ঘুরছে ‘সময় এলে তোকে

বোঝাব ‘ কথাটা। কবে আসবে সময়?লীলাবালি লীলাবালি,
বড় যুবতি সইগো,
বড় যুবতি সইগো,
কী দিয়া সাজাইমু তরে...!
সাউন্ডসিস্টেমে পুরো দস্তুর চলছে গান। আওয়াজে একজন আরেকজনের গলাও শুনছেনা। কাল অবধি খোলামেলা বাড়িটাতে আজ পা রাখার জায়গা নেই। বিয়েতে

দাওয়াত প্রাপ্ত সকল মেহমানে ঠে*সে গিয়েছে একদম। আত্মীয় স্বজনের উপচে পরা জমকাল ভীড়। ময়মুনা খাতুনের হাত জিরোচ্ছেনা। মেয়ের বিয়ের কাজে ছুটতে হচ্ছে এদিক সেদিক। কতরকম মেহমানদের আপ্যায়নের দায়িত্ব কাঁধে ! রাশিদ মজুমদার সামলাচ্ছেন বাইরেটা। তার সঙ্গে অবশ্য লোকের অভাব নেই। এখন তো সাদিফ ও

আগ্রহভরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে । দুপুর থেকেই হৈচৈ বেঁধেছে। গিজগিজে কথাবার্তায় কান ঝালা পালা। বর্ষা গ্রামে বড় হলেও বেশ মর্ডান। বিয়ে উপলক্ষে তার হাজারখানেক আবদার। এই যেমন, বাড়ির গৃহীনিরা চেয়েছিলেন, বাড়ির পেছনের উঠোনে গোসল করাবেন ওকে। সেখানেই হলুদ সাড়বেন। মাটিতে পাটি বিছিয়ে বসাবেন।

প্রস্তাবখানা শুনেই বর্ষা নাকচ করে দিলো। তার একটাই কথা, স্টেজ করে বসাতে হবে। নাহলে সে ঘর আটকে বসে থাকবে। দুদিন বাদেই পরের ঘরে চলে যাবে যে মেয়ে, তার আবদার ফেলার সাহস নেই মজুমদারের। বিনাশর্তে মেনে নিলেন তিনি। ছোট খাটো একটা স্টেজ সেখানেও গড়লেন। মুত্তালিব আবার নাঁচ -গানের জন্যে বাইরে থেকে

লোক আনাবেন রাতে। ভদ্রলোক বুঝলেন না,বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে নাঁচলেই স্টেজে জায়গা হবেনা,সেখানে বাইরের লোক পা রাখবে কোথায়?বর্ষাকে পড়ানো হয়েছে হলুদ রঙের কড়কড়ে তাঁতের শাড়ি আর ফুলের গয়না। সাথে টুকটাক মেক-আপের আস্তরন। সব মিলিয়ে শ্যামলা মেয়েটা পরীর মতো হয়ে উঠল। কচি-কাঁচা মেয়েরা সব

পাল্লা দিয়ে সাজছে। হাঁটলে দু তিনটে আ*ছাড় খেয়ে পরা বাচ্চাটাও শাড়ির আঁচল ছড়িয়েছে পিঠে।

এদিকে পুষ্প পরেছে মহা ঝা*মেলায়। ইকবাল তাকে বারবার নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে কিছুতেই বেশি সাজগোজ করা যাবেনা। বিয়ে বাড়িতে কত ছেলে আছে,আসবেও পরে,ওর ভেতর যত কম সুন্দর লাগবে ততই ভালো। পুষ্পর শাড়ির’

শ’ ও উচ্চারন করা বারন । মেয়েটা চো*টপাট দেখিয়েও লাভ হলোনা। ইকবাল গললনা একটুও। শেষ মেষ মুখ ভাঁড় করে হলুদ থ্রি পিস পরেই বের হলো পুষ্প। একটু পরপরই ভিডিও কল দিচ্ছে ইকবাল। পরীক্ষা করছে আদৌতেই সে পরেছে কী! পুষ্প মাঝেমধ্যে বেজায় ক্ষু*ব্ধ হয় তার এসব স্বভাব দেখে। যার সাথে গোটা জীবন কাটাবে, তাকে বিশ্বাস

নেই? আশ্চর্য পুরুষ মানুষ!সবাই সেজেগুজে শেষ করে ফেললেও পিউ তৈরি হচ্ছেনা। সে অগোছালো রুপেই হাঁটাহাঁটি করছে। এর অবশ্য কারনও আছে। সে এখনও দেখেনি ধূসর কী রঙের জামা পরেছে। আগে ওকে দেখবে,সে মোতাবেক মিলিয়ে নিজেও পরবে। কারন অনুষ্ঠানে কাপলরা একে অন্যের সাথে ম্যাচিং করে জামাকাপড় পরে। সে আর

ধূসর তো মনে মনে কাপল। ধূসর তার ইয়ে না....! ভেবেই পিউ লজ্জ্বায় গুঁটিয়ে যায় একহাত।

পিউ সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। ধূসর বাড়ির কোথাও নেই। মুত্তালিব ওকে কাছ ছাড়াই করছেন না। অল্পতে দারুন জমেছে দুজনের। পিউ অপেক্ষা করছে ধূসরকে দেখার। প্যান্ডেলে এত ছেলেরা ঘুরছে ,মিনা বেগম কড়া করে বলে

দিয়েছেন ওখানে না যেতে। গ্রামের ছেলেপেলে, কী বলতে কী বলবে! শেয়ানা- ডাঙর মেয়ে হলে চিন্তার শেষ নেই।

পিউয়ের প্রতীক্ষার মাঝেই ধূসর দৃশ্যমান হলো। পাশে সবুজ রঙের শার্ট পরিহিত সাদিফ,দুজন কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে। ওর গায়ে নীল রঙের পাঞ্জাবিটা দেখতেই পিউ উজ্জ্বল পায়ে ঢুকে

গেল বাড়িতে।গ্রামের রীতি অনুসারে গোসলের আগে-পরে মেয়েকে হাঁটিয়ে নেয়া বারন। দুলাভাইয়েরা কোলে করে নিয়ে যান। কিন্তু জ্ঞাতীগোষ্ঠিতে বর্ষাই সবথেকে বড়। দুলাভাই আসবে কোত্থেকে?কোলে নেয়ার কথা উঠতেই মিনা বেগম হৈহৈ করে ধূসরের নাম জানালেন। সেই মোতাবেক রুবায়দা বেগমও ছুটে এলেন ছেলের কাছে। জ্বলজ্বলে

চোখমুখে প্রস্তাব খানা রাখতেই ধূসর একককথায় বলে দেয় ,

" আমি পারব না।"

রুবায়দা বেগমের হাসি নিভে গেল। অবাক হয়ে বললেন,

" ওমা,কেন?"

ধূসর রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে জানাল,

" এমনি।'

" এটা কোনও কথা হলো?'

‘ হলো। মেয়েদের সাথে কথা বলিনা যেখানে,সেখানে কোলে নেয়া তো অনেককিছু। আনকম্ফোর্টেবল ফিল হয়,অন্য কাউকে বলো।”‘ বর্ষা তো তোর বোনের মতো। কোলে নিলে কী হয়? পিউ যখন পায়ে ব্যা*থা পেল ওকে তো নিয়েছিলি।’

ধূসর মায়ের দিক অসহায় চোখে তাকায়। মনে মনে আওড়ায়,

” পিউ আর বাকী মেয়ে এক ?’

মুখে বলল,
” তখন ইচ্ছে করেছে,এখন করছেনা। সাদিফ কে বললে সমস্যা কী? ‘
রুবায়দা বেগম হার মেনে বললেন,
” আচ্ছা,ওকেই বলি বরং। ”
সাদিফ বাধ্য ছেলে। একবার বলাতেই রাজি। বর্ষার কামড়া ছিল দোতলায়। একদম সেখান থেকে কোলে তুলে পেছনের উঠোন অবধি

নিয়ে এলো সে। তার সুঠাম গাত্র, সৌন্দর্য দেখে গলে গেল বিয়ে বাড়ির অনেক তরুনী । সব থেকে বেশি প্রভাব পরল মিনা বেগমের ছোট বোনের মেয়ে মৈত্রির ওপর। অনার্সে উঠেছে কেবল। সাদিফ কে দেখেই তার গা ছুঁলো খোলা বসন্তের হাওয়া।পিউ নীল রঙের শাড়ি পরেছে। কোমড় অবধি খোলা চুল। সাথে অল্প স্বল্প সেজেছে। কিন্তু

বিপত্তি বাঁধল লিপস্টিক দিতে গিয়ে। নীলের সাথে কোন রঙ মানাবে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেনা। লাল পরবে না গোলাপি? নাকি মেরুন? তার দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যেই ঘরে ঢুকল পুষ্প। বোনকে দেখে প্রথম দফায় মুগ্ধ হলো। পিউ জীবনে প্রথম শাড়ি পরল আজ। দেখতে হুরের মত লাগছে। পরপর ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,

‘ গায়ে হলুদের দিন তুই এই কালার পরেছিস কেন? হলুদ পরতে হয় জানিস না?’

পিউ ঘুরে তাকাল না। আয়নার দিক চেয়ে থেকে বলল,

” ইচ্ছে হয়েছে তাই।’

পুষ্প মৃদূ হাসল। দু পা ফেলে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে বোনের গলা জড়িয়ে বলল, ‘ রা*গ করেছিস?’

পিউ ভেঙচি কে*টে বলল

‘ রা*গ করব কেন? আমি কে? মানুষ ইচ্ছে করলেই আমাকে ব*কবে,মা*রবে,ধম*কাবে তাতে কী,আমিতো সরকারি। ‘

পুষ্প গাল টেনে বলল,

‘ ওলে আমাল বাবুতা! তুই তো আমার সবথেকে আদরের। তখন একটু ধ*মকেছি বলে এতদিনের ভালোবাসা ভুলে যাবি?’পিউ

এতক্ষনে ঘুরে তাকায়, আহ্লাদী স্বরে বলে,

‘ আর ব*কবি আমায়?’

‘ না না মাথা খা*রাপ। ‘

পিউ হাসল। ঝকঝকে দাঁত উন্মুক্ত হলো। পুষ্প অভিভূতের ন্যায় আওড়াল,

” তোকে যে কী সুন্দর লাগছে রে পিউ!”

‘ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আপু,কোন লিপস্টিক টা পরব?

‘ মেরুন পর, ভালো লাগবে।’

” আচ্ছা।”

পিউ ঘুরে আবার আয়নার পানে তাকায়। পুষ্প ঘর থেকে বের হতে হতে বলল

” তাড়াতাড়ি আসিস। ”

‘ আসছি, আসছি।’পিউ একা একা শাড়ি পরেছে। অত গোছালো না

হলেও হয়েছে কোনও রকম। কিন্তু কুঁচি উলটে যাচ্ছে বারবার। এই নিয়ে মুসিবতে পরেছে ভীষণ । সব ঠিকঠাক করতে করতে বাড়ি শূন্য। সে একবার জানলায় গিয়ে উঁকি দিলো। উঠোন ভর্তি মানুষ। গায়ে হলুদ শুরু হয়েছে। অত মানুষের মধ্যে ধূসরকে ঠিকই দেখতে পায়। ওইত উঠোনের এক কোনায় গোল টেবিল পাতানো। চার পাঁচজন ঘিরে

বসে সেখানে। ধূসরও আছে। সে দ্রুত ঘর থেকে বের হলো। এমনিতেই কত কিছু মিস করে ফেলেছে। তবে হাতদুটো খালি খালি লাগছে। একটা ব্রেসলেট ও আনেনি পরবে বলে। কাঁধে মেলে রাখা আঁচল ঠিকঠাক করে উঠোন অবধি এলো।

ওমনি কানে গেল একটি পুরুষালি আওয়াজ।

কেউ চিন্তিত স্বরে বলছে, ‘ এই যা! ধূসর ভাই, আপনার ফোনের গ্লাস তো ভে*ঙে গেল।’

পিউ চট করে তাকায়। চোখাচোখি হয় ধূসরের সাথে। নিষ্পলক তার দৃষ্টি। গোটা চার পাঁচজন ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে সে। ফোনটা পরে আছে মাটিতে। কানে গুঁজে কথা বলছিল। পিউকে দেখতেই হাত শিথিল হয়ে খসে পরল সেটা। ছেলেটা ফোনের

ধূলো ঝেড়ে ধূসরের দিক বাড়িয়ে দিলো। সাথে পরামর্শ দিল,” এই মোড়ে একটা সার্ভিসিংয়ের দোকান আছে,বিকেলে নিয়ে যাব আপনাকে। ”

ধূসরের জবাব নেই। থমকে আছে সে। কথা কানে ঢুকেছে কী না সন্দেহ! সে ব্যস্ত সামনের নীল জামদানি পরিহিতা মেয়েটিকে নিপুণ চোখে দেখতে।

পিউ ঘটনার আগামাথা জানেনা,বুঝলোওনা। সে ধূসরের চাউনী দেখেই গুঁটিয়ে গেছে। লজ্জ্বায় মাথা নামিয়েছে। মিনা বেগম কুলো নিয়ে পাশ থেকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মেয়েকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন। পা থেকে মাথা অবধি দেখে আওড়ালেন, ” মাশ আল্লাহ! কে সাজালো তোকে?’

‘ আমি একাই সেজেছি।’মিনা বেগম আপ্লুত হয়ে মেয়ের মাথায় চুমু খেলেন। সাথে কুলোর ওপর রাখা কুপের কালি নিয়ে লাগিয়ে দিলেন গলায়।

মায়ের যাওয়া থেকে দৃষ্টি এনে পিউ আবার ধূসরের দিক তাকায়। সে তখনও চেয়ে আছে। তার দিক তাকাতে তাকাতেই চেয়ারে বসল। কেমন হাঁ*সফাঁস করে উঠল,যেন

শ্বাস নিতে পারছেনা। পরপর টেবিল থেকে বোতল নিয়ে ছিপি খুলে ঢকঢক করে পানি খেলো। পিউ দাঁড়িয়ে থাকে। খুব করে চায়,ধূসর একবার কাছে আসুক। এসে জানাক কেমন লাগছে! কিন্তু এলোনা সে। ভা*ঙা ফোনটা হাতে নিয়েই ব্যাস্ততা দেখাল। পিউয়ের আনন্দ মিইয়ে আসে। মুখ ভাঁড় হলো। সেই ফাঁকে ছুটে এল সাদিফ। গলায় ঝুলছে তার

পার্সোনাল ক্যামেরা। পিউকে দেখেই বলল,

‘ মাই গুডনেস! তোকে তো পরীর মত লাগছে।”পিউ আলগোছে ওপর ওপর হাসল । এত সুন্দর প্রসংসাও তার মন ভালো করতে পারেনি। মেয়েরা প্রিয় মানুষের মুখের একটু তারিফ শুনলে যে খুশি হয়,পুরো পৃথিবী সেখানে বিফল।

সাদিফ বলল ‘ চল ছবি তুলে দেই। না, আয় আগে সেলফি তুলি।’

পিউ মানা করল না। সাদিফ ফোনের ক্যামেরা উচু করে ধরল। পরপর ক্যাপচার হলো তাদের যূগল ছবি। ধূসর উঠে যাচ্ছিল, কোত্থেকে শান্তা এসে দাঁড়িয়ে গেল সামনে। অত গুলো ছেলেকে এড়িয়ে সরাসরি তাকে বলল,

‘ আপনি কি ভালো ছবি তুলতে পারেন ভাইয়া? আমাকে তুলে দেবেন?”

ধূসর সাদিফের দিক ইশারা করে বলল,

” ক্যামেরা ম্যান ওদিকে। যাও, তুলে দেবে।’

এরপর চলে গেল সে। শান্তা মনস্তাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশ

থেকে এলাকার ছেলে রাকিব দাঁত কেলিয়ে প্রস্তাব করে,
" আমি তুলে দেই শান্তা?"
শান্তা জ্ব*লে উঠে বলল ' আপনাকে বলেছি? নিজের কাজ করুন"সাদিফ ছবি তুলতে ভালোবাসে। আর সেই ভালোবাসার চক্করে ফেঁসেছে পিউ। এদিক সেদিক টেনে নিচ্ছে ওকে। এখানে বোস,এভাবে তাকা, ওদিক ঘোর,এরকম হাজার খানেক

ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে। পিউ মনোযোগ দিয়ে পোজ দিতে পারছে না। তার মাথায় একটা নতুন চিন্তা বাসা বেঁধেছে। চিন্তার নাম শান্তা। কাল থেকে লক্ষ্য করছে মেয়েটা একটু বেশিই ধূসরের ধারেকাছে ঘিঁষছে। মতলব কী ওর? কোনও ভাবে যদি উল্টোপাল্টা ভাবনাচিন্তা করেই থাকে,এক চ*ড়ে সিধে করে দেবে পিউ। টেনে সব চুল ছি*ড়ে ফেলবে।

ধূসর ভাইকে নিয়ে নো কম্প্রোমাইজ!

” কী রে! দ্যাখ এদিকে...”

পিউ নড়েচড়ে লেন্সের দিক তাকায়। সাদিফ ক্লিক করে। এর মধ্যে পেছনে এসে দাঁড়াল মৈত্রি। আস্তে করে ডাকল,

” শুনছেন?”

সাদিফ ঘুরে তাকায়। বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ি পরা,খোপা করা

মেয়েটিকে চিনতে পেরে বলে," জি বলুন?"
" আমার ক'টা ছবি তুলে দেবেন?"
সাদিফ কিছু বলার আগেই সামনে থেকে পিউ চটপটে কণ্ঠে বলে দেয়,
" হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কেন দেবেনা? আমার সাদিফ ভাইয়া দারুন ছবি তোলে।"
সাদিফের বলার কিছু রইল না। মৈত্রি হেসে বলল,

‘ থ্যাংক ইউ। আসলে বিয়ে বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। ফটোগ্রাফার বর্ষার ছবি তুলছে তো,তাই আমি আপনাকে বলছিলাম।’

এবারেও পিউ জবাব দেয়,

‘ আরে কোনও সমস্যা নেই। তাইনা ভাইয়া?’

সাদিফ চোখা চোখে চেয়ে ভ্রুঁ কুঁচকায়। পিউয়ের লাফালাফি টা অহেতুক ঠেকল। মেয়েটাকে দেখেছে

আজ সকালে। পরিচিত ও হয়নি। এখন কী না ছবি তুলতে হবে? সে মুখের ওপর মানা করতে পারেনা। পিউ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকটা দেখিয়ে বলল,' ওখানে গিয়ে দাঁড়ান,ছবি ওদিকটায় ভালো আসে।' মৈত্রি উচ্ছ্বল পায়ে এগিয়ে যায়। পিউ সুযোগ পেয়ে সরে আসে। স্টেজের দিক না গিয়ে ধূসরকে খুঁজতে থাকে। চিরুনি তল্লাশি করেও

পায়না। শেষে সুপ্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলো,

‘ ধূসর ভাইকে দেখেছিস?’

‘ হ্যাঁ, বাড়ির ভেতর গেল তো ‘

পিউ চিন্তায় পরে যায়। অনুষ্ঠান রেখে সে ভেতরে গেল কেন? শরীর টরির খারাপ না কী? উদ্ভট ভাবনা মনে নিয়ে শাড়ির কুঁচি আগলে ছুটল সে। ধূসর আর সাদিফ কে একটা ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে। যেহেতু বিয়ে

বাড়ি,সংখ্যাতীত মানুষজন,একেক জন কে একটা রুম দেয়া তো সম্ভব নয়। ওদের কামড়া পরেছে তিন তলায়। পিউ ত্রস্ত সিড়ি বেয়ে উঠল। বাড়িতে আপাতত কেউ নেই। সবাই ওখানে। পিউ একদম গিয়ে কামড়ার সামনে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো। পিউ টোকা দিয়ে ডাকল,” ধূসর ভাই, শুনছেন? ‘

সাড়া এলোনা। সে আবার ডাকল,

‘ শুনছেন? আপনি কি আছেন ভেতরে?’

জবাব এবারেও আসেনা। পিউ দরজা ঠেলে দেয়। ঘরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। জানলা বন্ধ,পর্দা ঝুলছে। পিউ দরজা আরেকটু ঠেলতেই একটা হাত শক্ত করে তার হাত ধরল। পিলে চমকে উঠল তার। রীতিমতো হাতটা জোর খাটিয়ে টে*নে তাকে ঢুকিয়ে নিলো ভেতরে।

পরপর ঠে*সে ধরল দেয়ালে। দরজা লাগালো শব্দ করে। পিউয়ের গলা শুকিয়ে যায়। সে নিশ্চিত এটা অন্য কেউ। ধূসর জীবনেও এরকম আচরন করেনি,করবেওনা। সমস্ত শরীর ভ*য়ে থরথর করে কেঁ*পে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে শুধায়,

‘ ককে? ককে আপপনি?’

আগন্তুক নিরুত্তর। উলটে ঘেঁষে এলো কাছে। গা থেকে ছুটে এলো

কড়া পারফিউমের গন্ধ। উষ্ণ শ্বাস তে*ড়ে এসে পরল মুখমন্ডলে। পিউ বিভ্রান্ত হয়ে পরল। অবয়ব ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে না পেরে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলো। চেনা সুবাসে অপরিচিত আচরন ভ্রান্ত করল মস্তক। সে চটজলদি ফোনের সাইড বাটন চেপে আলো ধরতে গেলেই ওই হাতটাও আটকে দিল আগন্তুক। পিউ এবার নেতিয়ে গেল শ*ঙ্কায় । এ কিছুতেই

ধূসর হবেনা। কোনও বখাটের পাল্লায় পরেছে নির্ঘাত। গলা ফাঁ*টিয়ে চিৎকার করবে ভাবল,এর আগেই সুইচ টেপার আওয়াজ হয়। কক্ষে জ্বলে ওঠে চকচকে আলো। সেই আলোয় স্পষ্ট হয় ধূসর। পিউ কিংকর্তব্যবিমুঢ়, হতবিহ্বল। ঠোঁট ফাঁকা করে বলে,” আপনি?”

ধূসর নিশ্চুপ। সে চেয়ে আছে। ক্লান্তিহীন, অমত্ত চোখে।

হাত দুটো ছেড়ে দেয় পিউয়ের। পকেটে গোঁজে। সেকেন্ডের মাথায় কিছু একটা বেরিয়ে আসে। প্যাকেট ছিঁ*ড়ে পিউয়ের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয় দু মুঠো নীল কাচের চুড়ি। পিউ স্তব্ধ,বিস্মিত। ধূসর তার বিস্ময়ের তোয়াক্কা করল না। মুখ ফুঁটে একটা কথাও বলল না। চুপচাপ ওর হাত তুলে উঁচুতে ধরল। মুঠো ভর্তি চুড়ি পাঁচ আঙুলে ভরে

কব্জিতে রাখল। তারপর একটা একটা করে কব্জি বেয়ে নামাল। পুরোটা সময় পিউ হতবাক চেয়ে। অথচ ধূসর ভ্রুঁক্ষেপহীন,নিরুপদ্রব। পিউয়ের ফর্সা খালি দুটো হাত, নিমিষেই চুড়িগুলো দখল করে। ধূসর তার হস্তদ্বয় মুঠোয় তুলে উল্টেপাল্টে বলল,

‘ এবার ঠিক আছে।”‘ আপনি এগুলো আমার জন্যে কিনেছেন ধূসর ভাই?’

পিউয়ের অবিশ্বাস্য কণ্ঠ। ধূসর বলল,

” না। রাস্তায় পরে ছিল। ভাবলাম ফেলে দেব? তাই নিয়ে এসছি।’

পিউ চোখ নামিয়ে মুচকি হাসল। জানাল,

” আমার খুব পছন্দ হয়েছে!”

বলতে বলতে তাকাতেই দেখল ধূসর তার আপাদমস্তক দেখছে। দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। শাড়ি পরা পিউকে প্রথম দেখল কী না! এক পর্যায়ে ভ্রুঁ কোঁচকায় সে। জিজ্ঞেস করে,

‘ কুঁচির এই হাল কেন?’

ধূসরের চোখ অনুসরন করে তাকাল পিউ। আগের মতোই কুঁচি সরে গেছে দুদিকে। ঠোঁট উলটে ভীষণ দুঃ*খ নিয়ে বলল,

‘ একা একা পরেছি না,তাই।’ধূসর তাকায়। শ্বাস ঝাড়ে। হুট করে হাটুমুড়ে বসে যায়। আশ্চর্য হয় পিউ। পাথর বনে দাঁড়িয়ে রয়। ধূসর একটা একটা করে কুঁচি ধরে ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। পিউ বাকরুদ্ধ। জিভে শব্দ নেই,মুখে কথা নেই। কাজ শেষে ধূসর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পিউ প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার তামাটে চেহারায়। ধূসর

তার মাথার একপাশের দেয়ালে হাত রাখে। কিছু বলতে চায়,এর আগেই বাইরে থেকে পুষ্পর গলার স্বর ভেসে এলো। উঁচু কণ্ঠে নাম ধরে ডাকছে সে। পিউ ভ*য় পেল। চোখ বড় করে বলল,

‘ আপু আসছে।’

‘ সমস্যা নেই।’

‘ আছে। এভাবে দেখলে কী না কী ভাববে!’

‘ কী ভাববে?’

পিউ চুপ করে যায়। কী ভাববে তা কি মুখ ফুটে বলা যায়? লজ্জ্বা লাগবে না?

পুষ্প ডেকে ডেকে হয়রান। পিউয়ের সাড়া নেই।

আচমকা ধূসরই চিল্লিয়ে জানাল,” এদিকে পুষ্প।”

পিউয়ের মুখ আ*তঙ্কে ছোট হয়ে এলো। চকিতে চেয়ে বলল, ‘ ডাকলেন কেন?’

ধূসর জবাব দেয়না। ডাক শুনে পুষ্প ঘরে ঢুকে পরে। দেয়ালে লেপ্টে থাকা পিউ আর কাছাকাছি ধূসরকে দেখে থতমত খেয়ে চোখ ফেরাল। পিউ মুচড়ে উঠলেও ধূসর সরলোনা। একটু দূরত্ব অবধি বাড়াল না। সে নিরুদ্বেগ। পুষ্প ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

” তোকে আম্মু ডাকছেন, আয়। ”
বলে দিয়েই বেরিয়ে গেল। ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক। পিউয়ের কপালে ভাঁজ পরে। ধূসর এতক্ষনে সরে দাঁড়ায়। চোখ ইশারা করে বলে,‘যা।’

পিউ হাঁটা ধরল। এক পা বাড়াতে গেলেই ধূসর পেছন থেকে শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। চমকে, থমকে গেল সে। দুরুদুরু বুকে ঘাঁড় ঘুরে

তাকাল। ধূসর উদ্বেগহীন,শান্ত কণ্ঠে বলল,
" শাড়ি পরেছিস ভালো কথা, সামলে রাখার দায়িত্বটাও তোর। আমি যেন না দেখি, শরীরের অযাচিত কোনও অংশ বেরিয়েছে।
"পিউয়ের মনে বৃষ্টি নেমেছে। খড়খড়ে মরুভূমিতে ঝুমঝুম শব্দের বারিপাত,উথাল-পাতাল করে দিচ্ছে ভেতরটা। প্রশান্তির হাওয়া বারেবার

ছুঁচ্ছে কোমল,স্নিগ্ধ মুখমন্ডল। লজ্জ্বায় হাতদুটো জায়গা পাচ্ছে বক্ষে। হৃদস্পন্দন হচ্ছে কয়েকশ গুন বেশি। ধূসর ভাইয়ের এই আচরন তার কাঙ্ক্ষিত, তবে অপ্রত্যাশিত। কল্পনাও করেনি মানুষটা এমন করবে! আজ আর কোনও দ্বিধা নেই তার। সব সন্দেহ,সমস্ত অনুমান এখন বিশ্বাসে রুপ নিয়েছে। ধূসর ভাই সত্যিই তাকে ভালোবাসেন।

ভালো না বাসলে কেন চুড়ি কিনবেন? সে যে গাড়িতে বসে বলেছিল চুড়ি কেনা হয়নি,কেনই বা মনে রাখবেন সে কথা? কেনই বা পরাবেন নিজ হাতে। আর ওই চাউনি? ওই তাকানোর ধরন? সে কেবল এক প্রেমিক পুরুষের।পিউ লজ্জা লজ্জা নিয়ে ফের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। বুকটা তখনও কাঁ*পছে। বর্ষাকে হলুদ লাগানো শেষ হয়নি,

চলছে। আত্মীয় স্বজনের প্রত্যেকে আঙুলে নিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে ওর শ্যামলা গালদুটো। পিউ আশেপাশে তাকাল। ধূসর ও এসে দাঁড়িয়েছে কেবল। ওকে দেখতেই দুরুদুরু কম্পন গাঢ় হলো তার। পিউ মাথা নামায়। ক্ষনে ক্ষনে আড়চোখে তাকায়,লাজুক লাজুক হাসে। আচমকা ধূসর ডেকে ওঠে,

” এদিকে আয়।”

পিউয়ের বুক ছ্যা*ত করে উঠল তার গম্ভীর স্বরে। ওকেই ডাকল কী? সে বিভ্রান্তি সমেত নিজের দিক আঙুল তাক করে শুধাল ‘ আমি?’

‘ হু’।

পিউ চারপাশ দেখে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ধূসর প্রশ্ন করল,

” হাসছিলি কেন?”

পিউ না বোঝার ভাণ করে বলল ” কই?”

” চুপচাপ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। এদিকে তাকাতে যেন না দেখি।”পিউয়ের মুখ চুপসে এলো। একটু আগে কী সুন্দর করে চুড়ি পরানো,কুঁচির ভাঁজ ঠিক করে দেয়া মানুষটা আচমকা ঘোল পালটে ফেলায় তাজ্জব হলো। বলল না

কিছু। ফিরে এসে মন খারা*প করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বর্ষার নানী আর তার বয়সী কয়েকজন গীত ধরেছেন। বর্ষা আর লাগাতে চাইছেনা। সমস্ত চেহারা ভরে গেছে। কয়েকজন শয়তানি করে পুরো মুখ মেখে দিয়েছে। তার মধ্যে শীতের দিন,জলের ফোঁটাতেও উঠছে কাঁ*পুনি। তার কথা শুনলেও কেউ মানলো না। সে যতবার মুচড়ে

উঠছে, ময়মুনা খাতুন ততবার বলছেন,
‘ আরেকটু বোস,হলুদ যত লাগাবি মুখ তত উজ্জল দেখাবে।’
পুষ্প ফোন নিয়ে পিউয়ের কাছে এসে বলল,
” আমাকে কটা ছবি তুলে দিবি?”
” আয়।”জবা বেগমের পাশেই ও দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষন। চলে এসেছে, খেয়াল করেননি। হঠাৎ পাশে না

দেখেই এদিক ওদিক চাইলেন তিনি। একটু দূরে সাদিফ কে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৈত্রীর ছবি তুলছে। জবা বেগমের কপালে ভাঁজ পরে। তিনি উদ্বীগ্ন চোখে পুষ্পকে খুঁজলেন,পেয়েও গেলেন। তার ছবি তুলছে পিউ। জবা বেগমের রা*গ হলো। হনহনিয়ে হেঁটে এলেন । কথা বার্তা না বলেই সাদিফের হাত টেনে হাঁটা ধরলেন। ভঁড়কালো

সে,হতভম্ব হলো মৈত্রী। সাদিফ ভীষণ কৌতুহলে হাবুডু*বু খেল। উদগ্রীব হয়ে শুধাল,

” কী হয়েছে মা?”

জবা বেগম নিশ্চুপ। একদম পুষ্পদের ওখানটায় এসে থামলেন। দুজন কাজ থামিয়ে তাকাল। তিনি খেঁকিয়ে ছেলেকে বললেন,‘ তোর গলায় এত বড় একটা ক্যামেরা থাকতে পুষ্পটা ফোনে ছবি ওঠাবে

কেন? তুই থাকতে পিউই বা কেন ছবি তুলে দেবে? ওদের ছবি না তুলে তুই অন্য মেয়ের ছবি তুলছিস?
”

কথা শুনে মনে হলো ভয়া*বহ অপ*রাধ করে ফেলেছে। সাদিফ তব্দা খেয়ে চেয়ে থাকে। পুষ্পর মাথার ওপর দিয়ে গেলেও পিউয়ের ভ্রঁরু টানটান হয়। সে যে জানে সব। নিজেও তাল মিলিয়ে বলল,

” তাইতো। দেখেছো সেজো মা,সাদিফ ভাইয়া কী ফাঁকিবাজ? বিয়ে বাড়িতে সুন্দর মেয়ে দেখে তাদের পিছু নেয় ছবি তুলবে বলে। আর আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এলাম?”

সাদিফ ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকায়। কী বিচ্ছু! কী বিচ্ছু!এই মেয়েই তো তাকে ফাঁ*সিয়ে দিয়ে এলো তখন। সেই যে ছবি তুলতে নিয়েছে, মৈত্রী

মেয়েটার না নেই। তুলতেই বলছে, তুলতেই বলছে। একটু ক্লান্তিও আসেনা। সেও মুখের ওপর মানা করতে পারছিল না বিধায়.....

অথচ দেখো,পিউটা ঠিকই রুপ পালটে নিলো। সাদিফ তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাতেই পিউ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

" দেখো সেজো মা দেখো,সত্যি কথা বলছি বলে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখো।"

জবা বেগম চোখ রা*ঙিয়ে বললেন,
" সাদিফ, একদম ওর দিকে ওভাবে তাকাবিনা বলে দিলাম।"
সাদিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
" আচ্ছা, তাকালাম না। এখন বলো, কী করতে হবে?"
" কী আবার,পুষ্পর ছবি তুলে দে। "
" দিচ্ছি। এই সোজা হয়ে দাঁড়া।"
এত সবের মাঝে এতক্ষন বোকার মত চেয়েছিল পুষ্প। সাদিফের

কথায় নড়েচড়ে উঠল। আস্তে করে জানাল,

" ভাইয়া,দরকার হতনা। তোমার কাজ থাকলে...."

" দরকার নেই মানে? অবশ্যই দরকার আছে। ও ক্যামেরা ঢাকা থেকে টেনে এনেছে কেন,যদি কাজেই না লাগে! "

সাদিফ অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়ল। ক্যামেরা তুলে বাম চোখে

ঠেকাল। পুষ্পও উপায় না পেয়ে সজাগ হয়ে দাঁড়ায়।জবা বেগম বিজয়ী হাসলেন। পিউকে বললেন,

‘ চল পিউ আমরা ওদিকে যাই।’

পিউ হাত আঁকড়ে মাথা দুলিয়ে বলল

‘ চলো।’

” সেজো মা হঠাৎ তোমার ওপর ক্ষে*পলো কেন ভাইয়া? ”

সাদিফ কাঁধ উঁচু করে বলল ‘ কী জানি ?”

বিড়বিড় করল

” ক্যামেরা আনাই ভুল। যার ছবি তুলতে চাই,সে বাদে দুনিয়ার সব এসে সিরিয়াল দিচ্ছে।”ধূসরের একটা অদ্ভূত ক্ষমতা আছে। যেখানে যায়,যোয়ান যোয়ান ছেলেরা ফ্যান হয়ে যায় তার। ব্যাক্তিত্বে নেতা নেতা ভাবটা ফুটে ওঠে বলেই সবাই পিছু পিছু হাঁটে। গতকাল বিকেলে ধূসর গ্রামের বাজারে গেছিল। টঙয়ে বসে

আলাপ হয়েছে কয়েকজনের সাথে। নিজের পকেটের টাকা খরচা করে চাও খাইয়েছে তাদের। মুহুর্তে ছেলেগুলো তার ভক্ত হয়ে গেল। দুদিনেই চ্যালাপেলা জুটিয়ে নিয়েছে সে। যেদিক যাচ্ছে তারাও সাথে সাথে হাঁটছে। মাত্র এসে দাঁড়াল,ওমনি তিনজন ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। গিজগিজে মানুষে শীতকালেও ঘামছিল ধূসর। সেই ক্ষনে তুহিন

হাতে করে কোক বয়ে আনে। ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,

" নিন ভাই,খান। ভালো লাগবে।"

" থ্যাংক্স।"

ধূসর মুচকি হেসে বোতল হাতে নেয়। চুমুক বসায়। ঘুরেফিরে তাকায় পিউয়ের পানে।

বর্ষাকে হলুদ লাগানোর ইচ্ছে জেগেছে তার। কুলোয় রাখা বাটি থেকে হলুদ তুলে স্টেজের দিক পা

ফেলতেই মিনা বেগম টেনে ধরলেন। পিউ ভ*য় পেয়ে থেমে গেল।‘ কোথায় যাচ্ছিস?’

‘ আপুকে হলুদ মাখাব।’

‘ না। দূরে থাক,আর ওকে গোসল করানোর সময় যে পানি গড়িয়ে যাবে সেটাতেও পা ছোঁয়াবি না বলে দিলাম। ‘

পিউ অবাক হয়ে বলল,

‘ ওমা,কেন? ‘

‘ অবিবাহিত মেয়েরা এসব গায়ে লাগানো ঠিক নয়। যা দূরে গিয়ে দাঁড়া। ”

পিউ নাক কুঁচকে বলল,

‘ এহহ,যতসব কুসংস্কার। ‘

মিনা বেগম রে*গে গেলেন,ক্ষে*পে বললেন,

‘ এক চ*ড় মারব। যা বলেছি তাই হবে। যা সর এখান থেকে।”শান্তা পাশেই ছিল। কথাটায় ফিক করে

হেসে উঠল। পিউ ক*ষ্ট পেল। এত মানুষ জনের মধ্যে ধ*মক, তার ওপর শান্তার হাসি, দুটোই সন্মানে লাগল খুব। অভিমান করল মায়ের ওপর । বাড়ির সবাই তাকে ব*কে,মা, আপু,ধূসর ভাই,সাদিফ ভাই। হুহু করে কা*ন্না পেল। চোখ চিকচিক করে উঠল। হাত পা ছু*ড়ে উঠোনের একদম শেষ মাথায় গিয়ে

দাঁড়াল। নাক পিটপিট করতেই শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে নিল। ধূসর বাবুর্চিখানার ওখানে গেছিল। ফিরে এসে স্টেজের কাছে পিউকে দেখল না। চোখ ঘুরিয়ে খুঁজল সে। না পেয়ে এগিয়ে আসে। আশেপাশে তাকায়। কল দেবে ভেবে পকেটে হাত দেয়। হঠাৎ চোখ যায় উঠোনের কোনায়। একা দাঁড়িয়ে মেয়েটা।

ধূসর কপাল গুঁছিয়ে এগিয়ে যায়।‘কী করছিস এখানে?”

পিউ নাক টেনে তাকাল। ধূসরকে দেখে অভিমান গাঢ় হলো তার । চোখ ভরে উঠল,রীতিমতো গড়িয়ে পরল গাল বেঁয়ে। ধূসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধাল,

” কাঁ*দছিস কেন?”

পিউ নিমিষেই জ্ব*লে উঠে বলল,

” সব আপনার জন্যে হয়েছে ধূসর ভাই। আপনিই সব কিছুর জন্যে দ্বায়ী।’

ধূসর তাজ্জব হয়ে বলল ‘ আমি কী করলাম?’

‘ আপনার জন্যেইত এখনও বিয়েটা হচ্ছেনা। বর্ষাপুকে হলুদ লাগাতেও পারিনি। কী হতো যদি আমায়.....”

বলতে বলতে থেমে গেল পিউ। সম্বিৎ ফিরল তার। জ্বিভ কে*টে

চোখ খিঁচে ফেলল। নিভু নিভু চাউনিতে ধূসরের দিক তাকালো। অথচ সে অভিব্যক্তিহীন। শুধু বলল,” আয়। ”

আরো একবার আঁকড়ে ধরল তার তুলতুলে হাত। হাঁটা ধরল সম্মুখে। পিউ টুকটুক করে পাতা ফেলল চোখের। ধূসর তাকে সহ এসে দাঁড়াল স্টেজের কাছটায়। সোজাসুজি বর্ষাকেই বলল

‘ বর্ষা,পিউ তোমাকে হলুদ মাখাতে চাইছে।’

বর্ষা গাল ভরে হেসে বলল

” তাই? আয় পিউ,আমিতো সেই কখন থেকে খুঁজছিলাম তোদের।’

পিউ ভ*য়ে ভ*য়ে মায়ের দিক তাকায়। মিনা বেগম বলতে গেলেন,

‘ ধূসর,এসব অবিবাহিতা মেয়েদের লাগাতে নেই।’

কথাটায় তাল মেলালেন গ্রামের আরো কজন রমনী। বর্ষার নানিও ছিলেন সাথে। ধূসর এক কথায় বলে দিলো,

” এগুলো কুসংস্কার বড় মা। তুমিতো সবার থেকে আলাদা বলেই তোমাকে ভালোবাসি আমি। তোমার মুখে এসব মানায়?”মুখ বন্ধ হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। উত্তরই করতে

পারলেন না। ধূসর পিউকে ইশারা করল ‘ যা।’

সে খুশি হয়ে গেল। ঝলমলাল তারার ন্যায়। উজ্জ্বল পায়ে স্টেজে উঠল। দুহাত ভরে হলুদ তুলে বর্ষার দুইগালে মাখাল। তার উপচে পরা হাসি, চকচকে চেহারা দেখে আরেকদিক চেয়ে শ্বাস টানল ধূসর। পরপর মৃদূ হেসে ফিরে এলো।

শান্তার হাতে ফোন। ভিডিও ক্যামেরা অন সেখানে। ধূসর যেদিক যাচ্ছে বন্দি করছে তাকে। বিষয় টা অনেকক্ষন যাবত লক্ষ্য করছে ধূসর। ছোট মানুষ বলে কিছু বলেনি। বি*রক্ত লাগলে জায়গা পাল্টাচ্ছে। কিন্তু না,মেয়েতো পেছন ছাড়ছে না। শেষমেষ অসহ্য হয়ে উঠল সে।

আকস্মিক ধূসর মুখের সামনে এসে দাঁড়াতেই হকচকিয়ে গেল শান্তা। তড়িঘড়ি করে ফোন নামাল। ধূসর বুকের সাথে দু হাত ভাঁজ করে দাঁড়ায়। ভণিতা ছাড়াই ভ্রুঁ নাঁচিয়ে শুধায়,” বয়স কত তোমার? কোন ক্লাসে পড়ছো?”

শান্তা নুইয়ে গেল। ভী*ত নজরে চারপাশে তাকাল। নীচু কণ্ঠে জানাল, ” এস এস সি দিয়েছি।”

” গুড। আমার বয়স জানো?”
শান্তা চোখ তোলে। ধূসর বলল,
” তোমার থেকে গুনে গুনে বারো বছরের বড় আমি। আই মিন এক যুগ। ছোট মানুষ,তাই ঠান্ডা মাথায় বলছি,সময় আছে, শুধরে যাও।”
বলে দিয়ে চলে গেল সে। শান্তা মন খা*রাপ সমেত চেয়ে দেখল। পরপর বিড়বিড় করল,

” বয়স কোনও ব্যাপারই না।”অনেক হলো হলুদ মাখামাখি। এবার নাঁচানাঁচির পালা। স্টেজ ঘিরে সবাই হৈহৈ করে উঠল। বর্ষার জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে যত মেয়ে -ছেলে আছে সবাই নাঁচবে বলে প্রস্তুত। সাউন্ডসিস্টেমের বাংলা গান বদলে ধরা হলো হিন্দি জমকালো বিয়ের গান। যে যেই গানে প্র্যাক্টিস করেছে সেটাতেই পারফর্ম করবে।

একটা জায়গাকে গোল করে ঘিরে আশেপাশে প্লাস্টিকের চেয়ার পাতানো হলো। পিউ আগেভাগে একটা দখল করে বসল। পরে জায়গা না পেলে?

নাঁচতে উঠল মৈত্রী। ছাম্মা ছাম্মা গানে নাঁচবে সে। গান শুরুর সাথে সাথে পিউ উৎফুল্ল হলো। হাত তালি দিয়ে দিয়ে লিরিক্স মিলিয়ে ঠোঁট নেড়ে গাইছে সে।

হঠাৎ চোখ গেল মুখোমুখি উল্টোপাশের চেয়ারটায়। ধূসর তার দিক চেয়ে চেয়ে বসল কেবল। পাশের চেয়ারে সাদিফ বসে। ক্যামেরা উঁচিয়ে ভিডিও করছে। ধূসরকে দেখতেই পিউ ঠিকঠাক করে বসল। লাফ-ঝাঁপ বাদ দিয়ে শান্ত হলো। হাত দুটো এনে রাখল কোলের ওপর। মৈত্রীর নাঁচ থেকে চোখ এনে একবার আলগোছে

ধূসরের দিক ফিরল। ওমনি চোখাচোখি হয়। ধূসরের সম্মোহনী চাউনী তাকে এফোড় ওফোড় করে প্রস্থান নেয়। আজ একটু বেশিই তাকিয়ে থাকছেনা মানুষটা? কী এত দেখছেন উনি?এরপরে নাঁচতে এলো শান্তা। 'পারাম সুন্দরি' গানে নাঁচবে সে। আসার আগে সুপ্তির হাতে ফোন ধরিয়ে দিলো। সাথে বলে এলো, 'প্রথম থেকে ভিডিও করবি।'

মেয়েটা না বসে ওভাবেই ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

গানটা দু স্টেপ ঠিকঠাক চলল। তারপরপরপরপই বেজে উঠলো ‘কালা চাশমা ‘গানটা। সাথে ভীর করে শান্তার প্রতিবেশি বন্ধুরা। এটা আগে থেকেই পরিকল্পিত তাদের। প্র্যাকটিসও করেছে কয়েকদিন। নাঁচের এক ফাঁকে শান্তা টেনে নিলো বর্ষাকে। গুরুজনরা মানা করলেন।

গ্রামের বিয়েতে বউ নাঁচে না কী? কিন্তু বর্ষা শুনলে তো? সে যে এতক্ষন নাঁচ-গান দেখেও চুপচাপ বসতে পেরেছে এই ঢের় । এক কথায় লাফিয়ে নাঁচতে চলে আসে। বর্ষা আবার টেনে আনল পুষ্পকে। দুজন একই বয়সের কী না। মিল ও খুব। সবাইকে দেখে ফোন চেয়ারের ওপর ফেলে সুপ্তিও ছুটল। ভিড়ল মৈত্রীরাও। পুষ্প এসে পিউকে ধরে।

সে বিনাবাক্যে উঠে যায়। তাল মেলায়। আস্তে আস্তে ছেলেরাও যোগ দিলো। মুহুর্তমধ্যে জায়গাটায় হৈ-হুল্লোড় বেঁধে গেল। নাঁচের সাথে গলা ফাঁ*টিয়ে গাইছে তারা। পিউ নিজের সুবিধায় শাড়ির আঁচল কোমড়ে পেঁচালো।

মৈত্রী এসে সাদিফকে অনুরোধ করল নাঁচার জন্যে। সাদিফ এবারেও মুখের ওপর না করতে পারল না।

যোগ হলো সেও।আনন্দে হল্লাহল্লি অবস্থা প্রায়। আচমকা পিউয়ের শাড়ি ভেদ করে পেটে চি*মটি কা*টল কেউ। চমকে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। আ*তঙ্কিত হয়ে সবাইকে দেখল। প্রত্যেকেই ব্যস্ত নাঁচতে। কে করল তাহলে? পিউ জটলা থেকে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলো । এপাশে এসে শাড়ি উঁচিয়ে জায়গাটা দেখল। চি*মটি কা*টেনি, যেন মাংস

খা*বলে নেয়ার ফঁন্দি করেছিল। নখের দাগ বসেছে স্পষ্ট। জীবনে প্রথম বার এমন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে শরীর রি রি করে উঠল তার। রা*গে,দুঃ*খে কা*ন্না উগলে এলো। আর নাঁচবেনা। বসে থাকবে চুপ করে। পিউ চেয়ারের দিক এগোতে নিলেই আচমকা ভীষণ জোরে হাত চে*পে ধরল কেউ একজন। পিউ ভড়কে তাকায়। শক্ত চিবুক,ক্ষু*ব্ধ

চোখে তাকিয়ে ধূসর। চেহারা দেখে পিউ ঘাব*ড়ে যায়, ভ*য় পায়।

একটা কথাও বলল না সে। হাঁটা ধরল বাড়ির দিকে। পিউ হুম*ড়ি খেয়ে পরতে পরতেও বেঁচে যায়। ধূসর হির*হির করে টানতে টানতে নিচ্ছে। একদম

বর্ষার ঘরটায় এসে কদম থামল। হাত ছাড়ার নামে,ছু*ড়ে মারল তাকে। পিউ হো*চট খেতে খেতেও

খেলোনা।” শাড়ি সামলে রাখতে বলেছিলাম না তোকে?”

তপ্ত,ভারী স্বরে পিউ ঢোক গেলে। সাফাই দেয়ার ভঙ্গিতে বলতে যায়...

” ধূসর ভা.... ”

পথিমধ্যে থামিয়ে দিলো ধূসর। দুঃসহ, হাড় হিম স্বরে বলল,

” আমার রা*গ নিয়ন্ত্রনে থাকার মধ্যেই চেঞ্জ করে আসবি পিউ। নাহলে কথা দিতে পারছিনা তোকে

কী করব।”শীতল হুম*কিতে পিউয়ের নেত্র পল্লব কেঁ*পে ওঠে। সমস্ত দেহ ঠান্ডায় আঁটশাঁট। ধূসরের তীক্ষ্ণ,ধাঁ*রালো চাউনি হৃদয় নাড়িয়ে দেয়।

ধূসর রুমের চারকোনায় চোখ বোলায়। খুঁজছে কিছু। পরপর এগিয়ে যায় নাক বরাবর। দাঁড় করানো লাগেজটা হাতে তোলে। পিউ ভীত নজরে দেখছে সব। কী

করবেন ধূসর ভাই? ওর জামা পরবে না কী?

ধূসর লাগেজ এনে বিছানায় রাখল। টেনে,ঘুরিয়ে চেইন খুলল। বেরিয়ে এলো পিউয়ের সমস্ত জামাকাপড়। ধূসর একটা একটা করে কাপড় বাছল। শেষে পছন্দমতো জলপাই রঙের স্কার্ট সেট, আর ওড়না হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরে তাকায় পিউয়ের দিক। এগিয়ে যায়।

পিউয়ের বুকের কাছে জড়োসড়ো হাতদুটো টেনে সামনে এনে কাপড়গুলো ধরিয়ে দেয়। শান্ত কণ্ঠে তর্জন দেয়,” সময় পাঁচ মিনিট, চেঞ্জ করবি না দাঁড়িয়ে থাকবি ঠিক কর।” পিউয়ের সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকার। ধূসর বিরতি নিতে না নিতেই ত্রস্ত পায়ে ছুটল সে। তড়িঘড়ি করে ওয়াশরুমে ঢুকল।

দরজার ছিটকিনি তুলে পিঠ ঠেকাল । বুকে হাত দিয়ে শ্বাস ফেলল। দুহাতে চে*পে রাখা কাপড় গুলো একবার দেখে আয়নার দিক তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নুইয়ে গেল লাজুকলতার ন্যায়। মুচকি হেসে মাথা নামাল।

ধূসর ভাইয়ের এই অধিকার বোধ, এই পজেসিভ নেস তোলপাড় চালায় বক্ষে। মানুষটার প্রতিটা কাজ

বুঝিয়ে দেয়,কী অপরিমেয় ভালোবাসায় সিক্ত করছে তাকে। ‘ধূসর ভাই ভালোবাসেন আমায়’ শব্দটা কয়েকবার আওড়ালো পিউ। আজ প্রতিটা পদক্ষেপেই ধূসর বুঝিয়ে দিচ্ছেনা এটা? পিউয়ের বুক কাঁপ*ছে লজ্জায়।আচমকা মনে পড়ল ধূসরের বেঁ*ধে দেয়া সময়। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে চেঞ্জ করে সামনে যাওয়ার কথা! পিউয়ের

ডগমগ ভাব ঢাকা পরে। তাড়াহুড়ো করে শাড়ির পিন ছোটাতে যায়। কিন্তু এখানেও যেন বিপত্তি। আঁচল ঘুরিয়ে একটা পিন পেছনে ব্লাউজের সাথেও মে*রেছিল। পরার সময় সহজে আটকাতে পেরেছিল,অথচ এখন খুলছেনা। পিউ চেষ্টা করল,অনেকক্ষন টানাটানি করল,কিন্তু ছোটাতেই পারল না। উলটে সূচালো মাথাটা বিঁ*ধে গেল

আঙুলে। চট করে হাত ফিরিয়ে,আঙুল জিভে ভেজাল সে। শীতের একটু ব্য*থা ভয়*ঙ্কর। পিউ ব্যর্থ হয়ে ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করে। কী করবে এখন? হঠাৎ মাথায় আসে ধূসরের কথা। মানুষটাতো বাইরেই দাঁড়িয়ে। ডেকে বলবে একবার? পরমুহূর্তে ঘনঘন মাথা নাড়ে। কী লজ্জার ব্যপার এটা! পিউ আবার চেষ্টা করল। সেফটিপিনের মাথাটা

নাগালে পেলেও ফস্কে যাচ্ছে। অধৈর্য হয়ে উঠল শেষমেষ। হাত মুচ*ড়ে পিঠের কাছে নিতে নিতেও ব্য*থা হয়ে যাচ্ছে। আর উপায় নেই। পিউ শ্বাস ফেলে দরজার ছিটকিনি টেনে সরায়। হাল্কা মাথা বের করে উঁকি দেয় বাইরে। ধূসর পায়ের ওপর পা তুলে বিছানায় বসে। সুনিপুণ মনোযোগ ফোনের স্ক্রিনে। পিউ ঠোঁট কা*মড়ে ভাবল। ডাকবে,না কী

ডাকবেনা। বহুক্ষনের ইতস্ততা কা*টিয়ে ডেকে উঠল,” ধূসর ভাই!”
ধূসর চোখ তোলে। উত্তর পাঠায় ‘হু?’
সে তাকাতেই পিউ কথা গুলিয়ে ফেলল। ওমন ছু*রির ন্যায় চাউনী দেখলে শব্দ বের হয়? জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল,কথা খুঁজল। ধূসর যেন বুঝে নিল তার অস্থিরতা। উঠে,এগিয়ে এলো সে। পিউয়ের

হৃদস্পন্দন জোড়াল হয় তার প্রতিটি কদমে। মুখোমুখি দাঁড়ায় ধূসর। জিজ্ঞেস করে

‘ কী হয়েছে?’

পিউ হাত দিয়ে ঘাড় চুল্কায়। তার অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত চেহারা মন দিয়ে দেখল ধূসর। মোলায়েম কণ্ঠে শুধাল,

” কিছু লাগবে?”

একটু সাহারা পেল পিউ। বিপ*দে সাহায্য পেতে এত লজ্জা কীসের?

তাও যেখানে প্রসঙ্গ তার প্রিয় মানুষটার। সে দ্বিধাদন্দ কা*টিয়ে বলল,

” ব্লাউজের সাথে সেফটিপিন আটকে গিয়েছে,একটু....”

কথা শেষ হয়না,ধূসর এটুকু শুনেই বলল,

‘ দেখি,ঘোর।’পিউ দরজা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সুস্থির ভঙ্গিতে পিঠ ফেরায় তার দিকে। পরপর স্পর্শ

পায় একটি হিম শীতল হাতের। ধূসর আলগোছে পিঠ থেকে চুল সরিয়ে কাঁধে রাখল। উন্মুক্ত হলো পিউয়ের ফর্সা- মসৃন পৃষ্ঠ। খুব দ্রুত চোখ ফেরায় সে। পিনের ভেতর পেঁচিয়ে যাওয়া শাড়ির ভাঁজে নজর দিতে চায়। কিন্তু না,ঘুরেফিরে দৃষ্টি ফিরে আসে, পিউয়ের পিঠের ওপর। খোলা পিঠ ধূসরের অন্তঃস্থলে শিহরন তোলে । গলা শুকিয়ে হয়

কাঠ। ঢোক গেলে সে। বক্ষস্পন্দন বাড়তে বাড়তে পাহাড় ছোঁয়। সংযম,জগত,সম্পর্ক সব ভুলিয়ে ভ্রান্ত করে মস্তিষ্ক। অশান্ত,অস্থির ঢেউ আ*ছড়ে পরে ভেতরে। স্মৃতি থেকে ইহজগত মুছে ধূসর খেই হারাল। টুপ করে ঠোঁট ছোঁয়াল সেখানে। প্রথম বারের মত এক গভীর, খাদহীন,চুঁমু আঁকল পিউয়ের শরীরে। ওমনি পিউয়ের শরীর

ঝাঁকুনি দিলো। । থরথরিয়ে কাঁ*পল হাঁটু দুটো। নিচু চিবুক উঠে এলো। বৃহৎ চোখ ছড়িয়ে গেল বাইরে। কল্পনাতীত ঘটনায় সে কিংকর্তব্যবিমুঢ়! স্তম্ভিত নেত্রে ঘুরতে চাইলে, আটকে দিল ধূসর। ফিরতে দিলো না তার দিকে। শক্ত করে বাহু চেঁপে রাখে। শান্ত হস্তে পিন ছোটায়। তারপর হনহনে কদমে ঘর ছাড়ে।পায়ের শব্দে স্পষ্ট বুঝল

পিউ,ধূসর নেই রুমে। তবুও ফিরে দেখার শক্তিটুকু হলোনা তার। বুকটা প্রচন্ড কাঁপছে, এইত ধড়াস করে লাফাচ্ছে । যেন ফুলেফেঁপে বেরিয়ে আসবে । পিউ হাত রাখল সেখানে। ওপর থেকে যেন হৃদপিণ্ডটা খা*মচে ধরতে চাইল। শ্বাস আটকে আসছে। লজ্জায়,কুন্ঠায় ডু*বে গেল সে। ধূসর ভাই ছুঁয়েছেন তাকে। এই ছোঁয়া ভালোবাসার,এই ছোঁয়া কাছে

আসার। পিউ চোখ বুজে শ্বাস নিলো। ভীষণ দ্রুত বুক ওঠানামা করল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। দেয়াল ঘেঁষে বসে পরে মেঝেতে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে আড়াল করে,এই লজ্জা, এই ভালো-লাগার হাঁসফাঁস থেকে।বর্ষাকে একটা নতুন সুতির শাড়ি পরানো হয়েছে। মাথায় আবার ঘোমটা টানা। কাঁচা হলুদের গন্ধ শরীরে 'ম' 'ম' করছে এখনও।

চেহারাতে ফুটে উঠছে ঈষৎ বউ বউ ভাব। মৈত্রী শাড়ি পালটে গোসল সেড়ে পরিপাটি। থ্রিপিস পরে দ্রুত পায়ে এসে বাবু হয়ে বসল পাটিতে। বর্ষার হাত নিয়ে কোলের ওপর রাখল। বর্ষা গ্যালারি ঘেটে একটা ছবি মেলে ধরল তার সামনে। নম্র কণ্ঠে আদেশ করল,

" হুবুহু এরকম ডিজাইন দিয়ে দিবি ওকে? "

মৈত্রী মাথা ঝাঁকায়। মনোযোগ দিয়ে স্ক্রিনে অবলোকন করে। তারপর হাত লাগায় আঁকতে। মেয়েটার মেহেদী আঁকার হাত দারুন। যে নকশা দেখাবে,একদম কপি পেস্ট করে দেবে চোখ বুজে। জ্ঞাতিগোষ্ঠী যারই বিয়ে হোক,ডাক ওর পরবেই। এমনকি প্রতিবেশিরাও বিনে পয়সায় লুফে নেয় তার প্রতিভা। মৈত্রীর

কিন্তু বেশ লাগে এসব। একটুও অনীহা নেই,বিরক্তি নেই।
বর্ষার চারপাশ ঘিরে আন্ডাবাচ্চারা বসেছে। শান্তা,সুপ্তি,পুষ্প সবাই আছে এখানে। দূর থেকে স্কার্টের দু মাথা উঁচু করে ধরে ছুটে এলো পিউ। হুটোপুটি করে বসে পরল পাশে। চঞ্চল কণ্ঠে আবদার করল,” মৈত্রী আপু,আমাকেও দিয়ে দেবে এরপর?”

মৈত্রী ঝলমলে হেসে জানাল,
” নিশ্চয়ই। ”
কোত্থেকে ক্যামেরা হাতে উড়ে এলো সাদিফ। লেন্স চোখে ঠেকিয়ে বলল
‘ এভ্রিওয়ান স্মাইল প্লিজ!”
সবার দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়। মৈত্রী ওমনি গুটিয়ে গেল। দুগালে ছড়াল লাল -লাল আভা। সাদিফ পরপর কতগুলো ক্লিক বসাল ক্যামেরায়।

পিউয়ের দিক চোখ পড়তেই ভ্রুঁ গুটিয়ে বলল,

‘ শাড়ি পাল্টালি যে,ভালোই লাগছিল তো।’

পিউ কিছু বলতে নিয়েও থমকায়। পেছনের হৃদস্পর্শী ঘটনাটুকুন মনে করেই লজ্জ্বায় নেতিয়ে পরে মন। আস্তেধীরে জবাব দেয়,‘ গগরম লাগছিল।’

বর্ষা চোখ কপালে তুলে বলল,

‘ অ্যাহ? তোর গরম লাগছিল? কী বলছিস পিউ,আমার গায়ে যখন কলসির পানি গুলো ঢালছিল মনে তো হচ্ছিল ফ্রিজে ঢুকে গেছি। ‘

মৈত্রীর হাত চলছে না। সাদিফ দাঁড়িয়ে তার পাশেই। আড়চোখে কেবল কোমড় অবধি দেখা যায়। সে ভীষণ রকম চাইছে ওর মুখটা দেখবে। চশমাওয়ালা, ফর্সা লোকটার মুখখানি হৃদয় উথলে দেয়। কিন্তু

পারেনা। কুন্ঠায় হারিয়ে যায় ইচ্ছে। তার লজ্জা এক ধাপ বাড়াতে সাদিফ বসে পরল পাটির ওপর। মুগ্ধ হয়ে বলল,

‘ বাহ! আপনি আর্টিস্ট তো বেশ!’

মৈত্রীর বুক ধুকপুক করে। অশান্ত,অমত্ত ঝড় বয়। সাদিফের গা থেকে আতরের গন্ধ ভেসে আসছে। কী মধুর সেই ঘ্রান! মৈত্রী কথা বলতে চায়,চাইল ছোট করে

‘ধন্যবাদ’ দিতে। ব্যর্থ সে এবারেও। উফ! কী জাদু করল লোকটা! তাও মাত্র একদিনে?পিউ আশেপাশে তাকাচ্ছে। গলা উঁচিয়ে উঁচিয়ে দূরেটাও দেখছে। এক কথায় খুঁজছে সে ধূসরকে। বিকেলের ঘটনার পর তার ঘর ছাড়তে ক*ষ্ট হয়েছিল। বের হলেই ধূসর ভাই সামনে পরবেন,কী করে চোখে চোখ মেলাবে তারপর ? সেই চিন্তায় হা-

হুতাশ করে পিউ ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কিন্তু তার মতো মেয়ে কী ঘরে থাকার মানুষ? নিচে এত হল্লাহল্লি হচ্ছে সে না গিয়ে থাকবে কী করে? তারওপর ঘি ঢালে সুপ্তি। সেও জামা পাল্টাতে এসেছে। ঘাড়ের কাছে গাউনের লেবেলটা খোঁচাচ্ছিল। আপাতত পালটে শান্তিমতো অন্য কিছু পরবে।

পিউকে বাড়িতে দেখেই সে উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ আরে পিউপু তুমি এখানে কেন? নিচে কত কী হচ্ছে জানো? আম্মু, তোমার ছোট মা সবাই নাঁচছে। যাও যাও। নাহলে সব মিস হয়ে যাবে। ”পিউয়ের আর ঘরে থাকা হয়না। নাঁচুনে বুড়ি ঢোলে বাড়ি পেলে কী টিকে থাকে? সে ছুট্টে বের হলো তখনি। কিন্তু উঠোনে ধূসর ছিল না।

পিউ ক্ষনিকের স্বস্তি পায়। অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা পার হলেও ধূসরের দেখা নেই। পিউয়ের চিন্তা হতে থাকল। এই যে এখনও হচ্ছে। মা, মেজো মা সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু তারা কেউ জানেনা । পিউয়ের ধ্যান কা*টে রিংটোনের শব্দে। পুষ্পর ফোন বাজছে। সে স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে সবার দিকে একবার একবার তাকায়। পিউ চটপট দৃষ্টি

আড়াল করে। পুষ্প আলগোছে,নিশব্দে উঠে যায় সেখান থেকে। পিউয়ের সন্দেহ হলো। পুষ্পর হাবভাব অন্যরকম লাগল। আপুর চেহারায় একটা চোর চোর ভাব ফুটেছিল না? কে ফোন করেছে ওকে?

কৌতুহলি সে বসে থাকতে পারেনা। উঠে দাঁড়াতেই সাদিফ প্রশ্ন করে,' কই যাস?'

” আসছি।”
পিউ হাঁটা ধরল। অনুসরন করল পুষ্পকে। সে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে বাড়ির শেষ মাথায়। সাউন্ড সিস্টেমের আওয়াজ নেই, লাইটিংয়ের স্পর্শ নেই। তেমন নিরবিলি জায়গায় গিয়ে রিসিভ করল ফোন। মিহি কণ্ঠে বলল,
‘ হ্যাঁ বলো।’

পিউ একদম পেছনে এসে দাঁড়ায়। সজাগ হয়ে কান পাতে। ইদানীং এই পুষ্পকে তার অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা লুকিয়ে চুরিয়ে করছে। আড়িপাতা খারাপ,কিন্তু পিউ ভালোমন্দ ভুলে যাবে। বলা তো যায় না,কেঁচো খু*ড়তে সাপ বের হলে? পুষ্প বলতে গেল

‘ইক....’

এর মধ্যেই ওদিক থেকে ডাক ছুড়ল মৈত্রী,

‘ এই পিউ এসো,এবার তোমাকে লাগিয়ে দেই।’

পিউ ভয় পেল। পুষ্প ঘুরে ওকে দেখলে খবর করে ছাড়বে। আড়িপাতার অপরাধে না জানি কানটাই ছি*ড়ে নেয়। সে ঝটপট দৌড় লাগায়। কথা শোনার দরকার

নেই। আগে প্রানে বাঁচুক।‘ কোন ডিজাইন দেবে?’

‘ একটা ছোটখাটো দিয়ে দাও।’

‘ আচ্ছা। নড়াচড়া যাবেনা,তাহলে দিতে পারিনা আমি।’

পিউ মাথা দোলাল, ‘ ঠিক আছে। ‘

মৈত্রী পিউয়ের হাতে মেহেদীর মাথা ছোঁয়াতেই সাদিফ বেগ নিয়ে বলল,

‘ এই এক মিনিট, এক মিনিট... ‘

মৈত্রী তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হয়। পিউ জিজ্ঞেস করল,

‘ কী হলো?’

সাদিফ ক্যামেরা তাক করে বলল,

‘ এবার দিন। ভিডিও করে রাখছি। পরে সময় করে দেখব।’কথাটা সে নিজের মতো বললেও মৈত্রী অনেক কিছু ভেবে বসে। মৃদূ হেসে চোখ নামায় পিউয়ের হাতের তালুতে।

পিউ গালে হাত দিয়ে বসে। মাঝেমধ্যে আশেপাশে দেখে। ধূসর ভাই এলেন কী না! ততবার মনে পড়ে সেই দৃশ্য। ধূসর প্রথম বার তাকে চুঁমু খেয়েছে। এরপরেও লোকটা ভালোবাসেনা,বোঝার ক্ষমতা নেই কার? একটা অবুঝ শিশুও বুঝবে এসব। পিউয়ের হঠাৎ চোখ পড়ে বর্ষার দিকে। বাম হাত বিছিয়ে বসে সে। কিঞ্চিৎ জায়গা ফাঁকা

নেই। তালুর মাঝখানে আবার ‘B-j ‘ লেখা । পিউয়ের ইচ্ছেরা জেগে ওঠে। সেও লিখবে এভাবে। মুখ ফুটে বলতে যেয়েও শান্তা,সাদিফ এদেরকে খেয়াল পরে। ধূসরের নামের প্রথম লেটারটা আনকমন। চৌদ্দগোষ্ঠিতে ডি দিয়ে আর কারোর নাম নেই। এদের সামনে বললে নিঃসন্দেহে বুঝে ফেলবে। যেহেতু তাদের প্রেম এখনও জোড়াল

হয়নি,ধূসর তাকে মনের কথা বলেনি, সেও প্রেমিকার রুপ পায়নি, তখন কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া বোঁকামো হবেনা? পিউ চুপ করে থাকল। তবে বলে রাখল,‘ মাঝখানে জায়গা ফাঁকা থাকুক আপু।’

মৈত্রী দিরুক্তি করেনা। মাঝে অল্প জায়গা রেখে আশেপাশে ভরিয়ে ফেলে। শেষ করে জানায়,

‘ হয়ে গেছে। ‘

পিউ হাত ফিরিয়ে উঠে যায়। ও যেতেই ক্যামেরা বন্ধ করে সাদিফ ও চলে গেল। মৈত্রীর মুখটা ঝুপ করে কালো হলো ওমনি। বসে থাকলে কী হতো?

শান্তার দিক চেয়ে বলে,

‘ দে তোকে লাগিয়ে দেই।’

শান্তা মোটা কণ্ঠে বলল ‘ লাগবেনা।’

মৈত্রী ভ্রুঁ গোঁটায়, ‘ কেন? বললিনা লাগাবি।’

শান্তা গাল ফুলিয়ে বলল‘ আমি আগে বলেছিলাম,তুমি পিউপুকে তাহলে আগে লাগিয়ে দিলে কেন? সিরিয়াল তো আমার ছিল।’

বর্ষা কষে ধ*মক দিয়ে বলল ‘ হিং*সুটে! বুদ্ধি কী হাঁটুতে নেমেছে? পিউ আমাদের গেস্ট না? কতবছর পর এলো ও? হিং*সে করছিস কেন? ও দিয়েছে,এখনও তুই দে। একইতো হলো। আশ্চর্য! ‘

শান্তার চেহারা বাকীটুক কালো হলো। বর্ষা পাত্তা দিলোনা। উলটে বলল,

‘ যাই ক’টা ছবি তুলে আসি। ওকে পাঠাব।’

তারপর জায়গা ত্যাগ করল সেও। মৈত্রী বলল

‘ হাত দে।’

‘ বললাম না লাগাবোনা।’‘ আহহা রা*গ করছিস কেন? তুইতো আমার

নিজের মানুষ তাইনা? পিউত গেস্ট,গেস্ট দের প্রায়োরিটি দিতে হয় সব সময়। দে সোনাপু,পিউয়ের থেকেও একটা সুন্দর দেখে ডিজাইন এঁকে দিব।

শান্তার মন নরম হলো। বাম হাতটা এগিয়ে দিলো। সাথে দেখাল,

‘ এখানে ফাঁকা রাখবে,ছোট করে লিখে দেবে ‘S-D’

মৈত্রী কপাল কোঁচকায়,

‘ ডি’তে কে? এই তুই কি প্রেম করছিস?’

শান্তা আর্ত*নাদ করে বলল,

‘ আস্তে,সবাই শুনে ফেলবে।’

মৈত্রী গলা নামিয়ে বলল ‘ ডি’তে কে?’

শান্তা মাথা নুইয়ে লাজুক হেসে বলে ‘ ধূসর ভাইয়া।’আফতাব সিকদারের মাথায় হাত। মুখটা চুপসে গেছে। মান ইজ্জত সব নেমেছে রাস্তায়।

জীবনে অনেক বড় ভুল করেছেন এক ছেলের বাপ হয়ে। শান্তিমত, মন ভরে একটু শাসন ও করতে পারেন নি। আর সেই না পারাই কাল হয়েছে আজ। ছেলেটাকে আদৌ মানুষ বানাতে পারলেন না। এত পড়ালেখা করানোর পরেও,গুন্ডা তৈরি হয়েছে একটা। আফতাব সিকদার ভেবে পাচ্ছেন না,ঠিক কত বড় দুঃসাহস থাকলে একটা মানুষ

বেড়াতে এসেও গুন্ডা*মি করত পারে। এইত, সন্ধ্যে নাগাদ বাড়িতে খবর এসছে, ধূসর মা*রামারি করেছে। কোন ছেলেকে গাছের ঠাল ভে*ঙে পিটিয়েছে। আর সেই থেকে ওয়াশরুমের দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন তিনি। ভুলেও বের হবেন না। কিছুতেই মুখোমুখি হবেনা ভাইদের। হলেই বিপ*দ। অবশ্য যার নিজের সন্তানই একটা

বিপ*দের গোডাউন, তার কী ঝুট-ঝা*মেলা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব? সিকদার আর মজুমদার, দুই পরিবারের বৈঠক বসেছে রাশিদের ঘরে। শুধুমাত্র পরিবারের নিজস্ব লোকজন সেখানে। বৈঠকের বিষয়, ধূসরের মা*রপিট। আমজাদ সিকদারের মুখ গুরগম্ভীর। রা*গে ফুঁসছেন। রাশিদের দিক তাকাতেও লজ্জা করছে। ভাইয়ের ছেলে

বেড়াতে এসে, এমন এক কান্ড ঘটাল, মুখ লুকানোর জো নেই। গ্রামের চারদিকে খবর ছড়িয়েছে। যে লোক বাড়িতে এসে বলেছেন,তিনিই মুলহোতা এর। এখন কী হবে? মান ইজ্জ্বত কিচ্ছু বাকী আছে? আমজাদ সিকদার চোখ রাখলেন মেঝেতে। অসহ্য ভঙ্গিতে দুপাশে মাথা নাড়লেন। মিনা বেগম স্বামীর দিক চেয়ে ঢোক গিললেন ক'বার।

অসহায় নেত্রে আবার তাকাচ্ছেন জা'য়েদের দিকে। সবার মুখ চুপসে এইটুকুন। আমজাদ সিকদার চারপাশে চোখ বোলালেন,রুবায়দাকে শুধালেন,' আফতাব কোথায়?'

' ঘরে নেই।'

মিনমিনে কণ্ঠে জানালেন তিনি। আমজাদ সিকদার চেহারা কোঁচকালেন। এরকম সময় কই হাওয়া খেতে গেছে সে?

রাদিফকে সদর দরজায় পাহারায় রাখা হয়েছে। সবাই যে এই ঘরে ঝাঁক বেঁধে অপেক্ষায়, ধূসর চৌকাঠে পা রাখা মাত্রই সবার কান এড়িয়ে সে খবর পৌঁছে দিতে হবে।রাদিফ অক্ষরে অক্ষরে ভদ্র ছেলে। তেমন পয়েন্টে পয়েন্টে সে বড় চাচার হুকুম মেনেছে। এইত আঙুল ধরে হাজির হলো ধূসর সহ। তার পড়নের নীল পাঞ্জাবি ঘামে ভেজা। কপাল,চুলেও

চিকচিক করছে ঘাম। অবিন্যস্ত চুল হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পা রাখল কামড়ায়। পেছনে তার দুদিনের সঙ্গী তুহিনও এলো। ভেতরে এতজন কে একসাথে দেখে অপ্রতিভ হলো ধূসর। সে আসা মাত্রই থমথমে পরিবেশ পালটায়,গাঢ় হয়। সকলে এক যোগে তাকায়। পিউ কাচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মা*রামা*রির ঘটনা সেও শুনেছে। কিন্তু হিসেব

মিলছেনা। এখানে কাকে চেনে ধূসর ভাই? কেনই বা করবেন এমন? জবা বেগম রাদিফকে ইশারা করলেন বাইরে যেতে। ছোট মানুষ বড়দের কথায় থাকতে নেই। আপাতত সাদিফ,পিউ,পুষ্প আর বর্ষা ছাড়া কেউ-ই জায়গা পায়নি এখানে। ধূসর কারো দিকে তাকালোনা। সোজাসুজি আমজাদকেই শুধাল,” ডেকেছিলেন?”

তিনি ক্ষে*পে তাকালেন। একবার দেখলেন পাশে বসা রাশিদ কেও। পুরু কণ্ঠে শুধালেন,

‘ শুনলাম,মোরশেদের ছেলেকে মে*রেছো তুমি?’

ধূসর চিনতে না পেরে বলল,

” কোন মোরশেদ?’

রাশিদ মজুমদার বললেন,

‘ ওই যে ফার্মের ব্যবসায়ী। ওনার থেকেই তো সব মুরগী আনছি বর্ষার

বিয়ের। ওনার ছেলে শিপন,তুমি নাকি ওকে পি*টিয়েছ বাবা?’

রাশিদের স্বর নরম। ধূসর সোজাসাপটা উত্তর করল,

‘ কার ছেলে জানিনা,তবে মে*রেছি একটাকে।’

আমজাদ সিকদার অবাক হয়ে বললেন,

” মে*রেছ,এটা আবার বলছো তুমি? লজ্জাও লাগছেনা?’

ধূসর কাঁধ উচু করে বলল,” লজ্জার কী আছে? ও অভদ্রতা করেছে,তাই মা*র খেয়েছে। দ্যাটস ইট।”

আনিস বললেন,

‘ কিন্তু তাই বলে বেড়াতে এসে, এরকম করা কী ঠিক ধূসর? এটা কিন্তু আমাদের বাড়ি় নয়।”

‘ আমি জানি সেটা। ভালোমন্দ বিচার করার জ্ঞান আমার আছে চাচ্চু। কিন্তু ছেলেটা এমন এক কাজ

করল,আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারিনি।"

" কী ওমন করেছে ও,যে ডাল ভে*ঙে বেধরম পে*টালে?"

" বেধরম পিটিয়েছি কে বলল? তাহলে তো ও বাড়িই যেতে পারতোনা।"

" ওতো যায়নি। সবাই ধরাধরি করে নিয়েছে।"

" একই কথা ।"

আমজাদ সিকদার ঠোঁট ফুলিয়ে জোড়াল শ্বাস নিলেন। নিজেকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করে বললেন,‘ কী করেছে ও? আমরাও শুনি একটু....” ধূসর আড়চোখে একবার গুঁটিশুটি মেরে দাঁড়ানো পিউকে দেখে নেয়। ফের দৃষ্টি আনে আমজাদ সিকদারের ওপর। ভণিতা ছাড়াই জবাব দেয়,

” ও আমার কলিজায় হাত দিয়েছে।”

কথাটুকুন কারোরই মাথায় ঢুকলোনা। মুত্তালিব আগ্রহভরে বললেন,

‘ কী করেছে? একটু খুলে বলো বাবা।’

ধূসর একটু চুপ থেকে বলল ‘ আমার শার্টের কলার ধরেছে ও।’

সবাই আকাশ থেকে পরল। বিভ্রান্ত নজরে ধূসরকে দেখল। আমজাদ সিকদার হুতাশন করে বললেন,

” তাই জন্যে এভাবে মা*রবে? নাকমুখ ফাঁ*টিয়ে র*ক্ত বার করবে?”

ধূসর শক্ত কণ্ঠে জানাল,” হ্যাঁ। এরকম কাজ ও যতবার করবে ততবার মারব। অবশ্য মনে হয়না,আজকের পর আর সাহস করবে।”

প্রত্যেকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমজাদ সিকদার মিনা বেগমকে বললেন,

‘ দেখেছো? দেখেছো তোমাদের ছেলের অবস্থা ? আরো লাই দাও সবাই মিলে। মাথায় তুলে লাফাও। এখন যদি ওই ছেলের পরিবার মামলা ঠুকে দেয়, কী হবে তখন?”

মিনা বেগম আস্তেধীরে বলতে গেলেন, ‘ আপনি শান্ত হোন,এভাবে....

ধূসর মাঝপথেই উত্তর করে,

‘ মামলা দিলে দেবে। ছোট খাটো যে কোনও ব্যাপারে জেল খাটতে হয় জেনেই রাজনীতিতে নেমেছিলাম। সিকদার ধূসর মাহতাব এসবে ভ*য় পায়না।”

আমজাদ সিকদার বিহ্বল হলেন। কিছু বলার ভাষা নেই। পরমুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে ডেকে উঠলেন,
" আফতাব! আফতাব!"জবা নেগম নিভু কণ্ঠে বললেন ' মেজো ভাইজান ঘরে নেই। আমি দেখে এসেছি।'
' কেন নেই? কোন চুলোয় গিয়েছে ও? ছেলে এত বড় কান্ড করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,আর ও? এই

সাদিফ,যাওতো গিয়ে দেখো কোথায় সে।”

সাদিফ ‘ যাচ্ছি’ বলে ঘর ছাড়ল। চাপানো দরজা আবার চাপালেন সুমনা বেগম। রাশিদ মজুমদার সুস্থির কণ্ঠে বললেন,

‘ থাক ভাইজান, যা হবার হয়েছে। ধূসরের মাথা গরম,বাচ্চা ছেলে করে ফেলে....”

” বাচ্চা ছেলে? আজ বিয়ে দিলে কাল বাচ্চার বাপ হবে। এসব বোলো না রাশিদ,শুনতে ভালো লাগেনা। তার থেকে বরং তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই,আমার বাড়ির ছেলের জন্যে তোমার সন্মান ন*ষ্ট না হয়।”

” সন্মান ন*ষ্ট হবে কেন? এক হাতে তো তালি বাজেনা। নিশ্চয়ই শিপনের ও কিছু অন্যায়

আছে,নাহলে ধূসর কখনও নিজে থেকে গায়ে হাত তুলবে কেন বলুন তো!”

মিনা বেগম এতক্ষনে মোক্ষম সুযোগ পেলেন। ভাইয়ের কথায় হৈহৈ করে বললেন

‘ হ্যা সেইত। আমারও তো একই কথা। আমাদের ধূসর বিনা কারনে কাউকে মা*রবে কেন? নির্ঘাত ওই

ছেলে কিছু করেছে। ”আমজাদ বিরক্ত চোখে চাইলেন,

‘ করেছো তো,শোনোনি? কলার ধরেছেন জাহাপনার। কী মারাত্মক পাপ করেছে ভাবা যায়?”

কথাটা বলে মাথায় হাত দিলেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন,

‘ ভাবলাম ছেলেটা শোধরাবে। অথচ না। বিয়ে খতে এসেও সে মানুষ পে*টাচ্ছে।”

” আমি একটা কথা বুঝতে পারছিনা, সবাই এমন করছো কেন? আচ্ছা,ওকে মে*রেছি বলে আপনার খারাপ লেগেছে বড় আব্বু? বেশ,আজই ওকে ডেকে পাঠাব,ও নিজে ক্ষমা চেয়ে যাবে। শান্তি পাবেন তখন?’

আমজাদ সিকদার তাজ্জব বনে বললেন,

” যাকে মা*রলে সে এসে ক্ষমা চাইবে?”

” চাইবে। দোষ যার, ক্ষমা চাওয়ার দ্বায় ও তার।”আনিস,আমজাদ হতাশ,আ*হত শ্বাস নিলেন। ধূসর বলল

‘ আমার মনে হয় আপনাদের আর কিছু বলার নেই। আমি তাহলে যাই,বিশ্রাম নেব। ক্লান্ত লাগছে।”

এবারেও তব্দা খেল সবাই। ধূসর বেরিয়ে গেল। আনিস হা করে বললেন

‘ যে মা*র খেল সে বিছানায় পরে আছে,আর যে মারল সে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছে? ‘

তুহিন ছিল নিরব দর্শক। সেও ধূসরের পিছু চলতে গেলে রাশিদ মোটা কণ্ঠে ডাকলেন,

” তুহিন!”

ছেলেটা দাঁড়িয়ে যায়। ভীত নজরে ফিরে তাকায়,

‘ জি কাকা?’

‘ তুই কিছু জানিস এ ব্যাপারে?’

তুহিন আমতা-আমতা করে বলল

‘ জি। আমিতো ওখানে ছিলাম না,পরে এসেছি। ‘

রাশিদ মেনে নিলেন। বললেন ‘ যা।’কিন্তু পিউ মানতে পারল না। তুহিনের হাব-ভাব সন্দেহজনক।

ছেলেটা এই দুদিনে ধূসরের সাথে ছাঁয়ার মত ছিল। ও নিশ্চয়ই কিছু জানে। তুহিন বের হতেই সভা ভঙ্গ হলো। বড়রা আলোচনায় মন দিলেন। মোরশেদ বিচার আনলে কী করবেন সে নিয়ে। মুত্তালিব বুদ্ধি দিচ্ছেন, অবশ্যই ধূসরের সাপোর্ট নিয়ে। হাত পা তো ভা*ঙেনি,তাহলে ক্ষ*তিপূরন কীসের? কিন্তু আমজাদ জানালেন, তিনি ক্ষ*তিপূরণ দেবেন।

সমস্যা নেই। তবু যেন বদনাম না হয়।

পিউ সুযোগ বুঝে ঘর থেকে বের হলো। তুহিন ধূসরের কক্ষে যাওয়ার জন্যে তিন তলার সিঁড়িতে উঠেছে কেবল, এর মধ্যেই ধড়ফড়িয়ে ডাকল সে,

‘ এই যে ভাইয়া শুনুন!’

তুহিন থমকায়। ঘুরে তাকায়। পিউ ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল। তুহিন শুভ্র হেসে বলল,

‘ ভালো আছেন ভা....আপু?”

পিউ ঘন ঘন বলল

‘ জি জি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? ভালো তাইনা? আচ্ছা একটা কথা বলুনতো ,ধূসর ভাই মা*রামা*রি কেন করেছেন?’

তুহিন ভ্যাবাচেকা খেল। এত গড়গড় করে, এক শ্বাসে কথা হলে কেউ! ধাতস্থ হতেই চুপ মেরে যায়। ভেবেচিন্তে বলে,‘ ওই যে, ও ঘরে ভাই যা বললেন কলার...’

এটুকু শুনতেই পিউ অনীহ কণ্ঠে বলল

‘ কলার ধরেছে বলে মে*রেছে,? এসব কেউ বিশ্বাস করলেও আমি করছিনা। সব মিথ্যে,আমি জানি।

আপনার কাছে এসেছি সত্যিটা শুনতে । নিন, চটপট বলে ফেলুন দেখি। ‘

” মিথ্যে নয়,সত্যি বলছি।”

” কিন্তু আপনার মুখ দেখে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঘটনা মিথ্যে।”

তুহিন বিভ্রান্ত হয়ে চেহারায় হাত বোলাল। পিউ লাফিয়ে বলল,

‘ দেখলেন? তার মানে আপনি মিথ্যেই বলেছেন। এবার অন্তত

সত্যি বলা উচিত। বলুন বলুন কেন মা*রামা*রি করেছেন উনি?’

তুহিন ভাবতে বসল। পিউ ফের তাড়া দেয়। তুহিন অসহায় কণ্ঠে বলল,‘ কাউকে বলা নিষেধ। শুনলে ভাই রা*গ করবেন।’

পিউ মাছি তাড়ানোর মত হাত নেড়ে বলল,

‘ আরে ধুর! নিশ্চিন্ত থাকুন। ধূসর ভাইয়ের কেন,কারো কানেই

যাবেনা। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। আমিতো আপনার ছোট বোনের মত তাইনা ভাইয়া?’

ইমোশোনাল কথাবার্তায় তুহিন গলে গেল। ঠোঁট ভিজিয়ে আশপাশ দেখল সতর্ক চোখে। গলা নামিয়ে বলল,

‘ আসলে হয়েছে কী,দুপুরে যখন আপনারা সবাই নাঁচছিলেন? শিপনই আপনার পেটে চিমটি কে*টেছিল। ধূসর ভাই নিজে দেখেছেন,আর তাই

ওকে আমাকে দিয়ে ডেকে নিয়ে মে*রেছেন। লোকজন চলে না এলে খবর ছিল ওর। নাকে কটা সেলাই লাগে কে জানে! আমি যে বলে দিলাম কাউকে বলবেন না যেন।"

পিউ স্তব্ধ,বাকরুদ্ধ। তুহিন ফের কিছু বলবে এর মধ্যে ওপর থেকে নেমে এলো সুপ্তি। সিড়িতে দাঁড়িয়ে ছোট কন্ঠে জানাল,' আপনাকে ধূসর ভাইয়া ডাকছেন।'

ছেলেটা আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে উঠে গেল তিন তলায়। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিউ। চোখের পাতা অবধি নড়ছেনা দেখে সুপ্তি ভ্রুঁ কোঁচকাল। নেমে এসে পাশে দাঁড়াল।

‘ কী হয়েছে আপু? ‘

পিউ উত্তর করেনা। সে বিস্ময়াকুল হয়ে তাকিয়ে। সুপ্তি হাত দিয়ে মৃদূ ধা*ক্কা দিলো।

‘ এই পিউপু,কী হলো তোমার?’

পিউ নড়ে ওঠে। সম্বিৎ ফেরে। হা-হুতাশ করে বলে,

‘ আমাকে ধর সুপ্তি। আমার মনে হয় অ্যা*টাক -ফ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে।’আফতাব সিকদার ওয়াশরুম থেকে বের হলেন। সচেতন চোখে ঘরের পুরোটা দেখলেন। এতক্ষনে বিচারকার্য শেষ নিশ্চয়ই। বেঁচে গেলেন তাহলে। তিনি আস্তে আস্তে

পা টিপে টিপে শুয়ে পরলেন বিছানায়। কম্বল মুড়ি দিতেই রুবায়দা বেগমের কণ্ঠ ভেসে এলো,

‘ তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষন?’

আফতাব সিকদার চোখ বড় বড় করলেন। পরপর হাই তুলতে তুলতে কম্বল নামিয়ে বললেন,

‘ ঘুমোচ্ছিলাম।’

রুবায়দা বেগম এগিয়ে এলেন।

‘ ঘুমোচ্ছিলে? কই,আমরা তো ঘরে এসে দেখে গেলাম,ঘর তো ফাঁকা ছিল।’

‘ আমিতো মাত্রই এলাম।’

‘ ও।’

‘ খুঁজছো কেন? কিছু হয়েছে?’

রুবায়দা বেগম পাশে বসলেন। মন খারাপ করে বললেন,

‘ কী আবার হবে? তোমার ছেলে মারপিট করছে,শোনোনি? কত করে

বললাম,চলো ওর একটা বিয়ে দেই। বউ আনলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনছোনা।’

আফতাব সিকদার ভাবনায় পরে গেলেন। আসলেই কী বউ আনলে ছেলে পাল্টাবে? যদি পালটায় তবে মন্দ হয়না। নিজেও শান্তি পাবেন। মাথা দুলিয়ে বললেন,

‘ বাড়ি ফিরে নেই।’রাত নেমেছে। অথচ নিকষ , গাঢ় অন্ধকার

মজুমদার বাড়ির জমকালো আলোর সামনে মাথা তুলতে পারছেনা। তিন বিঘা জমির ওপর গড়ে তোলা বাড়ি। সমস্ত দেয়াল জুড়ে লাগানো চোখ ধাঁধানো লাইটিং। লাল- সবুজ বাতি জ্বলছে,নিভছে। এক মুহুর্ত সাউন্ড সিস্টেমটার রেহাই নেই। একেকজন ফোন কানেক্ট করে করে চালাচ্ছে পছন্দের গান। সবাই ব্যস্ত কাজে। পিউয়ের মন ফুরফুরে। উড়ছে সে

প্রজাপতির ন্যায়। ধূসর তাকে ছোঁয়ার অপরা*ধে কাউকে মে*রেছে,কথাটা যতবার ভাবছে আবেগে গলে গলে পরছে। কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছে,

‘ এত ভালোবাসেন উনি আমায়? ‘কিন্তু তার এই উচ্ছ্বাস,এই উন্মাদনা বেশিক্ষন স্থায়ী হলোনা। আগন্তুকের ন্যায় সাতটার দিকে বাড়িতে পা

রাখল মারিয়া। ডানে বামে নয়, সোজা সে বর্ষার ঘরে গিয়েছে। পিউ, শান্তা,মৈত্রী, সুপ্তি,রাদিফ,রিক্ত রোহান ছাড়াও বিয়ে বাড়ির সব বাচ্চা-গাচ্চা তখন এ ঘরেই। মারিয়া এসেই পেছন থেকে চোখ চেপে ধরল বর্ষার। বর্ষা ভড়কে গেল। কৌতুহলে 'কে' 'কে 'করল। পিউ রিমুভার দিয়ে, বিশাল মনোযোগে নেলপলিশ

তুলছিল পায়ের। রাদিফ বিস্ময় নিয়ে যখন আওড়াল,

‘ মারিয়া আপু?’

পিউ তড়িৎ বেগে মুখ তুলল। চারশ আশি ভোল্টেজের ঝট*কা খেল ওকে দেখে। মারিয়া হাত ঢিলে করতেই বর্ষা ত্রস্ত ঘুরে তাকায়। সে ঠোঁট উলটে বলল,

‘ যা,আগেই নাম বলে দিয়েছে রাদিফ।’

বর্ষার ওসবে কান নেই। সে প্রবল বেগে জাপ্টে ধরল ওকে। খুশিতে জ্ঞান হারানোর উপক্রম। কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলল,‘ তুই সত্যি এসেছিস? আমিতো ভাবলাম আসবিইনা।’

মারিয়া হেসে বলল,

‘ ধূর্ বোকা! তোর বিয়ে আর আমি আসব না?’

বর্ষার চোখ ছলছল করে ওঠে।

‘ কতদিন পর দেখা! কেমন আছিস? শুকিয়ে গেছিস। অনেক খাঁটিস তাইনা?’

‘ ওসব ছাড়,তোকে কী সুন্দর লাগছে রে বর্ষা! একদম টুকটুকে বউ। ‘ বর্ষা ঠোঁট ভরে হাসল। ‘ মায়ের সাথে দেখা হয়েছে?’

‘ না। চাচী বোধ হয় রান্নাঘরে। আমিতো সোজা এখানে এলাম।’

পুষ্প ফোনের লাইন কে*টে বারনাদা থেকে ঘরে এলো। মারিয়ার পেছন থেকে দেখে মুখ দেখার জন্যে এগিয়ে গেলো। গালের এক পাশ দেখতেই বিস্ময় সমেত বলল,

‘ মারিয়া? ‘

মারিয়া পাশ ফেরে। পুষ্পকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। হেসে জিজ্ঞেস করে ‘ কেমন আছো?’

পুষ্প আড়চোখে মেঝেতে বসা পিউয়ের দিক দেখল। সে তখনও বিমুঢ় হয়ে তাকিয়ে। বিভ্রমে ভুগছে, এই মেয়ে এখানে কী করে?

পুষ্প কোনও মতে জবাব দিল ‘ ভালো আছি,আপনি কেমন আছেন?”

“আপনি করে বলছো কেন?আমিতো বর্ষার বন্ধু,তুমি করে বলো।’

পিউয়ের কপাল বেঁকে এলো। মারিয়া বর্ষা আপুর বন্ধু? তাহলে

ধূসর ভাই যে বলেছিলেন ওনার বন্ধু সে? মিথ্যে কেন বলেছেন উনি?

এরমধ্যেই মারিয়া ডেকে ওঠে, ‘ এই পিউ! কী খবর, কেমন আছো? ‘

পিউ হুশে এলো। ক্ষীন স্বরে জানাল ‘ ভালো।’

বর্ষা অবাক হয়ে বলল,

‘ তুই ওদেরকে চিনিস?’

‘ হ্যাঁ। আমিতো পিউকে পড়াই। ও আমার ছাত্রী।’

বর্ষার মাথার ওপর দিয়ে গেল সব। পুষ্প বলল ‘ ঠিক আছে। তোমরা গল্প করো,আমি আসছি।’

সে তাড়াহুড়ো পায়ে বের হয়। পিউ মন্থর হয়ে বসে থাকে। সে এত অবাক হলো মারিয়াকে দেখে। কই মারিয়া তো অবাক হয়নি। একটুওনা। বরং ভাবভঙ্গি কী স্বাভাবিক! ওকি তবে আগে থেকেই জানত তারা এখানে?ধূসর শার্টের

হাতা ফোল্ড করতে করতে দরজা ছেড়ে বের হলো মাত্র। ওমনি সামনে পরল পুষ্প। সেও আসছিল এ ঘরে। দুজন দুজনকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। পুষ্প ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ ভাইয়া কোথাও যাচ্ছিলেন?’

‘ হ্যাঁ। কিছু বলবি?’

‘মারিয়া এসেছে।’

ধূসর ছোট করে বলল ‘ ও।’

পুষ্প ধীরস্থির কণ্ঠে বলল,

‘ পিউটা যদি উল্টোপাল্টা ভাবে?”

ধূসর হাতা থেকে চোখ তোলে,পরপর আবার নামায়,

‘ তোর বোনের কাজইতো একটা ।’

পুষ্প চিন্তিত কণ্ঠে বলল ‘ কী হবে এখন?’

ধূসর নির্লিপ্ত ‘ আমি আছি,চিন্তা নেই।’

ধূসর এগোতে নিলেই পুষ্প উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ আজেবাজে কিছু করে বসলে?’

ধূসর দাঁড়িয়ে যায়। না তাকিয়েই বলে দেয়,

‘ থা*প্রে গাল লাল করে দেব ওর। ভাবিস না।’তারপর চলে গেল সোজা। পুষ্প বুক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল বেদনার। বোনের জন্যে চিন্তায় মাথাটা ফেঁ*টে যাচ্ছে। একদিকে বাচ্চা পিউ, অন্যদিকে বুড়ো হয়েও বাচ্চামো করা

ইকবাল,দুটোকে সামলাতে হিম*শিম খাওয়ার অবস্থা তার। ধূসর ভাই এত ভ্রুক্ষেপহীন কী করে থাকেন কে জানে?

***

‘মারিয়া এসেছে নাকী শুনলাম।’

ময়মুনা খাতুন হন্তদন্ত ভঙিতে ঘরে ঢুকলেন। যেন কেন না কে এসছে! মারিয়া ওনাকে দেখেই এগিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরে বলল

‘ কেমন আছো চাচী?’

‘ খুব ভালো আছি। তুই এসেছিস শুনেই কাজ ফেলে ছুটে এলাম। কতদিন পর দেখলাম তোকে।আল্লাহ কী শুকিয়েছিস!

‘ উফ! আসার পর থেকে তোমার মেয়েও একই কথা বলছে। এবার তুমি রেহাই দাও অন্তত।

ময়মুনা হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন,‘ আপা কেমন আছে?’

‘ ভালো। ‘
‘ ঢাকা গিয়ে তো ভুলে গেছিস।’
‘ কী যে বলো! তোমাদের ভোলা সম্ভব?’
পেছন থেকে বর্ষা বলল ‘ হয়েছে থাক,এত আহ্লাদ করতে হবেনা এখন। কত কিছু বলে আনতে হয়েছে ওনাকে।’
‘ আমি কি করব? টিউশন থেকে সহজে ছুটি পাওয়া যায়? এইত

আসার আগেও একটা করে এলাম।

‘

শান্তা মুখ কালো করে বলল

‘ মারিয়াপু তো আমাকে চেনেইনা। ‘

সুপ্তিও তাল মেলায়,

‘ হ্যাঁ। এই যে আমরা কতক্ষন ধরে বসে আছি, দেখছেইনা। ‘

মারিয়া মাথায় হাত দিয়ে বলল,

‘ সর্বনাশ! কী বলে মেয়েগুলো? তোমরা আমার কত আদরের

বলোতো। তবে হ্যাঁ, তোমাদের বোন কে পেয়ে সব ভুলে গেছি।’বর্ষা ভেঙচি কা*টে। পরপর হেসে ফেলে।

পিউয়ের মাথা চক্কর দিচ্ছে এসব দেখে। তার নানাবাড়ির পুরো গোষ্ঠি মারিয়াকে চেনে। শুধু চেনেইনা, এরা তাকে পেয়ে আহ্লাদে গদগদ। সে উঠে বর্ষার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল,

‘ আপু,মারিয়াপু কে কীভাবে চেনো তোমরা?’

‘ আমরা তো একই স্কুলে পড়েছি,কলেজেও। সেই ক্লাস সিক্স থেকে বেস্টফ্রেন্ড। ইন্টারমিডিয়েট শেষে রওনাক ভাই, ওকে ঢাকা নিয়ে যান। পাব্লিকে ভর্তি করানোর জন্যে। তারপর এই দুই বছর পর দেখা হলো।’পিউ এক পা পিছিয়ে গেল। রা*গে,দুঃ*খে দাঁত চে*পে

ধরল। চোখ ভিজে উঠল ভীষণ ক*ষ্টে। ধূসর ভাই মিথ্যে বলেছেন তার মানে? মিথ্যে পরিচয়ে মারিয়াকে এনেছেন বাড়িতে? কেন? নিশ্চয়ই এর ভেতরের গল্পটা কুৎসিত,জঘ*ন্য তাই। পিউয়ের তরুনী মন নেতিবাচক ভাবনায় তলিয়ে যায়। মস্তিষ্ক ডু*বে যায় বি*শ্রি চেতনায় । ধূসরের প্রতি এক সমুদ্র প্রেম উথলে পরে ক্ষো*ভে।

যদি মারিয়ার সাথেই কিছু থাকে,আড়ালে আবডালে, তবে আজ সারাটাদিন কেন ওমন করল তার সাথে? কেন তার মন নিয়ে খেলল? কেন ছুঁলো ? পিউয়ের গাল বেয়ে জল গড়ায়। চোখ বুজে নিজেকে শক্ত করে। আজ ওই ধূর্ত লোকের মুখোমুখি হবে । জানতে চাইবে এসবের মানে কী? কী চায় সে?

পিউ হনহনিয়ে ঘর থেকে বাইরে আসে। কয়েক কদম এগোতেই ধূসর সামনে এসে দাঁড়াল। পিউয়ের চোখ তখন টইটুম্বুর। উথলে পরছে জল। ধূসরকে দেখতেই কটম*ট করল। অথচ সে মানুষটার ভাবাবেগ হলো না। বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল। মিটিমিটি হেসে ডান ভ্রুঁ উঁচাল। পিউ তাজ্জব হয়। তাকে কাঁদ*তে দেখেও ধূসর ভাই

হাসছেন?রে*গেমেগে কিছু বলতে গেল,ওর আগেই কোত্থেকে ছুটে এলেন রুবায়দা বেগম। কথা গিলে ফেলল পিউ। তিনি ছটফটিয়ে বললেন,

‘ এই ধূসর,জানিস, মারিয়া এসেছে এখানে?’

ধূসর আরেকবার পিউয়ের দিকে তাকাল। মেয়েটার সরু নাক লালিত,ক্ষনে ক্ষনে ফুঁসছে আবার।

ধূসর ঠোঁট কা*মড়ে হাসে। মায়ের দিক তাকায়। বলতে গেল কিছু। তার মধ্যে আবার হুড়মুড়িয়ে হাজির হলেন মিনা বেগম। তিনিও উদিগ্রীব হয়ে আওড়ালেন,

‘ হ্যাঁ রে ধূসর তুই এখানে? জানিস মারিয়া এসছে। এ বাড়িতে ও এলো কী করে?’

ধূসর মৃদূ হেসে বলল,‘ আস্তে, এত হাইপার হওয়ার কিছু হয়নি। মারিয়াদের বাড়িও এখানে।’

মিনা বেগম ভ্রূঁ গোঁটালেন ‘ এখানে? এখানে কোথায়? আমার বাপের বাড়ির এলাকায়, আর আমি জানিনা?

‘ কোন বাড়ি তা ঠিক জানিনা। তবে সম্ভবত ওর বাবার নাম গফুর হালদার। ‘

মিনা বেগম ভ্রু কপালে তুলে বললেন
‘ গফুর হালদার? ওই সরকারি চাকরি করতেন যে....’
‘ জানিনা। আমি ওর ভাইকে চিনি। ওর ভাই রওনাক আমাদের পার্লামেন্ট এর সদস্য ছিল। ‘
রুবায়দা বেগম কৌতুহল নিয়ে বললেন ‘ কিন্তু তুই যে বললি মারিয়া তোর বান্ধবী? ওতো বর্ষার

বয়সি।’পিউ বিদ্বিষ্ট হয়ে আরেকদিক তাকাল। এসব শুনলেও গা জ্ব*লছে।
ধূসর শান্ত স্বরে বলল
‘ মা, বলতে দাও আমাকে? গত বছর মিছিলে যে গোলাগুলি হয় তাতে আ*হত হয়েছিল রওনাক। আর হাসপাতালে নেয়ার আগেই মা*রা যায়। এদিকে বাবাও নেই। এরপর থেকে মারিয়াই টুকিটাকি টিউশন করে ওর আর ওর মায়ের

খরচা চালাচ্ছে। রওনাকের সূত্রেই ওকে চিনতাম। পার্লামেন্টের সবাই মিলে কয়েকবার গিয়েওছিলাম ওদের বাড়িতে। রওনাকের দাফনকাজও আমরাই করেছি। ওদের অবস্থা সবই জানি। তাই ভাবলাম, এই দুঃসময়ে মেয়েটাকে একটু সা্হায্য করি। একটু পাশে দাড়াই বিপদে। পিউকে পড়িয়ে মাসে আট হাজার টাকা পাওয়া,

এটাও মেয়েটার জন্যে অনেক। সব কিছু ভেবেচিন্তেই ওকে পড়াতে এনেছি। 'পিউ চমকে তাকাল। রুবায়দা বেগম বললেন,

' কিন্তু তাই বলে বন্ধু বলতে হলো কেন? সত্যিটা বললেই পারতিস!'

ধূসর শ্বাস ফেলল। অকপটে বলল

' ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলেছি। কারন আমিত অনেক কে চিনি। তারা যখন শুনতো, মারিয়া আমার পরিচিত

একজনের বোন, কোনও কিছুই তাদের মাথায় ঢুকতোনা আর। নিজেদের মত কী কী ভেবে বসতো গড নোস।’

মিনা বেগম বললেন,

‘ কে ভাবতো এরকম?’

‘ যে ভাবার সে এখনও ভাবছে।’পিউ মাথা নুইয়ে ফেলল। চোরের মত চেহারা বানাল। প্রবল অপরা*ধবোধ ফুটে উঠল আননে।

কী মারাত্মক ভুলটাই না করতে যাচ্ছিল। ছি! শেষ মেষ ধূসর ভাইকে অবিশ্বাস করে বসলি? এই তোর ভালোবাসা পিউ?

‘ আর কোনও প্রশ্ন?’

রুবায়দা বেগম, মিনা বেগম এক যোগে দুদিকে মাথা নাড়েন। প্রশ্ন নেই। ধূসর ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস টানে। পুনরায় অবলোকন করে পিউকে। সে মাথা আর তুলছেনা। ধূসর চলে

যেতেই, রুবায়দা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,
‘ আহারে! মারিয়া মেয়েটার কী ক*ষ্ট! অথচ কত হাসিখুশি থাকে। দেখে বোঝাই যায়না। ‘
পিউ সহমত। যা শুনল তাতে নিজের মনটাও খা*রাপ। কী গা*লম*ন্দটাই না করেছে মেয়েটাকে এতদিন। ইশ! সে আসলেই একটা আহাম্মক। পরপর ধূসরের প্রতি

ভালো লাগায় বুক জুড়াল। মানুষটা কত ভালো! একটা মেয়ের বিপদে সাহায্য করছেন।

মিনা বেগম,রুবায়দার কথায় মাথা নাড়তে নাড়তে মেয়ের দিক তাকালেন। চোখে, গালে জল দেখে আঁত*কে বললেন,‘ একী,তুই কাঁ*দছিস কেন?’

পিউ তড়িঘড়ি করে চোখ মুছে বলল ‘ কই, কই?’

‘ কই কই কী? চোখে জল কেন? ‘

রুবায়দা বেগম উতলা হয়ে বললেন,

‘ ধূসর বলেছে কিছু?

পিউ দুদিকে মাথা নেড়ে বলল,

‘ না না, ঠান্ডা লেগেছে।’

‘ ঠান্ডা লাগলে নাক দিয়ে পানি পরে,তোর চোখ দিয়ে পরছে?’

মায়ের তীক্ষ্ণ চোখ, পিউ থতমত খেয়ে বলল,‘ আমার সব কিছু একটু ইউনিক। ঠান্ডা লাগলে চোখ দিয়েও

পানি পরে। একটু পর কান দিয়েও পরবে। ওসব তুমি বুঝবেনা। এগুলো আধুনিক যুগে হয়। তুমি সেকেলে। সরো দেখি, ভেতরে যাই।’

পিউ মাকে ঠেলেঠুলে ফের বর্ষার ঘরে ঢুকে যায়। ভদ্রমহিলা তব্দা খেয়ে বললেন

‘ ঠান্ডা লাগারও আবার যুগ আছে ? ’পিউ একটু পরপর হাসছে। ঠোঁট

ফাঁকা করে যতবার সাদা দাঁত বেরিয়ে আসছে,ঠিক বোঁকার মত দেখাচ্ছে তাকে। আবার একটু পরপর মাথা চুল্কাচ্ছে। এই মুহুর্তে সে ভীষণ রকম চাইছে মারিয়ার সঙ্গে ভাব করতে। কিন্তু কীভাবে,কোত্থেকে, কী করবে,কী বলবে! সেই প্রথম দিন থেকে মনে মনে দূর-ছাই করা মেয়েটি হলো মারিয়া। পিউ নিজে জানে,ভেতর

ভেতর ওর চৌদ্দ গোষ্ঠি গা*লি দিয়ে উড়িয়েছে সে। একটা কথা জিজ্ঞেস করলেও ভালো করে উত্তর করেনি। এখন তার সাথে হুট করে কীভাবে মিলমিশ করা যায়?সে আস্তেধীরে পাটিতে বসল। গোলচক্রের এক কোনে, ঠিক মারিয়ার পাশে। বাবু হয়ে বসে,কোলের ওপর রাখা হাত কঁচলালো। পুষ্প,মারিয়া,বর্ষা, মৈত্রী সবকটা মিলে গল্প জুড়েছে। হা করে

শুনছে শান্তা,সুপ্তি। পিউ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেনা এই গল্পে সে প্রবেশ করবে কী করে। কোন দিক দিয়ে ঢুকবে? কথা বলার ফাঁকে মারিয়া একবার তাকাল। পিউ আগামাথা না ভেবেই দাঁত বার করে হাসল। উত্তরে মারিয়াও মৃদূ হাসে। ফের গল্পে বসে। অনেকক্ষন পর পিউয়ের মোটা মাথায় বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে। দারুণ ফঁন্দি আবিষ্কার করল সে।

আগ বাড়িয়ে টান দিয়ে মারিয়ার হাতখানা আনল। চোখের সামনে ধরে বলল,‘ একই! আপু আপনি মেহেদী পড়েননি? এ বাবা হাতটা কেমন খালি খালি লাগছে।’

মারিয়া অবাক হলো। রীতিমতো কুঁচকে আসে ভ্রুঁ। পিউতো ওকে দুচোক্ষে দেখতে পারেনা। হঠাৎ এত আলাপ? মারিয়ার বিস্মিত চেহারার দিক চেয়ে পিউয়ের অস্বস্তি হয়।

বানানো কথা গুলিয়ে যায়। ধরে রাখা হাতটা ছাড়বে ছাড়বে করতেই মারিয়া গাল ভরে হাসল। পিউয়ের হাতটা শক্ত করে আগলে বলল,

‘ না গো,সবে তো এলাম। তাই পড়িনি। তুমি পড়েছ? দেখি।’

তারপর রাঙা হাতখানা উল্টেপাল্টে দেখে বলল

‘বাহ! ভীষণ সুন্দর তো! কে দিয়ে দিয়েছে?”

পিউ সহজ হলো। মারিয়ার মিশুকে ভাব তার অপ্রস্তুতা উড়িয়ে দিলো। ফটাফট বলল,

‘ মৈত্রী আপু। প্রফেশনাল আর্টিস্ট একদম।’

মৈত্রী লজ্জা পেয়ে বলল ‘ কী যে বলো না! ছাতার মাথা আঁকি...”

মারিয়া বলল,‘ না না সত্যিই ভালো হয়েছে। সবাইকেই তুমি পরিয়ে দিয়েছ তাইনা? আমাকেও দেবে?’

‘ এখনই দেবে?’

‘ তুমি চাইলে দিতাম।’

শান্তা বলল ‘ কিন্তু মেহেদী তো সব শেষ। এতগুলো হাত,ওই কটায় হয়? ‘

বর্ষা বলল,

‘ শেষ তো কী? আনাব আবার।’

‘ কে যাবে এতরাতে?’

‘ বাড়িতে ছেলের অভাব আছে? বেলাল কে একটা ডাক দে তো সুপ্তি। ‘

সুপ্তি উঠে গেল। এইসব ছোট ছোট ডাকাডাকির কাজ সবসময় তার ঘাড়ে পরে। পুষ্প দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে বলল,

‘ বেলাল যাবে এখন? ওতো দিনেই ঘর থেকে দোকানে যায়না। এই রাতে....’‘ কষে এক ধম*ক দিলে

যাবে। তাছাড়া মারিয়ার কাজ না? শুনলে ড্যাংড্যাং করে আগাবে দেখিস। ছোট বেলায় ওকে বিয়ে করতে চাইত তো! ভাব একবার,পড়ত ক্লাস টুতে,সে বিয়ে করবে তার বড় বোনের বান্ধবীকে।’ মারিয়া হেসে ফেলল। হাসল বাকীরাও। মেয়েদের খিলখিল হাসিতে ভরে উঠল কামড়া। এর মধ্যে ঘরে ঢুকল বেলাল। শান্তা আর

সে একই ক্লাসে। পড়নে রঙিন পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। মাথায় ছোটখাটো একটা টুপিও চড়িয়েছে বাবার দেখাদেখি। এসেই কর্ক*শ কণ্ঠে বর্ষাকে বলল,

‘ এই তুই না বউ?এমন জোরে জোরে হাসছিস কেন? লজ্জা শরম নেই?’

বর্ষা হাসিটা চট করে মুছে যায়। পরমুহূর্তে জ্বলেপুড়ে বলল,’ না নেই। তোর কোনও সমস্যা?’

‘ আমার কী সমস্যা? যখন আম্মু এসে বলবে,বুঝবি। যাক গে,প্রচুর ব্যস্ত,ডেকেছিস কেন? ‘

বর্ষা মুখ বেঁকিয়ে বলল,‘ ইশ! কী আমার ব্যস্ত পাব্লিক। ভাবখানা এমন যেন সব কাজ ও একাই করছে!’

বেলাল দুই ভ্রুঁ কপালে উঠিয়ে বলল,

‘ করছি মানে? করছিইত। তোর মত শাড়ি চুড়ি আর পাউডার মেখে বসে আছি না কী? একটা কাজও করেছিস? কাল থেকে খেঁটে মরছি আমি। ‘

সুপ্তি পেছন থেকে বলল,

‘ ভাইয়া তুমি মিথ্যে বলোনা,তুমি একটা কাজও করোনি। আমি দেখেছি পেছনের উঠোনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলে। ‘

বেলাল পেছন ঘুরে ধম*ক দিয়ে বলল ‘ চুপ থাক। কেন ডেকেছিস তাই বল,আমার অনেক কাজ।’

‘ কয়েকটা মেহেদী এনে দে,ফুরিয়ে গেছে।’

বেলাল কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কেন? তোর বর দেবেনা? আর কত আব্বুর টাকা ধ্বং*স করবি!’

‘ এক চ*ড় মারব। ওরা আসতে আসতে অনেক রাত হবে। এনে দে

এখন। খলিল কাকার দোকান থেকে আনবি,ওনার গুলো ভালো হয়।'বেলাল আপত্তি জানিয়ে বলল ' পারব না। নিজের টা নিজে আন গিয়ে।'

বর্ষা চেঁ*তে গেল,

' পারবিনা?'

' না।'

' আম্মুকে বলব?'

' বল।'

বর্ষা হা করতে নিলেই মারিয়া ইশারায় থামিয়ে দিলো। কাছে গিয়ে নরম স্বরে বলল,

‘ এনে দাওনা ভাইয়া। এই দ্যাখো, সবাই হাতে মেহেদী দিয়েছে,আমারটা বাকি। তুমি না আনলে কে আনবে বলোতো!’

বেলাল উদ্বেলিত হয়ে বলল,

‘ ও তুমি পরবে? আগে বলবেনা আপু? দাঁড়াও,কটা লাগবে?

বর্ষা হাহা*কার করে বলল,” এই, তুই কি আমার ভাই? আমি বললাম মুখের ওপর মানা করল,আর যেই মারিয়া বলেছে ওমনি রাজি?’

‘ তবে? তুই আর মারিয়াপু এক হলো না কী? তুই সারাক্ষন আমাকে যে মা*র গুলো দিস,আপু একটাও দেয়?’

‘ আর তুই যে ওইদিন খা*মচে আমার মাংস তুলে ফেললি? তার

আগের দিন যে ঘু*ষি মেরে হাতটা ব্যথা বানালি তার বেলা?’

‘ তুই মা*রতে এসেছিস,তাই মা*র খেয়েছিস। শক্তিতে পারিসনা, আমার কী দোষ? শ্বশুর বাড়ি গিয়ে একটু বেশি বেশি খাবি,নাহলে ভাইয়ার সাথে মা*রামা*রি তে জিতবি কী করে?’

বর্ষা নাকে কেঁ*দে বলল,

‘ দেখেছিস তোরা দেখেছিস? কীরকম করছে আমার সাথে! আজ বাদে কাল চলে যাব তখন বুঝবি...’

বেলাল কাঁধ উচিয়ে বলল,

‘ কী বুঝব? উলটে আমি আরো সময় গুনছি,কখন তুই যাবি আর আমি টুপ করে তোর ঘরটা দখল করব।’

বর্ষা আবার কিছু বলতে গেলে মারিয়া দুহাত জড়ো করে বলল, ‘

ভাই তোরা ঝ*গড়া থামা। আমাদের মাথা ঘুরছে।" আমি ঝগ*ড়া করিনা। আমি গুড বয়। আচ্ছা এখনই যাচ্ছি তবে,এই আর কারো কিছু লাগবে? আমার শ্রদ্ধেয় বড় আপুগণ, কারো কিছু দরকার হলে বলবেন।'

কথাটা মৈত্রী, পিউ আর পুষ্পর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল বেলাল। শান্তা চোখ গুটিয়ে বলল,

‘ আমাকে তো জিজ্ঞেস করলিনা বেলাল।’

বেলাল অনীহ কণ্ঠে বলল,

‘ তোকে জিগেস করব কেন? তুইত আরেকটা শাঁকচূন্নি। যা সর।’

‘ দেখেছো আপু,কীভাবে বলল!’

‘ বলবেনা, শয়*তান তো একটা! ‘বেলাল বোনের কথা কানে তোলেনা। হেলেদুলে বেরিয়ে যায়। পিউ-পুষ্প পুরোদস্তুর উপভোগ

করেছে ওদের ঝগ*ড়া। নানা বাড়ি এলেই এটা মনোরঞ্জনের বিষয়। বেলাল বড় হতে না হতেই কোন্দল শুরু। দিনে ছত্রিশ বার বাঁধবে তাদের বিতর্ক। অথচ দুজনের বয়সের গ্যাপ কিন্তু অনেক।

বেলালের প্রস্থান দেখে মারিয়ার চোখ ভরে ওঠে। রওনাকের কথা মনে পড়ল। আজ কতগুলো মাস ভাইটাকে ভাই বলে ডাকেনা,এরকম

ঝগ*ড়া করেনা,খুনশুঁটি নেই। ভাইয়াত আসতে যেতে তার মাথায় চাঁটি মা*রত। নিজের খাবার খেয়েও হা*মলে পরতো ওরটার ওপর। আর আসবেনা সেই দিন। আর না!

চোখের জল কোটর ছড়াতেই মোছার চেষ্টা করল মারিয়া। হলোনা, উলটে গাল ভিজে যায়। বর্ষা তখনি ডাকে,

‘ দাঁড়িয়ে কেন, আয় বোস।’

মারিয়া পেছন ঘোরেনা। সবাই জল দেখে ফেললে? ওদিকে কোটর উপচে আসছে। সে কান্নাটুকু আড়াল করতে ঘর ছাড়ল।ছোট করে বলল ' আসছি একটু।" আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, কতবার বলব? আপনাদের, একটা ডকুমেন্টস হারিয়েছে বলে ছুটির মধ্যেও আমাকে ফোন করছেন? আমিত আসার আগে সব বুঝিয়ে

দিয়ে এসছি। দ্বায় তো এখন আমার নয়।’

‘ না স্যার,আসলে এমডি স্যার বললেন....’

‘ আমি স্যারের সাথে কথা বলে নেব। রাখছি...’

সাদিফ লাইন কা*টল। তিঁতি বিরক্ত সে। চাকরি নেয়ার পর থেকে ছুটির দিন ছাড়া অফিস কামাই দিয়েছে বলে মনে পড়েনা। অথচ যেই চারটে

দিনের ছুটি নিল,ওমনি তাদের ডকুমেন্টস হারায়? সব ভাঁওতাবাজি। বিড়বিড় করে ‘যত্তসব’ বলে সে ফোন পকেটে ভরতে নিলো। ওপাশ থেকে চোখ মুছতে মুছতে আসছিল মারিয়া। ব্যাস! আবার সেই ধা*ক্কা। সাদিফের বুকের সাথে বাহুর সংঘ*র্ষে

মারিয়া পরতে পরতেও দেয়াল ধরে দাঁড়াল। সাদিফ হেলে গিয়েও সোজা

হলো। দুজন হতচকিত হয়ে ফিরে তাকাল। সাদিফ হতভম্ব হলো ওকে দেখে। উপচে পরা কৌতুহল নিয়ে বলল‘ আপনি এখানে?’

মারিয়া হাত ডলতে ডলতে মুখ কোঁচকায়। ধা*ক্কা খেয়ে হকচকালেও সাদিফকে দেখে অবাক হয়নি। সেত জানত ওরা এখানে। শীতকালে একটা মশার কাম*ড়ও সাংঘাতিক।

ভীষণ ব্য*থা লেগেছে হাতে। সে চেহারা গুঁ*টিয়ে রেখেই বলল,

‘ আপনি কী আসলেই চোখে কম দ্যাখেন? না কি বারবার জেনেবুঝে ধা*ক্কা দিচ্ছেন?’

সাদিফ আকাশ থেকে পরে বলল,

‘ জেনেবুঝে ধা*ক্কা দেব কেন? দেখতে পাইনি।’

‘ পাবেন কী করে? মেয়ে দেখলে তো অন্ধ হয়ে যান। শরীর সুড়সুড় করে।’

সাদিফ দাউদাউ করে জ্ব*লে উঠে বলল,

‘ বাজে কথা বলবেন না। দুনিয়ায় কী মেয়ের অভাব পরেছে যে আপনাকে দেখে ধা*ক্কা দেব?’

‘ আপনার মত ছেলেদের পরতেও পারে। ‘

সাদিফের আত্মমর্যাদায় দাগ কা*টে।
চশমাটা ঠেলে পুরু কণ্ঠে বলল,
‘ শুনুন মিস,আপনি শুধুমাত্র ভাইয়ার বন্ধু বলে আমি কিছু বলছিনা। তার মানে এই নয় যে আপনি যা খুশি তাই বলবেন।’মারিয়ার মুখস্রী ওমনি শিথিল হয়। ঠোঁট চে*পে দুদিকে চোখ ঘোরায় সে।
মনে মনে ভাবে ‘ এর মানে ছেলেটা ধূসরের ভাইয়ার ছোট?”

চটপট দুষ্টু বুদ্ধি এঁটে ফেলল সে। বুকের সাথে হাত বেঁ*ধে বলল
‘ তাই? আপনি রেসপেক্ট বোঝেন? বয়সে বড় এক মেয়ের সাথে ঝ*গড়া করছেন,মুখে মুখে তর্ক করছেন আর বলছেন কিছু বলছিনা? হাস্যকর না ?’
সাদিফ বলল না কিছু। বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখ নামাল। কপালে গাঢ় ভাঁজ।

মারিয়া ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,
‘ আমাদের সময় আমরা বড়দের এক হাত দূরে দেখলেই সালাম দিয়েছি। বয়সে বড় ভাই,বোন, এদের চোখের দিক চেয়েও কথা বলিনি। আর আজকের জেনারেশন,সন্মান তো দূর,একটা কথা মাটিতে পরেনা এদের। সত্যিই,দুনিয়াটা রসাতলে গেল!’

সাদিফ ক*টমটিয়ে তাকাল। স্পষ্ট জবাবে বলল,‘ সন্মান দিচ্ছিনা,কারন আপনাকে আমার সন্মানের যোগ্য মনে হচ্ছেনা। বয়স টমের মত আর সাইজ জেরির মত হলে কেই বা সন্মান দেবে বলুন? আপনি বরং এক কাজ করুন,বাড়ি ফিরে ডজন খানেক হরলিক্স কিনে খান। গ্রোথ ভালো হবে। গায়ে পায়ে বাড়লে

আমি না হোক অন্য কেউ সম্মান দিতেও পারে।’

মারিয়া হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অগোছালো পাতা ফেলে বলল,

‘ আপনি কিন্তু আমার বডি শেমিং করছেন।’

‘ করছি।’

‘ লজ্জা লাগেনা,নিজের সিনিয়র একজনের সাথে এভাবে কথা বলতে?’

সাদিফ সামনে পেছনে মাথা দুলিয়ে বলল,

‘ লাগছে। যাকে আমি নিঃসন্দেহে তুলে একটা আ*ছাড় মারতে পারব,তাকে সিনিয়র ভাবতে ভীষণ লজ্জা লাগছে,বিশ্বাস করুন।’

মারিয়া হা করে ফেলল। এত বড় কথা! আঙুল তুলে বলল,‘ দেখুন!’

‘ দেখান।’

আঙুলটা ভে*ঙে এলো তার।

‘ অস*ভ্য!’

‘ সেম টু ইউ।’

‘ হুহ!’

ভেঙচি কে*টে চলে গেল মারিয়া। সাদিফ ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করে বলল ‘এই আপদ এখানে এলো কী করে?’মারিয়া ঘন করে মেহেদী পরেছে হাতে। মৈত্রী প্রচুর ক্লান্ত। সারাটা বিকেল বসে বসে সবাইকে দিয়ে দেওয়ায় পিঠ, ঘাড়, হাতের

কব্জি সব ব্যা*থায় একশেষ । সে বিছানায় শোয়ার জন্যে উঠতে গেলেই মারিয়া বাঁ*ধা দিল।

‘কোথায় যাচ্ছো?’

মৈত্রী ক্লান্ত কণ্ঠে জানাল ‘ একটু শোব।’

‘ আরেকটু দাঁড়াও। ‘

মারিয়া ফোন ওঠায় হাতে। ক্যামেরা খুলে ঘোষণা দেয়,

‘ সবাই সবার মেহেদী পরা হাত এভাবে সামনে মেলে দাও। আমি একটা হাতের ছবি নিই,ডে দেব।’

পিউ জামার ফুলহাতা গোঁটাল। যতটুকু মেহেদী পরেছে ততটুকু বের করে চিং করে সামনে বাড়িয়ে দিলো। একই ভাবে আদেশ মানল বাকীরাও। পুষ্প চ্যাটিং রেখে যোগ দেয় । আগেই গোল হয়ে বসে ছিল সবাই। হাতের চক্র তৈরী হলো

এখন। মারিয়া দু হাঁটুতে ভর করে বসে,ক্যামেরা উঁচুতে ধরল।পিউ হাসিহাসি মুখে বসে ছিল। পেতে রাখা রঙিন হাতগুলো কী সুন্দরই না লাগছে দেখতে! সবার হাতের দিক একবার একবার চোখ বোলায় সে। আচমকা দৃষ্টি গেল শান্তার হাতের তালুতে। 'ডি' লেখাটা দেখেই হতচেতন পিউ। বৃহৎ নেত্রে তাকাল শান্তার মুখের দিক। তার এদিকে

খেয়াল নেই। উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে মারিয়ার ক্যামেরার দিক চেয়ে। পিউয়ের চোখদুটো ভীষণ ক্ষো*ভে জ্ব*লে উঠল। দাঁত পি*ষে কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেল। থমকে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। কারো ধার না ধরে শব্দ করে কদম ফেলে ঘর ছাড়ল। সবার মনোযোগ বর্তাল সেদিকে। মারিয়ার ছবি তোলায়

ব্যাঘাত ঘটে। পুষ্প বুঝতে না পেরে বলল,

‘ ওর আবার কী হলো?’পিউ সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে চোখ মুছছে। দুহাত দিয়ে জোরে জোরে ডলছে। অল্পতেই ছিঁচকাদুনে হয়ে উঠছে আজকাল। একটুতে কেঁ*দে ফেলছে! তার কী দোষ? শান্তা ‘ডি’ দিয়ে কার নাম লিখেছে সে কি জানেনা? ওর সাতকূলে ওই অক্ষর দিয়ে কারো

নাম নেই। নিশ্চয়ই ধূসরের নাম? ধূসর ভাই শুধু ওর,তাহলে ওনার নাম শান্তা কেন লিখবে? কোন সাহসে? পিউয়ের ইচ্ছে করছিল হাতটা মু*চড়ে ভা*ঙতে। ভদ্র বলে পারল না। আর এতেই যেন তরতর করে ক*ষ্ট বাড়ছে। রা*গ প্রকাশ করতে না পারার অনেক জ্বা*লা। যদি মনের আঁশ মিটিয়ে শান্তাকে কটা আছা*ড় মা*রতে পারত তবেই

না শান্তি!প্রথম দিন ঠিক বুঝেছিল তাহলে। এই শান্তা দু আঙুলের ডাইনিটা তার ধূসর ভাইকে লাইন মারছে। পিউ ডুকরে কেঁ*দে ওঠে। মিনা-আমজাদ যে ঘরে থাকছেন সে ঘর ফাঁকা এখন। সবাই কাজে । পিউ বুঝেশুনেই ঢুকল ভেতরে। পা দিয়ে দরজা ঠেলে চাপালো। কারো সাথে কথা বলবেনা,কারো চেহারা দেখবেনা। পৃথিবী তাকে চায়না।

পিউ মনঃক*ষ্ট নিয়ে বিছানায় বসে। পায়ের জুতো ছু*ড়ে মারে দূরে। উপুড় হয়ে শুয়ে পরে। বালিশ চেহারায় চে*পে কাঁ*দে। বিড়বিড় করে বলে,

‘ শান্তা,তোকে আমি খু*ন করব বেয়াদব।’মিনা বেগম অনেকক্ষন ধরে পিউকে খেতে ডাকছেন। তাও মেয়ের আসার নাম নেই। এদিকে বিয়ে বাড়ির এত কাজ! ময়মুনার

সাথে হাত মিলিয়ে নিজেও বিশ্রাম পাচ্ছেন না। এর মধ্যে আলাদা করে ছেলেমেয়ের খেয়াল রাখা সম্ভব? তাও যদি হয় এমন ধেঁড়ি মেয়ে! শ্রান্ত হয়ে চুপ করে গেলেন তিনি। এখন এই মেয়েকে ডেকে ম*রে গেলেও লাভ নেই। সিকদার পরিবারের সব র*ক্তই ঘাড়ত্যাড়া। ধূসর বাড়ির সামনের উঠোনে ছিল। পুরুষরা সব সেখানেই। এদিকে

রান্নাঘরেও বসেছে বিশাল আয়োজন। আদা -রসুন ছেলানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন গৃহীনিরা। রাত বাড়ছে তাই বাচ্চাদের খেতে দিলেন আগে। পরে নিজেরা খাবেন না হয়। পুষ্প ফোন টিপছিল চেয়ারে বসে। মিনা বেগম বললেন,' পিউয়ের খাবারটা নিয়ে ঘরে যা,দ্যাখ হলো কী মেয়েটার!'

এর মধ্যে ধূসর বাড়িতে ঢোকে। কারো সাথে কথা না বলে, দোতলায় উঠে যায়। পুষ্প সেদিক থেকে দৃষ্টি এনে আবার ফোনে মন দেয়। মিনা বেগম উত্তর না পেয়ে বললেন,

‘ শুনেছিস কী বললাম? খালি ফোন! এই ফোনই তোকে খেল। ওর খাবারটা দিয়ে আয় যা। নাহলে আজ আর খাবেইনা। ‘

পুষ্প মুখ না তুলেই বলল,

‘ খাবে, দিয়ে আসতে হবেনা। তোমার মেয়ে একটু পরেই আসবে। ‘

মেজাজ খা*রাপ হলো ওনার। বিদ্বিষ্ট কণ্ঠে বললেন ‘তোকে বলেছে?’

‘ আমি জানি।’

‘ কী জানিস?’

পুষ্প রহস্য হেসে বলল ‘ সিক্রেট!’পিউ বারান্দায় । মায়ের ঘর থেকে এখনও যায়নি। যাবে কী

করে? তাকে তো বর্ষার ঘরে শুতে দেয়া হয়েছে। আর ওখানে এখন মানুষে ভর্তি। শান্তা চুন্নিটাও উপস্থিত। আর আজকের পর থেকে ওকে দেখলেও গা জ্ব*লবে পিউয়ের। রা*গ হবে। কখন না ছুটে গিয়ে চুল টেনে ধরে। সে নাক টে*নে গ্রিলে হাত ভরল। হেচকি উঠেছে। কত যে কেঁ*দেছে কেউ জানেনা। সবার কাছে এই কা*ন্না

ন্যাকামো মনে হবে,যে শুনবে সে হাসবে। কিন্তু পিউ জানে তার ক*ষ্ট লাগছে। ভীষণ ক*ষ্ট। পিউ ভেজা চোখে একবার নিজের হাতের দিক তাকাল। মধ্যিখানটা এখনও ফাঁকা। ধূসর ভাইয়ের নাম লেখা হয়নি। অথচ শান্তা....

সেই ক্ষনে পেছন থেকে কেউ একজন ডেকে ওঠে,

‘ পিউ!’পিউ সদাজাগ্রত হয়। চট করে ঘুরে তাকায়। দাঁড়িয়ে ধূসর। ঘন ভ্রুঁর মাঝে তিনটে ছোট ছোট ভাঁজ। এই শীতেও লোকটা ঘেমে যায়। শ্যামলা রং আর গ্রিল গলে আসা হলুদ আলো, সব মিলিয়ে ধূসর ভাই তার রাজপূত্রের মতন। পিউ বে*দনা ভুলে, নির্নিমেষ চেয়ে রয়। এই লোক,এই মুখ,এই শরীর,এই কণ্ঠ,এই চাউনী,সব কিছু

তাকে আকর্ষন করতে সক্ষম। এতটাই আসক্ত সে,ধূসর কখন তাকে আকৃষ্ট করে খাঁদের ধারে এনে দাঁড় করালো টেরও পায়নি। এখন যে আর ফেরার উপায় নেই। জেনেশুনে ঝাঁ*প দিতে হবে, হবেই। ধূসর ভাইয়ের প্রেমে যে ম*রণ সুনিশ্চিত।

পিউ মোহে থেকেই উঠে দাঁড়াল।'

খাসনি শুনলাম।'

গুরুভার কণ্ঠ তার ধ্যান ভা*ঙায়। চেতনায় আনে। ফিরে আসে পুরোনো দুঃ*খ, ক্লে*শ। সে মুখ ফিরিয়ে আরেকদিক তাকায়।

‘ খাব না।’

কণ্ঠে অভিমান। ধূসর দরজা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আবছা আলোয় পিউয়ের ফর্সা মুখ জ্বলজ্বলে। সে একবার চোরা নজরে

ধূসরের কোমড় অবধি দেখে নিলো।
ধূসর ঠান্ডা কণ্ঠে শুধাল,

‘ কেন?’

পিউ আরেকবার নাক টানল। ছোট করে জানাল,

‘ এমনি।’

ধূসরের কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারী হলো। বলল,‘ খেতে আয়।’

এগোতে নিলো সে। পিউ উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ বললাম তো খাব না।’

ধূসর থেমে দাঁড়ায়। ঘাড় বাঁকা করে সূচালো নেত্রে তাকায়।

জিজ্ঞেস করে,

‘ মা*র খাবি?’

পিউ কিছুক্ষন আহত চোখে চেয়ে রইল। আচমকা রক্তজবার ন্যায় ঠোঁটদুটো ভে*ঙে আসে তার । হুহু করে কেঁ*দে উঠল । হতভম্ব হয়ে গেল ধূসর। বিস্মিত সে। আজ

অবধি এত বঁকলো,মা*রলোও কখনও তো কাঁ*দেনি। অবাক হয়ে দু কদম এগিয়ে, কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিউয়ের বাহু ধরে নিজের দিকে ঘোরাল। মোলায়েম কণ্ঠে শুধাল,

‘ কেউ কিছু বলেছে?’পিউ দু-পাশে মাথা নাড়ে।

‘ তাহলে?’

পিউ ঠোঁট কাম*ড়ে ধরে। মনে পড়ছে শান্তার হাতের কথা। অন্য মেয়ের হাতে ভালোবাসার মানুষের নাম দেখলে মাথা ঠিক থাকে? তার অন্তঃপুরের কা*ন্না উগলে এলো। তোলপাড় চলল বক্ষে। আওয়াজবিহীন ক্রন্দনে গাল থেকে গলায় এসেছে অশ্রুরা।

ধূসর অধৈর্য হয়ে পরল। যথাসাধ্য স্থির থেকে বলল,‘ হয়েছে কী বলবি?’

পিউ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ফিনফিনে ঠোঁট ক্রমে কাঁ*পছে। ভেজা কণ্ঠে নালিশ জানাল,

‘ শান্তা ওর হাতে আপনার নাম লিখেছে ধূসর ভাই। ও কেন লিখবে আপনার নাম? আপনার নাম শুধু

আমি লিখব,আর কেউনা।’পিউয়ের গাল ভিজে চুপচুপে। ঘন পাপড়ি বেঁয়ে পানি পরছে এখনও।

দুরুদুরু বুক কাঁ*পে। ভেতরটা ছটফটায়। উদগ্রীব,ব্যকুল চোখদুটো সম্মুখের লম্বাচওড়া মানুষটার মুখমন্ডলে। এই যে সে কাঁ*দলো, অনেক শোকে হা-হুতাশ করল, এসব কী ধূসর ভাই কে পারল ছুঁতে? কা*ন্নার তোপে সে যে একটু

হলেও মনের কথা বলেছে,সামান্য ইঙ্গিতও কি পেলেন না উনি?

ধূসর দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। নির্জীব,শান্ত,উদ্বেগহীন চাউনী তাকে বিভ্রান্ত করছে। এই চোখে ভাষা নেই। থাকলেও তার ক্ষমতা নেই পড়ার। তবু পিউ ক্লান্ত হয়না,এক যোগে চেয়ে রয়। শেষমেষ ধূসরই দৃষ্টি ফেরাল। আরেকদিক তাকিয়ে ঠোঁট গোল করে শ্বাস ফেলল। যেন

হাওয়ায় উড়িয়ে দিল অভিপ্রায়। পরপর আবার তাকাল পিউয়ের দিকে। প্রখর তপ্ত স্বরে বলল,‘ আমি সদর দরজা পার হওয়ার আগে,তোকে টেবিলে দেখতে চাই। দ্বিতীয় বার যেন ডাকতে না হয়!’

পিউয়ের হৃদপিণ্ড দুভাগ হয়ে গেল ক*ষ্টে। হতাশ, আ*হত হলো যন্ত্র*নায়। এতটা, এতটা বলার পরেও ধূসর ভাই বুঝলেন না? তার

চোখের জল পা*ষন্ড মানুষটাকে স্পর্শ করল না? এ কেমন পাথুরে মানব কে মন দিলি পিউ? পিউয়ের ভেজা নেত্রদ্বয়, বিস্ময় সমেত চেয়ে চেয়ে দেখল ধূসরকে। মানুষটা এক দন্ড সময় ব্যয় করেনা চোখ মেলাতে। এদিক-ওদিক দেখে ছোট করে বলে,

‘ আয়।’

এরপর ঘর ছাড়ে। নড়তে থাকা পর্দার দিক তাকিয়ে পিউয়ের অশ্রু টুপ করে ঝরে আসে গালের ওপর। মনে মনে হা*হাকার করে বলল,

‘ বুকটা দুম*ড়ে মু*চড়ে দিলেন ধূসর ভাই। এতটা ইমোশোনলেস একটা মানুষ কী করে হয়?’

তখনই বাইরে থেকে ফের পুরু কণ্ঠ ভেসে আসে,

‘ কী হলো?’পিউ নীচের ঠোঁট কাম*ড়ে ধরে। নিঙড়ে আসা কা*ন্না আটকায়। চোখ মুছে,শক্ত করে মন। যে মানুষ ভালোবাসা বোঝেনা তার সামনে নিজেকে দূর্বল করার কোনও প্রয়োজন নেই। ধূসর ভাই অভিনয়ে কত পঁটু সেও দেখে ছাড়বে। পিউ হাঁটা ধরে। তাকে দরজা গলে বাইরে আসতে দেখে ধূসর নেমে যায় নীচে।

পুষ্প ধূসরকে সিড়িতে দেখেই ফটাফট ফোন রেখে দিলো পাশে। মন দিলো খাওয়ায়। এতক্ষন বলে বলেও যা করাতে পারেননি মিনা বেগম। মারিয়া আর বর্ষা বাদে বাকী সব ছোটরা এখানেই। সে ভাত নিয়ে বর্ষার ঘরে গিয়েছে। বউ মানুষ, দুহাত ভরে মেহেদী পরেছে। আজ আর হাতে পানি ছোঁয়াবে না বলে মারিয়াই খাইয়ে দেবে।

ধূসর বেরিয়ে যায়না,বরং এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। পেছনে গুটিগুটি পায়ে পিউকে নামতে দেখেই পুষ্প ভ্রুঁ উঁচিয়ে মাকে বলল, ‘ কী? বলেছিলাম না?’মিনা বেগম বিহ্বল চেয়েছিলেন। তখন ভাবলেন ধূসর রুমে যাচ্ছে। দুটোকে নামতে দেখে বুঝে ফেললেন ঘটনা কী! অতি*ষ্ঠ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন

দুপাশে। না,তার মেয়েটাকে টাইট দিতে ধূসরের জুড়ি নেই।

পিউ এসে দাঁড়াতেই ধূসর চেয়ার টেনে দেয়। গোমড়ামুখে ইশারা করে

‘ বোস।’

পিউ বসল। ঠিক মুখোমুখি পরল শান্তা। মাংসের হাড় হাতে তুলে বসে সে। চিবোতেও পারছেনা ধূসরকে দেখে। ভাবসাব কমে যাবে না? পিউয়ের গা পিত্তি জ্ব*লে গেল ওকে

দেখতেই। বিরক্তি নিয়ে চোখ ফিরিয়ে মায়ের দিক তাকাল।

‘ ভাত দিচ্ছোনা কেন? ‘রা*গটুকু সব ঝেড়ে দিলো ওনার ওপর। ভদ্রমহিলা হতভম্ব হয়ে ধূসরের দিক তাকালেন। ধূসর বলল

‘ তার ছি*ড়ে গেছে তোমার মেয়ের। খাবার দাও,যদি জোড়া লাগে!’

পিউ মাথা নামিয়ে দাঁত চে*পে ধরে। ধূসর,শান্তা দুটোকেই এখন অসহ্য

লাগছে। একজন তার ভালোবাসার দিক হাত বাড়িয়েছে, অন্যজন বুঝেও না বোঝার ঢং করছে!

মিনা বেগম মেয়েকে ভাত বেড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন কাজে। যে যার মত খেয়ে উঠে যাচ্ছে। সুপ্তি,রাদিফ রোহান,মৈত্রী তাদেরও খাওয়া শেষ। অথচ পুষ্পর অর্ধেকও হয়নি। বরাবর আস্তেধীরে খায় সে। পিউ প্লেটের ভাত নাড়াচাড়া করলেও

শান্তা ইচ্ছে করে বসে আছে। পিউ চোখা চোখে একবার পাশে তাকাল। ধূসর নেই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভাবল চলে গেছে। আঙুলের ভাত ঝেড়ে প্লেটে ফেলল।খাওয়ার ইচ্ছে নেই একদম। খিদেটাই মৃত। পিউ উঠতে গিয়েও শান্তার দিক তাকাল একবার। সে নিপুন যত্নে আঙুলে ভাত তুলে মুখে পুরছে। যেন ভাত,আঙুল কেউ ব্যা*থা না পায়।

আবার নাজুক চোখে তাকাচ্ছে তার পেছনে।

পিউয়ের কপাল বেঁকে আসে। শাকচূন্নিটা কী দেখছে? সে তৎক্ষনাৎ পেছন ঘুরে তাকাল। ধূসর চেয়ারে বসে। ফোনে চোখ।

অথচ পিউয়ের ব্রক্ষ্মতালু অবধি জ্ব*লেপু*ড়ে ছারখার হয়ে গেল। কটম*টিয়ে ফিরে তাকাল শান্তার দিকে। কর্ক*শ কণ্ঠে বলল,

‘ খাওয়ার সময় এদিক ওদিক কী দেখিস তুই? ‘

শান্তা থতমত খেল। পিউয়ের কথায় সবগুলো দৃষ্টি নিক্ষেপ হলো ওর দিকে। তার বুঝতে বাকী নেই পিউ দেখে নিয়েছে। যদি কাউকে বলে দেয়? সে সেকেন্ডের মধ্যে ভদ্র মেয়ে হয়ে ওঠে। তাড়াহুড়ো করে খাবার খায়। উঠে যায় হাত ধুঁতে। পিউ ভাতের লোকমা মুঠো করে চে*পে

ধরে। এইভাবে যদি শান্তার টুঁটি-টাও টি*পে দিত পারত!

ঠিক তখনি দেখল ধূসরও বেসিনের দিকে যাচ্ছে। পিউয়ের কলিজা ছ*লাৎ করে ওঠে। ধূসর ভাই শান্তার পেছনে গেলেন কেন? সে অচিরাৎ উঠে দাঁড়াল। পুষ্প জিজ্ঞেস করল‘ কী হয়েছে?’

‘ আসছি।’

‘ এই মেয়ে!’

হঠাৎ পুরুষালি স্বরে চমকে উঠল শান্তা। তটস্থ হয়ে ঘুরে তাকাল। ধূসরকে দেখে গুটিয়ে গেল একধাপ। ধূসর পা ফেলে এগিয়ে আসে। মুখোমুখি দাঁড়ায়। সরাসরি শুধায়,

‘ কী লিখেছো হাতে?’

শান্তার বুক ধ্বক করে ওঠে। উনি জানলেন কী করে? অবুঝের ভাণ করে বলল ‘ ককই,কী লিখেছি?

‘ হাত দেখাও।’

শান্তা চুপসে গেল, ভ*য় পেল। দেখানোর বদলে উলটে লুকিয়ে নিলো পিঠের কাছে। ধূসর মৃদূ হাসল। শান্ত কণ্ঠে বলল,‘ সকালে বলেছিলাম,শুধরে যেতে। ছোট মানুষ বলে কিছু বলিনি। তার মানে এই নয় যে, তোমাকে সিগন্যাল দিয়েছি আমার পেছনে ঘোরার।’

শান্তা মাথা নামিয়ে নিলো। ধূসর আবার বলল,

‘ হাতে কী লিখেছ আমি জানিনা। তোমার হাত, যা ইচ্ছে লিখতেই পারো। তবে এতে আমি,বা আমি সংযুক্ত কোনও সামান্য বিষয়ও যদি থাকে,সেটা নিয়ে তো একশবার মাথা ঘামাব।’

ধূসরের গুরুতর স্বর ছোট্ট মেয়েটাকে কাঁ*পিয়ে তোলে। বাড়ির

কেউ শুনলে রক্ষে নেই। লোকটা তো অতিথি,সাথে কাউকে মানেনা শুনেছে। ওনার কী যায় আসবে? আসবেনা। শহীদ হলে সেই হবে ।

শান্তা মাথা নীচে রেখেই বলল ‘ আপনার ব্যাপারে কিছু লিখিনি, সত্যি বলছি।’

ধূসর তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। মিথ্যে শুনে মেজাজ খারাপ হয়। তবুও ঠান্ডা স্বরে বলল,‘তোমার বয়স আমি

পেরিয়ে এসছি। গতকাল থেকেই আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিলে,হাসছিলে কী মনে হয়? আমি বুঝিনি? বয়স কম,বুঝবেও কম। চোখের দেখায় কাউকে ভালোলাগা মানেই ভালোবাসা নয়। আর তোমার সঙ্গে তো এসব কথা আলোচনা করতেও আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তবুও বলছি,পড়াশোনা করার সময় এখন,বইয়ে মন দাও। নাহলে

আমিও বাধ্য হব, কথাগুলো তোমার বাবা মুত্তালিব মজুমদারের কানে দিতে।'

শান্তার চোয়াল ঝুলে পরে। চকিতে তাকায়। ঘনঘন মাথা নেড়ে ভী*ত কণ্ঠে বলে,

' না না, বাবাকে বলবেন না। আমি আর এমন করব না।'

' মনে থাকবে?'শান্তা মাথা দোলাল।

ধূসর যেতে নিয়ে আবার দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে বলল,

‘ সকাল হওয়ার আগেই হাতের লেখা মুছে ফেলবে। যদি শুনতে পাই, তা হয়নি, তোমার বাবাকেও দরকার হবেনা। ভালো বিচার এই ধূসরও করতে পারে। ‘

শান্তা ঢোক গিলল। ধূসরের মা*রামা*রির খবর যেখানে গ্রাম ছড়িয়েছে,সেখানে তার কানে আসতে

বাকী নেই। যে লোক অন্যের গ্রামে এসে মানুষ পেটা*য়,তার বিচারের আসা*মী হওয়ার সাহস আছে ওর? পিউ ছুটে এসে বসল কেদারায় । তাড়াহুড়োয় ওড়নার কোনাটা আটকাল কাঠে। চেয়ারের পায়ায় হোঁচ*ট খেয়েছে,পা বেঁধেছে। অথচ ভ্রুক্ষেপ নেই। তড়িঘড়ি করে মাখা ভাতে হাত ডোবাল। ব্যস্ততা দেখাল থালায়। পুষ্প কপাল কুঁচকে বলল,

‘ হয়েছে কী তোর? এরকম করছিস কেন? কোথায় গেছিলি?’

পিউ কথা বলেনা। আনন্দে তার দম আটকে আসছে। হাত-পা কাঁ*পছে। হাঁ*সফাঁ*সে আঙুল চলছে না। এতক্ষন দুঃ*খে খেতে পারেনি,এখন খুশিতে। একটু পরেই ধূসর এলো। ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে পুষ্পকে বলল,

‘ প্লেট খালি হওয়া অবধি ও যেন না ওঠে, এটা দেখার দায়িত্ব তোর।’

পুষ্প মাথা হেলিয়ে জানাল ‘ আচ্ছা।’

ধূসর বেরিয়ে গেল আবার। জোরে শ্বাস টানল পিউ। চোখ বুজে চট করে মাথাটা এলিয়ে দিল পেছনে। পুষ্প উদ্বীগ্ন হয়ে বলল,‘ কী রে, শরীর খা*রাপ লাগছে?’

পিউ ওমন হয়েই দুদিকে মাথা নাড়ে। আই-ঢাই করে বলে,

‘ আমার খুশিতে ম*রে যেতে ইচ্ছে করছে আপু।’

পুষ্প ভড়কে বলল ‘ এসব কী কথা?’

পিউ সোজা হয়ে তাকাল। পুষ্পর হাত নিয়ে বুকের কাছে ধরে বলল ‘ এই দ্যাখ,কী জোরে কাঁ*পছে! মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। একটা স্কচটেপ আনতো,হার্টটাকে আটকে রাখি।’

পুষ্প ভ্যাবাচেকা খেল। সাথে নাকমুখ কুঁচকে বলল ‘ ‘ধূসর ভাই ঠিকই বলেছেন,তোর মাথার তার আসলেই ছেড়া। পাগল কোথাকারে!’ মুখ বেঁকিয়ে হাত ধুঁতে চলে গেল সে। পিউ সেদিক চেয়ে মনে মনে বলল,

‘ পাগল কী আজ হয়েছি? ধূসর ভাইয়ের প্রেমের হাসপাতালে পেশেন্ট আমি। ওনার চিকিৎসা ছাড়া

সুস্থ হবোনা।’সুমনা বেগম প্লেটে ভাত মেখে ঘুরছেন। দু টুকরো মুরগির মাংস,আর একটু আলো ডলে ডলে মেখেছেন। রিক্তটা এখনও ঝাল খেতে পারেনা। কিন্তু কথা হলো ছেলেটা কই? সেই থেকে খুঁজছেন হদিস নেই। পুরো বাড়িময় ঘুরলেন,একে- ওকে জিজ্ঞেস করলেন,কেউ বলতে পারল না। চিন্তায় এখন অবস্থা শোচনীয় তার।

গ্রামের বাড়ি,আশেপাশে কত ঝোঁপঝাড়। বিশাল বিশাল পুকুর,হাওড়,ছেলে তো সাতার ও জানেনা। মায়ের মন ঝুপ করে আশ*ঙ্কায় ডু*বে গেল। অধৈর্য হয়ে ভাতের প্লেট রেখে ঘর থেকে বের হলেন। চললেন বাইরে। আনিস তো সেখানেই আছেন। ওখানে থাকলেও থাকতে পারে।

তিনি যাওয়ার আগেই দরজা দিয়ে ঢুকল সাদিফ। দুঁকাধে রিক্ত বসে। দুজন হুল্লোড় করতে করতে প্রবেশ করল। ছেলেকে দেখে স্বস্তির শ্বাস নিলেন সুমনা। এগিয়ে গেলেন দ্রুত। মৃদূ ধম*কে বললেন
‘ এই ফাজিল ছেলে,কোথায় ছিলে তুমি?’রিক্ত আধোবুলিতে বলল ‘ বাইলে।’

‘ বাইরে গেলে মাকে জানাতে হয়না? নামো এখন, খাবে।’

খাওয়ার কথা শুনেই রিক্ত চোখ বড় বড় করল। দুদিকে প্রচন্ড জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ না না কাবনা।’

‘ চুপ,কোনও কথা নয়,এই সাদিফ নামা তো দুষ্টুটাকে।’

সাদিফ নামাতে গেল,রিক্ত উলটে আষ্ঠেপৃষ্ঠে খা*মচে ধরল তার চুল।

কিছুতেই নামবে না। সাদিফ চেঁচিয়ে উঠল,

‘ আ ছোট মা! চুল ছিড়ে নিলো তোমার ছেলে।’

পিউরা টেলিভিশন দেখছিল। এই দৃশ্যে হাসিতে ফেঁটে পরল সব। সুমনা বেগম প্রচন্ড জোর খাটিয়ে কোলে নিলেন ছেলেকে। ভাত খেতে হবে,ভাবতেই শোকে,দুঃ*খে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁ*দে দিল রিক্ত। তিনি

কানেই তুললেন না। এসব রোজকার ব্যাপার। নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে ঘরের দিকে এগোলেন।এদিকে সাদিফ হাঁ*পিয়ে গেছে। কোমড়ে হাত দিয়ে শ্বাস নিল সে। রিক্তর টা*নাটানিতে এলোমেলো চুল হাত দিয়ে গোছালো। এরপর, গিয়েই ধপ করে বসে পরল পিউয়ের পাশে। তার মনোযোগ ততক্ষনে টিভি পর্দায়

ঘুরে গেছে। সাদিফ বরাবরের মত নির্দেশ দিলো,

‘ যা, পানি নিয়ে আয়!’

পিউ তাকাল। কপালে ভাঁজ। ঠোঁট উলটে বলল,

‘ বেড়াতে এসেও কাজ করাবেন?’

‘ করাব,যা।’

পিউ অনাগ্রহেও উঠতে নিলে, মৈত্রী আগ বাড়িয়ে বলল,

‘ আমি আনছি। তুমি বোসো।’

পিউ খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। আবার ঝটপট বসে গেল। মৈত্রী চঞ্চল পায়ে যায় পানি আনতে। সাদিফ অবাক হয়ে চেয়ে থাকল তার যাওয়ার দিক। এই মেয়ের ভাবগতি কেমন না? আজ সকাল থেকেই দেখছে,অকারনে ঘুরছে চারপাশে। কেমন কেমন করে তাকাচ্ছে। যার থেকে এসব আশা করে তার নাম নেই। কোথাকার কোন....

সে একবার চাইলো সিরিয়ালে মনোযোগী পিউয়ের দিকে। এর মধ্যেই পানির গ্লাস এনে বাড়িয়ে দিল মৈত্রী। সাদিফ সহজ,সাবলীল ভাবে হাতে নেয়। ছোট করে জানায়' থ্যাংক্স।'

তন্মধ্যে একটুও দেখলোনা চেয়ে। মৈত্রী আশাহত হলো। হাসিহাসি কোমল চেহারাটা মিইয়ে গেল।

বললনা কিছু। সুধীর কদমে পূর্বের স্থানে ফিরে গেল পুনরায় ।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতেই হঠাৎ সিড়ির দিকে চোখ গেল সাদিফের। মারিয়া নামছে। হাতে এঁটো থালাবাটি। বর্ষাকে খাইয়ে কেবলই এলো। সে সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকেছে। মেয়েটার কথাতো তার মাথাতেই ছিল না। পুরোনো প্রশ্নটা মনে জেগে উঠল আবার। এই

উটকো ঝামেলা এখানে কেন? ভাইয়া এনেছেন? না না, ভাইয়া, মেয়েদের সাথে আনবেন না কী!

সাদিফ কাকে জিজ্ঞেস করবে বুঝে পেলোনা। পিউ,পুষ্প এদের কাছে জানতে চাইলে উল্টোপাল্টা ভাববে। সে আশেপাশে তাকাল।

তখনি ত্রস্ত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকল বেলাল। কিচেনের দিক ছুটতে

গেলেই পথ আগলে দাঁড়ায় সাদিফ।
ছেলেটা থামল,ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,
‘ কিছু বলবেন ভাইয়া? ভীষণ তাড়া আছে আমার।’
‘ কীসের তাড়া?’‘ বাজি ফাটাব,ম্যাচ বক্স লাগবে। আমাদের গুলো শিশিরে ভিজে গেছে , জ্ব*ছেনা।’
‘ আচ্ছা যাবে, আগে বলোতো, ঐ কালো চুড়িদার পরা মেয়েটি কে?’

তার ইশারা করা দিকে তাকাল বেলাল। কাউকে দেখতে না পেয়ে বলে ‘ কোন মেয়ে?’

‘রান্নাঘরে দেখে এসো।’

বেলাল মাথা নাড়ল। রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দিলো। কালো জামায় শুধুমাত্র মারিয়াকে দেখেই আবার ফেরত এসে বলল,

‘ ওটাত মারিয়াপু।”‘ নামটা আমিও জানি। কী হয় তোমাদের?’

‘ আপুর বেস্টফ্রেন্ড।’

সাদিফের ভ্রুঁ উঠে এলো। তব্দা খেয়ে বলল ‘ বর্ষার বেস্টফ্রেন্ড? মানে ওর সাথে পড়ে?’

‘ হ্যাঁ। কেন? ‘

সাদিফ নির্বোধ বনে থাকল কিছু সময়। এই মেয়ে বর্ষার বয়সী? অথচ তাকে বলেছে ধূসরের বন্ধু! তার মানে বড় সাজার নাটক,যাতে সে বোকার মত সন্মান দেয়?

ভাগ্যিশ,সে তখন দমে যায়নি। নাহলে মেয়েটা কী মুরগীটাই না বানাত।

বেলাল সাদিফের ভাবুক চেহারা দেখল। ভ্রুঁ উঁচিয়ে দুষ্টমি করে বলল,

‘ আপনার কী আপুকে পছন্দ হয়েছে ভাইয়া?’

সাদিফ চোখ কুঁচকে তাকায়। প্রচন্ড অনীহ কণ্ঠে বলল,

‘ ছ্যা! আমার চয়েস অত বাজে নয়।’বেলাল মুখ ছোট করে বলল,
‘ এভাবে বলছেন কেন? উনি কিন্তু আমার ক্রাশ।’
‘ তো আমি তোমাকে কখন বললাম, তোমার চয়েস ভালো?’
বেলাল বাচ্চাদের ন্যায় ঠোঁট ফোলায়। সাদিফ গভীর ভাবে ভেবে হঠাৎই বক্র হাসল । ওষ্ঠের এক পাশ সূচাল হলো। মনে মনে বলল,

‘ মিস ম্যালেরিয়া,বড় সেজে সন্মান নিতে চেয়েছিলেন তাইনা? এমন সন্মান দেব এবার।’

‘ আমি এখন যাই ভাইয়া?’

উত্তরে সাদিফ হেসে বেলালের কাঁধে হাত রাখল। ওকে আগলে হাঁটতে হাঁটতে বলল,

‘ বেলাল,তোমাকে আমি আরো বাজি কিনে দেব। একটা কাজ করতে পারবে আমার?’ডেকোরেশনের সব

কাজ শেষ। সবাইকে সাধ্যমতো বোঝানোর ইতি টেনেই পুরুষগণ বাড়িতে ঢুকলেন। ঠান্ডার মধ্যে এতক্ষন বাইরে থেকে গলা বসে গেছে আফতাবের। ফিরেই দু কাপ চা সাবাড় করেছেন। তাও কাজ হলোনা। এখনও ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বের হয়। আর যত বার কথা বলছেন,রুবায়দা বেগম হাসছেন ঠোঁট টিপে। মজা পাচ্ছেন

তিনি। শেষ মেষ আফতাব গোঁ ধরলেন,গলা ঠিক না হওয়া অবধি টু শব্দ করবেন না। এই মহিলা ‘কথা বলো, কথা বলো’ করে কেঁ*দেকে*টে অজ্ঞান হলেও না। সারাদিনের খাটুনি শেষে বিশ্রাম করতে গেলেন রাশিদ,আমজাদ,মুত্তালিব সবাই। অথচ গৃহীনিদের ছুটি নেই। আঁদা-রসুনের পর এবার চলছে মটরশুঁটি

বাছাইয়ের কাজ। ময়মুনা খাতুনের খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। মিনা বেগমেরও একই অবস্থা। কিন্তু হাতের কাজ ফেলে যানই বা কী করে? সময় ওতো নেই। ও বাড়ি থেকে আবার বর্ষার কাপড়-চোপড় দিয়ে যাবে। বরের বাড়ির লোক যেহেতু,তাদেরও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার ব্যাপার আছে।

এর মধ্যেই হাত প্লেট সাজিয়ে হাজির হলেন রুবায়দা বেগম। ওনার সাংঘাতিক বাতের ব্য*থা আছে। তাছাড়া বেশিক্ষন ঝুঁকে কাজ করতে পারেন না বলে কিছুতেই হাত ছোঁয়াতে দিলেন না মিনা বেগম। নিজেদের বাড়িও দিতে চাননা। এমনকি জবা সুমনাকেও না। তার বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে জা'য়েরা খাটবে কেন? ওনারা

অনেক জোড়াজুড়ি করেও লাভ হলনা। মিনা বেগম অটল। রুবায়দা এসেই লোকমা তুলে তার সামনে ধরে বললেন,

‘ এই নাও আপা,কাজ করতে করতে খেয়ে নাও দেখি।মিনা বেগম চমকে গেলেন। আপ্লুত চোখে চাইলেন। পরপর হেসে মুখে নিলেন ভাত। রুবায়দা বেগম গেলেন ময়মুনা খাতুনের কাছে। একিরকম

লোকমা তার মুখের সামনেও ধরলেন । তিনি মানা করলেন না। হেসে খেয়ে নিলেন। কাজে লেগে থাকা সবাইকে ঘুরে ঘুরে খাইয়ে দিলেন উনি। ভাত লাগলে আবার নিয়েও এলেন প্লেট ভরে। মিনা বেগম বললেন,

‘ এসবের কী দরকার ছিল বলতো মেজো।’

রুবায়দা বেগম হাত ধুঁয়ে এগিয়ে এলেন। নিঃসঙ্কোচে তার মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন,

‘ কোনও কাজ তো করতেই দিচ্ছোনা। এটুকু করলে কী হয়?’

মিনা বেগম ঠোঁট ভরে হাসলেন। এক হাত বাড়িয়ে বললেন ‘ আয় দেখি, একটু জড়িয়ে ধরি।’রুবায়দা বেগম সাথে সাথে আকড়ে ধরলেন তাকে। জবা আর সুমনা মাত্র

দাঁড়িয়েছেন এসে। এই দৃশ্যে দুজনেই ছুটে এলো। ওপর থেকে যে যেভাবে পারল একেকজন কে আগলে নিলো। চার জা'য়ের মেলবন্ধন দেখে উপস্থিত সবার মন -প্রান জুড়িয়ে যায়। শিউলী খাতুন ভীষণ বিস্ময় নিয়ে দেখলেন সব। আড়চোখে একবার তাকালেন ময়মুনার পানে। তিনিও তাকিয়েছেন তখন। সাথে সাথে মাথাটা নামিয়ে

নিলেন শিউলি। তাদের দুই জায়ের মধ্যে এত মিল নেই। ধরাবাঁধা সবটাই। ময়মুনার থেকে তিনি উচ্চ বংশের বলে মনে মনে হিং*সে করতেন। দুরুত্ব রেখে চলতেন। কত বড় ভুলই না করেছেন। তার ননাসের সাথে জা'য়েদের কী মিল! কী সখ্যতা! এমন ভালোবাসা দেখলেও মনে শান্তি লাগে।ধূসর খেয়ে বসেছে কেবল। সাদিফ ও

উল্টোপাশে বসে ফোন বের করল। সারাদিনে সোস্যাল মিডিয়া ঘাঁটা হয়নি। দিনে হাজারখানেক ছবি তুলেছে সে। আপাতত ডিপি পালটাবে। সে ফেসবুক অন করতেই হুরহুরে নোটিফিকেশনে ভরে গেল। টুং টুং শব্দে বিরক্ত চোখে চাইল ধূসর।

‘ ফোন সাইলেন্ট কর।’

‘ করছি। ‘

আদেশ মানল সাদিফ। তারপর একে একে নোটিফিকেশন সব গুলো ঘাঁটল। নতুন দুটো ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট এসেছে। চেক করতেই দেখল ‘ অবন্তী নাজনিন মৈত্রী ‘ নাম দিয়ে এসেছে একটা। সাদিফ প্রোফাইলে ঢোকে মেয়েটির। আইডি দেখতে স্ক্রল করে। মৈত্রীর চেহারা দেখে চিনে ফেলল। এটাত ওরই তোলা ছবি। দুপুরেই তুলে দিলোনা?

ক্যাপশনে চোখ যেতেই সাদিফের নেত্র ঘোলা হয়ে আসে।

‘ক্লিক: প্রিয় মানুষ ‘সাদিফ তড়িঘড়ি করে ফোন থেকে চোখ তোলে। আশেপাশে তাকায়। মৈত্রীরা গল্পে বিভোর। সে তাকানো মাত্র আড়চোখে মেয়েটা তাকাল। সাদিফ ওমনি সরিয়ে আনল দৃষ্টি। ঢোক গিলল পরপর। এই মেয়ে কি তাকে

নিয়ে উল্টোপাল্টা ভাবছে? হায়! হায়! তাহলেত সর্বনা*শ!

বসার ঘর আপাতত ছোট দের দখলে। ওদিকে সাউন্ড সিস্টেমও বন্ধ। সারাদিনের ধকল শেষে জিরোচ্ছে। এর মধ্যেই বর্ষা সমেত ওপর থেকে নেমে এলো মারিয়া। প্রত্যেককে একবার একবার দেখে বলল,

‘ একী! বিয়ে বাড়ি এত নেতিয়ে থাকলে হয়! সবাই চুপ করে আছে কেন?’

সাদিফ ফোনের দিক চেয়ে আওড়াল

‘ তো কি বাঁদরের মত লাফাবে?’

মারিয়া নাক ফুলিয়ে বলল

‘ আমি কি আপনাকে বলেছি? আপনি কেন যেঁচে ঝ*গড়া করতে চাইছেন? ‘

সাদিফ তাকাল, টেনে টেনে বলল,‘ না না আপু। কী যে বলেন! আপনি হলেন সন্মানীয় মুরব্বি। আপনার সাথে ঝ*গড়া করব আমি?

তারপর দুগালে দুটো থা*প্পড় দিয়ে বলল,

‘ তওবা তওবা।’

বর্ষা ওরা কিছুই বুঝলোনা। জিজ্ঞাসু চেহারায় তাকায় মারিয়ার দিকে ।

ধরা পরে যাওয়ার আশঙ্কায়, কথা কা*টাতে, সে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আব,বর্ষা, পুষ্প চলো আমরা সবাই মিলে ট্রুথ আর ডেয়ার খেলি।’

সুপ্তি লাফিয়ে ওঠে। এতক্ষন সে,শান্তা, মৈত্রী এক জায়গায় বসে গল্প করছিল। সেখান থেকে লম্বা পায়ে দৌড়ে আসে শুনেই ।বর্ষা,সহ বাকীরাও হৈহৈ করল। পিউ দুরন্ত

পায়ে নেমে এলো নীচে। স্ফূর্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কী খেলবে সবাই? আমিও খেলব।’‘ ট্রুথ ডেয়ার। ‘

‘ খেলব খেলব।’

বর্ষা বলল ‘ কিন্তু বসব কোথায়? ‘

‘ কেন? পাটিতে। ‘

শান্তা বলল ‘ আমি নিয়ে আসছি।’

মিনিটের মাথায় পাটি হাতে ছুটে এলো সে। বিছিয়ে দিলো ফ্লোরে।

ওমনি হুটোপুটি করে বসে গেল সবাই। মাঝখানে বিশাল জায়গা রেখে গোলাকার বানাল। বর্ষা গলা একটু উঁচিয়ে বলল,

‘ আপনারা খেলবেন না ভাইয়া?’

পুষ্প, পিউয়ের কানের কাছে এসে বলল,

‘ বর্ষা জিজ্ঞেস করার লোক পেলোনা,ধূসর ভাই না কি খেলবে!’

তারপর দুবোন ঠোঁট চে*পে হাসল। যেন দারুণ কৌতুক শুনল আজ। ধূসরের কোঁচকানো ভ্রুঁ,চোখ ফোনে নিবদ্ধ। উত্তর করল সাদিফ,বিরস কণ্ঠে বলল,

‘ বাচ্চাদের খেলা আমরা খেলিনা।’মারিয়া মুখ ভ্যাঙ*চায়। তখনি কোত্থেকে ছুটে এলেন আনিস, পেছনে সুমনা বেগম। রিক্তকে

কেবল ঘুম পাড়িয়েই এলেন । তিনি হন্তদন্ত ভঙিতে বললেন,

‘ এই এই, কী করছিস রে তোরা?’

পুষ্প জবাব দেয়,

‘ ট্রুথ ডেয়ার খেলছি চাচ্চু।’

আনিস ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন ‘ সর সর বসি, আমিও খেলব।’

সবাই অবাক চোখে তাকাল। আনিস বসে পরলেন। সুমনা বেগমও বাবু

হয়ে দখল করলেন জায়গা। পিউ ভ্রুঁ তুলে বলল,

‘ তুমিও খেলবে চাচ্চু?’

‘ অবশ্যই। আমি এখনও তরতাজা যুবক বুঝলি? বুড়ো হয়ে যাইনি। আমাকে তোরা তোদের টিমের ভাববি সবসময়।’

সুমনা বেগম বললেন, ‘ আর আমাকেও।’আনিস নিস্পৃহ কণ্ঠে

প্রতিবাদ করলেন, ‘ এহ,এক বাচ্চার মা আবার যুবতি সাজে।’

সুমনা চেঁ*তে বললেন ‘ তুমি কী? তুমিও তো এক বাচ্চার বাপ।’

আনিস কলার ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন ‘ স্বর্ণের আংটি আবার বাঁকা!’

হুহা করে হেসে উঠল সকলে। পিউয়ের মনে চট করে উদয় হলো একটি নতুন ইচ্ছের। সে আস্তে-

ধীরে উঠে ধূসরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট কণ্ঠে আবেদন করল,

‘ ধূসর ভাই,আসুন না খেলি...’

ধূসর তাকাল। চোখ সরু করে বলল

‘ তুই না একটু আগে কাঁ*দছিলি? ‘

পিউ ওমনি বত্রিশটা দাঁত বার করে বলল ‘ ওটাত অসুখে কেঁ*দেছি। কিন্তু এমন ওষুধ পেয়েছি সব অসু*খ সেড়ে গেছে। এখন আসুন না!’

ধূসর চোখমুখ গম্ভীর করে বলল,‘ না।’

পিউয়ের আদল কালো হয়। পরপর সাদিক কে বলল ‘সাদিফ ভাইয়া আপনি ও খেলবেন না? ‘

সেও মাথা নাড়ল। তার দুটো কারণে আপত্তি। এক,মারিয়া প্রস্তাব করেছে। আর দ্বিতীয় মৈত্রী খেলছে। সাদিফের মন বলছে এই মেয়ের হাবভাব

ভালো নয়। জল বেশিদূর গড়াতে দেয়া ঠিক হবে?

তখন আনিস বললেন,

‘ কেন রে? আয় সবাই মিলে খেলি,মজা হবে। ধূসর, সাদিফ চলে আয়। ইতিহাস রচনা করব আজ,ফাস্ট ছেলেরা।’

পিউ আবার আস্তে করে বলল ‘ ধূসর ভাই,প্লিইইজ।’ধূসর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফোন টিপতে থাকা

হাতদুটো নিশ্চল হলো। উঠে দাঁড়াল। ফোন পকেটে ভরল। কোনও কথা না বলেই এসে বসে গেল আনিসের পাশ ঘেঁষে। হাসির প্রোকোপে পিউয়ের অধোর ফাঁকা হয়ে এলো। ধূসরকে বসতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পরে শান্তা। একটু আগের হুম*কি মনে পড়ে যায়। কিশোরি মন দুলে উঠতে গিয়েও সহজ হলো। বাবা, মা

কেউ জানলে জ্যান্ত কবর দেবে। থাক বাবা! দরকার নেই প্রেমের। পিউ হূলস্থূল করে এসে আগের স্থানে বসল । ঠিক তার ধূসর ভাইয়ের সামনা- সামনি। সাদিফ মাথা চুল্কালো ধূসরকে যেতে দেখে। এবার নিজেরও ইচ্ছে করল খেলতে বসার। কিন্তু যে ভাব নিয়ে ছিল এতক্ষন, এখন যেঁচে উঠে গেলে ইগোটা কমে যাবে না? কেউত

ডাকেওনা। তার উশখুশ বেড়ে আসে। বিড়বিড় করে বলে,‘ কেউ ডাক,একবার ডাক,ডাক না রে!’
মৈত্রী তখনই মিহি কণ্ঠে বলল,
‘ আপনিও আসুন না। সবাই যখন বসল,আপনিই বা বাদ যাবেন কেন?’
অন্য সময় হলে শুনতোনা। ওই ক্যাপশন দেখেতো আরোই না। অথচ এখন ফটাফট উঠে দাঁড়াল সে।

চকচকে কণ্ঠে বলল ‘ সবাই এত করে যখন বলছে, তখন খেলি।’

মৈত্রী জায়গা দিলো,যাতে ওর পাশে বসে সাদিফ। কিন্তু সে খেয়াল অবধি করেনি। ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল অন্য পাশে। পিউ,পুষ্প পাশাপাশি ছিল। সাদিফ পিউকে বলল ‘ বসব, সরে বোস। ‘

পিউ চোখ তুলে বলল ‘ কত জায়গা! এখানেই বসবেন?‘ হ্যাঁ। এখানেই, আগা ওদিকে..’

পিউ কিছু বলল না। চুপচাপ সরে গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো পুষ্প ছিল তার পাশে। সাদিফ ভাইয়া সরতে বলেছেন কি, আপুর পাশে বসবেন দেখে? সে দুষ্টু হেসে ভ্রুঁ নাঁচিয়ে নাঁচিয়ে বলল

‘ বুঝি,বুঝি সব বুঝি ভাইয়া।’

‘ কী বুঝেছিস?’

‘ এই যে,এখানে কেন বসলেন!’

সাদিফ অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল ‘ আসলেই বুঝেছিস?’

পিউ কনফিডেন্স নিয়ে মাথা দোলায়। সাদিফ আরেকদিক চেয়ে হাসল। মৈত্রীর মন খা*রাপ হলো সে না বসায়। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছে, সাদিফের সাথে পিউয়ের একটু বেশিই ভাব। লোকটাকে

পেতে গেলে আগে ওকে ডিঙোতে হবে তাহলে?সুপ্তি কোত্থেকে একটা কাঁচের বোতল জোগাড় করে এনে মারিয়ার হাতে দিলো। সে বোতল নিয়ে বলল,

‘ তাহলে এখন এটা এখানে রেখে ঘোরাব। যার দিকে যাবে প্রশ্ন তাকে করা হবে। ট্রুথ না ডেয়ার সেটা অবশ্যই যার যার পছন্দ। তবে হ্যাঁ, পরপর দুবার ট্রুথ নেয়া যাবে না। ‘

সাদিফ নিরস কণ্ঠে বলল,
‘ এগুলো সবাই জানে। নতুন কিছু থাকলে বলুন নাহলে স্টার্ট দ্যা গেম।’
মারিয়া অসহ্য ভঙ্গিতে তাকায়। সাদিফ সচেতন কণ্ঠে অবুঝ সেজে বলল ‘ এভাবে তাকাচ্ছেন কেন আপু? ছোট মানুষ, ভ*য় লাগে!’
মারিয়া ফের ভেঙচি কা*টে। সাদিফের গা জ্ব*লা কথাবার্তা

ডাস্টবিনে ছু*ড়ে ফেলে আবার বলল
‘ প্রথমে কে ঘোরাবে?
আনিস উৎসাহ নিয়ে বললেন ‘
আমি,আমি।’‘ আচ্ছা।’
এরপর বোতল ঠেলে দিলো ওনার
দিকে। আনিস শার্টের হাতা গুটিয়ে
প্রফুল্ল চিত্তে বোতলের এক প্রান্ত
ধরে টান দিতেই ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে
ওঠে সেটি। সবাই ব্যগ্র হয়ে দেখতে
থাকে। কার দিকে এসে থামবে কে

জানে! একটা সময় ঘুরতে ঘুরতে এসে থামল বর্ষার সামনে। পিউ-পুষ্প সবাই হো হো বলে আনন্দধ্বনি তুলল। মৈত্রী বলল,

‘ বলো আপু, কী নেবে?’

বর্ষা হা করার আগেই বেলাল বলল

‘ কী আবার, ট্রুথ নেবে। ওর সাহস আছে না কী ডেয়ার নেওয়ার?’

বর্ষার ইগোতে লাগল। চোটপাট দেখিয়ে বলল,

‘ তুই আমাকে ভীতু ভাবিস? আমি মোটেও ভীতু নই।’

শান্তা বলল ‘ তাহলে ডেয়ার নাও?’বর্ষা আগেপিছে না ভেবেই বলল,

‘ যাহ নিলাম। ‘

বেলাল এক হাত তুলে বলল ‘ আমি দেব ওকে ডেয়ার,আমি দেব।’

‘ আচ্ছা দাও,কিন্তু তাড়াতাড়ি। ‘

বেলাল একটু ভেবে বলল,

‘ যা,এই মুহুর্তে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে আয়।’

বর্ষার চোখ বেরিয়ে রলো। আর্ত*নাদ করে বলল,

‘ কী,এখন?’

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ অসম্ভব! অনেক ঠান্ডা আজ! এখন,এই রাতে কোন পাগল গোসল করবে?’

বেলাল কাঁধ উচু করে বলল,

‘সে আমি কী জানি? ডেয়ার নেয়ার আগে ভাবা উচিত ছিল। ফিল-আপ করতে পারিসনা,তাহলে খেলার জন্য লাফালি কেন?’অপমানে বর্ষা থম ধরে বসে রইল কিছুক্ষন। এই কনকনে ঠান্ডায় দাঁতে দাঁতে বারি লাগে যেখানে সেখানে গায়ে পানি ঢালা? কাঁ*দোকাঁ*দো কণ্ঠে বলল,

‘ অন্য কিছু দেওয়া যায়না?’

বেলাল মাথা ঝাঁকায় ‘ না।’

‘ যাচ্ছি।’

মুখ ভার করে উঠে গেল সে। ও যেতেই

সবাই শব্দ করে হেসে ফেলল। বেলাল রাদিফকে বলল,‘ যাও তো ভাইয়া, সত্যিই আপু গোসল করছে না কী দেখে এসো।’

গোয়েন্দাগিরি রাদিফের প্যাশন। বড় হলে ছোট চাচ্চুর মতন হবে সে।

এক কথায় দুলতে দুলতে ছুটে গেল।

মারিয়া বলল,

‘ এমন ডেয়ার দিলে,বর্ষার তো আজ খবর হয়ে যাবে বেলাল।’

সাদিফ মনে মনে বলল ‘ একটু পর আপনারও হবে মাননীয় ম্যালেরিয়া আপু। অপেক্ষা করুন।’

বেলাল চুল ওপরে ঠেলে দেয়,একটু ভাব নিয়ে জানায়,

‘ সেদিন ঘুম থেকে উঠিনি বলে গায়ে পানি ঢেলে দিয়েছিল। আজকে প্রতিশো*ধ নিলাম।’

সুমনা বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,‘ কিন্তু ওরতো ঠান্ডা লেগে যাবে।’

‘ আরে না আন্টি,ওর অভ্যেস আছে সন্ধ্যাবেলা গোসল করার। তাছাড়া গণ্ডারের সর্দি হয় দেখেছেন কখনও? ‘

‘ আচ্ছা বর্ষা আসুক,আমরা ততক্ষনে খেলতে থাকি।’

পুষ্পর কথায় সহমত পোষণ হয়। বোতল ঘোরাতে গেল সে, পিউ আবদার করল,

‘ আমি ঘোরাই?’

পুষ্প ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল ‘ নে।’

পিউ উৎফুল্ল চিত্তে বোতলের শীর্ষ ধরে টানল। ঘুরল সেটা। কিন্তু

শেষমেশ এসে ওর দিকেই থেমে গেল। পিউ নিরাশ কণ্ঠে বলল,
‘ যা বাবাহ! এত বেঈমা*নী! ‘
পূষ্প বলল ‘ বেশ হয়েছে!’
মারিয়া শুধাল ‘ বলো পিউ,কী নেবে?’
সুপ্তি পাশ থেকে বলে দেয়, ‘ ডেয়ার ডেয়ার! ‘
পিউ মাথা ঝাঁকাল,তবে সাবধান করল,

‘ আমাকে কিন্তু এই গোসল টোসলে জড়াবেনা কেউ। এখন গোসল করলে আপাতত তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে পারব না কনফার্ম। ‘

বেলাল জানাল,‘ আরে না পিউপু,এক ডেয়ার এক বারই। ‘

পিউ একটু স্বস্তি পেল। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বাছাই করল ‘তাহলে ডেয়ার।’

মৈত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলল ‘ একটা গান গেয়ে শোনাও।’

পিউ চমকাল না। বরং অবাক হয়ে বলল ‘ গান?’

‘ হ্যাঁ। কতবার গুনগুন করতে শুনেছি। এবার পরিষ্কারভাবে শুনব, গাও। ‘

পিউ আড়চোখে একবার ধূসরের দিক তাকায়। তার শীর্ন চোখ এদিকেই। মানুষটার শ্যামলা চেহারা পিউয়ের প্রেম প্রেম উথলে আনে। অনুরাগের সাগরে ডু*বিয়ে দেয় মন।

সে নিচের দিকে চোখ নামায়। শ্বাস টেনে ধাতস্থ হয়। মৃদূ কণ্ঠে গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে,(Don’t skip,enjoy with Piu)

❝ Agar tum mil jaoon
Zamaane chod denge hum.
Tumhe paaakar zamaane bhar se
Rishta tod denge hum.
Agar Tum Mil Jaoon,

Zamaane chod denge hum.
Bina tere Dilkash Nazara
Hum na dekhenge.
Tum he na ho pasand
Usko dobaraan hum na dekhenge
Teri suraat na ho zismein,
Woh,teri Surat na ho zismein,

O seeshan tod denge hum.❞গানের প্রতিটি কথার নিবেদনে ধূসর ভাই। তাকে জুড়ে এর সমগ্র লাইন,সমস্ত বাক্য। সুরের মাধ্যমে সব ভালোবাসা,অনুভূতি তার পায়ে লুটিয়ে দিচ্ছে পিউ। কণ্ঠ ধীরে ধীরে জোড়াল হলো তার। গলা ছেড়ে বেরিয়ে আসে ধ্বনি। মাঝেমধ্যে অনুচিত নেত্রে দেখে নেয় সামনে বসা মানুষটিকে। আহ! তার

প্রেমাসম্পদ। ধূসরের দৃষ্টি অবিচল। বিন্দুমাত্র নড়ন চড়ন নেই। এভাবে তাকিয়ে কেন উনি? কী দেখেন এত?

গান থামাতেই সবাই তালি বাজাল। পিউ আরেকবার নিভু চোখে তাকাল ধূসরের দিক। মানুষটা একিরকম বসে,ঠোঁটে হাসি নেই। অথচ জ্বলজ্বলে চোখ দুটো কী যেন বলছে!

তালি বর্ষন থামল। সবাই প্রসংশা করল। সাদিফ সাধুবাদ জানিয়ে বলল,

‘ তোর গানের গলা কিন্তু মাশ আল্লাহ!’পিউ মৃদূ হাসে। লজ্জ্বা লজ্জ্বা পায়। ধূসর ভাইয়ের সামনে আজ প্রথম গান গাইল,কুন্ঠা হবেনা?

এর মধ্যে থরথর করে কাঁ*পতে কাঁ*পতে হাজির হলো বর্ষা। পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা মোটা

কম্বলে। ওকে দেখতেই আরো এক দফা রোল পরলো হাসির। রাদিফ সাথে এসে জানাল ‘ গোসল করেছে।’

মারিয়া পাশ দেখিয়ে উতলা কণ্ঠে বলল ‘ আয় আয় এখানে আয়। ‘ অথচ তার ঠোঁটেও চাপা হাসি। বর্ষা ভাইয়ের দিকে কিড়মিড়িয়ে তাকাতে তাকাতে বসল। বেলাল মিটিমিটি

হাসছে। দারুন জব্দ করেছে এটাকে আজ।

সুমনা বেগম রসিকতা করে বললেন,‘ তা বর্ষা, এত রাতে তোমার গোসলের অনুভূতি কী?’

সে অত্যন্ত দুঃ*খ নিয়ে বলল,

‘ আর বলবেন না আন্টি, পানি তো নয় যেন হিমালয়ের আইস বার। ‘

পরপর বেলালের দিক চেয়ে খরখরে কণ্ঠে বলল,

‘ তুই মনে রাখিস আজকের কথা। যদি তোকেও ফেরত না দিয়েছি এসব,দেখিস।’

বেলাল মশা তাড়ানোর মত হাত নেড়ে,হুম*কিটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। উলটে বাকীদের তাড়া দিয়ে বলল ‘ বসে আছি কেন? শুরু করো। ‘মুহূর্তমধ্যে চকচকে বোতল আবার ঘোরানো হলো।

সাদিফ ঘুর্নায়মান সেটার দিক চেয়ে ফিসফিসিয়ে অনুরোধ করল,

‘ আমার দিকে আসিস না ভাই,একদম না।’

জড়বস্তু শুনে ফেলল তার আবেদন। বোতলের প্রান্ত গিয়ে থামল ধূসরের সামনে। পিউয়ের চেহারা চকচকে হয়ে ওঠে। সবাই হোওওও.... বলে ধ্বনি তোলে ফের। সকলে নড়েচড়ে বসল এবার ।ধূসরের মত পানসে,

সিরিয়াস মানুষ আজ তাদের সাথেই খেলছে। আবার প্রশ্নের পালাও তার। আনিস আগ্রহ নিয়ে বললেন,

‘ বল ধূসর,কী নিবি?’

ধূসর হা করতে গেলেই মারিয়া বলে ওঠে,

‘ পরপর অনেক গুলো ডেয়ার গেলো,তুমি না হয় ট্রুথ নাও ভাইয়া!’

ধূসর মেনে নিল, ছোট করে বলল,

‘ ওকে।’মারিয়া আরেকটু উৎফুল্ল হয়ে বসল। ঝরঝরে কন্ঠে শুধাল,

‘ আচ্ছা ভাইয়া,তুমিতো সারাক্ষন বাইরে থাকো,কাজ করো,এদিক ওদিক ছোটাছুটি করো। এত ব্যস্ততার মধ্যেও এমন কোন জিনিস, যেটা তোমাকে শান্তি দেয়,স্বস্তি দেয়। যেটা দেখলে মনে হয় যে, না আমার সব কষ্ট,সব ক্লান্তি শেষ?। ‘

সাদিফের প্রশ্ন পছন্দ হলোনা।

বিড়বিড় করল, ‘ বোকা বোকা প্রশ্ন।’অন্যরা উৎসুক হয়ে তাকায় ধূসরের উত্তর জানতে। পিউ সবথেকে বেশি উৎকণ্ঠিত। কী বলবে সে? ধূসর সকলের চাউনি উপেক্ষা করে চোখ নামাল মেঝেতে। ঠোঁট কা*মড়ে কিঞ্চিৎ হাসল। স্থূল কণ্ঠে বলল,

‘ দুটো ডাগর ডাগর চোখের বোঁকা বোঁকা চাউনী আমাকে শান্তি দেয়।

পল্লব ঝাপটে ঝাপটে করা প্রশ্ন আমায় স্বস্তি দেয়। আর রক্তজবার ন্যায় ঠোঁটের হাসি, কা*ন্নায় ফোলা লালিত নাক,যা দেখলে আমার মনে হয়,এর কাছে পৃথিবীর সব ক্লান্তি,সব দু*র্ভোগ তুচ্ছ।”কথা শেষ করে ধূসর সামনে তাকায়। পিউ বশিভূত, নিষ্পলক তার দৃষ্টি। অধর মিশে নেই। অন্যরা তাজ্জব বনে তাকিয়ে।

লোঁচন ভর্তি অবিশ্বাস তাদের। ধূসর অপ্রতিভ হলো। অস্বস্তি নিয়ে বলল, ‘ সবাই এভাবে তাকিয়ে আছো কেন ?’

সুমনা বেগম বিস্ময়াবহ হয়ে বললেন ‘ তুই প্রেম করছিস ধূসর?’ওপর থেকে তাড়াহুড়ো পায়ে নেমে এলেন রাশিদ। সঙ্গে আমজাদ ও আছেন। দুজন বিশ্রাম করছিলেন এক ঘরেই। ওনাদের নামতে দেখেই ছোটদের

খেলাধুলায় ভাঁটা পরল। অবাক চোখমুখ গুলো ধূসরের থেকে সরে নিক্ষেপ হলো সেদিকে। রাশিদ ধৈর্য হীন কণ্ঠে ময়মুনাকে ডাকলেন। পাশাপাশি উচ্চারন করলেন,

‘আপা, আপা! ‘

কাজ ফেলে ছুটে এলেন তারা। জিজ্ঞাসা নিয়ে সাথে এলেন বাকীরাও। মিনা বেগম শুধালেন,‘ কী হয়েছে?’

‘ ওনারা এসে গেছেন। ‘

এক বাক্যে তটস্থ হলো সবাই। বসে থাকা সকলে তৎপর উঠে দাঁড়াল। ময়মুনা খাতুন চোখ গোল করে বললেন,

‘ কারা? বর্ষার শ্বশুরবাড়ির লোকজন?’

‘ হ্যাঁ, যাও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। আমরা এদিকটা দেখছি। ‘

ময়মুনা বেগম ছুটলেন। মিনা বেগম গেলেন পেছনে। সুমনা বেগম মেঝেতে বিছানো পাটি ভাঁজ করতে নিলেই বর্ষা আটকায়। কে*ড়ে নেয় । অতিথি মানুষ কাজ করবে কেন? বরং নিজেই গুছিয়ে শান্তার হাতে দেয়। পরপর দৌড়ে চলে যায় কামড়ায়। শ্বশুর বাড়ির লোকদের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? পুরুষরা দরজার দিক এগোলেন।

সোফার ওপর ফেলে রাখা এলোমেলো কুশান গুলো ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঠিকঠাক করল পুষ্প। বাড়ির সামনে গাড়ি ভিড়ানোর শব্দ এলো। মৈত্রী, শান্তা, সুপ্তি বাপ চাচার পেছনে ছুটল। পিউ একইরকম দাঁড়িয়ে। নড়ছেওনা, কথাও নেই। ধূসর দু কদম এগিয়ে সদর দরজার কাছে যায়। গলা উঁচিয়ে বাইরেটা দেখে নেয়। বাড়ির সামনে গাড়ি ভিড়েছে

মাত্র। পরপর নামলেন ছয়জন পুরুষ। অল্পবয়সী ছেলেই বেশি। ধূসর দেখা মাত্র পিউয়ের দিক এগোলো। কাছে এসে ওর দিকে তাকাতেই ভ্রুঁ জোড়া কুঁচকে ফেলল। মেয়েটা কেমন অবাক চোখে,হা করে তাকিয়ে। ধূসর আমোলে নিলোনা। উলটে ব্যস্ত ভঙিতে বলল,

‘ ওপরে যা। ওনারা গেলে নামবি।’খরখরে কণ্ঠে পিউয়ের

হেলদোল নেই। তার নির্নিমেষ অক্ষিপট এক চুল সরল অবধি না। ধূসর আশেপাশে সবার দিকে তাকাল একবার। পরপর আস্তে, পুরু কণ্ঠে বলল,

‘ সমস্যা কী?’

তাও রা নেই। ধূসরের শৈলপ্রান্ত এক জায়গায় গুছিয়ে এলো। মৃদূ ধম*কে বলল,

‘ কিছু বলেছি না?’

পিউ নড়ে ওঠে, সম্বিৎ ফেরে। ধূসরের তপ্ত চাউনি খেয়াল পরতেই এক ছুটে ত্যাগ করে বসার ঘর। পুষ্পকেও চোখ দিয়ে একইরকম ইশারা করল ধূসর। ভাইয়ের জো হুকুম মানতে কুটিকুটি পায়ে সেও উঠে গেল।

মেয়েদের

মধ্যে,সুপ্তি,শান্তা,মারিয়া,মৈত্রী উপস্থিত সেথায়। মিনিটের মধ্যে বসার ঘর

ভরে আসে। রাশিদ,মুত্তালিব সাদরে সোফায় নিয়ে বসালেন অতিথিদের। সিকদার বাড়ির সবার সাথে পরিচিত করালেন। ধূসরের সঙ্গেও সাড়া হলো করমোর্দন। সাদিফ নেই এখানে। মাত্রই কোথাও একটা গিয়েছে।ছেলের দুলাভাই,নিজের ভাই বন্ধু আর কাজিন সহ মোট ছয়জন এসেছে। বড় বড় তিনটে লাগেজ বয়ে এনেছে সাথে । বর্ষার পা

থেকে মাথা অবধি যা প্রয়োজন সব রয়েছে এখানে। পাঁচ মিনিটের মাথায় ময়মুনা বেগম, শিউলি খাতুন, মিনা বেগম হাজির হলেন ট্রে সমেত। একেক জনের হাতে একেক ট্রে,তাতে কয়েক আইটেমের খাবার। ওনাদের দেখে সালাম দিলেন বরপক্ষ।

বর্ষার দেবর ময়মুনাকে শুধাল ‘ ভাবি কোথায় আন্টি?’

‘ ঘরেই আছে বাবা।’

ছেলের দুলাভাই বললেন ‘ ওকে ডাকবেন একটু? দেখা করে যাই।’

ময়মুনা স্বামীর দিক তাকালেন। তিনি আবার দেখলেন আমজাদের দিকে। আমজাদ ইশারা করলেন,বোঝালেন ডাকতে। ময়মুনা খাতুন সুপ্তিকে বললেন,‘ ডেকে আন তো মা।’

ছুটল মেয়েটা। বর্ষাকে ডাকতে গেল। এই ডাকাডাকির জন্যে দিনে অন্তত পঁচিশ বার তাকে দৌড়াতে হয়। অত বড় সিড়ি ওঠা-নামা করতে হয়। এতবার ছোটাছুটিতে আজ অবধি মোটা হওয়া হলোনা তার। হবেওনা। জন্ম থেকেই হ্যাংলা-পাতলা রয়ে গেল।

সুপ্তি একেবারে বর্ষাকে সাথে নিয়েই নেমেছে। মাথায় তার বিশাল

ঘোমটা। নরম পায়ে এসে হাত উঁচিয়ে সালাম দিলো সবাইকে। অর্ধেক কথাই অস্পষ্ট। চোখ মেঝেতে, কণ্ঠ কাঁ*পছে কুণ্ঠায়।

ছেলের দুলাভাই হেসে বসতে বললেন। বসল সে। জিজ্ঞেস করলেন ‘ কেমন আছেন?’

বর্ষা কম্পিত স্বরেই জবাব দিল ‘ ভালো। আপনারা? ‘শুরু হলো গল্প। মারিয়া দাঁড়িয়ে এক কোনায়। তার

সুন্দর চেহারার দিক একটু পরপর তাকাচ্ছে বরের বন্ধু আরিফ। মারিয়ার খেয়াল পরল অনেকক্ষন পর। প্রথম দফায় গায়ে না মাখলেও আস্তেধীরে চাউনী জোড়াল হলো। মারিয়ার অস্বস্তির সাথে মেজাজ বিগড়াল। এভাবে ক্যাবলার মত চেয়ে আছে কেন? আশ্চর্য!

সে গায়ের ওড়না ঠিকঠাক করল। কপালে পরেছে গাঢ় ভাঁজ।

আচমকা সেখানে হাজির হলো সাদিফ। আলগোছে একটা প্ল্যাস্টিকের চেয়ার পাতাল ঠিক তার পেছনে। ওপরে রাখল একটা বড় সাইজের পঁচা টমেটো। এটা সে ভুজুংভাজুং দিয়ে বেলালের থেকে জোগাড় করেছে। ছেলেটা অবশ্য কারন না জেনেই এনে দিয়েছিল। সাদিফ সচেতন দৃষ্টি চারপাশে বোলাল। না,এদিকে কারোরই

মনোযোগ নেই। সে কাজ শেষ করে এসে পাশে দাঁড়াল মারিয়ার। সে ওকে দেখে ভ্রূঁ কোঁচকায়। বিপরীতে সাদিফ দাঁত বার করে হাসল। ওমনি মুখ বেঁকাল মারিয়া। ভড়কাল সাদিফ। সামনে ফিরে বিদ্বিষ্ট হয়ে শ্বাস ফেলে ভাবল ‘ কী মেয়েরে বাবাহ!’

সোফায় তখন গল্পে মশগুল সবাই। রাশিদ,আমজাদ জমিয়ে নিয়েছেন।

ছেলের বড় দুলাভাই মোটামুটি বয়সের বলে আড্ডা বেশ মেতেছে। এর মধ্যেই সাদিফ মারিয়ার পায়ের দিক চেয়ে উঁচু কণ্ঠে বলল,' আরশোলা!'

মারিয়ার হৃদপিণ্ড ছলকে ওঠে। সত্যি-মিথ্যে দেখারও প্রয়োজন পরল না। ওইটুকু শুনেই চিৎকার ছুড়ল ' আআয়ায়ায়ায়া...'

পরপর ভ*য় পেয়ে পিছিয়ে যেতে নিলেই চেয়ারটা বাধল। মারিয়া টাল হারিয়ে ধপ করে বসে পরল। ওমনি পঁচা টমেটো ফেটে মেখে গেল গায়ে। কিছু ছিটকে লাগল লম্বা চুলে। জামার ব্যাকসাইড পুরো একাকার হয়ে গেছে। মারিয়া হকচকাল। থমকে তাকাল। যত্রতত্র হুহা করে হেসে উঠল সাদিফ। হাসতে হাসতে নুইয়ে গেল। পেট

চে*পে ধরল। মারিয়া হতবুদ্ধি হয়ে হাত রাখল চেয়ারে। আঁঠালো কিছু উঠে এলো আঙুলে। নাকের কাছে ধরতেই পঁচা গন্ধে গা গুলিয়ে এলো। মুখভঙ্গি দেখে আরো বেশি করে হেসে ফেলল সাদিফ। মারিয়ার বুঝতে বাকী নেই,এসব কার কাজ! কট*মট করে তাকাল সে। ইতোমধ্যে সকলের মনোযোগ পরেছে এদিকটায়। সাদিফের

আরশোলা কথাটা না শুনলেও মারিয়ার চেঁচানো স্পষ্ট শুনেছে। রাশিদ উদ্বেগ নিয়ে বললেন,

‘ কী হলো মারিয়া? চেঁচালে কেন?’মারিয়ার রা*গে, দুঃ*খে কা*ন্না পেল। সে না পারছে উঠতে,না পারছে বসে থাকতে। অথচ দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল ‘ কিছু না।’

সাদিফ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তখন। ঠোঁট চে*পে হাসছে। মাঝে মাঝে শরীর দুলছে। মারিয়া গাঁট হয়ে বসে থাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভেবে,অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত হয় সকলে। সাদিফ সুযোগ বুঝে এগিয়ে এলো একটু। ক্ষানিক ঝুঁকে আস্তে করে বলল,

‘ মিথ্যে মিথ্যে সিনিয়র সাজলে,এরকম সম্মানই তার প্রাপ্য

হয় মিস ম্যালেরিয়া ।কী ভেবেছিলেন? বয়সে আমার ছোট হয়েও বড় আপু হবেন? ভার্সিটির সিনিয়রদের মত র‍্যাগিং করবেন তারপর? সত্যিই, জবাব নেই আপনার বুদ্ধির! বোঁকা মেয়ে,

আজকের পর সাদিফের সাথে ঝগ*ড়া করতে এলেও কিন্তু দুবার ভাববেন, কেমন?’তারপর বিজয়ী হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হেঁটে

গিয়ে সামিল হলো সভায়। পেছনে মারিয়া অসহায় বনে বসে থাকল। যতক্ষন না, বসার ঘর খালি হবে,এভাবেই থাকতে হবে। উঠে, ঘুরলেই তো দেখে নেবে সবাই। মান ইজ্জত থাকবে কিছু?

সেরাতে বর্ষা একা নয়,গোসল তাকেও সাড়তে হয়েছে। চুলে মেখে যাওয়া পঁচা টমেটোর রসে শ্যাম্পুও করতে হলো। মারিয়া কাঁ*পতে

কাঁ*পতে কম্বল মুড়ি দেয়। এক ঘর মানুষের সামনে এত বড় অপমান! সাদিফের অট্টহাসি মনে করেই সে পণ করল,

‘ এর শোধ আমি তুলবই। ‘পিউ বিছানায় বসে । ঠোঁট জুড়ে মুচকি হাসির ছোটাছুটি। চোখের সামনে মেলে রাখা ফোনের স্ক্রিন। জ্বলজ্বল করছে ধূসরের শার্ট-প্যান্ট পরা ছবি। এইত দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে। কিছুদিন আগেই আপলোড করেছিল টাইমলাইনে। পিউ যে কতবার দেখছে এটা! উফ! কী মারাত্মক স্টাইল দাঁড়ানোর!

মাঝেমধ্যে ধূসরের বুকপকেটে গোঁজা সানগ্লাস টাকেও ভীষণ হিং*সে হয়। ওটাও তার বুকের কাছে জায়গা পায়,আর সে?

ভেবেই পিউ লজ্জায় দুহাত ভে*ঙে এলো। কানের কাছে বেজে উঠলো

একটু আগের কথাগুলো। ধূসরের মন মাতানো,হৃদয় জুড়ানো সেই সব অবিশ্বাস্য ধ্বনি। সেই ক্ষনে পিউ তলিয়ে গেল দোটানায়। ধূসর কি ওসব ওকে উদ্দেশ্য করে বলেছে,না কি বলেনি? একবার মনে হলো ওকে বলেনি। যদি বলতেন,তবে যার হৃদয়ে এত প্রেম,সে কী করে এত নিরুদ্বেগ থাকতে পারে?আবার মনে হচ্ছে ওকেই বলেছে। নাহলে

আর কেই বা আছে ধূসর ভাইয়ের? ওনার পাশে কাউকে ভাবলেই তো... পিউয়ের বুক কাঁ*পে। বক্ষস্পন্দন বাড়তে বাড়তে পাহাড় ছুঁলো। দুদিকে ঘনঘন মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল,

‘ না না উনি আমাকেই বলেছেন, আমাকেই।’

তারপর ঠোঁটের কাছে ফোন এনে,ধূসরের ছবিতে দীর্ঘ গভীর চুঁমু

আঁকল পিউ। এই লোকটার প্রেমে পাগল হবে সে। ও না,হবে কী? হয়েইত আছে।

হঠাৎ পাশ থেকে ফোনের রিংটোন বাজল। টেবিলের ওপর রেখে যাওয়া পুষ্পর ফোন ভাইব্রেট হচ্ছে সমানে। পিউ তাকিয়ে দেখল একবার। বিছানায় বসে স্ক্রিনের ছোট ছোট নম্বর ঠাওড় করা গেল না। পুষ্প

ওয়াশরুমে তখন। পিউ বসে থেকেই হাঁক ছুড়ল,

' তোর ফোন বাজছে।'ওপাশ থেকে উত্তর আসেনা। অথচ রিং হচ্ছে এখনও। অজ্ঞাত ব্যক্তি অধৈর্য খুব। পিউ শেষমেষ গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে এলো। ফোন তুলল হাতে।

আনসেভ নম্বর দেখে বিভ্রমে পরল। ধরা কী ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতে কে*টে গেল লাইন। সেকেন্ডের

মাথায় আবার বাজল। পিউ রিসিভ করল এবার। কানে গুঁজে 'হ্যালো 'বলার আগেই উৎকণ্ঠিত স্বর ভেসে এলো,

' কী করছো? বিজি? ফোন ধরছিলেনা যে? '

পিউ মুহুর্তমধ্যে স্বর চিনে ফেলল। বিভ্রান্ত হয়ে আরেকবার ফোন সামনে আনলো। পরিষ্কার চোখ

বুলিয়ে ফের কানে ঠেকাল। ওপাশের মানুষটা বলল,

‘ হ্যালো,শুনতে পাচ্ছো না? হ্যালো!’

পিউ অনিশ্চিত কণ্ঠে ডাকল ‘ ইকবাল ভাইয়া?’লোকটির কথা বন্ধ। পিনপতন নীরবতা নেমে এলো তৎক্ষনাৎ। হ্যাঁ-না বলছে না। টু শব্দ নেই। পিউ আবার বলল,

‘ ইকবাল ভাইয়া না? হ্যালো,শুনতে পা...’

এর মধ্যেই ফোন টেনে নিলো পুষ্প। পিউ চমকালো না,তবে অবাক হলো। পুষ্প স্ক্রিনে তাকাতেই চোখ বড় বড় করল। কেমন ভ্যাবাচেকা খেল। পরপর খট করে লাইন কে*টে দিলো। তাকালো তার দিকে। রা*গ দেখিয়ে বলল,

‘ পারমিশন না নিয়ে কারো ফোন রিসিভ করতে নেই,জানিস না তুই? ‘

‘ ওটা কি ইকবাল ভাইয়া ছিলেন?’

পিউ সঠিক জায়গায় তীর ছু*ড়েছে। পুষ্প তবুও নিভে গেলনা। উলটে প্রতাপ নিয়ে বলল,

‘ ইকবাল ভাই হবেন কেন? উনি কেন ফোন করবেন? আন্দাজে কথা না বললে চলেনা তোর,

তাইনা?’

পিউ ভ্রুঁ কুটি করে বলল ‘ চেঁ*তে যাচ্ছিস কেন? আমিতো শুধু... ‘

পথিমধ্যে কথা কে*ড়ে নিল পুষ্প,‘কী শুধু? তুই আমার ফোন রিসিভ করে কী গোয়েন্দা হতে চেয়েছিলি? আর যেন না দেখি আমার ফোন ধরতে। এক চ*ড়ে সব দাঁত ফেলে দেব তাহলে। বেয়াদ*ব কোথাকারে!’ পুষ্পর রুক্ষ ব্যবহারে পিউয়ের বুক ভারী হয়। ক*ষ্ট পেল সে। চোখ ফেটে উঁকি দিলো স্বচ্ছ জল।

নেত্রপল্লব ভিজে উঠল। ঠোঁট চে*পে কান্না আটকে অভিমানী কণ্ঠে বলল, ‘ তুই আমার সাথে আর কক্ষনও কথা বলবিনা।’এরপর বিছানার কোনায় গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পরল। পুষ্পর এতক্ষনে হুশ ফিরেছে। কপাল চাঁ*পড়ে, জ্বিভ কা*টল সে। ভ*য় পেয়ে, নার্ভাস হয়ে কী না কী বলে ফেলল, ইশ! সে চটজলদি গিয়ে বোনের পাশে

শোয়। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই পিউ মুচ*ড়ে উঠল। দা-পাদাপি করে বলল,

‘ ছাড় আমাকে।’

পুষ্প ছাড়লোনা। উলটে বোনের তুলতুলে গালে চুঁমু খেয়ে বলল

‘আমাল লক্ষী বাবু,এমন কলেনা। ‘

পিউ চুপ করে থাকল। ছোটাছুটি করলেও লাভ হবেনা। পুষ্প মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল,

‘ সামনে তোর পরীক্ষা তো,অনেক চিন্তায় ছিলাম। ওইজন্যে না বুঝে কী না কী বলে ফেলেছি।স্যরি!’

পিউ নাকমুখ কুঁচকে তাকায়। এটা কেমন লজিক? পরীক্ষা ওর,চিন্তা তার বোনের? কিছু বলতে গেল,তখনি ঘরে ঢুকল বর্ষা। লাজুক লাজুক চেহারাটা দেখতেই পিউ কথা গি*লে নেয়। বর্ষার বুকের সাথে চে*পে রাখা প্যাকেটটায় চোখ পরে।

সে দোর চাপিয়ে এগিয়ে এলো। দুবোন তৎক্ষনাৎ শোয়া থেকে উঠে বসে। পুষ্প শুধাল,‘ প্যাকেটে কী?’

বর্ষা মাথা নামিয়ে হাসল।

মৃদূ কণ্ঠে বলল ‘ তোর ভাইয়া পাঠিয়েছেন।’

পিউয়ের এতক্ষনের রা*গ -ঢাক উবে গেল। চোখ বড় করে বলল, ‘ তাই? কী দিয়েছেন,দেখি?’

বর্ষা প্যাকেট বাড়িয়ে দিলো। হাতে নিয়েই উদগ্রীব হয়ে খুলল সে। বেরিয়ে এলো টকটকে গোলাপ, রজনীগন্ধা আর সাথে একটা লাল পাড়ের কালো শাড়ি। ভেতরে ছোটখাটো চিঠিও আছে। পিউ হাতে তুলল। অনুমতি চাইল ' পড়ব?'
বর্ষা মাথা দোলায়। পিউ ভাঁজ খুলে জোরে জোরে পড়ল,

‘ বিয়ের আগে আমার তরফ থেকে পাঠানো প্রথম উপহার। আশা করছি আর আক্ষেপ নেই! আমার মেয়েদের জিনিস কেনার অভিজ্ঞতা নেই। জানিনা কেমন লাগবে তোমার! তবুও কিনেছি,এখন
আমার মিষ্টি বউটার পছন্দ হলেই শান্তি।’পিউ থামল। পুষ্প বুকে হাত দিয়ে বলল ‘ হায়! কী রোমান্টিক! ‘

বর্ষা শাড়ির আঁচলটা আঙুলে প্যাচাতে প্যাচাতে বলল,

‘ সকালে কথায় কথায় বলেছিলাম,আমার একটা প্রেম করা হলোনা। এখন তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে। আপনার থেকেও একটা উপহার পেলাম না। যেটা দেখে মনে হবে,না বয়ফ্রেন্ড দিয়েছে।

তাই উনি এখন ওনার ভাইয়ের থেকে লুকিয়ে পাঠালেন। তিনি দিয়েছেন ও লুকিয়ে।’

পিউ-পুষ্প মুখ চাওয়া- চাওয়ি করল। আচমকা দুজনেই চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পরল বিছানায়। ভ্যাবাচেকা খেল বর্ষা। দুজন সমস্বরে চিৎকারর করে বলল,

‘ উ মাগো টুরু লাভ!’বর্ষার বিয়ে আজ। জাক-জমক অনুষ্ঠানেরও

আজকেই সমাপ্তি। এরপর মেয়েটা চলে যাবে শ্বশুর বাড়ি। আত্মীয় -স্বজন ফিরে যাবে নিজেদের ভিঁটায়। পূর্ন,গমগমে ঘরবাড়ি খালি হবে। যে যার মত ব্যস্ত হবে কাজে। শুধু ফাঁকা পরে থাকবে বাবা মায়ের বুক।

ভোর থেকে ময়মুনা ভার মুখে ঘুরছেন। ঠিকঠাক কাজ করলেও হাসির দেখা নেই। যতবার মনে

পড়ছে মেয়েটা চলে যাবে আজ,চোখ জ্ব*লে উঠছে কা*ন্নায়। ক্ষনে ক্ষনে অশ্রু আঁচলে মুছছেন। লাভই হচ্ছেনা! বেহায়া চোখ আবার ভিজে ওঠে।

বর্ষা সকাল বেলা উঠেছে। ঠান্ডা লেগেছে তার। গতকাল বেলালের ডেয়ার পূরন করতে গিয়ে সর্দি বেঁধেছে। টিস্যু দিয়ে নাক মুছতে মুছতে রান্নাঘরে এলো সে। ময়মুনা

খাতুন এঁটো চায়ের কাপ ধুচ্ছেন তখন। বর্ষা বলল,

‘ মা,এক কাপ চা দেবে আমায়?’

তিনি বোজা কণ্ঠে বললেন ‘ দিচ্ছি।’মায়ের গলা শুনে বর্ষার ভ্রুঁ বাঁকা হয়। আপাতত রান্নাঘরে নেই কেউ। বর্ষা একটু এগিয়ে এলো। মায়ের বাহু ধরে নিজের দিকে ঘোরাল। চোখ ভরা জল দেখে আঁত*কে বলল,

‘ ওমা কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?’

ময়মুনা তাড়াহুড়ো করে চোখ মুছে বললেন,

‘ কিছুনা। পেয়াজ কে*টেছিলাম তাই....’

‘ আমি চলে যাব বলে কাঁ*দছিলে, তাইনা?’

বলতে না বলতেই বর্ষার চোখ বেয়ে জল গালে পরল। মেয়ের কা*ন্না দেখে ময়মুনার আর শক্ত থাকা

হলোনা। গা ভে*ঙে কেঁ*দে ফেললেন। সাথে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। হাউমাউ করে বললেন,

‘ আমি তোকে ছাড়া কী করে থাকব রে মা? আমার ঘরটা যে খালি হয়ে যাবে।’

বর্ষা জোরে কেঁ*দে ওঠে। শব্দ পেয়ে নাস্তার টেবিল থেকে উঠে পরলেন মিনা বেগম। পিছন পিছন এলেন

অনেকেই। মা মেয়ের কা*ন্না দেখে রাশিদের চোখ ছলছলে। বর্ষা কাঁ*দতে কাঁ*দতে ছেলেমানুষী কণ্ঠে বলল,

‘ আমি যাব না,কোত্থাও যাব না। বিয়ে করব না আমি।’

মিনা বেগম নরম মনের মানুষ। তার ও চোখ ভরল জলে। এগিয়ে গিয়ে বর্ষার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ বোঁকা মেয়ে! তুই কি একবারে যাচ্ছিস না কী? মন চাইলেই আসবি।’

বর্ষা মায়ের বুকে থেকেই জোরে জোরে দুদিকে মাথা ঝাঁকায়। এই যুক্তি মানেনা সে।

মিনা বেগম ময়মুনা কে কপট ধম*কে বললেন,

‘ কী শুরু করলি তুই মুনা? মেয়েটা যদি বিয়ের দিন কেঁ*দে চোখ ডাবায়,ভালো লাগবে সাজলে?’

রাশিদ ও এগিয়ে এলেন। মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। স্ত্রীকে বললেন,

‘ নিজেকে সামলাও,মেয়েটা যে কাঁ*দছে খুব!’

ময়মুনা বহু ক*ষ্টে কা*ন্না থামালেন,চোখ মুছলেন। মেয়ের

মাথা বুক থেকে তুলে গাল দুটো আজোলে নিলেন। আদুরে স্বরে বলেন,‘ খুব সুখী হবি তুই, দেখিস।’

বর্ষা কাঁ*দছে তখনও।

মিনা বেগিম রান্নাঘর আর জটলা থেকে বেরিয়ে এলেন। কোমল,আদুরে নেত্রে ওপরের ঘরের দিক তাকালেন। তার নিজেরও তো দুই মেয়ে। একদিন প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মানুসারে ওদেরকেও পাঠাতে

হবে পরের ঘরে। তার বুকটাও এভাবে পুড়*বে না তখন? ভাবতেই কা*ন্না উগলে আসে যেন। তিনি যত্র এগোলেন সেদিকে। মেয়ে দুটো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এই ফাঁকে একটু আদর করে আসবেন গিয়ে। ও রাতো ভাবে মা সারাদিন ব*কে,ধম*কায়। কিন্তু পৃথিবীতে মায়ের মত ভালো যে কেউ বাসেনা। সে কী কোনও সন্তান বোঝে?’সাদিফ

সিড়ি বেয়ে উঠছে। হাতে সবুজ আপেল।

শূন্যে ছুড়ে আবার ধরে ফেলছে সেটাকে। এর মধ্যে পথে বাঁ*ধল মারিয়া। মেয়েটা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। এলোমেলো কেশে, হাই তুলতে তুলতে সাদিফের সামনে পরল। ওকে দেখা মাত্রই সাদিফ ঠোঁট টিপে হাসল। গত রাতে মেয়েটাকে যেই পরিমান নাকানি-

চুবানি খাইয়েছে, সেই কথা মনে করেই। মারিয়ার গা জ্ব*লে গেল তাতে। সাদিফ হেসে পাশ কা*টাতে গেলেই সে হা-হুতা*শ করে বলল,
‘ ইশ!ইয়া আল্লাহ! সকাল সকাল কার মুখ দেখলাম? পুরো দিনটাই খা*রাপ যাবে এখন।’
সাদিফ দাঁড়িয়ে গেল ওমনি। পেছনে না তাকিয়ে নিজেও হুতাশন করল,

‘ আসলেই! কাকে দেখালে মা’বুদ। এসব ম্যালেরিয়া, ট্যালেরিয়া কে আমার থেকে দূরে রাখো, প্লিজ গড প্লিজ।

মারিয়া সতর্ক কণ্ঠে বলল ‘ ম্যালেরিয়া কাকে বললেন?’

নির্লিপ্ত জবাব,‘ আপনাকে।’

মারিয়া হা করে বলল,

‘ আপনি আমাকে ম্যালেরিয়া বললেন? ‘

সাদিফ অবুঝের ভাণ করল,
‘ বেশি সন্মান দিয়ে ফেললাম?’
মারিয়া ভীষণ রে*গে বলল,
‘ আপনি আমার সুন্দর নাম বিকৃত করছেন?’
‘ করছি।’
মারিয়া দাঁত চে*পে চোখ বুজল। গা ঝেড়ে শ্বাস নিয়ে বলল,
‘ সেতো করবেনই। আপনার এসব আজেবাজে কথা ছাড়া ভাণ্ডারে

আছেই বা কী? এই যে আপনি একজন তালকানা,রাতকানা,দিনতানা,আমি কী একটাও বলেছি? বলিনি। কারন আমি ভদ্র ও সভ্য মেয়ে। আপনার মতো অসভ্য আর ঠোঁট কা*টা নই।'সাদিফ ফুঁ*সে উঠল। আঙুল উঁচিয়ে বলল

' দেখুন! আপনি একজন ইয়ে বলে,কিছু বলছিনা। নাহলে....'

মারিয়া চোখ ঝাপটে হেসে বলল,
‘ আমাকে ঠিক যতটা ইয়ে ভাবছেন,আমি ঠিক ততটা ইয়ে নই। একটা সুযোগ পাই,বুঝিয়ে দেব কেমন?’
সাদিফ জবাব দিতে চাইল,এর মধ্যেই জবা বেগম কে আসতে দেখে থেমে গেল। তবে চাপা কণ্ঠে হুশিয়ারি দিলো,
‘ মা আসছে বলে বেঁচে গেলেন। ‘

মারিয়া হাত নাড়ল। যেন মশা তাড়াল। সাদিফ আর দাঁড়ায় না। মেয়েদের সাথে কথা বলতে দেখলে মা উল্টোপাল্টা ভাবে যদি? তাড়াহুড়ো করে প্রস্থান নিলো। জবা বেগম,মারিয়া মুখোমুখি হতেই দুজনেই মৃদু হাসল। তিনি চলে গেলেন ঘরে। মারিয়া বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে ঠোঁট কাম*ড়াল। মনোযোগ দিয়ে ভাবল,

‘ এই সাদা মূলা টাকে যে কীভাবে শায়েস্তা করি!’পিউ ব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে, এসে কলপাড়ে দাঁড়াল। ট্যাংকির পানি বরফের মতো ঠান্ডা। শীতকালে টিউবওয়েল থেকে যে গরম পানি পরে,সেটা দারুণ লাগে তার। সে শান বাঁধানো ফ্লোরে দাঁড়াতে যাবে,

তক্ষুনি,পানি নিতে এলেন একজন মধ্যবয়সী নারী। কোমড়ের হাড়ে বড়

সাইজের কলসি গোঁজা। পড়নে সুতির কাপড়, পেঁচিয়ে মাথাও ঢেকেছেন। পাশেই বাড়ি তাদের। ওনাকে দেখে পিউ সরে জায়গা দিলো। ভদ্রমহিলা ওর দিক তাকাতে তাকাতে কলস পাতালেন টিউবওয়েলের নীচে। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে পিউয়ের আপাদমস্তক দেখলেন। ভীষণ কৌতুহল নিয়ে প্রশ্ন করলেন,

‘ এই বাড়িত বেড়াইবার আইছো?’

পিউ মাথা দুলিয়ে বলল ‘ জি।’‘ রাশিদ বাই কী অয় তুমগো?’

‘ আমার মামা।’

মহিলাটি ভ্রুঁ তুলে বললেন ‘ তুমি কার মাইয়া?’ মার নাম কী?’

‘ জী, মিনা পারভীন।’

মুহুর্তে গদগদ হয়ে উঠলেন তিনি। পান খাওয়া, লাল দাঁত বের করে হেসে বললেন’

‘ ও, তুমি মিনা আপার মাইয়া? আগে কইবানা। তুমারে দেখছি হেই কবে! ডাঙ্গর অইছো অনেক। কোন কেলাসে পড়ো?

‘ এইচ এস সি দেব। ‘বুঝলেন না তিনি,

‘ এ্যা? কী দেবা?’

‘ মানে,ইন্টার দেব।’

‘ ওও.. ভালা। তোমার বড় বোইনের বিয়া অইছে?’

‘ না হয়নি।’

মহিলাটি ভ্রুঁ গুছিয়ে বললেন ‘ ক্যান? বিয়া দ্যায়না ক্যান? কুনো সমেস্যা?’

পিউ উদ্বেগ নিয়ে বলল ‘ না না, সমস্যা কেন হবে? আপুতো পড়ছে এখনও।’

মহিলাটি মাথার কাপড় কানের দুপাশে গুজে বললেন,

‘ হুনো, মাইয়া মাইনষ্যের এত লেহন পড়ন ভালানা। তাত্তাড়ি বিয়া-

শাদি করোনই অইলো তাগো আসল কাম। ছুডো একটা জীবন, বাঁচবা কয়দিন? আইচ্ছা বাদ দাও,তুমার তো চেহারা, সুরত মাশাল্লাহ। গা'র রংডাও টকটকা। আমার ধারে ভালো পোলা আছে। তুমার আম্মার লগে কতা কইয়া দেহি কী কও!পিউ হতভম্ব হয়ে বলল ' এসব কী বলছেন? আমিত এখনও ছোট। '

মহিলাটি বললেন ‘ আরে কীর ছুডো? তুমাগো নাখান বওসে আমার পোলাপান আছিল দুইডা। এহনি তো শইল মোইড় দেওনের সময়। এইডাই বওস বিয়া করনের। বুজছো? পরে বওস বাড়লে কুনো পোলারতে দাম পাইবানা।’

বলার সাথে বুড়ো আঙুল চিৎকাত করে দেখালেন তিনি। পিউ চেহারা

গোঁটাল। এর মধ্যেই পেছন থেকে কেউ জবাব ছোড়ে,

‘ ওর বিয়ে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবেনা। তার জন্যে আমরা আছি।’

পিউ ফটাফট ঘুরে তাকায়। তাকালেন নারীটিও। ধূসর এগিয়ে এসে পিউয়ের পাশে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলা একবার ওকে পা থেকে মাথা অবধি দেখে পিউকে শুধালেন,

‘ ক্যাডা ?’

পিউ বিপাকে পরল। এই প্রশ্নটা সবথেকে বিব্রতকর তার কাছে। ধূসরের পাশে 'ভাই' শব্দ লাগাতে বুকটা ফেটে যায় যে। মিহি কণ্ঠে বলল,

' কাজিন।'

' কী জিন?'

' আমার চাচাতো ভাই।'

মহিলাটি মাথা দুলিয়ে বললেন ' ও, তুমার বাই? বড় বাই?

পিউ নাক ফোলায়। মুখ খোলার আগেই ধূসর ভুল শুধরানোর ভঙ্গিতে বলল

‘ চাচাতো ভাই। আপনার পানি নেয়া হয়নি?’

তিনি বুঝতে না পেরে বললেন ‘ ক্যান?”‘ হলে যে পথ দিয়ে এসছেন সে পথ দিয়েই বের হবেন। রাস্তঘাটে ঘটকালী করেন ভালো,কিন্তু আমাদের বাড়ির মেয়েদের বিয়ে

নিয়ে আপনাকে নাক গলাতে কেউ বলেছে?’

সোজাসাপটা,ভণিতাহীন উত্তরে নারীটি চুপসে গেলেন। মুখ ছোট করে মাথা নাড়লেন দুদিকে। পরপর কল চাপার গতি বাড়িয়ে দিলেন। নিমিষে কলস ভরে উঠল। পানি উপচে পরল। ধূসরকে একবার দেখে কলসটাকে ফের কোমড়ে

তুললেন। দ্রুত পায়ে ছাড়লেন বাড়ির আঙিনা।

ধূসর বিরক্ত হয়ে দেখছিল। চোখ এনে পিউয়ের দিক ফেলতেই, দেখল মেয়েটা আবার হা করে তাকিয়ে। ধূসর ভ্রুঁ শিথিল করল। দু আঙুল দিয়ে পিউয়ের ঠোঁট চে*পে ধরে হা 'টুকুন আটকে দিয়ে বলল,

' গ্রামে অনেক মাছি! মুখ বন্ধ রাখ, ঢুকে যাবে নাহলে।'

পিউ নড়েচড়ে ওঠে। ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেই গলায় তোয়ালে ঝুলিয়ে হাজির হয় সাদিফ। সাথে বেলাল,রাদিফ,রোহান এরাও আছে। সাদিফের পড়নে লুঙ্গি,খালি গা। ধূসর ওকে দেখে কপাল কুঁচকে বলল ‘ কোথায় যাচ্ছিস?

সে হৈহৈ করে জানাল,‘ নদীতে। গোসল করব,যাবে?’

পিউ অবাক হয়ে বলল ‘ নদীতে? আপনি তো সাঁতার জানেন না ভাইয়া,ডু*বে গেলে?’

সাদিফ চিন্তিত কণ্ঠে বলল ‘ সেত জানিনা। কিন্তু বেলাল বলেছে ও সামলাবে।’

ধূসর বলল ‘ তোর মত গাট্টাগোট্টা লোক ডুবতে নিলে ও পারবে তুলতে?’

আর রাদিফ ,তুই কোথায় যাচ্ছিস?’

ভাইয়ের চোখ দেখে ছেলেটা গুটিয়ে গেল। ভীত কণ্ঠে বলল ‘ আমিও একটু....’

‘ বাহ! তোরা যে দলবেঁধে পানিতে ডু*বে ম*রতে চাস,আগে জানাবিনা? তাহলে বাড়ির পেছনের পুকুরটা কী দোষ করল? ওখানে গিয়ে মর। নদীর থেকে বেটার আই থিংক। অন্তত লা*শ খুঁজে পাওয়া যাবে।’

ধূসরের নিরুৎসাহিত কথাবার্তা। সাদিফ অসহায় নেত্রে বেলালের দিক তাকাল। সেও মহাচিন্তায় পরেছে। সত্যিইত,রোহান আর সেই সাঁতার জানে। ওদের দুজনের কিছু হলে তুলতে পারবে? সে মাথা চুল্কে বলল,
‘ সাদিফ ভাই,তাহলে কী থাকবে আজ?’

রাদিফ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল,

‘ আমার যে খুব শখ, নদীতে গোসল করব। ও বড় ভাইয়া,তুমিও চলোনা আমাদের সাথে। আমরা ডুবতে নিলে তুমিত তুলতে পারবে। তোমারত অনেক শক্তি। কত ভারী ভারী ডাম্বেল তোলো। ‘

উজ্জ্বল হয়ে আসে সাদিফ। সেও সুর মেলায়,

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া তুমিও চলো। তাহলে আর চিন্তা নেই।’

ধূসর নাঁকচ করল,‘ না।’

‘ আরে চলোনা,মজা হবে। এসো এসো... এই বেলাল,ভাইয়ার জন্যে একটা লুঙ্গির ব্যবস্থা করোতো।’ ‘

‘ যাবনা বললাম না,ছাড়, সাদিফ,আরে...’

কে শোনে কার কথা! সাদিফ,রাদিফ সব ক’টা মিলে ধূসরের দুবাহু ধরে টেনেটুনে নিয়ে চলল। বেলাল আবার

বাড়িতে ঢুকল তার জন্যে লুঙ্গি আনতে।

পিউ সব দেখে হাসল। বুক ফুলিয়ে দীর্ঘ এক শ্বাস নিলো। কবে যে মানুষটাকে মনের কথা বলবে!

****

মারিয়া চোরের মত পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকল। আপাতত সাদিফ আর ধূসরের দখলে যেটা। দরজা চাপিয়ে ভেতরে এলো। আশেপাশে তাকাল,

খুঁজল কিছু। কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল। চেয়ারের ওপর ভাঁজ করে রাখা সাদিফের মেরুন পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা সেট। একটু আগেই সুনিপুণ হাতে আয়রন করে রেখে গেছে সে।গোসল সেড়ে এসে এগুলোই পরবে। মারিয়া ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছিল। বুঝতে বাকী নেই

মহারাজ বিয়েতে এটাই পরিধান করবেন।

সেই থেকেই তক্কে তক্কে ছিল সে। যেই মাত্র ঘর খালি হয়েছে,লুফে নিলো সুযোগ।

মারিয়া ওড়নার নিচ থেকে ডান হাত বের করল। ছোট একটা পলিথিন নিয়ে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে বেশ কবার দেখে নিল পেছনে। পাছে এসে পরে কেউ!

কাপড়গুলোর কাছে এসে পলিথিনের মুখ খুলল। বেরিয়ে এলো সবুজ সবুজ কিছু অমসৃন পাতা। ক্রুর হাসল সে। পাঞ্জাবিটার দিক চেয়ে বিড়বিড় করল,

‘ মারিয়ার সাথে পাঙ্গা? রাতকানা মশাই,এবার বোঝাব মজা।’

সবকটা পাতা পাঞ্জাবিতে ডলে ডলে দিল তারপর। কিছু রেখে দিল পকেটেও। কাজ শেষে হাত ঝেড়ে

সাবধান করল,‘ পরেরবার আমার সাথে লাগতে এলে,আজকের কথা দুবার নয়,দশবার ভাববেন। ওকে?’ যেন সত্যিই সাদিফকে শা*সাল সে। ঠিক কাল যেভাবে হেসেছিল সাদিফ,সেভাবেই হাসল মারিয়া। বেনীটাকে সামনে থেকে ছুড়ে পেছনে ফেলল। হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে গান ধরল,

‘ সে যে কেন এলোনা,কিছু ভালো লাগেনা। এবার আসুক, তারে আমি মজা দেখাব।’বিশাল বাড়ি হৈচৈ-এ পরিপূর্ণ । বরযাত্রী রওনা করেছেন, মাত্রই খবর পেলেন রাশিদ। বাড়িতে ঢুকে মুত্তালিব মেয়েকে সাজানোর পায়তারা দিলেন। পুষ্প,মারিয়া হুকুম মাত্রই অবঢৌকন,আর বর্ষাকে নিয়ে বসে গেল। মারিয়া শাড়ি পরাবে,আর

মেক-আপ করাবে পুষ্প। ওর আবার সাজগোজের হাত ভালো।

গ্রামের যত মানুষ দাওয়াতে এসছে,তাদের ভীড়ে নিমিষে ভরে গেল ঘর। সবাই উৎসুক হয়ে দেখছে। বর্ষাকে বিছানায় বসিয়ে সাজাচ্ছে ওরা। ঘরটাও বেশ বড়সড়। অথচ আজ যেন শ্বাস ফেলার ও জায়গা হচ্ছেনা। শীতের মধ্যেও ছুটে আসছে প্রচন্ড গরম।

পিউ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। দমবন্ধ হয়ে আসছে তার। সাথে পরেছে ভারী লেহেঙ্গা। সেজেছে কখন,অথচ ঘর ছাড়েনি।আসলে মন ভালো ছিল না। ধূসরের সাথে ম্যাচিং করার মত আর একটাও জামা নেই বলে। বাধ্য হয়ে এটাই পরেছে। তাও পুষ্পর কথায়। কালার ভিন্ন হলেও জামার ডিজাইন একইরকম দুজনের।

পিউ ভীড় ঠেলেঠুলে প্রান বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলো। লেহেঙ্গার দু মাথা ধরে ধরে সিড়ি বেয়ে নামল। অল্প উঁচু দেখে হিল পরেছে পায়ে। আস্তে-ধীরে দেখে-শুনে পা ফেলে বাড়ির বাইরে এলো।

প্যান্ডেলের ভেতর এসে সামনে তাকাতেই বড়সড় হোচ*ট খেল পিউ। একেবারে চারশ আশি ভোল্টেজের ঝটকা। প্যান্ডেলের এক

কোনায় চেয়ার পাতানো। তার একটাতে বসে ধূসর। পাশে তুহিন রাও আছে। মুত্তালিব ও এসে বসেছেন কেবল। গোল হয়ে আড্ডা দিচ্ছে তারা।অথচ সবাইকে ছাপিয়ে পিউয়ের চোখ পরে রইল ধূসরের ওপর। ওর গায়ের মেরুন পাঞ্জাবিটা দেখে মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। একটুও চিনতে ভুল হয়নি, এটা সেই পাঞ্জাবি, যেটার জন্যে গোটা এক

বেলা তার মুখে হাসি ছিল না। ধূসরের জন্যে বাছাই করেও,মুখের সামনে থেকে সাদিফ ভাইয়া নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ সেটাইত। একই রঙ,একই নকশা, সবই এক।

এই পাঞ্জাবি কোথায় পেলেন ধূসর ভাই?সাদিফ ভেজা তোয়ালে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখল। হাত দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

পড়নে কালো ট্রাউজার শুধু। উদাম ফর্সা গা বেয়ে পানি পরছে এখনও। দু আঙুলে জেল মেখে চুলে মাখাল,পরপর ঠেলে দিল ওপরে। এতক্ষনের লতিয়ে থাকা চুল,মুহূর্তে শক্ত হয়ে সজারুর কাটার মতোন দেখাল। সে যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত,সেই ক্ষনে দরজায় এসে দাঁড়াল মৈত্রী। সাদিফের উন্মুক্ত, ধবধবে সাদা পৃষ্ঠ দেখে ঢোক গিলল।

তারপর ঝটপট ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। খোলা দরজায় টোকা দিল তার মনোনিবেশ পেতে। মিহি কণ্ঠে শুধাল,

‘ আসতে পারি?’মেয়েলী স্বরে চোখ তুলল সাদিফ। আয়নার ভেতর থেকে দেখতে পেল একটা ঝাপসা প্রতিবিম্ব । চটপট টেবিল থেকে চশমা নিয়ে চোখে গুজল। পিছু ঘুরতেই মৈত্রী কে দেখে হোচট

খেল। খেয়াল হলো সে খালি গায়ে। ত্রস্ত হাতের কাছে তোয়ালে পেয়েই জড়িয়ে নিলো দুকাঁধে।

অবাক হয়ে বলল,

‘ আপনি? ‘

‘ ভেতরে এসে বলি?’

‘ জি,আসুন।’

মৈত্রী নম্র পায়ে ঘরে ঢোকে। নুপুরের ঝুনঝুন শব্দে ফ্লোর কাঁ*পে। কাঁ*পছে তার বুকটাও। পড়নের

গাউন তার রুপের জৌলুশ কয়েকগুন বাড়িয়েছে। অথচ সাদিফ ভালো করে দেখলোওনা। সে অস্বস্তিতে গাঁট। এই মেয়ে হঠাৎ তার রুমে কেন? কালকের ওই ঘটনার পর একে দেখলেই অস্বস্তি চারগুন বাড়ে। এখন প্রোপোজ -টোপোজ করবে না কী? ও গড না না না।

অদৃশ্যভাবে সহস্র বার মাথা ঝাঁকাল সাদিফ। মৈত্রী এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল,

‘ রেডি হবেন না?’

‘ হ্যাঁ, ওই,হচ্ছিলাম। ‘

‘ওহ।’এরপরে চুপ করে গেল মেয়েটা। চোখ নামিয়ে পায়ের ওপর ফেলল। তার উশখুশ, উশখুশ ভাব সাদিফকে দ্বিগুন অপ্রতিভ করে তোলে। সে ক্ষনে ক্ষনে সতর্ক চোখে

দরজার দিক তাকায়। পাছে কেউ এসে যায়! এভাবে দেখলে? কী না কী ভেবে বসে আল্লাহ মালুম। তার পরিচ্ছন্ন চরিত্রে কালি মাখার ইচ্ছে একটুও নেই। ওদিকে মৈত্রী তালা দিয়েছে মুখে। কথা কীভাবে, কোনদিক দিয়ে শুরু করবে সেটাই বুঝতে পারছেনা। এভাবে যেঁচে পরে একটা মেয়ে,এক ছেলের কাছে এসব বললে কেমন দেখায় না?

সাদিফ খেই হারাল ধৈর্যের। প্রশ্ন করল,

‘ কিছু বলবেন আপনি? ‘মৈত্রী মাথা তোলে, সরাসরি চোখাচোখি হতেই সাদিফ দৃষ্টি সরাল। কিন্তু মেয়েটা চেয়ে থাকে। সাদিফের গোল,ফর্সা, ক্লিনশেভ মুখশ্রী ভেতরে ঢেউ তোলে। অন্তরে বইয়ে দেয় কালবৈশাখি।

‘ আপনি কিছু বললে একটু তাড়াতাড়ি বলবেন প্লিজ? আমাকে তৈরী হতে হবে।’

ব্যস্ত কণ্ঠে মৈত্রীর সম্বিৎ এলো। আকুল চাউনী চটপট সরিয়ে জ্বিভে ঠোঁট ভেজাল। আস্তেধীরে বলল,

‘ আপনি আমার ফ্রেন্ড রিকুয়েষ্ট এক্সেপ্ট করেননি কেন? ‘

সাদিফ ভাণ করে বলল ‘ রিকুয়েষ্ট দিয়েছিলেন? কই পাইনি তো।’

মৈত্রী ভ্রুঁ কোঁচকাল ‘ পাননি? কিন্তু আমিত দিয়েছিলাম। অবন্তী জামান মৈত্রী নামে... ‘

সাদিফ হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ হতে পারে। আসলে আমি ফেসবুকে অত এক্টিভ নই। নামে মাত্র আইডি খুলেছিলাম। ‘

‘ ওও....। আচ্ছা,তাহলে আপনার হোয়াটস-এ্যাপ নম্বরটা দেয়া যাবে?’

সাদিফ ফটাফট বলল ‘ আমার হোয়াটসঅ্যাপ নেই। “ তাহলে ইমো?’

‘ ওটাও নেই।’

‘ ইনস্টা?’

‘ নেই।’

মৈত্রী আশ্চর্য বনে বলল,

‘ এ যুগের মানুষ, অথচ কিছুই নেই?’

সাদিফ চমৎকার হেসে বলল ‘আসলে আমাকে দেখতে আধুনিক হলেও আমি ভেতর ভেতরে বেশ সেকেলে। ফোন ঘাটাঘাটি পছন্দ না তেমন। আ’ম ঠু ডেডিকেটেড অন মাই ক্যারিয়ার।’

কথাগুলো বলে থামল সে। ভাবল ব্যাপার মিটে যাবে। স্বস্তির শ্বাস নিতে না নিতেই মৈত্রী বলল,

‘ তাহলে ফোন নম্বরটা দিন। এটা তো আছে। ‘

বিপত্তি বাঁধল এবার। সাদিফের অল্প হাসি মুছে গেল। ডুব*ল মহাচিন্তায় । ফোন নম্বর দেব না,মুখের ওপর বলবেই বা কী করে? অথচ হুটহাট জ্বিভে উত্তরও এলোনা। মৈত্রী তাড়া দিলো,

‘ কী হলো? দিন।’পাশাপাশি ফোনের ডায়াল প্যাড বের করল সে। যেন

সাদিফ নম্বর বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সেভ করবে। সাদিফ আই-ঢাই করল কিছুক্ষন। চট করে মাথায় বুদ্ধির উদ্ভব হতেই বলল,

‘ হ্যাঁ তুলুন।’

মৈত্রীর ঠোঁট ভরে আসে হাসিতে। সাদিফের আওড়ানো এগারটা ডিজিট উৎফুল্ল হাতে ওঠাল সে। বলল,

‘ আমি কল দিচ্ছি,লাস্টে ৫১।’

সাদিফ মাথা দোলায়। মৈত্রী ডায়াল করল, সেকেন্ডে উত্তর এলো’

‘ কাঙ্খিত নম্বরে সংযোগ প্রদান সম্ভব হচ্ছেনা।’

মৈত্রী চকিতে চেয়ে বলল ‘ বন্ধ কেন?’

সাদিফ কাধ উঁচায় ‘ চার্জ নেই।’‘ ওও... আচ্ছা বেশ পরে কল দেব।’

সাদিফ মনে মনে বলল ‘ দেবেন,কিন্তু কল আমি অবধি আসবেনা। ‘

মুখে বলল ‘ নিশ্চয়ই, এনিটাইম।’

মৈত্রী মুগ্ধ হাসে।

‘আমি এখন আসছি।’

সাদিফ আস্তে করে বিড়বিড় করল ‘ আসছি নয়,বলুন যাচ্ছি। তাহলেই বাঁচি।’

‘ কিছু বললেন?’

‘ হু? না না,বললাম আচ্ছা যান।’

মৈত্রী আর একবার লাজুক চোখে তাকে দেখে ঘর ছাড়ল। সাদিফ বুক ফুলিয়ে দীর্ঘ,বড় শ্বাস নিলো। নিস্পৃহ কণ্ঠে আওড়াল‘ আপদ! ‘

তারপর গিয়ে দোর চাপালো। কী ভেবে ছিটকিনিটাই তুলে দিল। এগিয়ে এসে গুছিয়ে রাখা পাঞ্জাবি পাজামার সেট তুলে তৈরী হতে ব্যস্ত

হলো। ওপরের দুটো বোতাম আটকাতে আটকাতে গান ধরল,
‘ চাইনা মেয়ে তুমি অন্য কারো হও...
পাবেনা কেউ তোমাকে তুমি কারো নও।
আরেকবার আয়না দেখে চুল ঠেলল সে। কব্জিতে চকচকে ঘড়ি ঝুলিয়ে, সেজেগুজে পকেটে মোবাইল ভরে ফুরফুরে মেজাজে ঘর ছাড়ল।

মারিয়া দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। চেয়ে চেয়ে দেখল সাদিফের সিড়ি বেয়ে নামা। হাত ঝেড়ে ক্রু*র হেসে আওড়াল,
‘ যা বাছাধন যা,একটু পরেই বুঝবি,কত মরিচে কত ঝাল!’পিউয়ের বক্ষস্পন্দন জোড়াল। সপ্তদর্শীর ভেতরটা ভরে গেছে এলোমেলো হাওয়ায়। ব্যগ্র,ব্যাকুল দুটো চোখ ধূসরেতে নিবদ্ধ।

মানুষটার গায়ের একটা পাঞ্জাবি তাকে মুহূর্তে কেমন থমকে রেখেছে। তার মাথায় এখনও ঢুকছেনা, ‘ ধূসর ভাই এই পাঞ্জাবি কই পেলেন?’

সাদিফ ভাইয়ার থেকে নিলেন কী? কিন্তু ওনার থেকে ধূসর ভাইয়ের স্বাস্থ্য ভালো,হওয়ার তো কথা নয়। পিউ রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ। ভাবল, একবার সাদিফ কে গিয়ে জিজ্ঞেস

করবে। ঘুরে হাঁটা দেয়ার আগেই দেখল মৈত্রী এগিয়ে আসছে। মুখটা হাসিহাসি ভীষণ। এসে কাছে দাঁড়াল,পিউয়ের আপাদমস্তক দেখে বলল,

‘ বাহ পিউ, তোমাকে তো ভীষণ সুন্দর লাগছে! আমাকে কেমন লাগছে?’

পিউ হেসে বলল ‘ সুন্দর।’

মৈত্রী আশেপাশে তাকাল। কেউ ধারেকাছে আছে কী না দেখতে। পিউ যেতে নিলে বলল,‘ কোথায় যাচ্ছো?’

‘ একটু আসছি।’

‘খুব তাড়া?’

‘ ওই আর কী, কিছু বলবে তুমি?’

‘ বলতাম,শুনবে একটু?’

পিউ শান্ত হয়ে দাঁড়ালো,

‘ বলো।’

মৈত্রী চোখ নামিয়ে মুচকি হাসল। লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটল চেহারায়। সুস্থির স্বরে বলল,

‘ আমি আসলে,কীভাবে যে বলি...’

পিউয়ের অবাক লাগে তার হাবভাব। বিয়ের প্রস্তাব দিলেও মানুষ এমন করে না কী? ঠিকঠাক করতে বলল,

‘ আরে এত ভাবাভাবির কী আছে? বলোনা কী বলবে!’

মৈত্রী আস্বস্ত হলো একটু। পিউয়ের মুখের দিক তাকাল। সোজাসাপটা বলে দিলো,

‘ আমার না,তোমার সাদিফ ভাইয়াকে ভীষণ ভালো লাগে। ‘

পিউ হতবিহ্বল হয়ে বলল’ এ্যা?’

মৈত্রী মাথা ঝাঁকায়। অসহায় কন্ঠে বলে ‘ হ্যাঁ। আসলে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিন থেকেই। সময় যত যাচ্ছে তত বেশি করে প্রেমে পড়ছি

ওনার। তুমি আমাকে একটু হেল্প করোনা পিউ! তোমার সাথে তো ওনার ভীষণ মিল।'

পিউ পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। মস্তিষ্ক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নড়ন-চড়ন নেই। মূর্তি বনে থাকা দেখে কপাল বাঁকায় মৈত্রী। হাত ঝাকিয়ে বলে,' এই পিউ,কিছু বলো?'

পিউ ওভাবেই জমে থাকে। আচমকা বড় করে শ্বাস ফেলে। ভীষণ মন খা*রাপ নিয়ে জানায়,

‘ সাদিফ ভাইয়ের সাথে যে আমার আপুর বিয়ে ঠিক করা মৈত্রী আপু।’

তৎক্ষনাৎ মৈত্রীর প্রানবন্ত হাসিটা মুছে গেল। মাথায় পরল বজ্রপাত। আর্তনাদ করে বলল ‘ কী বলছো?’

পরমুহূর্তে হাসার চেষ্টা করে বলল ‘ মজা করছো তাইনা?

পিউ চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল দুপাশে। বলল,
‘ সেজো মা আরো আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন। সেজো চাচ্চু ফিরলেই কথা পাকাপাকি হবে। আর সবথেকে বড় কথা, ওরাও দুজন দুজনকে পছন্দ করে।’মৈত্রীর চোখ ভরে উঠল। ছলছলে দৃষ্টিতে ভেজা কণ্ঠে বলল ‘ তাহলে আমার প্রথম প্রেম মিথ্যে হয়ে গেল পিউ?’

পিউ সহায়হীন নেত্রে ঢাকায়। আফসোস করে বলে,

‘ ওরা যদি দুজন দুজনকে পছন্দ না করতো,আমি এই মুহুর্তে সাদিফ ভাইয়াকে গিয়ে বলতাম তোমার কথা, বিশ্বাস করো। কিন্তু.... ‘

মৈত্রী গাল বেঁয়ে জল গড়াতে দেখে পিউয়ের বুকটা ফেঁ*টে গেল। নরম মনের মেয়েটার কোটর জ্ব*লে ওঠে ওমনি। কিছু বলতে গেলে মৈত্রী

শোনেনা। চোখ মুছে চলে যায় বাড়ির ভেতর।

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখানে তার কিছু করার নেই। আজ না হোক কাল,সত্যিটা তো সবাই জানত।

একটু আগের ধূসরকে দেখে পিউয়ের জেগে ওঠা বসন্ত,মন খারা*পের ভীড়ে হারিয়েছে। সে ভুলে গেল পাঞ্জাবি নিয়ে তদন্তের কথা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

মৈত্রী ভালো মেয়ে। মন,মানসিকতাও বেশ। মেয়েটাকে দুঃ*খ দেয়ার একটুও ইচ্ছে তার ছিল না। কে যে বলেছিল সাদিফ ভাইকে অত সুন্দর হতে!

আচমকা মাথায় চাঁটি পরতেই পিউয়ের হুশ ফেরে। নড়েচড়ে, ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকায়। সাদিফ ভ্রুঁ উঁচাল,‘ এখানে দাঁড়িয়ে কেন?’

পিউ ছোট করে বলল ‘ এমনি।’

‘ আচ্ছা শোন,ওই মেয়েটা,মানে, মৈত্রী কী বলছিল তোকে? ‘

পিউ প্রথম দফায় ভুরু গোঁটায়। পরক্ষনে বলে ‘আপনার কথা।’

সাদিফ সাবধানী বানি ছুড়ল,

‘ একদম আমার ব্যাপারে কিছু বলবিনা। নম্বর চাইলে তো একেবারেই দিবিনা। মনে থাকবে?’

‘ উনি আপনাকে পছন্দ করেন ভাইয়া।’

‘ তোকে বলেছে?’

পিউ ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল। সাদিফ গুরুতর ভঙ্গিতে বলল ‘তুই কী বলেছিস?’

‘ যা সত্যি তাই। বলেছি আপনার অন্য কাউকে পছন্দ।’

সাদিফ লক্ষ্যহীনভাবে মাথা দোলায়। চৈতন্য ফিরতেই সচেতন কণ্ঠে বলল

‘ তুই কী করে জানলি?’

পিউ মুখ বেঁকিয়ে বলল

‘ না জানার কী আছে? আমি কি কঁচি খুঁকি? আমি সব বুঝি।’সাদফ বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করল। কিছু বলতে গেল,আচমকা মুঁচড়ে উঠল শরীর। ঘাড়ের কাছটা চুরচুর করছে। সে হাত দিয়ে চুলকাল। পরপর টের পেল পিঠটাও চুল্কাচ্ছে। সাদিফ সেখানেও নখ বোলায়। হঠাৎ করে বাহু,পেট,কোমড়,গলা, বুক,পা, হাঁটু সব জায়গায় একে একে

চুলকানো শুরু হয়। সাদিফ মোড়ামুড়ি শুরু করল। এক জায়গা চুল্কাতে গেলে আরেক জায়গা সুড়সুড় করছে। টাল সামলাতে আঁকা-বাঁকা হয়ে যাচ্ছে সে। পিউ তব্দা খেল সাদিফের মোচ*ড়া-মুচড়ি দেখে। তাজ্জব বনে বলল,‘ কী হলো আপনার? ‘

‘ কেমন যেন চুল্কাচ্ছে! আ.. উফ,আজব, এত চুল্কাচ্ছে কেন? আরে,এই পিউ,চুল্কাচ্ছে তো।’

সাদিফ নড়ছে, দুলছে,আর ওকে দেখতে পিউয়ের অক্ষিপট ঘুরছে। ছেলেটা ব্যাঁকা হয়ে যাচ্ছে একটু পরপর। চুল্কাতে চুল্কাতে হিমশীম খাচ্ছে। অস্থির অস্থির ভাব। দিকদিশা খুইয়ে একটা হাত

পিউয়ের দিক বাড়িয়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করে বলল,

‘ একটু চুল্কে দে তো!’

পিউ হতভম্ব হলো। অথচ হাত ওঠাল। ছোঁয়ার আগেই সাদিফ আবার টান মেরে নিল। পাঞ্জাবি গলিয়ে পেট -পিঠে নখ টানাটানি শুরু করল। কী মহাজ্বা*লা। পিউয়ের মাথা ঘুরছে। সাদিফ ভাই এমন করছেন কেন? চুল্কাতে চুল্কাতে

তার হাত পরল পকেটে। বাঁধল কয়েকটা খসখসে পাতা। বের করে আনতেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল। পিউ বিস্মিত হয়ে বলল,

‘ এটাত বিচুটি পাতা। আপনার জামায় কে রাখল?’

সাদিফ থমকে বলল ‘ বিচুটি পাতা?’

‘ হ্যাঁ। এটার জন্যেই তো এত চুল্কাচ্ছে।”

‘ ও মাই গড।’হাহা*কার করে বলেই, ঘরের ভেতর ছুট্টে গেল সাদিফ। পিউ পেছনে যেতে নিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। আচমকা খেয়াল হলো সাদিফের পাঞ্জাবির দিকে। সেই মেরুন রঙটা ওনার গায়ে ছিল না? হ্যাঁ তাইত। অচিরাৎ পিউয়ের সব কিছু গোলমেলে হয়ে যায়। দুহাতের তর্জনী দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলল,

‘ যদি সাদিফ ভাইয়ার গায়ে পাঞ্জাবিটা থাকে,তাহলে ধূসর ভাইয়ের এই পাঞ্জাবি কোত্থেকে এলো?’

ধূসরের কথা মনে পড়তেই,মানুষটাকে দেখতে পিউ পেছন ঘুরল পুনরায়। সঙ্গে সঙ্গে নাকটার সং*ঘর্ষ হলো একটা চওড়া বুকের সাথে।

গা থেকে ছুটে আসা পরিচিত ঘ্রান,মুহুর্তে চিনিয়ে দিল,এই মানুষটি বহু কাঙ্ক্ষিত তার!

পিউ নিভু চোখে তাকায়। ধূসরের শ্যামলা মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ,আর চোখা নাকটা বক্ষে তোলে অশা*ন্ত ঝড়। ঠিক যেদিন পাঞ্জাবিটা হাতে ধরে ধূসর ভাইকে কল্পনায় এঁকেছিল,আজ হুবহু তেমনই লাগছে।

পিউ বিমোহিত লোঁচনে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে করে একটু ছুঁয়ে দিতে। ধূসর ভাইয়ের হাতটা শ*ক্ত করে মুঠোয় ধরে বলতে,

‘ আপনি এই ছোট্ট পিউয়ের রাজপূত্র ধূসর ভাই। আমার এই চোখদুটো আজীবন মুগ্ধ হয়ে শুধু আপনাকেই দেখুক ‘

তক্ষুনি ধূসর ভ্রুঁ উঁচালো,জানতে চাইল ‘ কী?’পিউ উত্তর দিলোনা।

তবে গড়গড়ে ভঙিতে

প্রশ্ন ছু*ড়ল ‘ এই পাঞ্জাবিটা কোথায় পেলেন ধূসর ভাই।’

‘ ভিক্ষে করে এনেছি।’

পিউ চুপসে গিয়ে বিড়বিড় করল ‘ সব সময় ত্যাড়া ত্যাড়া কথা। ‘

পরপর অনুরোধ করল ‘ বলুন না কোথায় পেলেন?’

ধূসর দড় কণ্ঠে বলল ,
‘ কেন,কিনতে পারিনা? নাকি ভাবিস আমি মিসকিন,টাকা পয়সা নেই।’
পিউ আগে-পিছে খেয়াল না করে শেষ টুকু ধরে বসল। উদ্বেগ নিয়ে বলল,
‘ আমি সে কথা কখন বললাম?’
ধূসর নিরুত্তর। উলটে সরু নেত্রে তার পা থেকে মাথা অবধি দেখে বলল,

‘ তুই কি ভাবছিস তোকে খুব সুন্দর লাগছে?’

আচমকা,অসময়ে, অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে পিউ হতচেতন। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল,

‘লাগছে না?’

ধূসর মুখের ওপর বলল ‘ না।’পিউয়ের সংকীর্ণ চেহারা শতধাপ ছোট হলো। দুঃ*খ পেয়ে উলটে এলো ওষ্ঠাধর। যার জন্যে সাজল,সে

জীবনে প্রসংশা করেনি। করবে কী, চেয়েইতো দেখেনা। অথচ ঠিক নিন্দে করল আজ? আকষ্মিক ধূসর চমকে দেয়া কান্ড ঘটায়। পিউয়ের খোপায় গোজা পাঞ্চক্লিপটা এক টানে খুলে ফেলে। হুরহুর করে কোমল কেশ ছড়িয়ে পড়ে পিঠে। বিস্ময় সমেত তাকায় পিউ। চাউনীতে প্রশ্ন,জিজ্ঞাসা। ধূসর এবারেও তাতে গা ভাসালো না। উলটে বলল,

‘ চুল বাঁধলে তোকে জ*ঘন্য লাগে!’ তারপর পিউয়ের হাত টেনে এনে মুঠোয় ক্লিপটা ধরিয়ে দিলো। মেয়েটাকে নির্বোধ বানিয়ে রেখে প্রস্থান নিলো। পিউ একরাশ ক*ষ্ট,আর আ*হত মন নিয়ে চোখ ফেরায়। এই ধূসর ভাই কী দিয়ে তৈরি? রসায়নের বিক্রিয়া গুলোও ওনাকে বোঝার চেয়ে সহজ।

তাৎক্ষনিক ওপাশ থেকে হৈচৈ এলো

,’ বর এসছে,বর এসছে।’

পাশাপাশি সবাই ছুটল গেটের দিকে। পিউ দুহাতে লেহেংগার দুমাথা ধরে কেবল পা বাড়াবে পেছন থেকে হাতটা টেনে ধরল কেউ একজন। পিউ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। অবাক চোখে ফিরে তাকায়। ধূসরকে দেখে টুপটুপ চোখের পাতা ফেলে ভাবল ‘ মানুষটা না চলে গেল,এলো কখন?’

ধূসর পুরু কণ্ঠে শুধাল ‘ কোথায় যাচ্ছিস?’‘ গেটের কাছে।’

‘যাবিনা।’

নির্বিকার ভঙ্গি তার। পিউ বলল,

‘ গেট ধরব না? আমিতো শালী হই।’

ধূসর বলল,

‘ অনেক ছেলে,এখানেই দাঁড়িয়ে থাক।’

পিউ ছোট কণ্ঠে বলল ‘ কিন্তু..... ‘

মিনিটে ভেসে আসে ধূসরের তপ্ত আদেশ ‘ যা বলেছি তাই হবে।’

সে মিইয়ে গেল। নীচু কণ্ঠে বলল, ‘ সবাই ওখানে,আমি এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকব?’

ধূসর ধরে রাখা হাত ছাড়ল না। বরং পেছন থেকে কদম ফেলে এসে পাশাপাশি হলো। পায়ের দিক চেয়ে বলল ‘ দ্যাখ।’পিউ চোখ ফেলল নীচে।

তার আর ধূসরের পা সমানতালে দাঁড়িয়ে। ঠিক একই জায়গায়। তারপর ধূসরের দিক তাকাতেই সে নিরেট কণ্ঠে বলল,

‘ এখনও বলবি তুই একা?’মৈত্রী কাঁ*দছে। চকচকে অশ্রুতে গাল ভেজা। জীবনের এতগুলো বছর কেটেছে,অসংখ্য ছেলের থেকে পেয়েছে প্রেমের প্রস্তাব। কখনও ফিরে তাকায়নি অবধি। অথচ এই

প্রথম বার কাউকে ভালো লাগল,ভালোবাসল,কিন্তু মানুষটা রইল অধরা।

সাদিফ অন্য কাউকে পছন্দ করে জেনে বুক ভা*ঙছে ক*ষ্টে। এতটা ক*ষ্ট হয়ত মানুষটা ওকে নাকচ করলেও হতোনা। যদি সে ফিরিয়ে দিত,মৈত্রী ছাড়ত কী? পিছু এঁটে একদিন না একদিন আদায় করত ভালোবাসা। কিন্তু যার হৃদয় অন্য

কারো দখলে তাকে কী করে পাওয়া যায়?

মৈত্রী চোখ মুছতে মুছতে দৌড়ে ঘরে ঢুকছিল। তখনি সামনে পরল পুষ্প। বর্ষাকে সাজানো শেষ করেছে কেবল। সে তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিল প্যান্ডেলে। মৈত্রী কে কাঁ*দতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে বলল,‘ কাঁদছো কেন মৈত্রী? কী হয়েছে?’

মৈত্রী থমকায়। পুষ্পকে দেখে তার অশ্রু জল উপচে আসে। দুঃখ বাঁ*ধ ভাঙে।

যত্রতত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাদিফ-পুষ্পর পাশাপাশি চিত্র। মানস্পটে একেক করে স্পষ্ট ধরা দিল সব। মিলে গেল হিসেব।

সেদিন জবা বেগম সাদিফকে টেনে নিয়ে গেলেন,দাঁড় করালেন পুষ্পর ছবি তোলার জন্যে। তারপর কাল

রাতে,অনেক জায়গা ফেলেও সাদিফ গিয়ে বসল পুষ্পর পাশে। পিউই সঠিক,মিথ্যে বলেনি মেয়েটা। মৈত্রী ডুকরে কেঁ*দে উঠতেই চমকে গেল পুষ্প। অস্থির হয়ে বলল,‘ এই মৈত্রী, কী হলো তোমার?’

মৈত্রী নিজেকে সামলায়। টলমলে চোখে তাকায়। কান্নায় বুজে আসে তার কণ্ঠ। পুষ্পর গাল ছুঁয়ে বলে,

‘ তুমি অনেক ভাগ্যবতী আপু! তোমার কপাল সোনায় বাঁধানো। যে মানুষটাকে আমি গত তিন দিনে তিনশ হাজার কোটি বার চেয়েছি সে আপোষে ধরা দিল তোমায়।’

বলে দিয়েই ছুট্টে কামড়ায় ঢুকে গেল সে। এটা শান্তা আর সুপ্তির ঘর। পুষ্পর মাথার ওপর দিয়ে গেল সব। কী বলে গেছে মেয়েটা,সে আদৌতেই কিছু বোঝেনি। মৈত্রী

দোর বন্ধ করে দিল তার মুখের ওপর। পুষ্প চাইল একবার দেখবে ওর কী হয়েছে! পরমুহূর্তে বন্ধ দরজার দিক চেয়ে ভাবল ‘ না থাক, এখন দরজা ধাক্কালে বিষয়টা পাঁচ কান হবে। গিজগিজে মানুষের একেকজন একেক রকম কথা বানাবে। থাক বরং! ‘

ওদিকে পাত্রপক্ষ এসেছে,গেট ধরার মূল দায়িত্বটাও তার ওপরেই। সে

ঝেড়ে ফেলল মৈত্রীর চিন্তা। দ্রুত পায়ে চলল উঠোনের দিকে।সাদিফ ঘরে ঢুকেই গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ছু*ড়ে মারল ফ্লোরে। এতটুক পথ আসতেই চুল্কাতে চুল্কাতে অবস্থা করুণ। সাদা চামড়া রক্তিম। স্থানে স্থানে ফুলেফেঁপে গিয়েছে। সাদিফ 'উফ' উফ' করতে করতে পড়নের প্যান্টটাও খুলে ফেলল। তারপর

পুরো দমে শুরু করল চুল্কানো। নখ বিঁধে রঁক্ত বের হলেও কমছেনা।

সে হাঁসফাঁস করতে করতে একবার কোমড়ের ওপর দিক চুল্কায় একবার নিচের দিক। অথচ কমার নাম নেই।

সাদিফ বেগবান পায়ে ওয়াড্রবের কাছে এলো। ওপরে রাখা সরিষার তেলের বোতল নিয়ে ছিপি খুলে

গলগল করে ঢেলে দিল গায়ে। সারা শরীরে মেখে মেখে চুপচুপে বানাল। সময় নিয়ে,দম ফেলে ছুটল ওয়াশরুমে।কমপক্ষে কয়েক-বার গায়ে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে গোসল সাড়ল। ঘষামাজার তোপে ছাল উঠে যাওয়ার যোগাড়। অনেক কষ্টে চুলকানি সহনীয় হয়। সাদিফ দুহাত তুলে শুকরিয়া আদায় করল,এ যাত্রায় প্রানে বাঁচার।

পাক্কা বিশ মিনিট পর কোমড়ে তোয়ালে পেঁচিয়ে ওয়াশরুম ছাড়ল। বের হতে না হতেই ফোনের রিংটোন বাজে। বিছানায় রাখা ছিল,জবা বেগমের কল। সাদিফ কানে গুঁজে বলল

‘ হ্যাঁ বলো।’

‘ কী রে বাবা,কই তুই?’

‘ এইত ঘরে।’

‘ ঘরে কী করছিস? আসবিনা এখানে? পাত্রপক্ষ এসে গেছে তো।

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি। রাখো।’

কথা বলতে বলতে দরজার দিক ঘুরল সাদিফ। প্যাচানো তোয়ালের ভাঁজ খুলল বেখেয়ালে।

ওমনি সামনে থেকে স্বজোরে ‘ আআআ ‘ বলে চিৎকার ছুড়ল মারিয়া। চোখ চে*পে ধরে ঘুরে গেল পেছনে। সাদিফ চমকে

গেল,হকচকাল।চোখদুটো মারবেল সাইজ। একবার নিজের দিক তাকাল,একবার মারিয়ার দিক। ঘটনা বুঝতেই হুড়মুড়িয়ে তোয়ালে জাপ্টে নিলো সাথে। পরপর খেকিয়ে বলল,

‘ অ্যাই মেয়ে অ্যাই,আমার ঘরে কী করছেন আপনি?’

মারিয়া ফিরল না। সে লজ্জায় মিশে যাচ্ছে মাটিতে। চোখ দুটো খিঁচে বুজে রাখা।

‘ আপনি প্লিজ প্যান্ট পরুন আগে।’

সাদিফের রা*গ সপ্তম আকাশে উঠে গেল। প্যান্ট পরুন মানে? সে কী ন্যা** দাঁড়িয়ে আছে?

এমন ভাব করছে যেন কী না কী দেখে ফেলেছে!

কথাটা ভাবামাত্র নিজেই সজাগ হলো। সন্দেহী কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি কি কিছু দেখেছেন?’

মারিয়া ঘুরে থেকেই ঘনঘন মাথা নাড়ল,

‘ না না কিছু দেখিনি।’

‘ শিওর?’

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর।’

সাদিফ মুখ ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল ‘ যাক।’

এরপরই ক*র্কশ কণ্ঠে বলল ‘ কিন্তু আপনি আমার ঘরে কেন?’মারিয়া কী বলবে বুঝল না। সাদিফ কে ওমন একে বেঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ভীষণ আনন্দ পেয়েছিল। তার ওষুধ কাজ করেছে বুঝতে বাকী নেই। আরো বেশি মজা দেখতে এসেছিল এখানে। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখবে চুলকে চুলকে ব্যাটার মর্মান্তিক দৃশ্য।!

কিন্তু কে জানত এই লোক ঘরের ভেতরে জামা- প্যান্ট খুলে চুলকাবে? ইশ! কী কেলে*ঙ্কারি হয়ে যেত আরেকটু হলে।

কিন্তু এখন বলবে কী?

সাদিফ অধৈর্য হয়ে বলল ‘ কী ব্যাপার? এসেছিলেন কেন বলছেন না যে!’

মারিয়া ঠোঁটের আগায় যা এলো তাই বলল ‘ ধূসর ভাইয়াকে খুঁজতে

এসেছিলাম।’সাদিফ টেনে টেনে বলল ‘ ধূসর ভাইয়া? কেন,শ্রদ্ধেয় আপু,আপনি না তার বন্ধু? বন্ধুকে কেউ ভাইয়া বলে? ‘

মারিয়া ভেঙচি কাট*ল, কট*মট করল। এ লোক সব জেনেশুনেও নাটক করছে। সাদিফ বলল,

‘ তা ধূসর ভাইয়া বুঝি আপনার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকবেন এখানে? যে কখন আপনি

আসবেন,আর তাকে কোলে করে নীচে নামাবেন? ভাইয়া প্যান্ডেলের ওখানে আছে, যান যান ঘর ফাঁকা করুন আমার।'

মারিয়া নাক ফোলায়। অভ্রদ্র লোক এমন ভান করছে যেন কক্ষ কিনে নিয়েছে। তার সাদিফকে কঠিন কিছু শোনাতে মন চাইল। কিন্তু দমে গেল পরক্ষনে। এই লোকের সাথে তর্কে জড়িয়ে লাভ নেই। এমন এমন কথা

বলে, নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তাই মনে মনে হার মেনে চুপচাপ হাঁটতে নিলেই সাদিফ ডাকল,

‘ এই শুনুন...’

মারিয়া দাঁড়াল, ঘুরল না। ওভাবেই বলল

‘ কী?’

‘ পরেরবার আমার ঘরে নক করে ঢুকবেন। না না, নক টক বাদ, ঢুকবেনই না। এসব

ম্যালেরিয়া,ট্যালেরিয়া ধারে-কাছে না আসাই ভালো। শ্বাসক*ষ্ট হবে।

মারিয়া ত্রস্ত ঘুরে গেল। রে*গে বলল ‘ দেখুন!’

পরপর নিজেই মিইয়ে এলো সাদিফের বেশভূষায়। ওর উন্মুক্ত বুক সরাসরি বিঁধে গেল চোখে। জায়গায় জায়গায় র*ক্তলাল দাগ। নখের আচ*ড়ে হিজিবিজি। ঘাড় গলা,মুখ সবস্থানে এমন দেখে, তার

কোমল মন পরিতাপে ভরে গেল। অনুশোচনা করে ভাবল,‘ আহারে! লোকটার কী অবস্থা হয়েছে! একসাথে এতগুলো বিচুটি পাতা দেয়া ঠিক হয়নি বোধ হয়। ‘

সে নরম কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি বারবার আমার নাম ভ্যাঙাবেন না। আমার খারাপ লাগে।’ সাদিফ পাত্তাই দিলোনা তার ভদ্রতার। নিরুৎসাহিত জবাব ছুড়ল,

‘ হু কেয়ারস? তাতে আমার কী? আপনার খারাপ লাগা একান্তই আপনার।

মারিয়া চোখ রাঙিয়ে তাকায়। দৈবাৎ আক্ষেপটুকু গি*লে ফেলে রু*ষ্ট কণ্ঠে বলল,

‘ আপনাকে বলার মত আমার কাছে কোনও ভাষাই নেই। শুধু শুধু খা*রাপ লাগছিল এতক্ষণ । আসলে একদম ঠিক কাজ করেছি আপনার

জামায় বিচুটি পাতা দিয়ে। তবে আমার উচিত ছিল, আস্ত আপনিটাকে নিয়েই বিচুটি বাগানে ছেড়ে দেয়া। চুলকাতে চুলকাতে ওখানেই শহীদ হয়ে যেতেন। আমি দেখতাম,আর হাত তালি দিতাম। অসহ্য লোক কোথাকারে!'ক্ষো*ভ টুকু গলগল করে উগড়ে দিল মারিয়া। হনহনে পায়ে চলে গেল তারপর । সাদিফ আহাম্মক বনে

থাকল কিছুক্ষন। পুরো কথা মাথায় ঢুকতেই ব্রক্ষ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্ব*লে উঠল। এই মেয়েই আসল কাল*প্রিট? ওই তাহলে পাঞ্জাবিতে বিচুটি পাতা লাগিয়েছে?

সাদিফ চিবুক শ*ক্ত করল।

ঠিক আছে,ব্যপার না। শপথ করল,

‘ মিস ম্যালেরিয়া! আমি সাদিফ কথা দিচ্ছি, এর দ্বিগুন প্রতিশো*ধ আমি তুলব। ‘ধূসরের অমসৃণ,খড়খড়ে

হাতের মুঠোয় বন্দী হয়েও কোমল হস্তের কোনও হেলদোল নেই। সে দিব্যি আছে আনন্দে। এই ছোট্ট ছোট্ট স্পর্শ অনেক চাওয়ার পরে মিলছে যে! পিউ মোহময়ী হেসে আড়চোখে ধূসরের দিক চাইল। লম্বা মানুষটার গালের এক পাশ দেখে মনে মনে আওড়াল,

‘ আপনাকে ভালোবাসার পর থেকে আমিতো এক মুহুর্তও একা ছিলাম

না ধুসর ভাই। সর্বক্ষন যে মানুষ আপনাকে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে আর মস্তিষ্কের নিউরনে নিয়ে ঘুরেছে,সে একা হতে পারে?’

ধূসর তাকাল তখনই। পিউ দ্রুত চোখ ফেরায়,এনে ফেলে পায়ের পাতায়। ধূসর বললনা কিছু। বরং আরেকটু শক্ত করে হাত আকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।গেটের কাছে হৈচৈ বেঁধেছে। টাকা নিয়ে তর্ক লেগেছে

দুই পক্ষের। দাবি মানছেনা ছেলেপক্ষ। এদিকে টাকা আদায় না হলে গেইট খুলবেনা স্পষ্ট কথা মেয়েপক্ষের। শোরগোল কানে আসতেই পিউ উৎসুক হয়ে তাকাল। গলা উঁচিয়ে উঁচিয়ে চেষ্টা করল দেখার। তার ভীষণ ইচ্ছে করছে ওখানে যেতে। গ্রামের বিয়েতে গেট ধরার মজাই আলাদা। আজ অবধি সৌভাগ্য হয়নি এসবের। কিন্তু শত

প্রয়াসেও লাভ হয়না। এত মানুষের ভীড় ঠেলে তার চোখ পৌঁছাতে পারল না কাঙ্ক্ষিত জায়গায় । ব্যর্থ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অনুরোধ করল,

‘ একবার যাইনা ধূসর ভাই!’

‘ না।’নিম্নভার কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিউ। মন খা*রাপ করে বলল,

‘ ছেলে তো সব জায়গায়ই থাকে। এরকম হলে তো নিজের বোনের বিয়ের গেটটাও ধরতে পারব না।’

ধূসর বাঁকা চোখে চাইল। পিউ মিনমিন করে বলল,

‘ না আসলে বলছিলাম যে....’

ধূসর আবার সামনে তাকায়। অকপট উত্তর দেয়,

‘ এখানকার ছেলেরা ভালো নয়। গতকালকের কথা মনে নেই? তোর

নেই জানি,কিন্তু আমার আছে। আর তাই,কোনও রিস্ক আমি নেব না। যা বলছি, ভেবে-চিন্তেই বলছি। আমার সাথে একদিন দাঁড়িয়ে থাকলে তোর জাত যাবেনা নিশ্চয়ই?'ধূসরের গমগমে কণ্ঠস্বর, তার জড়োতাবিহীন নিরুত্তাপ আচরন পিউয়ের ভেতরে আরো ভারী করে দোলা দিলো। আবডালে লুকানো এই অদেখা

অধিকারবোধ শিরশির তুলল হৃদয়ে। সে বিমোহিত চেয়ে থেকে ভাবল, ‘ একদিন কেন,এক শতাব্দি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেও প্রস্তুত আছি আমি। ‘

কোত্থেকে মুত্তালিব এসে হাজির হলেন। হাতে ভারী স্টিলের গামলা। পুরোটা ভর্তি মশলাদার চিকেন রোস্ট দিয়ে। ধূসরকে দেখেই আমুদে কণ্ঠে বললেন,

‘ আরে এই দেখো, তুমি এখানে? আমি সারা প্যান্ডেল খুঁজছিলাম।’ পিউয়ের চোরের মন,ছোট মামাকে দেখেই ঘাবড়াল। ধূসরের মুঠোয় থাকা হাতটা মোচড়ানো শুরু করল ওমনি। যাতে ধূসর ছেড়ে দেয়। নাহলে কী না কী ভেবে বসবেন উনি। মুরুব্বি মানুষ, এভাবে একজোড়া সমর্থ মেয়ে-ছেলে একে অন্যের হাত ধরে রাখলে কী ভালো

ভাববে? কোনও দিন না। অথচ ধূসর ছাড়লই না। পিউ অসহায় লোঁচনে তাকালেও না।মুত্তালিব ব্যস্ত ভীষণ। এক পলক ওদের হাতের দিকে দেখেননি অবধি। অমন তাড়াহুড়ো কণ্ঠেই ধূসরকে বললেন, ‘ কাল বললেনা, তোমরা সবাই পরিবেশন করবে? চলো,আমিতো শ্বাসও ফেলতে পারছিনা। এই দেখো রোস্ট সার্ভিস দিচ্ছি। ‘

ধূসর মৃদূ হেসে বলল ‘ হ্যাঁ করব। আপনি যান আঙ্কেল, আমি আসছি।’

‘ আচ্ছা বেশ বেশ। আমি যাই। এই পিউ বরযাত্রীর সাথে খেতে বসিস কেমন?’

পিউ ভী*ত হয়েই মাথা দোলাল। শ*ঙ্কিত নজরে ধূসরের দিক চেয়ে বলল,

‘ ছোট মামা কী ভাবলেন কে জানে!’

‘ কী ভাববেন?’

‘ না মানে,এই যে আপনি আমার হাত ধরে আছেন সে নিয়ে।’

ধূসর কপাল বাঁকাল। পরপর শিথিল করে বলল,

‘ পৃথিবীতে সবার মাথায় তোর মতো গোবর নেই।’

পিউয়ের মুখটা চুপসে গেল। বিড়বিড় করে বলল,‘ বলেছে ওনাকে।’

কিছুক্ষন পর ধূসরের ফোন বাজল। বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে বের করে রিসিভ করল। ওপাশ থেকে ইকবাল আহাজারি করে বলল,

‘ ধূসর! ভাই, আমাকে বাঁচা।’

ধূসরের মুখভঙ্গি পাল্টে গেল তৎক্ষনাৎ ।

‘ কী হয়েছে?’

সে যতটাই উদ্বীগ্ন হয়, ইকবাল ততটাই বোকা বোকা কণ্ঠে জানাল ‘ আমি হারিয়ে গিয়েছি।’

ধূসর ভ্রূঁ গোঁটাল,বুঝতে না পেরে বলল,

‘ হারিয়ে গেছিস মানে?’

সেকেন্ডে ভেসে এলো ইকবালের কাঁ*দোকাঁ*দো স্বর।

বলল,‘ এক লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম মজুমদার বাড়িটা

কোথায়। উনি একটা রাস্তা দেখালেন। সে রাস্তা দিয়ে এসে দুটো বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। দুটোতেই বিয়ের গেট সাজানো। এখন আমি কোনটায় ঢুকব?’

ঘটনা বুঝতে ধূসরের মিনিট খানিক সময় লাগল। সতর্ক কণ্ঠে বলল,

‘ ওয়েট ওয়েট,তুই কি কোনও ভাবে গ্রামে....’

‘ হ্যাঁ রে ভাই হ্যাঁ ।’

ধূসর বিস্ময় নিয়ে বলল ‘ কিন্তু কেন?’

‘ সেসব পরে শুনিস বন্ধু।আপাতত আমাকে এসে নিয়ে যা। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা দুটো খুলে যাচ্ছে ব্য*থায়।’

ধূসর বিদ্বিষ্ট শ্বাস ফেলে বলল ‘ তুই ভালো হবিনা ইকবাল?’

‘ হব হব,কালকেই হব। প্রমিস! এখন তো আয় মেরে ভাই।’

‘ আসছি,রাখ।’লাইন কে*টে ধূসর আশেপাশে তাকাল। দূরে তুহিনকে দেখে ডাক ছুড়ল,

‘ তুহিন! তুহিন!’

দ্বিতীয় ডাক কানে গেল তার। ধূসরকে দেখেই ছুটে এসে বলল ‘ হ্যাঁ ভাই?’

‘ দুটো চেয়ার এনে দেবে?’

‘ এক্ষুনি দিচ্ছি।’

ছেলেটা আবার ছুটে গেল। দুহাতে দুটো লাল রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার এনে বলল,

‘ এই যে ভাই।’

‘ আচ্ছা,তুমি যাও,রাদিফকে দেখলে একটু ডেকে দিও।’

‘ ঠিক আছে। ‘

তুহিন যেতেই ধূসর ইশারা করল ‘ বোস ‘

পিউ বসতে বসতে শুধাল ‘ ইকবাল ভাইয়ের কোনও সমস্যা হয়েছে? ‘

‘ না।’

‘ আমরা কি এখন বসে থাকব? ‘

‘ হু।’

‘ খাব না?’

ধূসর বিরক্ত চোখে চাইল।

‘ এত কথা বলিস কেন?’

পিউ ঠোঁট টিপে চুপ করল। একটুপর হাজির হলো রাদিফ। ছোট্ট

ছেলেটাও পাঞ্জাবি- পাজামা পরেছে আজ। চমৎকার লাগছে দেখতে। গুরুতর ভঙ্গিতে বলল,

‘ বড় ভাইয়া ডেকেছো?’

‘ হ্যাঁ।’

ধূসর পকেট থেকে ওয়ালেট বার করল। একশ টাকার তকতকে নোট নিয়ে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। বলল,

‘ এটা তোর।’

রাদিফ ঝলমলে হেসে হাতে নিল। কোঁকড়া চুল দুলিয়ে বলল ‘ থ্যাংক ইউ।’

ছুট লাগাতে গেলেই ধূসর ধরে ফেলল হাত।‘ এমনি এমনি দিইনি,কাজ আছে।’

ছেলেটা ভড়কে গেছিল ধূসর টেনে ধরায়। কথাটা শুনে আগ্রহভরে বলল ‘ কী কাজ?’

ধূসর পিউকে দেখিয়ে বলল

‘ ওকে পাহারা দিবি। যতক্ষন না আমি আসব ও যেন কোথাও না যায়।’

পিউ হা করে বলল ‘ এটা কী হলো?’

ধূসর সেই উত্তর দেয়না। উলটে রাদিফকে বলল ‘ বুঝেছিস?’

রাদিফ মাথা ঝাঁকায়, বুঝেছে। পরপর পাশের চেয়ারখানা দখল করে বসে। ধূসর চলে গেল গেটের

দিকে। জটলা ছেড়েছে। বরপক্ষ হার মেনেছে । টাকা বুঝিয়ে দিয়ে সক্ষম হয়েছে ভেতরে ঢুকতে।বেলাল হুটোপুটি করছে বাড়িময়। বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে বোনের বিয়েতে। এত বড় আয়োজন এ গ্রামে আগে হয়নি।

সে বাড়িতে ঢুকল সাদিফকে ডাকতে। কদিনে বেশ জমেছে

দুজনের। সারা প্যান্ডেলে ওকে না পেয়েই এলো খুঁজতে।

বসার ঘর পেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাকলেন রূম্পা বেগম। তিনি যাচ্ছিলেন উল্টোপথে।

‘ কীরে এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাস?’

‘ ওপরে।’

রূম্পা ভাবলেন বর্ষার ঘরের কথা বলছে। মৃদু হেসে বললেন,

‘ ও বোনের কাছে যাচ্ছিস? যা যা আর কিছুক্ষন পরতো সারাজীবনের মতই চলে যাবে মেয়েটা।’

বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ও ফেললেন। শেষ কথাটা শুনেই থেমে গেল বেলাল।

‘ চলে যাবে বলতে?’

‘ ওমা,বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাবেনা?’

বেলাল নেমে আসতে আসতে বলল,

‘ সেত যাবে,কিন্তু সারাজীবনের মত বললেন কেন খালামনি?’তিনি মৃদূ হেসে বললেন ‘ বোকা! বিয়ে হলে মেয়েরা কী আর বাপের বাড়ি থাকে? শ্বশুর বাড়িই তো স্থায়ী ঠিকানা। ‘

‘ কী যে বলেন! আপুতো আসবে আবার তাইনা?’

‘ সেত আসবেই। কিন্তু মেহমান হয়ে। এই যেমন আমরা এলাম? বা ধর তোর বড় ফুপি এলেন?

এরকম। কিন্তু এভাবে একসঙ্গে আর যে থাকতে পারবেনা। ম*রলেও মাটি পাবে সেই স্বামীর বাড়ির আঙিনায়।

বেলাল স্তব্ধ হয়ে বলল ‘ কী?সত্যি বলছেন?”

‘ তবে কী মিথ্যে বলি পাগল ছেলে? মেয়েদের জীবনটাইত এরকম। তারা বাবার বাড়ির অতিথি। চাইলেও যখন তখন বাপের বাড়ি আসতে

পারেনা। মন ভরে থাকতে পারেনা। দেখবি একটা সময় আসবে,বছর হয়ে যাবে কিন্তু বর্ষা সংসার সামলাতে গিয়ে এ বাড়িমুখোও হতে পারছেনা আর। ‘বেলালের মুখ বিবর্ন হয়ে এলো। এতদিন বিয়ে মানে হৈচৈ, আনন্দ,উল্লাস ভেবে আসা সে হঠাৎই বাস্তবটাকে পরতে পরতে চিনে ফেলল। চোখের সামনে জেগে উঠল বর্ষার সাথে তার সমস্ত

খুনশুটি। আজকের পর ও এ বাড়ির মেহমান হবে? চাইলেও আসতে পারবেনা? ওখানেই থাকবে? এই সহজ, গতানুগতিক বিষয় গুলো দুর্বোধ্য ঠেকল ভীষণ । বোনের জন্যে আচমকা হুহু করে উঠল ভেতরটা। বেলাল ঢোক গিলে ওপরে তাকায়। পরপর ত্রস্ত পায়ে ছুট লাগায়।

রূম্পা হেসে বললেন ‘ দেখো ছেলের কান্ড,আস্তে যা পরে যাবি।’

বেলাল শুনল তবে থামল না। এক ছুটে এসে বোনের ঘরের সামনে দাঁড়াল। বর্ষা খাটেই বসে। পড়নে বেনারসি,গা ভর্তি গয়না। সাজগোজের ঝলকে ঘরটাও উজ্জ্বলতায় জ্ব*লছে। বেলালের চোখ ভরে ওঠে। ছলছল চোখে চেয়ে রয়। বর্ষার রুমে মারিয়া একাই। বাকীরা

সবাই নীচে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে তাকাল এদিকে। বেলাল কে দেখে স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলল‘ এখানে কী চাই?’

বেলাল উত্তর দিলোনা। মারিয়া বলল,

‘ বর্ষাকে কেমন লাগছে বেলাল? ‘

বর্ষা চোখ পাকাল ওর দিক চেয়ে। মারিয়া ঠোঁট টিপে হাসছে। ওরা দুজনেই জানে বেলাল প্রসংশা

করবেনা। উলটে বলবে রাক্ষ*সীর মতো লাগছে।

অথচ ছেলেটা উত্তর দিলোনা। নরম চোখে তাকিয়ে রইল। কোটর ভর্তি জল খেয়াল করতেই বর্ষার হাসি মুছে গেল। উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ কী হয়েছে তোর?’

বেলাল নিরুত্তর। আচমকা দ্রুত বেগে এসেই জাপটে ধরল তাকে। শব্দ করে কেঁ*দে উঠল। বর্ষা চমকে

যায়,মারিয়া অবাক হয়। বেলাল বাচ্চাদের মত কেঁ*দে কেঁদে জানাল, ‘ আপু তুই যাস না। আমি তোকে ছাড়া থাকতে পারব না।’

বর্ষা ঠোঁট ফাকা করে মারিয়ার দিক তাকায়। জীবনে একটা ভালো কথা না বলা ভাইয়ের মুখে এসব শুনে হতবিহ্বল সে। কিন্তু ভালোবাসা কী কম ছিল? সেই ভালোবাসার জোরেই গলায় কা*ন্নারা দলা পাঁকায় এসে।

নিজেও আর্ত*নাদ করে কেঁ*দে ওঠে। দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বেলালকে। দুভাই-বোন পাল্লা দিয়ে কাঁ*দে। মারিয়া টলটলে নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে সব। নিজের ভাইটার স্মৃতিও নাড়া দিল মনে। তার সাথে সাথে ঘরের চারদেয়ালও সাক্ষী রইল ভাই বোনের এই আবেগঘন মুহুর্তের।পিউ আ্শাহত শ্বাস ফেলে ফেসবুক খুলে বসে।

আপাতত সে যে নড়তে পারবেনা, জানা কথা। তক্ষুনি রাদিফ সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি নিশ্চয়ই ভালোনা পিউপু। পুষ্প আপু মনে হয় অনেক ভালো তাইনা?’

পিউ ভ্রুঁ গুছিয়ে তাকায়। রাদিফ তো পুষ্পর থেকে ওকে বেশি পছন্দ করে। হঠাৎ এই ছেলে উলটো গান গাইছে কেন? সংশয় নিয়ে শুধাল,

‘ আমি ভালোনা?’

রাদিফ দুপাশে মাথা নাড়ল ‘ না।’

পিউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,

‘ তুই এই কথা বলতে পারলি?’‘ আমার কী দোষ? এমনি এমনি কী বলছি? এই দ্যাখো,বড় ভাইয়া সবসময় তোমাকে চেক দেয়। খেয়েছ কী না,পড়ছো কী না,রাত জেগে ফোন টিপছো কী না,এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছো কীনা,কলেজ

ফাঁকি দিচ্ছো কী না,এমনকি টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখলেও বঁকা দেয় তোমাকে। কই, পুষ্প আপুকে তো দেয়না। তুমি নিশ্চয়ই কিছু করছো যেটা পুষ্প আপু করেনা। আর তাই ধূসর ভাই ওনার সাথে এসব করেনা। তুমি ভালো হলে ভাইয়া এমন খবরদারি করতেন না আমি নিশ্চিত।’

পিউ মনোযোগ দিয়ে শুনলো। নিজেও ভাবুক হয়ে বলল

‘ আমারও তো একই কথা। উনি এমন করেই আমায় বিভ্রান্ত করছেন। আর আজকাল যা করে বেড়াচ্ছেন তাতে তো....’

পিউ আনমনে বলছিল। হুশ ফিরতে থেমে গেল। রাদিফ বলল, ‘ তাতে তো কী?’

‘ কিছুনা। ‘

পরমুহূর্তে মুচকি হেসে বলল,
‘ আমার যে তোর ধূসর ভাইয়ার এই খবরদারি, এই বকাঝকা গুলোই ভীষণ ভালো লাগে,আদুরে লাগে সে কি তুই বুঝবি রাদিফ? বুঝবিনা।’
রাদিফ বিস্মিত হয়ে বলল ‘ বকা খেতে কারো ভালো লাগে?’‘ আমার লাগে।’
‘ কেন?’
‘ বড় হলে বুঝবি।’

‘ আর সাত বছর পরেই হব তোমার মত। তখন বুঝব?’

‘ হ্যাঁ। ‘

রাদিফ মেনে নিল,

‘ আচ্ছা।’

পিউ হঠাৎ উঠতে গেল,

রাদিফ ধড়ফড় করে হাত চেপে ধরে বলল ‘ কোথায় যাচ্ছো?’

‘ ওয়াশরুমে।’

রাদিফ ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল ‘ না না না,কোত্থাও যাওয়া যাবেনা। বোসো,বোসো।’

‘ ওয়াশরুমেও যাবনা?’

‘ না। বড় ভাইয়া কী বলে গেছেন শোনোনি? তোমার ওঠা নিষেধ।’

পিউ আশ্চর্য বনে বলল,

‘ আরে,আমিত আসব আবার।’

‘ কোনোও আসা আসি নেই। বোসো। ‘

‘ রাদিফ,আমার ওয়াশরুম পেয়েছেতো।”

রাদিফ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল,‘ এখানে করে দাও। কিন্তু নো ওঠা-উঠি। বড় ভাইয়ার হুকুম অমান্য করাই যাবেনা। উহু,নেভার। ‘

পিউ বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকল কিছুক্ষন। তারপর ধপ করে চেয়ারে বসে বলল,

‘ তুই বড় হলে খুব বাজে ডিটেকটিভ হবি।’

‘ তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবো। আরেকটু বড় হলেইতো চাচ্চু বিয়ে দিয়ে দেবেন তোমাকে। ‘

পিউ চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ‘ তোকে বলেছে?’

‘ বলবে কেন? এটাইত হবে। এইযে,বর্ষা আপুর হচ্ছে। তারপর অন্যের বাড়ি গিয়ে হাড়ি-পাতিল

মাজবে,কাপড় কাঁচবে,ঘর মুছতে মুছতে সর্দি বাধাবে। আর টিস্যু দিয়ে ফ্যাচফ্যাচ করে মুছবে।’

পিউ বিরক্ত হয়ে বলল ‘ এইটুকু বয়সে এত কথা কে শেখায় তোকে?’

‘ কেউ না। আমি ছোট থেকেই এমন।’

‘ ধুর,এর থেকে বাড়িতে বসে থাকলেই ভালো হতো। কেন এলাম বাইরে? ‘

রাদিফ বলল,‘ এসে যখন গেলেই,বসে থাকো। বড় ভাইয়া এলে চলে যেও বাড়িতে।’

পিউ মৃদূ ধম*ক দিল,

‘ চুপ কর ধূসর ভাইয়ের চামচা।’

রাদিফ প্রতিবাদ করে উঠল,

‘ আমি ভাইয়ার চামচা নই,আমি ওনার লেফট হ্যান্ড। আর পুষ্প আপু রাইট হ্যান্ড।’

পিউ কৌতুহলী হয়ে বলল ‘ মানে?’

‘ ওইত ভাইয়া এসে গেছেন।’রাদিফকে অনুসরন করে পিউ সামনে তাকাল। ধূসরের সাথে ইকবালকে দেখে ঝটকা খেল। চোখ কঁচলে আবার তাকাল। না,ইকবাল

ভাইয়াই তো। উনি এখানে কী করে এলেন?

ততক্ষনে দুজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইকবাল ডগমগ হয়ে বলল

‘ এই পিউপিউ,কী অবস্থা আপু?’

পিউ নিশ্চিত হতে বলল ‘ ইকবাল ভাইয়া?’

ইকবাল তটস্থ হয়ে বলল ‘ এমা,তুমি আমায় চিনতে পারছোনা? এই যে

আমি ইকবাল,তোমার প্রিয় ধূসর ভাইয়ের এক মাত্র কলিজার টুকরা বন্ধুটি।'

পিউ বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। রাদিফ ধূসরকে শুধাল ' আমি এখন যাব ভাইয়া?'

' যা।'

সে ছটফটে পায়ে প্রস্থান নেয়। পিউ হতবাক হয়ে বলল

' আপনি এখানে কী করে এলেন?'

ইকবাল ধূসরের কাঁধ পেচিয়ে ধরে বলল‘ জানের জিগার বন্ধু টাকে মিস করছিলাম খুব। রাতে ঘুম আসতোনা,কাজে মন বসতোনা। খেতে,চিবোতে ,গিলতে,শুতে সবেতে এত সমস্যা হতে থাকল তাই আর টিকতে পারলাম না। চলে এলাম।’ ধূসর বিরক্ত হয়ে বলল ‘ চুপ করবি তুই? যত্তসব বানানো কথা। ‘

ইকবাল দুঃখী কণ্ঠে বলল ‘ভালোবাসার দাম কোনও দিনই দিলিনা ধূসর। তাইনা পিউ?’

পিউ কিছু বলল না। তার শৈলপ্রান্ত এক জায়গায় গোঁটানো। গতকাল রাতের কথা ঘুরছে মাথায়। এরকম হুবহু আওয়াজই তো শুনেছিল ফোনে। তবে আপু আড়াল করল কেন? ইকবাল ভাইয়া ফোন করলেও বা,সেটা লুকানোর কী

ছিল?‘আমরা তো আটজন। তাহলে এই টাকা কত করে ভাগে পড়বে?’ সুপ্তি বিরাট কৌতূহল নিয়ে আওড়াল। জোরাজুরি আর শত তর্কের পর এইটুকু আদায় করেছে বরপক্ষ থেকে। ক*ষ্ট তারা করলেও ভাগীদার তো কম নেই। পুষ্প,শান্তা কেউই তার কথায় কান দিলো না। দুজনে গভীর মনোযোগে কচকচে নোট গুনছে।

পুষ্প গুনে গুনে শেষ করে বলল ‘ তেরো হাজার। ‘

শান্তা ভ্রুঁ তুলে বলল ‘ দু-হাজার কম দিলো?’

‘ তাইতো দেখছি।’

‘ কত্ত বড় ধরিবাজ! ঠকালো আমাদের। দেখাচ্ছি মজা!’

সে তে*ড়ে যেতে নিলে পুষ্প থামিয়ে দিল। টেনে ধরে বলল

‘ যাসনা! এখন বললেও বিশ্বাস করবেনা। ভাববে দু হাজার সরিয়ে রেখে এসছি।’

‘ তাহলে কী করব এখন? এটাত চি*টিং! চি*টিংবাজ পরিবারে বোনকে পাঠাব?’

‘ তো কী করবি? মনে হয় ভাইয়ার ভাইটার কাজ এসব। টাকাত তিনিই দিলেন। ওটাকে একটা শায়েস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।’শান্তা দুপাশে

মাথা দোলাল। রা*গ নিয়ে বলল ‘ বিয়ে ভে*ঙে দেই?’

‘ বিয়ে ভা*ঙবি? আচ্ছা যা, পারলে মামাকে বল গিয়ে।’

শান্তা চুপসে গেল। সুপ্তি ঠোঁট টিপে হেসে বলল

‘ আপুর সেই সাহস আছে না কী?’

শান্তা চোখ রাঙালো ওকে।

তারপর পুষ্পর দিক চেয়ে বলে ‘ এখন কী করব তাহলে? ‘

পুষ্প ভাবুক ভঙ্গিতে গালে হাত দেয়। কিছুক্ষন মন দিয়ে চিন্তা করে বলল,

‘ আগে এই টাকা রেখে আসি দাঁড়া। ব্যাটা দুলাভাইয়ের জুতো চুরি আর হাত ধোয়ানোর ওসিলায় ছোট বাজেট রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু না,ওনার ভাইয়েরা যখন ঠকিয়ে দিলো তখন একটা বড় এমাউন্ট দাবি করতেই হচ্ছে।’

সুপ্তি বলল ‘ যদি না দেয়?’‘ দেবেনা কেন? ভরা বিয়ে বাড়িতে সন্মান বাঁচাতে হলেও দেবে। আর এবার ওখানে বসেই গুনব।’

পুষ্প বলল ‘ কারেক্ট! বুদ্ধি আছে তোর। আচ্ছা তোরা দুটো গিয়ে বরের আসনের ওখানে দাঁড়া। ফাঁকফোকড় খোঁজ কীভাবে জুতো আনা যায়! আমি টাকা রেখে এসে

পিউকেও ডাকি। ও এসব চুরি টুরি ভালো পারবে।'

সুপ্তি বুঝতে অক্ষম। সে বোকা গলায় বলল,

' পিউপু চুরি ভালো পারবে কেন? ওকি চোর ছিল আগে?'

পুষ্প বিরক্ত চোখে ফিরে তাকাল। মৃদূ ধম*কে বলল,

‘ বলদ! যা ডেকে নিয়ে আয়। কই গেছে ওটা? গেট ধরার সময় তো দেখিনি।’

বলা মাত্র সুপ্তি গাউন উচুতে ধরে ছুটল।

পিউ মন খারা*প করে দাঁড়িয়ে। তাকে চেয়ার থেকে তুলে দিয়ে ধূসর বসেছে,পাশেরটায় জায়গা দিয়েছে ইকবাল কে। আর ওকে ক*ঠিন কণ্ঠে হুকুম করেছে

‘ এখানে দাঁড়িয়ে থাক!’পিউ একটু পরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। বিয়ে খেতে এলো কত লাফালাফি করার স্বপ্ন নিয়ে। মানুষটা আসবেনা বলে বহু কাঠখড় পু*ড়িয়ে একটা বুদ্ধি বের করেছিল! সফলও হয়েছে। অথচ গ্যারাকলে সেই পরল শেষমেষ । যে মানুষটাকে আনার এত তোড়জোড় সে-ই এখন ওকে এক পা-ও নড়তে দিচ্ছেনা। একেই বলে

নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মা*রা। ব্রিটিশের হাতে নবাবের শাস্তি। এর থেকে একা একা এসে ঘুরে গেলে ভালো হতোনা?

পরমুহূর্তে পিউ দুদিকে মাথা নেড়ে ভাবল

‘ না না। ধূসর ভাই যাই করুক,ওর সাথেই তো করছেন। সে যে চোখের সামনে থাকছেন এই ঢের। তাকে তো এভাবে বাসায় পাওয়াই যায়না।

ওনাকে দিনরাত চোখের সামনে রাখতে একটা কেন,দশটা বিয়েতে নড়তে না পারলেও আক্ষেপ নেই। বরং এই এতদিন তাকে ছাড়া কীভাবে থাকতো? আর এই সুবাদে একটু কাছাকাছি হওয়া তো হয়েছে। সাথে নিশ্চিত হতে পারল মানুষটার অভিপ্রায় নিয়ে। ধুসর ভাইয়ের ঠোঁটের স্পর্শ.....'

পিউ ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেল। মানস্পটে আর মস্তিষ্কে কালকের কথা ভেসে উঠল। পিঠে ধূসরের চুমু দেয়ার মুহুর্তটা ভেবে ছোট্ট মন ঝাঁকুনি দেয়। কাঁ*পুনি ওঠে বক্ষে। পিউ ঠোঁট ভরে চিলতে চিলতে হাসে। ধ্যান ছুটল ধূসরের গম্ভীর স্বরে,‘ পুষ্প!’

সে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে। সহি সালামত স্থানে টাকা গুলো রেখে

আসবে বলে। ডানে বামে তাকায়নি অবধি। ধূসরের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে গেল। ত্রস্ত পাশ ফিরে তাকাল। স্বাভাবিক, সহজ ভঙ্গি। ধূসরের মুখ ছাপিয়ে পাশাপাশি চেয়ারটায় ইকবালকে দেখল বেখেয়ালে। চোখ সরিয়ে আনতে না আনতেই মস্তিষ্ক সজাগ হলো। ক্ষি*প্রবেগে ইকবালের মুখটায় ছুড়ল অক্ষিযুগল। ইকবাল মিটিমিটি হাসছে। চোখেমুখে দুষ্টুমি।

এই সময় অপ্রত্যাশিত মানুষটিকে দেখে মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে উঠল। নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল পুষ্প। চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলল। বিস্ময়ের ভারে হাত থেকে টাকা খসে মাটিতে পরতেই ইকবাল আওড়াল,

‘ যা! পরে গেল।’

পুষ্প কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল,

‘ হহ্যাঁ ভভাইয়া?’

‘ এদিকে আয়।’আগের থেকেও ভারী কণ্ঠ। চোরের মনে পুলিশ পুলিশ অবস্থা! পুষ্পর বুক ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে। সে এক পা আগালে ধূসর বলল,

‘ টাকা তোল আগে।’

পুষ্প ভ*য়ে ভ*য়ে টাকা তুলল। বড্ড ক*ষ্টে, কাঁ*পা পায়ে এগিয়ে এসে ধূসর আর ইকবালের সামনে দাঁড়াল। আলগোছে একবার দেখল

পিউকেও। ছোট মেয়েটার মুখমণ্ডল জুড়ে জিজ্ঞাসা। ঘটনার আদ্যোপান্ত মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে যে।

ধূসরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পুষ্প চোখ নামিয়ে রাখল নীচে । ইকবালের ওপর রা*গে মাথাটা টগবগ করছে। এইভাবে না বলে কয়ে উড়ে এলো কেন? কোন সাহসে? এখন ধূসর ভাই বুঝে ফেললে? সর্বনা*শ! মে*রেই

ফেলবে। পুষ্প মনে মনে দোয়া ইউনুস আওড়াল কয়েকবার। এর মধ্যেই ধূসর প্রশ্ন ছুড়ল,

‘ কী খবর তোর? সব কিছু ঠিকঠাক? ‘

পুষ্প বিদ্যুৎ বেগে মাথা তোলে। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? তাও এখন? এরকম তো কস্মিনকালেও করেননি। ঠিক শুনল সে? সংশয় নিয়ে বলল‘ হ্যাঁ? ‘

ইকবাল আগ বাড়িয়ে বলল,

‘ মানে তোমার দিন কাল কেমন যাচ্ছে?’

পুষ্প তাকালোনা। তবে কট*মট করে বলল ‘ ভালো।’

ধূসর তাকে আরো এক দফা অবাক করে বলল

‘যা। ‘

পুষ্প বিস্মিত। ধূসরের অদ্ভূত হাবভাব বিভ্রান্ত করছে মস্তক।

অনিশ্চিত কণ্ঠে শুধাল ‘ যাব?’

‘ হু।’

মেয়েটার বিশ্বাস হলোনা তাও। এইভাবে ধূসর ভাই ডাকলেন। আওয়াজ শুনেই তো প্রান ওষ্ঠাগত হয়েছিল। অথচ এমনি এমনি? সন্দিহান, অথচ নম্র কণ্ঠে বলল,‘ এটা বলতে ডেকেছেন?’

ধূসর চোখ সরু করল,

‘ অন্য কিছু ভেবেছিলি?’

পুষ্প ঘন ঘন দুপাশে মাথা নেড়ে বলল ‘ না না।’

মনে মনে বলল ‘ সে আর বলতে! রুহ টাই উড়ে গেছিল।’

‘ যা তবে।’

আরেকবার ঘাড় হেলিয়ে হাঁটা ধরল সে। এপাশ ফিরে ইকবালের প্রতি রাগে কিড়*মিড় কিরল। একবার এই লোককে হাতের নাগালে

পাক,এখানে আসার মজা বুঝিয়ে দেবে।

এর মধ্যে সুপ্তি হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়। পুরো প্যান্ডেল, উঠোনের তিন মাথা খুঁজে সে হয়রান যখন তখনি পিউকে দেখতে পেল এখানে। এতটুকু পথেই হাঁপিয়ে গিয়েছে সে। জোরে দুবার শ্বাস টেনে বলল,

‘ এই পিউপু! তোমাকে আমি কত জায়গায় খুঁজে ম*রছি জানো?’পিউ বলল ‘ না জানিনা।’

‘ উফ! মজা বাদ দাও। চলো তোমার কাজ আছে!’

সুপ্তি ব্যস্ত ভঙ্গিতে পিউয়ের এক হাত টেনে হাঁটা ধরতেই ধূসর বলল,

‘ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ওকে?’

শীতল কণ্ঠে মেয়েটা দাঁড়িয়ে যায়। ভী*ত লোঁচনে তাকায়। ধূসরকে বসা

থেকে উঠতে দেখে আ*তঙ্ক এক ধাপ বাড়ল। যবে থেকে শুনেছে লোকটা এলাকায় মা*রামা*রি করেছে, দেখলেই ভ*য় লাগে। ধূসর ভ্রুঁ উঁচাল তার চুপ থাকায়। সুপ্তি নড়েচড়ে উঠে, মিহি কণ্ঠে বলল,

‘ দুলাভাইয়ার জুতো চুরি করতে হবে।’

‘ ওকে নিচ্ছো কেন? ও কি চো*র?’

তারপর পিউয়ের দিক চেয়ে বলল ‘ তুই চোর?’

পিউ দুপাশে ঘন মাথা দোলায়।‘ তাহলে যাচ্ছিস কেন?’

কণ্ঠের সাথে চাউনী দেখে সুপ্তির সাথে পিউও ভ*য় পায়। সে ঠোঁট চেঁটে উত্তর খুঁজল। এদিকে সুপ্তি হাতটা খামঁচে ধরেছে তার। ভ*য়ড*র উগলে দিচ্ছে নখে। পিউ মিনমিন করে বলল,

‘ বর্ষা আপুকে কথা দিয়েছিলাম,ওনার বরের জুতো আমিই চুরি করব। এখন না গেলে ওয়াদা ভ*ঙ্গ হয়ে যাবে না? ‘

ডাহা মিথ্যে কথায় ধূসর চিবুক শক্ত করতেই, পিউ অসহায় কন্ঠে বলল,

‘ একটু যাই,এরকম করছেন কেন? ওখানে বাবা,চাচ্চু,মামারা সবাই আছেন। কিচ্ছু হবেনা। ‘

ইকবাল পাশ থেকে বলল,

‘ যাক রে ধূসর! বাচ্চা মেয়ে, কতক্ষনই বা বসে থাকতে পারে?’

ধূসর রা*গ গি*লে নেয়। থম ধরে চেয়ে থাকে পিউয়ের মুখের দিক। মেয়েটা ভুলেও মাথা তুলল না। এই তুখোড় চাউনী তার ভেতরটা গুলিয়ে দেয়। ধূসর আচমকা তার বাম হাতের কনুই চে*পে ধরল। হকচকাল পিউ।

ধূসর ক*ড়া কণ্ঠে বলল,‘ একটা কথা শুনে রাখ পিউ,কালকের মত কোনও অকারেন্স যদি ঘটেছে! কে ঘটালো,কেন ঘটাল আমি কিন্তু সেসব দেখবনা। তবে কনফার্ম, খুন করে ফেলব তোকে।’

শৈত্য হুমকিতে পিউয়ের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে এলো। হাড় ছাপিয়ে চলল অনুষ্ণ স্রোত। সে দুই ঠোঁট ফাঁকা করে চেয়ে থাকে। সুপ্তির মাথা

চক্কর কা*টল,ঘোলা হয়ে এলো চক্ষু। এরকম ডায়লগ সে সিনেমায় বহুত শুনেছে, তাও খা*রাপ খারা*প লোকদের মুখে। এই প্রথমবার বাস্তবে শুনল। হাঁটু দুটো টলে উঠল তার। ধূসরের মতো ভ*য়ানক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলোনা।

পিউয়ের হাত ছেড়ে রুদ্ধশ্বাস নিয়ে বলল

‘ আ আমি যাচ্ছি,তুমি এসো।’পিউ ঢোক গিল*ল। আস্তে আস্তে পা বাড়াল। তার বিশ্বাস আজ কিচ্ছু হবেনা। কাল তো নাঁচতে গিয়ে অমন হয়েছে। আজ জুতো দুটো চুরি করেই এক জায়গায় যে বসবে টেনেও তুলতে পারবে না কেউ। জীবন এখনও বহুদূর বাকী। ধূসর ভাইয়ের বাচ্চার মা হওয়ার বদলে

ওনার হাতে খু*ন হওয়ার শখ তার নেই।

নিজের প্রতি অঢেল,অসামান্য বিশ্বাস নিয়ে পিউ এগিয়ে যায়।

ধূসর কপাল কুঁচকে রেখেই চেয়ারে বসল। ইকবাল মন দিয়ে তার মুখশ্রী দেখল। সে তখনও পিউয়ের প্রস্থান দেখছে। ইকবাল হাসল। পরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান ধরল,

❝ প্রেম আ*গুন যার হৃদয় ভরা

অন্যে কি বুঝিবে তাহা সেজন ছাড়া?
সে জানে তার কেমন করে
কী জ্বা*লা পো*ড়ে বুকে,
প্রেমের মানুষ ঘুমাইলে চাইয়া থাকে।ভালো মন্দের ধার ধারেনা যা বলার বলুক লোকে,
প্রেমের মানুষ ঘুমাইলে চাইয়া থাকে। ❞

ধূসর ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। ইকবাল গান থামাল তৎক্ষনাৎ। পরপর হেসে ফেলল। ধূসর বলল,

‘ মজা নিচ্ছিস?’

ইকবাল জ্বিভ কেঁটে দুদিকে মাথা নেড়ে জানাল,

‘ না না, পাগল?’

ধূসর ছোট্ট শ্বাস ফেলল,

‘ নে,সমস্যা নেই। আমার মত অবস্থা হলে বুঝতি।’

ইকবালের দুষ্টুমি মিলিয়ে গেল। কাঁধে হাত রেখে গুরুতর কণ্ঠে বলল,

‘ আর কতদিন অনুভূতি চে*পে রাখবি ?’

ধূসরের বিদ্বিষ্ট মুখভঙ্গি যত্রতত্র বদলে যায়। চোখ সরিয়ে সামনে তাকায়। ঠিক আগের স্থানে চেয়ে থেকেই বলল,

‘ সময় হোক।’

‘ দেখিস, হিতে বিপরীত না হয়!”‘ হবেনা।’

‘ নিজের ওপর এত কনফিডেন্স? ‘

ধূসর মৃদূ হেসে জানাল ‘ নিঃসন্দেহে! ‘

তারপর উঠতে উঠতে বলল ‘ চল, খাবার ওদিকটায় যাই। ‘

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তো ওখানে যাবেই।’

‘ কথা কম,আয়।’

ইকবাল হাঁটতে হাঁটতে বলল ‘ বলছিলাম কী ধূসর,শোন না...’

‘ কী?’

ইকবাল চিন্তিত কণ্ঠে বলল

‘ তোর চাচা তো আমাকে দেখলে কপাল কুঁচকে ফেলে। সহ্যই করতে পারেনা। এখন এখানে দেখলে কিছু বললে?’

ধূসর বলল,

‘ আমার ভরসায় এসেছিস?’

‘ হ্যাঁ, তো আর কার?’

‘ তাহলে চুপ থাক। ‘

ইকবাল ঠোঁটে আঙুল ধরে বলল ‘ ওকে।’‘হাই দুলাভাই গণ’

টেনে টেনে ডাকল পিউ। বরের জন্যে পাতা আসন জুড়ে বর-সহ মোট পাঁচজন বসে। নিজেদের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল তারা। ডাক শুনে এক যোগে তাকাল। বরের ভাই সাব্বির বলল,

‘ দুলাভাই গণ? আমরা এখনও বিয়ে করিনি। তাই আপনার মতো শালী থাকার চান্সও নেই । আপাতত এখানে আপনার দুলাভাই একজন মিস। এই যে আমার ভাই!’

পিউ ভ্রুঁ উঁচিয়ে বলল,

‘ ও তাই? সো সরি! আসলে আপনারা সবাই এত সেজেগুজে এসছেন,বুঝতেই পারিনি কোনটা বর কোনটা সং!’

সাব্বির নিজেদের একবার একবার দেখে বলল

‘ আমরা তো সাজিনি। আপনি বোধ হয় চোখে মেক-আপ নিয়েছেন বেশি। ওজন হয়ে গেছে তাইনা? ভারে চোখ মেলে তাকাতে পারছেন না বলেই এরকম মনে হচ্ছে!’

সৈকত বিয়ের বর বলে ঠোঁট টিপে হাসল। তবে বাকী তিনজন হেসে উঠল হুহা করে। পিউয়ের মধ্যে

একটুও ভাবান্তর হলোনা। সে উলটে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল,‘ আপনার চোখে সমস্যা আছে। সানগ্লাস টা খুলে তারপর দেখুন। মেক-আপ না চিনলে এরকম তো বলবেনই। আমি কি মেকআপ করেছি? দুলাভাই আপনি বলুন, করেছি?’

সৈকত দুদিকে মাথা নাড়ল। তার বাম পাশে বসা মঈনুল জিজ্ঞেস করল

‘ তা আপনি মেয়ের কী রকম বোন হন?’

‘ পরিচয় কী দিতেই হবে?’

‘ দিলে ভালো হয়!’

‘ আপনিও কি আমার পরিচয় জানতে চান ভাইয়া?’

সৈকত ইতোপূর্বে পিউকে দেখেনি। দেখেছে পুষ্পকে। পুষ্পর সাথে পিউয়ের আদোল মিলিয়ে বলল,

‘ আপনি বোধ হয় পুষ্পর কেউ হন,তাইনা?’

‘ কার কী হই ওসব ছাড়ুন। আপনারা আমাকে দেখুন।’

তারপর

দুহাতের ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল,‘ আচ্ছা বলুন তো, আমি দেখতে কেমন? ‘

ভ্যাবাচেকা খেল সবাই। প্রবল বিস্ময়ে একে অন্যের মুখ চাওয়া-

চাওয়ি করল। গ্রামে এরকম প্রশ্ন, কোনও মেয়ের মুখে? মেয়েগুলো তো উলটে লজ্জায় ধারে-কাছেই ঘেষেনা। সাব্বির, সৈকতের কানের কাছে মুখ এনে বলল,

‘ মেয়েটা মনে হয় শহরের।’

‘ ভাইয়ের কানে কী বলছেন? সামনা-সামনি প্রশংসা করতে বুঝি লজ্জা লাগছে? ‘

সাব্বির ত্রস্ত তটস্থ হয়ে বসে বলল,

‘ না মানে...’

মঈনুল বলল,

‘ সরাসরি জিজ্ঞেস করেছেন,একটুত লাগছেই। ‘

‘ তাহলে এক কাজ করুন,ভাইয়ার রুমাল টা নিয়ে আপনাদের নাক চে*পে বসে থাকুন। ‘

জড়োতাহীন কথাবার্তায় ছেলেটা খানিক থতমত খেল।

সাব্বির এগিয়ে বসে বলল,‘ আচ্ছা, লজ্জা শরম বিসর্জন দিলাম, দেখি বেয়াইন সাহেবা কেমন! ‘

ওকে এগোতে দেখেই পিউ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখ বেঁকিয়ে বলল,

‘ আপনার তো চরিত্রে দারুণ সমস্যা। মেয়ে দেখলেই এগিয়ে আসেন, ছিহ!’

সাব্বির অবাক হয়ে বলল

‘ আপনিই না বললেন?’

‘ আমি বললেই আপনি আসবেন? না বাবা বরের ভাই যদি এরকম হয়,বরের চরিত্র ভালো তো?’

সন্দিহান কণ্ঠে, সৈকত উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ এই না না আমার চরিত্র ভালো। ‘

সাব্বির নির্বোধ বনে বলল,

‘ মানে কী? আমি কি দুশ্চরিত্র ?’

‘ তাইত মনে হচ্ছে! এখানে থাকা নিরাপদ না,যাই বাবা!’

তারপর ছুটে গেল পিউ। মঙ্গনুল হতবাক চেয়ে বলল,‘ কতটুকু মেয়ে আর কী কথাবার্তা! সাইজের সাথে মিল নেই।’

মাঙ্গনুলের পাশে বসা কবির একটু নিরামিষ ধরনের। এতক্ষন ছিলও চুপচাপ। সে বলল

‘ ওসব বাদ দে। আপাতত সতর্ক থাক ভাইয়ার জুতো নিয়ে। সাব্বির কোনায় বসেছিস,দায়িত্ব কিন্তু তোর।’

সাব্বির নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল
‘ আরে হ্যাঁ হ্যাঁ জু’তো ঠিকঠাকই আছে, ভেতরের দিকে ঢোকানো একদম।’
‘ থাকলেত ভালোই। গেটে এমনিতেই টাকা কম দিয়ে বোকা বানিয়েছিস। এখন জুতো নিলে কত চাইবে ভাবতে পারছিস?’

‘ আরে নেবে কীভাবে? আমি আছিনা,আর কেউত এলোওনা নিতে।’

বলতে বলতে একটু সংশয় জাগল মনে। কী মনে করে চটপট খাটের ঝোলানো কাপড়টা তুলল। বসে থেকেকেই নিচে উঁকি দিল। জুতো দেখা যাচ্ছেনা। সাব্বির তৎপর নেমে দাঁড়াল। নীচু হয়ে ভালো করে চেয়ে

দেখল জুতো নেই। আর্ত*নাদ করে বলল,‘ ভাই জুতো তো নেই।’

সবাই উত্তেজিত হয়ে বলল ‘ ‘ কী? কে নিলো?’

সাব্বির সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথায় হাত দিয়ে এলোমেলো দৃষ্টি ফেলল কিছুক্ষন। পরপর সচেতন কণ্ঠে বলল

‘ ওই মেয়েটা না তো?’

মঈনুল বলল ‘ ও হবে কী করে? খালি হাতে গেল তো।’

কবির বলল ‘ নিশ্চয়ই আমাদের বোকা বানিয়েছে। নাহলে হঠাৎ একটা মেয়ে এসে নিজের চেহারা দেখিয়ে বলবে কেন আমাকে দেখতে কেমন? ‘

সাব্বির, সৈকতের দিক চেয়ে বলল ‘ আমাদের কথার তালে রেখে জুতো

নিয়ে গেল। কী বুদ্ধি মেয়ের! “ আসসালামু আলাইকুম! ‘

রাশিদ ধূসরের দিক চেয়ে চেয়ে উত্তর করলেন সালামের। শুধালেন,

‘ এ কে ধূসর?’

‘ আমার বন্ধু আঙ্কেল। একটা কাজে এসেছিল গ্রামে। তাই আপনাদের সাথে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। ‘

মুহুর্তমধ্যে রাশিদ গমগমে হাসলেন,

‘ ও তোমার বন্ধু? বাহ বাহ খুউব ভালো করেছ। তা বাবা কী নাম তোমার?’

ইকবাল বিনম্র জবাব দিল,

‘ ইকবাল হাসান। ‘

‘ বেশ বেশ। এই গ্রামে কী কাজে এলে?’

ধূসর বলল,‘ ও জেলা ***** সভাপতি আঙ্কেল। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন গ্রামে যায় দলের পক্ষ থেকে।

ওখানকার মানুষের সুবিধা অসুবিধা দেখে। সেরকম কাজেই এসছিল। '

' ও তাই না কী? বাহ ভালোই তো।'

ইকবাল ধূসরকে বলল,

' পরিচয় তো হয়েছে,আমি তাহলে এখন যাই?'

ধূসর বলল,

' হ্যাঁ যা! গাড়িতো আনিসনি। বাস পেতে পেতে সন্ধ্যা হবে। একটু

অসুবিধে হবে পৌঁছাতে, তবে সমস্যা নেই ওকে?’

ইকবাল মাথা দুলিয়ে বলল

‘ আচ্ছা। আসি তাহলে আঙ্কেল?’

রাশিদ ভ্রু কুঁচকে বেগ নিয়ে বললেন,

‘ এই দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় যাবে?’

‘ চলে যাব আঙ্কেল!’

‘ চলে যাবে মানে? এই ধূসর, বাবা তুমি এত বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে এরকম কী করে বলছো বলোতো? ও তোমার বন্ধু,তোমার অতিথি,মানে আমাদেরও অতিথি। ও এসে আবার যাবে কেন? আজ এখানেই থাকবে। আমার মেয়ের বিয়ে, আর তোমার বন্ধু এসেও ফিরে যাবে এটা কোনও কথা?’

ইকবাল বলতে গেল‘ কিন্তু আঙ্কেল...’

‘ উম্ম কোনও কিন্তু নয়। কাল তো ধূসররা ফিরছেই ঢাকাতে। তুমি গেলে ওদের সঙ্গে যাবে। আজ আর ফেরাফেরি নয়। ধূসর,তোমার বন্ধুকে কিন্তু কোথাও ছাড়ছিনা আজ। তুমি বরং ওকে নিয়ে খেতে বসো। ও না তুমিত সার্ভ করবে বলেছিলে, তাহলে বরং পোলাওয়ের বাটিটা

নাও,আর আমি ওকে নিয়ে যাই। কেমন? '

ধূসর মাথা দোলায়। পরমুহূর্তে চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

' ইকবাল থাকায় সমস্যা হবে না তো আঙ্কেল? না আসলে ও রাজনীতিবিদ, বড় আব্বু রাজনীতি... '

এটুকুতেই রাশিদ বুঝে নিয়ে বললেন,

‘ আরে চিন্তা নেই। দুলাভাইকে আমি সামলাব। ইকবাল তুমি এসো আমার সঙ্গে।’

সে বাধ্য ছেলের মত বলল ‘ জি আঙ্কেল!’

তারপর দুজন কদম ফেলল সামনে । ইকবাল যেতে যেতে ফিরে তাকাল। ধূসর ঠোঁট কাম*ড়ে হেসে ভুরু নাঁচাল। ইকবাল দুপাশে মাথা নেড়ে কপালে চার আঙুল ঠেকিয়ে

স্যালুট দিলো। ধূসরের পাতলা ঠোঁট উঠে এলো এক পাশে। আশেপাশে তাকাল। আস্তে আস্তে টেবিল ভরে যাচ্ছে মেহমানে। সে দাঁড়িয়ে থাকল। একদম যেই টেবিল নারী শূন্য,শুধুমাত্র পুরুষ বসেছেন এগিয়ে গেল সেখানে। দায়িত্বে থাকা ছেলেটিকে বলল,

‘ এখানে আমি দিচ্ছি,তুমি অন্য টেবিলে যাও।’মারিয়ার মন আঁকুপাঁকু

করছে বাইরে যাওয়ার জন্যে। ওখানকার শোরগোল দুইতলায় অবধি শোনা যাচ্ছে। অথচ বর্ষা একা,ওকে রেখে যেতেও পারছেনা। শেষে এখান থেকে তাকে সুমনা বেগম উদ্ধার করলেন। ঘরে ঢুকেই বললেন,

‘ ওর কাছে আমি বসছি মারিয়া। তুমি নিচে গেলে যাও।’

মারিয়া দ্বিধাদ্বন্দে পড়ল যাবে কী না। বর্ষার মলিন মুখস্রী। বেলাল কেঁদেকেটে যাওয়ার পর থেকে এক ফোটা হাসেনি সে। মারিয়া সিদ্ধান্তহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মুখের দিক। বর্ষা তাকাল,হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ যা। আমি তো একটু পরেই আসব।’

মারিয়া স্বস্তি পেল। ঝটপট উঠে গেল বিছানা থেকে। স্ফূর্ত পায়ে চলল নীচে।

সাদিফ নতুন আরেকটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বেরিয়েছে। তার মন মেজাজ খা*রাপ। সেটুকু আরো খা*রাপ হলো প্যান্ডেলে এসে পিউকে দেখে। ওর গায়ের মেরুন লেহেঙ্গা দেখে প্রথমে মনকাড়া লাগলেও এখন লাগছে ভীষণ বাজে।

ম্যাচিং হয়েও হলোনা, আফসোস! সাদিফ দাঁড়িয়ে থাকল। পিউ বরের জুতো নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত শান্তাদের সাথে। সে বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে চেয়ে রইল ওর দিকে। অল্প অল্প হাওয়ায় পিউয়ের চুল উড়ে মুখে পরছে। কথার ফাঁকে সে গুঁজে দিচ্ছে কানে। ডাগর ডাগর চোখদুটো আরো বড় হচ্ছে আলোচনায়। সাদিফের মাত্র বিগড়ে

যাওয়া মেজাজ প্রশান্ত হয়ে ফিরে এলো। দৃষ্টিতে ভীড়ল মুগ্ধতা। আরো একবার ঘোষণা করল,

‘ মেয়েটাকে তার চাই।’

কবে, কীভাবে, কোনদিন পিউকে এত মনে ধরেছে সে জানেনা। চোখের সামনে দেখতে দেখতে খুইয়েছে হৃদয়। পিউ একটু বড় হওয়ার পর থেকে সাদিফের বসন্ত কেঁটেছে ওর নামে। হয়ত পিউ এত

চঞ্চল,ছটফটে বলেই। এই মন হারানোর সঙ্গা নেই,নেই দিনক্ষন। তবু সাদিফ জানে,পিউ তার অন্তকরনের অংশ। ওকে একটু হাসতে দেখলে বা পাশে ব্যাঁথা হয়। বুক ধুকপুক করে। পিউয়ের হাতের ঠান্ডা জল তার তৃষ্ণা মেটায়। এর নাম কী? ভালোবাসা না? তাহলে নিঃসন্দেহে সে জানাবে,

‘ পিউকে সে ভালোবাসে। বহু দিন, বহু আগ থেকে ভালোবাসে। শুধু মেয়েটা বড় হোক,ভার্সিটির গন্ডিতে পা রাখুক,একদম সোজাসুজি পুরো পরিবারকে জানাবে সে! বড় চাচ্চুর কাছে চেয়ে নেবে ওকে। এইত আর কিছু দিনের অপেক্ষা। “ এই ভাইয়া, ওখানে কী করছো? এদিকে এসো।’ পিউ হঠাৎই ডেকে ওঠে। ধ্যান ভা*ঙল তার। নড়েচড়ে পা বাড়াল।

প্রতিটি কদমে শান্ত চোখে দেখতে থাকে পিউয়ের মুখখানি। এই ছোট্ট চেহারায় কী মায়া! কী স্নিগ্ধতা! কী শান্তি!

কাছে এসে দাঁড়াতেই পিউ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ‘ বরের জুতো চুরি করেছি বুঝলে,এখন এটা লুকোতে হবে। তুমি একটু বুদ্ধি দাওতো কোথায় লুকাই?’

সাদিফ মোহ থেকে বেরিয়ে আসে। নিজেকে সামলানোর অনবদ্য ক্ষমতা তার । বাকী প্রেমিকদের মত প্রেয়সীর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকেনা। পিউ কোনও দিন বলতেও পারবেনা এরকম দেখেছে। সে জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল,‘ বাড়ির ভেতর রাখবি? না ঠিক হবেনা,কারো হাতে পরলে সমস্যা!’

শান্তা বলল ‘ আমিওত সেটাই বলছি। কোথায় রাখা যায়?’

তারা পাঁচজন চিন্তায় পড়ল। বাকীদের একটা হলেও পুষ্পর চিন্তার কারণ দুটো। সে ক্ষনে ক্ষনে সতর্ক চোখে ইকবালকে দেখছে। ওইত বরযাত্রীর সাথে কব্জি ডু*বিয়ে খেতে বসেছে লোকটা। হাসি ধরছেনা। দাঁত কপাটি সব উন্মুক্ত। পুষ্পর রা*গ হলো,নাকের পাটা ফুলে

উঠল। তাকে দুঃশ্চি*ন্তায় মে*রে ফেলে এই লোক খাচ্ছে?

সুপ্তিও অনেকক্ষন ভাবল। আইডিয়া মাথায় আসতেই হৈহৈ করে বলল, ‘ পেয়েছি। আচ্ছা ধানের ঘরে রাখলে কেমন হয়? ওখানে তো আজ কেউ যাবেনা।’

সাদিফ বলল ‘ বুদ্ধিটা খা*রাপ না।’

পিউ বলল ‘ রেখে আসি তাহলে? “ যা।’

সৈকতের পায়ের সাইজ নিঃসন্দেহে পিউয়ের দশটা পায়ের সমান। সে পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়ে এগোবে এর মধ্যে রোহান ছুটে এলো। রূম্পা বেগম ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। বরের হাত ধোঁয়াতে হবে।

পুষ্প এমনি সময় হলে যেত,কিন্তু যেখানে ইকবাল স্বয়ং উপস্থিত

সেখানে প্রশ্নই ওঠেনা। ওই লোক এমনিতেই সন্দেহবাতিক।

শান্তা, সুপ্তি ছোট মানুষ। অতগুলো ছেলের মধ্যে ওদের একা পাঠানো ভালো হবে? পুষ্প বলল

' পিউ,তুই যা।'

পিউয়ের বুক ছ্যাত করে উঠল। মাথা খারা*প? ধূসর তাকে আস্ত রাখবে? জুতো নিতে গিয়ে কতগুলো সূরা যে পড়েছে! আর যাওয়া

যাবেনা। উনিশ-বিশ হলে সর্বনা*শ। ধূসর ভাই জিন্দা ক*বর দিয়ে দেবেন।

সাদিফ ভাবল সে মানা করবে। এর আগেই পিউ বলল,‘ না না আমি যাব না।’

‘ কেন?’

‘ আমি এসব পারব না। মৈত্রী আপু কই? ওনাকে তো আর দেখলামই না।’

‘ কল দিচ্ছি।’

পুষ্প ফোন ওঠালে সাদিফ বাঁ*ধা দিল,

‘ না থাক,দিসনা। শালীদের মধ্যে আর কেউ নেই?’

‘ ওইত মারিয়া আপু আসছে। ‘

মারিয়া তক্ষুনি উজ্জ্বল পায়ে এসে সভায় ভীড়ল। সাদিফ ওকে দেখতেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলল আরেকদিক। মারিয়া কপাল কুঁচকে

ভে*ঙচি কাটল মনে মনে। এই লোক কী ভাবল? যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল আর সেও অপমানিত হয়ে গেল? অসহ্য! সে আস্ত সাদিফকে ছু*ড়ে ফেলল মাথা থেকে।

বাকীদের দিক চেয়ে বলল,‘ আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল?’

পুষ্প বলল,

‘ হ্যা, তোমাকে দরকার।’

‘ বলো কী করতে পারি?’

‘ বরের হাত ধোঁয়াতে হবে।’
‘ এটা আর এমন কী?’
‘ সেটাইত। এই সামান্য কাজে আমরা কেউই যেতে চাইছিনা। তুমি বাকী,তুমিই যাও।’
‘ যাচ্ছি। কিন্তু হ্যাঁ, টাকাপয়সা যা পাব সেটা শুধু মেয়েদের। ছেলেরা কিন্তু ভাগ পাবেনা।’
সাদিফ ইঙ্গিত বুঝে তাকাল। নাকমুখ কুঁচকে বলল,

‘ এমন ভাব করছে যেন আমি থালা নিয়ে বসে আছি। যে সে হাত ধুইয়ে কখন টাকা আনবে আর আমাকে দেবে।’

মারিয়া পুষ্পর দিক চেয়ে বলল

‘ আমি কি কারো নাম বলেছি?’ অহেতুক লোকজন ক্ষে*পে যাচ্ছে কেন?

সাদিফ পুষ্পকে বলল,

‘ নাম বলেনি, মানে কথাটা আকাশে ছু*ড়েছে। আর সেটা এসে পরেছে আমার গায়ে। ক্ষে*পে যাওয়া স্বাভাবিক না?

মারিয়া বলল

‘ বুঝলাম না পুষ্প,আজকাল ছেলেরা এত মেসি টাইপের কেন হয়? সন্মান টন্মান নেই এদের? যেখানে সেখানে বা হাত নিয়ে চলে আসে।” পুষ্প তুই বলে দে, আমি সাদিফ, মানুষ

বুঝে কথা বলি। আমিত তাকে বলিনি কিছু, সে অযথা উত্তর করছে কেন? আজব! মেয়ে মানুষ এত হ্যাংলা কেন?’

রে*গেমেগে উঠল মারিয়া,

‘ এই পুষ্প, এইসব লোককে থামতে বলো বলছি। নাহলে কিন্তু খুব খারা*প হবে ।’

‘ পুষ্প, তুই বলে দে আমি কারো কর্মচারী নই যে হুকুম মেনে চলব,থামতে বললে থামব। ‘

‘ নিজের মত চলুক না আমি তো কিছু বলিনি। শুধু আজেবাজে কথা বলতে মানা করো। ‘

‘ আমার মুখ, আমার ইচ্ছে, যা মন চায় তাই বলব।’

পুষ্প একবার মারিয়ার দিক দেখছে একবার সাদিফকে। মাঝখানে সে

পরেছে মহাবিপ*দে। শান্তা, সুপ্তি, পিউ তিনজনেই হা করে শুনছে সব। একটা কথা কেউই বুঝতে পারছেনা, এরা ঝগড়া করছে কেন? কথা কা*টাকা*টি চরম পর্যায়ে যেতেই পুষ্প খেই হারাল। দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলল,‘ ও প্লিজ চুপ করো তোমরা।’

দুজন হা করেও থেমে যায়। মারিয়া ফের ভেঙচি কে*টে আরেকদিক

ফিরল। সাদিফ ও বিরক্তি নিয়ে ঘুরে গেল।

পুষ্প বলল ‘ এটা বিয়েবাড়ি। তোমাদের ঝগ*ড়া করতে হলে অন্য কোথাও যাও। ‘

মারিয়া বলল ‘ আমার বইয়েই গেছে যার তার সাথে ঝগ*ড়া করতে।’

সাদিফ ও বলল

‘ আমার ও বোধ খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। এর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে

একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে আসা ভালো।'

মারিয়া ঘুরে বলল ' খুব খারা*প হয়ে যাচ্ছে!'

সাদিফ ও ঘুরে তাকাল ' হলে হচ্ছে! কী করবেন?'

রা*গে মুখ লাল হয়ে এলো মারিয়ার।

' আপনাকে আমি.... আপনাকে আমি...'

সাদিফ বিনা বিলম্বে বলল,‘ কী? কী আমাকে? হুমকি দিতেই এত তোঁতলায়,সে আবার আসে সাদিফের সাথে লাগতে!’

পুষ্প উত্তেজিত হয়ে বলল ‘ এই তোমরা চুপ করবে ভাই প্লিজ? আসল কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা। ‘

দুজনে নিশ্চুপ। অথচ একে অন্যকে ক্ষু*ব্ধ নজরে দেখছে।

পুষ্প দুটোকেই পুরোপুরি এড়িয়ে গেল। পিউকে বলল,

‘ তুই যা জুতো রেখে আয়। ‘

পিউ মাথা নাড়ল। মারিয়া শান্তাকে বলল,

‘ তাহলে চলো আমরা আমাদের কাজে যাই। ‘

সাদিফ নিস্প্রভ কণ্ঠে বলল

‘ এমন ভাব করছে যেন,পৃথিবী উদ্ধার করতে যাচ্ছে।’

মারিয়া দাঁত চে*পে বলতে গেল কিছু। পুষ্প অবস্থা বেগতিক বুঝে বলল,

‘ উফ ভাইয়া তুমিও না! এই তুমি চলোতো আমার সাথে।’

সাদিফের বাহু আকড়ে হাঁটা হরল সে। আপাতত পরিবেশ শান্ত করাই উদ্দেশ্য। পিউ যেতে যেতেও থেমে গেল। ওদের পেছন থেকে দেখে

মুচকি হেসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বিড়বিড় করল,

‘ রাবনে বানাদে জোরি।’ইকবাল খেয়ে-দেয়ে উঠল সবে। পেট কানায় কানায় ভর্তি। একটু জল রাখার ও জায়গা হবেনা। ওর টেবিলের দায়িত্বে ছিলেন মুত্তালিব। ধূসরের বন্ধু বলে একটু বেশিই সমাদর করেছেন। আর সেই সমাদরের তোপে এখন হাঁটতে গেলেও পেটের

খাবার লাফিয়ে উঠছে। সে চেয়ার ছেড়ে একবার চারপাশে তাকাল। জোয়ান জোয়ান ছেলেতে গিজগিজ করছে। এরকম জায়গায় পুষ্প আছে ভাবতেই তার গায়ে কা*টা দিচ্ছে। মেয়েটা মারাত্মক সুন্দরী! ঢাকায় থাকলেই তার ঘুম হয়না রাতে। আর সেখানে এত ক্রোস দূরে থাকলে তো হয়েই গেল। একটু বেশিই ভালোবাসে যে । অথচ পুষ্প

সেসব বোঝেনা। কিছু বললে,নিষেধ করলেই ভাবে সন্দেহ করছে। শাড়ি পরতে মানা করায় কত ঝগড়াই না করেছিল! সে নিশ্চিত শাড়ি পরলে পুষ্পকে আস্ত একটা পরীর মতোন লাগতো। তখন যদি কারো পছন্দ হয়ে যেত? কোনও মুরুব্বি যদি ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করতেন? তখন কী হতো? কিন্তু এসব মেয়েটাকে কে বোঝাবে?তার ধারনা

‘ পুরুষের ভালোবাসা বুঝতে নারীদের কয়েকবার জন্ম নেয়া প্রয়োজন। এক পুরুষকে বুঝতেই যাদের এক জনম ফুরিয়ে যায়,সেখানে মন বোঝা তো দূরের ব্যাপার। ‘

ইকবাল ভাবনা চিন্তা করতে করতে ট্যাপের দিকে এগোলো। উঠোনের এক পাশে একটা ছোট ট্যাপ বসিয়েছেন রাশিদ। পানির লাইন

আসছে সরাসরি ট্যাংকি থেকে। এই আয়োজন আজকের জন্যেই বরাদ্দ। যাতে অতিথিরা খেয়ে স্বানন্দে হাত ধুঁতে পারে। ইকবাল ঝুঁকে ট্যাপ ছাড়ল। সাবান দিয়ে কচলে কচলে হাত ধুঁয়ে সোজা হতেই পুষ্প এসে দাঁড়াল সামনে। আচমকা এসে যাওয়ায় থতমত খেল সে। ধাতস্থ হয়ে দীর্ঘ হেসে বলল,

‘ কী খবর মাই লাভ?’

‘ এখানে আসার কারণ?’

পুষ্পর স্বর শ*ক্ত। ইকবাল টেনে টেনে বলল,

‘ তুমি যেখানে আমি সেখানে,সে কী জানোনা?’

‘ ঢং বাদ দাও। হুট করে এভাবে চলে এলে? ধূসর ভাই সন্দেহ করলে কী হতো?’

চাপা স্বরে হাসল ইকবাল। বলল ‘ করেনিতো।’

‘ করলে?’

‘ আমি জানতাম করবেনা।’

‘ সবজান্তা শমসের তুমি? ‘

‘ না, তার পরের ভার্সন।’

পুষ্প চেঁতে গেল,‘ ফাজমালো কোরোনা। আমি চিন্তায় মরছি ইকবাল,আর তুমি?’

‘ তোমার আবার চিন্তা? তুমি চিন্তায় থাকো? না কি মানুষ কে চিন্তায় রাখো। কাল থেকে ফোন বন্ধ কেন?’

পুষ্প উত্তর দিল না। কপাল কুঁচকে অন্যদিক চেয়ে রইল। ইকবাল টেবিলের ওপর থেকে টিস্যু এনে হাত মুছতে মুছতে বলল,

‘ তুমি জানো,তোমাকে ফোনে না পেলে আমার টেনশন হয়। আগে একবার বলেছিলাম যাই হোক ব্লক করবেনা। তাহলে আবার কেন? বড় হবেনা পুষ্প?’

পুষ্প তাকাল। কিছু বলতে গিয়ে একবার আশেপাশে দেখল। আস্তে কিন্তু কাঠ গলায় বলল,

‘ আমিও তোমাকে বলেছিলাম, আমার গলা শুনে তারপর হ্যালো বলতে। অথচ তুমি কী করলে? আগেই কথা বলে ভরিয়ে ফেলেছ। পিউ ঠিক বুঝে ফেলেছে ওটা তুমি। ও যদি ধূসর ভাইকে বলে দেয় তখন?’

ইকবাল নিরুদ্বেগ ‘ দিলে এতক্ষনে দিত। ও কিছুই বোঝেনি। তোমার মত বেশি বোঝা পাব্লিক সে নয়। ও ভালো মেয়ে।” তুমি একাই সব বোঝো,বাকী সবাই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে,কারণ তারা গরু।’

ইকবাল ভুল শুধরে দেয়ার ভঙিতে বলল,

‘ উহু,গাভী। কারণ তুমি মেয়ে।’

পুষ্প চোখ রাঙাতেই হেসে ফেলল। টানা তিনদিন পর চোখের সামনে মনের মানুষ আর তার ঝরঝরে হাসি দেখে পুষ্পর রাগ কমে আসে। তবে দমে যায়না। চোখ ফিরিয়ে বলে,

' এভাবে এসে ঠিক করোনি।'

' কী করব বলো পুষ্পরানী? প্রেমে এমন কালোজাদু করেছে,সুতোয় টান পরলেই ঠিক /ভুল ভুলে যাই।

আজও গিয়েছি। তাইত ছুটে এলাম।
‘পুষ্প চোখা চোখে তাকিয়েও হেসে ফেলে। ইকবালের পেছন থেকে আমজাদ কে আসতে দেখল হঠাৎ। সে আনিসের সাথে কথা বলতে বলতে আসছেন। দেখেননি এদিকে।
পুষ্প ভীত কণ্ঠে বলল,
‘ এইরে, আব্বু আসছেন। ‘
তারপর দ্রুত পায়ে দৌড়ে গেল।
ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ সব শ্বশুরই জামাইদের জীবনের প্রধান প্যারা।’

আমজাদ খেয়াল করেননি ওকে। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন,অকষাৎ ইকবাল বলল,

‘ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ আঙ্কেল।’

লম্বা চওড়া সালাম,আর হঠাৎ কথা বলায় ভদ্রলোক ভড়কালেন। হতভম্ব

নজরে চেয়ে ইকবালকে দেখেই ভ্রূঁ গুটিয়ে বললেন,

‘ তুমি,ইকবাল না?’

ইকবাল মনে মনে বলল ‘ এই শুরু হলো,ব্যাটার কপাল গোছানো।’

মুখে হেসে বলল ‘ জি আঙ্কেল।’

‘ তুমি এখানে?’

‘ ধূসরের সাথে দেখা করতে এলাম।’আমজাদ সিরিয়াস হয়ে শুধালেন ‘ কেন? কী দরকার?’

‘ এমনি আঙ্কেল,কোনও দরকার নেই। ও আমার বেস্টফ্রেন্ড তো,ওকে ছাড়া ঢাকায় ভালো লাগছিল না।’

‘ তাই না কী? কিন্তু আমার কেন যেন তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলোনা। কেন বলোতো বাবা? তোমার চেহারা দেখলেই কেমন চোর চোর ভাব পাচ্ছি।’

ইকবালের মেকি হাসি মুছে গেল। বিড়বিড় করে বলল,

‘ কী শেয়ানা লোক! ঘুরিয়ে পেচিয়ে অপমান করে দিলো?’

বলল,

‘ না না আঙ্কেল সত্যি বলছি! ‘

আমজাদ মাথা নাড়লেন ‘ মিথ্যে না বলাই ভালো। আমি চাইওনা তুমি মিথ্যে বলো। ধূসরকে রাজনীতির ভূত যত ছাড়াতে চাই তত ঘাড়ে চে*পে বসে। শুরুটা অবশ্য তোমার

জন্যেই। তুমিইত ওকে সাহায্য করেছিলে উচ্ছন্নে যেতে।’

ইকবাল বেখেয়ালে বলল ‘ জ্বি আঙ্কেল। ইয়ে না আঙ্কেল, আমিতো ওকে বারন করি পার্লামেন্টে না আসতে। আপনার অফিসে থাকুক ও তাই চাই।’আমজাদ সন্দিহান কণ্ঠে বললেন ‘ তাহলে নিজে ছাড়ছো না কেন?’

ইকবালের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমজাদ সিকদার বাঁকা হাসলেন। কাধ চাপড়ে বললেন,

‘ তাড়াহুড়ো নেই। সময় আছে শুধরানোর। ভেবেচিন্তে এগিয়ো। এমন না হয়, যে বয়স শেষ অথচ কপাল চাপড়ানো শেষ হলোনা। বুঝেছ?’

ইকবাল মাথা দোলায়। আমজাদ সিকদার বললেন,

' খেয়েছো?'

' জি। '

' হু। চলো আনিস।'

তারপর এগিয়ে গেলেন সামনে। ইকবাল মুখ কুঁচকে চেয়ে রইল। বিড়বিড় করল,

' শালা শ্বশুর একটা জিনিস! এর জামাই হতে জান বেরিয়ে যাবে কনফার্ম। 'শেষ মেষ মেয়েপক্ষই জিতল। হাত ধোঁয়ানো আর জুতো

লুকানো বাবদ আরো আট হাজার টাকা হাতালো তারা। আর সেই নিয়ে সাব্বিরকেই ঝাড়*ছে সবাই। গেটে খুচরো ধরানোর প্ল্যান তারই ছিল। ছেলেটা চুপসে থাকল সারাক্ষন। কোনও বুদ্ধিই তার খাটলোনা কোথাও। জুতো এমন জায়গায় রেখেছিল পিউ,খুঁজে পাওয়াই তো দুঃসাধ্য!

খাওয়া দাওয়া সব কিছুর পাঠ চোকাতে প্রায় তিনটা বাজল। সব শেষে বর নিয়ে ঢোকা হলো বাড়ির ভেতর। বর্ষাকে নামানো হলো নীচে। বসার ঘরে আসন বিছিয়ে দুজনকে মুখোমুখি বসানো হয়। কাজি সাহেব বিয়ে পড়ালেন। পিউ এক কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। জটলার ভেতর ভুলেও যায়নি। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তার। কালকের ওই ঘটনার

পর আবার ধূসরের হুমকি! এরপর গিয়ে ভীড় ঠে*লে দাঁড়াবে, তার কলিজায় অত সাহস নেই। বিয়ে পড়ানোর মধ্যেই শুরু হলো বর্ষার কা*ন্না।প্রথম দিকে গুনগুন করে কাঁদ*লেও একটা সময় চিৎকার শুরু হয়। ময়মুনা খাতুন মেয়েকে জড়িয়ে কাঁ*দতে কাঁদ*তে মূর্ছা গিয়েছেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একটা মানুষের চোখও শুকনো নেই।

বেলাল,শ*ক্ত, হাস্যরসিক, দুষ্টু ছেলেটার চক্ষু দুটো লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে। মারিয়ার হেচকি উঠেছে। পুষ্প,মিনা বেগম তার বোন, শিউলী বেগম, রূম্পা কেউ বাদ নেই। কান্নার শব্দে বিয়ে বাড়ি় শো*কস্তব্ধ মুহুর্তে। কাকে ধরে কাকে সামলাবেন হিমশিম খাচ্ছে পুরুষগণ। রাশিদ চোখ মুছছেন বারবার। অশ্রু বাঁ*ধ মানছেনা। অনেকক্ষন নিজেকে

ধরে রাখলেও, আমজাদ সিকদার কাঁধে হাত রাখতেই গা ভে*ঙে কেঁ*দে ফেললেন। এর মধ্যে বর্ষা এসে বুকে আছ*ড়ে পড়ল। আর সহ্য করা গেলনা! রাশিদ শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। বেলাল এসে পাশে দাঁড়াল। ছোট কন্ঠে বলল ‘ আপু যাস না।’

বর্ষাকে আর দেখে কে! সে ডান হাতে ভাইকে জড়িয়ে ধরে। হা

হুতাস করে কাঁ*দে। পেছন ফিরে বোন,বন্ধু সবাইকে খোঁজে। বরপক্ষের লোকজন,এলাকার অনেক মানুষের সমাগম ঠেলে চোখ পৌছায় না সেখানে। সে খাম*চে ধরে বাবার পাঞ্জাবী। যাবেনা, কিছুতেই যাবেনা। একটা সময় অজ্ঞান হয়ে বাবার গায়ের ওপরেই ঢলে পরল। রাশিদ চোখ মুছে সৈকতকে বললেন‘ ওকে

নিয়ে যেতে হবে এখনি। জেগে গেলে যেতে চাইবেনা।’

বর্ষাকে বুকের সাথে চে*পে ধরে ধরে গাড়ি অবধি এলেন রাশিদ। সৈকত উঠল আগে। অচেতন মেয়েটাকে মাইক্রোতে বসাতেই সে বুকে নিল। রাশিদ ভেজা কণ্ঠে বললেন

‘ আমার মেয়েটাকে দেখো বাবা!’

‘ চিন্তা করবেন না বাবা। আমি ওকে দেখে রাখব।’

রাশিদ স্বস্তির মাথা নাড়লেন।

বাড়ির মূল দরজার কাছে তখন প্রচন্ড ভিড়। যারা বিয়ে খেতে আসেনি তারা অবধি দাঁড়িয়ে।

মারিয়ার শ্বাসক*ষ্ট আছে। কাঁ*দলে নিঃশ্বাস নিতে পারেনা। রওনাক মা*রা যাওয়ার সময় দেখেছিল ধূসর। যে যাচ্ছিলই গেটের দিকে।

মারিয়াকে কাশতে কাশতে চেয়ারে বসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটা বুকে হাত দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ধূসর অবস্থা ভালোনা দেখে এগিয়ে এলো। নরম স্বরে শুধাল,‘ খারাপ লাগছে মারিয়া?’

সে তাকাল। চক্ষুগহ্বরে পানি নিয়ে বলল,

‘ বর্ষা চলে গেছে, তাইনা ভাইয়া?’

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ একটু জড়িয়ে ও ধরতে পারলাম না।’ বলতে না বলতেই ঠোঁট ভে*ঙে কেঁ*দে ফেলল মারিয়া। ধূসর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

‘ কেঁ*দোনা। দেখা তো হবে আবার।’

তার মনে হলো ঠিক রওনাকের সান্ত্বনা পেল, ভাই-ই মাথায় হাত বোলাল। কা*ন্নার তোপে, দিকবিদিকশুন্য হয়ে ধূসরের কোমড়

আকড়ে ধরল দুহাতে। হুতাশন করে বলল,
‘ আমার সব কাছের মানুষ দূরে চলে গেল ভাইয়া। প্রথমে ভাইজান গেল, এখন বর্ষাটাও।’
মারিয়া এভাবে জড়িয়ে ধরায় ধূসরের মোটেও অস্বস্তি হলোনা। সে স্বাভাবিক। চুলে হাত বোলাতে বোলাতে সান্ত্বনা দিলো,‘ বোকা

মেয়ে! পরশুত দেখবে আবার। কেঁদোনা,শরীর খারাপ করবে।’

বসার ঘর তখন শূন্য। যে-কজন আছেন,তারা ময়মুনা খাতুনের ঘরে। চেষ্টা করছেন তার জ্ঞান ফেরানোর। বাকীরা এগিয়ে দিতে গিয়েছে বর্ষাদের। শান্তা,সুপ্তি আর রোহানকে দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে। পিউকেও বলা হলো, মিনা বেগম দিলেন না। ওর পরীক্ষার জন্যেই তারা কাল

রওনা করবেন। আবার মেয়েটা বড় হলেও বুদ্ধি হয়নি। নিজেকে সামলে থাকতে পারবে?অথচ তিনি জানেন না,তিনি বললেও পিউ যেতোনা। সে কী ধূসরকে ফেলে কোথাও যায়? আর ধূসর দিত?

পিউ অত লোকের মধ্যে আশেপাশে তাকিয়ে ধূসরকে খুঁজল। না পেয়ে বাড়ির দিক এগোলো। সদর দরজায় পা রাখতেই সামনের দৃশ্য দেখে

থমকে দাঁড়াল। মাথায় পড়ল বজ্রপাত। সে স্তম্ভিত, চেয়ারে বসা মারিয়া আর ধূসরকে জড়িয়ে ধরা ওর হাত দুটো দেখে।পুষ্পর সরু নাক লালিত। একটু পরপর ফুলছে কান্নায়। ঠোঁটদ্বয় চেপে রেখেছে। মলিন চেহারা আর ভেজা দুটো চোখ চেয়ে আছে গেইটের দিকে। যেখান থেকে এইমাত্র গত হলো সৈকতদের গাড়ি। পুষ্পর চোখ ভরে ওঠে ফের।

বর্ষা আর সে একইবয়সী। ছোট থেকে ছুটেছে এদিক সেদিক। নানু বাড়ি় আসার একটি মুখ্য কারণ ছিল বর্ষা। খেলতো,ঘুরত, ঘুমাতোও একসাথে। বাড়ি়র ভেতর পাঁকা ওয়াশরুম থাকা সত্ত্বেও দুজন হুটোপুটি করে গোসল করত পুকুরে। সাতরে সাতরে ঘোলা বানাত পরিষ্কার জল। ব*কে, ধ*মকেও ওঠানো যেতোনা দুটোকে।

একে-অন্যের জামা পরত ভাগাভাগি করে। শীতের সময় দুপুরে ছাদে গিয়ে চুল শুকানো,চুলে তেল লাগানো এসব তো আর হবে না! হবেনা সেই পুরোনো হৈচৈ। মেয়ে মানুষের জীবনটাই এরকম। দুদিন পরেতো তার ও বিয়ে হবে। দুজন দুদিকে সংসারী হবে। এইভাবে গল্প,আড্ডা, হৈহল্লা এসব শুধুই অতীত। পুষ্পর কা*ন্না বাড়ল। বাড়ল অশ্রু গড়ানোর

মাত্রা। সে শব্দ আটকাচ্ছে ঠোঁট টিপে। ইকবাল দূরে দাঁড়িয়ে খেয়াল করতেই এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়। কথা না বলে পকেট থেকে রুমাল নিয়ে এগিয়ে দেয়। পুষ্প তাকাল। ফোলা নেত্রযূগল ইকবালকে কষ্ট দেয়। অনুরোধ করল,‘ কেঁ*দোনা প্লিজ! ‘

পুষ্প আশেপাশে তাকাল। ইকবাল বলল,

‘ ভয় পেওনা। ধূসর, তোমার বাবা, কেউই নেই এখানে।

পুষ্প আস্বস্ত হলো। মাথা নামিয়ে বলল,

‘ বর্ষা আমার মামাতো বোন কম,বন্ধু বেশি। আর দেখা হবে না ওর সাথে। ‘

‘ কে বলেছে হবেনা? আল্লাহ চাইলে সব হয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে

এভাবে কা*ন্নাকা*টি করা ঠিক হচ্ছে? '

' তুমি বুঝবেনা।'ইকবাল বলল ' আমি হয়ত বুঝবনা। কিন্তু তোমাকে কাঁদ*তে দেখলে যে আরও একটা মানুষের বুকে ব্য*থা হয় সেটুকু তো বোঝো! তাও কাঁ*দছো কেন? তোমার সুন্দর চোখে যে অশ্রু মানায়না পুষ্পরানি। '

পুষ্প চোখ তুলল। ক*ষ্টে বুক ভারী হচ্ছে খুব। সামনের মানুষ টাকে একবার জড়িয়ে ধরার বেহায়া প্রয়াস জাগল মনে। পরমুহূর্তে পিছিয়ে নিলো ইচ্ছেদের। ইকবাল রুমাল ইশারা করল ‘ নাও।’

পুষ্প নিলো। চোখে লেপ্টে যাওয়া কাজল মুছতে গেল আগে,অথচ বাঁধ সাধল ইকবাল। বলল,

‘ কাজল থাক। শুধু চোখের পানিটুকু মোছো।’

পুষ্প বুঝতে না পেরে বলল ‘ কেন?’ইকবাল হাসল একটু। নীচু কণ্ঠে বলল,

‘ তোমার কাজল কালো নয়নমনি,সে যে আমার হৃদয়হরনী।’

পুষ্পর বুক ধ্বক করে ওঠে। বিস্ফো*রিত নজরে আশপাশ দেখে চাপা কণ্ঠে বলল,

‘ কেউ শুনে ফেলবে!’

‘ শুনবেনা, তোমার বাপ- চাচা- ভাই সব মেইন রাস্তার দিকে গিয়েছে। আপাতত যারা আছে,তারা আমাদের সন্দেহ করবেনা আশা করি।’

পুষ্প বলল না কিছু। সে আবার বলল,

‘ কিন্তু বর্ষার বর ওরকম আনরোমান্টিক কেন? কেমন গাধা টাইপের!’

পুষ্প হতভম্ব হয়ে বলল ‘ সে আবার তোমাকে কী করল?’

‘ আমাকে কী করবে? ওই যে দেখলেনা,বর্ষা অজ্ঞান হয়ে গেল, আর তোমার মামা নিয়ে গেল ধরে ধরে!’

‘ তো এতে সমস্যা কী?’‘ সমস্যা কী মানে? আরে ওর বউ, অজ্ঞান হলো,ও তাকে কোলে তুলল না কেন?’

পুষ্প ভ্রুঁ কপালে উঠিয়ে বলল ‘ কোলে তুলবে? অত মানুষের মধ্যে? সভাপতি মশাই,এটা গ্রাম,এখানে একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা পর্যন্ত বলেনা। আর সেখানে বউকে কোলে ওঠানো বোঝো?’

ইকবাল মন দিয়ে পুরো কথা শুনল। পুষ্প থামতেই ফিচেল কণ্ঠে বলল

‘ আমাদের বিয়ের দিন,আমি কিন্তু কোনও কিছু মানবনা। সোজা কোলে তুলে নেব,তাতে অজ্ঞান হও বা না হও।’

পুষ্প লতিয়ে পরে কুণ্ঠায়। আই-ঢাই করে বলে ‘ তুমি থামবে ইকবাল? কীসের মধ্যে কী ঢোকাচ্ছে, উফ!’

‘আরে আমিত....’পথিমধ্যে ইকবাল কথা থামাল। চেয়ে রইল সামনে। পুষ্প তার চোখ অনুসরন করে

পেছনে তাকায়। সাদিফকে আসতে দেখে ভ*য় পেল। আত*ঙ্কিত চেহারা দেখে ইকবাল বিড়বিড় করে বলল,

‘ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো মাই লাভ,ছোটাছুটি করলে সমন্ধি বাবু সন্দেহ করবে।’

সাদিফ এলো। দীর্ঘ হেসে ইকবাল কে বলল,

‘ আরে ইকবাল ভাই আপনি কখন এলেন? দেখলামই না।’

বলতে বলতে ডান হাতটাও এগিয়ে দিলো সে। ইকবাল হাত মিলিয়ে বলল,

‘ এইত ভাইয়া কিছুক্ষন হবে। তোমার কী খবর?’

‘ চলছে ভালোই। ‘

‘ জব নিয়েছো শুনলাম?’‘ হ্যাঁ নিয়েছি একটা। এত্ত প্রেশার কাজের! এই যে ছুটি পেলাম তাই ভাগ্য!’

‘ সব কাজেই ভীষণ চাপ। আমাকেই দেখো। তবে ভাই ধূসর যে কী করে দুদিক সামলায় কে জানে!’

সাদিফ দুদিকে মাথা নেড়ে জানাল,

‘ আর বলবেন না! ভাইয়া হচ্ছে লিজেন্ড!’

ওদের কথার মধ্যেই পুষ্প মিনমিন করে বলল ‘

‘ তোমরা গল্প করো ভাইয়া,আমি আসি?’

বলতে দেরী,তবে প্রস্থানে দেরী হলোনা। সে লম্বা লম্বা কদম ফেলে বাড়ির দিকে এগোলো। এক কথায় সাদিফের সন্দেহ থেকে নিশ্চিত করল নিরাপত্তা। ওরা দুজন মশগুল হলো গল্পে। সাদিফ প্রস্তাব রাখল,

‘ চলুন ভাই, আপনাকে বাজারটা ঘুরিয়ে আনি।’

‘ বাজার?’

‘ হ্যাঁ, এখানকার বাজারটা একদম ইউনিক। আমিত গ্রামে এলাম প্রথম বার। ভালো লেগেছে। বাজারের পাশে আবার একটা বিরাট নদী। পরশু দেখলাম একজন নদী থেকে জ্যান্ত মাছ তুলেই বিক্রি করে ফেলল।’

‘ ইন্টারেস্টিং তো। চলো তাহলে দেখে আসি।’

দুজন হেঁটে হেঁটে গেইট পার হয়। সাদিফ হঠাৎ শুধাল,

‘ আপনি সিগারেট খান ইকবাল ভাই?’ইকবাল চমকাল। চোখ ছোট করে বলল

‘ কেন বলোতো?’

‘ স্মেল পাচ্ছি।’

ইকবাল জ্বিভ কে*টে, লজ্জিত কণ্ঠে বলল

‘ চলে একটু আকটু। তুমি খাও?’

‘ না না। আমি মেয়েদের মত গন্ধও নিতে পারিনা। হা হা হা।’

সাদিফ হেসে উঠলেও ইকবাল পড়ে গেল চিন্তায়। বিয়ের আগেই শ্বশুর বাড়ির লোক তার বদভ্যেস সম্পর্কে জেনে গেল। এখন মেয়ে দিতে গাঁইগুঁই করবে নাতো?পিউয়ের নিঃ*শ্বাস আটকে আছে। শ্বাসনালীতে তুফান। অক্ষিপল্লব কাঁ*পছে তিরতির করে। গলা

শুকিয়ে কাঠ। চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে থেমেছে। পা আটকেছে জমিনে। একটু নড়ার শক্তি যেন নেই। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সম্মুখে। মারিয়া কাঁ*দছে। অল্প স্বল্প আসছে তার কা*ন্নার শব্দ। মাথাটা ঠেকিয়ে ধূসরের কোমড়ে। আর তার দুইহাত পেচিয়ে রাখা সেই-সমস্ত জায়গা জুড়ে। পিউয়ের মস্তিষ্কর প্রতিটি

নিউরন কেঁ*পে ওঠে। বোধবুদ্ধি সবটা এলোমেলো। স্তব্ধ সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছে।আচমকা ধূসরের চোখ পড়ল এ দিকে। শিথিল ভ্রুঁ গুছিয়ে এলো এক জায়গায়। অথচ সাবলীলতা পাল্টাল না, এক বিন্দুও না। মারিয়ার মাথার ওপরে রাখা হাতটা অবধি সরাল না সে। চেষ্টাও করল না দুরুত্ব বাড়ানোর। সে অটল দাঁড়িয়ে,

অবিচল তার অক্ষিপট। একদম তীরের মত সূচাল দৃষ্টিতে দেখছে পিউয়ের মুখ। চিবুক শ*ক্ত,তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পিউ তখনও হা করে তাকিয়ে। তার মাথা ফাঁকা। ইতিবাচক, নেতিবাচক কোনও ভাবনাই হাতড়ে পাচ্ছেনা ভেতরে। মারিয়া কেঁ*দে কেঁ*দে হঠাৎ চোখ খুলল। চৌকাঠে দুটো পা দেখে মুখ বরাবর তাকাল। পিউকে দেখতেই

তার কা*ন্না শেষ। ধূসরকে ধরে আছে সে,কথাটা খেয়াল হতেই তড়িৎ বেগে সরে গেল।

ধূসর শ*ক্ত পাথর তখনও। ঠান্ডা দৃষ্টি ঘুরছে পিউয়েতেই। মারিয়া অস্থির ভঙ্গিতে চেয়ার রেখে দাঁড়িয়ে যায়। চোখ মুছে হাসার প্রচেষ্টা করে। সহজ গলায় বলল ' ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন পিউ? 'সম্বিৎ ফিরল মেয়েটার।

ধ্যানমুক্ত হলো। ধূসরের তামাটে মুখ থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল মারিয়ার দিকে। টু শব্দ করলনা,নড়লওনা। মারিয়া চিন্তিত ভঙ্গিতে জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। পিউয়ের সাড়াশব্দ না পেয়ে নিজেই এগিয়ে গেল ওর দিকে। আমতা-আমতা করে বলল,
' বর্ষা চলে যাওয়ায় এত ক*ষ্ট হচ্ছিল, ধূসর ভাইকে পেয়ে সব কা*ন্না উগলে দিয়েছি। '

পিউয়ের মুখভঙ্গির বদল হলোনা। শান্ত লোঁচনে পর্যবেক্ষণ করল তাকে,একবার ধূসরকে। পরমুহূর্তে নীচের দিক চেয়ে দূর্বোধ্য ক্ষীন হাসল। কাউকে কিছু না বলেই পা বাড়াল সামনে। নিশ্চুপ ভাবে সিড়ি বেয়ে উঠে গেল।

মারিয়া আগামাথা কিছুই বুঝলোনা। তার মস্তিষ্কে ঢুকল না পিউয়ের

অভিব্যক্তি। উদ্বিগ্ন হয়ে ধূসরকে বলক,

‘ এখন কী হবে ভাইয়া? পিউ ভুল বুঝলে? আমি বরং একবার ওর কাছে যাই।’

ধূসরের পাথুরে হাবভাব অপরিবর্তিত । সে সটান দাঁড়িয়ে তখনও। কথাটায় নিরেট চাউনীতে একবার ওপরের দিক তাকাল। মারিয়া যেতে নিলে বাঁ*ধা দিয়ে বলল,

‘ দরকার নেই। আমিও দেখি, তার বিশ্বাসের দৌড় কতটা!’আজকের রাত নিস্তব্ধ,নির্জীব। গতকালের হৈ-হুল্লোড়ে মেতে থাকা মজুমদার বাড়ির একাংশও নেই। মৈত্রী ঘরে বসে,মারিয়া-পুষ্পও নির্লিপ্ত। শান্তা-সুপ্তি কেউ-ই নেই বাড়িতে। পিউ শুয়ে আছে বিছানায়। তার চোখমুখ গম্ভীর, অন্তঃপুর আষাঢ়ে ছেঁয়ে। সেই যে ওপরে উঠেছিল,এখন অবধি

নামেনি। দেখাও হয়নি ধূসরের সঙ্গে। লোকটা এত গুলো ঘন্টায় খোঁজ পর্যন্ত নিলোনা তার। পিউয়ের বুক ভাঙ*ল দুঃ*খে। বেরিয়ে এলো খণ্ড খণ্ড দীর্ঘশ্বাস।

তার গভীর ভাবনার সুতো ছিড়ল সাদিফের হাঁক শুনে। ওর নাম ধরে ডাকছে সে। পিউ উঠে পরল শোয়া থেকে। গায়ে ওড়না জড়িয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুম থেকে বের

হলো। নীচে এসে পেলো মারিয়া,পুষ্প,রাদিফ আর রিক্তকে। নিরব দৃষ্টি বোলাল আশেপাশে। মনে মনে খুঁজল একটি কাঙ্ক্ষিত মুখ। প্রশ্ন জাগল ‘ মানুষটা কোথায়?’সাদিফ প্রশ্ন করল ‘ কই ছিলিস?’

পিউ ছোট করে জানায়,

‘ ঘরে।’

সাদিফ কোকের বোতল এগিয়ে দিলো,

‘ নে।’

পিউ চকচকে বোতলের দিক দেখল একবার। পরপর খেয়াল পরল মেঝেতে কার্টুন ভর্তি কোকের বোতল। অবাক হয়ে বলল,

‘ এত কোক?’

‘ ট্রিট দিচ্ছি সবাইকে।’

‘ হঠাৎ? “ ভাবলাম দুপুরে এত হেবিই খাবার খেল,এখন হজমে সুবিধা হবে। তুই প্রশ্ন না করে ধর।’ পিউ হাতে নিলো। কাঁচের বোতলের ছিপি গুলো বড্ড শ*ক্ত থাকে। হাত দিয়ে খোলা যায়না বিধায় সাদিফ আগেই খুলে রেখেছিল। পিউয়ের আর ক*ষ্ট করতে হলোনা।

সাদিফ প্রথমে বোতল গুনল,তারপর মানুষ। একজন মিসিং সেখানে।

অনেকক্ষন ভেবে বার করল মৈত্রী অনুপস্থিত। সাদিফ চাইল ডাকবেনা ,কিন্তু হার মানল সৌজন্যেবোধের কাছে। সে পুষ্পকে বলল ‘ মৈত্রী আছেনা? ওনাকে ডেকে তো। ‘পুষ্প অত শত জানেনা। বলা মাত্র বসে থেকেই উচু কণ্ঠে ডাক ছুড়ল। সাথে যোগ করল ‘ সাদিফ ভাইয়া ডাকছেন।’

সাদিফ বিরক্তিতে 'চ' বর্গীয় শব্দ করল। ওইটুকু কি বলতে বলেছে ওকে?

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মৈত্রীকে নামতে দেখে। নিমিষে ব্যস্ততা দেখাল কাজে। মৈত্রী অবাক হয়েছে। চোখেমুখে লেপ্টে বিস্ময়। সাদিফ ডাকবে তাকে?

ওকে দেখতেই পিউয়ের কালো মুখ আর কয়েক ধাপ কালো হয়।

দুপুরের কথা মনে পড়ে। মেয়েটা কী ক*ষ্টই না পেয়েছে,আহারে!মৈত্রী এসে দাঁড়াতেই সাদিফ একইরকম বোতল এগিয়ে দিয়ে বলল ‘ নিন,আমার তরফ থেকে ছোট্ট ট্রিট।’ মৈত্রী তার দিক চেয়ে থেকেই হাত বাড়াল। এত কাছ থেকে সাদিফের সাদাটে মুখ দেখার সুযোগ পেল আরেকবার। এই সুযোগের সমাপ্তি এখানেই। কালই তো চলে যাবে

সবাই। হয়ত এটাই শেষ দেখা। আর কোনও দিন মুখোমুখি হবেনা দুজন। তার প্রথম প্রেম রয়ে যাবে আড়ালে,অগোচরে। কেউ জানবেনা, টের পাবেনা ঘুনাক্ষরেও। মৈত্রীর আক্ষেপ হলো ভীষণ। এই মানুষটা তার হলে খুব কী ক্ষ*তি হতো?

সাদিফ আর একবারও ফিরল না। ঘুরে তাকে দেখল অবধি না।

কাজে লেগে পরল। বোতল পরিবেশনে ব্যস্ত হলো। পুষ্পকে দেয়ার সময় বলল,

‘ ছিপি খুলেই দিয়েছি। তোর ক*ষ্ট করে টানাটানি করতে হবেনা।’

মেয়েটা গদগদ হয়ে বলল ‘ থ্যাংকিউ।’অন্যান্য সময় পিউ খুশি হয় এসব দেখে। কিন্তু এখন একটুও ভালো লাগেনি। সে ব্য*থাতুর নয়নে মৈত্রীকে দেখল।

মেয়েটার চেহারার পরতে পরতে বিষ*ন্নতা। এই ঘটনায় যেটুকু প্রকট হয়েছে আরো।

মারিয়া এতক্ষন এসব দেখেও না দেখার ভাণ করছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চেয়েছিল টেলিভিশনের দিকে। সাদিফকে তার সহ্য হয়না,ওর কাজবাজ তো আরও না। ভেবেছিল ও অবধি আসবেনা ছেলেটা। অথচ

সাদিফ নির্দ্বিধায় তার দিকে বোতল ধরে বলল,‘ এটা আপনার জন্যে।’

তার অত্যধিক সুনম্র আওয়াজ, মারিয়া এই প্রথম শুনেছে। সে সন্দেহী চোখে ফিরে তাকায়। সাদিফ চমৎকার হেসে বলল,

‘ না করবেন না। ঝগ*ড়ার জায়গায় ঝ*গড়া। ট্রিটের জায়গায় ট্রিট। এটা আনন্দ,আর আনন্দে সবার ভাগীদার হওয়া উচিত।’

গোছানো, মার্জিত কথাবার্তায় মারিয়ার মেজাজ শান্ত হয়। না করল না, নিয়ে নিল। মনে মনে ভাবল ‘লোকটা ভদ্র আছে। ‘

এই বোতলের ছিপিটাও খোলা। সবারটাই খুলে রেখেছে তাহলে ? মারিয়া আগেপিছু না ভেবে চুমুক বসাল। সাদিফ পরিবেশনের ফাঁকে আড়চোখে একবার দেখে নিল

তাকে। সামনে ফিরে রহস্য হাসল। মনে মনে বলল,

‘ খান মিস ম্যালেরিয়া,ভালো করে খান। একটু পরেই টের পাবেন সাদিফ কি জিনিস!’

এর মধ্যে মুত্তালিব,আনিস,ইকবাল আর ধূসরের প্রবেশ ঘটল বাড়িতে। চারজন কথা বলতে বলতে ঢুকলেন। বসার ঘরে ছোটদের ভিড় দেখে মুত্তালিব আর আনিস বসলেন

না। নিজেদের মত ঘরে চললেন। ইকবাল এসেই বলল,

‘ কী ব্যাপার! কী চলছে এখানে?’সাদিফ বলল,

‘ কোক ট্রিট!’

‘ আমরাও পাব না কি? ‘

‘ অবশ্যই।’

ধূসরের চক্ষুদ্বয় পিউতে নিবদ্ধ। তার সুচ্যগ্র চাউনী পরোখ করছে ওর ছোট্ট-খাট্টো আদোল। পিউ বসতে

যাচ্ছিল পুষ্পর পাশে। ধূসরকে দেখে আর বসেনি। একবার তাকাওনি। কোক হাতে ধরেই চুপচাপ পা বাড়াল ঘরের দিকে। সাদিফ শুধাল,

‘ কোথায় যাচ্ছিস?’

‘ ভালো লাগছেনা,শোব।’

‘ আচ্ছা যা।’

পিউয়ের প্রস্থান দেখে ধূসর দাঁত পি*ষে ধরলো,রা*গ হলো। মারিয়ার নির্গত হলো অসহায় শ্বাস। পিউ কি

উল্টোপাল্টা ভেবেছে? মেয়েটা এত নিস্তব্ধ হয়ে পরল কেন? তার নিজের প্রতিই বিরক্ত লাগল,কেন যে হুশ খুইয়ে ধূসরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল?এখানে তারই বা দোষ কোথায়? রওনাক মা*রা যাওয়ার পর থেকে এই ধূসর,ইকবাল এরাইত পাশে ছিল। বড় ভাইয়ের মত সাহারা দিয়েছে সব সময়। প্রতি সপ্তাহে পার্লামেন্ট থেকে চাঁদা ওঠাত

ওরা।লোক দিয়ে বাজার করিয়ে পৌঁছে দিত বাড়িতে।

সাদিফের কোক নিলোনা ধূসর। ‘ ভালো লাগছেনা ‘বলে চলে গেল ঘরে।

মারিয়ার মনঃস্তা*প দ্বিগুন হলো এতে। সে আফসোস,আর অনুশোচনায় নিঃশে*ষ হয়ে যাচ্ছে। সে যখন হাবুড়ু*বু খাচ্ছিল ক্ষুন্ন*তায়,

আচমকা পেট মুচড়ে উঠল। ভেতরে সব দোল খাচ্ছে যেন। মারিয়া তটস্থ হয়ে বসল। মোচ*ড়ানো বাড়ছে ধীরে ধীরে। সে ভ্রূঁ কুঁচকে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যপারটা বোঝার চেষ্টা করল। প্রাকৃতিক বেগ টের পেতেই আধ-খাওয়া কোক রেখে দিল। দ্রুত পায়ে চলল ওয়াশরুমের উদ্দেশ্যে। সাদিফ কী বুঝল কে জানে! তার যাওয়ার দিক চেয়ে চেয়ে ক্রু*র হাসল সে।

মারিয়া সেই যে ওয়াশরুম যাওয়া শুরু করেছে, শেষ হওয়ার নাম নেই। ছুটতে ছুটতে দুরাবস্থা তার। এসে বসতেও পারছেনা,আবার দৌড়াচ্ছে সাথে সাথে। টানা এক ঘন্টায় কয়েকবার চলল এমন। শরীর নেতিয়ে গেল অথচ পেট কাম*ড়াচ্ছে তখনও। শেষমেষ বিধ্ব*স্ত হয়ে লতিয়ে পরল বিছানায়। হাঁটার শক্তিটুকুও নেই।

পুষ্প ঘরে ঢুকে এই অবস্থা দেখেই ত্রস্ত গেল রাশিদকে জানাতে। ওনার তলবে ওই রাতেই এলাকার অভিজ্ঞ ডাক্তার এসে দেখে গেলেন মারিয়াকে। একটা বড় স্যালাইন পু*শ হলো তার শরীরে। প্রত্যেকের খা*রাপ লাগল মারিয়ার অবস্থায়। অথচ সাদিফ পেল পৈ*শাচিক আনন্দ। সকলে ধারনা করল, বিয়ে বাড়ির খাবার দাবারের জন্যেই হয়ত

এরকম হলো। একমাত্র সাদিফ সত্যিটা সম্পর্কে অবগত ছিল! তার অধর জুড়ে বক্র হাসি খেলছে। কোকের ট্রিটতো ছিল কেবলই ছুঁতো। নাটক ছিল মারিয়ার সাথে করা সুন্দর আচরন টাও। এর আঁড়ালের আসল উদ্দেশ্য পূরন হয়েছে তার। নিজেকে করা শপথ রাখল তাহলে! ঠিক যেইভাবে মেয়েটা তাকে বিচুটি পাতা দিয়ে

নাজেহাল করেছিল, সুদ সমেত ফিরিয়ে দিল সেও । এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়?

সকলের চিন্তিত মুখের ভিড়ে সাদিফ হেলেদুলে বেরিয়ে গেল।

আস্তেধীরে মারিয়ার অবস্থা স্বাভাবিক হয়। একে একে ঘর ছাড়ল বাকীরাও। শুধু পুষ্প-পিউ রয়ে গেল কাছে,ওরা আজ এখানেই শোবে। সেই রাত বিদ্যুৎ বেগে কা*টল। যেন

রাত নামতে না নামতেই পলক ফেলার পূর্বে চলে এলো ভোর। উঠল নতুন সূর্য।

কমতে থাকল অতিথিদের ভীড়। সকাল হতে না হতেই সবার আগে বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নামল মৈত্রীরা। বিদায় নিতে যখন পিউয়ের কাছে গেল, সেই এক ফোঁটা দীর্ঘশ্বাসই বেরিয়ে এলো তার। সাদিফ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। সেই সুযোগটাই

কাজে লাগিয়েছে মেয়েটা। আরো কিছু সময় লোকটাকে চোখের সামনে রেখে পরিতাপ বাড়ানোর ইচ্ছে হয়নি। যেখানে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই,সেখানে যে মায়া কাটাতে শিখতে হয়!মারিয়া ফিরবে না আজ। বর্ষা বৌভাত কাটিয়ে এলে এক্কেবারে ওর সাথে দেখা করেই যাবে। নাহলে একবার ঢাকামুখী হলে কবে দেখা হবে কে জানে! এবারইত সাক্ষাৎ

হলো দীর্ঘ দুই বছর পরে। সে ছাড়াও অনেকেই রয়ে যাচ্ছে। যাদের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা জোড়াল, রওনা করবেন তারাই। সেই দলে পরেছে সিকদাররাও। আজ আঠাশ তারিখ, আগামী মাসের দুই তারিখ থেকে পিউয়ের টেস্ট পরীক্ষা শুরু। ওদিকে বাড়ির ব্যবসা,আনিস -সাদিফের চাকরী, বাচ্চাদের স্কুল সবই রয়েছে।

রাশিদ -ময়মুনার শুকনো চেহারা আরও শুকিয়েছে। ভদ্রমহিলা কাল থেকে কেঁ*দেকে*টে কাহিল। চোখমুখ ফোলা,গলা বসে গেছে। শরীরটাও দূর্বল। অথচ তাও গেটে এলো সবাইকে বিদায় দিতে। আত্মীয় স্বজন একে একে চলে যাচ্ছে,বাড়ি হচ্ছে ফাঁকা। মেয়েটাও নেই। কেমন খাঁ খাঁ করছে সব। রাশিদ শেষ বার আমজাদের কাছে

এসে দাঁড়ালেন। বললেন,‘ আর কদিন থাকা যায়না দুলাভাই?’

আমজাদ বললেন,

‘ না রাশিদ। বোঝোইত,পারলে কী এত বলতে হতো বলো?’

‘ আবার আসবেন কবে?’

‘ আল্লাহ বাঁচালে খুব শীঘ্রই। তোমরা যাবে কিন্তু... ‘

‘ ইনশাআল্লাহ। ‘

কাছের মানুষ সবাই ভিড় করেছে দরজায়। তিন গাড়ি ভর্তি করে রওনা করবেন সিকদার পরিবার। মারিয়াও আছে এখানে। শরীর মোটামুটি ভালো এখন। হঠাৎ সাদিফ পাশে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল,

‘ আপনার শরীর এখন কেমন মিস ম্যালেরিয়া?’

সম্বোধন শুনে চোখ গোছাল সে। তবে জবাব দেয়,’ভালো।’

সাদিফকে ওষ্ঠ বেঁকে হাসতে দেখে বলল

‘ হাসছেন কেন?’

‘ এমনিই।’মারিয়া ভ্রুঁ কুঁচকে রেখেই সামনে তাকায়। চেহারায় অল্প স্বল্প বির*ক্তি। আচমকা সাদিফের মুখটা কানের পাশে চলে এলো। ফিসফিসে কণ্ঠে বলল,

‘ বিচুটিপাতার চেয়েও জোলাপের ক্ষমতা বেশি সাংঘা*তিক। কাল

রাতে প্রমাণ পেয়েছেন ? আশা তো করছি আমার সঙ্গে লড়া*ইয়ের সব জোর আপনার ওয়াশরুমেই চলে গেছে। এখনও সময় আছে ম্যালেরিয়া,ভালো হতে কিন্তু পয়সা লাগেনা। '

মারিয়া হতভম্ব হয়ে তাকাল।

সাদিফ আবার বলল,

' যদি এতেও কাজ না হয়,তবে জানাবেন,জোলাপের চেয়েও ভালো

ভালো আইডিয়া আছে আমার মাথায়। সুযোগ পেলে সেটারও সদ্ব্যবহার করব। কেমন? '

মারিয়া বিস্ময়াহত হয়ে বলল ' তার মানে আপনি...'

সাদিফ কথা কে*ড়ে নেয় মাঝপথে। অকপট স্বীকারোক্তি দেয়, ' ইয়াপ। যা ভাবছেন তাই। আমিই সে যার জন্যে মাঝরাতে আপনার স্যালাইন নিতে হয়েছে।'

মারিয়া বিমুঢ় নেত্রে চেয়ে রইল। সাদিফ পাত্তাই দেখালোনা তাতে। শীষ বাজিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। মারিয়া রা*গে কিড়*মিড় করে গা*লি দিল। সাথে বিড়বিড় করল ‘ অমা*নুষ কোথাকারে!’ইকবাল গাড়ি নিয়ে আগেভাগে তৈরী । গতকাল রেখে এসেছিল মেইন রোডের একটা দোকানের সামনে। ভেবেছিল,গ্রামের রাস্তা, সরু হলে?

বিপদ হবে। কিন্তু ভেতরেও পিচ ঢালাই করা থাকবে বোঝেনি। পরে গিয়ে নিয়ে এলো তাই। তার ইচ্ছে আজকেও চারজন মিলে যাবে। পুষ্প,পিউ,ধূসর আর সে। ঠিক ওই উচ্ছ্বল দিনটার মতোন। যেদিন পিউ কুকুরের দৌড়ানি খেল! দৃশ্যটা মনে পড়তেই ইকবাল ফিক করে হেসে ফেলল। পরপর সিরিয়াস হলো। পিউ জানলে দুঃ*খে কথাই

বলবেনা। কেঁ*দেও ফেলতে পারে! আর পুষ্প? সেতো তেলে-বেগুনে জ্ব*লে বলবে ‘ ছি ইকবাল! আমার বোনকে নিয়ে তুমি হাসছো?

রইল বাকী ধূসর। সে ব্যাটা জানলে ঘু*ষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেবে তার। বলবে....কথাটুকু আর ভাবল না ইকবাল। দেয়ালের ও কান আছে। মনের কথা শুনে ফেলতে পারে। আর সে যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

তখন বো*মা মার*লেও কথা বের হবে না।
ইকবাল ড্রাইভিং সিটে বসে পা নাড়াচ্ছে। একটু পরপর চারপাশে দেখছে। ধূসর আর পিউ এই গাড়িতে আসবে কনফার্ম। কারণ, ধূসর যেখানে পিউও সেখানে। কিন্তু তার পুষ্পরানি? সে কোথায়? ইকবাল এপাশের জানলায় এসে উঁকি দিল। পুষ্প কাঁধব্যাগ নিয়ে

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা দোটানায় পরেছে, কোন গাড়িতে উঠবে সেই নিয়ে। মন তো চাইছে অনেক কিছু। সে ইকবালের কোলে বসে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু ওর গাড়িতে উঠলেই যদি কেউ সন্দেহ করে,তখন ?ইকবালের দিক চোখ পড়তেই ও ইশারা করল আসতে। পুষ্প ঠোঁট উলটে দাঁড়িয়ে থাকল তাও। কী করবে, কী করবেনা

মনঃদ্বিধায় ভুগল। তখন ধূসর তৈরী হয়ে বের হলো বাড়ি থেকে। হাতা গোটাতে গোটাতে পাশ থেকে যাওয়ার সময় বলল,

‘ পিউকে নিয়ে ইকবালের গাড়িতে ওঠ। ‘

মুহুর্ত মধ্যে, পুষ্প খুশি হয়ে গেল। সব গুলো দাঁত ঠোঁটগহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। ধূসরের প্রতি মনে

মনে হলো কৃতজ্ঞ। তারপর স্ফূর্ত নজরে খুঁজল পিউকে।

সেদিন আসার সময় মিনা বেগম হাজার বলে কয়েও যে মেয়েকে পাশে বসাতে পারলেন না, আজ সে-ই যেঁচে পাশ ঘেঁষে বসে গেল তার। মিনা বেগম অবাক হলেন একটু। নিশ্চিত হতে শুধালেন,

‘ তুই এই গাড়িতে যাবি?’

পিউয়ের সংক্ষিপ্ত জবাব ‘ হু।’

আর কোনও কথা নেই। সে মনমরা হয়ে জানলা দিয়ে তাকাল রাশিদদের তিনতলা দালানের দিকে। শেষ চারটে দিন স্বপ্নের মত কেটেছে এখানে। তার সতের বছরের জীবনে, শ্রেষ্ঠ মুহুর্তটাও এই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় বন্দী।” ধূসর ভাইয়ের প্রথম স্পর্শ”! পিউ এক ধ্যানে পুরো বাড়িটা নিরীক্ষন করে আওড়াল,

‘ নানুবাড়ি! আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।’সুস্থির ভঙ্গিতে ওপর থেকে নীচের দিকে চোখ আনতেই বিঁধল মারিয়া। সে দাঁড়িয়ে একপাশে। সাথে ময়মুনারাও রয়েছেন। সবাই মিলে বিদায় জানাচ্ছেন ওদের। রুবায়দা বেগম ব্যাগ নিয়ে বের হলেন সবার শেষে। ভদ্রমহিলা চটপটে কম। ওনার তৈরি হতে বরাবর দেরি হয়। আজও

হলো। গাড়ির দিক যেতে নিয়েও তিনি মারিয়াকে দেখে দাঁড়ালেন। হাসলেন দীর্ঘ। ওনার নির্মল হাসিটা দেখতেই সাদিফের প্রতি রা*গটা টুপ করে পরে গেল মারিয়ার। উত্তরে সেও হাসে। এগিয়ে গেল কাছে । রুবায়দা বললেন,

” চলে যাচ্ছি,সাবধানে থেকো।’

মারিয়া ওনার এক হাত ধরে বলল,

‘ আন্টি এভাবে বলবেন না,আমার খা*রাপ লাগছে। মনে হচ্ছে আর দেখা হবেনা।’

‘ বালাই শাট! হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে। তুমিতো আসছোই ঢাকায়।’

‘ জি।’‘ বিয়ে বাড়ির এত ঝুট-ঝামে*লার ভেতর তোমার সঙ্গে দুটো কথাও হলো না। আমার কিন্তু

তোমাকে বেশ ভালো লেগেছে,সেই প্রথম দিন থেকেই।’

‘ আমারও আপনাকে ভালো লাগে আন্টি। আসলে,আপনারা সবাই -ই খুব ভালো। ‘

রুবায়দা বেগম সন্তুষ্ট হেসে কোমল চোখে তাকালেন। যবে থেকে মেয়েটির দূর্দ*শা সম্পর্কে জেনেছেন, তখন থেকেই ওর প্রতি প্রবল মায়া কাজ করে। দেখলেই নরম হয়

আসে মন । ফুটফুটে মেয়েটা এইটুকু বয়সে কত ক*ষ্টই না করছে! তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ আসি তাহলে? ‘

‘ জ্বি, সাবধানে যাবেন।’

রুবায়দা বেগম এসে গাড়িতে বসল। এতক্ষনের এই সবটা দেখেছে পিউ। শিউলী বেগমের সাথে চোখাচোখি হলে তিনি হাত নেড়ে বিদায়

জানালেন। পিউ মৃদূ হাসল। মনে হলো হাসিটা জোর করে টে*নে বের করল ভেতর থেকে। তক্ষুনি ধূসর হাজির হলো সেখানে। মারিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিউয়ের সবে সবে জেগে ওঠা হাসি মুছে গেল ওমনি। ধূসর ঠোঁট নেড়ে কিছু বলল। মারিয়া কথাটা শুনে মুচকি হাসল। ধূসর আরেকবার তার মাথায় হাত রাখে, অনেক কিছু বলে।

পিউয়ের কানে একটা কথাও ঢুকলোনা। সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। দুজনের ঠোঁট ভর্তি হাসি বিনিময়ের এই আলাপ,ভেতরটায় তুখো*ড় ঝ*ড় বইয়ে দেয়। সে পরপর কতগুলো ঢোক গি*লল। হুট করে চোখ ফিরিয়ে আনল। ব্যস্ত হাতে উঠিয়ে দিল জানলার কাঁচ। বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিলো কয়েকবার। স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের চেয়েও, বুকের

ওঠানামার গতি জোড়াল হয়। আবারও যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। শরীর খা*রাপ লাগছে,অশা*ন্ত -অ*স্থির অনুভূতি। পিউ চোখ বুজে মাথাটা এলিয়ে দিল মায়ের কাঁধে। মিনা বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

‘ কী হয়েছে?’

পিউ মনে মনে বলল,

‘ ভেতরটা ব্য*থায় ছি*ড়ে যাচ্ছে আম্মু! বুকটা এফোড় ওফোড় হচ্ছে

যন্ত্র*নায়। অথচ চোখের কোনে এক ফোঁটা জল ও আসছেনা। এই অসহনীয় পী*ড়া থেকে মুক্তি পাই কী করে?’

অথচ মুখে জানাল ‘ গাড়ি ছাড়তে বলো,খারা*প লাগছে!’

‘ হ্যাঁ বলছি,তুই আয়, আমার কোলে রাখ মাথাটা।’

পিউ তাই করল। যতটুকু সাধ্য কাত হয়ে মায়ের কোলে শুলো। মিনা বেগম বলাতে সিরিয়াল ভে*ঙেই গাড়ি ছাড়া হয়। সবার আগে ধেঁয়ে চলে সেটা।

ধূসর মারিয়ার সাথে কথা শেষ করে,মুত্তালিবের থেকে বিদায় নিলো। দুজনের মিলেছিল খুব। তিনি মন খা*রাপ করলেন ওর যাওয়া নিয়ে। কিন্তু বাস্তব না মেনে উপায়

নেই। সে যে সারাজীবন থাকতেও আসেনি এখানে।

বিদায় পর্ব শেষ করে গাড়ির কাছে এলো ধূসর। সামনের দরজা খুলে উঠতে গিয়ে খেয়াল হলো পিউ নেই। পুষ্পকে শুধাল,‘ পিউ কোথায়? ‘

পুষ্প ছোট কণ্ঠে বলল ‘ ও বাবার গাড়িতে চলে গেছে।’

ধূসর বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে তাকাল। সে সহ,ইকবালের তাজ্জব দৃষ্টি আছ*ড়ে পরল পুষ্পর ওপর। ধূসর কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলল,

‘ পিউ অন্য গাড়িতে গিয়েছে? তুই নিশ্চিত?’

পুষ্প ঈষৎ বেগে মাথা নাড়ল।

‘ বলিসনি আমি এই গাড়িতে আসতে বলেছি?

‘ বলেছিলাম তো। শোনামাত্র জানিয়ে দিল আসবেনা।’ধূসর হতবাক,হতচেতন। ইকবাল ও তাই। সব তার মস্তক পার করে চলে যাচ্ছে। ধূসর ডাকল, পিউ আসবেনা? এও সম্ভব?

ধূসরের চেহারায় ঘন আমাব*স্যা নামল। ঘুটঘুটে তিঁমির উঁকি দিল সেথায়। যে মেয়ে ওকে ছাড়া এক পা-ও নড়তে চায়না সে আজ ডাকার

পরেও এলোনা?যতটা আনন্দ,মজা আর হুল্লোড় করার স্বপ্নে ছিল ইকবাল তার সব মাটি। কিচ্ছুটি হলোনা। বরং সম্পূর্ন রাস্তায় ধূসরের নিস্তব্ধতা চুপসে রাখল তাদের। পুষ্পর সঙ্গে সেই লুকোচুরি, প্রেম -প্রেম চোখাচোখি পর্যন্ত হয়নি। মেয়েটারও যে মন খা*রাপ! সেই যে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছে,আর ফেরেনি কোনও দিক। ধূসর

ভাইয়ের অন্ধকার চেহারা প্রভাব ফেলেছে ওর মনেও। এই একই কারণ, ইকবালের দুষ্টুমি গুলোকেও মাথা তুলতে দিলোনা। যেই মেয়ে ধূসরের পায়ে পায়ে ঘোরে,লেগে থাকে, পারলে ঝুলে থাকে শার্টের কোনায় সেই ছোট্ট পিউয়ের একটা অস্বাভাবিক প্রত্যা*খান তিনটি মানুষকে থমকে রাখল আজ।

ইকবালের গাড়ি থামল মেইন গেটে। সে আর ঢুকবেনা ভেতরে। ধূসর নামল খুব দ্রুত। ছেলেটা সৌজন্যে বোধ দেখিয়েও ইকবালকে বিদায় জানাল না। নামা মাত্র গটগট করে ঢুকে গেল বাড়িতে। পুষ্প ঢোক গি*লে ভী*ত কণ্ঠে বলল,‘ পিউয়ের যে আজ কী হবে!’

ইকবাল বলল,

‘ ও হঠাৎ এরকম করল কেন?’

‘ জানিনা, আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছেনা। শোনো ইকবাল, তুমি যাও এখন,আমি ভেতরে গিয়ে দেখি কী অবস্থা!’

‘ আচ্ছা জানিও আমায়।’

পুষ্প ব্যস্ত পায়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল ‘ আচ্ছা।’

ধূসরদের গাড়িটা সবার পরে ছাড়ায়,পৌঁছালও সব শেষে। যে যার ঘরে গেলেন বিশ্রামের জন্যে। শুধু

মিনা বেগম ঢুকলেন রান্নাঘরে। তাকে দেখে রুবায়দাও হাত মুখ ধুয়ে নেমে এলেন। বাসায় এতদিন না থাকায় প্রচুর কাজ জমেছে। মিনা বেগম এতদিনের নোংরা হওয়া আমজাদ আর তার কাপড় গুলো ঝুড়িতে ফেললেন। কাল বুয়া এসে কেচে দেবে। এর মধ্যে ধূসর বাড়িতে ঢোকে। হাঁটা পথে শুধায়,‘ পিউ কোথায়?’

তিনি বললেন, ‘ ঘরে। বলল পড়তে বসবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে।’ ধূসর ওমনি দাঁড়িয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাতেই মিনা বেগম বললেন,

‘ আমিও অবাক হয়েছি,পড়া চোর মেয়ের এত আগ্রহ দেখে। যেখানে এত পথ জার্নি করে এসে সবাই বিছানায় চিৎপটাং হয়ে গেল সেখানে

সে না কি পড়বে এখন। ভাবা যায় বলতো?’

রুবায়দা বেগম বললেন

‘ ওর তো পরীক্ষা আপা,তাই পড়ছে। তুমি যতটা বলো পিউ ততটাও ফাঁকি দেয়না। আর এরকম পড়েও ভালো রেজাল্ট করছে যখন, তখন সমস্যা কোথায়?’‘ তুই আর ওর হয়ে কথা বলিস না ভাই। সব সময় আগের রাতে পড়ে পরীক্ষা

দিতে যায়। তাও কীভাবে অত নম্বর পায় আল্লাহ মালুম। নির্ঘাত স্যার গুলো একটা খাতাও ভালো করে দেখেনা। ‘

রুবায়দা বেগম কথাটায় হেসে ফেললেন। নিজের মত আরো কিছু সাফাই গাইলেন পিউয়ের নামে। কিন্তু শ*ক্ত হয়ে রইলো ধূসর। সিড়ির হাতলে রাখা হাতটা আর দৃঢ় হলো। বুঝতে বাকী নেই, পিউয়ের

নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য। ‘কেউ যেন বিরক্ত না করে , এই লাইনটা শুধুই তার জন্যে। তাইতো?

ধূসর যতটা ক্ষি*প্ত ছিল,তার থেকেও অত্যধিক রা*গ মুহুর্তে জাপটে ধরল শরীর। ললাটের শিরা সমূহ ফুঁ*সে ওঠে। র*ক্ত, উত্ত*প্ত জলের ন্যায় টগবগ করল। তারপর শব্দ করে করে সিড়ির একেক ধাপ বেঁয়ে চলল সে।পিউয়ের দরজার সামনে

এসে থামল ধূসর। দোর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে ক্রো*ধ আরো চড়ে বসে। তামাটে নাকের ডগা ফুলে ওঠে।

পিউ চেয়ারে বসে। মাথাটা টেবিলে। আচমকা দরজার দ্রিমদ্রিম শব্দে কলিজা ছ*লাৎ করে লাফিয়ে ওঠে। চমকে দরজার দিক তাকাল সে। হুলস্থূল কড়া*ঘাতের শব্দ কানে স্পষ্ট। পিউয়ের বড় বড় চোখ নিবদ্ধ

সেখানে। পরমুহূর্তে নিভে এলো দৃষ্টি। চোখ ফিরিয়ে আনল সে। আবার আগের মত দুহাত জড়ো করে টেবিলে রেখে, মাথাটা এলিয়ে দিল।

ধূসরের হাতের তালু লালিত। যেন চামড়া ফে*টে র*ক্ত আসবে বাইরে। দাঁত কপাটি একই জায়গায় এসে মিশেছে। পুষ্প গুটিসুটি মেরে পেছনে দাঁড়িয়ে। চেহারায়

শঙ্কা,আত*ঙ্ক। দরজা ধা*ক্কানোর শব্দ জোড়াল হলো আরো। একে একে পৌঁছে গেল বাড়ির প্রতিটি কোনায়। উচ্চশব্দে নীচ থেকে ছুটে এসেছেন মিনা, রুবায়দা। বাকীরাও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পেছনে ভিড় জমল,অথচ নিরুদ্বেগ ধূসরের এলো- গেলোনা। সে অধৈর্য, বিক্ষি*প্ত,ত্বরান্বিত। কেন দরজা খুলছেনা পিউ,কেন?আফতাব

সিকদার চশমা চোখে দিয়ে বের হলেন। ছেলেকে বললেন,

‘ কী ব্যাপার? এভাবে দরজা ধা*ক্কাচ্ছো কেন? কি হয়েছে?’

ধূসর জবাব দিলোনা। একবার ঘুরেও দেখল না বাবাকে। মিনা বেগম বুঝতে না পেরে বললেন,

‘ ও ধূসর! কী হয়েছে রে বাবা? পিউ কিছু করেছে?’

পুষ্প চো*রের মত চুপটি করে দাঁড়িয়ে। ঘটনার আদ্যপ্রান্ত তার অবগত। তবুও টু শব্দ করছেনা। বাড়ির প্রত্যেকে ধূসরের কান্ডে একে অন্যের মুখ চাওয়া- চাওয়ি করল। ভাবল, হয়ত পিউ কিছু করেছে! নাহলে এত শব্দেও কেউ দরজা কেন খুলবেনা?

অবশেষে ক্ষান্ত হলো ধূসর। থামল সে। পিউ খুলল না তো খুললই না।

ধূসর বন্ধ দোরের দিক কিয়ৎক্ষন র*ক্ত চোখে চেয়ে রইল । প্রসস্থ বুকটা লা*ফাচ্ছে ঝ*ড়ের ন্যায় নিঃশ্বাসের গতিতে। সে ক্ষু*ব্ধ নজরে শেষ বার তাকিয়ে হনহন পায়ে নিজের ঘরে গেল। ধ*ড়াম করে দরজা লাগাল। উৎকট শব্দে কেঁ*পে উঠল রিক্ত থেকে রাদিফ। আমজাদ সিকদার ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে চটজলদি বাইরে এলেন। মেয়ের

ঘরের সামনে বাড়ির সবাইকে দেখে তব্দা খেয়ে বললেন,‘ কী হয়েছে এখানে?’

তাজ্জব, কৌতুহলি প্রতিটি সদস্য তার দিকে তাকাল। তবে যুতসই উত্তর কারো কাছে নেই। সকলেই প্রশ্নবিদ্ধ। কেউ ভাবল পিউ হয়ত বেয়া-দবি করেছে,তাই রে*গে গেছে ধূসর। আফতাব সিকদার তিঁতি

বিরক্ত। শান্ত মানুষ বলেই ছেলেকে কিছু বলেন না।

মিনা বেগম স্বামীকে দেখেই ব্যাতিব্যস্ত হয়ে বললেন,

‘ কিছু হয়নি। আপনি যান, বিশ্রাম করুন। ‘

‘ তাহলে তোমরা এখানে কেন? পিউ ঠিক আছে?’

‘ আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। ওতো মাত্র ঘরে গেল। আমি ডাকছিলাম,জোরে

জোরে দরজা ধা*ক্কিয়েছি বলে ওরা সবাই চলে এসছে।’সাজানো, গোছানো কথাগুলোই মেনে নিলেন আমজাদ। মিনা বেগমের ওপর দিয়ে সত্যিটা আর কেউ বলতে গেল না। এমনিতেও বলতোনা। আমজাদ সিকদার আগে থেকেই ধূসরের ওপর চটে আছেন। গ্রামে গিয়ে ধূসরের মা*রা-মা*রির ঘটনা,আর এক ঘর মানুষের সামনে তার

বেপরোয়া ভাবভঙ্গির পর সে মনে মনে ক্ষু*ন্ন ভীষণ। প্রকাশ করছেন না,তবে দরকার ছাড়া ধূসরের সাথে একটা কথাও বলেননি।আফতাব সিকদার হতাশ চোখে ভাবির দিক চাইলেন। এই নারীটি রুবায়দার থেকেও বেশি অন্ধ ধূসরের প্রতি। একটা কোনও কারণ রাখবেনা, যাতে কেউ একটা কথা শোনাবে ওকে। যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, এই

যে এখনও করলেন। ভদ্রমহিলা মনপ্রাণ দিয়ে মানেন,একটা সুখী পরিবারের মূলমন্ত্রই হলো একে অন্যের দো*ষ ঢেকে রাখা।

আনিস ঘরে ফিরে এলেন। শরীর ক্লান্ত, আপাতত কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর শক্তি নেই। কাল থেকে আবার অফিসে ছোটাছুটি। একে একে সবাই ফিরে গেল কামড়ায়। সাদিফ বাড়িতে ছিল না। মাঝপথেই

গাড়ি থেকে নেমে অফিসে গিয়েছে। সেদিনের হারানো ডকুমেন্টসের সমাধানের জন্যে তাকেই দরকার। ছেলেটা সামান্য বিশ্রাম অবধি পায়নি।

মিনা বেগম,রুবায়দা দুজনেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। রুবায়দা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,‘ কী হলো ব্যাপারটা? ছেলেটা এমন করল কেন? ‘

‘ কী আর হবে? হয়ত দেখছিল পিউ সত্যিই পড়তে বসেছে কীনা। আর ওটাও ভ*য়ে দরজা খোলেনি দেখেছিস?ফাঁকিবাজ তো!’

দুজন সরল- সহজ রমনীর আলাপের মাঝে পুষ্প ঘরের দিকে পা বাড়াল। মনে মনে বলল,

‘ আল্লাহ বাঁচিয়েছেন তোমাদের সরল বানিয়ে,নাহলে কী হতো! ধূসর ভাই যা ক্ষে*পেছেন কখন শান্ত হবে

আল্লাহ জানে। কেন যে এরকম করছিস পিউ!’পিউয়ের দরজা খোলা হলো তখন,যখন ধূসর বাড়িতে নেই। দুপুরে খেলোনা,কয়েকজন হাজার ডেকেও তাকে পায়নি। ভেতর থেকে উত্তর পাঠাচ্ছিল ‘ পরে খাব, পড়ছি।’

ধূসর আসার আগে আগে খেতে গেল। একেবারেই সামান্য ভাত মুখে দিয়ে আবার রুমে ঢুকে যায়। ফের

দরজা লাগাতে গেলেই পুষ্প এসে সামনে দাঁড়াল। থেমে গেল পিউ। সে নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করল

‘ কী হয়েছে তোর?’

পিউ অনতিবিলম্বে জবাব দেয়,

‘ কিছুনা।’

‘ কিছু হলে আমাকে বল,আমি সব ঠিক করে দেব।’

পিউ দূর্বোধ্য হেসে বলল ‘ হলেই না ঠিক হতো। যেখানে কিছু হলোইনা,সেখানে আর কী করবি?’

‘ তুই বড়দের মত করে কথা বলছিস কেন?’

‘ বড় হয়ে গেছি বলছিস?’

পুষ্প দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢুকল। বোনের গাল ধরে মোলায়েম স্বরে বলল,‘ তোর কি মন খা*রাপ পিউ?’

পিউয়ের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। অথচ চোখ শুকনো। মিহি হেসে মাথা নাড়ল।

পুষ্প বলল, ‘ ধূসর ভাই দুপুরে ডাকলেন বের হলিনা কেন?’

‘ এমনি। পরীক্ষার চারদিন বাকী,একটু পড়ি?’

পুষ্প অবাক হলো। পরক্ষনে স্বাভাবিক হয়ে বলল,

‘ পড় । আমি আজ তোর সাথে ঘুমাব।’

‘ না। আমি শব্দ করে পড়ব,তোর ঘুম হবেনা।’

পুষ্প বিস্ময়টা আর চাপা দিতে পারেনা। চোখ ফে*টে বেরিয়ে আসে তার স্পষ্ট ছাপ।

এই মেয়েটা তার সঙ্গে ঘুমাবে বলে প্রত্যেকটা দিন বায়না করে। সেইত নিতে চায়না। রাত জেগে ইকবালের

সাথে ফোনালাপের জন্যেই নেয়না। তবে অজুহাত দেখায়, পিউয়ের ঘুম ভালোনা বলে।'

অথচ আজ সে নিজে যেঁচে এলো,পিউ মানা করছে?

পিউ ঠান্ডা স্বরে বলল ' তুই এখন যা আপু। আমার পড়তে বসতে দেরি হয়ে যাবে।'

পুষ্পর মুখটা ছোট হয়ে আসে। এইবার সে শতভাগ নিশ্চিত,

পিউয়ের কিছু একটা হয়েছে। নির্ঘাত ক*ষ্ট পেয়েছে কিছু নিয়ে। কিন্তু ওতো দুঃ*খ পেলে চে*পে রাখার মেয়ে নয়। হাত পা ছড়িয়ে কাঁ*দে। বলেও দেয় সরাসরি। অভিযোগ জানায়। তাহলে হঠাৎ কী হলো?’সকাল বেলা নাস্তার টেবিলে এসে ধূসর থমকাল। সবাই আছে, পিউ নেই। সবসময় বসা চেয়ারটাও ফাঁকা। পরপর স্বাভাবিক হলো সে।

ভাবল আসবে হয়ত,ওঠেনি এখনও। আজ অবধি তাকে ছাড়া মেয়েটা সকালে খেয়েছে না কি! ধূসর এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসে। রুবায়দা বেগম প্লেটে নাস্তা বেড়ে দিলেন। গ্লাসে ঢাললেন তাজা ফলের রস। ধূসর চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে সিড়ির দিকে তাকাল। পিউয়ের ছাঁয়ারও দেখা নেই। ধূসর শরবত মুখের সামনে ধরলেও খেতে

পারল না। রেখে দেয়। পাশে পরে থাকা খালি চেয়ারটা দেখে বি*শ্রী অনুভূতি হয়। স্যান্ডউইচ হাতে তুলেও নামিয়ে রাখে। ওই টুকু সময় কয়েকবার তাকাল সিড়ির দিকে। এই বুঝি পিউ নামছে! কিন্তু না,মেয়েটার খোঁজ নেই। এমন তো কখনও হয়নি। এই বাড়িতে এত ভোরে মিনা,রুবায়দা,আর সুমনার পর পিউই ওঠে। শুধুমাত্র ধূসরের

সাথে দিন শুরু করার আশায়। নামাজ শেষে ঘুমোয় না। বসে থাকে,অপেক্ষা করে,চেয়ার টেনে মুছে রাখে,ধূসর ভাই পাশে বসবেন বলে। সারাদিন দেখবেনা , এই একটু সময় কাছে পাবে বিধায় যে মেয়ে এতটা মুখিয়ে থাকে সে আজ এলোনা? এতক্ষণেও না? ধূসর ঢোক গি*লল। খাবার আজ নামবে না গলা দিয়ে। আফতাব লক্ষ্য করলেন

ছেলেকে। জিজ্ঞেস করলেন,‘ খাচ্ছোনা কেন?’

ধূসর বাবার দিকে তাকায়। আরেকবার চোখ বোলায় সিড়ির দিকে। শেষমেষ উঠে দাঁড়ায় বসা থেকে। মিনা বেগম বললেন ‘ কী হলো?’

‘ খাব না।’

‘ ওমা কেন? বসেছিস যখন....’

কথা সম্পূর্ণ করতে দিলোনা ধূসর। লম্বা পায়ে বাড়ি ছাড়ল। বাড়ির লোকের জিজ্ঞাসু চোখমুখ তোয়াক্কা পেলোনা সেখানে।

পিউ চাপানো দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিলো। পুষ্প গভীর ঘুমে মগ্ন। সে পা টিপে টিপে ঢুকল ভেতরে। সোজা চলে গেল বারান্দায়। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল নীচে। ধূসর বাইক ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল কেবল।

ওইত পেরিয়ে যাচ্ছে গেইট। পিউ দাঁড়িয়ে রয়,একধ্যানে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে তার প্রানপ্রিয় ধূসর ভাইকে।

***

ধূসর আক্রো*শে পরপর চারটে ঘু*ষি বসাল দেয়ালে। আঙুলের চামড়া ছিলে গেল। তবু এক চুল রা*গ কমলোনা। আবার ঘু*ষি দিতে গেলে, ইকবাল হকচকিয়ে হাতখানা টেনে ধরল। আর্ত*নাদ করে বলল,

‘ কী করছিস? পাগল হলি!’

ধূসর হিঁসহিস করল। অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল

‘ হাত ছাড়।’

‘ ধূসর,মাথা ঠান্ডা কর। রা*গ কমা,নিজেকে আ*ঘাত করলে লাভ হবে?’

ধূসর তাকাল।

‘ তুই ভাবতে পারছিস ইকবাল, আমি ডাকলাম পিউ এলোনা। আমি

দরজা ধা*ক্কালাম,বাড়ির সবাই জড়ো হয়ে গেল কিন্তু ও খুলল না। রাতে পর্যন্ত বের হয়নি। সকালে খেতে আসেনি। কাল থেকে একবার আমার দিকে তাকায়নি, কথা বলা তো দূর!'

কথাগুলোর শুরু অক্রো*ধে হলেও, শেষদিকে গলা বুজে এলো ধূসরের। প্রতিটি বাক্যে মনঃক*ষ্ট, ক্লেশ,দুঃ*খ

পরিষ্কার। ইকবাল নিরাশ শ্বাস টেনে বলল,
‘ এইটুকুতে তোর ক*ষ্ট হচ্ছে? তাহলে ভাব,গত তিন বছর ধরে মেয়েটা কতটা ক*ষ্ট পেয়েছে! কতটা ধৈর্য ধরেছে তোর আশায়, তোর অপেক্ষায়!’
ধূসরের রুষ্ট অভিব্যক্তি শিথিল হয়। অক্ষিপটে কোমলতা ছড়ায় নিমিষে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিচলিত,

নিস্তব্ধ কণ্ঠে শুধাল,‘পিউ বদলে যাচ্ছে নাতো ইকবাল? ‘

‘ গেলে যাচ্ছে,সমস্যা কী?’

ধূসর ব্যাকুল চোখে তাকায়। ইকবাল উদ্বেগহীন গলায় বলল ‘ আরো চুপ করে থাক,অপেক্ষা কর সময়ের। আর এদিকে পিউ পালটে যাক,তারপর অন্য কাউকে বিয়ে ক....’

এটুকু শুনতেই ধূসর ধম*কে উঠল ‘ চুপ। চুপ কর। ‘

ইকবাল থামল তবে হাসল। ধূসরের অবস্থায় তার দুঃখ পাওয়ার কথা, অথচ দাঁত মেলে হাসছে সে। ধূসর হাঁস*ফাঁস করে বসে পরল চেয়ারে। হাঁটুতে ঝুঁকে মাথা চে*পে ধরে বলল,

‘ পানি আনা তো।’

ইকবাল ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতেই বাইরে গেল। কাউকে একটা হুকুম দিল পানি দিতে। ধূসর মাথা নুইয়ে বসে রইল ওভাবে। হঠাৎ কিছু একটা ভেবে সোজা হলো। তৎক্ষনাৎ পকেট থেকে ফোন বের করে কল দিল কারো নম্বরে। সে রিসিভ করতেই শুধাল,

‘ তোর ভাবি কি কলেজে?’পিউ কলেজে গেল না। শরীর খারাপের

ছুঁতো দেখিয়ে বাড়িতেই থেকে গেল । অন্য সময় এমন করলে মিনা বেগম ব*কেন, রাগা*রাগি করেন, জোর করে পাঠাতে চান। আজ মেয়ের শুকনো মুখ দেখে রা করলেন না। ভাবলেন সত্যিই অসু*স্থ!

তখন মাত্র দুপুর। রবির কড়া আলো, শীতের প্রকোপে মিইয়ে আছে। এতটা বেলায়ও কুয়াশা

কাটেনি। হলদেটে বিভায় জুড়েছে শহরের বুক।

পিউ বিছানায় শুয়ে। মেঘ ছুটছে তার আদোল ঘিরে।

নিশ্চল আখিজোড়া নিবদ্ধ সিলিং ফ্যানের ওপর। তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন মিনা বেগম। মেয়েকে গভীর চোখে দেখলেন। গত দুই দিন ধরে তার দুরন্ত মেয়ে এমন চুপচাপ কেন? কথা বলছেনা,হাসছেনা,হু হা ছাড়া

উত্তর নেই। সারাদিন বসার ঘরে টেলিভিশনের দিক চোখ গেঁথে রাখা মেয়েটা, আসা থেকে একটাবারও নীচে নামেনি। তিনি আস্তে করে ডাকলেন,

‘ পিউ!’

পিউ নড়েচড়ে উঠল। ধ্যানে ছিল যেন। সামনে তাকিয়ে মাকে দেখে উঠে বসল।‘ তুমি এখন?’

‘ নাস্তা করতে এলিনা যে।’

পিউ চোখ নামিয়ে বলল ‘ পরে খাব।’

‘ কাল থেকে এই এক কথা শুনছি। না খেয়ে থেকে একটা রোগ বাধিয়ে ক্ষান্ত হবি তাইনা?’

‘ কিছু হবে না। খিদে লাগলে নিজেই খেয়ে নেব।”

মিনা বেগম ছোট্ট শ্বাস ফেললেন। এগিয়ে এসে মেয়ের পাশে বসে বললেন

‘ পরীক্ষার জন্যে এত চিন্তা করছিস তাইত? চিন্তা নেই মা। যা হবে ভালো হবে। এসব নিয়ে ভাববিনা, ঠিক আছে? ‘

পিউ উদাস হাসল। নীচের দিক চেয়ে বাধ্যমেয়ের মতো মাথা দোলাল।

মিনা বেগম বললেন ‘ চল খাবি। রুটি খেতে না চাইলে তোকে নুডুলস রেধে দেব আয়।’

পিউ জোরপূর্বক হেসে বলল‘ মা! এখন খাব না,যখন খাব তোমাকে বলব করে দিতে।’

হার মানলেন তিনি। পরমুহূর্তে পিউয়ের এলোমেলো চুল দেখে বললেন,

‘ চুলের কী অবস্থা করেছিস! ফ্যাকাশে কেন এত? তেল টেল দিসনা?’

পিউ বলল না কিছু। মিনা বেগম অপেক্ষাও করলেন না উত্তরের। এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে তেল আর চিরুনি তুলে আবার এসে জায়গায় বসলেন। মেঝে ইশারা করে বললেন,

‘ আয় দেখি, এখানে বোস,তেল দিয়ে দেই।’

পিউ মানা করল ‘ না, দেব না এখন।’

‘ চুপচাপ আয়। অত বড় চুল, যত্ন না নিলে থাকবে? আয় বলছি!’মায়ের চোখ পাকানো দেখে পিউ ব্যর্থ শ্বাস নেয়। বিছানা থেকে নেমে এসে পায়ের কাছে বসে। মিনা বেগম পাঞ্চ ক্লিপ খুলে পাশে রাখলেন। চুলের ভাঁজে হাত দিয়েই, মুখ কুঁচকে বললেন,

‘ ইশ! কত্ত জট বেঁধেছে। আসা থেকে চিরুনি করিসনি?’

পিউ দীর্ঘ শ্বাস নিল। সত্যিই করেনি। সে যে নিজের মধ্যেই নেই। যার অন্তকরনের পুরোটা অম্বুবাহি ছেঁয়ে তার কী সাজসজ্জায় মন বসে? মিনা বেগম হাতের তালুতে তেল ঢেলে,চুলে ঘষলেন প্রথমে। ভাঁজে ভাঁজে তেল লাগাতে লাগাতে বললেন,

‘ তোর মত বয়সে আমার হাঁটু অবধি চুল ছিল। চিরুনি

ঢুকতোনা,সিথি দেখাতোনা। ঠিকঠাক মুছতে পারতাম না বলে প্রায়সই ঠান্ডাও লেগে যেত। তবুও বড় চুল রাখার জন্যে কী না করেছি! আর তোরা? চুলের যত্ন নিসনা,তেল দিসনা। মাসে মাসে কাট*ছাট করে ছোট করে রাখিস। কী লাভ এতে? বড় চুলের মত সৌন্দর্য আর কিছুতে হয়?’

পিউ নিশ্চুপ, নিরুত্তর। মিনা বেগম আরো অনেক কথা বললেন! সব তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। একটাও না শুনেছে, না ঢুকেছে মাথায়। তার অবিচল চাউনী আটকেছে জানলার পর্দায়। মিনা বেগম যত্ন নিয়ে চুল আচড়ে , হাত খোপা করে দিলেন। হাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট তেল পিউয়ের দুগালে মাখলেন। এরপর ওর থুত্নী ধরে

নিজের দিক ফিরিয়ে বললেন,‘ এখন কত সুন্দর লাগছে দ্যাখতো। আর এতক্ষন মনে হচ্ছিল রাস্তার পাড়ের পাগল টা বসে আছে আমার বাড়িতে।’

পিউ ক্ষীন হাসল। তারপর মাথাটা এলিয়ে দিল মায়ের কোলের মধ্যে। মিনা বেগম হাত বোলাতে বোলাতে বললেন

‘ দুপুরে কী খাবি? বিরিয়ানি রাধব একটু?’

‘ উহু। ‘

‘ তাহলে? ‘

পিউ নিস্পৃহ কণ্ঠে জানাল ‘ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।’

‘ ওমা কেন? ‘

সেই সময় রুবায়দা বেগম চঞ্চল পায়ে ঘরে ঢুকলেন। উদ্বেগ নিয়ে বললেন,

‘ আপা তুমি এখানে? আর আমি সব জায়গায় খুঁজছি।

আওয়াজ শুনে পিউ মাথা তুলল। তবে মেঝেতেই বসে থাকল। মিনা বেগম বললেন,

‘ কেন রে? কী হলো আবার? তরকারি বসিয়ে এসেছিলাম, পু*ড়ে গেল না কি?’

‘ আরে না না। আমি জাল কমিয়ে রেখেছি। আসলে কথা ছিল একটা।

সকাল থেকে বলব বলব করে হচ্ছেনা,তুমিতো জানো, আমার পেট ততক্ষণ অবধি গুড়্গুড়্ করতে থাকবে, যতক্ষন তোমার কাছে না বলছি।’

মিনা বেগম হেসে বললেন,‘ আয় বোস। শুনি তোর কথা।’

রুবায়দা বেগম দরজা চাপাতেই বললেন

‘ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা না কি রে রুবা?’
‘ হ্যাঁ অনেক! আমি তোমার দেবরের সাথে রাতেই আলাপ -আলোচনা করে রেখেছি বুঝলে?এখন তোমাকে বলব।’
মিনা বেগম একটু নড়েচড়ে বসলেন । পিউও কৌতুহলী নজরে তাকিয়ে। রুবায়দা বেগম চাপা কণ্ঠে বললেন

‘ আমি না একটা কথা ভাবছি। এখন তুমি আর ভাইজান মতামত দিলেই আগাব ভাবছি। তোমরা হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে এখানেই শেষ। ‘

‘ আচ্ছা বাবা সে বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কী?’

রুবায়দা বেগম বললেন,

‘ কথাটা তোমার ছেলে কে নিয়ে!’

পিউ আগ্রহভরে তাকাল। মিনা বেগম শুধালেন

‘ধূসর কী করল?’

রুবায়দা বলার পূর্বে পিউয়ের দিক নেত্রপাত করলেন। সচেতন কণ্ঠে বললেন,

‘ পিউ মা, তুই কাউকে বলবিনা তো ?’

পিউ জানাল ‘ না মেজো মা।’

মিনা বেগম অধৈর্য কণ্ঠে বললেন ‘ ধূসর কী করেছে বল! ‘

‘ আরে, না, কিছু করেনি। তবে দেখছো তো কেমন ভবঘুরে! বাড়িতে থাকেনা,রাত করে ফেরে,নিজের দিকে খেয়াল নেই,কারো কথা শোনেনা। চিন্তা হয়না বলো? ‘

‘ হ্যাঁ সেত হবেই। আবার রাজনীতি করছে, কতদিক সামলাতে হয়!’

‘ হ্যাঁ। এইজন্যে চাইছি, ওর বিয়ে দেব। একটা লাল টুকটুকে বউ আনব বাড়িতে। বউয়ের টানে হলেও তো বাড়িমুখো হবে তাইনা?’মিনা বেগম প্রজ্জ্বলিত হাসলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন,

‘ হ্যাঁ, হবেইত। আমিও কদিন ধরে ভাবছিলাম, তোকে বলব,যে ধূসরের জন্যে মেয়ে দেখি চল। কিন্তু মনেই থাকেনা। আচ্ছা এখন যখন তুইও

চাইছিস, দুবোন মিলে মেয়ে দেখা শুরু করি?’

পিউয়ের শ্বাসরু*দ্ধ হয়ে আসছে। বারবার ঢোক গিলছে।

রুবায়দা বেগম মিনমিন করে বললেন’

‘ আসলে, আপা হয়েছে কী,আমার না ধূসরের জন্যে একটা মেয়েকে ভালো লেগেছে। তবে তোমার পছন্দ নাহলে ক্যান্সেল।’

মিনা কপাল কোঁচকালেন,

‘ পছন্দ করেছিস? কাকে?’

রুবায়দা বেগম ওমনি হাসি হাসি মুখ করে বললেন

‘ মারিয়াকে। ‘পিউয়ের হৃদপিণ্ড থমকে গেল ওখানেই। গোটা আকাশটা টুক*রো টুক*রো হয়ে ভে*ঙে পরল মাথায়। পায়ের নীচের জমিন কম্প*মান। ঘোলা নেত্রযুগল

বিস্ময়াকূল হয়ে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

মিনা বেগম অবাক হয়ে বললেন,

‘ মারিয়া? হঠাৎ ওকে পছন্দ করলি যে?’

‘ আগেই পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। তারপর আবার ধূসরের মুখে ওসব শুনে এত মায়া হলো! মেয়েটার কত ক*ষ্ট! আমাদের বাড়ি এলে সুখেই থাকবে। ‘

‘ সে থাকবে। কিন্তু ধূসর...?

‘ ওতো রাজি হবেই। দ্যাখো আপা, ছেলে যতই বলুক,আমার মনে হচ্ছে মারিয়ার প্রতি ওর কিছু একটা আছে। নাহলে রাজনীতিতে কত মানুষ আহ*ত হয়, মা*রা যায়, সবার পরিবার রেখে মারিয়াদের পরিবারেরই খেয়াল কেন রাখবে? কেন ওকেই আনবে পিউয়ের টিচার হিসেবে? বলো? আর বিয়ে বাড়িও

দেখলাম, অনেকবার লক্ষ্য করেছি আমি, ওদের মধ্যে মিল খুব। হতেই পারে ভেতর ভেতর একজন আরেকজন কে পছন্দ করে। কিন্তু বলছেনা।’

মিনা বেগম বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বললেন,‘ হ্যা। কথাখানা ঠিক। হতেই পারে। ‘

‘ তাহলে তুমি ভাইজানের সাথে কথা বলবে?”

‘ আচ্ছা বললাম না হয়। মেয়েতো সুন্দর, ভদ্র, সুশীল, ভালোই হবে। পরিবারও ভালো। বাবার সরকারি চাকরী ছিল, খা*রাপ তো নয়।’

রুবায়দা খুশি হয়ে আওড়ালেন,

‘ ঠিক আছে। ‘

আচমকা খেয়াল পরল পিউ কেমন অদ্ভূত চোখে তাকিয়ে। পলক পরছেনা,অক্ষিকূট নড়ছেনা। যেন

মূর্তি বসে একটা। তিনি ভ্রুঁ গুটিয়ে বললেন ‘ এভাবে কী দেখছিস?’

পিউয়ের হুশ এলো। চোখ নামিয়ে দুদিকে মাথা নাড়ল। বোঝাল’ কিছু না’।

রুবায়দা বেগম সুদীর্ঘ হেসে বললেন,‘ মারিয়াকে ভাবি হিসেবে পছন্দ হয় পিউ? তোর ধূসর ভাইয়ের সাথে মানাবেনা?’

পিউ চোখ খিঁচে বুজে ফেলল। বুকের মধ্যে তলোয়ার দিয়ে হৃদয়টা কে*টে আনলেও এতটা ব্য*থা লাগতোনা, এতটা য*ন্ত্রনা হতোনা, যতটা অনুভূত হলো এই এক প্রশ্নে! মারবেল মেঝেতে চোখ রেখেই সে আবার মাথা দোলাল। বক্ষে বয়ে যাওয়া ঝড়-তু*ফান এড়িয়ে আওড়াল,

‘ খুব ভালো মানাবে!’পুষ্প সুধীর ভঙ্গিতে সিড়ি বেয়ে ছাদে এলো। দরজা আস্তে করে খুলতেই দমকা হাওয়া ঝাপটে এসে ছুঁয়ে গেল। কনকনে ঠান্ডায় হিম হলো শরীর। গায়ের চাদর আরেকটু ভালো করে টেনে জড়িয়ে নিল সাথে। অন্ধকারের মধ্যে আস্তে করে ডাকল,

‘ ইকবাল! ইকবাল!’

আরো একটা ডাকের পর দৃশ্যমান হয় সে। তিঁমিরের মধ্যে তার সাদা দাঁতের হাসি পুষ্পকে নিশ্চিন্ত করে । তবে পড়নের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবিটা দেখে বলল,

‘ একি! গরম কাপড় পরোনি যে? শীত করছে না?’

ইকবাল বলল ‘ করছে। এই যে দ্যাখো গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে। ‘বলতে বলতে হাত মেলে

ধরল সে। পুষ্পর চোখ,মনোযোগ সেদিকে সরতেও পারল না,চট করে ওকে ঘুরিয়ে কাছে টেনে নিল । মেয়েটা চোখ বড় বড় করে তাকায়। শরীর শিহরিত হয় ইকবালের বুকের সঙ্গে মিশে। ইকবাল আরো লেগে এলো পিঠের কাছে। দুহাতে শক্ত করে আগলে ধরল তাকে। থুত্নী ঠেকাল কাঁধে। সরল স্বীকারোক্তি জানাল,

‘ এবার লাগছেনা।’

পুষ্প লজ্জায় নুইয়ে গেল। পুরো শরীর তার কাঁ*পছে। মিহি কণ্ঠে বলল ‘ আমি কিন্তু এইজন্যে ডাকিনি। এটা কথা ছিল না।’

‘ উম জানি। সব হবে, আগে মন ভরে তোমাকে একটু কাছে রাখি। চারটে দিন দেখা হয়নি,ছুঁতে পারিনি মাইলাভ,বোঝো তার ব্যথা?’

পুষ্প দুষ্টুমি করে বলল,

‘ এমন ভাব করছো যেন তোমার বিয়ে করা বউ!’

ইকবাল ভ্রুঁ কোঁচকায়‘ হতে কতক্ষণ? ভালো যখন বেসেছি, বিয়ে তো তোমাকেই করব মাই লাভ। পালাবে কোথায়?’

পুষ্প মুচকি হাসল। পরমুহূর্তে চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ পিউয়ের যে কী হয়েছে! জন্ম থেকে ওকে এতটা উদাসীন আমি দেখিনি। ‘

এই একটা কথায় ইকবালের হস্ত শিথিল হলো। পুষ্প সরে এলো কাছ থেকে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ চলো বসি।’

এই বাড়ির ছাদ বড় যত্ন নিয়ে গড়েছেন আমজাদ। লোহার চেয়ার টেবিল গোল করে বসিয়েছেন এক

কোনায়। অবসরে চার ভাই মিলে গল্প করবেন বলে গেথেছেন ঠিক চারটে কেদারাই। ঈদ, কোরবানি এইরকমই কাটায়। আর গরমে ছুটির দিনের বিকেলটাও কাটে এখানে। ইকবাল, পুষ্প বসল সেখানে। শিশিরে লোহার চেয়ার বরফ স্বরুপ ঠান্ডা। ইকবাল টেবিলের ওপর দুহাত মুঠো করে রাখল, বলল

‘ বলো,জরুরি তলব কেন?’পুষ্প বলল ‘ বলব, বলতেই তো ডাকা। তার আগে তুমি বলো,ভাইয়ার মতিগতি কেমন বুঝছো?’

‘ ওর আচরন কনফিউজিং। পিউয়ের এতটা অবজ্ঞা কখনও পায়নি তো,মানতেই পারছে না। চরম রে*গে গেছে। পারলে বাম হাতটা খেয়াল কোরো,আঙুল দেখলেই

বুঝবে। কিন্তু আমার কথা হলো,এই ঘটনার সূত্রপাত কোথা থেকে?'

পুষ্প নিমিষেই কেমন অধৈর্য হয়ে বলল,

' জানিনা আমি। আমার ওইটুকু বোন আর কত সহ্য করবে বলতে পারো? শুধুমাত্র ধূসর ভাইয়া....'

পথিমধ্যে আটকে দিল ইকবাল। হাতের ওপর হাত রেখে বলল,

‘ জানি। তোমার দিকটা আমার সব জানা পুষ্প। কিন্তু একটা কথা কি অস্বীকার করতে পারবে, পিউয়ের জন্যে ধূসরের মত বেস্ট কেউ হয়?’ পুষ্প ব্যর্থ, ছোট শ্বাস ফেলে বলল ‘ বেস্ট বলেই এতদিন সাপোর্ট করেছি ইকবাল। কিন্তু আমি যদি দেখি ভাইয়ার কারণে আমার বোন ক*ষ্ট পাচ্ছে আমি চুপ থাকতে পারব না।’

‘ এটাও জানি। কিন্তু আমাদের বলা, কওয়ায় তোমার ভাইয়ের আসবে যাবে না। ও কারো ধার ধারে বলে মনে হয়? এতদিনে এই চিনলে!’পুষ্প হ*তাশ হয়ে মাথায় হাত দিলো। ভেতরে এই ফ্যাসফ্যাসে অনুভূতিটার জন্যেই রাত দুপুরে,ঝুঁকি জেনেও ইকবালকে টেনে আনলো ছাদে। ছেলেটা পাইপ বেয়ে কত বেগ পুহিয়ে এসেছে সে জানে! কিন্তু

কীই বা করবে? ফোনে বলা আর সামনা সামনি আলোচনা করা কী এক? ইকবাল পুষ্পর মাথায় রাখা হাতটা সরিয়ে এনে মুঠোয় ধরে বলল,

‘ এত ভেবোনা। ধূসরের ভাব ভা*ঙছে। পিউয়ের পরীক্ষার তো আর বাকী নেই। তারপর সব ঠিক হবে। ‘

পুষ্প নীচের দিক চেয়ে মাথা নাড়ল।

‘ হলেই ভালো। ‘

‘ আমি এখন যাই?’

‘ ক*ষ্ট দিলাম তাইনা? আসলে...

ইকবাল ঠোঁটে আঙুল চে*পে ধরে বলল ‘ শশশ! ফরমালিটি অন্য কোথাও করবে মাই লাভ, ইকবালের কাছে নয়।’

‘ তুমি ব্যস্ত বলেই...’

ইকবাল এবারেও কথা টেনে নিয়ে বলল,

‘ তোমার জন্যে শত ব্যস্ততায়ও বান্দা হাজির মাই লাভ। এখন ঘরে যাও, ঠান্ডা খুব। অসুস্থ হয়ে যাবে।’

‘ না। আগে তুমি নামো তারপর যাচ্ছি।’

‘ বেশ। কাল দেখা হচ্ছে?’

‘ হ্যাঁ। ‘

প্রতিবারের মতো, ইকবাল যাওয়ার আগে দীর্ঘ চুমু বসাল তার ললাটে।

পরপর সাবধানে পাইপ বেয়ে নেমে গেল।

পুষ্প স্বস্তি সমেত ছাদের দরজা আগের মত আটকে রেখে নেমে এলো নীচে। যাওয়ার আগে একবার পিউয়ের ঘরের সামনে এলো। তাদের দুজনের মুখোমুখি ঘর। না,দরজা এখনও বন্ধ। পুষ্প আহ*ত ভারি নিঃশ্বাস নেয়,ফিরে আসে কামড়ায়।পিউ কলেজের কমন

রুমের সিড়িতে বসে। রোজকার মত নির্লিপ্ত, নিশ্চুপ। কাল থেকে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হবে। প্রবেশ পত্র দিচ্ছে আজ। আর এই কদিনে ধূসরের সামনেও পরেনি সে। সারাটাদিন দোর দিয়ে বসেছিল। বাড়িতে বলেছে পড়ছে। তাই কেউ বিরক্ত ও করতে যায়নি। উলটে মিনা বেগম ভারি খুশি হয়েছেন মেয়ে বইমুখো হওয়াতে। সারাদিন বকে-ঝকেও

টিভির সামনে থেকে ওঠানো যায়না,সে যদি চব্বিশটা ঘন্টাই বইয়ের সাথে থাকে খুশি হবেন না? অথচ ভেতরের খবর কে রাখে! একমাত্র পিউয়ের চার দেয়ালের ঘরটা সাক্ষী,সাক্ষী পিউয়ের ফোলা ফোলা চোখ,চোখের নিচে ছেঁয়ে যাওয়া অসিত রঙ। সাক্ষী আসবাব,তার বারান্দা,তার বিছানা, আজ চারটে দিন ধরে মেয়েটা এক

মুহূর্ত থামেনি। কেঁ*দেছে,কাঁদ*তে কাঁদ*তে ঘুমিয়েছে,মাঝরাতে ঘুম ভা*ঙলে তখনও ফেলেছে চোখের জল। প্রতিটা ভোর পুষ্পর বারান্দায় এসে দেখেছে ধূসরের অফিস যাওয়া। ধূসরের জন্যে এখনও রাত জেগে বসে থাকে। শুধু আড়ালে,লুকিয়ে। মানুষটা অন্য কারো হয়ে গেলে যাক। তার ভালোবাসা তো আর বদলাবে না!

পাল্টাবে না তার অনুভূতি। আমৃত্যু এই মানুষটা থাকবে তার হৃদয়ে। বুকের মাঝের কোনও এক প্রকোষ্ঠে স্বযত্নে লুকিয়ে রাখবে তার ধূসর ভাইকে ।

পিউয়ের চোখ ভরে ওঠে। ভবিষ্যতের কিছু তিঁ*তকুটে মুহূর্ত কল্পনা করে আ*তঙ্কে গুটিয়ে যায়। চোখের সামনে ধূসর ভাইয়ের সাথে মারিয়ার বিয়ে, তাদের সংসার,কী

করে দেখবে সে? না না এ সম্ভব নয়, সে পারবেনা। অতটা শক্তি তার নেই। ম*রে যাবে হয়ত। এই যে এখনো মর*ছে একটু একটু করে। পিউয়ের নেত্রপল্লব বুজে এলো। মানস্পটে হানা দিল ধূসরের সেই প্রথম স্পর্শের ছবি। মানুষটা তাকে না চাইলে কেন ছুঁয়েছিল? কেন? ওই স্পর্শ টুকুই ভাবতে বাধ্য করেছিল ধূসর তাকে ভালোবাসে। ধরে

নিয়েছিল,মানুষটা ওর। অথচ সব মিথ্যে!পিউ হিসেব কষতে ক্লান্ত। বসে থেকে মাথা হেলে দিল দেয়ালে। এদিকে তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান তানহা। রীতিমতো ব্যাডমিন্টন মাঠ থেকে বেরিয়ে এসে ক্লাশ রুমও চেক করেছে। শেষে এলো কমন রুমের এখানে। পিউ এখানেই বসে। তানহা ভ্রুঁ গুটিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। পিউ

তাকালোনা। তার অবিচল অক্ষিকূট, তার মলিন চেহারা তানহা মন দিয়ে দেখল। আজকেও এই মেয়ের মন খা*রাপ? সে মহাবি*রক্ত হয়, কোমড়ে হাত দিয়ে বলে,

‘ তা আজও মহারানীর মন খারা*পের কারণ কি ধূসর ভাই?’

আচমকা শব্দে পিউয়ের সম্বিৎ ফিরল। ধ্যান ছুটে সোজা হয়ে বসল। ধূসর ভাইকে ভালোবাসার

পর তার মন কি নিয়ন্ত্রনে ছিল? আজকেও তো নেই। কিন্তু কারণ টা যে ভিন্ন। ভিন্ন কারণটা এতটাই বিশ্রী, এই খা*রাপ মনটা হয়ত আর ভালো হবে না।পিউয়ের নিরুত্তর ভঙ্গি তানহাকে ভাবিয়ে তোলে। কলেজে আসা থেকে দেখছে কেমন মনম*রা হয়ে আছে। তানহা দুটো সিড়ি উঠে গিয়ে ওর পাশে বসল। কাঁধে হাত রেখে নরম কণ্ঠে বলল,

‘ কিছু হয়েছে পিউ?’

পিউ মুখ তুলল। কোটর ভরা টলটলে জল তানহার মুখভঙ্গি বদলে দেয়। পিউকে ক্লাস সেভেন থেকে চেনে । হাসি খুশি,উৎফুল্ল, লাফানো মেয়ে। হেসে গায়ের ওপর গড়িয়ে পরতে দেখেছে কিন্তু আজ অবধি ওকে কাঁদ*তে দেখেনিত। পিউয়ের চোখ থেকে জলটুকু টুপ করে পরতেই তানহা আঁত*কে বলল,

‘ কাঁ*দছিস কেন? ‘

পিউ মাথা নামিয়ে নেয়। হাটু জড় করে তাতে হাত রেখে মাথা গুজে দেয়। কেঁ*পে কেঁ*পে ফুঁপিয়ে কাঁ*দে। তানহা ব্যস্ত হয়ে পরল। বিভ্রান্ত হয়ে হাত বোলাল পিঠে।

‘ এই পিউ আমাকে বল কী হয়েছে,আমি না তোর বেস্টফ্রেন্ড? ‘

পিউয়ের কা*ন্না থামেনা। শব্দ নেই,কিন্তু ভা*ঙছে শরীর। তানহা

বেশ কয়েকবার একই কথা আওড়াল,সান্ত্বনা দিল। মেয়েটা শুনল শেষে। মাথা তুলল ফের। লালিত নাক ফে*টে যেন র*ক্ত আসবে এক্ষুনি। তানহা আবার জিজ্ঞেস করে,‘ কী হয়েছে পাখি? ধূসর ভাইয়া কিছু বলেছেন?’

‘ ধূসর ‘ নামটা শুনে বুকটা ফে*টে গেল তার। ঢোক গি*লে মাথা নেড়ে

‘না ‘বোঝাল। তানহা বলল ‘ তাহলে এভাবে কাঁ*দছিস কেন?’

‘ ধূসর ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।’

তানহা চমকে গেল। বিস্ময়ে ঠোঁট যুগল আলাদা হয়ে বসে। পিউয়ের অনুভূতির শুরু থেকে কেউ জানলে সেটা সে-ই।

আশ্চর্য বনে বলল,

‘ কী বলছিস? কবে,কার সাথে,কে ঠিক করল?’

পিউ বোজা গলায় জবাব দেয়,
‘ মেজো মা। আমার হোম টিউটর মারিয়া আপুর সাথে।’
‘ ঐ সেই মেয়েটা?’
‘ হু।’‘ তুই কিছু বলিস নি?’
পিউ উদাস কণ্ঠে বলল ‘ কী বলব আমি? বলার কিছু আছে?’
‘ আছে, অনেক কিছু আছে। গত তিন বছর ধরে তুই তাকে ভালোবাসলি,আর মাঝখান দিয়ে

বিয়ে করবে অন্য কেউ? আচ্ছা ধূসর ভাইয়া জানেন এসব?'

' জানবেনা কেন?আর না জানলেও বা, উনিতো মারিয়াপুকে পছন্দ করেন। রাজিই হবেন হয়ত। আসলে কী জানিস তানি,উনি আমাকে নিয়ে মজা করলেন। সব সময় ওনার পেছন পেছন ঘুরঘুর করি বলে ভীষণ স্বস্তা ভেবে

বসেছিলেন আমাকে। তাইত ওভাবে..... ‘

পিউয়ের কথা আটকে গেল কা*ন্নায়। গুনগুন শব্দ হলো এবার। তানহার মস্তিষ্ক হ্যাং হয়ে যাচ্ছে। বিচলিত হয়ে বলল,

‘ কিন্তু হঠাৎ বিয়ে ঠিক... আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছেনা। আর মারিয়া কে ওনার পছন্দ কেন হবে?’

পিউ চোখ মুছল। মিহিকণ্ঠে বর্ননা দিল সেদিনের ঘটনার। নিঁখুত মনোযোগে শুনল তানহা। আর্ত*নাদ করে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়া এরকম করেছেন? আনবিলিভ-এবল।’

পিউ ক্ষীন হেসে বলল ‘ অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমিই বোকা! তিনটে বছর নষ্ট করলাম যে পাখির আশায়,সেই পাখি আমার উড়েই

গেল। শূন্য খাঁচা আর পুর্নতা পেল না। “ তুই ওনাকে কিছু বলিস নি?’
‘ কী বলব আমি? যার সামনে ভালোবাসার ‘ভ ‘ উচ্চারন করতেই জ্বিভ কাঁ*পে তাকে কী বলতে পারি বল?’
তানহা উত্তেজিত হয়ে পরল। তবে প্রকাশ করল না। পিউ বিরতিহীন কাঁ*দছে।
সে একটু ভেবে বলল

‘ তুই বরং একবার ওনার সাথে কথা বলে দ্যাখ পিউ। আরেকটু খোলাসা হ,ভুল বোঝাবুঝিও তো হতে পারে।’

পিউ বিরোধিতা করে বলল ‘

লাভ নেই। যেখানে মেজো মা মারিয়াপুকে পুত্রবধূ ধরেই নিয়েছেন সেখানে আমি আর কী করব? আচ্ছা মেনে নিলাম, ভুল বুঝছি তাকে। কিন্তু যেখানে তার মা মেয়ে পছন্দ

করেছেন, আম্মুও রাজি সেখানে আর সুযোগ নেই। ধূসর ভাই ওনাদের যেমন প্রিয়,ওনারাও তার প্রিয় খুব। এক কথায় উনি মেনে নেবেন। রাজী হবেন। আর তাছাড়া, সেজো মা যেভাবে আপুকে সাদিফ ভাইয়ের বউ হিসেবে কল্পনা করলেন মেজো মা তো আমাকে করেননি। ‘

‘ করেননি কারণ, তুই ধূসর ভাইয়ের অনেক ছোট। এটাও হতে পারে তাইনা?’

পিউ শুনল তবে মন মানল না। চোখ মুছে বলল,‘ বাদ দে। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলাম। উনি আমার হলে হবেন না হলে নেই।’

‘ আর মন? মনকে বোঝাতে পারবি এই কথা?’

পিউ দমে গেলো আবার। ওষ্ঠ দুটো তিরতির করে কাঁ*পল। তানহা চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ কাল থেকে পরীক্ষা,আর তোর ওপর দিয়ে এসব যাচ্ছে। কীভাবে কী করবি?’

‘ জানিনা।’

‘ পারবিত?’

পিউ কাষ্ঠ হেসে বলল,

‘ গত কয়েক শত ঘন্টা ধরে কত কী সহ্য করতে পারলাম! আর সামান্য পরীক্ষা!’

তানহা চুপ করে যায়। পিউ অন্যমনস্ক হয়ে পরে। কানের কাছে বেজে ওঠে রুবায়দা বেগমের সেই তি*ক্ত প্রশ্ন,

‘ মারিয়াকে ভাবি হিসেবে পছন্দ হয়েছে? তোর ধূসর ভাইয়ের সাথে মানাবেনা?’‘আমার আর সহ্য হচ্ছেনা

ইকবাল। পিউকে কিন্তু মেরে*ই ফেলব এবার।'

ডোরা সাপের ন্যায় ফোস*ফোস করল ধূসর। ইকবাল মিটিমিটি হেসে বলল ' ফ্যাল। মানা করেছে কে?'

ধূর নাক ফুলিয়ে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল,

' মজা করছিস আমার সাথে?'

ইকবালকে কিছু বলার সময় অবধি দিলোনা। টেবিলে রাখা গ্লাসটা

আছা*ড় মারল ফ্লোরে। দরজার বাইরে থাকা সোহেল গলা নামিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ইকবালের সাথে চোখাচোখি হতেই সে সরে যেতে ইশারা করে। তারপর চোখ ফেরাল ধূসরের দিকে।

শান্ত ভাবে বলল,‘ আমি বুঝলাম না তোর এত রাগের কারণ! এরকম ইগ্নোর,অবজ্ঞা তুই কি পিউকে করিস নি? তাহলে সেইম জিনিসটা

নিয়ে এইভাবে রিয়্যাক্ট কেন করছিস?'

' তুই সব জেনেশুনেও এসব বলবি?'

ইকবাল স্পষ্ট কণ্ঠে বলল,

' বলব। কারণ পিউ এর এক ভাগও জানেনা। আর আমি শতভাগ নিশ্চিত ও যা করছে তার পেছনে বড় কোনও কারণ আছে। যেখানে তুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট অপরা*ধী।'

ধূসর আকাশ থেকে পরে বলল
‘ আমি কী করে.....’
বলতে বলতে থেমে গেল সে। মনে পড়ল বিয়ে বাড়ির সেই শেষ ঘটনা। মারিয়া তাকে জড়িয়ে ধরেছিল,পিউ হাজির হলো তখন। তবে কি সত্যিই ও ভুল ভেবেছে? তাদেরকে নিয়ে কোনও উল্টাপাল্টা ধারনা পুষেছে মনে ?

তার চিন্তিত চেহারা দেখে ইকবাল সন্দিহান কণ্ঠে বলল

‘ কী, ঠিক জায়গায় ঢিল ছু*ড়েছি তাইত?’

ধূসর ভাবিত স্বরে বলল ‘ আই থিংক একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে।’

‘ কী হয়েছে?’ধূসর ওপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট চে*পে তাকাল। একে একে পুরোটা খুলে বলল। সে

থামতেই ইকবাল হাত তালি দিয়ে বলল,

‘ বাহ বাহ বাহ! চমৎকার! হ্যাঁ রে ধূসর, এই তোর বুদ্ধিতে আমি পার্লামেন্ট চালাচ্ছি? ষ্যাহ! নিজের প্রতি রা*গ হচ্ছে এখন। তুইত আস্ত একটা গাধা।’

ধূসর দাঁত চেপে কটমট করে তাকাতেই বলল

‘ একদম তেঁজ দেখাবিনা আমায়। তোর ঘঁটে বুদ্ধি থাকলে আজ এতদিন পর তুই বুঝতে পারলি যে পিউ ভুল বুঝেছে? আগে মনে হলোনা?’

‘ আশ্চর্য! এই সামান্য কারণে ও আজেবাজে ভাববে কেন? ‘

ইকবাল ভ্রুঁ নাঁচায় ‘ সামান্য কারণ? একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরা সামান্য কারণ?’

ধূসর রে*গেমেগে পুরু কণ্ঠে বলল, ‘ আমি জড়িয়ে ধরিনি ইকবাল, মারিয়া ধরেছে। ও আমার ছোট বোনের মত তুই জানিস। পুষ্প আর ওকে আমি আলাদা চোখে দেখিনা।“ সেটা আমি জানি,তুই জানিস, পিউ জানে? মনে নেই মারিয়াকে প্রথম দিন দেখে ও কী করেছিল! কীভাবে কেঁ*দেছিল? তারপর বিয়েতে দেখেও মানতে পারেনি। তুই-ইতো

বলেছিলি আমায়। পুষ্পও তো জানিয়েছে। পিউয়ের মাথায় আগে থেকেই নেগেটিভ চিন্তা চলে এসেছিল তোদের দুজনকে নিয়ে। যেই দৃশ্য আমরা মনে মনে কল্পনা করি, সেটাই যদি চোখের সামনে দেখতে পাই তাহলে কেমন লাগবে? ওর জায়গায় যে কেউ থাকলে একিরকম ভাববে ধূসর। বয়স কত পিউয়ের? ছোট মানুষ! বাচ্চা একটা

মেয়ে! ওর মনে এরকম চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক। এখানে দো*ষের কিছু নেই। ‘

ধূসর হতবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষন। দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে বলল,

‘ কিন্তু... ‘

ইকবাল এসে সামনের চেয়ারটায় বসল। ঠান্ডা গলায় বলল,‘ আচ্ছা ওয়েট,আজ যদি পিউ একটা ছেলেকে এভাবে জড়িয়ে ধরত, আর

তুই নিজের চোখে দেখতি,মানতে পারতি তখন? সামান্য কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বললেইত তুই....

ইকবাল বিরক্ত হয়ে থেমে গেল। বাকীটুকু না বলে ঘনঘন শ্বাস নিলো।

ধূসরের মুখশ্রী থমথমে। বিমূর্ত সে। গোটানো চোখমুখে শৈথিল্য। একটা কথাও বলল না, হুট করে উঠে বেরিয়ে গেল। ইকবাল সেদিক চেয়ে

মুচকি হাসে। সে নিশ্চিত জানে ধূসরের গন্তব্যের কথা।পিউ শ্রান্ত পায়ে কলেজের গেট দিয়ে বের হয়। আজকেও গাড়ি আসেনি। ইদানিং এই রাস্তায় জ্যাম পরছে খুব। ফ্লাইওভার গড়া হচ্ছে নতুন। কাজের জন্যে অর্ধেক জায়গাই আটকে দিয়েছে সরকার। এই জ্যামের কারণই সেটা। সে বিরক্ত পায়ে হাঁটতে থাকে। গাড়ি এলে তো

সামনেই পরবে। তখনকার কা*ন্নাকা*টির দরুন অক্ষিকোটর গরম হয়ে আছে। পাতা ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যেন।

আচমকা একটা বাইক এসে পথ আগলে ব্রেক কষল। চমকে সরে গেল সে। ধূসরকে দেখতেই হোচট খেল, অবাক হলো। মানুষটা এখানে কেন?

ধূসর ক্লান্তিহীন তাকিয়ে। নরম চাউনী বিচরন করছে পিউয়ের মুখজুড়ে। আজ টানা কতগুলো দিন পর মেয়েটাকে দেখল। ইশ কী অবস্থা চেহারার!

পিউ ধূসরকে দেখে বিস্মিত, অথচ খুব দ্রুত সামলে ফেলল নিজেকে। চোখ ফিরিয়ে নীচের দিকে রাখল। ধূসর বলল,

‘ ওঠ। ‘সাথে ব্যাকসাইড ইশারা করল সে। পিউ শুনতে পায় স্পষ্ট। কিন্তু পাশ কা*টিয়ে হাঁটা ধরল। ধূসর ভ্যাবাচেকা খেল তার প্রত্যাখানে। পরপর ফুটে উঠল চোয়াল। স্ট্যান্ডের ওপর বাইক দাঁড় করিয়ে নেমে এলো। দ্রুত এগিয়েই পেছন থেকে হাতটা টেনে ধরে বলল,

‘ তোকে উঠতে বলেছিনা?’

পিউ তাকাল না। সামনে ফিরেই বলল ‘ হাত ছাড়ুন।’

‘ এখন তোর থেকে শিখতে হবে কী করব?’

পিউ আবেগ খাম*চে ধরে আটকায়। চোখে পানি আসবে আসবে করছে। শ*ক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ হাত ছাড়ুন ভাইয়া। ‘

এতগুলো দিন যেই ডাকের জন্যে মেয়েটা হাজারটা ধম*ক খেত, তবু

শোনেনি, প্রথম বার সেই ডাক শুনল ধূসর। থমকে গেল সে। পরমুহূর্তে রা*গ হলো। ত্যাড়া কণ্ঠে বলল,

‘ না ছাড়লে কী করবি?’পিউ কাঠ গলায় বলল,

‘ রাস্তার মধ্যে এভাবে একটা মেয়ের হাত টানাটানি করছেন, আপনার লজ্জা না থাকলেও আমার আছে। ‘

ধূসর স্তব্ধ, দৃঢ়ীভূত। বিশ্বাসই করতে পারল না এসব পিউ বলল।

বিহ্বল কণ্ঠে আওড়াল ‘ পিউ!’
পিউয়ের হৃদযন্ত্র দুভাগ হয়ে যায় ধূসরের কণ্ঠে।
বিস্ময়ে বাধন আলগা হতেই পিউ হাতটা টেনে কাছে নিয়ে এলো। ভেজা কণ্ঠ যথাসাধ্য কঠি*ন করে বলল,
‘ পরেরবার যখন তখন আমাকে ছোঁবেন না। রুচিতে লাগে খুব।’ধূসর পিছিয়ে গেল। স্তম্ভিত সে। পিউ ঠোঁট

কা*মড়ে কা*ন্না আটকায়। সেই মুহুর্তে বাড়ির গাড়ি এসে থামল। ড্রাইভার জানলা থেকে মাথা বের করে ডাকল। দরজা খুলে দিল সাথে। পিউ এগিয়ে আসে। একবার তাকাল না অবধি ধূসরের দিকে। গাড়িতে উঠে বসে দরজা আটকে দেয়, কাঁচ ওঠায়। ডান হাতে তাকায় নিস্তেজ চোখে। এইত এই জায়গায় ধরেছিল ধূসর ভাই। পিউ বাম

হাতটা কোমল ভাবে বোলালো সেখানে। ঠোঁটের কাছে এনে গভীর চুঁমু খেল। পরপর নিরবে কেঁ*দে ফেলল। এইভাবে যে কথাগুলো চায়নি বলতে! বাধ্য হয়েছে,মানুষটাকে দেখে ক্ষো*ভ,দুঃ*খ উগলে এসেছে। খুব ক*ষ্ট পেয়েছে তাইনা? পিউ যত্র ব্যাকুল চোখে ঘুরে তাকাল পেছনে। যতক্ষণ ধূসরকে দেখা যায়,অনিমেষ

চেয়ে থাকল।চোখের সামনে থেকে পিউয়ের গাড়িটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়। ধূসর অক্লিষ্ট ঢোক গি*লে পাথর বনে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকটা জ্ব*লছে তার,জ্বল*ছে

চক্ষুদুটোও।ধূসর সব সময় রাত করে বাড়ি ফেরে। অফিসে যাওয়ার পর থেকে,মাঝেমধ্যে ফিরতে দেড়টাও গড়ায়। পিউয়ের সঙ্গে আরো একটি মানুষের চোখ ততক্ষণ

বন্ধ হয়না,যতক্ষণ না আসছে সে। রুবায়দা বেগম, ঘরে থাকলেও সজাগ থাকেন। নিস্তব্ধ রাতে বাসার নীচে ধূসরের বাইকের শব্দ,সদর দরজার লক খোলার আওয়াজ,আর সিড়িতে তার লম্বা পদচারণ ওনাকে নিশ্চিত করে ছেলেটা ফিরেছে। রুবাইদা যখন বুঝতে পারেন ছেলের আগমন, তখন নিশ্চিন্তে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি জমান। অথচ আজ ঘড়ির

কাটায় দুটো পার হলো,ধূসর আসার নাম নেই। রুবায়দা বেগমের চোখ লেগে আসতে আসতেও ঘুম ছুটে গেল। ছেলেটা যে বাইরে! এমন এমন কাজ করে, বিপদ সর্বদা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। উল্টোপাল্টা কিছু হলো না তো? ছটফটে মন নিয়ে আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি । এর বেশি সইতে পারলেন না। পাশ ফিরে ঘুমন্ত আফতাবকে দেখলেন

একবার। একবার ভাবলেন ডাকবেন ওনাকে, পরমুহূর্তে থেমে গেলেন। সারাদিন খাটা-খাটুনি করে একটু ঘুমোচ্ছে,থাক বরং। তিনি নিজেই ফোন উঠিয়ে চললেন বারান্দায়। কল দিলেন ধূসরকে। লাগাতার কয়েকবার রিং হওয়ার পর রিসিভ হলো। রুবায়দা বেগম হরভড় করে বললেন,‘ হ্যাঁ রে ধূসর তুই কোথায়? এত রাত হয়ে গেল আ....’

ওপাশ থেকে জবাব এলো,
‘ আন্টি আমি ইকবাল!’
পথিমধ্যে আটকে গেল কথা।
রুবায়দা অবাক হয়ে বললেন,
‘ ইকবাল! তোমরা কি এখনও পার্লামেন্টে? ‘
‘ না আন্টি। আমি আমার বাড়িতে।’
‘ তাহলে ধূসর কোথায়?’
‘ ধূসর এখানে, আমার বাড়িতে। ওয়াশরুমে গিয়েছে। ‘

রুবায়দা বিচলিত হয়ে বললেন,
‘ ও ফিরবেনা আজ? কিছু কি হয়েছে বাবা,সত্যি করে বলোতো আমায়!’
‘ না না আন্টি,কিচ্ছু হয়নি। আসলে দু বন্ধু মিলে অনেকদিন আড্ডা দেইনা তো,তাই....’
রুবায়দা মেনে নিলেন,শান্ত হয়ে বললেন,

‘ ও। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েছে ও?’

‘ জি। ও বের হলে আপনাকে কল করতে বলব।’

‘ না থাক,বিশ্রাম নিক। আমি রাখি বরং। আচ্ছা ইকবাল তুমি বাসায় আসছোনা কেন বাবা? ধূসরের সঙ্গে একদিন চলে এসো।“ জি আন্টি আসব। ‘

‘ আচ্ছা ভালো থেকো,আল্লাহ হাফেজ।’

‘ জি আসসালামু আলাইকুম।

ইকবাল লাইন কে*টে ঠোঁট ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ধূসর আজ বাড়ি যাবেনা। গোঁ ধরল এখানেই থাকবে। সেও কিছু বলেনি। এতবার ফোন বাজল ধরলোওনা। শেষমেষ তাকেই রিসিভ করতে হয়েছে। ধূসরের ফোন মুঠোয় নিয়ে কিয়ৎক্ষন চেয়ে

রইল ইকবাল। আচমকা একটা দুষ্টু বুদ্ধি উদয় হলো মাথায়। ফোনের প্যাটার্ন তার আয়ত্তে। এই সুযোগে পিউকে একটা মেসেজ পাঠাবে না কী? হ্যাঁ পাঠাক।

লিখবে‘ আই লাভ ইউ জান। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। বাঁচতে হলে একসঙ্গে বাঁচব,ম*রতে হলে একসঙ্গে মর*ব। আমাকে ছেড়ে যেওনা, প্লিজ জান।’

ইকবাল এক এক করে বাক্য সাজাল। এখন এটাই টাইপ করে পিউকে পাঠাবে। মেয়েটা বুঝবে ধূসর পাঠিয়েছে। তখন যত রা*গ, সব বরফের ন্যায় গলে যাবে । এই মান অভিমানের পালা দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। ইকবাল সতর্ক চোখে একবার বারান্দার দিক দেখে নেয়। পাছে ধূসর এসে পরে! তারপর প্যাটার্ন টেনে খোলে। হোম

স্ক্রীনে, মুহুর্তমধ্যে ভেসে ওঠে পিউয়ের জ্বলজ্বলে একটি ছবি। বহু আগের ছোট্ট পিউ। পড়নে কালো গাউন। ছবিটা গত কয়েক বছরেও বদল হয়নি। ঠিক এই কারণেই ধূসর কাউকে ছুঁতে দেয়না ফোন। পিউয়ের ঠোঁট ভর্তি উচ্ছল হাসিটা ইকবালের ভেতরটা নাড়িয়ে দিল। বিবেক বলল,

” না,এটা করা ঠিক হবেনা ইকবাল। এতে পিউকে ঠকানো হবে। মেয়েটা আবার আশায় বুক বাধবে। তার চেয়ে, যার বলার সেই বলুক।’ইকবাল আর ইনবক্স অবধি গেল না। ফোন অফ করে বিছানার ওপর ছু*ড়ে মারল। তিঁ*তিবির*ক্ত সে, গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার দরজায়। ধূসর মেঝেতে বসে, পিঠ দেয়ালে ঠেকানো। এক পা ছড়ানো,অন্য পা

ভাঁজ করা। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। বড় আয়েশ করে টান দিচ্ছে সেখানে। ইকবাল ভ্রুঁ কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ। থমথমে গলায় বলল,

‘ আন্টি ফোন করেছিলেন।’

উত্তর নেই। ইকবাল অপেক্ষা করল ক্ষনকাল। ছেলেটা নিশ্চুপ। শেষে ছোট্ট শ্বাস ফেলে সে নিজেও দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পরল পাশে। প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে ঠোঁটে

ভরল। লাইটার দিয়ে আগু*ন জ্বা*লাতে জ্বা*লাতে বলল,‘ বাড়ি যাবিনা?’

ধূসরের জবাব ‘ না।’

‘ কদিন দূরে সরে থাকবি?’

ধূসর নিশ্চুপ।

ইকবাল ধোয়া আকাশে উড়িয়ে বলল,

‘ একবার ওকে বোঝানোর চেষ্টাও করলিনা,সবটা পরিষ্কার করে

বললিওনা,যে ও যা ভাবছে ভুল,ভ্রান্ত। তাহলে কী করে আশা করছিস, এতকিছুর পরেও ও তোর সাথে লুতুপুতু করবে ?’

ধূসর চোখ রা*ঙিয়ে তাকাল। ইকবাল দাঁত কেলিয়ে বলল,

‘ ভাবছিলাম, তোর ফোন থেকে পিউকে আই লাভ ইউ লিখে মেসেজ পাঠাব।’

ধূসর চকিতে তাকিয়ে বলে,‘ পাঠিয়েছিস?’

ইকবাল মুখ গোমড়া করে বলল ‘ না।’

পরমুহূর্তে চেতে বলল,

‘ কিন্তু তুই এরকম চুপচাপ থাকলে আমি ঠিকই পাঠিয়ে দেব কিছু একটা। আই লাভ ইউ না হোক,অন্য কিছু দেব। লিখব যে আমি

আরেকজনকে ভালো বাসি। তার সাথে আজ আমার বিয়ে। ‘

ধূসরের ওষ্ঠদ্বয় বে*কে এলো এক পাশে। হাসতে দেখে ইকবাল নাক ফুলিয়ে বলল,

‘ তুই হাসছিস ধূসর? এ্যাম আই জোকিং উইথ ইউ?’

ধূসর তার রা-গটুকু পাত্তাই দিলোনা। শান্ত গলায় বলল‘ কাল পিউয়ের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ‘

‘ সেটা আমিও জানি। হলে যাবি না একবার?’

ধূসর ভাবনায় মিলিয়ে গেল। জবাব না দেওয়ায় ক্ষে*পে গেল ইকবাল।

‘ ধ্যুস শালা! সিগারেটে আমার রা*গ পরছেনা,যাই মদ নিয়ে আসি। ‘

সে উঠতে গেলে ধূসর থামিয়ে দেয়। পুরু কণ্ঠে নিষেধ জানায়,

‘ না। ‘

ইকবাল দমে গেল। দু এক টান বসানো সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, ‘ শালার আমার কপালটাই খা*রাপ! এত সহজ সরল মানুষের কপালে এমন ঘাড়ত্যা*ড়া বন্ধু জোটালে কেন আল্লাহ? একটা ভালো ছেলে দিতে, মাথায় তুলে রাখতাম।’আরো নানান কিছু বকবক করল সে। সবটাই ধূসরকে উদ্দেশ্য করে। অথচ এসবে মন নেই ছেলেটার। সে

ভাবছে,ভীষণ ভাবছে দুপুরে পিউয়ের আচরণ গুলো। যতবার ভাবছে কো*পিত হচ্ছে,হচ্ছে য*ন্ত্রনা। বুকটা ভে*ঙে আসছে। ধূসর চিবুক শ*ক্ত করল। আধপো*ড়া সিগারেটের মাথাটার দিক চেয়ে থাকল কিছু সময়। আচমকা সেটাকে চে*পে ধরল হাতের তালুতে। ইকবাল চমকে গেল। বিস্মিত তার কান্ডে। উদ্বেগ নিয়ে ছাড়িয়ে নিল হাত।

‘ কী করছিস কী?’ধূসরের জবাব এলো না। সে অনবহিত নেত্রে তাকাল দূরের দালান- কোঠার দিক। ইকবাল সিগারেট ওরটাও ফেলে দেয়। উঠে গিয়ে ফার্স্টএইড বক্স আনে। পু*ড়ে গেছে জায়গাটা। লাল হয়েছে,ফো*স্কা পরবে হয়ত। ইকবাল ক্ষততে বার্নের মলম লাগাতে লাগাতে বলল,

‘ জীবনটা ছেলেখেলা নয়। তেঁজ নিজের সঙ্গে না দেখিয়ে শান্ত হ,যার জন্যে এসব করছিস তাকে বোঝা। বাচ্চা মেয়ে পালতে গিয়ে নিজেও বাচ্চা হয়ে যাস না। লোকে নির্বোধ বলবে,বলবে বুদ্ধিহীন লোক ভবিষ্যতে নেতা হতে এসছে। হাসবে তোকে নিয়ে,সাথে আমাকেও টানবে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে ‘ ওই দ্যাখ একটা গাধার বন্ধু

যাচ্ছে। তখন আমি মুখ লুকোতে ড্রেনে লাফ দিতে পারব না। সরি! ‘ ধূসর বিদ্বিষ্ট চোখে তাকাল। মৃদু ধমকে বলল,‘ মুখটা বন্ধ রাখবি? যা ঘুমা গিয়ে।’

‘ আর তুই?’

‘ আমি ঠিক আছি।’

‘ আমিত বলিনি আমি ঠিক নেই! তুই এখানে বসে থাকলে আমিও

থাকব। এই যে বসলাম, তুই না উঠলে নড়ছিনা।’

ধূসর হতাশ দম ফেলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

‘ আয়।’

ইকবাল হেসে রওনা করল পেছনে।

ধূসর রুমে ঢুকে শুয়ে পরল বিছানায়। সিলিংয়ের দিক চেয়ে আওড়াল,

‘ সাতাশ বছরের এক যুবক, বিধ্বব*স্ত, এক সতের বছরের কিশোরির প্রে.....’

বলতে বলতে থেমে গেল। ইকবাল মিটিমিটি হেসে

বলল ‘ পরেরটুকু আর উচ্চারন করিস না ভাই। তোর মত নিরামিষের মুখে মানাবেনা।’

ধূসর কটমট করে বলল ‘ চুপ কর।’

ইকবাল বলল ‘ উচিত কথার ভাত নেই!’রাতে এক ফোটা ঘুমালো না পিউ। চোখের সামনে বই মেলে রাখলেও সামান্য অক্ষর পড়েনি। ধূসর ফেরেনি সে জানে। রুবায়দা বেগমের মতো ছটফট করলেও,সে ফোন করতে ব্যর্থ। ইকবালের থেকে খোঁজ নিয়েছে অবশ্য। যখন শুনল ধূসর আসবেনা বাড়িতে,মেয়েটা আবার কেঁ*দেছে। দোষা*রোপ

করেছে নিজেকে। তার ওসব বলা উচিত হয়নি। ধূসর ভাই ক*ষ্ট পেয়েছেন। সে তো ওভাবে বলতেও চায়নি। জ্বিভ খ*সে বেরিয়ে এসেছে। বেহায়া তো! একা একা সমস্ত ক*ষ্ট বুকের মধ্যে পুষে রাখতে গিয়ে, হাঁপিয়ে গেছিল যে! প্রথম পরীক্ষার দিন,অথচ পিউয়ের মধ্যে নার্ভাসনেস নেই। না আছে চি*ন্তা। কী লিখবে,কী করবে,প্রশ্ন

কেমন হবে,কমন পরবে কী না, স্বল্প দুঃ*শ্চিন্তা অবধি এলো না মাথায়। তার মন যে অন্য কোথাও। যে মানুষের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি ধ্যানমগ্ন ধূসরের নামে, তার ভেতর অন্য কিছুর প্রভাব পরতে পারে?

পিউ কোনও রকম ফ্রেশ হয়ে ইউনিফর্ম পরে ওয়াশরুম থেকে বের হলো। পরীক্ষা দশটা থেকে শুরু।

প্রতিটা পরীক্ষায় আগের রাতে ফাইল গুছিয়ে প্রস্তুত থাকতো সে। অথচ আজ কিচ্ছু করেনি। এতটা উদাসীন কেউ হয়না বোধ হয়!

পুষ্প নাস্তা রেখে গেছে টেবিলের ওপর। তার প্রিয় চিকেন স্যান্ডউইচ। অথচ সে ফিরেও দেখল না। খিদে নেই। স্কেল, পেন্সিল,কলম,সব একে একে ফাইলে গোছানোর সময় ঘরে ঢুকল সাদিফ। পিউ শব্দ পেয়ে

তাকাল। সাদিফ বলল,‘ বের হচ্ছিস?’

‘ হু।’

‘ প্রিপারেশন ভালো?’

পিউ মৃদূ কন্ঠে জানাল,

‘ ওই আর কী।’

সাদিফ জ্বিভে ঠোঁট ভেজাল। কয়েক দিন ধরেই পিউয়ের চুপসে যাওয়া লক্ষ্য করেছে। একই গাড়িতে এসেছে সেদিন,অথচ সারা রাস্তায়

পিউয়ের কথা ফোটেনি। নাস্তার টেবিলে পায়না,ঘর থেকে বার হয়না। দুষ্টুমি করেনা, ছোটেনা বাড়িময়। পিউকে এতটা নির্জীব তার সহ্য হয়না,একটুওনা। এই চঞ্চলতার জন্যে তার প্রিয় চশমাটা ভে*ঙেছিল। কত কী বলল,ব*কল সেদিন। অথচ এখন, এখন বলতে ইচ্ছে করছে, 'আমি ওরকম আরো কয়েকশ চশমা তোর পায়ের তলায় বিছিয়ে দেই

পিউ,তুই ছোট। ভা*ঙ, ভে*ঙে টুকরো টুকরো করে ফ্যাল। তবুও এমন চুপ করে থাকিস না। ক*ষ্ট হয় আমার।

‘ কিছু বলবেন ভাইয়া?’

সাদিফের ধ্যান ছুটল। নড়েচড়ে বলল,

‘ হু? না। ভাবছিলাম তুই বের হচ্ছিস যখন তোকে এগিয়ে দেই। ‘

পিউ ছোট্ট করে বলল ‘ দরকার হবেনা। পারব যেতে।’

‘ জানি পারবি,আমি এগিয়ে দিলে সমস্যা?’

‘ না। তা কখন বললাম?’

‘ তাহলে চল।’

পিউ হার মানল। ফাইল বুকে চে*পে বের হতে নিলে সাদিফ বলল,

‘ চুল আচড়াবিনা?’

পিউ চুলে হাত বোলাল। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল,

‘ আচড়াইনি?’সাদিফ মনঃস্তাপ নিয়ে তাকাল। পিউ মলিন হেসে বলল ‘ খেয়াল করিনি আসলে। ‘

তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল গিয়ে। আচড়ানো তো দূর, সেই যে মিনা বেগম চুল বেধে দিয়েছিলেন,তারপর আর হাতই

দেয়নি। কোনও রকমে খোপা করে রেখেছিল ।

পিউ তাড়াহুড়ো করে ঝুঁটি বাঁধল। পুরোটা সময় চেয়ে থাকল সাদিফ। এমন অগোছালো তো পিউ নয়। বরং দিনের মধ্যে একশ বার আয়না দেখে,সাজগোজ করে।

কী হয়েছে ওর? ওকে এত অচেনা লাগছে কেন?‘ চলুন।’

সাদিফ ফোস করে এক শ্বাস ফেলে বলল ‘ আয়।’

পুষ্প নাস্তা খেয়ে বসেছে সোফায়। ফোন নিয়ে মেসেঞ্জার অন করতে করতেই দেখল, পিউ নামছে। বোনকে দেখে ফোন রেখে দিলো। উঠে এসে,জিজ্ঞেস করল,

‘ নাস্তা খেয়েছিস পিউ?’

পিউ মাথা ঝাঁকায়,বোঝায় খেয়েছে। মেয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে রান্নাঘর

থেকে বেরিয়ে এলেন মিনা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন,‘ হ্যাঁ রে মা, প্রস্তুতি ভালো তো?’

‘ হু।’

‘ একদম ভাববিনা কেমন! প্রশ্নপত্র পেয়ে আগে তিনবার দুরুদ পড়বি,তারপর বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবি লেখা। ‘

‘ হু।’

‘ সব নম্বর একটু একটু টাচ করবি,কিচ্ছু যেন বাদ না পরে। ঠান্ডা মাথায় লিখবি, তাড়াহুড়ার দরকার নেই। আর প্রথম পৃষ্ঠায় কা*টাকা*টি করবিনা একদম। ‘

পিউ মাথা কাত করল। বলল ‘ হু।’

মিনা বেগম অসহায় নেত্রে পুষ্পর দিক চাইলেন। প্রতিটা পরীক্ষায় তিনি এসব বলেন,মেয়েটা রে*গে যায়,ঘ্যানঘ্যান করে আর বলে,

‘ আম্মু আমি এসব জানি। মুখস্থ হয়ে গেছে শুনতে শুনতে, আর বলতে হবেনা। ‘

অথচ আজ হু হা ছাড়া জবাব নেই ! পরিবারের সবাই টুকিটাকি পরামর্শ দিল পিউকে। তার হাস্যহীন মুখ দেখে বলল ঘাবড়ে না যেতে। ভালো হবে সব।

পিউ সবেতে শুধু মাথাই নেড়েছে। রুবায়দা বেগম নীচে নেমে এলেন

তখন। হাতে মুঠোফোন। পিউকে দেখে বললেন,

‘ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিস?’‘ হু।’

তিনি হেসে এগিয়ে এলেন। মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ যা, খুব ভালো হবে। দোয়া করি।’

পিউ ম্লান মুখে হাসল। নিশ্চল চোখে চেয়ে দেখল রুবায়দাকে। মনে মনে অভিমানী কণ্ঠে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ের বউ হিসেবে আমায় ভাবলে না কেন মেজো মা? ভাবলে কি খুব ক্ষ*তি হতো?আমি সেরা বউমা হয়ে দেখাতাম তোমায়।’

‘ যা তাহলে, দেরী হয়ে যাবে আবার। ‘

পিউ নিজেকে সামলে হাঁটতে গেল,রুবায়দা বেগম পেছনে পুষ্পকে বললেন,

‘ ও পুষ্প, তোর কাছে মারিয়ার ফোন নম্বর আছে?’

যত্র থেমে গেল সে। পুষ্প বলল,

‘ আছে। হঠাৎ ওর নম্বর দিয়ে কী করবে? ‘

‘ একটা ফোন করতাম,কবে ঢাকা ফিরেছে শুনতাম আর কী।’

‘ হ্যাঁ দিচ্ছি।’পিউ বেদনার্ত ঢোক গে*লে। খ*ণ্ডবিখ*ণ্ড হয় বক্ষস্থল। রুবায়দা বেগমের মারিয়ার প্রতি

গদগদ ভাব শ্বাস প্রশ্বাস ভারি করল ফের। মেনে নিতে পারল না। পারার কথাও তো নয়! মেজো মা কেন মারিয়ার নম্বর খুঁজছে তার আন্দাজ করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। নিশ্চয়ই অতি শীঘ্রই ওনাদের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাবেন বিয়ের। আর তারপর! তারপর ধুমধাম করে ধূসর ভাইয়ের বউ বানিয়ে তুলে আনবেন ঘরে। পিউ এর বেশি

ভাবতে পারেনা। এক পৃথিবী যন্ত্র*না গলা চে*পে ধরল। সাদিফ বলল,

‘ কী হলো,চল।’

পিউ খুব ক*ষ্টে পা বাড়ায়। বিব*শ হয়ে আসছে চোখদুটো। একটু বিছানায় শুয়ে কাঁ*দতে পারলে ভালো হতো!সাদিফ তাকে নামিয়ে দিলো গেটের বাইরে। হাসিমুখে “অল দ্যা বেস্ট” জানাল। পিউ কান দিয়ে শুনল তবে খেয়াল

করেনি,উত্তর ও দেয়নি। আস্তেধীরে হেঁটে ঢুকে গেল ভেতরে। অন্যমনস্কতায় বাইরে টাঙানো সিট প্ল্যান অবধি দেখেনি। কোন দিকে হাঁটা দিয়েছে নিজেও জানেনা। দুপা এগোতেই একজন পেছন থেকে ডাকল,

‘ ভাবি।’

পিউ ফিরল না। ডাকটা অাবার এলো। আগের মত বলল,

‘ পিউ ভাবি শুনছেন?’

এবারে থামল মেয়েটা। ঘুরে তাকাল। এতদিন বাদে, একটা স্বল্প পরিচিত চেহারা দেখে কপাল কোঁচকাল। সেই ছেলেটি না? কদিন আগে খাবার দিয়ে গিয়েছিল যে ? হ্যাঁ, সেইতো। পল্লব এগিয়ে আসে। হেসে শুধায়,

‘ কেমন আছেন?’

অন্য সময় জবাব তৎপর দিলেও আজকের এই জবাব, পিউয়ের দূর্বোধ্য ঠেকল । সে কি ভালো আছে? এক বিন্দুও ভালো নেই। অথচ বলল ‘ ভালো। আপনি? “ এইত এলাম। আপনি সিট প্ল্যান দেখলেন না,বসবেন কোথায়?’

পিউয়ের হুশ এলো। গোটানো ভ্রুঁ মিলিয়ে গেল। সতর্ক কণ্ঠে বলল ‘ ও হ্যাঁ, ভুলেই গেছি।’

দেখার জন্যে এগোতেই মৃনাল বলল
‘ দেখতে হবেনা। আমি দেখেছি, দোতলায় ক্লাস,জানলার পাশের ছয় নম্বর বেঞ্চে। ‘

পিউ অবাক হয়ে তাকাল। মৃনাল নম্র কণ্ঠে বলল,

‘আপনার যাতে ক*ষ্ট করতে না হয় তাই আর কী!’

‘ কে বলেছে আপনাকে এসব করতে?’

‘ ভাই বলেছে। ‘

পিউ আশাহত শ্বাস টানে। জানে,অজ্ঞাত ভাইয়ের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেও ছেলেটা বলবেনা। তার যে মুখ খোলা বারণ। ওদিকে পরীক্ষার দেরী হচ্ছে। মনটাও বিষাদে ভরা। সে ছোট করে বলল,

‘ ধন্যবাদ ভাইয়া,আসি।’

ঘুরে হাঁটতে গেলেই মৃনাল উচু কণ্ঠে বলল,

‘ কোনও সমস্যা হলে জানাবেন ভাবি। আপনার পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি ভাই আমাকে নড়তেও বারণ করেছেন।’

পিউ মহাবির*ক্ত হলো। তবে হ্যাঁ -না কিচ্ছু বলল না। কোন চূলোর ভাই,আবার তার চামচা! সে ম*রছে নিজের জ্বা*লায়!তানহা আর পিউয়ের রোল নম্বর আগে পরে। তাই বেঞ্চও সামনে পেছনে পরে।

পিউ এসে বসতেই সে বই বন্ধ করে ঘুরে তাকাল। একটু হেসে বলল,

‘ কেমন আছিস?’

পিউ ক্লান্ত চোখে তাকাতেই মুখ কালো করে বলল,

‘ সরি! পড়েছিস সব?’

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ে। বলে,

‘ যা আগে পড়েছিলাম সেই ভরসায় এসছি। জানিনা কী করব!’

‘ কিছু না পারলে আমিত আছি। ভাবিস না।’

পিউ নিরুত্তর । তানহা ভাবল একবার কালকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। ধূসরের সাথে কথা -টথা হয়েছে কী না। পরক্ষনে থেমে গেল। ঠিক করল একবারে পরীক্ষা শেষেই শুনবে না হয়। তক্ষুনি দুজন ইনভিজিলেটর কক্ষে ঢুকলেন। শিক্ষার্থীরা তটস্থ হয়ে বসল।

একজন বই -পত্র জমা করতে বললেন টেবিলের ওপর। সবাই একে একে উঠে বইখাতা নোট, রেখে এলো। পিউয়ের যেতে হয়নি। বই-তো আনেনি সাথে । তারপর ঘন্টা বাজল। আস্তেধীরে পরীক্ষা শুরু হলো।হলে পড়ল কড়া গার্ড । ঘাড় অবধি ঘোরানো গেল না। পিউ প্রথম দিকে ভালোই লিখছিল, হঠাৎ মাথা এলোমেলো হয়ে পরে। গত সাতটা

দিনের কথা একে একে ভেসে ওঠে চোখে। মন নেতিয়ে গেল,হৃদয়ে বইল সুনামি। ধূসর ভাই! মারিয়া! তার ধূসরকে আগলে,পেঁচিয়ে ধরা সেই দৃশ্য। রুবায়দা বেগমের প্রতিটি কথা, তীক্ষ্ণ ভাবে কানে বাজে,চোখে লাগে। পিউয়ের হাত থমকায়। অধর কেঁ*পে ওঠে। মাথা চক্কর দেয়। কা*ন্না পায়। যা পড়েছিল,যা পারত তাও ভুলে বসে। প্রথম দুটো পৃষ্ঠা

ভর্তি করে লিখলেও আর পারছেনা। চলছেনা হাত। বাকী সব পাতা সাদা পরে থাকে। ঝিমিয়ে যায় মস্তিষ্ক, থিতিয়ে আসে স্মৃতিশক্তি। কারো থেকে সাহায্য নেওয়ারও উপায় নেই।

পিউ অসহায় হয়ে বসে থাকে। দুহাতে মাথা চে*পে ধরে। চেষ্টা করে,খুব চেষ্টা। স্নায়ুর প্রতিটি কোষ যেন বিশ্রামে। সাড়া দেয়না তারা।

‘ ধূসর ভাই আমায় ভালোবাসেন না,তিনি মারিয়ার,আমার নয়। এমন শতশত স্লোগানে ভরিয়ে ফেলে উলটে । সবটা গরমিল হয়ে যায়। আশাহত হয়ে ভ*গ্নহৃদয়ে বসে থাকে সে । দুটো ঘন্টা পার হয়,অথচ পিউ লিখেছে কেবল দুই পাতায়।পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই সে উঠে খাতা জমা করে দিলো। তানহা লেখা

থামিয়ে তাকিয়ে থাকল। স্যার প্রশ্ন করলেন ‘ লেখা শেষ? ‘

তার ছোট জবাব ‘ অসুস্থ লাগছে।’

তারপর বেরিয়ে গেল। বলতে গেলে সাদা খাতা জমা করেছে । ফেল আসবে নিশ্চিত । আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ফাইনালেও বসতে পারবেনা। পিউয়ের বুক তোলপাড় করে কা*ন্না পায়। কোথাও আর দাঁড়াল না। মুখ চে*পে ধরে

কাঁদ*তে কাঁ*দতে গেট থেকে বার হলো।সূর্যের কড়া আলো মাথার ওপর নিয়ে পিউ হাঁটতে থাকে। চোখ ফে*টে উপচে আসে বিশ্রামহীন জল। আগেভাগে বেরিয়ে আসায় বাড়ির গাড়ি পৌঁছায়নি। সে ঠোঁট ভে*ঙে নিশব্দে কাঁ*দছে। আশেপাশের অনেকেই কৌতুহল নিয়ে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। কোথায় যাচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে, কিচ্ছু

জানেনা পিউ। আগের য*ন্ত্রনা গুলোই কি যথেষ্ট ছিলোনা? আজ যে সাথে যোগ হয়েছে আরো। এখন পরীক্ষায় খা*রাপ করলে বাড়িতে কি জবাব দেবে?

পিউ দিক বিদিক খুইয়ে ফেলল। উল্টোদিক থেকে ধেঁয়ে আসা গাড়িগুলোকে হঠাৎ মনোযোগ দিয়ে দেখল। জীবনের এই অল্পদিনের নিপীড়ন মনে করে, তৎক্ষনাৎ

ক*ঠিন এক সিদ্ধান্ত নিলো। বেচে থাকলে ধূসর ভাইয়ের সংসার দেখতে হবে। মুখোমুখি হতে হবে আরো অনেক কুৎ*সিত পরিস্থিতির। সে পারবেনা। সে যে শক্তিহীন, দূর্বল। তার চেয়ে আজ ম*রে যাবে। চাকায় পি*ষ্ট হয়ে রাস্তায় পরে থাকবে। তার ছোট্ট মস্তিষ্ক সেই ক্ষনে ভরে গেল উদ্ভট চিন্তায়। পিউ চোখ মুছল। ফাইলটা পরল পায়ের কাছে।

মুখ শক্ত করে ফুটপাত থেকে ব্যস্ত রাস্তায় নামল। একেকটা গাড়ি প্রবল বেগে যাচ্ছে। পাশ কা*টালেও উড়ে উঠছে চুল,স্কার্ফ।ক্ষানিকপর অপর দিক থেকে ছুটে আসে বাস। কী মারাত্মক গতি তার! পিউ দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ বুজে, দাঁত খিঁ*চে। বাস কাছাকাছি আসা মাত্র লাফ দেবে সামনে। ড্রাইভার ব্রেক কষার সময় পাবেন না,ওপর দিয়ে চলে

যাবে তার। বাচার ও সম্ভাবনা থাকবে না তাহলে।

বাস কাছাকাছি এলো,পিউ উদ্ভ্রান্তের মতো ঝাঁপও দিলো। কিন্তু পরার আগেই পেছন থেকে হাতটা টেনে ধরল একজন।

চমকে তাকাল সে। মারিয়া আঁতকে বলল,

‘ কী করতে যাচ্ছিলে পিউ?’

পিউয়ের অচল মস্তিষ্ক সময় নেয় বুঝতে। যখন সম্বিৎ ফিরল,মারিয়াকে দেখতেই দাউদাউ করে জ্ব*লে উঠল। মনে হল,এই মেয়ের জন্যেই ধূসর ভাই তার হয়নি। মারিয়া বড় বড় চোখে তাকিয়ে। উতলা হয়ে তাকে টেনে আনল কাছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল,

‘ এই পিউ,তোমার কি হয়েছে? আরেকটু হলেইত...‘ ম*রে যেতাম। মুক্তি দিতাম তোমাদের, তাইত?’

মারিয়া বুঝতে না পেরে বলল ‘ কী বলছো? কীসের মুক্তি?’

পিউ হাতটা ঝাড়া মারল ওমনি। ক্ষু*ব্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ নাটক কোরো না মারিয়াপু। তোমার জন্যে আজ আমার এই অবস্থা! কেন এরকম করলে আমার

সাথে? এর থেকে গলা টি*পে মে*রে ফেলতে,তাও ভালো হতো। ' ' শেষ দিকে কণ্ঠে ভে*ঙে এল তার। মারিয়া হতবাক হয়ে বলল,

' মানে! আমি কী করেছি পিউ? জেনে-বুঝে তোমার কোনও ক্ষ*তি আমি করতে পারি?'

' পারো। অবশ্যই পারো। পারো বলেইত ওসব করলে। আমার জীবন

থেকে আমার খুশিটুকু ছি*নিয়ে নিলে তুমি।

মারিয়া কিছু বলতে ধরে,পিউ আগেই হাত জোড় করে বলল,

‘ দয়া করো মারিয়াপু! তুমি বা ধূসর ভাই কেউই আমার ধারেকাছে এসোনা। একটু রেহাই দাও, শান্তি দাও আমায়।’

ধূলোর ওপর পরে থাকা ফাইল তুলে,কদম ফেলল সে। মারিয়া মূর্তি

বনে থাকল। মেয়েটা কী বলল,কেন বলল, আদোতেই কিচ্ছু বোঝেনি। পিউ শ্রান্ত ভীষণ। শরীর চলছেনা। বাড়িতেই ঢুকে কাউকে চোখে পরেনি। রান্নাঘর থেকে টুকটাক শব্দ আসছে। এছাড়া সব নিরিবিলি। ভালোই হলো! এত আগে চলে আসায় কত রকম জবাব দিহি করতে হতো নাহলে! বেচে গেল তার থেকে।

পিউ সোজা রওনা করল কামড়ায়। কা*ন্না পাচ্ছা খুব। হাঁস*ফাঁস করে কেঁ*দেও ফেলল। টেবিল থেকে খাতা কলম নিয়ে বসল বিছানায়। আধশোয়া হয়ে এক হাতের ওপর খাতা রেখে লিখতে শুরু করল,‘ ধূসর ভাই! আপনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে নি*ষ্ঠুর ব্যক্তি। আমি কেন আপনার প্রেমেই পড়তে গেলাম বলুনতো! মাদকেও মানুষ এতটা

আসক্ত হয়নি, যতটা আপনার প্রতি হয়েছি আমি। ফেলে আসা তিনটে বছর সাক্ষী,প্রতিটা মুহুর্তে বড় যত্নে বুকের মধ্যে আপনাকে পুষেছি। নিজে বড় হওয়ার সাথে বৃহৎ করেছি আপনার প্রতি আমার অনুভূতিদের। আর সেই আপনি আমায় পায়ে ঠেলে মারিয়াপুকে বিয়ে করবেন। ওনার সাথে ঘর বাঁধবেন। মেজো মাও তো আমাকে ভালোবাসল না। সারাক্ষণ

মা মা বলে, আম্মুর ব*কার থেকে আমাকে বাচায়,অথচ আপনার মত একটা মূল্যবান জিনিসের পাশে আমাকে ভাবলেন না উনি। ভাবলেন মারিয়াপুকে। কেন? আমি কি খুব খা*রাপ বউ হতাম? না। আপনাদের কাছে উজাড় করে দিতাম নিজেকে। তাহলে কেন উনি আপনার সাথে মারিয়াপুর বিয়ে ঠিক করলেন ধূসর ভাই? সত্যিই কি আপনিও ওনাকে

পছন্দ করেন? আমাকে নয়! মেজো মা জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে ‘ আপনার পাশে মারিয়াকে মানাবে কী না!আমি চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলাম ‘না, মানাবে না। আমার ধূসর ভাইকে আমার পাশে ছাড়া কারোর পাশে মানাবেনা। কিন্তু পারিনি। আমার এই না পারার পেছনে আপনি দ্বায়ী। কেন আমায়

ভালোবাসলেন না ধূসর ভাই? আমাকে কি ভালোবাসা যায়না? পিউয়ের আঙুল গুলো কাঁ*পছে। আর লিখতে পারল না। বুক চি*ড়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে না খেয়েদেয়ে সে অসুস্থপ্রায়। তার ওপর গোটা রাত নির্ঘুম। বিছানার স্পর্শে সমস্ত অবিসন্নতা যেন জেঁকে বসে। চোখ ছাপিয়ে নেমে আসে ঘুম। খাতাটা বুকে চে*পে ওভাবেই ঘুমিয়ে পরল

সে।পুষ্প ভার্সিটি শেষে কেবল ফিরেছে। ঘড়িতে তখন আড়াইটা। পিউয়ের পরীক্ষা ছিল একটা অবধি। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই! সে ফ্রেশ হলোনা। রুমে ব্যাগ রেখেই চলল বোনের ঘরে দিক। ইদানীং ওর চিন্তায় নিজেরও ঘুম হচ্ছেনা। দরজা চাপানো। পুষ্প হাত দিয়ে ঠেলে ভেতরে তাকাল। পিউ আধশোয়া হয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথায় বালিশটাও

নেই। পুষ্প আস্তে আস্তে ঢুকল কামড়ায়। ইউনিফর্মও পাল্টায়নি মেয়েটা। পুষ্প মৃদূ হেসে দুপাশে মাথা নাড়ে। বোনের মাথায় হাত বোলায়। কপালে চুমু দেয় আলগোছে। তার ভাইয়ের অভাব নেই, কিন্তু বোন এই একটাই। বক*লেও,খেইখেই করলেও পিউটা যে তার কলিজার টুক*রো।পুষ্প একটা বালিশ নিয়ে পিউয়ের মাথায়

গুঁজে দিতে গেল। ওর বুকের সাথে চেঁপে রাখা খাতার ওপর নজর পরল তখন। পুনরায় হাসল সে। ভাবল, পড়তে পড়তেই ঘুমিয়েছে। পিউয়ের হাত ছুটিয়ে খাতাটা সরাল। সে। টেবিলে রাখতে গিয়ে লেখাগুলোতে চোখ আটকাল। শুরুর সম্বোধন দেখতেই সদাজাগ্রত হয়ে তাকাল পুষ্প। শশব্যস্ত হয়ে পড়া শুরু করল। পড়তে পড়তে মাঝপথে

এসে মাথা চক্কর কা*টল। হতচেতন হয়ে, বড় বড় চোখে পিউকে দেখল একবার। পুরোটা এক নিঃশ্বাসে পড়ল। ওষ্ঠযূগল নিজ শক্তিতে আলগা হয়ে বসে। সে খাতাটাকে ফেলে রেখেই হুড়মুড়িয়ে ছুট্টে বেরিয়ে গেল। পিউকে ঠিকঠাক করে শুইয়ে দেয়ার কথাটাও ভুলে বসল নিমিষে।বিছানার বোর্ড থেকে মাথাটা হেলে পরতেই পিউয়ের ঘুম ছুটে

গেল। উঠে বসল তৎক্ষনাৎ। ইউনিফর্ম এখনও পরে? নিজেই নিজের ওপর বির*ক্ত হলো। চোখ ডলে নেমে দাঁড়াল বিছানা থেকে। খাতাটা পরে আছে মেঝেতে। ভাবল, ঘুমের মধ্যে নড়াচড়ায় পরেছে। হাতে তুলে লেখা গুলোর দিক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরপর পৃষ্ঠাটা ছি*ড়ে কু*চিকু*চি করে ফেলে দিল ঝুড়িতে। লোকে ডায়েরী

লিখে ভরে ফেলে,আর সে লেখে রাফ খাতায়। লিখলে ক*ষ্ট হাল্কা হয়। তারপর ব্যস্ত হাতে পাতাটা ছি*ড়ে ঝুড়িতে ফেলে দেয়,ঠিক এইরকম। কখনও পানিতে ভেজায়। এই অভ্যেস তো আজ নতুন নয়! পিউ জামাকাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকল। শীতের ভেতর ঠান্ডা পানিতে লম্বা শাওয়ার নিলো। বের হতেই দেখল রাদিফ রুমে এসছে। খেতে

ডাকছে সবাই। এতক্ষণ নিচে বসে ডেকে ডেকে শেষমেষ ওকে পাঠিয়েছে।

পিউ দ্বিরুক্তি না করে রওনা করল। গিয়ে বসল টেবিলে। আফতাব ব্যাতীত বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই। গ্রাম থেকে আসার পরপরই সাংঘাতিক ঠান্ডা লেগেছে তার। শুকনো কাশি,ফ্যাচফ্যাচে সর্দি। আমজাদ সিকদার অফিসমুখী হতে

ক*ড়া কণ্ঠে মানা করেছেন। ভাইকে অমান্য করে তিনিও রয়ে গেলেন বাড়িতে।

মিনা বেগম শুধালেন,

‘পরীক্ষা কেমন হলো?’

মুখের সামনে ভাত ধরেও পিউ থেমে গেল। ব্য*থিত নয়নে তাকাল মায়ের দিকে। কী করে বলবে এখন! আজ যে জীবনের সবচেয়ে

বা*জে পরীক্ষাটা দিয়েছে। জিভ ঠেলে
মিথ্যে বলল,‘ ভালো।’
পুষ্প এলো মাত্র। চেয়ারে বসতে বসতে পিউয়ের দিকে তাকাল কয়েকবার।
আফতাবের খাবার ঘরে দিয়ে এসেছিলেন রুবায়দা। এঁটো থালাবাসন সমেত রান্নাঘরের দিক যাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই বাড়িতে

ঢুকল ধূসর। তার পায়ের আওয়াজ উপস্থিত সকলের কানে পৌঁছায়। মনোযোগ ঘোরায়। একদিন পর বাড়িতে ঢোকায় মিনা বেগমের চোখমুখ চকচকায়। রুবায়দা ছেলেকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন। ধূসর ডানে বামে না তাকিয়েই, গটগটিয়ে এসে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখমুখ টকটকে লাল। তিনি হেসে বলতে গেলেন কিছু,

সম্পূর্ণ হলোনা। ধূসর সোজাসাপটা, ভণিতা হীন প্রশ্ন ছু*ড়ল,
‘ তুমি মারিয়ার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছো?’মারিয়ার মেজাজ গরম। মনটাও খা*রাপ। মাত্র একটা ইন্টারভিউ দিয়ে বের হলো। না, ইন্টারভিউ খা*রাপ হয়নি। ভালোই দিয়েছে। চাকরিটা হলেও হতে পারে। খা*রাপ লাগাটা অন্য কোথাও। পিউয়ের তখনকার আচরণ

মনে পড়লেই অন্ধকারে অন্তকরন ছেঁয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা ওভাবে কেন বলল? কোন অপরা*ধে? জেনে-বুঝে ওর কোনও ক্ষ*তি আদৌ কি করেছে? আর কেনই বা ওমন ফুটফুটে মেয়েটা আত্মহ*ত্যা করতে যাচ্ছিল? আচ্ছা, ধূসর ভাইয়ের সাথে কিছু হয়েছে কী!

মারিয়া আবার সজাগ হলো। তড়িঘড়ি করে ফোন বের করল ব্যাগ

থেকে। পিউ চলে যাওয়ার পর লাগাতার ধূসরকে কল করেছে সে। হিসেব করলেও কূলাবেনা। কিন্তু ফোন তোলেনি। মারিয়া এখন আবার ডায়াল করল। এইবার বন্ধই বলছে। সে 'চ 'বর্গীয় শব্দ করল মুখ দিয়ে। পিউ নির্ঘাত ওদের নিয়ে আজে*বাজে ভাবছে। সেই বিয়েবাড়ির ঘটনার জন্যে নয়তো? ধূসর ভাই জানেন এসব? ওনার

ফোন তো বন্ধ থাকেনা কখনও। আজ হঠাৎ বন্ধ কেন তাহলে ? উফ! কী যে ঘটছে!মারিয়া হতাশ হলো ধূসরকে না পেয়ে। পিউ যে অত ভয়ান*ক একটা স্টেপ নিতে যাচ্ছিল ওনাকে যে জানানো দরকার। মেয়েটা আবার উল্টোপাল্টা কিছু না করে বসে। ভালো-মন্দের বুঝ-ই বা কতটুকু!

সে ভাবুক হয়ে কান থেকে ফোন নামায়। অন্যমনস্ক থেকেই ব্যাগের ভেতর ফোন রাখতে যায়। আচমকা কেউ একজন ব্যাগটা ছো মেরে কে*ড়ে নিলো। পিলে চমকে গেল তার। চিকন চাকন ছেলেটা মুহুর্তমধ্যে দৌড়ে পালাল। মারিয়া ভ্যাবাচেকা খেয়ে চেয়ে থাকে,হুশ ফিরতেই পেছনে ছুটল। গলা ফাঁটিয়ে চি*ৎকার করল,

‘ আমার ব্যাগ! আমার ব্যাগ! ‘ছুটতে ছুটতে কেঁ*দে ফেলল মেয়েটা। ব্যাগের ভেতর তার সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ফোনটা রওনাকের দেয়া। ভাইয়ের স্মৃতি, আবার এখন নতুন স্মার্টফোন কেনার সাধ্যও নেই। সাথে আইডি কার্ড, টুকটাক টাকা-পয়সা। টিউশন করে ঢাকার বাড়িতে একটা বাসা,নিজেদের খরচ,সংসার টানা,সব মিলিয়েই তো

করুণ অবস্থা। ইকবাল ওরা মাসে মাসে বাজারটা করে দেয় এখনও। মানা করলেও শোনেনা। ওইটুকু দিচ্ছে ভাগ্যিশ! নাহলে কী করত সে? সামনে থেকে কত লোকজন এলো, গেল, কেউ একটু ছেলেটাকে আটকালও না। মারিয়ার চোখ গড়িয়ে জল পরল। সে বিপর্যস্ত পায়ে ছোটে। একটা পুরুষের দীর্ঘ কদমের সাথে কূলোতে পারবেনা নিশ্চিত।

তবুও থামলোনা। আজকের এই দিনটাই অশুভ তার। প্রথমে পিউয়ের থেকে দোষ আরোপ,আর এখন ব্যাগ ছিন*তাই। তার ছোটার ফাঁকেই একটা ক্ষিপ্র*গামী বাইক পাশ কা*টাল।রীতিমতো ছুটে গেল সামনে। ছিন*তাইকারীর দুরন্ত কদম, সেথায় সুবিধে করতে পারল না। বাইক আরোহী নিমিষে ছুঁইছুঁই হয় তার। এক হাতের ওপর

বাইকের গতি রেখে,অন্য হাতে খপ করে ছেলেটার ঘাড় চে*পে ধরল। ভড়কে গেল সে। দৃশ্যটা দেখতেই মারিয়া থেমে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আরোহীর মুখমণ্ডল হেলমেটের আবডালে। ছেলেটি ভী*ত লোঁচনে তাকায়। বাইক থামেনা। উলটে তাকে টেনেটুনে নিয়ে চলে সাথে। ছেলেটির পা দুটো হিমশীম খায় তাল মেলাতে। ছেলেটা

হতভম্ব,হতবুদ্ধি। অচিরাৎ আক্র*মনে দিশেহারা। আরোহী হঠাৎ কলার ছেড়ে দেয়। ছেলেটা মুখ থুব*ড়ে পরে গেল ওমনি। থুত্নী ঠেকল রাস্তায়। র*ক্ত বের হলো সাথে সাথে। হাত থেকে ছুটে গেল ব্যাগ। খোলা চেইনের ফাঁক গলে জিনিসপত্র বেরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। বাইকের গতি আস্তে-ধীরে কমে আসে। লোকটা বাইক স্ট্যান্ডে

দাঁড় করিয়ে নীচে নামল। হেলমেট খোলার পর, উন্মুক্ত চেহারাটা দেখেই মারিয়ার চোখ বেরিয়ে এলো। কোটর ছড়িয়ে গেল বিস্ময়ে। সাদিফ দাঁত খিঁচে ছেলেটার কলার চে*পে ধরে,টেনে ওঠায়। ভ*য়ে জড়োসড়ো সে। শুকনো ঢোক গি*লল কয়েকবার। সাদিফ পরপর দুটো ঘু*ষি মে*রে বলল,‘ রাস্তাঘাটে ব্যাগ

ছিন*তাই করে বেড়াস?শালা! তোকে পুলিশে দিচ্ছি দাঁড়া।'

সাদিফ পকেট থেকে ফোন বের করতে উদ্যত হয়। হুড়মুড়িয়ে ছেলেটা পা চেপে ধরে বলল,

' ভাই আর করতাম না। এইবারের মত ছাইড়া দেন ভাই,কসম লাগে ভালো হই যামু। আর করতাম না ভাই,পুলিশে দিয়েন না আমারে।'

সাদিফ সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ ভেবে বলছিস? আর করবি না তো?’

মারিয়া ততক্ষণে দৌড়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ছেলেটা বলল,

‘ না না ভাই না। ‘

তারপর গলায় চিমটি মেরে বলল’

‘ এই কসম খাইলাম। আর জিন্দেগীতে করতাম না।’

সাদিফ বাইকের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে বলল,

‘ ঠিক আছে, দশ বার কান ধর।’

ছেলেটা যত্রতত্র কানে হাত দেয়। নিজেই গুনতে গুনতে ওঠবস করে। দশ হলেও দাঁড়ালোনা। মারিয়া গোল গোল চোখে সবটা দেখছে। একবার ছেলেটির দিক তাকাচ্ছে,একবার সাদিফের দিক। বারো -তের পার

হলেও থামছেনা দেখে মিনমিন করে বলল,‘ দশ হয়ে গেছে তো। ‘

ছেলেটা শুনেও থামলোনা। সে সাদিফের দিক শ*ঙ্কিত নেত্রে তাকিয়ে। উঠতে-বসতে অপেক্ষা করে অনুমতির। উনিশ থেকে বিশ আওড়াতেই সাদিফ হাত উঁচু করে বলল

‘ হয়েছে থাম।’

ছেলেটা থামল। কান থেকে হাত সরাল। সাদিফ বলল,

‘ যা।’

সে স্বস্তি সমেত পা বাড়ায়। এবারের মত বেঁচে গেল।

সাদিফ ওমনি ডেকে ওঠে,

‘ দাড়া।’

কলের পুতুলের মত আবার দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা । সাদিফ মানিব্যাগ

থেকে দুশো টাকা নিয়ে, বাড়িয়ে দিয়ে বলল’

‘ নে। কা*টা জায়গার ট্রিটমেন্ট করিয়ে নিস। ‘

সে অবিশ্বাস্য চোখে তাকাল। সাদিফ বলল‘ কী? ধর!’

ছেলেটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমেত টাকা ধরল। চট করে হাত উচিয়ে সামাল ঠুকল সাদিফকে। আস্তেধীরে বিদেয় হলো তারপর।

সাদিফ চোখ সরিয়ে মারিয়ার দিক তাকাল। মেয়েটা যে অনেকক্ষন আগেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে ফিরেও তাকায়নি। সাদিফ ভ্রু কোঁচকায়। মারিয়া আশ্চর্য বনে তাকিয়ে। মূক তার দৃষ্টি। বিভ্রমে ভুগছে সাদিফের আচরণ দেখে। লোকটা ছিন*তাইকারী কে ধরল,মা*রল,কান ধরাল,আবার

টাকাও দিল? এ কেমন অদ্ভূত লোক!

সাদিফ কুঞ্চিত ভ্রুঁ নিয়েই চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পরপর খ্যাক করে বলল,

‘ ব্যাগ পরে আছে দেখছেন না? তুলুন যান।’

মেয়েটা নড়ে উঠল উচু কণ্ঠে। চমকপ্রদ দৃষ্টি তৎক্ষনাৎ উবে গেল।

সাদিফ আরেকদিক মুখ ঘুরিয়ে অনীহ কণ্ঠে বলল,
‘ ছিনতা*ইকারী ধরেছি মানে এই নয়,আপনার ব্যাগটাও তুলে এনে দেব। মিষ্টি করে বলব,এই নিন ম্যাডাম আপনার ব্যাগ।’মারিয়া মুখ কোঁচকায়। উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যায়। পরে থাকা কয়েকটি জিনিস ব্যাগের ভেতর ঢোকায়। ফোনটাও বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রটেক্টর

ভে*ঙেছে,বাকী সব অক্ষ*ত দেখে প্রান ফিরল তার। ব্যাগ সমেত উঠে দাঁড়িয়ে, হাসিমুখে ফিরে তাকাল। সাদিফের জন্যেই হলো এসব। খুশিমনেই ভাবল একটা ধন্যবাদ জানাবে এখন। অথচ মুখ খুলতেও দিলোনা সাদিফ। যেঁচে, ভাব নিয়ে বলল,

‘ প্লিজ! এখন সিনেমার নায়িকাদের মত গদগদ হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন

না। বলবেনা, আপনি না থাকলে আমার যে কী হত! ওসব শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। ম্যালেরিয়ার ধন্যবাদের আমার প্রয়োজন নেই। ‘

মারিয়া কট*মট করল। হা করল কিছু বলতে। পরক্ষনে মিইয়ে গেল। উপকার করেছে ভেবে গি*লে নিল অপ*মান। মিহি কণ্ঠে বলল,‘ আমি অভদ্র নই। ভদ্রতার খাতিরে হলেও

বলব ‘ ধন্যবাদ’। আপনার রাখতে হলে রাখুন, নাহলে রাস্তায় ফেলে দিন।’

‘ দেব না আবার? নিশ্চয়ই দেব। ম্যালেরিয়া রোগীদের জিনিসপত্র আমি নিজের কাছে রাখিনা। এনিওয়ে,এত কথা বলছি কেন? আমারতো সময় নেই।’

সাদিফ উঠে বসল বাইকে। স্টার্ট দেয়ার আগে

মারিয়া বলল ‘ শুনুন।’
সাদিফ ঘাড় ঘোরায় ‘ কী?’
‘ বলছিলাম যে,আপনি কি বাড়িতে যাচ্ছেন?’
সাদিফ শৈলপ্রান্ত বাঁকায়, ‘ কেন?’
মারিয়া জ্বিভে, ঠোঁট ভিজিয়ে জানাল,
‘ না আসলে, যদি বাড়িতে যেতেন তাহলে ধূসর ভাইয়াকে একটু বলবেন, আমায় ফোন করতে? ওনার নম্বরটা সুইচড অফ

পাচ্ছিতো।'মারিয়ার অতিশয় মার্জিত আওয়াজ সাদিফের ওপর একটুও প্রভাব ফেলল না। সম্পূর্ন ধৃষ্ট কণ্ঠে বলল,

' এহ, এলেন আমার মহারানী! আপনার কথা আমি বলতে যাব কেন? নিজেরটা নিজে বলুন। আমি পারব না।'

মারিয়া মুখ কালো করে চোখ নামাল। ফেলল ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।

সাদিফ খেয়াল করেছে। এ পর্যায়ে চোখমুখ খানিক শিথিল হলো। একটু ভেবে বলল,

‘ আমি বাড়িতে যাচ্ছিনা। একবারে রাতে ফিরব,যদি ভাইয়াকে পাই বলে দেব আপনার কথা।’

মারিয়া ঝলমলে চেহারায় তাকায়। হেসে জানায় ‘ ‘ধন্যবাদ।’

সাদিফ সৌজন্যে বোধ দেখাল না। কথাও বাড়াল না। ব্যস্ত ভাবে বাইক

ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো।সরগরম একটি পরিবেশ হঠাৎ করে নিস্তব্ধ হলে যেমন হয়,সিকদার বাড়ির বসার ঘর তেমন একটি মুহুর্তের পাশ কা*টাল মাত্র। ধূসরের অতর্কিত আগমন, ছু*ড়ে দেয়া প্রশ্ন রুবায়দা বেগম কে ভড়কে দিলো। তিনি বিভ্রান্ত নজরে মিনা বেগমের দিক তাকালেন। ভদ্রমহিলা নিজেও কৌতুহল নিয়ে চেয়ে। পিউ বিস্ময়াবহ। ধূসর হঠাৎ

আসায়,এই ভাবে জিজ্ঞেস করায়। একইরকম বিস্মিত প্রতিটি মানুষ। জবা আর সুমনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। এই ঘটনার কিছুই তারা জানেন না। মারিয়ার সাথে ধূসরের বিয়ে কথাটুকু তাদের মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে গেল।

প্রত্যেকে তটস্থ, জিজ্ঞাসু,উদগ্রীব। মিনা বেগম নিশব্দে দুপাশে আলতো মাথা নেড়ে বোঝালেন ‘ সে বলেনি।’

রুবায়দা বেগম ফের তাকালেন ছেলের দিকে। জেনে গিয়েছে, তাতে সমস্যা নেই। ওদেরইত বিয়ে। আজ হোক কাল জানতোই।

তিনি সহজ গলায় বললেন ‘ তোকে কে বলল?’

ধূসর বরফ কণ্ঠে বলল,‘ হ্যাঁ বা না তে উত্তর দাও মা।’

রুবায়দা বলতে নিলেন,

পথিমধ্যে পিউ কথা কে*ড়ে নেয়। আগ বাড়িয়ে শুধায়,

‘ কেন ধূসর ভাই,মারিয়াপুর সাথে বিয়ে হবে,আপনি খুশি হননি শুনে? ‘

তার কণ্ঠ ভেজা,অথচ ত্যাড়া প্রশ্ন। ধূসরকে ইচ্ছে করে খোঁ*চানোর জন্যে বলেছে। পুষ্প চোখ খিচে জ্বিভ কাঁটল। পিউয়ের বোকা বোকা কথাটার উত্তর কী হবে আন্দাজ আছে তার। ধূসর রাগে আ*গুন

সম। পিউয়ের কথাটা তার মধ্যে কেরোসিনের মত কাজ করে। সে রু*ষ্ট চোখে তাকাল । বজ্রকণ্ঠে ধম*কে উঠল,,

‘ চুউপপপপ! বড়দের মধ্যে কথা বলিস! চাপ*কে পিঠের ছাল তুলে নেব বেয়া*দব! ‘

ছ্যাৎ করে উঠল পিউয়ের বক্ষস্থল। অন্তরাত্মা কাঁ*পুনি দিল। ভ*য়ে সুমনাকে খাম*চে ধরল রিক্ত।

রাদিফ আড়াল হলো মায়ের পেছনে। উপস্থিত প্রত্যেকেটি সদস্য হতবিহ্বল। তিন বছরে, তিন হাজার ধম*ক ধূসরের খেয়েছে পিউ। গায়ে মখেনি, আমোলে নেয়নি। অথচ প্রথম বারের মত কোটর ছড়িয়ে গেল অশ্রুতে। কান্নার দমকে কণ্ঠনালি বুজে এলো। গত কয়েক দিনের য*ন্ত্রনা হানা দিলো মনে। ধূসরের প্রতি একরাশ অভিমান

নিয়ে খাবার ছেড়ে উঠতে গেলেই সে হু*ঙ্কার ছাড়ল‘ খবরদার পিউ! এক পা-ও সামনে এগোবি না।’

পিউ থমকে গেল। আত*ঙ্কিত নেত্রপল্লব তিরতির করে কাঁ*পছে। পুষ্প সহ সবাই তখন খাবার ছেড়ে দাঁড়িয়ে।

রুবায়দা হতবাক হয়ে বললেন,

‘ এভাবে ধম*কাচ্ছিস কেন ওকে? ও কী করেছে?’

ধূসরের র*ক্তাভ চোখে মায়ের দিকে নিবদ্ধ হয়। ক্রো*ধ সংবরন করে ঠান্ডা গলায় ফের শুধায়,

‘ মারিয়ার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছ?’

রুবায়দা ছেলের চোখমুখ দেখে মিইয়ে এলেন। রয়ে-সয়ে জবাব দিলেন,

‘ ঠিক করেছি সেরকম না। ভাবছিলাম বিয়ের ব্যাপারে।’

‘ কেন ভেবেছো? ‘চিৎকারের তোপে রুবায়দা বেগমও কেঁ*পে ওঠেন। তীব্র আক্রো*শে ফেটে পরল ধূসর। মায়ের কম্পমান হাত থেকে থালাবাসন সজোরে ছু*ড়ে মা*রল মেঝেতে। হকচকাল সবাই। বুয়া, রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়েও ভ*য়ে মাথা ঢুকিয়ে নিলেন। রুবায়দা বিমুঢ় চোখে তাকালেন। মিনা বেগম সুমনাকে ফিসফিস করে বললেন,

‘ ছেলেদুটোকে নিয়ে যা এখান থেকে।’

ভয়ে জুবুথুবু বাচ্চাদুটোকে সাথে নিয়ে সুমনা ত্রস্ত জায়গা ত্যাগ করলেন।

‘ কী করছিস কী? মাথা খা*রাপ হয়ে গেছে তোর?’

‘ হ্যাঁ খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা খা*রাপ করে দিচ্ছ আমার

মাথাটাকে। আমার একটু শান্তি কি তোমাদের সহ্য হচ্ছেনা মা?’

মিনা বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন ‘ধূসর! কী আবোল-তাবোল বলছিস! আর এত রে*গেই বা যাচ্ছিস কেন? তুই কি মারিয়াকে বিয়ে করতে চাস না?’

ধূসর বলল ‘ আশ্চর্য বড় মা! মারিয়ার পাশে তোমরা বিয়ে শব্দটা ব্যবহার করছো কোন যুক্তিতে?’

রুবাইদা বেগম বললেন,

‘ মারিয়া কে আমার ভালো লাগে। তোর মুখে শুনলাম মেয়েটা কষ্ট করে অনেক! তোদের মধ্যে ভাবও দেখেছি, তাই জন্যেই তো.... ‘ধূসর কথা কে*ড়ে নেয়, কড়া কণ্ঠে বলে,

‘ ওর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক মানেই আমরা প্রেম করছি না। একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রেমিকা হিসেবে নয়, ছোট বোন

হিসেবেও দেখতে পারে। তাহলে কেন তোমরা কুৎ*সিত করে ভাবছো আমাদের নিয়ে?’

মিনা বেগম বোঝাতে গেলেন,

‘ শান্ত হ বাবা! রুবা বুঝতে পারেনি। তুই চাস না যখন বিয়ে হবেনা। একটু মাথা ঠান্ডা কর।’

‘ কথাতো সেটা নয় বড় মা,কথাটা মায়ের বোকামির। কেন এমন ইউজলেস একটা কথা মাথায়

আনবে সে! একটা বার আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ ও করল না? ‘

‘ কেন? মা হিসেবে ছেলের জন্যে মেয়ে পছন্দ করার অধিকার নেই আমার? তার জীবন নিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা?’

ধূসর মুখের ওপর বলল,

‘ না পারো না। যে মা ছেলের মন বোঝেনা,সে কী চায় বোঝেনা, তার

অধিকার কীসের? তোমার এই সিদ্ধান্ত আমার জন্যে অভিশাপ হয়ে নেমেছিল। কোনও ধারনা আছে তোমার, এই একটা অযৌক্তিক সিধান্তের জন্যে,গত সাতটা দিন আমার ওপর দিয়ে ঠিক কী কী গিয়েছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ?’

রুবায়দা বেগম আঘা*ত পেলেন মনে। চোখ ছলছল করে উঠল। ফিচেল কণ্ঠে বললেন,

‘ এভাবে আমাকে বলতে পারলি তুই? আমি তোর মন বুঝিনি?’

‘ মিথ্যেতো বলিনি। আমাকে বুঝলে এইরকম একটা কথা তুমি মাথাতেও আনতেনা। তুমি কি আদৌ বোঝো সন্তান কী? বোঝো মায়ের দায়িত্ব কী? বুঝলে আমাকে দিনের পর দিন

বড় মায়ের কাছে রেখে নিজে শান্তিতে ঘুমোতে পারতেনা। তোমার চেয়ে উনিও আমায় ভালো বোঝেন । যখন আমি চাইনি বিদেশ যেতে , কাঁদ*ছিলাম,অনুরোধ করছিলাম,তখনও তুমি আটকাওনি। বলোনি আমাকে যেন না পাঠায়। ছোট থেকে আমাকে দূরে দূরে রেখে বড় হওয়ার পর কেন এত ভালোবাসা দেখাচ্ছো? যখন তোমাকে

আমার প্রয়োজন ছিল তখন তো পাইনি। তাহলে এখন কেন আসছো মায়ের অধিকার দেখাতে? আমিতো তোমার মত মাকে চাই না। যার কাছে সন্তানের কোনও গুরুত্বই নেই সে কী আদৌ ভালো মা হতে পারে?'ধূসর কথা শেষ করল। অকষাৎ, বিদ্যুৎ বেগে তার বাম গালে চ*ড় মা*রলেন আফতাব। থমকে গেল সবকিছু। নিস্তব্ধ হয়ে

পরল সকলে। আঁ*তকে উঠলেন মিনা বেগম। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল পিউ। বাকীরা বিস্ময়ে বাকরহিত। রুবায়দা বেগম ত্রস্ত ভঙ্গিতে পাশ ফিরলেন। আফতাব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,

‘ অভদ্র! অসভ্য! মায়ের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি?’

রুবায়দা বললেন,

‘ কী করলে এটা?’

‘ এত বড় ছেলের গায়ে হাত তুললে ভাই?’

আফতাব সিকদার গরম চোখে তাকালেন,‘ আপনি চুপ করুন ভাবি। আপনাদের জন্যেই ও এরকম বেয়া*দব তৈরি হয়েছে। বড় -ছোট কাউকে মানেনা। এই চ*ড়টা বহু আগে দেয়া উচিত ছিল আমার। ভুল করে ফেলেছি। আদর দিয়ে একটা বাদড় তৈরি করেছেন সবাই।’

ধূসর একটা বার বাবার দিক তাকালো না। হাত মুঠো করে দড় এক লা*থি বসাল সিড়ির পাশে দাঁড়ানো বিশাল ফুলদানির ওপর। ফ্লোরে আছ*ড়ে পরল সেটা। টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙল। আরেক দফা চমকে গেল সকলে। আফতাব ক্ষে*পে গেলেন আরও। রা*গে শরীর থরথর করছে। শান্ত মানুষ বছরে একবার রাগলে ভয়াবহ রুপ

ধারন করেন। হলোও তাই। তিনি ছেলের দিকে ফের তেড়ে যেতে নিলেই মিনা বেগম টেনে ধরলেন। অনুরোধ করলেন,

‘ থাক না ভাই। ও ছেলেমানুষ।’

‘ ছেলেমানুষ? কীসের ছেলেমানুষ? মা*রপিট করে বেড়ায়,গুন্ডামি করে সে ছেলেমানুষ? পিউকে বলছো পিঠের ছাল তুলবে? ছাল তোমার

তুলে নেয়া উচিত। অমা*নুষ ছেলে একটা! '

পরমুহূর্তে আবার বললেন,' বিয়ে করতে চাইছোনা, বেশ, করতে হবেনা তোমাকে। কেউতো জোর করেনি। সামান্য একটা আলোচনা হয়েছে। মেয়েটাকে তোমার মায়ের পছন্দ ছিল। তাই বলে এত রিয়্যাক্ট কেন করতে হবে? বিদেশ পাঠানো ব্যাতীত তোমার ওপর কোনও

সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয়নি। এটাও দিতাম না। কতটুকু মানোই বা তুমি আমাদের সিদ্ধান্তের? তুমি একবার না বললেই হতো। তাই বলে নিজের মাকে যা নয় তাই শোনাবে? তুমি তোমার মাকে কতটুকু চেনো? তোমার জন্মের সময় ওর শরীর কতটা কমপ্লিকেটেড হয়েছিল আমি দেখেছি। ঝুঁকি ছিল তার জীবনের । ব্যাগ ভরে ভরে র*ক্ত দিতে হয়েছে।

আনিস দিয়েছে,আজমল দিয়েছে। কত রকম অসুস্থতায় দিন রাত এক করে কাটিয়েছে। তবু সে পিছপা হয়নি তোমাকে দুনিয়া দেখাতে। ভাবির কাছে তোমাকে এইজন্যে রাখা হতো কারণ তোমার মা অসুস্থতায় বিছানা থেকে উঠতে পারতোনা তখন। এখনও কতটা অসুস্থ থাকে তুমি জানো? তোমাকে বিদেশ পাঠানোর সময় তুমি

কেঁ*দেছ, আর সে কেঁ*দেছে প্রত্যেকটা রাত। আমাকে অনুরোধ করেছে তোমাকে নিয়ে আসার। আমরা আনিনি। কারণ তুমি বখে যেতে। অবশ্য বখে যাওনি তাও নয়। গিয়েছ! আস্ত একটা গোঁয়ার হয়েছ। রা*গলে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেও মায়ের দায়িত্ব নিয়ে কেউ কথা

তোলে না। তোমার মত অস*ভ্যের পক্ষেই তা সম্ভব। '

রুবায়দা বললেন ' আহ থাক না, থামো এখন।" তুমি থামো। আমার চুপ থাকাকে ও দূর্বলতা ধরে নিয়েছে। তুমি আমার সামনে থেকে বের হও ধূসর। তোমাকে দেখলেও আমার গা জ্ব*লছে। বের হও এক্ষুনি।'

ধূসর মায়ের দিকে একবার নরম চোখে তাকাল। নীচে চোখ এনে কোটরে আসা জল আঙুল দিয়ে ছিটকে ফেলল। চোয়াল শ*ক্ত করে ঘুরে হাঁটা ধরল সদর দরজার দিকে। পিউ অভি‌শ*ঙ্কায় নিস্তেজ হয়ে পরলো। ধূসর ভাই যাওয়া মানে আসবেন না আর। মানুষটার তেজ সে জানে। ধূসর এগিয়ে যায়,

রুবায়দা বেগম

ধড়ফড়িয়ে ছুটে গেলেন। পেছন থেকে হাতখানা চে*পে ধরলেন ছেলের। কেঁ*দে বললেন,

‘ যাস না বাবা!আমি বুঝতে পারিনি। মায়ের একটা সামান্য ভুলে বাড়ি ছাড়বি? আর কখনও এসব নিয়ে ভাবব না আমি। তবুও আমাকে ছেড়ে যাসনা। ”

মায়ের অশ্রুজল ধূসরের ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়। নিজেকে সংবরন

করতে পারেনা। অভঙ্গুর ভীত দুলে ওঠে। ফিরে তাকায় সে। রুবায়দা বোজা গলায় বললেন,

‘ যাস না। ‘

ধূসর দুহাতে মায়ের মুখ তুলল। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল,

‘ আ'ম সরি মা! ভুল হয়ে গেছে। রে*গে গেলে তোমার ছেলের মাথা ঠিক থাকেনা জানোইত। এতোটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি

আমার।’রুবায়দা শব্দ করে কেঁ*দে ফেললেন। পরপর ঝাপিয়ে পরলেন ছেলের বক্ষে। ধূসর মায়ের মাথাটা বুকের সঙ্গে চে*পে ধরে। ডান চোখ থেকে গড়িয়ে পরে পানি। পুষ্প যখন জানাল কথাটা,ক্রো*ধে অন্ধ হয়ে গেছিল সে। তার ওপর পিউয়ের খোঁচানো কথা। সব মিলিয়ে নিজের মধ্যেই ছিল না। জ্ঞানশূন্য হয়ে যা মুখে এসেছে বলে বসল। প্রথম বার

মাকে এতটা আ*ঘাত দিয়ে, তার বুকটাও দ্বিখ*ণ্ডিত। মিনা বেগম আঁচলে চোখ মুছে হাসলেন। ধূসরের পাশে দাঁড়াতেই ধূসর অন্য হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে নিল তাকেও। মিনা বেগম ঠোঁট ভে*ঙে কান্না চাপালেন যেন। মাথা এলিয়ে দিলেন ওর বুকে। জবা বেগম থেমে রইলেন না, চোখে জল নিয়ে ছুটে গেলেন। হাত বাড়িয়ে যতটুকু পারলেন আকড়ে

ধরলেন তিনজন কে। পুষ্পও ছুটল একইরকম। তৈরি হলো পরিবারের মিলনায়তনের একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আফতাব সিকদার ফোস করে এক নিঃশ্বাস ফেললেন । মৃদূ হেসে দুপাশে মাথা নেড়ে ঘরে দিক চললেন।

পিউ নড়ছে না। সে স্থির, অটল। তার চোখ দুটোতে উপচে পরছে সমুদ্র। বক্ষে বইছে উ*ত্তাল ঢেউ।

ধূসরকে ভুল বোঝার অনুশোচনায় দ*গ্ধ হচ্ছে হৃদয়। নিজেকেই নিজের কাছে কদা*কার লাগছে। বিয়ের খবর শুনে ধূসর ভাইয়ের এই প্রতিক্রিয়াই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সে ভুল। বুঝিয়ে দিলো তার অপরাধের গণ্ডি। সে দোটানায় ভোগে। এই মিলনে সামিল হবে কী না!তার কী যাওয়া উচিত? ধূসরের কাছে যাওয়ার আছে সেই

উপায়? না জেনে কত আজেবা*জে কথা বলে দিল সেদিন!

তখনি পুষ্প হাত বাড়ায়,ইশারা করে

‘ আয় পিউ।’

পিউ উজ্জ্বল চোখে তাকায়। চোখ মুছে এগোতে নিতেই ধূসর ভে*ঙে দিল সন্ধিক্ষণ। সরে গেল সবাইকে ছেড়ে। ছোট করে বলল,

‘ যেতে হবে এখন।’

পিউ থেমে যায়। পুষ্প সহায়হীন নেত্রে তাকায়। ধূসর লম্বা পায়ে রওনা করল। রুবায়দা বেগম উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন,

‘ আজকে ফিরবি তো বাবা?’

ধূসর যেতে যেতে জানাল ‘ হ্যাঁ।’

সকলে স্বস্তি পেলেও, পিউ আশাহত হয়ে তাকিয়ে থাকে। ধূসর ফিরেও দেখল না একবার।পিউয়ের কাল ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা।

গ্রামারে পটু বিধায় সে নিশ্চিন্ত! এই যে, সে সন্ধ্যে থেকে টেবিলের ধারে-কাছে যায়নি। উশখুশ করেছে,করেছে হাঁস*ফাঁস। রুমের এ মাথা, ও মাথা পায়চারি করেছে অ*শান্ত ভঙিতে। পুষ্প দুধের গ্লাস দিতে এসে তাকে দেখে মিটিমিটি হাসল। প্রকাশ করল না। পিউ তাকাতেই স্বাভাবিক করে ফেলল মুখশ্রী। সে অধৈর্য হয়ে বলল,

‘ ধূসর ভাই ফিরেছেন আপু?’

‘ না।’

‘ একটা ফোন করে দেখবি কখন আসবে?’

পুষ্প ভ্রুঁ কুঁচকে, ভাণ করে বলল

‘ কেন? উনি যখন ইচ্ছে তখন আসবে,তাতে তোর কী?’

পিউ মুখ ফুটে দিতে পারল না উত্তর। তার যে প্রান ওষ্ঠাগত, যাচ্ছে আর আসছে। কী করে বোঝাবে?

আজ বাড়িতে এই বিশাল ঝামেলার মূলে সে। ধূসর ভাই এক চ*ড় খেলেন। চাচ্চু প্রথম বার গায়ে হাত তুলেছেন ওনার। এই সব তার জন্যে। পিউয়ের অন্তঃপুর আবার ভে*ঙে এলো। কা*ন্না পেল। পুষ্প সামনে থাকায় আটকে রাখল সব। সে শান্ত নজরে বোনকে নিরীক্ষন করে ঠোঁট চেপে হাসে। মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।ধূসর বাড়ি

ফিরল দশটার পর। পার্টি অফিসে যায়নি বলে তাড়াতাড়ি এসেছে। পিউ দাঁড়িয়ে ছিল পুষ্পর বারান্দায়। অক্ষিযুগল ছিল মেইন গেটে। ধূসরের বাইক দেখতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হৃদসঞ্চালন জোড়াল হলো মুহুর্তে। ধূসর বাইক থেকে নামতে নামতে ফোন বাজল। সে পকেট থেকে এনে সামনে ধরে। রিসিভ করে কানে গোঁজা অবধি পিউ

দেখলো। তারপর চঞ্চল পায়ে ছুটে গেল বাইরে। পুষ্প বিছানায় বসেছিল। চোখের সামনে বই। পিউয়ের অবস্থা দেখে হাসল আবার। পিউ এসে সোজা ধূসরের ঘরে ঢুকল। মনে মনে আরেকবার রিহার্সাল করল ক্ষমা চাওয়ার। সন্ধ্যে থেকে মনের মধ্যে সাজানো শব্দগুলো আরেকবার আওড়াল।

‘ ধূসর ভাই আমি সরি। আমার ভুল হয়েছে। আপনি বললে কানেও ধরব। ‘

পিউ আরো অনেককিছু সাজাল। বেশ কয়েকবার প্র্যাকটিস করল কী কী বলবে। ধূসর ভাই কান মলে দিলে দিক,মা*রুক,ছাল ওঠাক পিঠের। সে ক্ষমা নিয়েই যাবে। তক্ষুনি কলিংবেল বাজাল। সবাই জেগে থাকায় দরজার ছিটকিনি

তোলা ছিল। ঘুমোতে গেলে লক করা থাকে। দরজা কে খুলেছে পিউ জানেনা। সে স্পষ্ট শুনছে হৃদপিণ্ড লাফ-ঝাঁপের আওয়াজ। সাথে নীচ থেকে ধূসরের গুমোট কণ্ঠ‘ পিউ কোথায়?’

এরপর সেজো মায়ের গলা ‘ ওর ঘরেইত।’

পিউ দরজার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ধূসর ভাই সোজা রুমে এসে

ঢুকবেন। দরজা চাপাবেন। তারপর বের হবে সে। ভ*য় লাগুক,নার্ভাস হোক যাই হোক সব বলবে। ভুলের জন্যে মাফ চাইবে। মাফ না করলে সে পা ধরে ঝুলে থাকবে। ক্ষমা নিতেই হবে আজ।

অনেকক্ষন হলো ধূসর এলোনা। পিউয়ের খুশখুশ মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে এদিকে। আচমকা বাইরে জুতোর শব্দ পেলো। পিউয়ের বুক লাফাচ্ছে।

ধুকপুক শব্দ বাড়ছে। ধূসর রুমে ঢুকল। দরজা চাপিয়ে সোজা হেঁটে গেল। আচমকা থেমে দাঁড়াল। কপাল গুছিয়ে পেছনে ঘুরল। দৃশ্যমান হলো পিউ। ওকে দেখতেই তার অভিব্যক্তি পালটায়। দূর্বোধ্য হয়। পিউ সময় নিলোনা। উদ্বিগ্ন পায়ে গিয়ে তার মুখোমুখি হলো। পল্লব ঝাপ্টে, ঢোক গি*লে বলতে গেল‘ আমার ভু....

কথা সম্পূর্ন হয়না। আকষ্মিক ধূসর ঠাটিয়ে এক চ*ড় বসাল গালে। পিউ চমকে গেল। গালে হাত চেপে তাকাতেও পারল না,ধূসর অন্যগালে আরেকটা থাপ্পড় মা*রে। পিউ কিংকর্তব্যবিমুঢ়! মাথা ভন ভন করে ঘুরে ওঠে তার। হতচেতন সে। কেন মা*রলেন, কী জন্যে মা*রলেন? সেত কিছু বলেইনি এখনও। দু দুটো শ*ক্তপোক্ত চ*ড়ে তার পৃথিবী

ঘূর্নায়মান। ধূসর সহসা কনুই চে*পে ধরল। চকিতে তাকাল পিউ। মুচড়ে উঠল ব্য*থায়। ধূসর দাঁত কিড়মি*ড়িয়ে শুধাল,

‘ সুইসা*ইড করার খুব শখ তোর, তাইনা?’পিউয়ের ওষ্ঠযূগল ঠকঠক করে কাঁ*পছে। ভ*য়ার্ত দুটি আঁখি ধূসরের র*ক্তাভ চেহারায়। ফর্সা মানুষ কাঁ*দলে, হাসলে,লাল হতে দেখেছে সে। কিন্তু শ্যামলা বর্নেও

ধূসর লালিত হয়, অতিরিক্ত ক্ষো*ভে। নিঃশ্বাসে পায় হিঁসহিঁস শব্দ। দুপাশের চিবুক সহ কপালের শিরা ফোটে। চোখা নাক ওঠানামা করে। এই লক্ষন গুলো তাকে নিশ্চিত করে’ ধূসর ভাইয়ের ভয়া*বহ ক্রো*ধ নিয়ে’

। পিউয়ের মাথা তখনও ঘুরছে। টলছে পা দুটো। বলিষ্ঠ হাতের চ*ড় খেয়ে টাল-মাটাল অবস্থাপ্রায়। শক্ত

করে চে*পে রাখা ধূসরের হাত আরও সুদৃঢ় হলো। পিউ বিমুঢ় নেত্রে তাকিয়ে। অবিশ্বাস চোখেমুখে। সে কি আসলেই দুটো থা*প্পড় খেয়েছে? তাও ধূসর ভাইয়ের হাতে? পিউয়ের বুক ভে*ঙে পরে দুঃ*খে। ধূসর ভাই এত জোরে কী করে মা*রতে পারলেন?অথচ দুই ঠোঁট নেড়ে' আপনি' টুকু উচ্চারণ করার সাহস হলো না। দুটো চ*ড় খেয়েই

পিউয়ের স্বচ্ছ নেত্র ঝাপ্সা তখন। শ্বাসনালী শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে মাথার ওপর,পায়ের তলা সব ফাঁকা। মধ্যিখানে ভাসমান সে।

‘ কোন সাহসে ম*রতে যাচ্ছিলি?’

রুষ্ট কণ্ঠে পিউয়ের হুশ ফিরল। কান,মাথা ঝিমঝিম করছে। পর্দাটা ফে*টে গেছে নির্ঘাত। এত ঝুট ঝামেলার মধ্যে, নিজেই ভুলে বসেছিল কথাখানা। দুপুরে

বি*ধ্বস্তপ্রায়, সে এগিয়েছিল আত্ম*হননের পথে। মারিয়া সময় মতো না এলে সে যে এতক্ষণে ওপরে থাকত।

নিজে ভুলে গেলেও কী,একজনের কানে কথাটা ঠিকই পৌঁছে গিয়েছে। পিউ ভীত ঢোক গি*লল। মনে মনে বলল,

‘ আপনি আমায় বাঁচিয়েও সিংহের গুহায় ঠেলে দিলেন মারিয়া আপু?

কী দরকার ছিল ধূসর ভাইকে জানানোর! আজ যে আমি শেষ!’ধূসরের মুঠোয় থাকা তার কনুইয়ে চাপ পরে। বাঁধন শক্ত করেছে সে। এই ব্য*থার চেয়েও বাম গালের যন্ত্র*না অধিক। এখানেই যে টসটসে দুটো থা*প্পড় পরেছে।

পিউ অসহায় চোখে তাকাল। যদি ধূসর ভাইয়ের একটু মায়া হয়! কিন্তু লাভ হলোনা।

ধূসর দন্ত চিবিয়ে বলল,

‘ গাড়ির তলায় পরতে যাচ্ছিলি তাইনা? মরার এত ইচ্ছে?’

পিউ বলতে চাইল কিছু। চাইল সাফাই গাইবে নিজের। ধূসরের লাল চোখ দেখে সাহসে কূলায়না।

অবস্থা করুণ হলো। আর্ত কণ্ঠে বলল

‘ আর করব না ধূসর ভাই,আর করবনা।’

কিছু কথা ফুটল, কিছু ফোটেনি। ধূসর একইরকম প্রতাপ সমেত আওড়াল,

‘ তোর দুঃসাহসের জবাব নেই পিউ। ম*রতে চাইছিলি, বাসের নীচে পরতে চাইছিলি। ব্য*থা লাগতো না?

তাহলে আজ আমিও দেখি, তুই কত ব্য*থা সহ্য করতে পারিস।’

পিউয়ের চোয়াল ঝুলে পরে। বক্ষস্পন্দন থমকায়। বুঝতে বাকী নেই,আজ রক্ষে নেই তার। ধূসর ভাই মা*রতে মা*রতে বেহুশ না বানিয়ে থামবেন না। কনুইয়ের প্রগাঢ় চাপে চোখ বুজে নিলো ব্যথায়। ধূসর হাত সরাতেও পারেনি,আচমকা ঢলে পরতে নেয়

পিউ। ধড়ফড়িয়ে ধরে ফেলল ধূসর। পিউয়ের কোমড় গিয়ে ঠেকল তার হাতে। নিমিষেই অজ্ঞান হয় মেয়েটা।

ধূসর আঁ*তকে ওঠে,হতভম্ব হয়।‘ এই পিউ,কী হলো? পিউ!’

সাড়া শব্দ নেই। ধূসরের বুক ধ্বক করে উঠল। অন্তঃস্থলে তুফান। তাড়াহুড়ো করে পিউকে কোলে তুলল। নরম বিছানায় জায়গা পেলো

ওর শুকনো শরীর। ধূসর ঝুঁকে, গাল চাপড়ে,উদগ্রীব হয়ে ডাকল,

‘ পিউ! এই পিউ! পিউ! ‘

শেষ দিকে গলা অস্পষ্ট তার। বক্ষগহ্বর হা হুতাশ করছে। ভেতর থেকে কেউ প্রতিবাদ জানাল,

‘ এতটা উচিত হয়নি ধূসর। তুমি একটু বেশিই স্বৈরাচার করছো।’

সে বোঝাতে চাইল,’ আমার অপরাধ? কেন ও ম*রতে যাবে?

কোন সাহসে? ও ছাড়া একটা মানুষের পৃথিবী কতটা শূন্য ও জানে?'

স্বত্তাটা বলল,

' তুমি জানিয়েছো? 'ধূসর চুপ করে যায়। উত্তর নেই কাছে। অস্থির,অশান্ত হয়ে আবার পিউকে ডাকে। মেয়েটা কথা বলছেনা। চোখ মেলছেনা। ধূসর করুণ নেত্রে তার মুখের দিক তাকিয়ে থাকল। গালে

বসে যাওয়া আঙুলের ছাপে হাত বোলাল। চোখ জ্ব*লে ওঠে,চিকচিকে দেখায়। কোনা উথলে পরার আগেই,ধূসর আঙুল দিয়ে ছিটকে ফেলল অশ্রু। চকিতে উঠে গেল টি-টেবিলের কাছে। উৎকণ্ঠায় পানি ছেটানোর কথাটাই ভুলে বসেছিল। পিউ আস্তে করে এক চোখ খুলল। অন্য চোখটা পিটপিট করছে। খুলে যাবে যে কোনও সময়। ধূসরের

দিক চক্ষু রেখেই সন্তর্পনে উঠে বসল। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমেই হুড়মুড়িয়ে ভো দৌড় লাগাল। রীতিমতো ঝড়ের গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

শব্দ পেয়ে ধূসর চটজলদি ফিরে তাকায়। ভ্যাবাচেকা খায় পিউয়ের ছোটা দেখে। ভ্রুঁ গুছিয়ে ফাঁকা বিছানা দেখল পরপর। এর মানে এই পুঁচকে মেয়ে জ্ঞান হারানোর

নাটক করেছে? ধূসরের শান্ত, উদ্বিগ্ন চেহারা থমথমে হলো। ক্ষি*প্ত হলো মুহুর্তে । আওয়াজ করে পানি ভর্তি গ্লাসটা রেখে দিলো টেবিলের ওপর। আশেপাশে জল উপচে পরল রাখার তোপে।পিউ দরজার দুটো ছিটকিনিই তুলে দিলো। পড়ার টেবিলের সামনে থেকে কাঠের চেয়ারটা টেনে হিচ*ড়ে এনে ঠেস দিলো। যাতে কিছুতেই ধূসর ভাই ঢুকতে না পারেন।

বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো। পরপর গালে হাত বোলাল। অবশ সব। মারাত্মক জ্ব*লছে! এত জোরে কেউ মা*রে? পাষণ্ড লোকের,হাতুড়ে হাত!

ধূসরের রা*গ সপ্তম আকাশে চড়ে বসে দোর আটকানো দেখে। সেদিন এই দরজা খোলা নিয়ে বাড়ির লোক জড় হওয়ায় আজ ধা*ক্কা দিতে

গিয়েও থেমে গেল। তবে কটমট করে ঘোষণা করল,

‘ আমিও দেখি, তুই কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারিস!’

হুমকিতে পিউ ঢোক গি*লল। স্পষ্ট পাচ্ছে ধূসরের পায়ের শব্দ। আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে তা। এর মানে উনি চলে গেছেন। পিউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। গাল ব্য*থায় চোয়াল

নাড়ানোর জো নেই। সে হতাশ হয়ে চেয়ারটার ওপরেই বসে পরে।

‘ এর থেকে বাসের তলাতে পরাই ভালো ছিল। এখন যে জান হাতে নিয়ে পালাতে হবে!’ধূসর অফিসে যায়নি আজ। পার্টি অফিসে দরকারি কাজ পরেছে। আগামীকাল থেকে রাস্তায় ওদের দলীয় স্লোগান নামবে। নির্বাচনের কিছুদিন বাকী মাত্র। দৈনন্দিন হিসেব অনুযায়ী, আজ

ছয়টার স্থানে নয়টায় খাবার টেবিলে এলো। এসেই হো*চট খেল। টেবিল ভর্তি খাবার আর চেয়ার ভর্তি মানুষের মাঝে পিউ নেই। ধূসর এসে বসল। সেদিনের মত অপেক্ষা করতে করতে সময় যাচ্ছে। পিউ আসছেনা। শেষে ধৈর্য হারিয়ে প্রশ্ন করল,

‘ পিউ ওঠেনি পুষ্প?’

পুষ্প খাওয়া থামিয়ে জবাব দেয়,

‘ আমি জানিনা ভাইয়া। তোমার একটু আগেই এসে বসেছি।’

সুমনা বললেন,

‘ কে পিউ? ওতো সেই কখন বেরিয়েছে!’

ধূসর অবাক হয়ে বলল,

‘ বেরিয়েছে মানে? কোথায় গেছে?’

শেষের দিকে কণ্ঠ মোটা হয় তার।

সুমনা বললেন,

‘ কোথায় আবার, পরীক্ষা দিতে। আজকের পরীক্ষা না কি তাড়াতাড়ি শুরু হবে? ওইজন্যেইত নাস্তা না খেয়ে হুটোপুটি করে ছুটল।’ধূসর জিজ্ঞাসু চোখমুখ শিথিল করল। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে থালায় রাখল। হিসেব মত রা*গ হওয়ার কথা,অথচ ফোস করে শ্বাস ফেলল। আচমকা ঠোঁটের কোনে ফুটল তীর্যক হাসি। মেয়েটা ওর হাত থেকে পালাতে আগেভাগে

বেরিয়েছে। ধূসর ঠোঁট কা*মড়ে হাসল,ভাবল,
‘ ঘুরেফিরে তো আমার কাছেই আসবি পিউ। তোর লুকোনোর জায়গা আছে?’
যেমন হঠাৎ করে হেসেছে,ওমন অচিরেই হাসি গায়েব হয়।সে নিজেও বিশেষ কিছু খেলোনা। কোনও মতে একটা পরোটা খেয়ে উঠে গেল। কেউ একজন পাশে না

থাকলে গলা দিয়ে খাবার নামেনা যে!

আজকে থেকে নিদারুণ ব্যস্ততা শুরু হবে। ইকবাল তো ইকবাল। সভাপতি হয়েও কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়! একটু চিন্তাও নেই তার। কারণ, ধূসর আছেতো!

আজকে আর সময় হবেনা। নাহলে এই পুচকির না খেয়ে আগে আগে বেরিয়ে যাওয়া কলেজে গিয়ে

ছোটাত। ধূসর ব্যস্ত পায়ে বাইক ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই।পিউ অনেকক্ষন বসে আছে,তানহার দেখা নেই। সবে বাজে নটা বিশ। পরীক্ষা দশটায়। ধূসরের সামনে পরবেনা বলে একপ্রকার পালিয়ে এলো। হাতের বাটার নানে দুটো কা*মড় বসিয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল। ‘ চ’ বর্গীয় শব্দ করে বিড়বিড় করল,
‘ আয় রে মেয়ে,আয়। আর কত পড়বি?’
তানহা এলো আরো পনের মিনিট পার করে। পিউ তখন প্যারেন্টস ছাউনীতে বসে। ওকে দেখেই ছুটে গেল সে। অবাক হয়ে বলল,
‘ তুই এত তাড়াতাড়ি এলি যে? ‘

পিউ তাকাল। তানহাকে দেখতেই ঠোঁট সরে গেল দুদিকে। চঞ্চল কণ্ঠে বলল,

‘ তুই এসছিস?আমি এতক্ষণ বসে বসে এত্ত বোর হচ্ছিলাম!

তারপর হাতের রুটি এগিয়ে দিয়ে শুধাল ‘ খাবি?’

তানহা বিস্ময়াবহ।

তার ভ্রুঁ দুটো বেঁকে গেছে। চিন্তিত কণ্ঠে ভাবল

‘ ও হাসছে কেন? ধূসর ভাইয়ার বিয়ের শোকে পাগল হয়ে যায়নি তো?’

সে জ্বিভে ঠোঁট ভেজায়। কাল অবধি কেঁ*দে ভাসানো মেয়ের দাঁত ক্যালানো হাসি দেখে ভাবনা-চিন্তা অগোছালো ছোটে।

রয়ে সয়ে প্রশ্ন করে,‘ তুই ঠিক আছিস পিউ?’

‘ হ্যাঁ। কেন, আমাকে দেখে তোর মনে হচ্ছে আমি বেঠিক?’

তানহা ধপ করে পাশে বসল। ঠোঁট কাম*ড়ে ভাবল। ইতস্তত করে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ের বিয়ে...’

‘ আমার সাথে।’

সে চমকে তাকায়। থেমে থেমে বলে,

‘ হ্যাঁ? সত্যি? কবে?’

পিউ হাসল। ঝুলন্ত পা দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে বলল,‘ খুব তাড়াতাড়ি হবে। তারপর একটা ছোট্ট সংসার হবে আমাদের। আমি ধূসর ভাইয়ের বউ হব। ওনাকে ভাই না ডেকে ডাকব ধূসর জামাই। দারুণ লাগবেনা?’

তানহা মুখ কোঁচকায়। কথাটা সে কত সিরিয়াসলি নিলো, আর ফাজিল মেয়ে মজা করছে?

বলল ‘ ধূসর জামাই ডাকবি কেন? লাল -নীল- সবুজ -হলুদ, আরো কত রং আছে, সব বলে ডাকিস!’

পিউ খিলখিল করে হেসে ওঠে। রা*গ, দুঃ*খহীন ঝরঝরে হাসি। তানহার বিস্ময় আরো ছাড়িয়ে যায়। পেটে রাখা প্রশ্ন চেপে রাখতে নিরর্থক হলো। জিজ্ঞেস করেই বসল,

‘ ঝামেলা মিটেছে?’

পিউ পুনরায় রুটিতে কা*মড় বসায়।
ভ্রুঁ নাচিয়ে তুষ্ট কণ্ঠে বলে,
‘ মিটে একবারে জল হয়ে গেছে।
তানহা আগ্রহভরে তাকাল। পিউ গলগল করে বিস্তারিত বলল।
সব শুনে সে আর্ত*নাদ করে বলল,
‘ ধূসর ভাই মা*র খেয়েছেন? ওউ মাই গুডনেস! ‘
পিউ মুখ বে*কিয়ে বলল,‘ ওটাকে মা*র বলে? মেজো চাচ্চুর মত ঠান্ডা

মানুষ মা*রতে পারেন? ওটা পিপড়ার কা*মড় ছিল। মা*রতো খেয়েছি আমি। দুটো থা*প্পড়, তাও একদিনে! ভাবতে পারিস? '

তার কণ্ঠ কাঁদো*কাঁদো। তানহা আহ্লাদ দেখায়,

' আহারে! থাক সোনা, কাঁ*দিস না! '

পরমুহূর্তে বলল,

‘অবশ্য তুই যা করতে যাচ্ছিলি চ*ড় আমিও দিতাম। ভাইয়া মে*রেছেন বলে কিছু বললামনা। কোন আক্কেলে সুই*সাইড খেতে যাচ্ছিলে বেইবি?’

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ‘ মাথা ঠিক ছিল না। পরীক্ষাও ভালো হয়নি। সব মিলিয়ে এতটা পাগল পাগল লাগছিল, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম।’

তানহা বলল ‘ কাল যদি মারিয়া মেয়েটা বা আসত? কী হতো? ধূসর ভাইয়ার বউ হওয়া থেকে বঞ্চিত হোতিনা?’

‘ হোতাম। বড় আক্ষেপ থেকে যেত। আর ভাবছি মারিয়াপুর কাছেও ক্ষমা চাইব। না বুঝে হাবিজাবি বলে ফেলার অপ*রাধে। “ তাই করিস। আজকের প্রিপারেশন কেমন?’

পিউ ভ্রুঁ নাঁচায় ‘ জবরদস্ত!’

‘ সেত হাবভাব দেখেই বুঝতে পারছি। আমি কিন্তু গ্রামার পড়িনি তেমন,দেখাস।’

‘ দেখাব।’

তানহা লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ কী দিন কাল এলো,কাল যে মেয়ের মুখের দিক তাকানো যাচ্ছিল না,আজ দ্যাখো হাসিই ধরছেনা! ‘

পিউ মুচকি হাসে। অন্যরকম গলায় বলে,

‘ এক সুতনু পুরুষ আমার অন্ত:পাড়ে ঘর বানিয়ে, আমার হাসি-কান্নায় সদর্পে প্রতাপ চালাচ্ছে। তার একটু সঙ্গ-স্রোত আমার গ্লানি,ব্য*থা ভাসিয়ে নেয়। তার একটু দুরুত্ব আমার হৃদয়পটে বইয়ে দেয় ঘূর্নিঝড়। আমি নিজের স্বত্তা

হারিয়েছি সেই কবেই। এখন শুধু নিরুদ্দেশ হওয়া বাকী!’

তানহা টেনে টেনে বলল,

‘ বাবাহ! কবি কবি ভাব,

কবিতার অভাব।

তা আর কোনও সন্দেহ আছে,ধূসর ভাইয়ের ভালোবাসা নিয়ে?’

পিউ ভাবুক হয়, উত্তর দেয়‘ মস্তিস্ক বলছে নেই। যুক্তি ও বলছে নেই। কিন্তু মন বলছে একবার সে সামনে

আসুক,বলুক 'পিউ ভালোবাসি তোকে।'

' যদি আসেন, কী করবি?'

পিউ বিলম্ব-ব্যাতীত জবাব দেয় ' ম*রে যাব খুশিতে।'

তানহা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল

' এই জন্যেই ভাইয়া বলছেন না। উনি চান তুই বেচে থাক। আমিও এখন চাই উনি না বলুক,অকালে বেস্টফ্রেন্ড হারাতে কে চায়?'

পিউ ভ্রুঁ কুঁচকে তাকায়। তানহা চোখ টিপে বলে,

‘ একটা ছেলে প্রপোজ করেছে কাল। এক্সাম শেষে এক্সেপ্ট করব। আমারত তোর মত হ্যান্ডসাম ফিক্সড কাজিন নেই,যা আছে সব কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। তাই বাইরেই দেখি অন্যের কাজিন কে পটিয়ে বিয়ে করা যায় কী না!’

শেষ দিকে তার দুঃ*খিত স্বর। পিউ শুনে শব্দ করে হেসে ফেলল। সে প্রথম দফায় ভেঙচি কা*টলেও পরপর হেসে ওঠে নিজেও।নরম সকালে,কলেজের আঙিনা ভরে যায় দুটি কিশোরী কন্যার ঝলমলে প্রানবন্ত হাস্যে,উল্লাসে!

তানহা কী মনে করে হঠাৎ সচকিত হলো। লাফ দিয়ে নামল বসা থেকে। উজ্জ্বল চিত্তে বলল,

‘ আজ তোর মন ভালো! কাল এক্সাম নেই,চল না কোথাও থেকে ঘুরে আসি?’

‘ কোথায় যাব?’

‘ উম,বোটানিক্যালে? ‘

পিউ চোখ বড় করে বলল

‘ না না ধূসর ভাই জানলে জিন্দা ক*বর দেবেন। ওটা ভালো জায়গা নয়ত।’

তানহা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল,

‘ আরে জানবেইনা। চুপিচুপি যাব। আর শুধু আমরা না,প্রিয়াঙ্কা ওদেরও নিয়ে যাব।’

‘ কিন্তু.... ‘

‘ চল না পাখি,যাব, কটা ছবি তুলব, চলে আসব। আর তাছাড়া তোর যে কানের পাশ দিয়ে একটা গু*লি

গেল,এর জন্য একটা ট্রিট কী আমার পাওনা নয়?’

পিউ একটু ভেবে বলল ‘ আচ্ছা ঠিক আছে। আগে এক্সাম তো দেই,তারপর যাব। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না। ‘

‘ ওকে ওকে ডান। চল হলে গিয়ে বসি।’

পিউ নেমে দাঁড়ায়, ফাইল হাতে তুলে বলে

‘ চল।’পরীক্ষা শেষ হলো। পাক্কা তিন ঘন্টা বসে লিখে লিখে পিউয়ের আঙুল,হাত ব্য*থা। তাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হেলেদুলে বের হয়। বাইরে আসতেই তানহা পাকড়াও করে বলল,

‘ কী লিখেছিস এত? কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি! ‘

‘ আরে ওই...’

তানহা কথা সম্পূর্ন করতে দিল না। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আচ্ছা বাদ দে। চল ফুচকা খাব।’

বলতে বলতে হাত ধরে টানল সে। পিউ হোচট খেতে খেতেও সামলে নেয়, পা মেলায়। ওরা দুজন ছাড়াও প্রিয়াঙ্কা,সোনিয়া এসে দলে ভেড়ে। চারজন মিলে চারপ্লেট ফুচকা অর্ডার করলো। নম্র কণ্ঠে আবদার করল,

বোম্বাই মরিচ সাথে মিষ্টি টক দেয়ার। সোনিয়া একাই নিলো ঝাল টক। দোকানি চোখের পলকে চারপ্লেট ফুচকা বানিয়ে ফেললেন। কথামতো একেকজনের হাতে দিলেন। পিউ একটা মুখে পুড়তে যাবে, সেই ক্ষনে এসে পাশে দাঁড়াল মৃনাল। টেনে টেনে ডাকল,

‘ ভাবিইই!’

পিউ তাকাল। ওকে দেখতেই ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,‘ আপনি আবার?’

‘ জি।’

‘ কী চাই আজ?’

‘ ওই আগের বিষয়টাই। খাবার দিতে এসেছি। আমি পৌঁছাতে পৌঁছাতে আপনি হলে ঢুকে গেছিলেন বলে দিতে পারিনি। তাই এখন দিতে এলাম।’

তানহা জিজ্ঞেস করল

‘ কে রে পিউ?’

পিউয়ের অনীহ জবাব,

‘ আমার আচমকা আকাশ থেকে টপকে পরা জামাইয়ের ভাই।’

মৃনাল বিনীত কণ্ঠে প্রতিবাদ করল,

‘ না ভাবি,আমার ভাই আচমকা টপকে পরা নয়। থাক গভীরে না যাই। নিন, খাবার নিন।’

সে বাড়িয়ে দিল প্যাকেট। আজও সেই ফুডপান্ডা থেকে আগত। পিউ

মহাবি*রক্ত হলো। ধরল না,ছুঁলোও না। মুখের ওপর বলল,

‘ এক্ষুনি খাবার সমেত বিদেয় হন। নাহলে খুব খারা*প হবে।’

মৃনালের হাসি হাসি মুখটা নিভে গেল। অবাক হয়ে বলল

‘ সেকী! কেন? রা*গ করলেন কেন ভাবি?’

পিউ বলল‘ আশ্চর্য! রা*গ করার কী আছে? ইচ্ছে করছেনা তাই নেব না।’

‘ নিতে যে হবেই। ভাইয়ের কড়া আদেশ। নাহলে রে*গে যাবেন।’

পিউ শব্দ করে বাটিটা ভ্যানের ওপর রাখল। কোমড়ে হাত দিয়ে বলল,

‘ কোন চুলোর ভাই? আজ বলতেই হবে এই ভাই আপনার উদয় হয়েছে কোত্থেকে? কস্মিনকালেও আমি

আপনাকে দেখিনি। আপনার চেহারায় মিল আছে এরকম কাউকেও দেখিনি। তো কীভাবে আপনার ভাইকে বিয়ে করেছি? কোন কাজী অফিসে গিয়ে?কাবিন কত ছিল? '

মৃনাল মিটিমিটি হাসল। পিউ তাজ্জব হয়ে বলল, 'আরেহ, হাসছেন কেন? '

‘ ইয়ে এমনি। বলছিলাম যে আমার দেরী হচ্ছে ভাবি,খাবারটা যদি নিতেন....’

তানহা খেকিয়ে বলল

‘ আরে ভাই, রাখুন আপনার খাবার। আমি বেশ বুঝতে পারছি,আসলে এই ভাবি- টাবি ডাকা একটা চাল। উনি ইনিয়ে-বিনিয়ে ফ্লার্ট করছেন তোকে,বুঝলি পিউ।’

পিউ অক্ষিযূগল বিকট করতেই, মৃনাল জ্বিভ কে*টে দুগালে চ*ড় মেরে বলল
‘ আসতাগফিরুল্লাহ! আমি ভাইয়ের ভক্ত,ওনার স্ত্রী আমার বোন।’
পিউ দাঁত চে*পে, কটমট করে তাকাল। প্রিয়াঙ্কা, সোনিয়া হাবলার মত তাকিয়ে আছে।
সে হাসার চেষ্টা করে বলল ‘ ভাবি রা*গ করলেন?’

পিউ ‘চ’ বর্গীয় শব্দ করে। কপালের ওপর টাস করে চড় দিয়ে প্রকাশ করে বির*ক্তি। বেশ বুঝল,যতক্ষন না খাবার নিচ্ছে,নিস্তার নেই। এই ছেলে যাবে না। বাধ্য হয়ে হাত পাতল ‘ দিন।’

মৃনালের চোয়াল ভরল হাসিতে,

‘ নিন।’

তারপর হেসে হেসে সাইকেল চালিয়ে বিদেয় হলো সে। পিউ

দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তানহার দিক ফিরতেই দেখল সে ভাবুক হয়ে তাকিয়ে। পিউ ভ্রু উঁচায়,

‘ তোর আবার কী হলো?’

‘ ভাবছি।’

‘ কী?’

‘ এসব ধূসর ভাইয়ার কাজ নয়ত?’

পিউ সচকিত হয়। সজাগ হয় মস্তিষ্কের নিউরন। আসলেইত,কাজটা ওনার নয়ত?রাজধানীর ভেতর

সবুজের রাজ্য হলো বোটানিক্যাল গার্ডেন। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান হিসেবে,৮০০ প্রজাতির বৃক্ষের জন্যে এর পরিচিতি। অথচ বর্তমানে প্রেমিক- প্রেমিকাদের ভীড়ে এখানে পা রাখার জো নেই। পরিবার নিয়ে আসার তো প্রশ্নই ওঠেনা। ঝোপঝাড়ে ব্যাঙের বদলে ঘাটি গাড়ছে শত শত কপোত-কপোতী। পারলে সাপের গর্তে গড়ে ফেলত

স্থান। এখানে সেখানে শুধু জোড়া পেতে বসে। তানহা আশপাশ দেখে নাক-মুখ কোঁচকাচ্ছে বারবার। শেষ বার একজোড়া কাপল দেখে, পিউয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলল,

‘ দেখেছিস কী বেহায়া! পাব্লিক প্লেসে বয়ফ্রেন্ডের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে।’

চাপাকণ্ঠ, অথচ শুনে নিল বাকীরা।

প্রিয়াঙ্কা ভ্রুঁ গোটায়,

‘ তাতে তোর কোনও সমস্যা? ‘

পিউ বলল‘ আলবাত সমস্যা, এরা এরকম খুল্লাম খুল্লাম প্রেম করছে কেন? লজ্জ্বা শরম নেই না কী?’

‘ তুই আর মুখ খুলিস না বোন,এতদিনে ধূসর ভাইয়ের সাথে প্রেমটা হয়ে গেলে নিজেই এই জায়গায় থাকতি।’

পিউ চোখ কপালে তুলে বলল,

‘ আমি? কী যা তা বলছিস! ধূসর ভাই সামনে এলেই আমার নিঃশ্বাস আটকে আসে। ভেতর ভেতর দাপা*দাপি করি গলাকা*টা মুরগীর মত। আর তো এইসব। যখন প্রথম বার....’

বলতে বলতে থেমে গেল পিউ। ধূসর ভাই চুমু খেয়েছেন সে কী আর সবাইকে বলা যায়? এসব তো নিজেদের একান্ত মুহুর্ত। ওইদিন

তার কী অবস্থা হয়েছিল সেই জানে। অক্কা পেত আরেকটু হলে। নেত্রপটে সেই চিত্র জেগে উঠতেই ভেতরটা লতিয়ে আসে কুণ্ঠায়। যে মানুষটার চোখ তুলে তাকানো মানেই তার বিরস পৃথিবী অনিন্দ্য। সেই মানুষের ঠোঁটের ছোঁয়া ঠিক কী নামে সঙ্গায়িত করলে যুতসইই হবে?

তানহা শুধাল,‘ কী, আটকে গেলি কেন? নেটওয়ার্ক স্লো?’

পিউ প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল

‘ চুপ কর। আয় ছবি তুলি সবাই। ‘

সোনিয়া বলল ‘ তোর ফোন থেকে তুলব। আমার ক্যামেরা ভালো না। তোরটা সুন্দর। ‘

‘ আচ্ছা আয়।’

চারজন গলা ধরে দাঁড়াল। তানহা দলের মধ্যে লম্বা। সে সামনে গিয়ে ফোন উঁচু করে ধরল। পরপর কতগুলো ক্লিক করে নামিয়ে

আনতেই সবাই ঝাপিয়ে পরল,কাকে কেমন লাগছে দেখতে!

প্রিয়াঙ্কা বলল

‘ এই আমার সিঙ্গেল কয়েকটা ছবি তুলে দিবি কেউ?’

পিউ বলল, ‘ কলেজ ইউনিফর্ম পরেও তোর এত ছবি তুলতে মন চায়?’

‘ দে না দুটো তুলে,ভালোনা তুই?’

‘ আচ্ছা,কোথায় দাঁড়িয়ে তুলবি? ‘

তানহা হাত ইশারা করে দেখাল,‘ ওই গাছটার নীচে যা। রোদ পরবে মুখে, দারুণ আসবে।’

প্রিয়াঙ্কা হৈহৈ করে ছুটে গেল। পিউ চলল পেছনে। সে গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তাকায় আরেকদিকে। এটাই ছবির পোজ। পিউ ক্যামেরায় ক্লিক করতে করতে বলে

‘ হাস।’

অনেকগুলো ছবি তলার পর ক্ষান্ত হয় মেয়েটা। এগিয়ে এসে বলে ‘ দেখি কেমন হয়েছে?’

পিউ গ্যালারি বের করে দেয়। স্কিপ করে করে একেকটা ছবি টেনে টেনে দেখল প্রিয়াঙ্কা। পিউয়ের চোখও তখন স্ক্রীনেই। আচমকা একটা ছবিতে অক্ষিপট আটকে গেল। প্রিয়াঙ্কা ঠেলে সরাতে গেলেই, ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,‘ দাঁড়া দাঁড়া।’

তারপর নিজেই টেনে আগের ছবিটা আনল। যতটুকু সাধ্য জুম করল। ছবির পেছনে বেঞ্চে বসা এক এক জোড়া কপোত -কপোতি বন্দী হয়েছে ক্যামেরায়। দুজনেরই গালের একাংশ দৃশ্যমান। অথচ পিউয়ের চিনতে অসুবিধে হয়না,এরা কারা! বিষয়টি তারা মস্তক ভেদ করে চলে যায়। থিতিয়ে আসে সব। শুকিয়ে আসা ওষ্ঠযূগল বারবার জ্বিভে

ভিজিয়ে ছবিটা দেখতে থাকে। প্রিয়াঙ্কা কৌতুহলে শুধায়,

‘ কিছু হয়েছে? ‘

পিউ কম্পিত চোখ তুলল। তার হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল,

‘ এখানে দাঁড়া,আমি আসছি।’

উত্তরের আশায় না থেকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে। তানহারা কাছে এসে শুধাল

‘ কই গেল ও?’

‘ জানিনা। ‘একটা শান বাঁধানো বেঞ্চে বসা দুটি ছেলেমেয়ে। মাঝখানে কিঞ্চিৎ দুরুত্বও নেই তাদের। ছেলেটার লম্বা হাত ছড়িয়ে রাখা। যা ছুঁয়েছে মেয়েটির কাঁধ। বাদামের খোসা ছিলে এগিয়ে দেয় সে,মেয়েটি আনন্দ আর তৃপ্তি সমেত মুখে পোড়ে। তার ঠোঁটের আশেপাশে লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ ছেলেটি মাঝে মধ্যে মুছিয়ে দেয়

স্বযত্নে। দুজনেই ব্যস্ত নিজেদের আলাপে। চারপাশের কোনও দিকেই কান নেই,মন নেই,দৃষ্টি তো বহুদূর! মেয়েটির অধর জুড়ে বিস্তৃত হাসি,আর তাদের কিছু কথা কানে আসে পিউয়ের। জড়ীভূত সে দাঁড়িয়ে থাকে আড়ালে। এই দৃশ্য,এই কথোপকথন তার স্নায়ু কু*পিয়ে আহ*ত করে। বুঝতে আর এক ফোটাও বাকী নেই কিছু।

ইকবাল আর পুষ্পর দুইবছরের সম্পর্ক আজ প্রথমবার প্রকাশ্যে এলো। পিউ এক এক করে সমস্ত কথা মিলিয়ে ফেলল। জানলা দিয়ে পুষ্পর উঁকিঝুঁকি মারার সেই ঘটনা,গভীর রাতে পাচিল টপকানো ছেলেটি,পুষ্পর ইউনিভার্সিটি যাওয়ার দিন ইকবালের হঠাৎ আগমন,তার অগ্যাত ফোন,তারপর গ্রামে পদার্পণ, পিউ আস্তেধীরে সব হিসেব গেঁথে

নেয় মাথায়। ওরা দুজন -দুজনকে ভালোবাসে? তাহলে সাদিফ ভাইয়া? সেজো মা যে ওদের বিয়ে ঠিক করলেন,তার কী হবে?

ততক্ষনে তানহারা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। তানহা কাঁধে হাত রাখে,ধ্যান ভাঙায় তার। মেয়েটা কিছু বলতে চাইলে পিউ ঠোঁটে তর্জনী চেপে থামতে বোঝায়। আরেকবার তাকায় পুষ্প আর ইকবালের দিকে। তারপর

নিঃশব্দে প্রস্থান নেয়।পিউ গার্ডেনে আর বসেনি। একটা মুহুর্ত থাকেনি। তার উদাসীন ভাবমূর্তি অন্যদের আনন্দেও জল ঢালে। বুঝিয়ে দেয় কিছু একটা হয়েছে! তানহা পুষ্পকে চেনে,সেও বুঝলো ঘটনাচক্র। কিন্তু বাকীদের সামনে মুখ খোলেনি। নির্লিপ্ত পিউকে প্রশ্নও করেনি। চিন্তান্বিত , বিস্মিত সে নিজেও। সাদিফের সাথে পুষ্পর বিয়ের কথা

বলেছিল পিউ। সে সবটাই জানে। কিন্তু পুষ্প আপু অন্য কারো সাথে প্রেমের সম্পর্কে! কী হবে এখন? পিউ যতটা প্রানোচ্ছল ছিল আজ, সব মাটিতে মিশে গিয়েছে। বাড়িতে ঢুকতেই সকল দুর্ভাবনা একসঙ্গে আছড়ে পরল মাথায়। বসার ঘরে তখন পরিবারের সবাই। তন্মধ্যে একজনকে দেখে চৌকাঠে থমকে রইল সে। আজমল ফিরেছেন

রাঙামাটি থেকে। চুমুক দিচ্ছেন লেবুর শরবতে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে সুঘ্রাণ। সে যে আসবেন কেউ জানতোনা। চমক দিতে চেয়েছিলেন। সফলও হয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশ প্রস্তুত। বাবা,চাচারা অফিস ফেলে বাড়িতে হাজির। ছয় মাস পর ভাইয়ের সাক্ষাৎ হুল্লোড় বাধিয়েছে ঘরে। অথচ পিউ অন্ত:পুরে একটু

আনন্দের তল পেলোনা। সেজো চাচ্চুর আগমন কিছু পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেয়। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে আসে। সেজো মা কে বলতে শুনেছিল না,' তুমি ফিরলেই বিয়ের কথা তুলব।'

পিউয়ের বুক ছ্যাং করে উঠল আশঙ্কায়। সেজো চাচ্চু ফিরেছেন, তাহলে এখন সাদিফ ভাইয়ার সঙ্গে আপুর বিয়ের আলোচনা হবে। অথচ

সে আগেই মন দিয়ে বসেছে ইকবাল ভাইকে। নিশ্চয়ই আপু রাজি হবেনা বিয়েতে। আপু রাজি নাহলে সেজো মা ক*ষ্ট পাবেন। মনঃক্ষু*ন্ন হবেন। আর তারপর? তারপর ওদের এই একান্নবর্তী পরিবারে ভা*ঙন ধরবে না তো? পিউয়ের চেহারা শুষ্ক হয়ে আসে। মাথায় ভা*ঙে অন্তরীক্ষ।

‘ পিউ মা যে! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এদিকে এসো।’আজমলের স্ফুর্ত আওয়াজ, পিউয়ের সম্বিৎ ফেরায়। ঠেলেঠুলে জোর করে হাসি ফোঁটায় ওষ্ঠে। কাঁ*পা পায়ে এগিয়ে যায়। সালাম দেয় রুদ্ধ কণ্ঠে। আজমল জবাব দিয়ে , স্নেহের হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকলেন। পিউ গেল, চাচার গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ভেতর থেকে হাতিয়েও উচ্ছলতার খোঁজ

পায়না। আজমল কত কিছু কিনেছেন! বাড়ির সবার জন্যে টুকিটাকি এনেছেন। পিউও আছে তালিকায়। অতসব জিনিসপত্রও তার নিষ্প্রভ উত্তেজনা ফেরত আনতে ব্যর্থ। আজমলের পাশে বসে,ঘরভর্তি মানুষ গুলোর মুখ একবার একবার দেখল সে। এই গল্প,এই হাসি,এই আনন্দ সব একইরকম থাকবেত? কোনও ফাটল ধরবে না তো? সেজো

মায়ের সাথে এই সুসম্পর্ক বজায় রইবেতো ওদের? তার দুঃ*শ্চিন্তায় হৃদয় কাঁ*পছে। সেত নিজের বাবাকে চেনে। সেজো চাচ্চু একবার ছেলের জন্যে আপুকে চাইলে ফেরাবেন না উনি। ভাইয়ের আবদার মাথা পেতে পূরন করবেন। আপু কেঁ*দে ম*রে গেলেও শুনবেন না বারণ। পিউ আর ভাবতে পারল না। চক্ষু বুজে আসছে ক্লান্তিতে। রাজ্যের

সব চিন্তা কেন ওর এই ক্ষুদ্র মস্তিস্কে আসবে? একবার ধূসর ভাই,একবার আপু,সবাই মিলে কেন এরকম করছে? কেন আপু আগে জানালোনা এই সত্যিটা? জানলে সেদিনই সেজো মাকে নিষেধ করত সে। এতটা দিন ধরে বোনা স্বপ্ন একটুত কম হতো। কত নাটক! কতটা লুকোচুরি! ইকবাল ভাইয়াই বা কী করে পারলেন লোকাতে?অভিমানে

কিশোরী মন আবার ছেঁয়ে যায়। তীব্র অনুরাগ হানা দেয় ভেতরে। চটপটে পিউয়ের দুরন্তপনা আশানুরূপ পায়না আজমল। জিজ্ঞেস করেন,

‘ তুমি কি অসুস্থ পিউমা?’

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ল। বলল ‘ একটু ক্লান্ত,ফ্রেশ হয়ে আসি চাচ্চু?’

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। পরীক্ষা কেমন দিলে?’

‘ ভালো।’

তারপর মৃদু পায়ে ঘরের দিক এগোয় সে। দোর চাপিয়ে দিতেই চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নামল। সাংঘাতিক ঝড়ে পরিবারটা এলোমেলো হয়ে না যায়! জন্ম থেকে পেয়ে আসা মানুষ গুলো, মমতাময়ী সব মায়েদের ছাঁয়া, মেলবন্ধনের এই পরিজন দুভাগ হলে সহ্য করতে পারবেনা সে।

পিউয়ের কান্নার দমকে কণ্ঠনালি বন্ধ। সব খারাপ কেন ওর সাথেই ঘটবে? কেন?মিটিং শেষ। মার্কা সিলেকশন হলো লটারিতে। মেয়র নির্বাচনে ধূসরদের দল দাঁড়াবে ‘ টর্চ মার্কা’ নিয়ে। আর আজই প্রথম রাজপথে নেমেছে ওদের দলীয় স্লোগান। ধূসর আর গেল না সেখানে। মিটিংয়ের আগে আগে হন্তদন্ত হয়ে ইকবাল হাজির

হওয়ায়,শা*স্তিস্বরূপ ওকেই পাঠিয়েছে। বেচারা গিয়েছেও হাসিমুখে। ধূসর এতটা সামলায় বলেই সে গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। পুষ্পটার সাথেও হয় দৈণিক সাক্ষাৎ। মাঝেমধ্যে হাসি পায়,ভালো মানুষ ছেলেটার থেকে সুযোগ নিয়ে ওরই বোনের সঙ্গে প্রেম করছে বলে। আবার ভ*য় লাগে যেদিন ধূসর জানবে, কটা হাড়

যে ভাঙ*বে তার! ভা*ঙলে ভা*ঙুক। ওর অধিকার আছে ভা*ঙার। কিন্তু ভুল না বুঝুক, বন্ধুত্ব ন*ষ্ট না হোক। এই ভ*য়ে মাসের পর মাস পুষ্পর ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। ধূসরের মত অনুভূতি আটকে রাখার প্রবল ক্ষমতা তার ছিল না। শেষমেষ অসফল হয়েছে। ভাগ্যিশ হয়েছিল,নাহলে পুষ্পরানি মিস হয়ে যেত কপাল থেকে। একটা পুষ্পর

জন্যে ইকবাল শরীরের একশ টা হাড় বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।ধূসর যখন বাড়ি ফেরে তখন মহল নিস্তব্ধ। যে যার ঘরে। কেউ বা ঘুমিয়ে। আজমল বাড়ি ফিরেই তাকে ফোন করেছিলেন। সে চেষ্টাও করেছে তাড়াতাড়ি ফেরার। কোনও ক্রমেই কূলিয়ে উঠতে পারল না। ধূসর ভাবল একবার দেখা করবে এখন,পরে আর গেল না। চাচ্চু জার্নি

করে এসেছেন যখন,বিশ্রাম নিক। আগামীকাল তো দেখা হচ্ছে।

নিজের কামড়ায় ঢোকার পূর্বে অভ্যাশবশত আরেকটা ঘরে চোখ বোলাল ধূসর। আলো নেভানো,দরজা খোলা। ওমনি ভ্রুঁ বেকে এলো তার। দু পা এগিয়ে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিউ রুমে নেই? রাত তো অনেক! পরীক্ষা চললে এই সময়টায় পড়ার

টেবিলে থাকে ও। সারা বছর পড়েনা বলে আগের রাতে নিউটন বনে যায়। সেই মেয়ে আজ বাতি নিভিয়ে? কৌতুহলে ধূসর ভেতরে ঢোকে। জানলা গলে আসা আলোয় বেশ বুঝছে,বিছানাটা ফাঁকা। মেয়েটা গেল কোথায়?ধূসর আবার নিচে নামল দোতলা থেকে। বসার ঘরের দুমাথা, রান্নাঘর সব জায়গা দেখল।

সন্দেহে পরীক্ষা করলো নিজের কামড়াও। অথচ কোথাও নেই পিউ। সবশেষে মাথায় এলো ছাদের কথা। রাত একটা পেরিয়ে,পিউ ভীতু। ছাদে থাকার কথাই নয়। বাড়ির ভেতর নেই যখন হয়ত ওখানে। ধূসর অতশত হিসেব কষতে গেল না। উদ্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে পা বাড়াল। ছাদের দরজাটা হা করে খোলা। অন্য সময় লাগানো থাকে ভেতর

থেকে। ধূসর ছটফটে কদমে ছাদে এসে দাঁড়ায়। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো পিউকে দেখতেই প্রানসঞ্চার ঘটে। বুকে হাত দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল সে। পরপর রুঢ় চোখে তাকাল। বিগড়ে গেছে মেজাজ। জোড়াল পায়ে এগিয়ে গেল। কথাবার্তা ছাড়াই পিউয়ের কনুই চে*পে নিজের দিকে ঘোরাল। ফটাফট ধম*ক ছুড়ল,

‘ সমস্যা কী তোর? এত রাতে ছাদে....’পিউ চমকে গেল,ঘাবড়াল। ধূসরকে দেখে পরিমান ছাড়াল সেসব। কিন্তু তার মুখশ্রী পরিলক্ষিত হতেই ধূসরের কথা থেমে যায়। পিউয়ের ভেজা গাল,নেত্রযূগল সদ্য ওঠা রা*গটুকু মিশিয়ে নেয় হাওয়ায়। উলটে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল। পিউয়ের চোখ বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পরছে অশ্রু। ঠোঁট ফুলছে সেই

দমকে। ধূসরের শৈলপ্রান্ত জড়ো হয়ে আসে। সেত সব ঝামেলার ইতি টেনেছে কাল। নতুন করে তো কিছু করেনি। তবে কাঁ*দছে কেন মেয়েটা?

অধীর গলায় বলল ‘ কী হয়েছে?’বলতে দেরী, অনতিবিলম্বে পিউ বুকের ওপর ঝাঁপ দেয়। প্রথমবার আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তাকে। মানুষ যখন খুব দুঃ*খ

পায়,কাছের কাউকে দেখা,তার সান্নিধ্য, সেই দুঃ*খকে উগলে আনে দ্বিগুন। পিউয়েরও এলো। ধূসর তো ওর কাছের মানুষ নয়,বরং এই বসুন্ধরায় তার সর্বাধিক প্রিয় মানুষ। ধূসর থমকে গেছে। বিস্ময়াভিভূত সে। তৈরী না থাকায়, সহসা পিছিয়ে গেল এক কদম। পিউ শক্ত হাতে জাপটে ধরে কেঁ*দে ওঠে। হুহু শব্দ

হয়। আসঙ্কায় ধূসরের মাথা ফাঁকা হয়ে আসে। ভীতিতে রুদ্ধ হয় শ্বাস। হাঁস*ফাঁস করে ভেতরটা। পিউ কেঁ*দেছে,বহুবার কেঁ*দেছে। কিন্তু তাতে ভিন্নতা ছিল। এইভাবে তাকে জড়িয়ে কাঁ*দেনি। ধূসর অধৈর্য হাত রাখে পিউয়ের মাথায়। অথচ খুব ধীরস্থির কণ্ঠে জানতে চায়,

‘ কাঁদছিস কেন? কেউ কিছু বলেছে?’পিউ জবাব দিলোনা।

কাঁ*দছে তখনও। ধূসর আবার শুধাল,

‘ পরীক্ষা খা*রাপ হয়েছে?’

পিউ নাক টেনে দুদিকে মাথা নাড়ে। ধূসর বুক থেকে ওর মাথাটা সরিয়ে আনল। তুলতুলে গাল দুটো নিরেট হস্ত তালুতে ধরল। চোখেমুখে প্রশ্রয় ঢেলে, অত্যধিক মোলায়েম স্বরে শুধাল,

‘ তাহলে কাঁ*দছিস কেন? আবার কেউ আমার নাম লিখেছে হাতে? না কি কেউ আমায় জড়িয়ে ধরেছে?’

ধূসর অপ্রকাশ্যে চাইল পিউ সহজ হোক।। কিন্তু হলোনা। উলটে সপ্তদশী মেয়ের কোটরের জল উপচে পরে। গাল থেকে গলায় গড়ায় বিশ্রামহীন।

বোজা স্বরে, শঙ্কা নিয়ে বলল,

‘ খুব বড় ঝড় আসতে চলেছে ধূসর ভাই। সেই ঝড়ে আমাদের পরিবারটা এলোমেলো হয়ে যাবে নাতো?’

ধূসরের সাবলীল অভিপ্রায় চট করে বদলে গেল। ‘পরিবার’ শব্দটায় টনক নড়ল মস্তিষ্কের। গুরুতর কণ্ঠে বলল,

‘ খুলে বল।’পিউ বুঝতে পারল না কী বলবে! সত্যিটা জানার পর

ধূসরের প্রতিক্রিয়া ভেবেইত জমে যাচ্ছে তুষারের ন্যায়। যে দুজন মানুষকে ঘিরে প্রসঙ্গ,একজন ওনার প্রানের বন্ধু,অন্যজন তার বোন। ধূসর ভাইয়ের রা*গ সে জানে। যদি ইকবাল ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়? আত*ঙ্কে পিউয়ের সংকুচিত চোখমুখ ধূসরের ওপর প্রভাব ফেলল না। সে উৎকণ্ঠিত,অসহিষ্ণু। পুরু কণ্ঠে বলল,

‘ তুই বলবি পিউ?’পিউয়ের শরীর কাঁ*পছে। বিবশ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বলবে, কী বলবে না, দ্বিধাদ্বন্দে মস্তিষ্ক চৌচির। সময় নিয়ে,ধূসরের চোখের দিকে তাকায়। আরক্ত অক্ষিপট বলতে বাধ্য করে। পিউ বেগ নিয়ে, জ্বিভ ঠেলে জানায়,

‘ ই..ইককবালল ভভাইয়া আ...র আপু দুজন দুজনকে ভভভভালোবাসে।’সপ্তদশী কিশোরী

মেয়ের ভেতরটা দুঃসহ,দুর্নিবার। চোখের কোনা ভরা টলটলে অশ্রু চাঁদের আলোতে জ্ব*লছে। সদ্য বলা কথায় সে নিজেই ভী*ত,শ*ঙ্কিত। চিন্তান্বিত তার দৃষ্টি। ধূসর ভাই কী বলবেন,কী করবেন বিভ্রান্ত মস্তক। ধূসর ভাইয়ের রা*গে আ*গুন হওয়া চেহারা চোখে ভাসে। বেপরোয়া তার ক্রু*দ্ধতা মনে পড়ে। দেহটা ক*ম্পিত হয় আতঙ্কে।

এই যে সে বোম ব্লা*স্ট করল,কী হবে এখন? পিউ যখন গভীর দুঃশ্চি*ন্তায় ডু*বছে, সেই ক্ষনে ধূসরের অনাকাঙ্ক্ষিত নিরুদ্বেগ স্বর ভেসে এলো,‘ তো?’

পিউ আশ্চর্য বনে তাকাল। ধূসরের উদ্বেগহীন শ্যামলা চেহারায় পূর্ন দৃষ্টি বোলাল। ঘন পল্লব দুবার ঝাপ্টে বলল,

‘ ততো মমানে?’

‘ পুষ্প,ইকবাল দুজন দুজনকে ভালোবাসে, তো?’

পিউ প্রচন্ড বিস্মিত হয়ে বলল,

‘ আপনি অবাক হননি?’

‘ না।’

‘ কেন?’

ধূসর দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল,

‘ আমি জানি এসব।’

পিউয়ের ঠোঁট দুটো নিজ শক্তিতে আলগা হয়ে বসল। সদ্য আকাশ

ফেটে মাটিতে পরল যেন। চোখজোড়া কোটর ছাড়িয়ে বলল,
‘ ককী বলছেন?’
ধূসর সরু নেত্রে তাকাল,বলল,
‘ কেন,তোর কী মনে হয়? আমার কাছের মানুষরা আমার নাকের ডগা দিয়ে কিছু করবে,আর টের পাব না? এতটা নির্বোধ আমি ?’
পিউ বিচলিত হয়ে ঢোক গেলে। বারংবার ঠোঁট ভেজায় জ্বিভে। মস্তিষ্ক

শূন্য। শিথিল ভাবে দুদিকে মস্তক নেড়ে বোঝাল‘ না।’

ধূসর ভাই নির্বোধ হতেই পারেনা। কিন্তু এরকম একটা কথা জেনেও উনি এত নির্লিপ্ত কী করে?

তার অশান্ত, অনিশ্চিত চাউনীতে ধূসরের লোঁচন। কয়েক পল চেয়ে থেকে যেন পড়ে নিল ভেতরের কথা। নিজে থেকেই বলল,

‘ পুষ্প যে ইকবালকে ভালোবাসে,আমি দুই বছর আগে থেকে জানি। ‘

পিউ হোচট খায়। বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হয়। চোখের জল, সেই কখন উবে গেছে। শুকনো কোটর দুটো এখন প্রকান্ড রুপে।

‘ ওদের প্রেমের শুরু,কখন কোথায় যাচ্ছে, কবে দেখা করছে, প্রত্যেকটা খবর আমার নখদর্পনে পিউ। ‘

পিউ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল ‘ কী!’

‘ হু। আমরা পুষ্পর ভার্সিটি গিয়েছিলাম,মনে আছে তোর?’

পিউ ত্রস্ত মাথা দোলাল,মনে আছে বোঝাতে। ধূসর বলল‘ ইকবাল সেদিন এসেছিল শুধুমাত্র পুষ্পকে সেফ করতে। আমাকে বাচ্চাদের মত একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে রেখে গিয়েছিল। ভেবেছিল আমি বুঝিনি,কিন্তু ওদের মাথাতেও

নেই,আমি সবটা জানি। রেজাল্টের জন্যে নয়,ওর ডিপার্টমেন্ট হেড কেন ডেকেছিলেন সেটাও আমি জানি। ইনফ্যাক্ট,তোর নানাবাড়িতে ইকবালের হঠাৎ আসা আমার জন্যে নয়,পুষ্পর জন্যে, ওটাও আমি জানি। '

পিউ হা করে বলল ' সব জেনেও আপনি চুপ করে ছিলেন ধূসর ভাই? কেন? '

ধূসর প্রথমেই জবাব দিলোনা। বাম দিকে পাতা সেই লোহার চেয়ার টেবিলের দিক এগিয়ে গেল। চেয়ারে বসে,পাশেরটা চোখ দিয়ে ইশারা করে বলল,

‘ বোস।’পিউ থম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটায় নড়েচড়ে হেঁটে আসে। আলগোছে বসে। একটা মুহুর্তও তার চক্ষুদ্বয় ধূসরের মুখ থেকে সরেনি। তার ব্যাকুল,ব্যগ্র চাউনীতে

অনেক প্রশ্ন। পাশাপাশি রাজত্ব করছে ভ*য়। সে যে কৌতুহলে এখন ডানা ঝাপটাবে,ধূসর ভাই কি উত্তর দেবেন সবটার? অর্ধেক কথা বলে মুখে তালা ঝোলাবেন না তো? পিউ ঘুরিয়ে পেচিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো। কণ্ঠ নরম করে বলল ‘ আপনাকে দেখে কখনও মনে হয়নি আপনি সব জানতেন। ‘

ধূসর বক্র হাসে। যেন কৌতুক শুনল কেবল। হাসিটা পিউকে বিভ্রমে ভোগাতে যথেষ্ট। সে কী হাসার মত কিছু বলেছে? ঠোঁট ফুলিয়ে মিনমিন করে বলল‘ হাসছেন কেন?’

ধূসর সোজাসাপটা উত্তর দেয়না। উলটে প্রশ্ন করল,

‘ তুই এত বোকা কেন?’

পিউ ভ্রুঁ গোছাল ‘ আমি কী করলাম?’

ধূসরের হাসি মুছে যায়। অদ্ভূত গলায় আওড়ায়,

‘ আমাকে বুঝতে তোর আরো সতের বছর সময় লাগবে পিউ, তখনও পারবি কী না সন্দেহ।’

পিউ চুপ করে গেল। চেয়ে রইল একধ্যানে। মনে মনে বলল,

‘ সতের বছর কেন ধূসর ভাই,প্রসঙ্গ আপনার হলে সতেরশ বছরেও কার্পন্য করব না আমি।’

মুখে বলল ‘ উত্তর টা দিচ্ছেন না।’
‘ কোনটা?’‘ আপুর ব্যাপারে। কেন চুপ করে ছিলেন! ‘

‘ ইচ্ছে করে। ‘

‘ ইচ্ছে করে? কেন?’

ধূসর একটু চুপ থেকে বলল,

‘ ইকবাল আমার জন্যে প্রথম প্রথম পুষ্পকে প্রত্যাখান করত,অথচ সে নিজেও হাবুডুবু খাচ্ছিল ওর প্রেমে।

ভাবত, যদি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়,যদি আমি ভুল বুঝি!

বলতে বলতে হাসল সে। পিউ গভীর চোখে দ্যাখে সেই অমায়িক হাসি। এই হাসি দেখলে তার বক্ষ আলোড়িত হয়।

ধূসর জানাল, ‘ এসবের জন্যেই ইকবাল আগাতো না আমি জানি। পরবর্তীতে পারেনি। অনুভূতি সামলানো সবার সাধ্যে নেই।আমি

সব জেনেও ভাণ করতাম কিছু জানিনা। ওরা লুকিয়ে রাখতে চাইছিল যখন,আমিও না হয় সাহায্য করলাম তাতে। '

পিউ চোখ বড় বড় করে বলল ' এর মানে আপনি ওনাদের সম্পর্কটা নিয়ে রাজি? '

বলার সময় উজ্জ্বল শোনাল তার কণ্ঠ। যেন ধূসর হ্যাঁ বললেই লাফিয়ে উঠবে।

ধূসরের জবাব,
‘ রাজি না হওয়ার কিছু নেই। ইকবাল কে আমি চিনি। স্বর্নের টুকরো বলা যায়। যদি ভালো না হতো প্রথম দিনই সবার আগে ওদের প্রেমে আমি বাঁধা হতাম। কিন্তু ইকবাল আলাদা, যাকে ভালোবাসবে জীবন দিয়ে হলেও আগলে রাখে তাকে। ওর চোখে আমি পুষ্পর জন্যে ভালোবাসা

দেখি,টান দেখি। পুষ্প ভালো থাকবে।’

‘ আমার চোখে কিছু দ্যাখেননা ধূসর ভাই?’

পিউয়ের অন্তঃস্থল জানতে চায়,প্রশ্ন করে। ইকবাল ভাইয়ের চোখে যদি আপুর জন্যে ভালোবাসা দেখতে পান,আমার চোখে আপনার জন্যে কিছু দেখতে পাননি? পাবেন কী করে,তাকিয়েছেন কখনও? দেখেছেন

এই নেত্রযূগল? তারা কতটা তৃষ্ণার্ত,বিমূর্ত আপনার প্রেমে! দ্যাখেননি। দেখবেন কেন,এ চোখে তাকানো পাপ। আপনি তো পাপি হতে চাইবেন না ধূসর ভাই, তাইনা? অভিযোগে পিউয়ের অভ্যন্তর অবসন্ন হয়। হঠাৎ মুখের সামনে ধূসর তুড়ি় বাজাতেই ধ্যান কা*টে। চটপট ফেরে সত্ত্বায়। তটস্থ আঁখিতে তাকালে ধূসর বলল,

‘ এই সামান্য একটা কারণে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদার মতো কারণ দেখছিনা।’

পিউ দর্শনেন্দ্রিয় নত করল। ফেলল কোলের ওপর রাখা দুটো হাতের ওপর। নীচু কণ্ঠে বলল,

‘ আপনাকে আমি পুরো কথা এখনও বলিইনি ধূসর ভাই।’

ধূসর ভ্রুঁ বাকায়,কানে আসে তার ভরাট কণ্ঠ ‘ কী কথা?’

পিউ নতজানু মুখটা তুলল না। মনঃস্তাপ নিয়ে জানাল,

‘ সেজো মা চাইছেন আপু সাদিফ ভাইয়ের বউ হোক।’

ধূসর চমকে গেল। ধা*ক্কা খেল। স্পষ্ট প্রকাশ পেল তার প্রশ্নে ‘ কী?’

পিউ মাথা নেড়ে বলল,‘ হু। চাচ্চুও জানেন। কথা ছিল উনি ফিরলে আব্বুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন। আমি নিজের কানে শুনেছি.....

আস্তে-ধীরে, মৃদু কণ্ঠে সমস্তটা বর্ননা করলো সে। বাদ দিলোনা একটা দাঁড়ি, কমাও। এতক্ষণে নিস্প্রভ থাকা ধূসরের কপালের ভাঁজ তীব্র হয়। বেড়ে আসে নেত্র সংকোচনের মাত্রা। ভাবিত ভঙ্গিতে ওপরের ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখে নিচের ঠোঁট। অনুচিন্তন দেখা দেয় রাশভারি মুখমন্ডলে। মহাবিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করল,

‘ এদের কী একটাই কাজ,এর ওর সাথে বিয়ে ঠিক করা? আশ্চর্য! ‘

বর্ননার পিঠে প্রত্যাশিত জবাব পিউ পেলোনা। সে আগ্রহভরে তাকাল। ধূসরের উদ্বীগ্ন চোখমুখ দেখতেই কাঁন্না পেলো আবার। ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ নয়। সাধারণ হলে ধূসর ভাই এভাবে চুপ করে থাকতেন না নিশ্চয়ই। ছিঁচকাদুনের মত আপনা আপনি চোখের কোনা

ভরে ওঠে তার। আত*ঙ্কিত, ভেজা গলায় বলল,

‘ এখন কী হবে ধূসর ভাই? ‘ধূসর ভাবনা থেকে প্রস্থান নেয়। পিউয়ের ললিত মুখে দৃষ্টি দেয়। ভ্রু গুছিয়ে বলে ‘ কী হবে?’

পিউ নাক টেনে,বড্ড দুঃ*শ্চিন্তা নিয়ে বলল,

‘ সেজো চাচ্চু একবার বিয়ের কথা খুললে আব্বু ফেরাবেন না। জোর করে হলেও বিয়ে দেবেন।’

পিউয়ের চোখ বেঁয়ে পানি এসছে গাল অবধি। নাকের ডগা স্ফীত। চিন্তায় ফ্যাসফ্যাসে অবস্থা। অথচ হাসি পেলো ধূসরের। ভীষণ ক*ষ্টে মুখটা গম্ভীর রেখে বলল ‘ তোকে বলেছে?’

পিউ মাথা দুলিয়ে বলল ‘ আমি জানি। আব্বুকে চিনব না? আপনি দেখবেন....’

ধূসর সম্পূর্ন করতে দিলোনা। আগেই কোপিত কণ্ঠে হুশিয়ারি দেয়, ‘ এসব বড়দের ব্যাপার নিয়ে তোকে কেউ ভাবতে বলেনি। তোর কাজ হচ্ছে পড়াশুনা করবি,খাবি, ঘুমাবি। ‘

পিউ নিষ্পাপ,উদাস কণ্ঠে বলল ‘ ঘুমতো তিন বছর আগেই হারা*ম

করেছি,এখন খাওয়া দাওয়াও হা*রাম হবে।'

ধূসর ব্যর্থ চোখে তাকাল। এই পিচ্চি মেয়েকে বোঝানোর সাধ্য তার আছে?

স্থূল কণ্ঠে বলল ' তুই আমার কথা শুনবি, না কি না?'

পিউয়ের কা*ন্না ওমনি শেষ। সে শশব্যস্ত হয়ে বলল,' শুনব।'

‘ চোখ মোছ। এসব ভাবার জন্যে আমি আছি। তোকে যেন মাথা ঘামাতে না দেখি।’

পিউ বাধ্যমেয়ের মত ঘাড় কাত করল। ওড়নার প্রান্ত উঠিয়ে চ্যাটচ্যাটে গাল মুছতে গেলে হাত ধরে ফেলল ধূসর। প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে। ধূসর স্বল্প এগোয়, সাদরে, সযত্নে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে নিজেই মুছিয়ে দেয় ডাগর ডাগর চক্ষুদ্বয়।

পিউয়ের বিহ্বল,বিমোহিত চাউনীতে দৃষ্টি গাঁথে। সহজ -স্বীকারোক্তি দেয়,
‘ তোকে কাঁদলে খুব বা*জে লাগে পিউ। এতটা বি*শ্রী লাগে যে আমার কিছু একটা করে ফেলতে মন চায়।’
পিউ অবোধ কণ্ঠে শুধাল,
‘ কী মন চায় ধূসর ভাই?’
ধূসর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। অঞ্জলিপুটে রাখল তার হ্রস্ব আদল। সেখান থেকে ডান হাতের বুড়ো

আঙুলটা উঠে গেল তার মসৃন গালে। দু একবার স্লাইড করল জায়গাটায়। স্পর্শে পিউয়ের গাত্র শিরশির করে। মন্থর বেগে বুজে আসে কিশলয়। ধূসর চোখেমুখে দরদ ঢেলে শুধাল,

‘ বেশি ব্য*থা পেয়েছিস? ‘পিউয়ের শিহরণ মুছে গেল ওমনি। গতকালকের সব কথা পাল্লা দিয়ে মনে পড়ল। চুরি করে ধরা পরার

মত করে ফেলল চেহারা। ধূসর ভাই হাতের কাছে পেলে খবর করবেন বলেছিলেন না? আর সে কী না তার সামনেই বসে?

পিউ পরিবেশ সামলাতে, যেঁচে ফটাফট বলে দিল

‘ আর কখনও এরকম করব না ধূসর ভাই।’

ধূসর কিছু বলল না। তার অভিপ্রায় স্বাভাবিক। মেয়েটা ওর ভ*য়ে

সকালে খেয়ে যায়নি অথচ একটু আগে ওর বুকে পরেই কাঁদল।

মনে মনে হাসল সে। বাইরেটা শক্ত রাখতে ঠোঁট কাম*ড়ে ধরল।

পিউ ভীত কণ্ঠে বলল ‘ এবারের মত কি ক্ষমা পেয়েছি?’

সে হ্যাঁ -না জানাল না। উলটে প্রশ্ন করল

‘ বললিনাত,অনেক ব্য*থা পেয়েছিস?’

পিউয়ের ঠোঁট উলটে এলো।‘ ব্য*থা পাওয়ার জন্যেইত মে*রেছেন।’

কথাটায় প্রকাশ পেল তার অভিমান,ছোট্ট মনের বেদ*নাবোধ। অথচ ধূসর স্বভাবসিদ্ধ হাসে। অল্প হলেও, পিউয়ের হৃদয় কাঁ*পানো হাসি। স্বর নামিয়ে বলে,

‘ শরীরের ব্য*থা তো ওষুধ খেলে সেড়ে যায়। দুদিন বাদে ক্ষ*তটাও মিশে যায় ত্বকের নীচে। কিন্তু তুই

মর*তে যাচ্ছিলি শোনার পর একজনের বক্ষপিঞ্জরে যে ক্ষ*ত, যে ছিন্ন স্থান,যে য*ন্ত্রনা তৈরী হয়েছিল তা মিশবে কী দিয়ে পিউ?’প্রগাঢ়, নিবিড় গলায় ধূসরের অগভীর অধর নড়তে দেখা যায়। ঠিকড়ে আসে কিছু বাক্যবাণ। দ্বিখণ্ডিত করে পিউয়ের দেহময় ছড়িয়ে থাকা অতি সুক্ষ্ম নাড়ীটিকেও।

সে আকুল চিত্তে শুধায় ‘ সেই একজন কে ধূসর ভাই?’

তার ভেতরটা দোদুল্যমান। ছট*ফট করছে,কাত*রাচ্ছে। ব্যগ্র হয়ে চাইছে ধূসর ভাই বলুক ‘সেই একজন আমি ‘।

‘ তোর না জানলেও চলবে।’

বরাবরের মত উদ্বেগশূন্য, সংক্ষিপ্ত প্রতিবাক্যে পিউ হতাশ হয়। নেতিয়ে আসে মন। আচমকা ধূসর তার

ঘাড়ের কাছটা চে*পে ধরে। রীতিমতো টেনে এগিয়ে নেয় নিজের দিক। পিউয়ের ক্ষুদ্র ঘাড় এঁটে গেল তার পুষ্ট মুঠোয়। মুখটা ঝুঁকে এলো সামনে। মৃদূ ভড়কায় মেয়েটা। ওপাশ থেকে ধূসরের মাথাটাও এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। মুহুর্তে শুরু হলো তার তপ্ত শ্বাস আ*ছড়ে পরার যু*দ্ধ। পিউয়ের বদন উষ্ণীষ হয়ে আসে সেই নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায়।

আরেকটু হলে ওষ্ঠযূগল ছুঁইছুই হবে। ধূসরের সরু নাক ছুঁয়ে দেখবে তার মুখমণ্ডল। পিউয়ের শ্বাসরু*দ্ধকর অবস্থা তখন। এত কাছে কখনও আসেনি যে!ধূসরের এতটা সান্নিধ্য সহ্য হয়না। এই যে পুরো চেহারাটা দেখছে, এতটা নৈকট্য এসব কী আদৌ সত্যি?

ভীষণ ক*ষ্টে,ভয়*ঙ্কর প্রয়াসে সে তাকিয়ে থাকে ধূসরের তামাটে

মুখের দিকে। অক্ষিপল্লব কাঁপ*ছে তখন। দ্রিম দ্রিম শব্দে আন্দোলিত হচ্ছে অন্তঃকরণ। ধূসরের অন্তর্ভেদী, মোহময়, নেশার্ত দৃষ্টি পরীক্ষা নেয় তার। মানুষটার কপালে বিন্যস্ত চুল গুলো এত সুন্দর কেন? এত সুন্দর কেন দৃঢ় চিবুকটা? আর ঘন ভ্রুঁ দুটো,যেন সুগভীর খাদ। এর জন্যে যে সে হাজার বার মর*তে পারে।

পিউ ভেতরে ছটফট করে, অনুরোধ জানায়,

‘ এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না ধূসর ভাই। খু*ন হয়ে যাচ্ছি আমি।’

ধূসরের নেত্রদ্বয় তার মুখজুড়ে খেলছে। কপাল,চোখ,নাক, ঠোঁট তীক্ষ্ণ ভাবে মাপছে যেন। পিউয়ের কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ এই নিরীক্ষনের তোপে।পরপর শোনা গেল তার অনমনীয় গলায় একটি মধুর বানী,

‘এই ভূমন্ডলের কোনও একটি মানুষের পৃথিবী তুই। তার আদ্যোপান্ত জুড়ে তুই। তার প্রান সঞ্চালনের পথ্য তুই। তুই তার রো*গ সাড়ানোর জড়িবুটি। একবার ভেবেছিস,তুই না থাকলে তার কী হবে? ‘

পিউ জানে সে উত্তর পাবেনা। ধূসর ভাই অর্ধেক কথা বলে তাকে আন-

চান করিয়ে মা*রেন। তবুও মেয়েটা দমবে না। মুখ ফুটে প্রশ্ন করে বসে,

‘ সে কে? ‘ধূসরের লালচে ঠোঁট দুটো সরে গেল একদিকে। নীরবে হাসল। জানাল,

‘ তুই পৃথীবিতে আসার পর যে তোকে সবার আগে ছুঁয়েছে ।’

পিউয়ের ভ্রুঁ গুছিয়ে এলো এক জায়গায়। ধূসর আরো কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। পাল্টাল চেহারার

রং। চোখেমুখে স্পষ্ট দ্বিধা। হঠাৎ করেই ঘাড় ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত গলায় বলল,

‘ ঘরে যা। রাত অনেক হয়েছে। ‘

পিউ ঠোঁট কাম*ড়ে ভাবছিল। কথাটায় ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল, বলল,

‘ আপনি যাবেন না?’

ধূসর কপাল কোঁচকায়। পিউ উঠে মিহি কণ্ঠে বলে,

‘ যাচ্ছি।’দু কদম হেঁটে থেমে গেল সে। পেছন ফিরতেই ধূসর অন্যদিক তাকাল। পিউ ওড়নার মাথাটা আঙুলে প্যাচাতে প্যাচাতে বলল,

‘ ইয়ে...একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে ভ*য় লাগছে!’

ধূসর দৃষ্টি চোখা করে বলে,

‘ এতক্ষণ যে ছাদে দাঁড়িয়েছিলি, ভ*য় লাগেনি?’

পিউ সরল ভাবে দুদিকে মাথা নাড়ল।

আবেদন করল ‘ আপনি সাথে আসুন না একটু। যদি ভূত টুত দেখি, আমি ম*রেই যাব।’

ধূসর শ*ক্ত কণ্ঠে বলল ,

‘ ফের আরেকবার ম*রার কথা উচ্চারণ কর,দ্যাখ কী করি!’

পিউ মুখটা ছোট করে ফেলল। মনে মনে ভেঙচি কাট*ল।

‘ আমি ম*রব বললে দোষ, আর উনি যে দিন রাত নিজের প্রেমের আ*গুনে জ্বালি*য়ে মা*রছেন আমায়, তাতে দোষ নেই। ‘মুখে বলল,

‘ তাহলে আসুন।’

ধূসর পা বাড়ায়। বলে ‘ হাঁট।’

পিউ এপাশ ফিরে বিজয়ী হাসল। ধূসর তার পেছনে এগোয়। পিউয়ের চোখ সামনে রইলেও মন নিহিত ওই মানুষের প্রতি। যাকে বুকের বা

পাশে ,অগ্রমস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে বয়ে চলে সে। সে হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে পেছনে তাকায়। বাল্বের হলুদ আলোতে ধূসরের লম্বা অবয়ব দেয়ালে দৃশ্যমান। সেটা দেখতে দেখতে ধাপে ধাপে কদম বাড়ায়। ধূসরের অন্তকরনে বন্দি কিছু অস্বচ্ছ কথা। যা বাষ্পের ন্যায় ঝাপ্সা। তার পা এগোয় পথে,অথচ দৃষ্টি থাকে সামনের চঞ্চল কিশোরীর দোদুল্য

কেশগুচ্ছে।ঘরের সামনে এসে থমকাল পিউ। অচিরাৎ মাথায় আসে ছাদের কথা। সে কি ধূসর ভাইকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন? বেখেয়ালে,না বুঝে জ্ঞান খুইয়ে ঝাঁপিয়ে পরল বুকে? কতক্ষণ ছিল? পিউ চোখ খিঁচে জ্বিভ কা*টল। কুণ্ঠায় হাঁস*ফাঁস করল। ইশ! কী লজ্জ্বা! কী লজ্জ্বা!

পিউ আস্তে আস্তে চোরা চোখে একবার পেছনে তাকায়। ধূসরের উপস্থিতি টের না পেয়ে ভেবেছিল চলে গেছে হয়ত। অথচ ঘুরে তাকাতেই চোখাচোখি হলো।সে মানুষ টা বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে। সাথে ভ্রু উঁচায়। পিউ থতমত খেল খানিক। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল চোখ। হন্তদন্ত ভঙ্গিতে ঢুকতে গেল ভেতরে। চাপানো দরজাটায় নাকটা

ঠু*কে গেল ওমনি। ব্যথা*য় ছিটকে পিছিয়ে এলো। নাক ডলতে ডলতে আবার ফিরে তাকাল। ধূসর তখনও দাঁড়িয়ে।

স্পষ্ট বলল ‘ আহাম্মক!’পিউ লজ্জা পায়। রীতিমতো ঠোঁট উঠে আসে চূড়ায়। আর দাঁড়ায়না, ছুটে ঢুকে যায় কামড়ায়।

ধূসর ফিরে আসে নিজের রুমে। অগোছালো পিউয়ের কথা মনে করে

মিটিমিটি হাসে। শীতল চোখ নিবদ্ধ হয় দেয়ালে টাঙানো সেই পেইন্টিং এর ওপর। পরপর প্রশান্ত,মুক্ত শ্বাস নেয়।

এই চোখ, এই নেত্রপল্লব তার জন্যে এক ধরনের উপশম। রুমে এসে একবার দেখলেই যেন উবে যায় সব গ্লানি,সব শ্রান্তি। অথচ চোখের মালিক নিজেও জানেনা এসব। জানলে কী করবে? কবেই বা

জানাবে সে? আর কতগুলো দিন পার হলে আসবে সেই মুহুর্ত? পিউয়ের ঘুম আসছে না। নিদ্রা চুরি করেছেন ধূসর ভাই। পিউ কোলবালিশটা অবধি গায়ে জড়াল না আজ। ধূসরের বুকে থাকার ওই দৃশ্য যতবার মনে পড়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়। অদ্ভূত শিরশিরে অনুভূতি এসে পা চালায় সাথে। মনে হচ্ছে ধূসরের তীব্র পারফিউমের ঘ্রান

আসছে তার জামাকাপড় থেকেও। শরীরে মিশে গিয়েছে ওই কাঙ্ক্ষিত স্পর্শ। এখন কোলবালিশ নিলে মুছে যাবে না?

রাত ফুরালেই ফাগুন শুরু। আসছে বসন্ত। কোকিল ডাকবে,ফুটবে নানান ফুল। রাস্তার পাড়ে লাগানো গাছগুলোয় দেখা দেবে নব নব পল্লব।

শহরজুড়ে হাজার নারী হলদে শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে রাখবে তার প্রিয় মানুষকে। ব্যস্ত পথে নিজেদের মনে লুকিয়ে পা মেলাবে। সময় সময়ে একে অন্যের দিক চেয়ে করবে রঙিন হাসি বিনিময়। ছেলেটা তাকালে মেয়েটি লজ্জায় নামিয়ে নেবে দৃষ্টি। আচ্ছা, তার জীবনে এমন দিন আসবে না? যেদিন সেও একটা লাল -হলুদ মিশেলের শাড়ি

পরবে,কানে থাকবে একজোড়া লম্বা ঝুমকো, মাথায় পরবে একটা গোলাপের চাকা,আর থাকবে হাত ভর্তি চুড়ি। আর পাশে পাশে হাঁটবে প্রিয়তম সে। তার ধূসর ভাই। তার পাঁচটে আঙুল জায়গা পাবে ওই শক্ত, খসখসে তালুর মধ্যে। আসবেনা সেইদিন?পিউ চোখ বুজল। নিঝুম রাতে কক্ষের চারপ্রান্তে তার উতলা নিঃশ্বাসের শব্দ। রাত

পোহালেই যে ফাগুন আসছে, যে হাওয়া ধেঁয়ে যাচ্ছে ভোরের দিকে, সেই হাওয়ার একাংশ ছুটে এলো। জানলা গলে প্রবেশ করল কামড়ায়। স্বশব্দে বিছানার দিকে এগিয়ে ছুঁয়ে দিল তাকে।

কানের কাছে ফিসফিস করে জানাল, ‘ তোর বসন্ত আসছে পিউ। খুব শীঘ্রই আসছে।’ইংরেজি প্রথম, দ্বিতীয় পত্র,এই দুই বিষয়ের পরীক্ষা

শেষ। আজকে শুক্রবার, পরীক্ষা নেই। আগামীকাল থেকে শুরু সব কঠি*ন ক*ঠিন সাব্জেক্ট। পরশু অবশ্য বাংলা প্রথম পত্র। অথচ পিউয়ের মাথায় ওসব নিয়ে চিন্তা নেই। সে সকাল থেকে মায়ের পেছন পেছন ঘুরছে। ঘ্যান ঘ্যান করছে। অনুনয়- বিনয় করছে।

‘ সে হওয়ার পর তাকে প্রথম ছুঁয়েছিল কে? ‘

এই একটা ব্যাপার সারারাত তাকে ঘুমোতে দেয়নি। হিসেব মত জন্মের পর বাচ্চাদের মায়েরা কোলে নেয়। কিন্তু উনি কাল যেভাবে বলেছিলেন বিষয়টাত ওরকম একদমই মন হয়নি। সঠিক আর সত্যিটা শোনার জন্যেই মেয়েটার এত আকুলি-বিকুলি। পিউ শেষ বার মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মিনা বেগম বলেছেন হাতের কাজ শেষ করে

বলবেন,ধীরেসুস্থে। কিন্তু মেয়ে এত অধৈর্য! পেছন পেছন রান্নাঘরেও চলে এসছে।

তিনি গরম পানি চুলোয় বসিয়েছেন মাত্র। পোলাওয়ের মধ্যে দেবেন।

পিউ আহ্লাদে ভে*ঙে*চুরে বলল,

‘ ও আম্মু,বলোনা! একটা সামান্য কথা শুনতে চেয়েছি,বলে দিলেইত হয়। ‘

মিনা বেগম বিরক্ত চোখে তাকালেন।

‘ তোর পড়াশুনা নেই? কাল পরীক্ষা মনে আছে?’‘ আছে। তুমি বলে দাও আমি চলে যাচ্ছি।’

সুমনা বেগম এলেন তখন। বুয়াকে বললেন ‘ একটা পেয়াজ কে*টে দাওত। ডিম ভাজব।’

‘ কে খাবে, রিক্ত?’

‘ হ্যাঁ আপা। ছেলেটা ডিম ভাজি ছাড়া কিচ্ছু খেতেই চায়না। কী যে করি! গায়ে একটা মুরগীর থেকেও

কম ওজন। ধরে ছু*ড়ে ফেলা যাবে।’

বুয়া ব্যস্ত হলেন পেয়াজ কা*টায়। সাথে বিজ্ঞের মত হাবভাব করে বললেন,

‘ পোলাপাইন এই বওসে খাইতে চায়না। আমার ডারে পিডা*ইয়া খাওয়ান লাগত। হাত পাখার বারি না খাইলে নলা মুকোত দিতোনা। ‘

বলতে বলতে বটির মাথায় পেয়াজ ধরতেই চোখ জ্ব*লে টলমলে হলো। কাপড়ে মুছতে মুছতে বললেন,

‘ আল্লাহ রে পেইজে কি ত্যাজ!’

সুমনা বললেন,‘ না পারলে রেখে দাও। আমি কে*টে নিচ্ছি।’

‘ না থাউক,পারমুনে। আফনের করোন লাগতোনা। ‘

পিউ ওসব থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল চটজলদি।

ফের নাকে বাজিয়ে বলল ‘ আম্মু বলোনা, বলোনা।’

‘ পিউ,রান্নার সময় বিরক্ত করিস না। বলেছিত শেষ হলে বলব। এখন যা পড়তে যা।’

পিউ বিরোধিতা করল ‘ না আমি শুনেই যাব। আমাকে শুনতেই হবে।’

সুমনা বেগম বললেন, ‘ কী কথা? ও কী জানতে চাইছে আপা?’

‘ আরে আর বলিস না। সকাল থেকে কী একটা ঘোড়ার মাথা জিজ্ঞেস করছে। ওর জন্মের পর ওকে কে কোলে নিয়েছে,এটা একটা প্রশ্ন?’‘ আরে এটাত সহজ একটা কথা পিউ। জন্মের পর কে ছোঁবে, ডাক্তার -নার্স এরাইত ছোঁয়। নার্স রা রক্ত পরিষ্কার করে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে তারপর নিয়ে আসে

পরিবারের অন্যদের কাছে। রিক্ত হওয়ার সময় দেখিস নি?’

পিউ হতভম্ব হয়ে বলল ‘ তাহলে কী দাঁড়াল? আমাকে সবার আগে ডাক্তার ছুঁয়েছে?’

‘ হ্যাঁ। শুধু তোকে না সব বাচ্চাকে। পেট থেকে সে বার করবে তো ছোঁবেনা?’

পিউ দুপাশে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল,

‘ না না ওসব বাদ। আমাদের বাড়ির মধ্যে সবার আগে কে ছুঁয়েছে আমায়? কে কোলে নিয়েছে?’

সুমনা বেগম বললেন,‘ আমিত তখন এ বাড়িতে ছিলাম না। হয়ত ভাইজান নিয়েছেন। তাইনা আপা?’

মিনা বেগম পোলাওয়ের মধ্যে গরম পানি ঢাললেন। খুন্তি দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিলেন পুরোটা। উত্তর করলেন,

‘ না। ওকে আমি কাউকে ধরতে দিইনি। এমন কি নিজেও ছুঁইনি।’

পিউ আগ্রহভরে বলল ‘ তাহলে কে?’

সুমনা বেগমের চোখেমুখেও দেখা গেল শুনতে চাওয়ার প্রবণতা। মিনা বেগম কাজে ব্যস্ত থেকেই মৃদূ হাসলেন। জানালেন,

‘ তোকে সবার প্রথম কোলে নিয়েছিল ধূসর। দশ বছরের বাচ্চাটা

তোকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে চে*পে ধরেছিল বুকে। আমার এখনও মনে আছে,ধূসর প্রথম বার তোকে কোলে নিয়ে মুখের দিক চেয়েছিল। তখন ও বাচ্চা, কিন্তু ভাবসাব একইরকম মুরুব্বিদের মত। অথচ তোর দিক তাকিয়েই কেমন অবুঝের ন্যায় বলল,

‘ এইরকম সুন্দর বার্বিডলটা তুমি কোত্থেকে আনলে বড় মা?’

সুমনা বেগম হেসে ফেললেন। হাসির শব্দ শোনা গেল বুয়া করিমুন্নেসার ও। পিউয়ের বুকটা ধ্বক করে উঠল। একটা শান্ত পুকুরে ঢিল ছো*ড়ার পর যে উদ্বোলন দেখা যায়,তারই পাশ কা*টাল হৃদয়খানা। মিনা বেগম কথা শেষ করে তাকালেন,বললেন,‘ হয়েছে শান্তি?’ পিউ শিথিল বেগে মাথা কাত করে। ছোট-খাটো মুখটা অত্যুজ্জ্বল।

নক্ষত্রের মত ঝলক সেখানে। দু-ঠোঁট কানায় কানায় হৃষ্ট হয় কুণ্ঠিত, মুচকি হাসিতে। এর মানে কাল ধূসর ভাই যা বললেন,

❝এই ভূমন্ডলের একজনের পৃথিবী তুই। তার আদ্যোপান্ত তুই। তার প্রান সঞ্চালনের পথ্য তুই। তুই তার রোগ সাড়ানোর জড়িবুটি। ❞

ওসব নিজেকে বোঝাতে বলেছেন?

পিউ বুকের বা-পাশটা ওড়নার ওপর দিয়েই খা*মচে ধরল। এত তীব্র কম্পন তার!

সুমনা বেগমের উৎসাহ এখন তুঙ্গে। পিউয়ের জন্ম সংক্রান্ত সকল কথা শুনে নিচ্ছেন। কৌতুহল সমেত আরো নানান কিছু জানতে চাইলেন। এসব আগে শোনেননি তিনি। পিউ আর দাঁড়াল না। ত্রস্ত বেগে রান্নাঘর থেকে বাইরে এলো। এক্ষুনি ধূসর

ভাইয়ের কাছে যাবে সে। গিয়ে বলবে,‘ আমি সেই মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি ধূসর ভাই। আজ আমি নিশ্চিত আপনিই সে। ‘

সে ছুট্টে সিড়ির এক ধাপে উঠেও নেমে এলো। ধূসর ভাইত বাড়িতেই নেই। অফিসে গিয়েছেন। ভাবল, তাতে কী! উনি ফিরলে আর অপেক্ষা নয়। আজই জানিয়ে দেবে তার মনের কথা। বলে দেবে “আমি

আপনাকে ভালোবাসি ধূসর ভাই”। অনেক হয়েছে লুকোচুরি! আর সইতে পারছেনা এই টানাপোড়েন। স্নায়ুযু*দ্ধে সে ক্লান্ত। আজত কোনও মনঃদ্বিধা নেই,সে শতভাগ নিশ্চিত ধূসর ভাইও তাকে চায়। মানুষটা হয়ত আর পাঁচজনের মত মনের কথা বলতে পারেনা। সে না পারলেও বা,ও আগাবে। এই ঝুলতে থাকা সম্পর্কের একটা রুপ দেবেই

আজ। পিউ পণ করল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এখন শুধু ধূসর ভাইয়ের ফেরার প্রতীক্ষা।পিউ নিজের কামড়ায় রওনা করতে গিয়ে আবার দাঁড়াল। নজরে পরলেন রুবায়দা বেগম। কাজে মনোনিবেশ তার। শোপিস রাখার শোকেস থেকে একটা একটা জিনিস নামিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছছেন। এতক্ষণ সব আসবাব মুছেছেন। এই কাজটা তিনি

নিজ উদ্যোগে করেন । সিকদার বাড়ির ছেলেমেয়েদের একটা কমন রো*গ আছে। ডাস্ট এলার্জি! সামান্য ধূলোময়লা পেলেই হেঁচে- কেশে একাকার কর সব। অবশ্য এই রো*গ আফতাবেরও রয়েছে। মানুষটা শান্ত,নিরবিলি হলে কী হবে,রো*গ তার চামড়ার ডগায়।

পিউ নিজের ঘরের দিক আর গেল না। রুবায়দা বেগমের কাছে এসে

আবদার করল,‘ আমি করে দেই মেজো মা?’

তিনি হাসি হাসি মুখে ভ্রু কুঁচকে বললেন,

‘ কেন রে মেয়ে? তুই করবি কেন?’

‘ তোমার ক*ষ্ট হবে না?’

রুবায়দা হেসে ফেললেন। পিউয়ের থুত্নী ধরে বললেন,

‘ ওরে পাকা বুড়ি রে! কত ক*ষ্ট বোঝে আমার!’

পিউ বলল,

‘ আমি না বুঝলে কে বুঝবে? ‘

‘ তাইত। তুইত আমার মেয়ে, তুই না বুঝলে কে বুঝবে?’

পিউ কপাল কোঁচকাল সাথে সাথে। ভাবল,

‘ মেয়ে ডেকোনা মেজো মা। সম্পর্ক বদলে যাবে একটি পলকে......’

মুখে বলল ‘ মেয়ে নই। আমি তোমার মা। ‘

তারপর বিড়বিড় করে বলল ‘ বউমা।’

‘ আচ্ছা বেশ, তাই। এখন সর, ধূলো যাবে গায়ে। নাকেমুখে ঢুকলে হাঁচি দিয়ে কাহিল হবি।’

‘ কিচ্ছু হবেনা। তুমি আমাকে দাও।’পিউ জোর করে টেনেটুনে কাপড় নিয়ে এলো। রুবায়দা বেগম হার মানলেন। পরা*জিত কণ্ঠে বললেন,

‘ দ্যাখো মেয়ের কান্ড! তুই পারবি না পিউ, আমায় দে।’

‘ পারব আমি। তুমি যাও বিশ্রাম নাও।’

সেই সময় চৌকাঠ থেকে একটি প্রফুল্ল স্বর ভেসে আসে,

‘ আসতে পারি?’

দুজনে একযোগে তাকায়। দুহাতে দুটো ভারি মিষ্টির প্যাকেট সমেত

দাঁড়িয়ে মারিয়া। গাল ভরা হাসি। রুবায়দা বললেন,

‘ আরে এসো,এসো। কী খবর তোমার?’

মারিয়া ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,

‘ এইত আন্টি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কেমন আছেন?’

‘ ভালো। ‘

মারিয়া মিষ্টি বাড়িয়ে দিল ‘ নিন, আপনাদের জন্যে।’

‘ হঠাৎ মিষ্টি কেন?’

‘ একটা সু-সংবাদ আছে।’

‘কী?’

‘ আমার চাকরি হয়েছে?’

‘ ওমা তাই? এত খুব ভালো খবর।

‘ভালো খবর শুনেও পিউয়ের মন খা*রাপ হলো। মারিয়াপুর চাকরি হয়েছে মানে,সে কী আর পড়াতে আসবেন না? ওর ওইদিনের কথায় দুঃ*খ পেয়েই কী.....

‘ এই পিউ,যা তো মা আপাকে ডেকে নিয়ে আয়।’

সে চোরা চোখে একবার মারিয়ার দিক তাকিয়ে মাকে ডাকতে গেল।

মারিয়া সোফায় বসল। রুবায়দা পাশে। মিনা বেগম বুয়ার হাতে দায়িত্ব ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মারিয়াকে দেখে খুশি হলেন খুব। সুমনা প্লেটে ভাত তুলে, দুটো কথা

বিনিময় করে চলে গেলেন ঘরে। রিক্তকে খাওয়াবেন এখন।

বাকীরা গল্প জুড়লেন। চাকরি পাওয়া কোম্পানির আগামাথা জিজ্ঞেস করলেন। পিউ এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইলসের মেঝে খোটে। মারিয়ার থেকে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। এখন কথা বলতেও লজ্জা লাগছে তার। নাহলে জিভটা যে মাত্রায় নিশপিশ

করছে,এতক্ষণে বকবকের ঝুড়ি খুলে বসত।

তার অস্থিরতা বাড়ল। মারিয়াপু চাকরি নিলে নিশ্চয়ই আর পড়াবেন না। ইশ! কী একটা অবস্থা! আগে চেয়েছিল মেয়েটাকে তাড়াবে আর এখন সে পড়াবেনা জেনে মন খা*রাপ হচ্ছে। তার মুড কথায় কথায় এত সুইং করে কেন?

মিনা বেগম বললেন,‘ তা ,আমার মেয়েটাকে আর পড়াবেনা বুঝি?’

পিউ চটজলদি সচেতন হয়ে দাঁড়াল। মাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাল ওর মনের কথা জিজ্ঞেস করায়।

মারিয়া বলল,

‘ পড়াব আন্টি। চাকরি নিলেও বা,ওর পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি আমি আছি। তবে সন্ধ্যে বেলা আসতে পারবনা। হয় খুব ভোরে বা

রাত নটার দিকে পড়াতে হবে, এই আর কী!’

কেউ কিছু বলার আগেই পিউ লাফিয়ে বলল,

‘ নয়টার দিকে পড়ালে ভালো হয়।’পরপর নিজেই মিইয়ে গেল। ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল। অথচ মারিয়া ভীষণ সহজ,স্বাভাবিক গলায় বলল,

‘ ঠিক আছে পিউ,তখনই আসব তাহলে। ‘

কথা শুনে মনে হলো তাদের মধ্যে কিছুই ঘটেনি। যেন সব ঠিকঠাক। পিউ একটু অবাক হয়। লজ্জা,সঙ্কোচ কমার বদলে আরো তরতরিয়ে বৃদ্ধি পায়। মেয়েটা এত ভালো আর সে? ছি! ছি!

জবা বেগম ফিল্টার থেকে জগে পানি ভরেছেন। হৃষ্টপুষ্ট ভারী জগ।

খালি থাকলেও বেশ ওজন। হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ শাড়ির কুচিতে পা বাঁধালেন,পরতে গেলেন হুম*ড়ি খেয়ে। বহু ক*ষ্টে নিজেকে সামলালেও পা মুচ*ড়ে গেল। হাত থেকে জগটা ছুটে পরল মেঝেতে। বিকট, জোড়াল শব্দে কেঁ*পে উঠল বসার ঘর। চমকে গেল সকলে। কাচের ছোট ছোট টুকরো এদিক ওদিক ছিটিয়ে গেল। পানিতে

তলিয়ে গেল চারপাশ। ব্য*থায় মৃদূ শব্দে আর্ত*নাদ করে উঠলেন জবা। আওয়াজ পেয়ে ত্রস্ত ছুটল সকলে। মারিয়া সবেগে গিয়েই বসে পরল পাশে।

‘ আন্টি কী হলো,ব্য*থা পেয়েছেন?’

জবা বেগম পায়ের পাতা চে*পে রেখেছেন হাত দিয়ে। চোখ শক্ত করে বোজা।

রুবায়দা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

‘ ও সেজো পরে গেলি কেমন করে? দ্যাখো দেখি... লাগেনিতো?’

‘ আমি ঠিক আছি আপা। ‘

সাদিফের ঘর সিড়ির কোনার দিকে। আওয়াজ পৌঁছে গেল তার কানেও। বাড়িতে সেই এখন একমাত্র পুরুষ। শুক্রবার হলেও আজমল কে সাথে নিয়ে অফিস চক্কর কা*টতে গিয়েছেন সকলে। দলে আনিস ও যোগ হয়েছেন আজ।

সাদিফ দ্রুত পায়ে সিড়ি দিয়ে নামল। গৃহীনিদের ছোটখাটো জটলা বেঁধেছে। সে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে আসে। মাকে বসা দেখে ঘাবড়ে, উতলা হয়ে শুধায়,‘ মা, কী হলো? ব্য*থা পেয়েছো?’

‘ আরে আমি ঠিক আছি।’

মারিয়া কেমন খ্যাক করে বলল,

‘ কী ঠিক আছেন? ব্যথা*য় তাকাতে পারছেন না,আর বলছেন ঠিক আছি? নিন আমার হাতটা ধরুন।’

জবা বেগম গোল গোল চোখে তাকালেন। হতচেতন সাদিফও।

মারিয়া হাত পেতে দেয়। জবা বেগম হাত ধরবেন কী,বিস্ময় তখনও কা*টেনি। এতটুকু মেয়ে তাকে ধমকা*ল?

‘ কী হলো আন্টি,হাতটা ধরুন।’

হুঁশে এলেন তিনি। ‘হু?’ বলে হাত ধরলেন। পিউ বাম হাত আর সে ডান ধরে সুস্থে-ধীরে ওঠাল তাকে। ধরে ধরে নিয়ে বসাল সোফায়।

পেছনে মিনা বেগম বলছিলেন,‘ আস্তে। দেখে দেখে নে।’

জবা বেগম কে বসিয়েই মারিয়া পায়ের কাছে বসল। বলল ‘ একটু গরম সরিষার তেল আর ফাস্টএইড হবে? ‘

সুমনা বেগম ‘হ্যাঁ হ্যাঁ’ বলে ছুটে গেলেন আনতে। রিক্তকে খাওয়ানো ফেলে তিনিও হাজির হয়েছিলেন।

মারিয়া আ*হত পা তুলল হাতে। একটু নাড়াতেই জবা ‘ আল্লাহ” বলে ব্যথায় ক*কিয়ে উঠলেন।

পিউয়ের চোখ ভরে ওঠে। ঠোঁট ভা*ঙল কা*ন্নায়। মিনা বেগম বললেন,

‘ দেখেছিস,ব্য*থা পেলো কে আর কাঁদছে কে?’

জবা বেগমের পাশেই বসে সে। ভদ্রমহিলা ওর কা*ন্না দেখে য*ন্ত্রনা ভুলে গেলেন। হেসে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। রুবায়দা বললেন,

‘ আমাদের পিউত এরকমই।’

সুমনা যেন উড়ে এলেন সব নিয়ে। গর*ম তেলের বাটিটা সাবধানে

মেঝেতে রাখলেন। সাদিফের তীক্ষ্ণ চোখ তাকিয়ে মারিয়ার হাতের ওপর। যে হাতদুটো তুলো দিয়ে স্যাভলন ঘষছে মায়ের পায়ে। স্পর্শ পেতেই জবা বেগম নড়ে উঠলেন। বাঁ*ধা দিয়ে বললেন,

‘কী করছো মারিয়া? পায়ে হাত দিচ্ছো কেন?’

মারিয়া শুভ্র হেসে জানাল,‘ তাতে কী হয়েছে আন্টি? আপনিত আমার

মায়ের মত তাইনা? দেখি হাত সরান।’

জবা বেগম মুগ্ধ হলেন। হাত দুটো মারিয়া নিজেই সরিয়ে দিলো । কাচের ঘষা লেগেছে,তবে কা*টেনি। পা মো*চড়ানো তেই যা ব্য*থা পেয়েছেন। তেলের ওপর একটা আঙুল বুলিয়ে সে উষ্ণতা নিরীক্ষন করল। এক হাতে তুলে পুরো পায়ে মালিশ করতে থাকে। যাতে একটু

জড়োতা,একটু বিরক্তি,একটু সঙ্কোচ নেই। প্রত্যেকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসে। মেয়েটার এই ব্যবহার বিমোহিত করে তাদের। পিউয়ের ভেতরটাও ছুঁয়ে যায় আদুরে ভালো লাগায়।সাদিফ বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখতে থাকে। মা-টা যে ওর স্তব্ধতায় ভুলে বসেছে। মারিয়াকে প্রথম থেকে বিদ্বিষ্ট, ঝা*মেলা, আর অসহ্য, মেয়ে মনে হত। যে ঝগড়া

ছাড়া কিছুই পারেনা। দেখলে তার ভালো মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে কয়েকবার। অথচ মেয়েটাকে আজ কেমন অচেনা, অন্যরকম লাগছে না? ও কি আসলেই এইরকম? এতটা ভালো?ইকবাল দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষন ধরে অপেক্ষা করছে পুষ্পর। এমনিতে মেয়েটা সব সময় আগে আসে, আজ যে কী হলো!

সে বিচলিত, চিন্তান্বিত। পুষ্প তো দেরী করেনা কখনও। উলটে আগে আগে এসে বসে থাকে। যদি সাক্ষাৎ এর সময় থাকত এগারটা,পুষ্প হাজির হতো সাড়ে দশটায়। আধ ঘন্টা পথ চেয়ে বসে থাকত ওর। বলত ‘তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে যে সুখ পাই,সেই সুখ অন্য কিছু তে পাইনা ইকবাল।’ইকবাল মনে মনে হাসল। পুরনো স্মৃতি চারণ থেকে

বেরিয়ে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল। ফোন করবে কী করবেনা দ্বিধান্বিত সে। আজত শুক্রবার,পুষ্পর ক্লাস নেই,ভার্সিটি বন্ধ। ফোন করা নিষেধ। পাছে ধরা পরে! পিউ সেদিন ফোন ধরে ফেলায় দুজনেই আরো অধিক তটস্থ। এত কিছুর মধ্যেও ওদের দেখা করা চাই। মেয়েটা নানান অজুহাতে বাড়ি থেকে

বের হবে। দুজন-দুজনকে না দেখলে শান্তি নেই যেন।

ইকবাল অস্থির ভঙ্গিতে এ মাথা- ও মাথা হাঁটল। ধুর ভাল্লাগছে না! আসছেনা কেনও ও? কখন আসবে? এত ক*ষ্ট অপেক্ষায়? কোনও সমস্যা হয়েছে কি বাড়িতে? ফোন করবে একবার? করবে ভেবেও থেমে গেল। ওর জন্যে সমস্যা হলে পুষ্প চিঁ*বিয়ে খাবে। তার অধীর

অপেক্ষার মাঝে একজন এসে দাঁড়াল সেখানে। মুখ ভর্তি মেক আপ,সালোয়ার কামিজ পরিহিত মানুষটি কেমন মোটা স্বরে বলল,‘ অ্যাই ভাইয়া টাকা দাও।’

ইকবাল ঘুরে তাকাল। নিমিষে ভ্রু কুঁচকে ফেলল। কথা না বাড়িয়ে মানিব্যাগ বের করে দশ টাকা বারিয়ে দিতেই আগন্তুক দুদিকে

মাথা নাড়লেন। ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললেন,

‘ আজকের দিনে দশ টাকায় হবেনা,গুনে গুনে একশ টাকা দাও।’

‘ আজ কী?’

‘অ্যাই ভাইয়া কী বলে? আজ কী তুমি জানোনা বাবু? চারপাশে দেখছোনা কত নিব্বা নিব্বি বসে,হু হু? আজ ভালোবাসা দিবস,আবার

পহেলা ফাল্গুন। দাও দাও, একশ টাকা দাও জলদি, সময় নেই। ‘

ইকবালের কপালের ভাঁজ মসৃন হয়। জ্বিভ কা*টল মনে মনে। আজ যে ভালোবাসা দিবস ভুলেই বসেছিল। অবশ্য ভুলবেনা কেন,সে কি এই একদিন তার পুষ্পকে ভালোবাসে? আলাদা করে ভালোবাসা দিবস তারাই পালন করে যাদের ৩৬৪ দিন ঘাটতি থাকে ভালোবাসতে। তার

তো নেই।‘ এই কী ভাবছো? এত ভাবাভাবি না করে টাকা দাও ত। নাহলে কিন্তু ভুল জায়গায় হাত দিয়ে দেব হু।’

ছেলেটার চোখ কপালে উঠল। দাঁড়ানো থেকে দু পা পিছিয়ে এলো ওমনি। এদের বিশ্বাস নেই। দিতেও পারে। তড়িঘড়ি করে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিতেই সে খুশিমনে নিলো। যেতে যেতে রসিয়ে বলল,

‘ তুমি হ্যান্ডসাম আছো, ভালোও। তাই সালাম দিলাম,আসসালামু আলাইকুম।’

ইকবাল হেসে উত্তর করল। তারপর আশেপাশে উদগ্রীব চোখে তাকাল। এতক্ষণ ফুল নিয়ে কত ছেলেমেয়ে ঘুরেছে। অথচ এখন একটাও নেই। সে এগিয়ে গেল কয়েক পা। ওইত একটু দূরেই দুটো বাচ্চা ছেলে ফুল নিয়ে বসে। ইকবাল গিয়ে সেখানে

দাঁড়ায়। ভীড় আছে ভালোই। প্লাস্টিকের দুটো মগ ভর্তি বড় বড় গোলাপ। টকটকে, তবে তাজা নয়। সব গুলো ন্যাতানো। ইকবালের পছন্দ হলো না। এমন নেতানো পুষ্প তার পুষ্পরানির জন্যে নহে! ইকবাল চলে এলো। ব্য*র্থ হয়ে বেঞ্চে বসল। পুষ্প কী রা*গ করবে সে ফুল না দিলে? তার ভাবনার মধ্যে কেউ একজন চে*পে ধরে দুই

চোখ। খানিকটা হকচকাল সে। পরপর মুচকি হেসে হাতদুখানি আক*ড়ে ধরল। হস্তের মালিক বলল,‘ কে আমি, বলুন তো?’

ইকবালের দৃঢ় প্রত্যয়ী জবাব,

‘ আপনি সে, যে এই ইকবাল নামক মানুষটার মনের মধ্যে বিশাল এক ঘড় বানিয়ে বসবাস করছে, তাও ভাড়া ব্যাতীত। ‘

পুষ্প হেসে ওঠে। ইকবাল হাতদুটো সরিয়ে এনে ডান হাতের তালুতে চুমু খেল। ঈষৎ কম্পনে শরীর দুলে ওঠে তার। ইকবাল হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রুঁ নাঁচিয়ে বলে,

‘ আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারি জানো?’

পুষ্পর সহজ উত্তর ‘ হ্যাঁ। কে না জানে!’

ইকবাল একটু হাসলো। সুধীর কন্ঠে বলল‘ এই ভালোবাসা দিবসে আমার

কি তোমাকে আরেকটু বেশি ভালোবাসা উচিত মাই লাভ?’

পুষ্প তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। ইকবালের প্রতিটি কথা ভেতরটা গুলিয়ে দিতে যথেষ্ট।

চটজলদি ওই নেশালো চোখ থেকে দর্শন ফিরিয়ে নেয় সে। নি*ক্ষেপ করে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর।

পুষ্পর লাজুক,লতানো হাসি ইকবালের বক্ষে সুনামি ওঠায়।

তান্ড*ব করে ঝ*ড়ের ন্যায়। ভুলভাল কিছু করে ফেলতে মন চায়। সে টেনেহি*চড়ে সরায় দৃষ্টি। আরেকদিক ফিরে, ঘাড় ঘষে, স্পষ্ট বিড়বিড়িয়ে বলে,

‘ এভাবে হেসোনা মাই লাভ,যা তা ঘটে যাবে।’

পুষ্প সচেতন হয়ে তাকালে চোখ টিপল সে। আরো কয়েক ধাপ বাড়তি লজ্জায় নুইয়ে গেল মেয়েটা।

ইকবাল সেই কুণ্ঠা তীব্র করতে বলল,
‘ বিলিভ মি পুষ্প,তুমি যখন মাথা নামিয়ে, মুচকি মুচকি হাসো, আমার ইচ্ছে করে তোমার ফোলা গাল দুটো খেয়ে ফেলতে। ইচ্ছে করে...’পুষ্প আর্ত*নাদ করে ওঠে,
‘ চুপ করবে ইকবাল?’
ইকবাল স্বশব্দে হেসে উঠল। হাসিতে দোল খেল লম্বাচওড়া দেহ। স্বইচ্ছায়

এরকম লজ্জার বাণ ছু*ড়েছে সে। পুষ্প ঠোঁট চে*পে হাসছে। উশখুশ -উশখুশ করছে।

এই ঠোঁট কা*টা মানুষটা বড্ড জ্বা*লায়! অন্তঃস্থলে পী*ড়া দেয়। অথচ একেই ওর চাই। কী তাজ্জব ব্যাপার!

ইকবাল হাসি থামাল। হঠাৎই গুরুতর কণ্ঠে শুধাল,

‘ একটা কথা বলব?’

আওয়াজ শুনে তটস্থ হয়ে বলল, ‘ বলো।”“ তোমার জন্যে আমি কোনও ফুল আনিনি পুষ্প। আমার মনেও ছিল না ‘আজ ভালোবাসা দিবস’। যখন শুনলাম এই সারা গার্ডেন খুঁজেছি,যা পেয়েছি,পছন্দ হয়নি, তাই কিনিনি। এই যে দ্যাখো, আমার হাত খালি। আজ এই দিনে তোমাকে ফুল না দেয়ার অপ*রাধে

তুমি কি রা*গ করবে? ক*ঠিন শা*স্তি দেবে আমায়?’

কী অনাড়ম্বর স্বীকারোক্তি! পুষ্পর কানে তরঙ্গের মত বাজল। এর থেকে নিষ্পাপ,অকলুষিত কিছু নেই যেন। জড়ো হওয়া দুই ঠোঁট আপনা-আপনি সরে গেল দুদিকে।

বলল ‘ আমাকে তোমার এমন মনে হয়?’

ইকবাল দ্বিধান্বিত। জ্বিভে ঠোঁট ভিজিয়ে জানাল,

‘ প্রেমিক পুরুষ তো,প্রেয়সীর ক্রো*ধ নিয়ে আ*তঙ্ক থাকাই কি স্বাভাবিক নয়?’

পুষ্প চোখা করে তাকাতেই হেসে বলল

‘ মজা করেছি মাই লাভ। ‘

পুষ্প কিছু বলল না। কাঁধ ব্যাগের চেইন খোলায় ব্যস্ত হলো হঠাৎ।

ভেতর থেকে দুটো গোলাপ বের করে ইকবালের সামনে ধরে বলল,‘ এগুলো কেনা নয়,আমার বারান্দায় যে গাছ গুলোকে বাচ্চার মত পেলেপুষে বড় করেছিলাম সেখান থেকে এনেছি। আমার এক প্রিয় মানুষের জন্যে আরেকটি প্রিয় জিনিসের ব*লি দিলাম। এখানে দুটো ফুল আছে ইকবাল। এক কাজ করি চলো,এর থেকে একটা আমি

তোমাকে দেই অন্যটা তুমি আমাকে দাও। হলোনা বরাবর?’

ইকবাল আপ্লুত চোখে তাকায়। চাউনী ছি*ড়ে-খুঁ*ড়ে যেন মুগ্ধতার বর্ষন। মাথা নামিয়ে ঠোঁট কাম*ড়ে হাসে। এই লক্ষী,এই সরল,আর মায়াময়ী মেয়েটি ওর নিজের। একান্ত নিজের। যদি না হয় সে কী বাঁচবে? হবে না কেন,হতেই হবে।

নাহলে জীবন ব্যর্থ, বেঁচে থাকা অর্থহীন।

‘ কী হলো,নাও।’ইকবাল নিলো। দুটো ফুলই নিলো। শুধু দেয়া বলতে হাটুগেড়ে বসে গেল সামনে। সবিস্মিত পুষ্প। চোরা,জড়সড় নজরে একবার আশপাশটা দেখল। ওইত অনেকেই দেখছে তাদের। মেয়েটো আই-ঢাঁই করে চা*পা কণ্ঠে বলল,

‘ ককী করছো ইকবাল?’

সে মানুষের কোনও দিকে খেয়াল নেই। তার বশীভূত, মূঢ় নেত্র একধ্যানে তাকে দেখছে। পুষ্পর শরীর সংকোচন গাঢ় হয়। ওই চোখে তাকিয়ে থাকা যায় না।

ইকবাল পুরু, কালো দু ঠোঁট নেড়ে আওড়াল,

‘ ১৪ই ফেব্রুয়ারী তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মাই লাভ,আমি তোমাকে প্রতিটা দিন,প্রতিটা ঘন্টা,

প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড ভালোবাসি।’

পুষ্প মোহগ্রস্ত, বিভোর। মূক হয়ে চেয়ে। ইকবালের নিখাঁদ, সুদৃঢ় কণ্ঠ শব্দ খুঁইয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় পার্থিব সব কিছু ।মন্থর গতিতে হাত এগিয়ে ফুলগুলো ধরে। কাছে এনে আকড়ে নেয় বুকের সাথে। আস্তে করে বলে,

‘ ওঠো,সবাই দেখছেত।’

ইকবাল উঠল, বাধ্যছেলের মত। তবে কাছে এসে দাঁড়াল। হলো ঘনিষ্ঠ। যৎকিঞ্চিৎ দূরুত্ব ঘুঁচে গেছে তখন। এত কাছাকাছি হওয়া, পুষ্পর হৃদয়ে তোলপাড় চালায়। ব্রীড়িত ঢেউ আঁছড়ে পরে বুকে।

ইকবাল সজীব,আকুল কণ্ঠে বলল,

‘ পুষ্প,তুমি আমার জীবনের প্রিয় প্রাপ্তি।’

‘ আর তুমি আমার ভুবনে সুখের তৃপ্তি। ‘

‘ কখনও ছেড়ে যাবেনা তো?’

ইকবাল হাত বাড়িয়ে দেয়। নিরবে চায় অঙ্গীকার। পুষ্প বিনা বাধায়, দ্বিধাহীনভাবে হাতের ওপর হাত রাখে। অধর নেড়ে আত্মবিশ্বাস সমেত জানায়,

‘ যাব না, কথা দিলাম।’দুটো চড়ুই পাখির ন্যায় পাশাপাশি শরীর

ওদের। মিশে একাকার অধীর,আকাঙ্ক্ষিত অক্ষিপট। প্রেমের বাঁধনে এক জোড়া মন বাঁধা পরেছে ঠিক,কিন্তু বৈধ বন্ধন আসতে কত বাকী আর? কবে ওপাশের মানুষটিকে একটু ছুঁয়ে দেখবে তারা? যাতে নিষেধ নেই,বারণ নেই, আছে ভালোবাসা। হবে যথোচিত স্পর্শ? আচমকা পুষ্পর ফোন বেজে ওঠায় দুজনের ধ্যান ভাঁঙে। এক জোড়া

দেহ নড়েচড়ে উঠল। বাড়ল দৈহিক দুরুত্ব। ইকবাল গলা খাকাড়ি দিয়ে আরেকদিক তাকাল। পুষ্প কানের পাশে চুল গুঁজে ফোন বের করে। যতটা নিরুদ্বেগ ছিল, স্ক্রিনে ‘ধূসর ভাইয়া ‘লেখা দেখেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। যেন সজো*রে,সবেগে একটা কুড়াল দিয়ে কো*প পরেছে। তৎক্ষনাৎ ভীত কণ্ঠে বলল,

‘ ভাইয়া ফোন করেছে?’

ইকবাল মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। শ*ঙ্কিত চেহারায় আশেপাশে তাকাল। সতর্ক কণ্ঠে বলল,

‘ ব্যাটা এখানেই কোথাও নেইত?’কথাটায় পুষ্পর হৃদপিণ্ড থমকায়। হাত পা কাঁ*পুনি শুরু হয়। যেন এক্ষুনি থার্মোমিটার বিদীর্ণ করে জ্বর আসবে গায়ে। এলোমেলো পাতা ফেলে যতদূর চোখ যায় মিছেমিছি খোঁজে।

মুখমন্ডল ভ*য়ে লাল। ইকবাল খেয়াল করতেই নিজেকে স্বাভাবিক করল। চা*পা দিল স্বীয় আ*তঙ্ক। ওকে সহজ করতে বলল,

‘ আরে আগেই এরকম করছো কেন? ফোন ধরে দ্যাখো কী বলে?’

পুষ্প ঢোক গি*লে বলল ‘ যদি ব*কে?’

‘ আহহা! ধরেই দ্যাখো না।’

পুষ্প ভ*য়ে ভ*য়ে রিসিভ করল। কানে গুঁজতেই ধূসরের প্রথম প্রশ্ন,

‘ কোথায় তুই?’

ত্রা*সে মেয়েটার কলিজা ছ*লাৎ করে ওঠে। ক*ম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয়,

‘ এইত ভভাইয়া,এককটু ববেরিয়েছি। ককেন?’মারিয়া ‘সিকদার বাড়িতে’ রয়ে গেল আজ। দুপুরে না খাইয়ে তাকে ছাড়া হবেনা,

এই সিদ্ধান্তে উপনীত সকলে। সেও দোনামনা করে হার মানল শেষে। মেনে নিয়ে বলল ‘ আচ্ছা, তাই হবে।’

আজমলের জন্যে বিশেষ আয়োজনে আরো দুটো আইটেম যোগ হলো। আজকে জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া হবে। সবাই বাড়িতে। ধূসরকেও বলা হয়েছে তাড়াতাড়ি ফিরতে। এইত,এলো বলে।

মারিয়া এতক্ষণ রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনা বেগম সুনিপুণ রান্নাবান্নায়। সে নিজেও জানে,তবে টুকিটাকি। এত পাঁকা হাত নয়। তবে রান্না শেখার ঝোঁক বেশ। মনোনিবেশ দিয়ে কয়েক পদ দেখল। বেগুন ভাজার জন্যে কড়াইয়ে তেল বসানোর পর বেরিয়ে এলো। ভাবল,একবার পিউয়ের ঘরে যাবে। বাড়িতে ও ছাড়া কথা বলার

মত এখন কেউ নেই। পুষ্পকে তো আসা থেকে দেখছেনা। শুনেছে বেরিয়েছে। স্কুলজীবনের কিছু বন্ধুরা আসবে,দেখা করবে সবাই। মারিয়া দোতলার দিকে রওনা হয়। নিঃসন্দেহে সিড়ি বেয়ে উঠতে হবে তাতে। মাঝপথে আসতেই সাদিফ সামনে পরে। আশ্চর্যজনক ভাবে দুজনেই থেমে দাঁড়াল। একে অন্যকে দেখে পাশ কা*টাতে গেল।

কিন্তু হলোনা। মারিয়া যেদিক যাচ্ছে,সাদিফ সেদিকে যায়। ডানে গেলে ডানে,বামে গেলে বামে। বামে গেলে বামে,ডানে গেলে ডানে। কী বি*শ্রী ব্যাপার!শেষমেষ হতা*শ হয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। মারিয়া কিছু বলতে গিয়েও থামল। লোকটা অতীতে তার উপকার করেছিল কী না! অথচ অশিষ্ট ছেলেটা খ্যাক করে বলল,

‘ কী সমস্যা? হয় এক জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়ান,আমাকে নামতে দিন। নাহলে সরুন সামনে থেকে।’

মারিয়া বিকৃ*ত করে ফেলল মুখবিবর। এই ছেলেকে ভালো ভাবা আর টয়লেট ক্লিনার কে জুস ভাবা এক রকম না? সে বির*ক্ত হয়ে বলল,

‘ আমি আগে উঠেছি সিড়িতে,আগে আমি যাব। আপনি সরে দাঁড়ান।’

সাদিফ অবাক চোখে তাকায়। তার ধারণা মতে সে যথেষ্ট নরম ভাবে কথা বলেছে। অথচ দ্যাখো, এই মেয়ে কী অভদ্র! কী বেয়া*দব! কী গর্হিত! মোটা কণ্ঠে বলল,

‘ এটা আমার বাড়ি। সো আমি আগে যাব।’

‘ বাড়িটা আপনার একার নয়,অনেকের। সেই অনেকের ওসিলায় আমি একটা বড় অংশ

পাচ্ছি,আপনি পাচ্ছেন শুধু নিজের অংশ।তাই আমার রাস্তা আপনার আগে ছাড়া উচিত।'

বুদ্ধিহীন প্রতর্কে হাসি পেল সাদিফের। বলল,

' আপনি উকিল হলে আসামী বাঁচাতে পারতেন না। নির্দোষ হলেও ফাঁ*সি হয়ে যেত।'

মারিয়া বুঝতে না পেরে বলল ' মানে?'

তার স্পষ্ট জবাব,

‘ মানে, আপনি একজন অত্যন্ত খা*রাপ এবং বিকল যুক্তিবিদ। ‘

মারিয়া দাঁত চেপে ধরে, বলে,‘ আর আপনি একজন খা*রাপ মানুষ। যার কাজ হলো মেয়েদের সাথে গায়ে হুমড়ি খেয়ে ঝ*গড়া করা।’

সাদিফের বিশেষ কিছু এলো গেল না কথাটায়। চোখের চশমা খানিক ওপরে ঠেলে বলল,

‘ মেয়ে মানুষ হয় মোমের মত। গলে গলে পরা তাদের অভ্যেস। সেখানে যদি কাঠের মত দেখি, আমার কেন সবারই ইচ্ছে করবে হাতুড়ি দিয়ে পে*টাতে।’

মারিয়া তেলে-বেগুনে জ্ব*লে বলল

‘ আজেবা*জে কথা বলা ছাড়া আপনার কি আর কাজ নেই ? আপনি আদৌ জানেন আমি কেমন?’

সাদিফ সোজাসুজি বলল,

‘ আপনি হলেন রাস্তার পারে বিক্রি করা এক গ্লাস বেলের শরবতের মত। দেখতে ভালো কিন্তু খেতে অতিশয় বি*শ্রী। প্রায় অর্ধেক লোক অল্প খেয়ে ড্রেনে ফেলে দেয়। ‘

মারিয়া দমে গেল না। পালটা জবাব দিল,‘ ও তাই? আর আপনি হলেন রাস্তার সেই বিশেষ প্রানীর লেজের মত,যেটা টানলেও সোজা হয়না।’

সাদিফ হতভম্ব। নিমিষে অভিব্যক্তি বদলে গেল। ইঙ্গিত ধরতে একটুও সময় ব্যয় হয়নি। শ*ক্ত হয়ে এলো চোখমুখ। কিছু বলতে নিলে পিউ নাঁচতে নাঁচতে হাজির হলো সেখানে। ওকে দেখেই কথা গি*লে নিল সে। পিউ দুজন কে একবার একবার দেখে বলল,

‘ একী! তোমরা দুজন এখানে স্ট্যাচু হয়ে আছো কেন? হয় নিচে নামো,নাহলে ওপরে ওঠো।’

মারিয়া বলল ‘ আমিও সেটাই বলছিলাম ওনাকে। যে সরে দাঁড়ান আমি পিউয়ের ঘরে যাই,কিন্তু উনিতো সরছেনই না।’

পিউ চোখ ছোট করে বলল ‘ সরছেন না কেন?’সাদিফ, মারিয়ার

প্রতি কট*মট করে এক সাইড হয়ে দাঁড়াল।

জয়ের হাস্যে অধর ভরে উঠল তার। মিটিমিটি হাসি দেখে নাক ফোলায় সাদিফ। পিউ অধৈর্য চোখে একবার সদর দরজা দেখল। তারপর দেখল দেয়ালে টাঙানো বিশাল ঘড়িটা। তার চাউনী উদগ্রীব। সেখানে প্রতীক্ষা লেপ্টে। মানুষটা ফিরবে কখন?

সাদিফ শুধাল,

‘ কাউকে খুঁজছিস?’

‘ হু? না,মানে হ্যাঁ, আব্বুরা এখনও ফিরছেনা কেন?’

‘ আসবে সময় হলে। ‘

বলতে বলতে সাদিফ নিচে নেমে গেলো। মারিয়া বলল,

‘ চলো পিউ,তোমার রুমে যাই। তোমার বেলকোনি দিয়ে না কি সুন্দর আকাশ দেখা যায়? ‘

পিউ বলল,‘ হ্যাঁ যায়ত। এসো দেখাই।’

তারা পা বাড়ানোর মধ্যে রাদিফ ছুটে এলো। হাতের ফোন এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ এই তুমি ফোন কোথায় কোথায় রেখে ঘোরো আপু? এই নাও,ফোনের ভেতর থেকে পুষ্পপু চিৎকার দিচ্ছে।’

হড়ভড় করে বলল,সাথে ফোনটা ধরিয়ে দিল। নিজের ট্যাবে গভীর মনোযোগ তার। গেমস খেলছিল বসে। এই সময় ফোন আসাও একটা ডিস্টার্ব।

‘ ফোনের ভেতর থেকে পুষ্প চিৎকার দিচ্ছে? তার মানে?’

‘ কল করেছে আর কী।’

‘রাদিফ যেভাবে বলল,আমি ভাবলাম কী না কী!’

‘ ওর কথাবার্তাই এমন।’

ফোন তখনও বাজছে। পিউ রিসিভ করে বলল,

‘ হ্যাঁ আপু বল।’

‘ কী করছিস?’

‘ কিছু না। তুই কোথায়? আসবি কখন? ভাল্লাগছে না।’

‘ ওইজনেই তোকে ফোন করলাম। আমার বন্ধুরা তোকে দেখতে

চাইছে। চটপট তৈরি হয়ে বের হ তো।’

পিউ অবাক হয়ে বলল,‘ এখন? আমাকে দেখার কী আছে? আমিত ওদের চিনিওনা।’

‘ তুই না চিনলেও ওরাতো চেনে। স্কুল ফ্রেন্ড না আমার? আজকে চিনবি। আয় এখন, দেরী করিস না।’

‘ কিন্তু.... ‘

‘ প্লিজ, বনু আমার, ভালো না তুই? আয়। সুন্দর করে সেজেগুজে আসিস কেমন?’

পিউ ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল

‘ আচ্ছা। কিন্তু কোথায় আসব?’

‘ উম,তুই বের হ, আমি লোকেশন পাঠাচ্ছি। ‘

‘ আম্মু বের হতে দেবে এখন?’

‘ দেবে,আমি আম্মুকে বলেছি। আম্মুর একটা লাল শাড়ি আছেনা? ওটা পরে আয়।’

পিউ মুখ কুঁচকে বলল ‘ বিয়ে করতে যাব না কি? শাড়ি পরে হাঁটতে আমার ক*ষ্ট হয়। সামলাতে পারিনা।’

‘ আচ্ছা তাহলে সাদা চুড়িদার আছেনা, ওটা পরিস কেমন? ‘

‘ ঠিক আছে। ‘লাইন কা*টতেই মারিয়া বলল ‘ কোথাও যাবে?’

‘ হ্যাঁ, আপু ডাকল,ওর বন্ধুদের সাথে দেখা করব।’

সে ঠোঁট উলটে বলল,

‘ তুমি গেলে আমি একা হয়ে যাব।’

‘ তাহলে তুমিও চলো। ‘

পিউয়ের কণ্ঠ উজ্জ্বল।

‘ না না,সমস্যা নেই। তুমি যাও।’

‘ একা হবে কেন,সাদিফ ভাইয়া আছেনা? ওনার সাথে গল্প করবে।’

মারিয়া বিদ্বিষ্ট হয়ে বিড়বিড় করল ‘ মানুষ আর পেলোনা।’

মুখে বলল ‘জবা আন্টিত ঘরেই, ওনার সাথে গল্প করব না হয়।’

‘ আচ্ছা,আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব। যাই এখন তৈরি হই?’

‘ যাও। ‘পিউ সত্যিই সাজল। সাদা চুরিদার পরল। কপালে টিপ দিল,

ঠোঁটে মাখল একটু লিপস্টিক। চুলগুলো পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে গুছিয়ে আটকাল। সবশেষে পার্স ব্যাগ হাতে নিয়ে হেলেদুলে বের হলো।

বসার ঘরে আসতেই সাদিফ সামনে পরে। টেলিভিশনে বিপিএলের হাইলাইটস দেখছে সে। ওকে দেখতেই ডেকে উঠল,

‘ কোথায় যাচ্ছিস?’

পিউ হাঁটা-পথে জবাব দেয় ‘ একটু বাইরে। আপুর বান্ধুবিরা আসবেতো, সেখানে।’

‘ আমি আসব?

পিউ দাঁড়িয়ে গেল।

‘ মেয়েদের মধ্যে আপনি গিয়ে কী করবেন?

সাদিফ থতমত খেয়ে বলল ‘ না এমনি।’পিউয়ের আদল তমসায় ছেঁয়ে গেল। তার জানা মতে সাদিফ

ভাইয়া পুষ্পকে পছন্দ করেন। এখনও নিশ্চয়ই সেজন্যে যেতে চাইলেন? ও নিজেওত মনে মনে তাকে দুলাভাই ধরে বসেছিল। মাঝখান থেকে আপুটাই ইকবাল ভাইয়ের প্রেমে পাগল! অবশ্য ইকবাল ভাই মানেই জহরত। সে মানুষটার শালী হওয়াও ভাগ্য!

পিউ মনে মনে বলল

‘ থাক ভাইয়া! আপনি ক*ষ্ট পাবেন না। আপনার জন্যে বিশ্বসুন্দরী খুঁজে আনব আমরা। ইকবাল ভাইয়ের মত দুলাভাইয়ের জন্যে না হয় আপনাকে একটুখানি সেক্রিফাইজই করলাম।’

তখন সাদিফ শুধাল,

‘একা যেতে পারবি?’

পিউয়ের ধ্যান ছোটে। বলে,‘ হু? পারব।’

‘ আচ্ছা, সাবধানে যাস। তাড়াতাড়ি ফিরিস।’

‘ ঠিক আছে। ‘

পিউ চলে গেল। সাদিফের মন খা*রাপ হয়। বাসায় আছে, তাও আজকের এমন সুন্দর দিনে। বিকেলে পিউকে নিয়ে একটু ঘুরতে বের হবে ভেবেছিল। অথচ মেয়েটাই বাইরে যাচ্ছে। ফিরে এসে ক্লান্তিতে আর নড়তেও চাইবেনা।

সাদিফ রু*ক্ষ মেজাজে টিভি বন্ধ করে দেয়। ফিরে যায় কামড়ায়। পিউ ছাড়া নিজের বাড়িতেই তার মন টেকেনা। শূন্য শূন্য লাগে। কী ভয়া*বহ ব্যধি, হায় রে!বাড়িতে আপাতত একটা গাড়ি অবশিষ্ট। তাছাড়া আছে সাদিফের বাইক। পিউ সব উপেক্ষা করে একবারে পায়ে হেঁটে গেট থেকে বের হলো। শেষ

বার ফোন চেক করল,পুষ্প লোকেশন পাঠিয়েছে কি না দেখতে। না পাঠায়নি। হয়ত পাঠাবে। জায়গা বেশি দূরে হবে না। ও যে একা একা অত কিছু চেনেনা তার বোন জানে। ধারে-কাছে হওয়াই স্বাভাবিক।

একটা রিক্সা ডাকুক বরং।

সে মেইন রোডের দিক এগোতে থাকল। সামনে থেকে বহু রিক্সা

আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু মানুষে ভর্তি। তার দু সেকেন্ড বাদেই সামনে থেকে খালি রিক্সা আসে। সে ডাকার আগেই চালক থেমে গেলেন। বললেন,

‘ যাবেন? ‘

পিউ মাথা দোলায়। তিনি বললেন

‘ ওডেন।’

পিউ উঠল,ঠিকানা বলার আগেই চালক টান বসালেন প্যাডেলে। সে

বিভ্রান্ত হয়ে বলল,‘ কোথায় যাব শুনলেন না,ভাড়াও তো ঠিকঠাক হলোনা মামা।’

‘ যাইতে যাইতে কইয়েন। হুনুমনে। ভাড়াতো বাড়বে না,যা দেন সব সময় তাই থাকব। ‘

পিউ আর কথা বাড়াল না। ফোন বের করে পুষ্পকে কল দিতে চাইল। বলবে সে বের হয়েছে, ঠিকানা পাঠাতে। রিক্সা পাঁচ মিনিটের পথ ও

অতিক্রম করেনি,আচমকা থেমে গেল। পিউ স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে বলল

‘ কী হলো? থামলে....’

বলতে বলতে অর্ধেক পথে আটকে গেল সে। ওপাশ থেকে ধূসরকে এগিয়ে আসতে দেখে কয়েক পল থমকে রইল। ব্যগ্রতায় পল্লব ঝাপ্টাল। এটা কি সত্যিই ধূসর

ভাই? উনি না অফিসে? এই সময় এখানে?

তার চিন্তার ফাঁকে ধূসর কাছে আসে। পরপর উঠে পরে রিক্সায়। চালককে নরম স্বরে আদেশ করে, ‘ চলুন।’রিক্সায় টান পরতেই পিউ পরে যেতে নেয়। ধূসর অতিদ্রুত হাটু চে*পে ধরল। হুশে এলো সে। চমকে তাকাল তার দিকে। এর মানে উনি সত্যিই পাশে বসে?

পিউয়ের চোখেমুখে লেপ্টে যায় অবিশ্বাস। হতবিহ্বলতা মাত্রা ছাড়ায়। প্রকান্ড অক্ষিযুগল নি*ক্ষেপ হয় ধূসরের শ্যামলা মুখে। তারপর দেখে নেয় তার হাত,যা শক্ত*পোক্ত বাঁধনে ধরে রাখা তার উরুদ্বয়।
পিউ হা করে তাকিয়ে রইল। মস্তিস্কটা আবার শূন্য। সেখানে কিচ্ছু ঢুকছে না। ধূসর ভাই স্বয়ং এক গোলকধাঁধা। যার ভেতরটা ভরপুর

সকল অমী*মাংসিত রহস্যে। এই রহস্য ভেদ করার সাধ্য ওর নেই। ধূসর বরাবরের ন্যায় উদ্বেগহীন ,ভ্রুক্ষেপমুক্ত। পাশে বসা কিশোরির মাথা ব্য*থার কারণ হয়েও তার রা নেই,শব্দ নেই। সে নিরুৎসাহিত। হঠাৎ কিছু সময় পর নিজেই ঘাড় ফেরাল। চক্ষু দিল পিউয়েতে।

এই যে মেয়েটার বোকা বোকা চাউনী,এই যে জিজ্ঞাসু চোখমুখ,

এগুলো তাকে ভালো থাকতে দেয় না। এই স্নিগ্ধ মুখস্রী, হিং*সে করে তার শান্তির নিদ্রাকে।ধূসর বিস্মিত পিউয়ের চুল থেকে অচিরাৎ পাঞ্চ ক্লিপ খুলে দেয়। সব ঝাপটে পরে পিঠে। হাওয়ার বে*গে উড়ে আসে মুখমন্ডলে। পিউয়ের হা বৃহৎ হয় আরো। হতচেতন,বিমুঢ় সে। কণ্ঠনালি বন্ধ। চোখের চারদিক ঘিরে থাকা কেশরাশি ধূসর সরিয়ে দিল।

পরপর গেঁথে দেয় কানের পশ্চাতে। সেই আগের মত দু-আঙুল দিয়ে বন্ধ করে দিলো, পিউয়ের ফাঁকা অধরদ্বয়। বলল,

‘ মশা ঢুকবে।’রিক্সার গতি মন্থর,সুধীর। তিন চাকার বাহন খানা চলছে তার স্বকীয়তায়।

কোমল প্রবঞ্জন চতুর্দিক ঘিরে। বসন্তের হিমেল হাওয়া কাঁ*পন ধরায় গায়ে। রাস্তা ফাঁকা নেই।

সংখ্যাতীত যানবাহনে ভর্তি আজ। তার ওপর মানুষের ভীড়। দিগবিদিক ঘুরছে অনেকে। পড়নের চাকচিক্যময়, সুন্দর সুন্দর পোশাক গুলো রঙচটা শহরে বেশ ফুটেছে আজ। যেদিকে তাকায় শুধু রঙীন আর রঙীন। অথচ এত কিছুতে মন,চোখ কোনটাই নেই পিউয়ের। সে লাজুক ভঙ্গিতে ছটফট করছে।

গাল দুটো লালিত। পল্লব কাঁ*পছে। বুকের ওঠানামা অস্বাভাবিক।

কেউ বাম পাশে হাত দিলে স্পষ্ট টের পাবে, হৃদযন্ত্রের লাফা*লাফি, দাপা*দাপি। ধূসরের গা ঘেঁষে বসা,তার মদ্যপ পারফিউমের সুগন্ধ,উষ্ণ স্পর্শ সব কিছুতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ। মানুষটা হঠাৎ করে কীভাবে এলেন? রিক্সায় বসলেনই বা কেন? পিউয়ের মাথা ভর্তি প্রশ্ন

অগোছালো,অবিন্যস্ত ছোটে। অন্তরে ফোটে বসন্তের ফুল। সত্যিই এমন দিনে মানুষটা তার এত কাছে? সত্যিই?পিউ হাঁস*ফাঁস, হাঁস*ফাঁস করে। অস্থির চিত্তেও শান্ত হয়ে বসে থাকে। লাজুকলতার ন্যায় গুটিয়ে রয় দেহ। বক্ষে তখন উথাল-পাতাল। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃদপদ্মের ছোট্ট অবাধ্য খাঁচা। ঠান্ডা বাতাসেও কপাল জুড়ে ঘামের রেশ। রিক্ত

মস্তক। অথচ পাশের মানুষটি নির্বিকার। যেন স্টিলের মত শক্ত হয়ে বসে।

রিক্সা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে পিউ জানেনা। সুদীর্ঘ পথের এক ফোটাও ঠাওড় করেনি। বুঝতে চায়নি গন্তব্য। তার অন্তঃকরনে বাজছে প্রেমের গীত। সেই বিখ্যাত উত্তাম কুমারের গান,

‘ এই পথ যদি না শেষ হয়,তবে কেমন হতো তুমি বলোতো!
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়,তবে কেমন হতো তুমি বলোতো!’সে মনে মনে হাসল। মিশ্র অনুভূতির, মৃদূ হাসি। প্রিয় মানুষের সঙ্গে হুড খোলা রিক্সায় বসার এক অমোঘ স্বপ্ন আজ পূরন হচ্ছে। এই প্রথম বার ধূসর ভাইয়ের সাথে রিক্সায় চড়ছে সে। ইশ! এইভাবে ওনাকে নিয়ে বাকী

স্বপ্ন গুলোও সত্যি হতো যদি! তাহলে তার থেকে সুখী মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পেত না কেউ। পিউ আড়চোখে একবার ধূসরের দিক তাকায়। তার লম্বা চুলের ডগা গুলো উড়ে উড়ে লাগছে মানুষটার কানে,চোখের পাশে। অথচ নির্লিপ্ত তার দৃষ্টি ওই সম্মুখ সরণিতেই।
পিউ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে চাউনী ফিরিয়ে নীচের দিকে তাকায়। আলগোছে

অবাধ্য কেশ গুঁজে দেয় কানের পিঠে। আচমকা পুষ্পর কথা মাথায় এলো। তার লজ্জা -টজ্জা ওমনি শেষ।

চোখ বড় বড় করে ফেলল। তটস্থ ভঙিতে তাকাল ধূসরের দিকে। ভীত কণ্ঠে বলল,

‘ ধূসর ভাই,আপু ডেকেছিল।’সে তাকালোনা। ওমন সামনে চেয়েই বলল ‘ কেন?’

‘ ওর বন্ধুরা আসবে,আমাকে দেখার জন্যে যেতে বলেছে।’

‘ তোকে দেখার কী আছে? তুই কি চিড়িয়াখানায় আটকে রাখা বানর?’

পিউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল ‘ আলাপ করবে বলেছে।’

‘ আলাপ করবে কেন? তুই সেলিব্রেটি? ‘

একটা বাক্যও তার দিক চেয়ে বলেনি। পিউ হাল ছেড়ে বসে

থাকল। অল্প স্বল্প চিন্তা শুরু হলো মাথায়। আপু যদি ওর দেরী দেখে বাসায় ফোন করে? কাল পরীক্ষা আর সে রাস্তায় ঘুরবে, দিতে হবে একশ একটা জবাবদিহি। আর আম্মুতো ঠ্যাং ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবেন।

ধূসর নিজে থেকেই বলল,‘ চিন্তা নেই, আমি আছি।’

‘ আমি আছি’ এই একটা কথা পিউয়ের অস্থির মস্তিষ্ক, শান্ত করল নিমিষে। তার শঙ্কিত চোখমুখ সবেগে মসৃন হয়। ধূসরের প্রতি এক বুক ভরসায় অমত্ত থাকে মেয়েটা।

আরো কিছু পথ রিক্সা চলল। ধূসর বলাতে থামল রাস্তার এক পাড়ে এসে। পিউ এতক্ষণ পর আশেপাশে তাকাল। চোখ বোলাল যতটা দেখা

যায়। দোকান-পাটের ওপর টাঙানো সাইনবোর্ড গুলোর লেখা দেখে নিশ্চিত হলো গন্তব্য স্থল। এটাত রবীন্দ্র সরোবর! দারূন জায়গা! পিউয়ের ক্ষুদ্র হৃদয় চটপটে হয়। ধূসর নেমে দাঁড়াল। ভাড়া মেটাল চালকের। পিউ চারপাশ থেকে দৃষ্টি এনে তাকাতেই ছোটখাটো হো*চট খেল। ধূসরের পাতা হাতের দিকে নি*ক্ষেপ হলো তার বিকট,অবিশ্বাস্য

চক্ষুদ্বয়। আস্তেধীরে কম্পিত বীণা রাখল সেই হাতের ওপর। ধূসর অচিরেই আকড়ে ধরল। বৃহৎ হস্ত তালুতে মিশে গেল পিউয়ের কনিষ্ঠ কব্জি। রিক্সা থেকে নামল সে। উত্তেজনায় হাত পা কাঁ*পছে। ধূসর ভাই কী তাকে নিয়ে ঘুরতে এসেছেন? এতটা সুপ্রসন্ন ভাগ্য কবে হলো?

ধূসর ওকে সমেত সামনে এগোয়। তার লম্বা কদম আজ ভীষণ সুস্থির। পিউ এতেও তাল মেলাতে ব্যর্থ,হিমশিম খায়। তার মনে হচ্ছে সে দৌড়ালে ঠিকঠাক হতো।ধূসর গিয়ে বসল একটা বেঞ্চে। পিউকে বলতে হয়নি,সে চঞ্চল ভঙ্গিতে বসল আগেই। ধূসর এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে চারপাশে তাকায়। গলা উঁচিয়ে দ্যাখে। নীরবে কাউকে

খোঁজে। পিউয়ের আপাতত কোনও দিকে মন নেই। তার দুটো তৃপ্ত চোখ ধূসরের সুশ্রী চেহারায়। ওইটুকু সময় ধূসরের মুখের গড়ন হৃদয়পটে বন্ধ করে ফেলল। এই মুখটা যত দেখে আঁশ মেটেনা,মন ভরেনা। প্রতিবার তুষাতুর লাগে নিজেকে। এমনিতেও মানুষটার আঁদলের সামান্যতম কাঁ*টাছে*ড়াও তার মুখস্থ,আত্মস্থ। পিউয়ের দেখা

সর্বাধিক সুদর্শন পুরুষ ধূসর ভাই। তার চোখদুটো যেন পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর জাদুঘর। আর তামাটে মুখটা কাঁচের ভেতর গোছানো সাজানো আঁকি-বুকি পেপার ওয়েটের মত। যতবার সে দ্যাখে ততবার খু*ন হয়। নির্ম*মভাবে ধূসর ভাই হ*ত্যা করে ওকে। আচ্ছা,এই দুনিয়ায় ওর আগমনের কারণ কী? এই

মানুষটাকে দেখে দেখে বারবার মন হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার জন্য? এই নিঃস্ব হওয়ায় এত সুখ কেন? কেন এত প্রশান্তি? কেউ বুঝি মন খুঁইয়ে এত উল্লাসে মাতে? মন চুরি করা স্বয়ং চোরকে পাশে বসিয়ে আনন্দ পায়? এই বসুন্ধরায় ভালোবাসার নিয়ম গুলো এমন অদ্ভূত কেন? কেন এত যুক্তিহীন? ভালোবাসা তাকে শেখাল,শ্যামলা বর্নের এক যুবকের

প্রেমে পাগল হওয়া। গুরুভার এক পুরুষের প্রতি অনুভূতির জাল বিছিয়ে নিজেকে সপে দেওয়া। এর শেষ কোথায়? কোথায় সমাপ্তি?ধূসর হাত উঁচিয়ে কাউকে ডাকল। পিউয়ের ধ্যান ভা*ঙল তখন। মাথার ওপরে বড় পলিথিন বোঝাই করা পানির বোতল নিয়ে এক নারী এগিয়ে এলেন। একটা বোতল ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। টাকা

নিয়ে ফেরত গেলেন আবার। পিউ সবটা দেখল। তবে খুব একটা মনোযোগ ওতে ছিল না। ধূসর বোতলের ছিপি খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে সচেতন চোখে তাকায়।

মুচকি হেসে নিয়ে নেয়। ঢকঢক করে খায়। গলবিল ওঠানামা করে। পুরোটা সময় ধূসর চেয়ে থাকে। পিউ বোতল নামাতেই তার চোখ

ফিরে আসে। নিবদ্ধ হয় সামনে। পিউ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল। আস্তে করে শুধাল,

‘ এখানে আমরা কেন এসেছি ধূসর ভাই?’

ধূসরের বক্র জবাব,

‘ মন চাইল তাই।’পিউ চিকণ চোখে তাকাল। আরেকদিক ফিরে ভেঙচি কা*টল। পণ করল আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করবেনা। বো*ম

মা*রলেও শব্দ বের হবেনা মুখ দিয়ে। এই লোকের পা থেকে মাথা অবধি ত্যাড়ানো । মানুষটাও ত্যাড়া,ঘাড়টাও ত্যাড়া,কথাবার্তাও ত্যাড়া। সে নিজেকেই শা*সাল,

‘ চুপ থাক পিউ! আরেক একটা কথাও না।’তারপর অদৃশ্য আঙুলে ঠোঁট চে*পে ধরল নিজের। আচমকা ধূসর উঠে গেল। রীতিমতো আড়াল হলো সামনে থেকে। পিউ বসে বসে

দেখল। ভালো*মন্দ জিজ্ঞেস করতে চেয়েও করল না। করলেও বা,উত্তর পাবেনা সুনিশ্চিত।

সে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে। ইনবক্স চেক করে ব্যস্ত হাতে। অদ্ভূত ব্যাপার, পুষ্প এখনও লোকেশন পাঠায়নি। পিউ বিস্মিত হয়। সাথে একটু আধটু মেজাজ খারা*প। তাকে বের হতে বলে এই মেয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে বসেছে?

ধূসর ভাই না এলে সে কি এতক্ষণ পথিমধ্যে ঘুরতো? হারিয়ে যেত না? কলেজ আর কোচিং ছাড়া ও কি একা কোথাও গিয়েছে কখনও? তার কিশোরি মনে রা*গ ছেঁয়ে যায়। সিদ্ধান্ত নিলো, আজ বাসায় গিয়ে নালিশ করে দেবে আম্মুকে। বিচার বসাবে। কেন আপু এত দায়িতজ্ঞানহীন হবে, কেন? পরপর নিজেই মিইয়ে গেল।ভাবল,আম্মু যদি

জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তুই কোথায় ছিলিস? কী বলবে সে? তোমার আদরের দুলাল আমাকে মাঝপথে রিক্সা সহ কিড*ন্যাপ করে এখানে এনেছেন, বলবে এটা? এটাতো সত্যি। সাথে অল্পস্বল্প মিথ্যে। তার মন জানে,কী বা*জে রকমের নেঁচেকুদে সাথে এসছে সে। ধূসর ভাইয়ের সঙ্গে কোথাও যাওয়া,তাও এই ভাবে একা? সেটাও আবার

ভালোবাসা দিবসে? উফ! ভাবা যায়না এসব। সে এখনও পারছেনা ভাবতে। তার চিন্তাধারা, আবেগে আত্মহারা!পিউ স্ক্রিনের দিক তাকিয়ে হাসছিল। আকষ্মিক মুখের সামনে এক গুচ্ছ গোলাপ দেখে চট করে মাথা তুলল। প্রচন্ড ধা*ক্কা খেল পরপর। নিজের চোখের প্রতিই যেন উঠে গেল ভরসা,আস্থা। তীব্র বিশ্বাসহীনতায় পল্লব গুলো কেমন

ভারি হয়ে বসল। ধূসর হাটুমুড়ে বসতেই পিউ থমকে গেল। তার শরীর শিরশির করছে। হাত পা বিবশ। ধূসর বসেছে। শার্টের ওপর দিকের একটা বোতাম খোলা,উঁকি দিচ্ছে তার শ্যামলা বুক। পিউয়ের বেহায়া চাউনী ঘুরপাক খায় সেখানে। টেনেটুনে আনে তার মুখবিবরে। অজানা আনন্দাশ*ঙ্কায় কাঁ*পতে থাকা বুক নিয়ে ধূসরের

দিক চেয়ে রইল। তবে কি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসছে? ধূসর ভাই এখনি বলবেন মনের কথা?

পিউয়ের আকুল,উদগ্রীব মুখটা মন দিয়ে দেখল ধূসর। চোখ সরিয়ে নিল, তারপর আবার তাকাল। ঠোঁটের কোনে মিহি,অথচ ভূপৃষ্ঠের সবথেকে সুন্দর হাসিটি নিয়ে বলল,

‘ বহুদিন ধরে কিছু কথা নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম পিউ।

আজ সময় এসেছে সেসব বলে দেয়ার। আমি যে আর পারছিনা! তোর এক সমুদ্র প্রেমের কাছে আমার শক্ত*পোক্ত ধৈর্যের জাহাজটা ডু*বে গিয়েছে। আজ আর বলতে মানা নেই,‘ ভালোবাসি পিউ।’

তুই যতটা চাস,তার চেয়েও অনেক বেশি চাই তোকে। তুই যতটা ভালোবাসিস,এর চেয়েও অধিক ভালোবাসি!’

পিউয়ের কণ্ঠনালি স্তব্ধ। ধুকপুক করছে বুক। নিজের কানের প্রতি বিশ্বাস খোঁয়াল। স্তম্ভিত সে। সেকেন্ডে চোখের কোটর ভরে উঠেছে। ঠোঁট দিয়ে বহুক*ষ্টে কা*ন্না চে*পে ধরে। এই কা*ন্না, আনন্দের, অপেক্ষার। ধূসর ভাইয়ের মুখ থেকে এতদিনে ভালোবাসার কথা শুনল সে। অবশেষে এলো সেই সময়। ধূসর উঠে দাঁড়াল,এগিয়ে এলো।

সেই গতদিনের মত স্বযত্নে চোখ মোছাল। পিউ হুহু করে কেঁ*দে ওঠে। জাপটে ধরে, মুখ লোকায় বুকে। অতঃপর কানের পাশে স্পর্শ পায় দুটো তপ্ত ঠোঁটের। ফিসফিসিয়ে বলছে,

‘ চোখের জলে তোকে, এতটা আদুরে লাগবে কেন বলতো! তোর এই রুপ কারো সহ্য সীমার খুঁটি নড়বড়ে করে দেয়। ভে*ঙে দেয়

নিয়মের বাঁধ। কাঁদিস না পিউ,একদম কাঁদিস না। তোর কান্নায় কেউ সংযম হারালে দোষী হবে সে,যে বহুবার তোর ভেজা চোখমুখ দেখে ধ্যান বিসর্জন দিয়েছে ।’বলতে বলতে তার উষ্ণ অধর পিউয়ের কানের লতি ছুঁয়ে গেল। কেঁ*পে ওঠে মেয়েটা। অতি শীর্ন শরীর স্পষ্ট ঝাঁকুনি দিতে দেখা যায়। জোর খাটিয়ে মুখ তুলতে চায়,অথচ

পারেনা। এর আগেই কেউ ধ*মক ছোড়ে,
‘ ধরবি? এই মেয়ে!’
পিলে চমকে গেল তার। সম্বিৎ ফিরল। সম্মুখে দাঁড়ানো, কপাল গোছানো ধূসরকে দেখে হতবাক হলো। আশ্চর্য বনে দেখল নিজেকে,সামনের জায়গাটাকে। এখানেই না ধূসর ভাই বসেছিলেন? পিউ এলোমেলো পাতা ফেলল।

মস্তিষ্ক পার করে চলে যাচ্ছে সব। চোখ পিটপিট করে ধূসরের দিক তাকাল আবার। কোথায় ফুল? কীসের গোলাপ? অধৈর্য হাতে নিজের চোখ ছুঁয়ে দেখল। একি! সে না কাঁ*দল? এইত এক্ষুনি কাঁ*দছিল,তবে চোখ শুকনো কেন? এসব তাহলে স্বপ্ন? কল্পনা?পিউয়ের উদ্বোলিত তনুমন নেতিয়ে পরল। বক্ষ চি*ড়ে নির্গত হলো আ*ক্ষেপের

শ্বাস। চোখেমুখে লেপ্টে এলো অন্ধকার। এই জনমে বোধ হয় ভালোবাসার কথা শোনা হবেনা। ধূসরের মেজাজ বিগড়ায়। সে যে এত্তক্ষণ ধরে ডেকে হয়রান,এই মেয়ের হুশ আছে? আইসক্রিম টাও গলে যাচ্ছে।

সে দ্বিতীয় বার ধ*মক দিল,

‘ পিউ তুই নিবি,না ফেলে দেব?’

পিউ চকিতে ফেরে,সতর্ক হয়। হাত এগিয়ে আইসক্রিম নিয়ে আসে। কিন্তু তার জ্বিভ থেকে গলবিল, সব তিঁতকুটে। অনীহ চোখে চেয়ে রয় কোন আইসক্রিমটার পানে। একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না। এমনিতেই দুচোখ ছাপানো আশা নিয়ে এসেছিল,ভাবল,আজ বুঝি ধূসর ভাই কিছু একটা বলবেন।

তার ওপর এসব জল্পনা-কল্পনা সেসব বাড়িয়ে দিল কয়েক গুন। ধূসর পাশে বসেছে। তার হাতে ওয়ান টাইম কাপে ভরা দুধ চা। পিউ আশা*হত,ভ*গ্নহৃদয়-বিবর্জিত। মনে মনে বিলাপ করে,‘ কবে ভালোবাসার কথা বলবেন ধূসর ভাই? কবে?’

পিউয়ের মন শুরু থেকে যতটা স্ফূর্ত ছল,এখন ততটাই সংকীর্ণ।

গম্ভীরতায় গা ঢেকে বদলে গিয়েছে আগের রুপ। ভালো লাগছেনা কিছু। ধূসর ভাই ভালোবাসার কথা বলবেন না। আচ্ছা সে নিজেই তো বলবে ভেবেছিল। বলে দেবে এখন? এটাই সময়। কেউ নেই, দুজন শুধু। বলে দিক বরং। শুভস্ব শীঘ্রম!

পিউ ঢোক গি*লে তাকাল। আমতা-আমতা করে বলল,

‘ ধূসর ভাই! একটা কথা বলব?’

ধূসর চায়ের কাপে,পাতলা ঠোঁট ছুইয়ে বলল,‘ পরে। ‘

‘ অনেক জরুরি। ‘

‘ হু,পরে।’

পিউ সন্তর্পনে চ বর্গীয় শব্দ করল,যাতে ধূসরের কানে না যায়।

‘ কিছু খাবি?’

পিউ মাথা নাড়ে। বীতস্পৃহায় দাঁতে -দাঁত পি*ষে ধরে। মনে মনে ব*কেঝকে গুষ্টি উদ্ধার করে

ধূসরের। আজকের দিনে, এরকম জায়গায় এনে জিজ্ঞেস করছে কিছু খাবি?

কেন ,দুটো ভালোবাসার কথা বললে জাত যাবে?সে কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছেনা চারপাশে কত জোড়া জোড়া ঘুরছে? ওইতো, তাদের বাম দিকে বসে দুজন। আহা মেয়েটির মাথা ছেলেটির কাঁধে। কী নয়ানভিরাম

দৃশ্য! তার যে কবে এরকম দিন আসবে?
পিউয়ের অন্তঃপুর পরিতাপে ভরে যায়। তন্মধ্যে ভেতর থেকে কেউ ঘোষণা করল,
‘ আসবেনা পিউ,আসবেনা। তোর কপালে যে আনরোমান্টিক গরিলা জুটেছে, তাতে এসব আশা ছাড়।’
পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রেম-ভালোবাসা বোঝার পর থেকে চার-

চারটে বসন্ত গেল,অথচ প্রেমটাই হচ্ছে না। হায়রে ধূসর ভাই! আপনাকে ভালোবেসে আমি ম*রেছি। না পারছি বলতে,না পারছি চলতে। এইভাবে আমাকে বিকল বানিয়ে, কী মজা পাচ্ছেন আপনি? সময় পেরোচ্ছে। ধূসরের মুখে কথা নেই। সে একইরকম বসে।

মুখমন্ডলে কেমন অদ্ভূত ছাপ। যেন কত কী বলবে,অথচ পারছে না।

পিউ ব্যকুল নেত্র তাক করে রাখে ওই চেহারার পানে। তার মন চায়,সে চায়,একটু কিছু বলুক মানুষটা। নাহয় তাকে বলতে দিক। পিউ আই-ঢাঁই করে আবার ডাকল,

‘ ধূসুর ভাই!’

সে তাকায়। ধা*রাল চোখজোড়ায় কী অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ! পিউ বলল

‘ একটা কথা.... ‘

‘ পরে শুনব।’

পিউ বিদ্বিষ্ট, মহা*বিরক্ত। মুখমন্ডলে দাগ কা*টে সেই চিহ্ন। নিজেও কিছু বলবেনা,তাকেও বলতে দেবেনা। কেন? এভাবে চুপচাপ বসে থেকে কী মহাভারত উদ্ধার হচ্ছে শুনি?

হাঁটু অবধি ফ্রক পরা এক বাচ্চা মেয়ে এগিয়ে এলো। হাতে ঢোকানো কতগুলো কাঁচা,সতেজ ফুলের চাকা। ইতোমধ্যে পুরো সরোবর সে কয়েকবার চক্কর কে*টেছে। এই

জুটি নতুন পেয়ে ছুটে এলো প্রায়। পিউ জিনিসটা বহুবার দেখেছে। কিন্তু নিজের জন্যে কেনেনি। মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। দুজনকেই অনুরোধ করল,‘ একটা ফুল নেবেন?’

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ে। অথচ ধূসর বলে,

‘ দাও।’

পিউ অবাক চোখে তাকাল। পল্লব ঝাপ্টাল বিভ্রমে। ফুলের চাকা ধূসরের দিক বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। সে টাকা বার করতে করতে বলল,

‘ ওকে দাও।’

কথামতো মেয়েটি তার হাতে ধরিয়ে দেয়। টাকা নিয়ে প্রস্থান নেয়। পিউ তখনও বোকার মত বসে।

ধূসর কপাল কুঁচকে বলল,

‘ এটা কি হাতে নিয়ে বসে থাকার জিনিস?’

পিউ উত্তর দিলো না। কী বলবে জানেনা সে। ধূসর অপেক্ষাও করল না উত্তরের। টেনে নিয়েই পরিয়ে দিল মাথায়। পিউয়ের নেত্রদ্বয় মূক । গালে লেপ্টে থাকা চুল ধূসর সরিয়ে দেয়। পূর্ন,গহীন দৃষ্টি বোলায় তার মুখস্রীতে। সেই দৃষ্টিতেই পালটে যায় পিউয়ের অনেক কিছু।

চট করেই বুঝে নেয়,মানুষটার মনে জমিয়ে রাখা প্রগাঢ় অনুভূতির কথা।

ধূসরের চাউনী

আস্তেধীরে বদলায়। শিথিল হয় অভিপ্রায়। চোখমুখের পেশীতে খেলে যায় পরিবর্তন। পরপর হন্তদন্ত হয়ে চক্ষু সরালো। শার্টের কলার ঝাঁকিয়ে চারপাশে অগোছালো,উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ছু*ড়ল। পরিচ্ছন্ন অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ ভাব মাথা তোলে তাতে।কাপের

কোনায় ফের চুমুক বসাতে গিয়ে দেখল ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। কৃত্রিম বিরক্তি ঘিরে ধরল তাকে। বিলম্ব ব্যাতীত চা শুদ্ধ কাপটাকে ছু*ড়ে ফেলল সামনে।

পিউয়ের ওষ্ঠজুড়ে লাজুক হাসির ভিড় জমেছে। ফুলের চাকায় চলে যাচ্ছে হাত। ধূসর ভাই ভালোবাসি না বলুক,এই যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার গুলো, এতেই তো কত ভালোবাসা

মিশে! নিজ মুখে কয়েকটা শব্দের ভিত্তিতে নয়,তার আচার-আচরণ আর চোখের দৃষ্টিতে ভালোবাসাটা বিশ্বাস করে নিলো পিউ। কিছু মানুষের ভালোবাসা এমনই হয়,মুখে নয়,কেবল আর কেবল চাউনীতে ভাসে। ইঙ্গিত দেয় প্রতিটি দর্শনে। বুঝিয়ে দেয় গভীরতা!

ধূসর গলার শ্লেষা পরিষ্কার করল। আচমকা আবদার ছুড়ল ‘ গান শোনা।’

পিউ চকিতে তাকায়।‘আমি?’

‘ এখানে আর কেউ আছে?’

কণ্ঠে তার রাশভারী, স্বাভাবিকত্বের প্রভাব।

পিউ বলল,

‘ না মানে এখন?’

ধূসর নেত্র সরু করল। মেঘমন্দ্র গাম্ভীর্য নিয়ে বলল,

‘ গান গাওয়ার জন্যে আলাদা সময়সূচি দরকার? ক্যালেন্ডার আনব? ‘

পিউ নিরীহ কণ্ঠে বলল,

‘ কী গান গাইব?

ধূসর ছোট করে বলল

‘ যেটা ইচ্ছে।’

পিউ ঠোঁট কাম*ড়ে, চোখ নামিয়ে ভাবে। এই মুহুর্তে ধূসর ভাইয়ের পাশে বসে তার আওয়াজ বের করতে ক*ষ্ট হচ্ছে,সেখানে গান? অথচ মানুষটার প্রথম আবেদন, ফেরানোর সাধ্যও যে নেই। পিউ চোখ বোজে। মাথার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় কোনও মনকাড়া সঙ্গীত। হাতাহাতি করে যা পেলো সেই নিয়ে সুর তুলল,❝ Tasafer ke hasi

lamhein, tera ehsas karte hain.. Tera jab jikre atahein,to milne ko tadaptehein....

Humara hal na pucho,ke duniya bhool beithehain.

Chaleen aayoon tumharen bin,na marte hain na jitehein..

Suno accha nehi hotaaa, kisiko aise tadpana...

Mohabbat mein koyeen ashiq kyun ban jata hain dewana.

Agar a peyar hota hain,kisi pein dil jo atahein..

Bada muskil hotahein dil ko samhalna....মিহি,মিষ্টি স্বরে সম্পূর্ন গান শেষ করে থামল সে। মনে যা

এসেছে তাই গেয়েছে। প্রতিটি বাক্য ধ্রুবসত্যি। ধূসর ভাইয়ের ছোড়া প্রণয় বাণ তার অন্তঃস্থ্‌ল এ ফোড় -ও ফোড় করে দিয়েছে।

ধূসরের অভিব্যক্তি বুঝতে আগ্রহভরে ওর দিক তাকাল পিউ। তার পুরুষালি ঠোঁটে মিটিমিটি পাতলা হাসি। সে তাকিয়েছে বুঝতেই চট করে গম্ভীর করল চোখমুখ। পিউ অপেক্ষা করল একটু প্রসংশার।

করল না সে। হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে বলল,‘আয়।’

পিউ মর্মা*হত হয়,তবে বলা মাত্র উঠে যায়। মাথার ভেতর কিছু অদ্ভূত ইচ্ছে উঁকিঝুঁকি দেয়। ইতস্ততা আর ভ*য়ডর কাটিয়ে ধূসরের এক বাহু আকড়ে ধরে। ধূসর শান্ত চোখে একবার অবলোকন করল সেই স্পর্শ স্থান। মুখের দিক তাকাতেই, পিউ অল্পবিস্তর ঘা*বড়ে গেল। হাত ধরা

ঠিক হলো না বোধ হয়। সে সরাতে চায়,এর আগেই ধূসর পা বাড়াল সামনে।

পিউ গাল ফুলিয়ে শ্বাস নেয়। অধর ভরে আসে হাসিতে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সাথে সাথে কদম মেলায়। কিছু দূর এসে ফুলের দোকান দেখে ধূসর দাঁড়িয়ে যায়। দোকানির বড় প্লাস্টিকের মগ ভর্তি গোলাপ পরিদর্শন করে,জিজ্ঞেস করল,

‘ কতগুলো ফুল এখানে?’দোকানি একে একে গুনে বললেন ‘ ৪৩ টা।’

‘ পিস কত?’

‘ ৫০ টাকা।’

‘ দিন।’

‘ কয়টা?’

‘ সব।’

লোকটা অবাক হলেন। মুখে প্রকাশ পেল সেই ছাপ। চুপচাপ একটা একটা মিশিয়ে স্কচটেপ দিয়ে

আটকে গুচ্ছ বানালেন। পিউকে সাথে দেখে নিজের মত হিসেব কষলেন। বলতে হয়নি,নিজেই এগিয়ে ধরলেন ওর দিক।

‘ নিন আপা।’

পিউ মনঃদ্বিধা সমেত চেয়ে। ধূসরের জবাবের অপেক্ষায় সে। এগুলো কি ওর জন্যে? ও কি ধরবে? ধম*ক খাবে নাতো?

ধূসর তখন মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করছে। তন্মধ্যে একবার তাকিয়ে ভ্রু উঁচায়‘ কী?ধর!’

পিউ অনতিবিলম্বে হাতে নিলো। পরিতোষের অতিউচ্চ উর্মী, আছ*ড়ে পরল বক্ষে। হৃদকম্পন জোড়াল হয়। ধূসর টাকা মিটিয়ে রিক্সা ডাকল। পিউকে আগে উঠিয়ে, পাশে বসল নিজে। একইরকম সাবধানে,উরুর কাছটা চে*পে রাখল

হাত দিয়ে। পিউ এক ধ্যানে তাকিয়ে তার দিকে। বিমূর্ত,বিমোহিত, বিস্মিত সেই চাউনী। ঝরঝর করে ঝরছে, যেখানে বৃষ্টিস্নাত ভালোবাসা। পুরো রাস্তায় সে মুখ খোলেনি। প্রচন্ড ভালোলাগা দখল করেছে তার বক্ষপট। আজকের দিনের কাছে সে ঋনী। না হোক প্রেমময় কথোপকথন ,না হোক রোমাঞ্চকর বাক্য বিনিময়,এই কয়েক ঘন্টা ধূসর

ভাই পাশে ছিলেন যে! এই বা কম কীসে? এতেই সে আপ্লুত,উচ্ছসিত। গতকাল রাতভোর,যে স্বপ্ন সে বুঁনেছে,আঁখিদুটি ছাপিয়ে যে অলীক কল্পনা এঁকেছে, তার যৎকিঞ্চিত হলেও তো পূরন হয়েছে। পিউ আফসোস করল ভীষণ, কেন যে পুষ্পর কথায় শাড়ি পরল না! তাহলে যে ইচ্ছেটা পুরোপুরি পূর্নতা পেত!সে ললিত নেত্রে গোলাপ গুলোর দিকে

তাকায় একবার।ধূসর ভাই পাশে রয়েছেন বিধায়,নাহলে এই ফুলে চুমু দিয়ে ভরিয়ে ফেলত এখন। জীবনে প্রথম পুষ্প উপহার,তাও দিয়েছে প্রিয়তম সে। এর চেয়ে হৃষ্টতার কিছু হয় বুঝি!

সে অতিক*ষ্টে চিত্তচাঞ্চল্য সামলে নেয়। নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বসে থাকে। দেখতে দেখতে রিক্সা পৌঁছায় গলিতে। তখন, ধূসর চালককে

থামতে বলল। যাওয়ার সময় যেখান থেকে উঠেছিল, সেখানে এসেই নামল। ভাড়া মিটিয়ে পিউয়ের দিক চেয়ে বলল,

‘ যা তাহলে। ‘

‘ আপনি যাবেন না?’

‘ পরে।’

পিউ ঘাড় কাত করল। রিক্স চলতে থাকে,অথচ তার চোখ সরেনা। সামনে এগোলেও মাথা ঘুরে থাকে

পেছনে। ধূসর ভাইওতো তাকিয়ে আছেন। নিষ্পলক,নিবিষ্ট সেই চাউনী। যতক্ষণ পিউকে দেখা গেল সে দেখল। অতঃপর বাম হাতটা আনল চোখের সামনে। এই হাতেই ছিল পিউয়ের ছোট্ট হাত। হাসল সে, অন্যরকম, আলাদা,অদ্ভুত হাসি।পিউ গেট থেকে ঢুকতে যায় আচমকা কেউ মাথায় চাটি মেরে ডাকল ‘ ওই।’

সে চমকে তাকাল,অবাক হলো। পুষ্প দাঁত বার করে হেসে ভ্রু উঁচায়।

‘ কী রে!’

পিউ তৎক্ষনাৎ চোরা-পথে ফুলগুলো ওড়নার পেছনে লুকায়। চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ তুই? তুই কোত্থেকে এলি? ‘

পুষ্প দুপাশে, দু-হাতের তালু বিছিয়ে বলল,

‘ সারপ্রাইজ! ‘

‘ কীসের সারপ্রাইজ? আমাকে বের হতে বলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলি? লোকেশন পাঠিয়েছিস? ‘

পুষ্প, পিউয়ের গোলাপ ফুল দেখে নিয়েছে আগেই। সে ঠোঁট চেপে হাসি আটকায়। ধরা দেয়না। আগে আগে মেইন গেট পার হয়। হাঁটা-পথে জবাব দেয়,‘ আমি লোকেশন

না পাঠিয়ে তোর অনেক বড় উপকার করেছি।’

পিউ পেছনে আসতে আসতে শুধাল

‘ কী উপকার?’

‘ একদিন বুঝবি।’

‘ আমি এখন বুঝতে চাই।’

‘ উহু, সময় হোক।’

তারপর থেমে দাঁড়াল। সচেতন কণ্ঠে বলল,

‘ আচ্ছা শোন,আম্মু বা কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি এতক্ষণ আমরা একসাথে ছিলাম, ওকে? ‘

পিউ কপাল কোঁচকায়

‘ মিথ্যে কেন বলব?’

পুষ্প বুকের সাথে হাত ভঁাজ করে বলল,

‘ তাহলে কী বলবি শুনি? কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? ‘

পিউ চুপ করে গেল। সে যে ধূসর ভাইয়ের সাথে ছিল সেটাতো বলা যাবে না। পুষ্প হেসে, আবার চলতে থাকে। বলে যায়,

‘ যা বললাম, মনে থাকে যেন। ‘ঘড়িতে তখন ছয়টা বাজে। ধূসর দুপুরে খেতে আসেনি। ফোন করলেও লাভ হয়নি। যতবার রিসিভ করেছে আশেপাশে তীব্র কোলাহলের

শব্দ। কিছু ক্ষণ হলো মারিয়াও চলে গিয়েছে।

প্রতি শুক্রবারের মত আজকেও বসার ঘরে বসেছে চায়ের আসর। নরম বিকেলে ছাদের সেই চারখানা চেয়ারে বসে, গল্পে মেতে ছিলেন চার সহোদর। মাগরিবের আজানের আগে আগে নীচে এলেন তারা।

মিনা বেগম চা বানিয়ে জবার কাছে পাঠালেন। তিনি এসে সবার হাতে

হাতে দিলেন। পিউ ঘুম সেড়ে কেবল নীচে নামল। বলতে গেলে সেই পৌঁছেছে সবার শেষে। রিক্ত আর রাদিফ বাদে বাকী সকলে উপস্থিত। পুষ্প, সাদিফ প্রত্যেকেই আছে। পিউ নামতেই সে এক পাশে সরে বসার জন্যে জায়গা দেয়।

পিউ বসল, হাই তুলতে তুলতে সেজো মায়ের কাছে চা চাইল।

আজমল লুঙ্গি পরেছেন,সঙ্গে আবার ঢিলেঢালা ফতুয়া। আয়েশ করে, তৃপ্তি সমেত চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

‘ ভাবির হাতের লেবু চা যে কতদিন পর খাচ্ছি ভাইজান। ওখানে ভীষণ মিস করি জানো।’

আমজাদ হাসলেন। নিজেও প্রসংশা করলেন,

‘ তোর ভাবির চা বানানোর হাত আসলেই মাশআল্লাহ।’

সুমনা বললেন,‘ আমি যে কতবার চেষ্টা করলাম,আমারটা হলোইনা। আপার লেবু চা সত্যিই স্পেশাল। ‘

মিনা বেগম ভাজা-পোড়ার ট্রে নিয়ে হাজির হয়েছেন মাত্র। সবার তারিফ শুনে লজ্জা পেলেন। বিশেষ করে স্বামী নামক মানুষের। লোকটা সামনাসামনি তার গুনগান কখনওই

করেনা। তিনি আস্তেধীরে এগিয়ে এসে ট্রে রাখলেন টেবিলের ওপর। বললেন

‘ কী ছাতার মাথা বানাই, তা আবার তোদের এত ভালো লাগে!’

আফতাব প্রতিবাদ করলেন,

‘ মোটেই ছাতার মাথা নয় ভাবি। আপনি জানেন না আপনার হাতে জাদু আছে।’

মিনা গদগদ হেসে বললেন ‘ কী যে বলো না ভাই!’

সেই সময় ধূসর বাড়িতে ঢুকল। তার জুতোর শব্দ সকলের মনোযোগ ফেরাল। আমজাদ দেখতেই আরেক দিক মুখ ঘোরালেন। ওর ওপর তার রা*গটা এখনও পরেনি। আর কী ঢ্যামনা ছেলে,গুরুজন রে*গে আছে বুঝেও মাফ চাইছেনা। আশ্চর্য!

মিনা দেখতেই উজ্জ্বল কণ্ঠে বললেন,‘ এসে গেছিস ধূসর? দুপুরে তো কিছু খাসনি বোধ হয়,যা ফ্রেশ হয়ে আয়,খাবার দিতে বলি।’

‘ হু।’

ধূসর যাচ্ছিল ওপরে। আজমল ডাকলেন ‘ ধূসর! ‘

সে থেমে তাকায়, ‘ জি চাচ্চু।’

‘ আমার একটু কথা ছিল সবার সাথে। তুমিও থাকো।’

‘ মিছিলে গিয়েছিলাম চাচ্চু। সমস্ত গায়ে ধূলোময়লা। লম্বা শাওয়ার নিতে হবে। আপনি বাকীদের বলুন,আমি জয়েন করব। সমস্যা নেই।’

‘ ঠিক আছে, যাও।’আমজাদের মুখটা আরো বেশি তিক্ত হলো। দাঁত কপাটি খিঁ*চে স্তম্ভ হয়ে রইলেন। রাজনীতি,মিছিল,স্লোগান তার

অপছন্দের শীর্ষে,অথচ ঘরের ছেলে বুক ফুলিয়ে সেসবই ঘোষনা করে। আফতাব ভাইয়ের চোখমুখ দেখে ঘটনা ঠাওড় করতে পেরেছেন। গো-বেচারা লোকটা টু শব্দ করলেন না। চোরা চোখে ভাইয়ের দিক তাকিয়ে থেকে চুপচাপ কাপের প্রান্তে চুমুক দিতে থাকলেন। মনে মনে দোয়া করলেন ‘ ইয়া আল্লাহ! ধূসরকে নিয়ে আর কোনও কথা না উঠুক। ‘

জবা বেগম চোখ দিয়ে স্বামীকে ইশারা করলেন, বলতে বললেন কিছু। আজমল মাথা নাড়লেন। গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন,‘ বড় ভাইজান! ভাবি! আমার একটা কথা ছিল আপনাদের সাথে।’

আমজাদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। মিনা শাড়ির আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে তটস্থ হলেন। পিউয়ের ঘুমের রেশ তখনও কাটেনি। পিয়াঁজু তে

কা*মড় দিতে দিতে অন্য হাতে চোখ ডলছিল সে। সেজো চাচার কথাতে থমকাল। খাবার মুখে পু*ড়ে ভুলে গেল চিবোতে।

ত্রা*সে বুক লাফাচ্ছে। আন্দাজে অসুবিধে হচ্ছেনা, চাচ্চু কী বলবেন! সে আ*তঙ্কিত লোঁচনে বোনের দিক তাকায়। পুষ্প মনের সুখে খাচ্ছে। তার চোখ আজমলের ওপর। যেখানে পরিষ্কার আগ্রহ।

আজমল ওকেই ডাকলেন। নিজের পাশ দেখিয়ে বললেন,

‘ পুষ্প মা,এসো দেখি চাচ্চুর কাছে।’

পুষ্প স্ফুর্ত মনে উঠে গিয়ে বসল সেখানে। আজমল তার মাথায় হাত বুলিয়ে সেটা কাঁধে রাখলেন। আমজাদ কে বললেন,‘ ভাইজান,আমার নিজের মেয়ে নেই। পুষ্প আর পিউই আমার মেয়ে। ওদের আমি সন্তান থেকে আলাদা

দেখিনা। আমরা কেউই ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে আলাদা করিনা তুমি জানো। আমাদের এই একান্নবর্তী পরিবারে যতটা মিল,আমি মনে করি এই মেলবন্ধন হয়ত দেশে হাতে গুনলেও কম হবে। ‘

আমজাদ হেসে বললেন

‘ সেত ঠিকই। আমার পরিবার সোনার টুকরো পরিবার! লাখে একটা!’

আজমল বললেন,
‘ আমি যদি তোমার কাছে একটা আবদার করি, রাখবে? আপনি রাখবেন ভাবি?’
মিনা উৎফুল্ল গলায় বললেন ‘ রাখব না মানে? খালি চাও তুমি ভাই। ‘
‘ কী চাও আজমল,বলেই দ্যাখো।’
বাকীরা কৌতুহলী। চেহারায় শুনতে চাওয়ার প্রবণতা। পিউয়ের গলা শুকিয়ে আসছে। বিচলিত ভঙ্গিতে

বারবার ওপরের দিক তাকাচ্ছে। প্রার্থনা করছে ধূসর আসার।

আজমল বিনীত হাসলেন। পুষ্পর দিক একবার দেখে বললেন,‘ আপনার মেয়েটাকে আমি আমার ছেলের জন্যে চাই। পুষ্পকে আমি সাদিফের বউ করতে চাই ভাবি। ‘

সাদিফ কেশে উঠল। কাশির দমকে কাপ থেকে গরম চা উপ্চলে পরল গায়ে। পুষ্প কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

বিস্ফোরিত চোখে চাচার দিকে তাকাল। হাত পা কাঁ*পছে,দুনিয়া দুলছে। পিউয়ের মুখ কাঠ-কাঠ। সে ব্যথিত,অসহায় নজরে বোনের দিক চেয়ে রয়। ফের আরেকবার তাকায় সিড়ির দিকে। এই সমস্যার সমাধান,তার ধূসর ভাই,

‘কখন আসবেন আপনি?সিকদার বাড়িটি মূলত দুইতলা ভবনের তৈরী। বিশাল প্রস্থের ডুপ্লেক্স এটি।

ক্রিম আর সাদা রঙের মিশেলে প্রতিটি দেয়াল তকতকে,ঝকঝকে। শুরুতে এমন ছিলনা অবশ্য। বাড়ির মূল কর্তা, প্রতিষ্ঠাতা, চার সন্তানের পিতা জমির সিকদার। সাধ্যমতো স্তম্ভ তুলেছিলেন। তবে সম্পূর্ন করতে পারেন নি। পাঁকা মেঝে হলেও মাথার ওপর ছিল টিনের ছাদ। অর্থ যা কামিয়েছেন ব্যয় হতো

পরিবার সামলাতে। বাকিসবের ফুরসত কই?

হৃদয়ের ব্যামোর তোপে দুনিয়া ছেড়েছিলেন তিনি। তখন পুত্রবধূদের মধ্যে সবে মাত্র রুবায়দা বেগম ছিলেন। গণনা অনুসারে তিনি মেজো বউ হলেও এই বাড়িতে সবার প্রথমে আগমন হয়েছিল তারই।

আফতাব তখন বেকার। পড়াশুনাও শেষ হয়নি। রুবায়দার বাড়িতে

বিয়ের তোরজোড় শুরু হলো হঠাৎ । ওই আমোলে, মুখ ফুটে অন্য কাউকে পছন্দের কথা জানানো চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। তাও আবার মেয়ে মানুষের! যাদের থাকার নীতিই ছিল পর্দার আড়ালে। লজ্জ্বা,শরমের বালাই ভুলে সাহস করে রুবায়দা তবুও পিতাকে জানিয়েছিলেন। আফতাবের মতো চাকরিহীন ছেলেকে তিনি নাকচ

করলেন এক কথায়। এদিকে তার অবস্থা হলো দূর্বিষহ। খাওয়া দাওয়া ভুলে বসলেন। হতে থাকলেন অগোছালো। মস্তিষ্কে চাপের পরিমান তরতর করে বাড়ছিল। রুবায়দার সাথে অন্য কারো বিয়ে,এ ভাবনাও অসম্ভব।দুজনেই দুজনের জন্যে ম*রিয়া যখন, সম্মুখে খোলা রইল একটি পথ। উপায় না পেয়ে আফতাবের হাত ধরে ঘর ছাড়লেন

বাবার। একেবারে বিয়ে সেড়ে হাজির হলেন শ্বশুর বাড়ি। আফতাবের মত ভদ্র,শান্ত, মার্জিত গোছের ছেলের কান্ডে তখন বাড়ি শুদ্ধ লোক হতচেতন, হতবাক। জমির সিকদার কথাই বলতে পারেননি অনেকক্ষণ। আজমল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখেছেন মাত্র। আনিস পড়তেন দশম শ্রেনীতে। তার থেকেও বড় কথা, বড় ভাই

আমজাদ অবিবাহিত। কেবল একটা চাকরিতে ঢুকেছেন তিনি। বেতনও আহামরি ছিল না। বড় ভাইয়ের আগেই মেজো ভাই বউ নিয়ে বাড়িতে হাজির? তৎকালে বিষয়টা এতটাই জটিল,আর অসহ থাকায় প্রত্যেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভাষাহীন।

জমির সিকদার একজন সৎ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বড়

পরিবার,পুরো সংসারের জোয়াল টানা সব মিলিয়ে একটু আধটু হিমশিমিয়ে যেতেন। আমজাদ চাকরি নেয়ার পর বাবার কাঁধে কাঁধ মেলানোয় একটু কমেছিল মাত্রাটা। অবশ্য আগেও কখনও সন্তানদের কোনও ইচ্ছে তিনি অপূর্ন রাখেননি। স্বচেষ্ট থাকতেন,তাদের আবদার মেটাতে।

কোনও টায় অপারগ হলে,বাকী তিন ভাই ভিড়তেন আমজাদের কাছে। প্রতিটি সহোদর তার চোখের মণি। কিন্তু আফতাব যেন একটু বেশিই সমীহ পেতেন। পিঠাপিঠি,সাথে আফতাবের ভদ্রতা,সভ্যতা আবার বাকী দুজনের চেয়ে তার চোখে অঢেল শ্রদ্ধার বর্ষন দেখে টান, মায়াও ছিল বাকীদের চেয়ে বাড়তি। সেই ভাইয়ের কাজে তিনি নিজেও

চমকেছেন,আশ্চর্য হয়েছেন। জমির রা*গে কাঁ*পছিলেন প্রায়। চি*ৎকার,চেঁচামেচিতে ভরে গিয়েছিল বাড়ির বসার ঘর। তাদের মা তখন দিশেহারা। কী রেখে কী সামলাবেন! রুবায়দা গুনগুন করে কাঁ*দছিলেন। আফতাবের মস্তক নীচু। বাবার চোখের দিকে একটি বার সে তাকায়নি অবধি। রাগা*রাগির এক পর্যায়ে জমির বললেন,

‘ ও বেকার,বিয়ে করে বউ আনল,খাওয়াবে কী? ওকে কে খাওয়াবে?’

আফতাবের বলার কিছু নেই তখন। উত্তে*জনায় ওইসময় অত কিছু মাথায় আসেনি। সেই ক্ষনে আমজাদ এক কথায় ঘোষণা করলেন

‘ আমি খাওয়াব আব্বা।’সকলে অবাক হয়ে তাকালে তিনি বললেন ‘ ‘আফতাব আগেও যা খেত এখনও

তাই খাবে। রুবায়দার জন্যে এক প্লেট বাড়তি ভাত লাগবে তাইতো? সমস্যা নেই,সেই ভাতের হিসেব না হয় আমার সাথে করলেন!’

শুধু আফতাব নয়,বাকী দুই ভাইয়ের মাথা শ্রদ্ধায় নতজানু হয়ে গেল তার প্রতি। জমির কিছু বলতে পারলেন না আর। রা*গে গজগজ করে প্রস্থান নিলেন সভা থেকে।

আফতাবের পড়াশুনা শেষ করে চাকরি নেয়া অবধি আমজাদ সামলেছেন সব। রুবায়দার মত লক্ষীমন্ত রমনীর, শ্বশুর কে কাবু করতে বেশিদিন লাগেনি। শ্রদ্ধা,যত্ন,ভালোবাসা দিয়ে গলিয়ে দিলেন জমিরের শ*ক্ত ভীত। একটা সময় এই মেয়েকেই চোখে হারাতেন তিনি। পরিবারের স্বাভাবিকত্ব আর সুখ দুয়ারে দাঁড়িয়ে তখন।

তার মধ্যে ওনার মৃ*ত্যু আবার হাজির করল শো*কের ঘনঘটা। আমজাদের ঘাড়ে বর্তাল পরিবারের সকলের দ্বায়ভার। আফতাব পরীক্ষা শেষের আগেই চাকরীর জন্যে বিভিন্ন স্থানে আবেদন শুরু করলেন। অন্তত ভাইয়ের থেকে কিছুটা বোঝা নিজের কাঁধে নেবেন বলে। লাভ হয়নি। তাদের মা পরামর্শ দিলেন বাসার দুটো রুমে ভাঁড়াটে তোলার। কিছু

হলেও টাকা আসবে। দুই ভাইই নারাজ তাতে। নিজেদের বাড়িতে অন্য লোক তুলবেন কেন?।শেষে দুজন মিলেমিশে পরিকল্পনা করলেন ব্যবসা করার। বাবার রেখে যাওয়া সঞ্চয় যোগ করলেন। তখন রুবায়দার পেটে বেড়ে উঠছে ধূসর। তার ও তো বাড়তি যত্নের প্রয়োজন! আমজাদের সঙ্গে মিনা বেগমের বিয়ে হয়েছে নতুন। কিন্তু ওইটুকু সঞ্চয়

তাদের পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসার জন্যে যথেষ্ট হয়নি। তাদের মা সাহারা হলেন সে সময়। নিজের সব গয়না বের করে তুলে দিলেন ছেলেদের হাতে। দেখাদেখি রুবায়দা আর মিনাও অনুসরন করলেন একই পথ। নাকফুল আর চুড়ি দুটো বাদে সমস্ত কিছু দিয়ে দিলেন। ওই অর্থ মিলিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু হলো। দুই ভাই রাতদিন গাধার মত খাটলেন।

ব্যবসা দাঁড় করাতে ত্যাগ করলেন আরামের ঘুম। বিনীদ্র রজনী বশ করল তাদের সহধর্মিণীদেরও। আস্তেধীরে ব্যবসা গড়ে ওঠে। শ*ক্ত পোক্ত ভীত,মজবুত হতে শুরু করে। গোডাউন একটার জায়গায় দশটা তৈরী হলো।বাসে- ট্রামে যাতায়াতের পথে ব্যবহার হলো নিজস্ব গাড়ি। আফতাব কোথাও গরমিল করলে,আমজাদ বুদ্ধি দিয়ে সব

মিটিয়ে ফেলতেন। বড় বড় ক্লায়েন্ট সামলাতে হয় তাকেই। আফতাব লম্বাচওড়া ছিলেন,তবে বুদ্ধীন্দ্রিয়ে পাকা-পোক্ত নয়। সেদিক থেকে আমজাদ করেছেন সব। ভাইকে বিশ্রামে পাঠিয়ে নিজে ঘাম ফেলেছেন। ভাইদের জন্যে বউ হিসেবে বেছে বেছে রত্ন খুঁজে এনেছেন। প্রত্যেককে শিখিয়েছেন,কীভাবে নিজেদের

ভালোবাসতে হয়। এই বিরাট পরিবারে তিনি এক দরদী বাজপাখি। আর ভাইদের নিকট ফেরেস্তাতূল্য!

এই পরিজন সে আগলে রাখলেও, ভাইদের ছেলেমেয়ের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কের কথা কোনও দিন মাথায়ও আনেননি। আজমলের আবদার সবথেকে বেশি ভড়কে দিয়েছে তাকেই। সাথে বসার ঘরেও

পিনপতন নীরবতা নেমেছে, ওই এক ঘোষনায়।নিস্তব্ধ হয়ে পরেছে সকলে। হতবাক চেহারায় একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো কিছুক্ষণ। আমজাদ বিস্ময়ের তোপে খানিক সময় ভাইয়ের দিক হা করে চেয়ে রইলেন। ধাতস্থ হতে বিলম্ব হলো। তারপর ত্রস্ত ভঙিতে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। আজমল একটু লজ্জা পেলেন। এমনিতেই

প্রস্তাবখানা রাখতে অস্বস্তি হচ্ছিল তার। যা সবার প্রতিক্রিয়া দেখে দ্বিগুন হলো এখন।

বিভ্রান্ত নজর একবার স্ত্রীর চেহারায় বোলালেন। তাকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। আজমল দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার ভাইয়ের পানে তাকালেন। ইতস্তত করে বললেন,

‘ ইয়ে,আমি কি কোনও ভুল কিছু চেয়ে বসলাম ভাইজান?’

আমজাদ নড়ে উঠলেন। ওষ্ঠযূগল মিলিত হলো। গলা খাকাড়ি দিয়ে সামলালেন নিজেকে। সকলের বিস্ময়াবহ ভাবমূর্তি কে*টে গেল ওমনি। তিনি

সংশয় সমেত শুধালেন‘ তুমি কি কথাটা নিশ্চিত হয়ে বললে আজমল?’

আজমল একটু চুপ থেকে বললেন,

‘ জি। আসলে, আমারও পুষ্পকে পছন্দ,সাথে জবারও। দুজনেই পরামর্শ করে ঠিক করলাম ওকে সারাজীবনের জন্যে আমাদের কাছেই রেখে দিই। মেয়েকে আজ না হোক কাল পরের ঘরে তো দেবেনই। আমাদের কাছেই থাকল না হয়!’

বলতে বলতে তার হাতটা পুষ্পর মাথায় বুলিয়ে গেল। মেয়েটার বিস্ময়াহত চাউনী তখনও অনড়।

অগ্রমস্তিষ্ক ছি*ন্নভিন্ন। স্নায়ুতন্ত্র বিবশ,বিদীর্ণ।আমজাদ মাথা নামিয়ে তাকিয়ে রইলেন মারবেল মেঝেতে। স্থূল মুখস্রী দেখে সকলে একটু ঘাবড়ে যায়। আমজাদ চুপ রইলেন। যেন গহীন প্রণিধানে ভাবছেন। একে অন্যকে ভ্রুঁ উঁচায় তখন। ঘটনাচক্র ঠাওর করতে ব্যর্থ তারা। শেষে চোখ তুললেন তিনি। আগের থেকেও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

‘ তুমি এরকম একটা প্রস্তাব কী করে রাখলে আজমল? আমিত সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি।’

পিউ এতক্ষণে কিঞ্চিৎ নড়েচড়ে উঠল। আশায় বুক বাঁধল বাবার কথায়। তবে কী বাবা মানা করে দেবেন?

আজমল ভীত হলেন। ভাইজান হয়ত নাখোশ হয়েছেন। তার কি আর একটু ভাবা উচিত ছিল? জবার

কথায় স্বায় দিয়ে ভুল করে বসলেন না তো? এই জন্যে ভাইজান আবার ভুল না বোঝেন।
তৎপর, তটস্থ চাউনী সকলের। চোখমুখ কৌতুহলী। মিনা বেগম শ*ঙ্কিত নেত্রে চেয়ে। স্বামীকে সামলানোর জন্যে মুখ খুলবেন কেবল,আচমকা হো হো করে হেসে উঠলেন আমজাদ। উপস্থিত প্রত্যেকে চকিত,চমকিত। ভ্যাবাচেকা খেল

এক কথায়। আজমল হাসবেন, না কি হাসবেন না, দ্বিধাদ্বন্দে ভুগলেন। কয়েক পল বোকা বোকা চাউনীতে চেয়ে থাকলেন।আমজাদ হাসতে হাসতে বললেন,

‘ এই দারুণ বিষয়টা আমার মাথায় আগে কেন আসেনি আজমল? ভাই থেকে বেয়াই হওয়ার বুদ্ধিটা কিন্তু মন্দ নয়।’

ছ্যাত করে উঠল পুষ্পর বক্ষস্থল। থমকে তাকাল বাবার দিকে। অথচ স্বস্তির শ্বাস টানল সকলে। আজমলের ঠোঁটে তৎক্ষনাৎ হাসি ফোটে। উন্মুক্ত হয় শুভ্র দাঁত। কপালের ভাঁজ চটজলদি মিলিয়ে গেল। বাকীদের ঠোঁট দুলে উঠল খুশিতে। তিনি আগ্রহ ভরে শুধালেন, ‘ তাহলে আপনার রাজী ভাইজান?’

‘ রাজী মানে? আলবত রাজী। তুমি মুখ ফুটে চাইলে আমি দেব না,এমন হয়েছে?’

পিউ চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এমন যে হবে সে আগেই জানত।

আজমলের জবাব,

‘ জি না।’‘ তাহলে আবার জিজ্ঞেস করলে কেন? আমার মেয়ে আজ থেকেই তোমাদে সম্পদ ধরে নাও আজমল। মেয়ে পেলেপুষে দূরে

পাঠানোর যা*তনা থেকে বাঁচিয়ে দিলে। '

জবা বেগম হুড়মুড়িয়ে ছুটে গিয়ে মিনা বেগমকে জড়িয়ে ধরলেন। ভদ্রমহিলা পরতে পরতেও সামলালেন নিজেকে। জবা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন ' ' আপা আমরা বেয়াইন হয়ে যাব।'

মিনা হাসলেন। পালটা জড়িয়ে ধরলেন তাকে। সকলে যখন হাসছে,

পুষ্পর চেহারায় পরতে পরতে ছুটছে আমাবস্যা। হত*বুদ্ধি সে,নির্বাক। কী বলবে, কী করবে জানেনা। কম্পিত নেত্রে সামনে বসা সাদিফের দিক তাকায়। সে সুস্থির ভঙিতে কাপে চুমুক দিচ্ছে। মুখস্রীতে উত্তেজনা,উদ্বেজনা কিচ্ছু নেই। মানুষটি তুলনামূলক নির্বিকার,নিষ্প্রভ। যেন কিছু শোনেনি,কিছু ঘটেনি।

রুবায়দা ছুটে গেলেন ফ্রিজ থেকে মিষ্টি আনতে। সুমনা বললেন,

‘ তাহলে সবাই মিলে বিয়ের একটা দিন পাঁকা করি?’

‘ কার বিয়ের কথা হচ্ছে?’

ধূসরকে দেখে,এই এতক্ষণে পিউয়ের প্রানে পানি এলো। তীব্র আশা ফুটে উঠল চেহারায়। আনিস বললেন,

‘ এসেছিস,আয় বোস এখানে।’

ধূসর গিয়ে বসল। আজমল বললেন,‘ এটাই বলতে চাইছিলাম তখন,আমাদের ইচ্ছে পুষ্পর আর সাদিফের দু জোড়া হাত এক করার। ‘

পিউ আগ্রহভরে, ফের নড়েচড়ে বসল। উদগ্রীব,উতলা সে। ধূসর ভাই সাহসী মানব। কাউকে পরোয়া করেন না। নিশ্চয়ই এক্ষুনি বলে

দেবেন আপুর মনের কথা। সবাইকে গুরুভার কণ্ঠে ঘোষণা দেবেন,

‘ এই বিয়ে হবেনা। কারণ পুষ্প, ইকবাল কে পছন্দ করে। ‘

হ্যাঁ এক্ষুনি বলবেন।

অথচ তাকে বিমূর্ত করে দিয়ে ধূসর বলল,

‘ ভালো সিদ্ধান্ত।’

পিউ আশ্চর্য বনে যায়। ওষ্ঠ ফাঁকা হয় নিজেদের শক্তিতে।

সে পরমুহূর্তে আবার বলল,
‘ তা যাদের বিয়ে দেবে তাদের মতামত নিয়েছেন চাচ্চু?’
আজমলের টনক নড়ল যেন। কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হলেন। বাকীদের অবস্থাও তাই হয়। যাদের বিয়ে দেবে তাদের মতামত নেবেনা?
তিনি শশব্যস্ত হয়ে বললেন,
‘ হ্যাঁ হ্যাঁ, সাদিফ বাবা!’সাদিফ এতক্ষণে তাকায়। চশমার সাদা গ্লাস

ভেদ করে তার নিষ্প্রাণ দৃষ্টি অবধি পৌঁছাতে পারেনা কেউ।

তিনি রয়ে সয়ে শুধালেন ‘ বিয়েতে তোমার আপত্তি নেইত?’

পিউ নীচের দিক চেয়ে দুদিকে মাথা নাড়ল। সাদিফ ভাইয়ের উওর ওর জানা। উনিতো আপুকে পছন্দ করেন। তার ওপর ইকবাল ভাইয়ের বিষয়েও কিছু জানেন না। ‘না’ বলার প্রশ্নই আসেনা এখানে। ‘ হ্যাঁ’ ই

বলবেন। সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম।

পুষ্পর ব্যকুল নেত্রযুগল সাদিফের দিকে নিবদ্ধ। তার কন্ঠনালী কা*পঁছে। ভেতর ভেতর ছট*ফটে ভঙিতে অনুরোধ করছে,

‘ না বলো ভাইয়া,প্লিজ না বলো।’

প্রত্যেকের জিজ্ঞাসু চাউনী যখন সাদিফের ওপর,সে তখন গাঢ়

দৃষ্টিতে মেঝের দিক চেয়ে রয়। চোখ না তুলেই, ঠোঁট নেড়ে জানায়,

‘ না। তোমাদের ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।’

পুষ্পর বুক ভে*ঙে এলো। হৃদয় ভ*গ্ন হলো হতাশায়। পিউ আবার সন্তর্পনে চ বর্গীয় শব্দ করে। জানতো এমনটাই হবে। সাদিফ ভাই ইজ আ বেস্ট বয় ইন দ্য ফ্যামিলি কী না!

সে গুটিকতক ভরসা জড়োসড়ো করে ধূসরের পানে পুনরায় তাকাল। সবার মধ্যে পারলনা চিল্লিয়ে নিবেদন করতে। কিন্তু তার ভেতরটা অধৈর্য ভীষণ। সে চেঁচায়,'কিছু করুন ধূসর ভাই,কিছু করুন। '

ছেলের উত্তরে জবা বেগমের বক্ষ থেকে পাথর নেমে গেল। গাল ভরল হাসিতে। উদ্বীগ্ন চোখেমুখে দেখা গেল সূর্যকিরণ। যাক! তাহলে তিনি

ভুল ভাবেননি,সাদিফের তবে পুষ্পকেই পছন্দ।

সবার উজ্জ্বল চেহারা ধূসর একবার একবার দেখল। বেশ মনোযোগ সেই পরিদর্শনে।

নিশ্চিন্ত মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে চট করেই বলল,

‘ সবে তো একজনের মতামত নেয়া হলো,পুষ্পর মতামত? ‘

পিউয়ের নেতিয়ে যাওয়া মুখশ্রী, মুহুর্তমধ্যে সতেজ হলো।

উত্তরাশার কুটি কুটি চারা বক্ষে রোপন করল সবেগে। অতিদ্রুত বোনের দিক তাকাল ফের। বিড়বিড় করে বলল ‘ আপু বল তুই রাজি না।’

পুষ্পর পুরো শরীর কাঁ*পছে। জ্বিভ বিবশ। কথা ফুটছে না। ধূসর তখনি পুরূ স্বরে ডাকে,

‘ পুষ্প?’সে ত্রস্ত, ক্লান্ত,চোখ তোলে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় ‘ জজি!’ ধূসর পূর্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ‘ বিয়েতে তুই রাজি?’

মেয়েটা ভীতু,অচঞ্চল। বাবা-চাচাদের সামনে মাপঝোঁক করে কথা বলেছে সব সময়। চোখ তুলে অবধি দেখেনি। প্রত্যুত্তর করেনি।

সেখানে আজ না বলবে? পারবে বলতে?

এক ঘর মানুষের মধ্যে যদিও বা না বলে বসে, তারপর কী হবে? কতগুলো প্রশ্ন বাণ ছো*ড়া হবে আন্দাজ করলেই ঘামছে। হচ্ছে আতঙ্কে আঁটশাট। গলবিলটা তখন মরুভূমি প্রায়। যেন তৃষ্ণায় শহীদ হবে। একটু পানি পেলে ভালো হতো!

ধূসর ধৈর্যহীন হয়ে বলল ‘ কী হলো?তুই রাজি?’

পুষ্প শুকনো ঢোক গে*লে। অতিক*ষ্টে,বেগ সমেত সাহস জমায় বক্ষে। না বলার জন্যে, হা করতে যায়,অথচ কথা ফোটার আগেই আমজাদের রাশভারি কণ্ঠে শোনা গেল,

‘ অবশ্যই রাজি। আমার মেয়েকে আমি চিনি। সে আমাদের মতের বাইরে কখনওই যাবেনা। মুখের ওপর আপত্তি করার শিক্ষা তারা

পায়নি। আমাদের পছন্দ যে তাদের জন্যে খা*রাপ হবেনা তারা অবগত। এইটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে। তাইত পুষ্প মা?’

বাবার আত্মবিশ্বাস,অহং*কার আর গর্ব দেখে পুষ্পর কথা মুখেই আটকে গেল। ঠোঁটগহ্বর থেকে জ্বিভটা আর বের হওয়ার জোর পেলো না আর। ঘোলা চোখে চেয়ে রইল কিয়ৎক্ষণ। জবা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন,

‘ কী রে, তাই কী? বল কিছু ।’

পুষ্প অবসাদগ্রস্ত ভারী চোখ নামিয়ে নিলো। ভারা*ক্রান্ত মন চে*পে রেখে, মন্থর বেগে ওপর নীচে মাথা দোলাল। নিরবে বোঝাল ‘ হ্যাঁ ‘। পিউ বিহ্ববল হয়ে দেখে গেল তা।

ধূসর হেসে বলল ‘ গুড।’

বিস্ময়ে পিউয়ের মাথা চক্রের ন্যায় ঘোরে। একবার পুষ্পকে দ্যাখে, একবার ধূসরকে। এরা দুজন

এরকম করছে কেন? ধূসর ভাই সব জেনেশুনেও বা....

আমজাদ সূক্ষ্ণ হাসছিলেন। ধূসরের মুখে ‘ গুড’ শুনতেই হাসিটা উবে গেল। ভীষণ অবাক হলেন। মেয়েকে বলা কথাখানা তিনি যে ইনিয়ে-বিনিয়ে ওকে খোঁচা মা*রতে বলেছেন,ছেলেটা কি বোঝেনি? এত নির্বোধ তো সে নয়। বুঝলেও হাসল কেন তাহলে ?

তিনি নিজেই ভ্রান্তিতে তলিয়ে গেলেন। কূল পেলেন না ধূসরের রহস্যের।

মিনা বেগম ঘুরে এসে স্বামীর পাশে বসলেন। হাত নাড়িয়ে স্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ তবে না হয় ভালো দিনক্ষণ দেখে, আংটি বদলের দিনটাও পাঁকা করব? কী বলিস ধূসর?’

ধূসর বলল ‘ করো।’

রুবায়দা পিরিচে মিষ্টি নিয়ে হাজির। আমুদে গলায় বললেন, ‘ তার আগে সবাই মিষ্টিমুখ করো দেখি। নে জবা তুই আগে খা।’বলতে বলতেই একটা আস্ত রসগোল্লা ঠুসে দিলেন তার মুখে। সবাই হেসে ফেলল।

হৈহৈ পরিবেশ থেকে অকষাৎ পুষ্প উঠে দাঁড়াল। কাউকে কিছু না বলে ঘরের দিকে রওনা হলো। জবা বেগম হেসে বললেন,

‘ লজ্জা পেয়েছে!’

সাদিফের কাপের চা শেষ হচ্ছেনা আজ। হাতল ধরা আঙুল গুলোও হালকা, পাতলা কম্পমান। তবুও বাইরে থেকে তার সাদাটে চিবুক পাথরের ন্যায় শক্ত,উদ্বেগহীন।পিউ বোনের যাওয়ার দিকে বেদ*নাদায়ক, সহায়হীন চোখে চেয়ে থাকে। ধূসরের দিক ফিরতেই দেখল সে শান্ত নজরে তার দিকেই

তাকিয়ে। ঠোঁটের ভাঁজে মিটিমিটি, পুরুষালি হাসিটা পিউয়ের মেজাজ খা*রাপ করল। নাকমুখ কোঁচকাল সে। এতদিন পেছনে,মনে মনে ধূসরকে হাজার হাজার ভেঙচি কে*টেছে । কিন্তু আজ,মাথাটা গরমে দাউ*দাউ করে জ্ব*লছে। প্রবল সাহসে বুকটা ফুলে ওঠে তার। ধূসরের মুখের ওপর ভেঙচি কে*টে চেহারা ঘুরিয়ে নেয়। হনহন করে

নিজেও প্রস্থান নেয় বোনের পিছুপিছু।বসার ঘরে হল্লাহল্লি চলছে। বড়দের প্রফুল্ল আওয়াজ বাড়ির প্রতিটি কোনায় ভেসে বেড়ায়। এখনই বসেছেন বিয়ের আলাপে। সামনে কী করবেন, কীভাবে সবটা গোছাবেন,এই আলোচনায় পরিবেশ মুখরিত।

পুষ্প বহু ক*ষ্টে ঘর অবধি এলো। তার পা চলছে না। এতটা ভারি

হয়ত পাথরখন্ড ও হয়না। গলবিলে দলা পাঁকানো কা*ন্নার পরিমান হুহু করে বাড়ছে। কত ক*ষ্টে এতটা সময় চে*পে রেখেছে কেউ জানেনা। চৌকাঠ পেরিয়ে কক্ষে ঢুকতেই চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো তা। বর্ষার ন্যায় মুষলধারে ঝরে পরলো গালে। ঝরঝর করে, গা ভে*ঙে কেঁ*দে ফেলল সে।ইকবাল ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে? এ দুঃস্বপ্নেও ভাবা

যায়না। একজন কে ভালোবেসে,তার প্রতি হৃদয় সপে, আরেকজন কে জীবনে বরন করা যায়? এতটা দুর্বোধ্য অনলে পু*ড়ে নিজের অন্ত ডাকার সাহস তার নেই।

ইকবালের চিত্তচাঞ্চল্যকর মুখমণ্ডল মানস্পটে হানা দেয় তখন। তার ওষ্ঠে বুলির মত আওড়ানো ‘ মাই লাভ ‘ শব্দটা উর্মির মত কানে বাজে। পুষ্পর কা*ন্না বাড়ে। শব্দ

বের হয় মুখ দিয়ে। হাত দিয়ে চে*পে রাখার প্রয়াস চালায় কিছুক্ষণ। ব্যর্থ সে,অপারগ। এত কা*ন্না কেন পাচ্ছে? কেন ঝরছে এত অশ্রু? মনের বিরুদ্ধে গিয়ে মত দিয়েছে বলে? ইকবাল টাকে ঠকালো বলে?

পুষ্পর বুক ধ্বক করে ওঠে , আজ দুপুরের কথাগুলো মনে করতেই। ইকবালের হাতে হাত রেখে সে যে

কথা দিয়েছিল,কোনও দিন ছেড়ে যাবেনা? তাহলে কী করে রাজী হয়ে গেল তখন? কেন প্রতিবাদ করল না? পুষ্প নিজেকেই ধিক্কার জানায়। সাহস নিয়ে তাচ্ছিল্য করে। ইকবাল তো যেচে ভালোবাসেনি। সে বেসেছে,অনুরক্তির ধুমজাল বিছিয়ে ওকেও বাধ্য করেছে প্রেমে পরতে। ইশ! সে মানুষটা যখন জানবে এসব,কীভাবে সহ্য করবে? কীভাবে?

পুষ্প বালিশের ওপর আছড়ে পরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উগলে দেয় অশ্রু। সাদা কভারটা ভিজে যায়,হয় চুপচুপে।
পিউয়ের ছোট্ট মুখটা আরো কয়েকধাপ সংকুচিত এখন। কোটর চিকচিক করছে জলে। দরজার এপাশে সে স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে। নিরব চাউনীতে দেখে যায় বোনের হুতাশন ভরা কা*ন্না। খুব ইচ্ছে হয়

একবার কাছে যেতে। যাবে কী? পিউ এক পা বাড়াল,পরমুহূর্তে কী ভেবে ফিরিয়ে আনল কদম। তার মস্তিষ্ক চিন্তায় ফাঁটছে। মাথাব্য*থা উঠেছে অনুচিন্তনের দাপা-দাপিতে। কপালের শিরা দপদপ করছে।আজ যদি ওর অন্য কোথাও বিয়ে ঠিক হতো? ধূসর ভাইকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করার কথা ভেবেই তার ক্ষুদ্র চিত্ত আঁ*তকে ওঠে। দম আটকে

যায়। সেখানে আপুর অবস্থা না জানি কী!

পিউয়ের সবটুকু রা*গ ওই মানুষটার ওপর বর্তাল। যে সব জেনেও চুপচাপ মেনে নিলেন। কেন? এমনি সময় তো মুরুব্বিদের মধ্যেও বুক ফুলিয়ে কথা বলে। সেবার গ্রামে? মা*রপিট করেও গর্ব করে বলে বসল ‘ দরকার পরলে আবার মা*রব।’আজও কি ওরকম একটু

সাহসিকতা দেখানো যেত না? তার আপু যে কোনঠাসা হয়ে সবার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে সে ছোট মানুষ হয়েও বুঝতে পারছে। তাহলে ধূসর ভাইয়ের মত একটা দা*মড়া ছেলে, সে কী বোঝেনা এসব?

পিউয়ের বড় বড় চোখ দুটো ভীষণ ক্ষো*ভে জ্ব*লে ওঠে। দুঃসাহসের তোপে শুকনো শরীর ওঠানামা করে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে

সে। ভ*য় পেলে হবেনা, জানতেই হবে ধূসর ভাই এমন কেন করলেন? ইকবাল ভাইয়ের ভালোবাসা পাইয়ে দেয়া কি ওনার দায়িত্ব নয় না কী? ওনার না বেস্টফ্রেন্ড? এই তার নমুনা?

পিউ দোতলার করিডোর থেকে একবার বসার ঘরে উঁকি দিলো। ধূসরের বসা, একেকবার একেক জনের দিক বিক্ষি*প্ত

চাউনী,মাঝেমধ্যে পাতলা অধর নড়ে নিঃসৃত হওয়া বাক্যবাণ, পাকোড়া চিবানোর ধরন হারিয়ে দিলো খেই। ক্ষো*ভ যেন তুষারের ন্যায় গলে গেল। রা*গঢাক বদলে গেল মুগ্ধতায়। এই মানুষটাকে এত অসাধারণ হতে কে বলেছে? এমন প্রলুব্ধ মানবের ওপর রা*গ করার সাধ্যি তার নেই।পিউ ঠান্ডা হলো খানিক। তবে সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত।

ঘটনা সে জেনেই ছাড়বে। হয়ত রা*গের বদলে, শান্ত মাথায়। এখন তো ধূসর ভাই সবার মাঝে বসে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পিউ আরেকবার বোনের ঘরের দিকে চায়। পুষ্প এখনও কাঁ*দছে, সে জানে। তবে শব্দশূন্য, আওয়াজহীন। সে নিঃসহায় শ্বাস ফ্যালে। বাড়ি জুড়ে এত কাহিনী ঘটছে, আর এই সময়েই পরীক্ষা! কোনটা রেখে

কোনটায় মনোযোগ দেবে দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছে। মাঝেমধ্যে নিজের জন্যেই মায়া হয়, একটা বাচ্চা মানুষের পক্ষে মাথায় এত প্রেশার নেয়া সম্ভব?

বসার ঘরের রমরমে আড্ডার শেষ নেই। একেকজনের মুখে হাসি যেন ধরছে না। অন্যদিনে এই হাসিখুশি, উৎফুল্ল পরিবার পিউয়ের মন প্রশান্ত করে। অথচ আজ কেমন অস*হ্য

লাগছে। দুটো মানুষকে কাঁ*দিয়ে খুশি থাকার মানে হয়না। এসব আনন্দ নিরর্থক।পিউ প্রতীক্ষা করছে এই সভা ভঙ্গের। ধূসর কখন ওপরে আসবে, কখন জিজ্ঞেস করবে, উতলা সে।

সাদিফ পুরো কাপের চা খালি করেছে। পরপর মাকে বলেছে আরো এক কাপ রং চা আনতে। একেবারে গাঢ় লিকারের। কোনও

রকম চিনি দেয়ার নিষেধাজ্ঞা সেখানে। জবা একটু অবাক হলেন। সাদিফ তুলনামূলক মিষ্টিপ্রিয় ছেলে। তার হঠাৎ এমন আবদার বিভ্রান্ত করল ওনাকে। কিন্তু কথা বাড়ালেন না।

চা বানিয়ে এনে হাতে দিলেন। সাদিফ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে চুমুক দিলো। তিঁতকুটে চা শেষ করল চোখের

পলকে। বিস্বাদে একটুও নাকমুখ কোঁচকাতে দেখা গেল না।
সমস্তটা খেয়ে,তবেই উঠে দাঁড়াল। 'ঘরে যাচ্ছি' বলে সিড়িতে পা রাখল। কেউ কিছু বলে না। সে আলগোছে এগিয়ে যায়।রুমের কাছাকাছি এসে পিউকে দেখে দাঁড়াল সাদিফ। পিউ ও তাকিয়েছে তখন। সাদিফ কিছু একটা ভাবল।

চোখের চশমাটা খুলে এগিয়ে দিল হঠাৎ। খুব ধীর-স্থির কণ্ঠে বলল ‘ একটু মুছে দে তো। ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছে।’

পিউ দ্বিরুক্তি করে না। বাধ্যমেয়ের মত চশমা এনে ওড়না দিয়ে মুছতে থাকে। তার গভীর মনোনিবেশ যখন সেখানে ব্যস্ত,সাদিফের বরফ দৃষ্টি লুটোপুটি খায় ওর মুখেতে। নিখাঁদ, পূর্ন চোখদুটো এক ধ্যানে দেখে যায়

তাকে। পিউয়ের নাক,ঠোঁট, ভ্রুঁ, গাল, সব কিছু এঁকে নেয়,মুখস্থ করে। বক্ষ অশান্ত,দুরন্ত। মন্তঃস্তাপ প্রতিটি পলকে। পিউ তাকানো মাত্র হিঁচ*ড়ে সরায় নেত্র। চেহারা ঘোরায় অন্য কোথাও। মুখমণ্ডলে ফুটিয়ে তোলে বিরসতা।

পিউ অতশত খেয়াল করেনি। সে চশমা এগিয়ে বলল,

‘ নিন।’

সাদিফ না তাকিয়েই ধরল। আর একটি কথাও বলল না। নিঝুম প্রস্থান নিলো। তবে যেতে যেতে মনে মনে আওড়াল,

‘ এই চশমা মোছার দায়িত্বটা আজীবনের জন্যে তোকে দিতে চেয়েছিলাম পিউ। হলোনা বোধ হয়! ‘অপেক্ষার অবসান হচ্ছেনা। উলটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঝিম ধরে যাচ্ছে। মেরুদন্ডের হাড়ে অনুভব হচ্ছে

চিনচিনে ব্য*থা। পিউ বির*ক্ত হলো। অধৈর্য সে। যদি পারতো, ধূসরকে ডেকে ওপরে আনতে? ওখান থেকে টেনে তুলতে? ইশ!

সেই ক্ষনেই চট করে মাথায় উদয় ঘটল নতুন বুদ্ধির। পিউ তৎক্ষনাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। ছুটে গেল নিজের ঘরে। ফোন এনে ফিরে এলো আগের জায়গায়। ধূসরের নম্বরে কল দিলো ঝটপট ।

ফোন বেজে উঠল তার কামড়ায়। পিউ হতাশ হয়। নিরাশায় কান থেকে নামিয়ে ঠোঁট ওল্টায়। পরপর আবার এক বুদ্ধি পেতেই মুখবিবর চকচকে হলো। তক্ষুনি গলা উঁচিয়ে ডাক ছুড়ল,

‘ ধূসর ভাই!’

সে তাকানোর সাথে সাথে বাকীদের দৃষ্টিও ক্ষেপণ হলো। এত জোরা চাউনী ক্ষানিক গুঁটিয়ে দেয় তাকে।

তবুও সে দমে না। ধূসরকে উদ্দেশ্য করেই বলল,

‘ আপনার ফোন বাজছে। ‘ধূসরের চোখেমুখে আগ্রহ দেখা গেল না। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল

‘ বাজুক।’

পিউ ভ্রু কোঁচকায়। বাজুক মানে? এটা কোনও কথা হলো?

সে দ্বিগুন ছট*ফট করে ওঠে। ফটাফট মিথ্যে বলে,

‘ ইকবাল ভাই ফোন করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে করছেন দেখছি।’

এই বুদ্ধিটা কাজে লাগে। ধূসর শোনামাত্র উঠে এলো সেখান থেকে। পিউয়ের অধর ভরল জয়ের হাসিতে। আমজাদ সিকদার নাকচোখ গুঁটিয়ে বসে রইলেন। এই ইকবাল হতচ্ছাড়াটাই সব ন*ষ্টের মূল। একটা পারিবারিক আলোচনার মধ্যেও এর ফোন করতে হবে?

ধূসর সোজা নিজের ঘরে যায়। পিউ ত্রস্ত এগোলো তার পেছনে। ধূসর টেবিলের ওপর থেকে ফোন তুলে হাতে নেয়। ভাবল,কল কে*টে গিয়েছে,ব্যাক করবে। স্ক্রিন জ্ব*লতেই 'মিসডকল ফ্রম পিউ 'লেখা ভেসে উঠল। ধূসরের ভ্রুতে ভাঁজ পরল। কললিস্ট চেক করে ইকবালের সম্প্রতি কোন কল পেলোনা। এর মানে পিউ মিথ্যে

বলেছে? তার মেজাজ খারা*প হলো ওমনি। চিবুক শ*ক্ত করল। পুঁচকিটাকে কয়েকটা কড়া কথা শোনাতে ঘুরতে গেল, তখনি ওপাশ থেকে চঞ্চল পায়ে এসে দাঁড়াল পিউ। নাকটা মুহুর্তে ঠু*কে গেল তার বুকের সাথে। পিউ পিছিয়ে এলো খানিক। চোখ ঝাপ্টে ধাতস্থ হলো। ধূসরের শৈলপ্রান্ত বেঁকে আছে। ভ্রুঁ একসাথে গোছানো।

‘ কী মানে এসবের?’তার নিম্নভার,রুদ্রপ্রতাপ কণ্ঠে পিউ জড়োসড়ো হল। সদাজাগ্রত নজরে তাকাল।

‘ মিথ্যে বলেছিস কেন?’

পিউয়ের নিষ্পাপ জবাব,

‘ কী করব? অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি,আপনার কথাই শেষ হয়না। উঠছিলেনই না ওখান থেকে। তাই জন্যেইত.....’

ধূসরের কপালের ভাঁজ শিথিল হলো। বিদ্বিষ্ট চাউনী গভীরতা পেল। কয়েক সেকেন্ডে যা ছুটে গেল পিউয়ের স্নিগ্ধ,ললিত চেহারা জুড়ে।
পিউ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল,
‘ আপু খুব কাঁ*দছে ধূসর ভাই। ‘
সে ছোট করে বলল ‘ ও।’
নিরুৎসাহিত উত্তরে, পিউ আশ্চর্য হয়ে বলল ‘ ও মানে? আপনি কিছু বলবেন না?’

‘ কী বলব? ও কাঁ*দছে,এখানে বলার কী আছে?’

পিউ হা করে বলল,‘ কিছু নেই?’

‘ না।’

পিউ রুক্ষ ধাতে বলল,

‘ এটা কোনও কথা হলো ধূসর ভাই?’

ধূসর চোখ ছোট করতেই তার চিবুক গিয়ে গলদেশে ঠেকল। ভদ্র,মৃদূ কণ্ঠে বলল,

‘ না মানে,আপনি আমি দুজনেই জানি,আপু আর ইকবাল ভাইয়া একে অন্যকে পছন্দ করেন। বিয়েতে আপু রাজী না। তাও.... ‘

ধূসর পথিমধ্যেই কথা কে*ড়ে নিয়ে বলল,

‘ কীভাবে জানলি? পুষ্প তোকে বলেছে?’

পিউ তাকায়।

উত্তর দেয়,

‘ বলেনি। আমিত জানি। আপনিও তো জানেন।“ ওরা জানিয়েছে আমাদের?’

জলদগম্ভীর স্বরে, পিউ দুদিকে মাথা নেড়ে বলল ‘না।’

‘ ওরা আমাদের জানায়নি,আমরা নিজেদের মত করে জেনেছি। জানি যে পুষ্প রাজী নয়। কিন্তু একে অন্যকে ভালোবেসেছে ওরা,তাই

সবাইকে সত্যি জানানোর দায়বদ্ধতা ওদের পিউ। তোর বা আমার নয়।'

' কিন্তু.... '

ধূসর হাত উঁচু করল। পিউ থেমে যায় ওখানেই। সে বলল,

' পুষ্পকে আমি সময় দিয়েছি,সুযোগ দিয়েছি। সবার সামনে ওকে জিজ্ঞেস করেছি সে রাজী কীনা। ও যদি একবার না বলতো,বাকীটা আমি সামলাতাম। কিন্তু সে বাবার বাধ্য

মেয়ে। বলে বসল 'হ্যাঁ'। বোকা মেয়ে বুঝলোইনা,তোর বাবা ওসব কথা আমাকে শোনাতে বলেছেন।'

পিউ অবাক চোখে তাকাতেই বলল,

' কাকে কী বলছি, তুইত আরেক নির্বোধ।"

পিউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল ' আমি কী করলাম?'

ধূসর সে কথার জবাব দিলোনা। সুদৃঢ় গলায় বলল,

‘ পুষ্প,ইকবাল কেউই আমাকে বলেনি তাদের সম্পর্কের কথা। তাদের মতে আমি কিছুই জানিনা। তাই যতক্ষণ না ওরা নিজেরা এসে আমাকে জানাবে,আমি এরকমই থাকব। নির্লিপ্ত, চুপচাপ। ওরা যদি আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ না করে,তাহলে যা ভালো বোঝে করুক। আমি এসবে নেই,আর তুইও থাকবি না। ‘

পিউ আগ্রহভরে শুধাল,‘ আর যদি জানায়, তখন?’

ধূসর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,

‘ আমাকে ভরসা করিস?’

পিউ বিলম্বহীন মাথা দোলাল।

করে না মানে? বাবা মায়ের পর এই মানুষটাকে সবথেকে বেশি ভরসা আর বিশ্বাস তার। অন্ধ যেমন একজন অচেনা মানুষের হাত ধরে রাস্তা পার হতে শেখে? একটা

তুলতুলে শিশু যেমন মায়ের মুখ থেকে শুনে দুনিয়া চিনতে শেখে? এই ভরসা হয়ত তারও উর্ধ্বে।

ধূসর বলল,

‘ তাহলে নিশ্চিন্ত থাক। যা হবে,খা*রাপ হবে না। ‘এই এক বাক্য অচিরেই দূর করল পিউয়ের সকল অস্থিরতা,উদ্বীগ্নতা।

তার ওষ্ঠপুটের মৃদুমন্দ হাসি,আর মুখস্রীতে অকংপিত চিহ্নটা ধূসর

সূচালো,একাগ্র চিত্তে দেখল। পরোখ করল এক কথায়। ততোধিক শান্ত গলায় বলল,

‘ কাল পরীক্ষা রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? পড়াশুনা নেই তোর? দিনে একবারও বইয়ের আশেপাশে দেখিনা তোকে। ফেল করার ইচ্ছে আছে?”

অলঘু কণ্ঠ পিউয়ের ধ্যান ভা*ঙায়। হাসি মিলিয়ে তটস্থ হয়। জবাব দেয়,

‘যাচ্ছি।’

সে মোটামুটি নিরুপদ্রব এখন। ধূসর ভাই যখন বলেছেন,তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন। শান্তিপূর্ণ মন নিয়ে উল্টোপথে হাঁটা ধরল পিউ। দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে তাকাল। ডাকল ‘ ধূসর ভাই?’‘হু।’

‘ একটা কথা বলতাম।’

‘ কী?’

‘ ইয়ে,ইকবাল ভাইকে জানাব,আপুর বিয়ে ঠিক হয়েছে যে?’

তার ক্ষুদ্র জবাব ‘ ইচ্ছে।’

পিউ মাথা দোলাল। হাঁটতে গিয়ে কী একটা ভেবে আবার থামল। ঘুরে চেয়ে দেখল ধূসর সেখানেই দাঁড়িয়ে, এদিকেই তাকিয়ে।

সে মনঃদ্বিধা নিয়ে বলল,

‘ না থাক। আপনিই জানিয়ে দিন। আমার দ্বারা হবে না।’

ধূসরের হাসি পেলো পিউয়ের মুখ দেখে। অথচ ভারী গলায় বলল ‘ ঠিক আছে, যা।’

পিউ আবার মাথা দুলিয়ে চলে গেল। বরাবরের মত ওই পথে গেঁথে রইল ধূসরের অবিচল,অনিমেষ, তৃষ্ণাতুরা চক্ষুদ্বয়।পিউ পড়ার টেবিলে বসলেও তার মনোযোগ নেই। ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বলে আগ্রহ ও কম। সে ইংরেজিতে ভালো,বলা বাহুল্য যথেষ্ট

ভালো। আগে যা পড়েছে ওতেই হবে।

পিউ কলমের গোড়া দিয়ে মাথা চুল্কাল কিছুক্ষন। উশখুশ লাগছে। খচখচ করছে মনের মধ্যে। ইকবাল কে ফোন করবে ভেবেও করেনি। এরকম দুঃসংবাদ কী করে দেবে সে? ভাইয়া কতটা ক*ষ্ট পাবে তার কী জানা নেই ? এতটা নি*ষ্ঠুর সে

নয়। ওসব ধূসর ভাই করুক গে। তার বন্ধুকে তিনিই সামলাক।

পুষ্প-সাদিফের ব্যাপারটা যতবার ভাবছে ততবার মন খারা*প হচ্ছে তার। বইয়ের পৃষ্ঠায় জাগছে বিতৃ*ষ্ণা। একবার চাইছে,সাদিফকে গিয়ে জানাবে সব। পরক্ষনেই ধূসরের কথা মনে করে থেমে যাচ্ছে।

নিজের প্রতি অস*ন্তোষ ভঙিতে মাথা নাড়ছে। বিমুখ হয়ে খাতায় আঁকিবুঁকি করছে। তবুও লাভের লাভ হচ্ছেনা। ঘুরেফিরে প্রশ্ন করছে মনটা ‘ কীভাবে কী হবে?’

শেষে শ্রান্ত ভঙিতে মাথাটাকে টেবিলের ওপর এলিয়ে দিলো পিউ। যা হওয়ার হোক। পৃথিবী উলটে যাক,ভঃ*স্ব হোক। যতক্ষণ না ধূসর ভাই কিছু করবেন,সে নিজেও

থাকবে নীরব দর্শক।ইকবাল ফোন করে করে ক্লান্ত,অবিশ্রান্ত। বিপ*ন্ন হস্তে শেষ বার চেষ্টা করল,রিসিভ হলো না। তার অস্থিরতা বাড়ল ক্রমশ। পুষ্প ফোন ধরতে দেরি করলেও একদম ধরেনা এরকম ঘটেনি আগে। তাদের তো ঝগ*ড়াও হয়নি। তবে রিসিভ হচ্ছেনা কেন? ঠিক আছে তো মেয়েটা?

ইকবাল দ্রুত হাতে আবার চেষ্টা করল। এবারেও একই ফল। শেষে রে*গেমেগে ফোনটাকে বিছানায় ছু*ড়ে ফেলল সে। সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে চলল বারান্দায়।

পুষ্প সাদিফের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখটা এইটুকুন। বুকটা জড়োসড়ো ভ*য়ে। তবুও চমৎকার এক আশা পুষে এখানে হাজির হয়েছে। ভাইদের মধ্যে

সাদিফের সঙ্গে তার নৈকট্য বেশি। বয়সের গ্যাপ কম হওয়ায় একে অন্যকে বোঝেও ভালো। সাদিফ ভাইয়াকে সব জানালে তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু করবেন। সেজো মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাবেন বিয়ে আটকাতে। এটুকু ভরসা ওর আছে। এই আশ্বাসেই পুষ্প কা*ন্নাকা*টি থামিয়ে এখানে উপস্থিত হলো। ভেতরটা তবুও কাঁ*পছে অজানা

আশ*ঙ্কায়। বুক ধড়ফড় করছে খুব। সবটা ভালোয় ভালোয় হবে তো?সে দোরের পৃষ্ঠে টোকা দিতে গেল,ওপাশ থেকে আগেই খুলে যায় সেটা। সাদিফও তখন বের হচ্ছিল। দুজন আকষ্মিক দুজনের সামনে পরায় মৃদূ চমকাল,হতভম্ব হলো। একে অপরের মুখ দেখেই যত্র গাঢ় অস্বস্তিতে ডুবে গেল। নিজেদের বিয়ের আলাপ,নিজেদেরই সামনে

হওয়ায় এই স্বস্তিহীনতার সীমা নেই। ছোট বেলা থেকে যারা নিজেদের ভাই-বোন জেনে এসেছে তাদেরই বিয়ে?

পুষ্প চোখ নামিয়ে নিলো। সাদিফ সামলালো তার অপ্রতিভ অভিব্যক্তি। স্বাভাবিক হয়ে শুধাল,

‘ তুই হঠাৎ? ‘

পুষ্প ওমন নীচে চেয়েই বলল ‘ একটু কথা ছিল।’

‘ ভেতরে আয়।’

সাদিফের পিছু নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। খোলা দরজাটা হাত দিয়ে আস্তে করে চাপিয়ে দিল।

‘ বোস।’

‘ না,ঠিক আছি।’

‘ কী বলবি?’

পুষ্প ঘামছে। কপাল গড়িয়ে দু এক ফোটা পরছেও গলায়। ঢোক গি*লছে বারবার। কোত্থেকে শুরু

করবে বুঝে উঠছেনা। সাদিফ তা*ড়া দিল,

‘ কী? বল!’পুষ্প শ*ক্ত হলো খানিক। মস্তিকে সাজিয়ে,গুছিয়ে আনা বাক্যসংলাপ আরেকবার আওড়াল।

প্রচন্ড মিহি কণ্ঠে বলল,

‘ আমি বিয়েটা করতে চাইনা ভাইয়া।’

সাদিফের কর্নকুহর হলোনা। বলল,

‘ আরেকটু জোরে বল।’

পুষ্প তাকাল। জ্বিভে ঠোঁট চেটে বলল,

‘ এই বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।’

‘ কেন?’

সাদিফের উদ্বেগশূন্যতা, পুষ্পর সব গুলিয়ে দেয়। ভী*ত হয় সে।

সাদিফ নিজে থেকেই জানতে চাইল,

‘ কাউকে পছন্দ করিস?’

পুষ্প মাথা নামিয়ে নেয়,তবে ওপর নীচে দুলিয়ে বোঝায় ‘ হ্যাঁ। ‘

সাদিফের শান্ত স্বর ‘ কাকে?’পুষ্পর গলা কাঁ*পছে খুব। ইকবালের নাম নিতে আতঙ্কে থরথর করছে ভেতরটা। এরপর কী হবে ভেবে শ*ঙ্কিত সে।

কিন্তু না জানিয়ে উপায়ও যে নেই। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাওয়ার এটাই পথ।

প্রগাঢ় ভ*য়ডর বুকে চে*পে, রুদ্ধশ্বা*সে সে জানাল ‘ ইকবাল কে।’

সাদিফ অবাক হলো। চেহারায় পরিষ্কার ফুটে উঠল চিহ্নটা। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ‘ ধূসর ভাইয়ার বন্ধু ইকবাল?’

পুষ্পর গ্রাস তরতরিয়ে বাড়ে। বক্ষস্পন্দন জোড়াল। তার মৌণতা

সাদিফকে উত্তর বুঝিয়ে দেয়। সে রাশভা*রি গলায় প্রশ্ন করে,

‘ কবে থেকে? ‘

‘ দু... দু বছর।’

সাদিফ একটু ভেবে শুধাল ‘ ভাইয়া জানেন?’

তার ত্রাসিত জবাব,

‘ না।’

‘ এখন আমাকে কী করতে বলছিস?’

পুষ্প চট করে তাকায়। চেহারায় উঁকি দেয় অল্পস্বল্প আশার আলো। সাদিফের প্রতি তার অমায়িক আস্থা,বিফলে যাবেনা নিশ্চয়ই?

সে আকুল স্বরে অনুরোধ করল,' সেজো মাকে একটু বুঝিয়ে বলোনা ভাইয়া। তুমি বললে আব্বুও শুনবেন। আমি ইকবালকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারব না। '

সাদিফের চেহারায় পরিবর্তন হলো না। সে চুপ করে তাকিয়ে আছে। বাইরে থেকে ভেতরটা বুঝে ওঠা মুশকিল।

পুষ্পর ব্যগ্র চাউনী। বক্ষঃপিঞ্জর আন্দোলিত। সাদিফের অভিপ্রায় বুঝতে অক্ষম মস্তক।

সেই মুহুর্তে শোনা গেল তার তপ্ত শ্বাস আ*ছড়ে আসার শব্দ। সাদিফ দীর্ঘকায় নিঃশ্বাস নিলো।

পরপর বলল,

‘ সমস্যাটা তোর পুষ্প,আমার নয়। তাই যা করার,যা বলার তুই বল। আমার থেকে কিছু আশা করিস না।’

পুষ্প মাথায় বাঁ*জ পরল। বিস্ময়াকুল সে। হৃদয় ভে*ঙে খান*খান হয়। আলোকশূ্ন্যতায় ছেঁয়ে যায় অন্তঃস্থল। লোঁচন থেকে ঠিকড়ে গড়ায় দুফোঁটা জল। নৈরাশ্যে

পিছিয়ে গেল এক পা। মর্মাহ*ত কণ্ঠে বলল,

‘ এর মানে তুমি কিছু করবে না?’

সাদিফ অকপটে বলল,

‘ না। বড়দের ওপর কথা বলা, আমার ধাঁচে নেই। তুই বিয়েটা ভা*ঙতে পারলে আমার আপত্তি নেই,তবে নিজে কিছু করতে পারব না। সরি!পুষ্পর চোখেমুখে অবিশ্বাস। ছোট বেলা থেকে চিরপরিচিত

সাদিফ ভাইকে আজ অজ্ঞাত,অচেনা মনে হচ্ছে। এ কেমন মানুষ তার সম্মুখে? পুষ্পর ঝাপ্সা নেত্র অচিরাৎ ক্রো*ধিত হলো। অক্ষিপট দপ করে জ্ব*লে উঠল রু*ষ্টতায়। শান্ত,সংযত মুখমণ্ডল শ*ক্ত হলো ভীষণ।

একেবারে মুখের ওপর,সরাসরি বলে বসল,' তুমি খুব স্বার্থ*পর সাদিফ ভাই। তোমার মত স্বার্থ*পর মানুষ, আমাদের এই সুন্দর পরিবারের

জন্যে বিষা*ক্ত। আমারই ভুল,মিথ্যে আশা নিয়ে তোমার কাছে আসা। নিজের সময় ন*ষ্ট করে আমি অনুতপ্ত। '

সাদিফ নিরুত্তর। টু শব্দ করল না। তর্কে গেল না। পুষ্প ক্রো*ধে গজগজ করে বেরিয়ে গেল। দেয়ালে দরজা ফেলার শব্দটা বিক*ট হলেও পা থামেনি তার। সাদিফ পুনরায় দম ফেলল। ভ্রুঁ কুঁচকে এগিয়ে গেল

বিছানায়। তার নির্জীব ভাবভঙ্গি, যেন পুষ্পর কথায় যায় এলোনা। চশমা খুলে,আলো নিভিয়ে,গায়ে কম্বল পেঁচিয়ে চুপচাপ শুয়ে পরল সে। প্রস্তুতি নিলো একটি চমৎকার নিদ্রার।সাদিফ, ধূসরের চেয়ে তিন বছরের ছোট। আর পুষ্প তার ছোট, পাঁচ বছরের। মধ্যকার গ্যাপটা ধূসরের অতিকায়,স্বভাবে সে নিরেট, এত সব কারণে পুষ্প তার সাথে

মিশেছেও কম। কথাটা সে মিশেছে বললে ভুল হবে,তার বারো বছর বয়স থেকেই ধূসর বাড়িতে থাকেনি। বোধশক্তি হবার পর কাছে পেয়েছে সাদিফকেই। ধূসর দেশে ফিরতেই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হলো। বাপ-চাচাদের সাথে চলল তার ঠান্ডা, বরফ যু*দ্ধ। বাড়িতে থাকতো কম,আসতো কম। এইসবের মাঝে

পিউ-পুষ্পর মনে নিজের জন্যে জায়গা করল প্রবল আ*শঙ্কার। পিউ লক্ষ্য-কোটি ধম*ক খেলেও সে খেয়েছে হাতে গোনা। যা না ধরলেও চলে। কিন্তু ধূসরের গা ঝাড়া ধরনের চলাফেরা,বাবা- চাচার মুখের ওপর জবাব দেয়া, তার বিরাট হস্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা, এসব দেখে সে নিজেই ভ*য়ে সিটিয়ে থাকতো। জড়োতা আর সঙ্কোচে ধারে-কাছে

ঘিষতোনা।তাদের মধ্যে আজ অবধি নিজেদের নিয়ে কথা হয়নি। যা কথা,যত কথা সব পিউ সম্পর্কে,ওকে নিয়ে।

অন্যদিকে সাদিফের সঙ্গ ছিল ঠিক তার বিপরীত । দুজনের মেলবন্ধন চমৎকার । এই কথা বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই মেনে নেবেন। ওদের মধ্যকার দারূন সম্পর্কে প্রভাবিত

হয়েই তো জবা বেগম এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তেমনই সাদিফের প্রতি পুষ্পর ভরসা ছিল। আস্থা ছিল,ছিল বিশ্বাস। তার এমন সংকীর্ণ সময় সবার প্রথমে সে পাশে দাঁড়াবে এমনই ছিল ধারণা। সেজন্যেই সাহস করে মনের কথা সবার আগে তাকে জানিয়েছে। অথচ ফিরল শূন্য হাতে, রিক্ত মস্তকে। এইভাবে সাদিফ ভাই

আশাহত করবেন সে কল্পনাও করেনি। এতটা স্বার্থপর তিনি হতে পারলেন? এখানে অন্য কেউ হলেওতো,সাহায্য করতেন। যদি কেউ অবগত হয়,সে যাকে বিয়ে করবে তার মনের রাজ্যে অন্য কারো প্রভুত্ব চলছে,তারপরেও সে মানুষ কী করে নির্লিপ্ত থাকে? সাদিফের প্রতি অভিমান, ক্ষো*ভে তার ভেতরটা বির্বজিত হয়। নিদারুন

ঘৃনায় শিরশির করে শরীর।ছুটে এসে ঘরের দোর চাপায় সে। অদ্ভূত,উৎকট শব্দের উদ্ভব হয় তাতে। পুষ্প দৌড়ে গিয়ে, হুমড়ি খেয়ে বিছানার গায়ে লুটিয়ে পরল। হাউমাউ করে কাঁদল। ভাগ্য এরকম কেন? সে চেয়েও কেন কিছু করতে পারছে না? কার কাছে যাবে,কার কাছে সাহায্য চাইবে? মাথাটা এত এলোমেলো লাগছে কেন?

তার মন বলছে একবার ধূসর ভাইয়ের দ্বারপ্রান্তে যেতে। মানুষটা যে কোনও অংশেই সাদিফ ভাইয়ের মত নন,সে জানে। কিন্তু, ওই যে ভ*য়! পারছেনা। সঙ্কোচ,ত্রাস,ঘিরে ব*ন্দী করেছে তাকে। আ*তঙ্ক দাপ*ট চালাচ্ছে বক্ষে। পুষ্প নিজেকেই দোষারো*প করছে আজ,কেন সে ভাইয়ের বন্ধুকে

ভালোবাসতে গেল? কেন জড়াল সম্পর্কে?

ঠিক সেই সময় ফোন বাজল। পুষ্পর কা*ন্না কমছেনা। লাগাতার রিংটোনের শব্দ একটা সময় বাধ্য করল মুখ তুলতে। নিরন্তর আওয়াজে সে চোখ তোলে। বালিশের পাশে রাখা ফোনের স্ক্রিনে চোখ বোলায়। অচেনা,তবে পরিচিত সেই নম্বরের ডিজিট গুলো তার

বক্ষে উত্থাল-পাতাল শুরু করে নিমিষে।

পুষ্প চোখ মুছে উঠে বসল। রিসিভ করে বলল ‘হ্যালো।’ওপাশের মানুষটি উত্তে*জিত। ধৈর্যহীনতায় খেয়ালও করল না প্রেয়সীর ভগ্ন স্বর। উলটে রে*গে-মেগে বলল,

‘ কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ফোন করছি আন্দাজ আছে তোমার? কটা বাজে দেখেছো পুষ্প?

ব্যস্ত থাকলে আমাকে একবার জানাবে না? আশ্চর্য মেয়ে তো তুমি!’
‘

পুষ্পর মন-মানসিকতা ভালো না। তার মধ্যে ইকবালের চোট*পাট মেজাজ বিগড়ে দেয়। রীতিমতো ব্রহ্মতালু অবধি দাউ*দাউ করে জ্ব*লে উঠল। হিতাহিতজ্ঞান ভুলে বলল,

‘ সমস্যা কী তোমার ইকবাল? যাস্ট কয়েকবার ফোন করে মাথা কিনে নিয়েছো আমার? এভাবে কথা শোনাচ্ছো! আমিত বলেছি,আমি নিজে কল না দিলে রাতে আমাকে কল দেবেনা। তাও নির্লজ্জের মত একই কাজ করছো। উঠতে,বসতে,গি*লতে সবেতে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়। আমার জীবন নিজের মত চালানোর

স্বাধীনতা আমার আছে। তাহলে তুমি ডোমি*নেট করবে কেন? কে তুমি? ‘ইকবাল থমকে গেল কথাগুলোয়। পুষ্পর মত নম্র মেয়ের মুখে এমন কিছু শোনাও কল্পনাতীত। বিহ্বল হয়ে বলল,

‘ আমি তোমাকে ডোমি*নেট করছি পুষ্প?’

পুষ্প মুখের ওপর বলে ফেলল,

‘ হ্যাঁ করছো। রীতিমতো ট*র্চার বলে এটাকে। তোমার জন্যে আমার লাইফটা হে্য*ল হয়ে যাচ্ছে ইকবাল। প্লিজ,লিভ মি আলোন। অসহ্য!’

ইকবাল বিস্ময়াহ*ত, স্তব্ধ। অনাকাঙ্ক্ষিত বাক্য গুলোয় থিতিয়ে গেল হৃদয়। পুষ্প দুম করে লাইন কে*টেছে,অথচ সে কথা বলতে পারছে না। শব্দবাক্য খুঁইয়ে ওভাবে

অনড় সেজে,একভাবে বসে রইল। নিজেকেই শুধাল,

‘ আমি সত্যিই পুষ্পকে টর্*চার করছি?’

পুষ্প অনুতপ্ত। পরিতাপে ডু*বে মর*ছে এখন। ইচ্ছে করে বলেনি ওসব। জ্ঞানহীন হয়ে,ভুল করে রা*গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সাদিফের ক্ষোভটাই ঝেড়ে ফেলেছে ইকবালের ওপর। আর বোঝার পর কা*ন্না

বেড়েছে আরো। না জানি ইকবালটা কত ক*ষ্ট পেল! ক্ষমা চাওয়া দরকার। তার ভুলের বোঝা ও কেন বইবে? সে তড়িঘড়ি করে আবার ডায়াল করতে যায় ইকবালের নম্বরে।

এর আগে,আচমকা কাঁধে পেল উ*ষ্ণ, নরম হাতের স্পর্শ। সে চকিতে তাকাল। পিউকে দেখতেই স্ক্রিন বন্ধ করে ফোন রেখে দিলো

পাশে। হন্তদন্ত ভাবে চোখ মুছে,হাসার চেষ্টা করে বলল,‘ কখন এলি?’

পিউ মনোযোগ দিয়ে বোনের মুখস্রী দেখল। কয়েক ঘন্টায় কেঁ*দে কী বেহাল অবস্থা হয়েছে! গোলাপি গাল দুটো ফ্যাকাশে এখন।

এসব দেখে পিউয়ের বুকে ব্য*থা করে। খা*রাপ লাগে।

সে শান্ত গলায় বলল,

‘ ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু কোথাও না কোথাও তার চিহ্ন রয়ে যায়। এই মুহুর্তে তোর চোখের জলটা ঠিক সেরকমই। ‘

পুষ্প বোনের মুখের দিকে হা করে চেয়ে থাকল। কথাটা পিউয়ের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ন বিপরীত। তার চপল, চঞ্চল, বোনের এমন ভারি কথা তাকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত করে।

পিউ জেনে-শুনেও শুধাল‘ কাঁদছিলি কেন?’

পুষ্প দুদিকে মাথা নেড়ে মিথ্যে বলতে গেল। এর আগেই পিউ প্রশ্ন ছুড়ল,

‘ তুই ইকবাল ভাইয়াকে ভালোবাসিস, তাইনা?’

পুষ্প চমকে যায়। ভূত দেখার মত বিকট চোখে তাকায়,

‘ ততুই... তুই কী করে জানলি? ‘

পিউ স্মিত হাসে,

‘ কেন? তুই না বললে বুঝি জানার উপায় নেই?আকাশে চাঁদ উঠলে কতক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায় আপু?’

তার কণ্ঠে আদ্র অভিমান। হলদেটে মুখটাও অনুরা*গে কালো।

পুষ্প মাথা নামিয়ে নিলো। ছোট বোনের কাছে ভালোবেসে ধরা পরার পরিস্থিতি হয়ত সবচেয়ে বিব্রতকর। আস্তে করে জবাব দিল,

‘ ভ*য় পাচ্ছিলাম। যদি বাবা বা ধূসর ভাইয়ার কানে যায়! তাই চেয়েও কাউকে বলতে পারিনি রে।’ বলতে বলতে তার চোখের টলমলে জল উপচে আসে। ক ফোঁটা গাল অবধি এসে থেমে যায়। পিউ তুলতুলে হাতে মুছিয়ে দিয়ে বলল,
‘ কাঁ*দলে কি সমাধান হবে? ভা*ঙতে পারবি বিয়েটা?’

পুষ্প ব্যাকুল কণ্ঠে বলল,‘ কী করলে পারব? তুই একটা কিছু উপায় বল না পিউ।আমি সাদিফ ভাইয়ার কাছেও গিয়েছিলাম জানিস?ওনাকে বলেছি। অথচ সব শোনার পর উনি জানিয়ে দিলেন কিছুই করতে পারবেন না।’

পিউ খুব বির*ক্ত হলো। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ সাদিফ ভাইয়ের কাছে কেন যাবি? উনি যে কিছু করবেন না সেতো জানা কথা।’

পুষ্প বুঝতে না পেরে বলল,

‘ কেন?’

‘ কেন আবার? ওনার তোকে পছন্দ,আর দ্বিতীয়ত উনি এ বাড়ির বাধ্য,ভদ্র সন্তান। কোনও দিন দেখেছিস? কারোর মুখের ওপর না বলেছে? ‘

তার প্রথম কথাটুকু পুষ্পর মাথায় তুখোড় ভাবে ঢুকল। প্রগাঢ় বিস্ময়ে মিলিয়ে গেল কপালের গুটিকয়েক ভাঁজ। সাদিফের ওকে পছন্দ? কই, সেত কোনও দিন বোঝেনি। হাবভাব,তাকানোর ধরন দিয়েওতো নারীগুনে বোঝার কথা। ভ্রান্ত হয়ে বলল,‘ তোর কোথাও ভুল হচ্ছে,সাদিফ ভাই আমাকে কেন পছন্দ করবেন?’

‘ কেন করবেন না? তোর মতো সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ করাতো অস্বাভাবিক নয়। ‘

‘ কিন্তু... ‘

পিউ মৃদূ চেঁ*তে বলল,

‘ আজব! তোকে পছন্দ করেন না তো কী আমাকে করেন?’

সে ভ্রুঁ বাঁকায়,

‘ আমি তা কখন বললাম?’

‘ তাহলে আমি যা বলছি তাই শোন। উনি যে তোকে পছন্দ করেন, এটা আমি আরো আগে থেকে জানি।’

‘ করলে করুক। আমার যায় আসেনা। ইকবাল ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করতে পারব না,ম*রেই যাব।’

পিউ প্রতিবাদ করল,

‘ ছি! এসব বলে না। ‘পুষ্প আবার কেঁ*দে ফেলল। শরীর ভে*ঙেচূড়ে এলো কান্নায়।

পিউ বিমর্ষ নেত্রে চেয়ে থাকে। মনঃদ্বিধায় ভোগে। ধূসর ভাইতো কিছু বলতে মানা করেছেন। কিন্তু সে পারছেনা হাত গুঁটিয়ে বসে থাকতে। ইতোমধ্যে হাজার বার বোনের ঘরে উঁকিঝুঁকি মে*রেছে। এতটা সময়ে পুষ্পর কা*ন্নাকা*টি

স্বচক্ষে দেখেছে। শেষ মেষ নিজেকে রুখতে বিফল হয়েই তো হাজির হলো এখানে। আর এত কিছুর পর তার পক্ষে চুপচাপ থাকাও অসম্ভব। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলল,

‘ ধূসর ভাইকে বলে দ্যাখ।’

পুষ্পর কা*ন্না বিদ্যুৎ বেগে থেমে যায়।

হতবাক হয়ে বলে,

‘ কী বলছিস?’

পিউ মাথা দোলাল,

‘ ঠিকই বলছি। এই সময় তোকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তবে উনিই পারবেন।’

পুষ্প ঘন ঘন মাথা নেড়ে আওড়াল,

‘ না না। উনি জানলে আমায় মে*রেই ফেলবেন। ইকবাল বলেছিল ভাইয়াকে আস্তে-ধীরে বোঝাবে। হঠাৎ আমার মুখে এসব শুনলে উনি

কী না কী ভাববেন। ওনাদের বন্ধুত্বটাও নষ্ট হবে। আমি এসব কী করে হতে দেই পিউ?’

বোনের আকুল,ব্যগ্র, চিন্তিত চোখমুখ দেখেও পিউয়ের হাসি পেলো। বোকা মেয়েটা তো জানেনা,ধূসর ভাই আগেই সব জেনে বসে আছেন।সে প্রযত্নে হাসি চে*পে রাখল। চেহারায় রা*গী রা*গী ভাব ফুটিয়ে বলল,

‘ এত কিছু প্রেম করার বেলায় মনে ছিল না?’

পুষ্প নাক ফুলিয়ে বলল,

‘ বড়দের মত কথা বলবি না।’

পিউ ফুঁ*সে উঠল,

‘ তাহলে কী করব? কেঁ*দেকে*টে এইটুকু সময়ে কী অবস্থা করেছিস চেহারার? ইকবাল ভাইয়াকেও যা নয় তাই শোনালি। দোষ কি তোর না ওনার? নিজে কিছু সামলাতে

পারিস না। ভালোর জন্য বলছি,যদি জীবনে ইকবাল ভাইকে পেতে চাস,তবে ধূসর ভাইকে গিয়ে বল। এছাড়া আর উপায় নেই। আর যদি না পারিস তাহলে বসে থাক। একটু পর খেতে ডাকবে,পেটপুড়ে খেয়ে এসে আবার কাঁ*দিস। বাকী জীবনে কাঁ*দার কথাতো বাদই রইল। আমি আর এসবে নেই। যা মন চায় কর গে। যত্তসব!’হড়বড় করে ভেতরের

রা*গ, ক্ষো*ভ উগলে দিলো পিউ। পেটটা ভীষণ ক্রোধে ফাঁটছে। ভালোবাসার আগে এসব মাথায় থাকেনা এদের? বিয়ের কথা উঠলেই হাজারটা চিন্তা দেখা দেয়। কই, সেতো এরকম নয়। ধূসর ভাইকে ভালোবেসেছে যখন,পৃথিবীর সাথে লড়া*ই করতেও সে প্রস্তুত। তবুও ওই মানুষকেই চাই ওর। জীবন দিয়ে হলেও চাই। বোনের

ওপর রা*গে গজগজ করে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে রেখে গেল মর্মা*হত পুষ্পকে। মেয়েটা নির্বোধ,নিহ*ত চোখে বোনের যাওয়া দেখল। বিভ্রমে মস্তিষ্ক শুষ্ক। কী করবে, জানেনা। প্রচন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

ধূসর ভাইয়ের কাছে যাবে? অথচ সাহসে কূলোচ্ছে না।

কিন্তু পিউয়ের কথাগুলো ক্রমশ মাথায় ঘুরছে। মনে হচ্ছে সেই ঠিক। এই বাড়িতে বো*ম ব্লা*স্ট করার মত দুঃ*সাহস ওই একজনেরই আছে । নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাকে নড়ানোর সাধ্যি এ বাড়ির কারোর নেই। সিকদার বাড়ি যার ভ*য়ে তটস্থ থাকে সেই আমজাদ সিকদার অবধি বহুবার সারেন্ডার করেছেন তার সিদ্ধান্তের নিকট। সে

মানুষটি ধূসর ভাই। একবার ওনাকে বলেই দেখা যাক না! ভাগ্য সহায় হলেও তো হতে পারে।

পুষ্প দোনামনা করে উঠে দাঁড়াল। বিচলিত ভঙ্গিতে দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলো। ওড়নার কোনাটা আঙুলে প্যাচাতে প্যাচাতে দাঁড়িয়ে রইল। পিউয়ের বলে যাওয়া ,‘ বাকী জীবনতো কাঁদার জন্য বাদই রইল।’

সে আঁ*তকে উঠল কথাটা মনে পড়তেই। এক বিন্দু মিথ্যে নেই এতে। ইকবাল কে না পেলে ম*রার আগ অবধি সে কাঁদ*বে। হাহা*কার করবে। তার থেকে ধূসর ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়াও ঢেড় ভালো। পুষ্প দোয়া ইউনিস পড়ে বুকে ফুঁ দিলো। বুক ফুলিয়ে,দৃঢ় চিবুকে বাইরে গেল। উদ্দেশ্য, ধূসর ভাইয়ের কক্ষ। যা

হবার হবে। হয় এসপাড় নয় ওসপাড়।

ঠিক ধূসরের রুমের সামনে এসে ব্রেক কষল সে। পুনরায় বিড়বিড় করে দোয়া পড়ল। সহস্র ঝাড়ফুঁকে ভরিয়ে ফেলল বুকটা। এই ছোট্ট জীবনে ধূসরের শ*ক্ত হাতের চ*ড় খাওয়ার দূর্ভাগ্য তার হয়নি। আজ হয়ত সেই রেকর্ডটাও ভে*ঙে যাবে। হয়ত কি? ভা*ঙবেই ভা*ঙবে।

কথাটা শোনামাত্র ধূসর ভাই এমন ভাবে থা*বড়া দেবেন সে উলটে পরবে। জ্ঞান ও হারিয়ে ফেলতে পারে কয়েকবার।

পুষ্প ছাদের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করল,‘ ইয়া মা’বূদ! এবারের মত বাঁচিয়ে নাও।’

ধূসরের ঘরের দরজা চাপানো। পুষ্প আস্তে করে ঠেলল। মাথাটা ঢুকিয়ে উঁকি দিল। ধূসর উল্টোঘুরে কথা

বলছে ফোনে। তার মেজাজ ভালো না। রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপারে মাথা গ*রম। ওপাশের ব্যক্তিটি অনর্গল কথা বলছে। ধূসর এক ফাঁকে ধম*ক দিল,

‘ এত বেশি বুঝতে কে চলেছে তোকে? রাবিশ! আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোনও কাজে হাত দিবিনা। ‘

পুষ্পর সঞ্চিত সাহস ওমনি ফুস করে উড়ে গেল। কলিজা ছলাৎ করে

ঝাঁ*প দিলো কূয়োয়। তড়িৎ বেগে মাথাটা বাইরে বের করে আনল আবার।

ধূসরের একেকটা উঁচু কণ্ঠে বুক ধড়াস ধড়াস করছে তার। এদিক সেদিক,দ্বিগবিদিক লাফাচ্ছে। অনবরত চলছে কাঁ*পা-কাঁ*পি। না বাবা,এখন গিয়ে লাভ নেই। ধূসর ভাইয়া এমনিই রে*গে আছেন। পরে আসবে না হয়। সে কেবল পা

বাড়াল প্রস্থান নিতে,সেই মুহূর্ত গম্ভীর ডাক ভেসে এলো,‘ পুষ্প?’

তার চোয়াল ঝুলে যায়। কদম স্থিতি পায় সেখানে। অক্ষিযূগল প্রকট হয়। ধূসর ভাই দেখে ফেলেছেন?

ঘনঘন জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে কোনও মতে উত্তর দেয়,

‘ জজি।’

‘ ভেতরে আয়।’

পুষ্পর গলা শুকিয়ে গেল।

ঢোক গি*লতে গি*লতে মৃদূ হস্তে দরজা ঠেলল। ভেতরে ঢুকল বিনম্র পায়ে।

ধূসর কান থেকে ফোন নামায়। লাইন কে*টে টেবিলের ওপর রেখে শুধায়,

‘ কিছু বলবি?’

সে জোরে জোরে দুপাশে মাথা নাড়ল। বোঝাল ‘ না’। ধূসর দৃষ্টি

চোখা করে বলল,‘ তাহলে ওখানে কী করছিলি?’

‘ এমনি, দা দাঁড়িয়ে ছছিলাম।’

ধূসর মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বলল,

‘ এমনি দাঁড়ানোর জন্য আমার রুমটাই পছন্দ হলো?’

পুষ্প জবাব দিতে পারল না। তার সংকুচিত মুখচোখ ধূসর তীক্ষ্ণ নেত্রে দেখল। ঘুরে পানির গ্লাস তুলে মুখের সামনে ধরতে ধরতে বলল,

‘কিছু বলার থাকলে বল।’

পুষ্পর ঢোক গে*লার মাত্রা বাড়ছে। হাঁটু দুটো ভূমিক*ম্পের মতো কাঁপ*ছে। যেন এক্ষুনি ধ্ব*সে পরবে দেয়ালের ন্যায়। কপাল,নাক ঘামে একাকার। শ্বাস প্রঃস্বাস চলছে দ্রুত।

কিন্তু না, আজকে বলতেই হবে। অনেক হয়েছে লুকোচুরি। সে নিজেও এখন বিশ্বাস করে,এই

সমস্যার সমাধান একমাত্র ধূসর ভাইয়াই।

পুষ্প চোখমুখ সুদৃঢ় করল।সাদিফের সহিত বিয়ে,ইকবালের বিবর্ন মুখবিবর,তাদের বিচ্ছেদ এসব মাথায় আসতেই তার বক্ষস্পন্দন থমকায়। দৈব দুঃসাহস ভর করে সেখানে। মন,মস্তিষ্ক সজাগ, সচেতন হয়। নিজেই নিজেকে সাহস যোগায়,

‘ আজ বলতেই হবে পুষ্প। মা*র খেলে খাবি,ম*রে তো যাবিনা।’

ধূসর তাগাদা দিল ‘ কী? বলবি না দাঁড়িয়ে থাকতে এসছিস?’

পুষ্প তাকাল। তাড়াহুড়োতে মেরুদণ্ড সোজা করল। ফটাফট মুখ খুলল,

‘ আমি বিয়ে করব না ভাইয়া।’

ধূসর ভ্রুঁ উঁচায়,

‘ কেন? বিয়েতে কী সমস্যা? ‘

পুষ্প নিশ্চুপ। সে নিজেই বলল,

” সাদিফ তো ভালো ছেলে। তাছাড়া বিয়ের পর তোকে অন্যের বাড়িতেও যেতে হচ্ছেনা। ”

পুষ্প মাথা নামিয়ে নিলো। ভেজা কণ্ঠে বলল,

‘ আমি এসব কিছু চাইনা।’ধূসরের বিলম্বহীন প্রশ্ন ‘ তাহলে কী চাস?’

পুষ্প নিরুত্তর। ভেতরে দ্বিধাদ্ব*ন্দের পাহাড়টা তখনও দৃশ্যমান। ধূসরের সাথে সামান্য আলাপ যেখানে হয়নি

কখনও, সেখানে এসব নিয়ে আলোচনা করা ক*ঠিন। ভ*য়ের পাশাপাশি গাঢ় অস্বস্তিতে অন্তঃপুট ডুবু*ডুবু।

সে প্রয়াস চালায় দ্রুত বলার। কিন্তু ধূসরের সামনে জ্বিভ থেকে কথাটা বের করাই দুঃসাধ্য যেন।

বহু ক*ষ্টে, টেনেহিঁ*চড়ে শব্দ আনল ভেতর থেকে। জানাল,

‘ আমি অন্য কাউকে পছন্দ করি, তাকে চাই।’

বলতে বলতে গলা ভে*ঙে এলো তার। বুজে গেল কণ্ঠ।

শোনা গেল ধূসরের ভারী স্বর

‘ কাকে?’

পুষ্পর বুক কাঁ*পুনি বৃদ্ধি পায়। সীমানা ছাড়ায় আকাশ-বাতাস ।

ভীষণ আত*ঙ্কে, কাঁ*পতে কাঁপ*তে খিঁ*চে নেয় চোখ। গড়গড়ে ভঙ্গিতে জানায়,

‘ ইকবাল কে।’

‘ কী?’

ধূসরের চমকিত, চকিত আওয়াজ। পুষ্প ভ*য় পেলো, গুটিয়ে গেল। তাকিয়ে মুখোমুখি হলো এক জোড়া নিরেট,শীতল চাউনীর। গ্রা*সে অর্ধডু*বন্ত অবস্থা তখন।

শ্বাসরুদ্ধ*কর পরিস্থিতি। অবিন্যস্ত জ্ঞানশক্তিতে অচিরাৎ ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে ফেলল সে। কে*দেকে*টে অস্থির,অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ ওর কোনও দোষ নেই ভাইয়া। সব দোষ আমার। ওকে তুমি কিছু বোলোনা।’

ধূসর চোখমুখের পরিবর্তন হলো না। অনমনীয়তা পরতে পরতে। ভাইয়ের কাছে ছোট বোন ভালোবাসার কথা

জানাতে এলে যেমন থাকা দরকার, ঠিক তাই।

অথচ দরজার আড়াল থেকে নাকমুখ কোঁচকায় পিউ। ধূসরের প্রতি কটমট করে ভাবে,

‘ এই লোকটা আস্ত একটা বদ! সব জেনেশুনেও আমার বোনটাকে কাঁ*দাচ্ছে কেন?’

ধূসর গুমোট,গুরুভার কণ্ঠে বলল,‘ তোরা আমার আড়ালে এসব করছিস তাহলে? কতদিন ধরে চলছে?’

পুষ্পর কান্না বাড়ল। কম্পিত স্বরে জানাল,

‘ দু বছর। ‘

‘ এখন আমার কাছে কেন এসছিস? বি*পদে পড়ে তাইত? আজকের এই পরিস্থিতি না এলে আজও বলতিনা নিশ্চয়ই। ‘

পুষ্পর হৃদয়পুরে আমাবস্যা নামল। অপ*রাধবোধ হানা দিলো ভেতরে। মুখমণ্ডল ছেঁয়ে যায় কৃষ্ণবর্ন কাদম্বীনিতে। হতা*শায় কালো মুখখানা কালবৈশাখির ন্যায় আঁধারে মেলালো। কথাটুকুন ছু*ড়ির ন্যায় বুকে বিঁ*ধল। ধূসর যেন বলেনি,প্রকাশ করেছে বোন আর বন্ধুর প্রতি তার আকাশসম অভিমান।

পুষ্প ছুটে এসে ধূসরের পায়ের কাছে বসে পরল। সে চমকে,ভড়কে পিছিয়ে গিয়ে বলল,

‘ কী করছিস?’পুষ্প থামল না। হুহু করে কেঁ*দে বলল,

‘ আমাকে ক্ষমা করে দিন ভাইয়া। আমি জেনেবুঝে এরকম করিনি। আপনার ভ*য়েই সবটা লুকিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন।’

পিউয়ের কা*ন্না পেয়ে গেল বোনের অবস্থা দেখে। চোখে টলটলে জল। ইশ! ভালোবাসলে মানুষ কত কী করে?

সে উদ্বীগ্ন চোখে ধূসরের দিক তাকিয়ে থাকে। আপুটা কীভাবে কাঁ*দছে! উনি কেন বলছেন না কিছু?

এতটা সময় চোখমুখ পাথরের ন্যায় শ*ক্ত রাখার চেষ্টায় ছিল ধূসর।

পুষ্পর কা*ন্না দেখে নরম হলো পেশী।
দুপাশে মাথা নেড়ে ফোস করে শ্বাস ফেলল। পুষ্পর দুবাহু ধরে দাঁড় করিয়ে বলল,
‘ সামান্য কারণে এত কাঁ*দার কী আছে? আমি কিছু বলেছি তোকে?’
পুষ্পর হেঁচকি উঠেছে। ধূসর ফিনফিনে টিস্যু এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ চোখ মোছ।’পুষ্প নিলো। কিন্তু মুঠোয় মুচ*ড়ে ধরে রাখল। তার ভেতর সহ মাথাটাও নুইয়ে আছে কুণ্ঠায়,অভিশঙ্কায়।

ধূসর বলল,

‘ বিয়ে করবিনা,তখন বললেই পারতি। ভালোবাসলে বুকে সাহস রাখতে হয়। ভীতুরা কখনও ভালোবাসতে পারেনা।’

পুষ্প কিছু বলতে চায়। হেঁচকির দমকে কথা ফোটেনা। নাকের জল,চোখের জলে চেহারাটা একশেষ। পিউয়ের মায়া হলো খুব। ধূসর গ্লাসে পানি ঢেলে এগিয়ে দিলো। সে হাতে নিতেই অনতিবিলম্বে ফাঁকা হলো গ্লাস। নিজেকে সামলাতে দেরী হয়। ধূসর তাড়া দেয়না,স্থির থাকে। আত্মস্থ হতে সময় দেয় ওকে।

পুষ্প ঠিকঠাক হয়ে,অনুতাপ নিয়ে বলল,
‘ আমি বুঝতে পারিনি ভাইয়া। ভুল হয়ে গিয়েছে।’
‘ এখন কী চাইছিস?’
‘ সবাইকে একটু বোঝাবেন?’তার ভীত,সংশ*য়ী আবেদন। সাদিফের মত ধূসর ভাইও না বলবেন কী? তবে যে ওর একূল ওকূল দু-কূলই

শেষ। তার বিভ্রমের মাঝে জবাব এলো,

‘ বোঝাব। ‘

পিউয়ের ঠোঁট দুদিকে সরে গেল তৎক্ষনাৎ। রীতিমতো বড় বড় চোখ ছোট হয়ে এলো হাসিতে। পুষ্প অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল,

‘ সত্যি বোঝাবেন ভাইয়া?’

ধূসর এ পর্যায়ে হাসল।বলল ‘ হু।’

পুষ্পর চাউনীতে অগাধ শ্রদ্ধা লেপ্টে গেল। পরমুহূর্তে কা*ন্না পেল। অধরযুগল ভে*ঙে এলো তাতে। এতগুলো দিন অযাচিত ভ*য়ে গুটিয়ে ছিল সে। ভাইয়া কত ভালো মানুষ! একটুতেই বুঝে ফেললেন। আর সে কী না!

তার র*ক্তাভ আঁদল দেখেই

ধূসর হুশিয়ারি দিলো,

‘ আমি না যেন এ নিয়ে তোকে আর কাঁ*দতে না দেখি। ‘

পুষ্প মাথা কাত করল। চোখে জল এলেও সামলে নিলো তা। এতটা সময়ের পান্ডুর মুখমন্ডলে এখন চকচকে ভাব স্পষ্ট। ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার একটুখানি আশা,পথ্যের ন্যায় একজন অসুস্থ মানুষের রো*গ সাড়ানোর ক্ষমতা রাখে হয়ত।ধূসর একটু ভেবে বলল,

‘ ইকবাল কে বলবিনা আমি জানি। আর আমি না বলা অবধি এই বিষয়ে ওর সাথে কোনও আলোচনা করবি না।’

পুষ্প সামান্যতম দ্বিরুক্তি করল না। বিনাবাক্যে মেনে নিয়ে বলল,

‘ ঠিক আছে ভাইয়া। ‘

‘ যা। ‘

পুষ্প উলটো ঘুরতেই পিউ সরে গেল। সে আবার ফিরে তাকায়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে বলে,

‘ সব ঠিকঠাক হবে তো?’

ধূসর উত্তর দিলো না। অথচ তার চাউনী দেখেই পুষ্প নিজে নিজেই বলল,

‘ না না হবে। জানি আমি, হবে।’

এরপর খুব দ্রুত ঘর ছাড়ল সে। ধূসর বিড়বিড় করে বলল ‘ কেউ

কারো থেকে পিছিয়ে নেই। দুই বোনই সমান সমান গাধা।

পিউ দেয়ালের সাথে লেপ্টে থাকায় পুষ্প খেয়াল করেনি। সে আনন্দ সমেত ঘরে ঢুকে যায়। পিউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বোনের খুশিতে তার মুখমণ্ডলও উজ্জ্বল। মনে মনে স্বস্তি পেল ধূসরের কথায়। ওনার ওপর অগাধ বিশ্বাস যে! পিউ বুক ভরে শ্বাস নেয়। চোরাপথে আরেকবার

উঁকি দেয় ধূসরের কামড়ায়। বুঝতে চায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ। মানুষটার অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখা যাচ্ছেনা কেন? কোথায় তিনি?সে আরেকটু এগোয়। দরজায় দুহাতের ভর দিয়ে পুষ্পর মত মাথাটা ঢোকাতে যায়। অকষাৎ দরজা টান মে*রে খুলে ফেলল ধূসর। পিউ হো*চট খেল। ব্যর্থ হলো নিজেকে সামলাতে। রীতিমতো হুম*ড়ি খেয়ে

পরে গেল মেঝেতে। হকচকাল,হতভস্ব হলো। ধূসরের সটান দাঁড়ানো দুটো পা এসে ভিড়েছে তার সম্মুখে। পিউ কনুইয়ে ব্য*থা পেয়েছে। হাত দিয়ে আহ*ত স্থান ডলতে ডলতে পা থেকে চোখ নিয়ে ধূসরের মুখের ওপর ফেলল। তার শৈলপ্রান্ত বেঁকে আছে। তামাটে চিবুক অভঙ্গুর। সে তাকাতেই পুরু ভ্রুঁ নাঁচিয়, নিম্নভার কণ্ঠে বলল,

‘ অন্যের ঘরে আড়িপাতার জন্য তোকে ঠিক কী শা*স্তি দেয়া উচিত ?’স্বভাবে মুখচোরা মানুষগুলো সমাজে সবথেকে বড় অসহায়। তারা নিজেদের জন্য মুখ ফুটে কখনওই কিছু চাইতে পারেনা। সোজাসুজি মনের কথা জানাতে সর্বদা বিফল তারা। আমার এটা চাই,ওটা লাগবে,এটা দরকার,নাহলে হবেনা,এরকম বাক্যগুলো ওদের

জন্য নিষিদ্ধ, অস্বাভাবিক। যে একবার অন্তর্মুখী হয়,সে নিজের সীমারেখা থেকে বাইর আসতে শেখেনি। ঠেলেঠুলেও আনার সাধ্য নেই।

এরা কিছু বিশেষ মানুষের সঙ্গে মেশে,তাদেরকেই ভালোবাসে সবটুকু দিয়ে।

আজ সেই কাতারে তবে সাদিফও পরল?

সে টানটান ভাবে লেপ্টে বিছানায়। মাথার ওপরে রাখা আড়াআড়ি হাত। নেত্রযূগল নিবদ্ধ সম্মুখে লাগানো সাদা এসিটার ওপর। চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই।সমস্ত মুখজুড়ে বিষাদের চিহ্ন। আঁকিবুঁকি করছে হতাশা,বেদনা। এক জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে সে। পাওয়ার খাতা ভর্তি ছিল আদরে,স্নেহে,আহ্লাদে,ভালোবাসায়।

এতদিন অবধি জীবন নিয়ে ছিল যথেষ্ট হৃষিত। কী পায়নি? স্কুল,কলেজে ভালো রেজাল্ট করেছে। নিজের প্যাশন ফলো করে হয়েছে সাকসেসফুল। ভালো ছাত্র ও আদর্শ ছেলের ব্যাকরণ মানা লক্ষীমন্ত ছেলে সে। যতটা ভালো হলে পাড়ার মহিলারা তাদের মেয়ের জামাই করতে বিলম্ব ব্যাতীত ভাববেন, ঠিক অতটাই। আত্মীয়-

স্বজন সকলের চোখের মণি সে। দেখতে সুদর্শন আবার লেখপড়ায় ভালো, ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্টের বেশিরভাগ মেয়ে তার প্রতি দূর্বল ছিল । যেচেপড়ে আসত আলাপ করতে। কত মেয়ের প্রেমের প্রস্তাব নাকচ করেছে অবলীলায়! তাদের ব্য*থিত চোখমুখ দেখে একটিবার মায়া করেনি। হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে কেউ কেউ।সব সময়

নিজেকে নিয়ে মনে মনে ভীষণ গর্ব করত সাদিফ। বাড়িময় বাপ-চাচারা যখন ধূসরের কর্মকান্ডে বিরক্ত হয়ে তাকে গা*লমন্দ করতেন,পালটা মুখরিত হতেন ওর প্রসংশায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে তুলনা লেগে থাকত যেন। অথচ আজ প্রতিটি পদক্ষেপে সেই সাদিফই নিজেকে ধি*ক্কার দিচ্ছে। নিজের ব্যক্তিত্বহীনতা নিয়ে তাচ্ছি্য*ল্য করছে।

পুষ্পর দিয়ে যাওয়া বিশেষণ’ তুমি স্বার্থ*পর!’ কানে বাজছে নিরন্তর। সে কী আসলেই স্বার্থ*পর? এই পরিবারের জন্য সত্যিই বিষা*ক্ত? কেন? কেন সে স্বার্থ*পর হবে? পুষ্পটা তো জানেনা,পরিবারের সবার ওপর সেও না বলতে পারেনি। মেয়েটা দুবছর ধরে ভালোবেসে কেঁ*দে ব্যকুল। আর ওর ভালোবাসা? বেহিসেবী। কবে থেকে,

কত বছর থেকে পিউকে হৃদয়ে জায়গা দিয়েছে গুনে পাওয়া যাবে? পুষ্প কাঁ*দছে,চোখের পানি ফেলছে,প্রকাশ করতে পারছে নিজের ক*ষ্ট। কিন্তু সে? সে কিচ্ছুটি করতে অপারগ। বুকটা ব্য*থায় ছিড়লে বাইরে থেকে সে নিশ্চুপ,নির্বিকার। বিয়ের আলাপ করার সময় মা আর বাবার মুখের হাসিটুকু তার হাসি কে*ড়ে নিয়েছে।

কখনওই একটা মানুষের মুখের ওপর সে না করতে পারেনি। কাউকে না বলার ক্ষমতাই নেই ওর। কেন যেন পেরে ওঠেনা। বলতে চায়,খুব করে চায়, অথচ শক্তিতে কূলোয় না।এই দোষ কী ওর? আজ প্রবল আক্ষেপে বক্ষ জ্ব*লছে তার। এই গুড বয়ের খেতাব তার চাইনা। কেন ধূসরের মতো হলোনা সে? ওরকম কাঠখোট্টা

মানুষরাই জীবনে জিতে যায়। ঠকে যায় ভদ্রতার বেড়াজালে আটকে পরা সাদিফরা।

এই যে, নম্রতার আখ্যান পেয়ে হাত পা বেঁ*ধে গেল মোটা রশিতে। চোখ ঢেকে গেল স্নেহের পুরূ কাপড়ে। একটিবার মুখ ফুটে বলতে পারল না,আমি পুষ্পকে নয়,পিউকে চাই। ওর সাথে কাটাতে চাই সারাটাজীবন।

সত্যি বলতে পুষ্প ভুল বলেছে। না জেনেবুঝে মিথ্যে বিশেষন দিয়েছে। সে স্বার্থ*পর নয়,সে আসলে ভদ্রের নামে জ্বলজ্যান্ত কাপু*রুষ। যে মানব বুক ফুলিয়ে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করতে অক্ষম,তার ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহ আছে।

সাদিফ চোখের কোনা বেঁয়ে গড়ানো অশ্রু চটজলদি মুছে নিলো। অন্ধকারে,বদ্ধ রুমে সেই জল কেউ

দেখল না। কয়েক হাত দূরের সটান দাঁড়ানো দেয়ালটাও না।পিউয়ের চেহারা ভীত। মধ্যরাতে কারো ঘরে চুরি করতে গেল,আর বাড়ির লোক ধরে ফেলল হাতে-নাতে। তাও আবার দারোগা রকম লোকের হাতে ধরা! সে আত*ঙ্কিত চেহারা লোকাতে ব্যস্ত। ধূসরের মুখে ‘শাস্তি’ শব্দটায় যে বুক ধড়ফড় করছে খুব।

সে বসা থেকে আস্তেধীরে, লতিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মিনমিন করে বলে, ‘ আড়ি পাতছিলাম না ধূসর ভাই।’

‘ কী করছিলি তাহলে? ‘

‘ ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম,আপুকে দেখে দাঁড়িয়েছি। ‘কথাটা মিথ্যে নয়। সে পুষ্পকে ঢুকতে দেখেই তীব্র কৌতুহল সমেত এগিয়ে এসেছে। এতক্ষণ ধরে দেয়া বুদ্ধিটা আপু কাজে লাগালো কী না

সেসব বুঝতে। অথচ কে জানত,এই লোক এটাও ধরে ফেলবেন।

ধূসরের দৃষ্টি তার হাতের ওপর। যেটা ডলতে ব্যস্ত পিউ। কতটুকু কী আ*ঘাত পেয়েছে তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষন করছে। তেমন লাগেনি। অথচ এই মেয়ে ডলে -টলে কী অবস্থা।

সে বলল,

‘ এবার থাম,চামড়া উঠে যাবে।’

পিউ তৎক্ষনাৎ থেমে গেল।

প্রচন্ড নার্ভাস লাগছে তার। ধূসরের শা*স্তিটা ঠিক কীরকম হতে পারে সেই চিন্তায় অবস্থা করুন।

তক্ষুনি ধূসর ঠান্ডা গলায় শুধাল,‘ পুষ্পকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে?’

পিউ চমকে উঠল।

দুদিকে মাথা নেড়ে বলল ‘ আমি পাঠাইনি।’

‘ তার মানে তুই-ই পাঠিয়েছিস।’

পিউ চোখ নামিয়ে নিলো। ধূসর ধম*কে বলল,

‘ পাঠিয়েছিস কেন? মানা করেছিলাম না তোকে? ‘

পিউ সরল কণ্ঠে বলল,

‘ আমার কী দোষ? আপু এত কাঁ*দছিল বলে সহ্য করতে পারিনি। ‘

ধূসরের অভিব্যক্তি বোঝা গেল না। বলল,

‘ কী কী বলেছিস আর?’

‘ আর কিছু বলিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।’

ধূসরের মন গলেনি। তার গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল,

‘ তোর তাহলে দুটো শা*স্তি জমা হয়েছে। আমার অবাধ্য হয়েছিস,আবার মিথ্যে বলছিস। ‘

পিউ বোঝাতে ক্লান্ত,এমন স্বরে বলল,

‘ মিথ্যে বলিনি ধূসর ভাই।’

‘ চুপ।’চোখ রা*ঙানো দেখে দমে গেল সে। সন্তর্পনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মন খা*রাপে হাবু*ডুবু শরীরটাকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে চোখ বুজে ধূসর ভাইকে বিশ্বাস করে। এতটা ভরসা তার নিজের প্রতিও নেই। আর সেখানে কী না

ধূসর ভাই ওর কথা কানেই তোলেননা। সব বিশ্বাসের দ্বায়ভার তার একার?

প্রেমের মানসিক টানাপো*ড়নে পরে গেল সে। ধূসর ভাইয়ের মন বোঝা শ*ক্ত। মানুষটাই একটা স্টিলের কারখানা। ভা*ঙেনা,মচকায় না, শুধু ঝনঝন শব্দ করে। কানের বদলে ঝালাপালা করে ওর হৃদয়টা। তার কোমল মনের আনাচে-কানাচে

তমসা নামবে নামবে ভাব,সেই ক্ষনে পেলো কারো কাছে এসে দাঁড়ানোর মত অনুভূতি।

কে যেন ভীষণ করে ঘেঁষে এলো শরীরের ধারে। পিউ চকিতে তাকায়। অভাবনীয়, ধূসরকে সান্নিধ্যে দেখে গলায় আটকে যায় নিঃশ্বাস। কবুতরের ছানার মতোন থরথ*র করে ওঠে দেহটা।ধূসরের আবেশিত, মোহময়, মাদকের ন্যায়

চাউনী শীতল করে দেয় হাত-পা।
এমন করছেন কেন মানুষটা?
কেন এত কাছে আসছেন? পিউ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। পায়ের পাতা শিরশির করছে। যেন তলায় মাটি নেই। ধূসর ভাইয়ের উষ্ণ শ্বাস, শাণিত চাহনী,এই অকষাৎ কাছাকাছি আসায় নাভিশ্বাস অবস্থাপ্রায়। রুদ্ধ*কর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে

বাঁচাতে সে দু কদম পিছিয়ে গেল। সরে যেতে চাইল ধূসরের থেকে। সে মানুষের চক্ষুযূগল এক মুহুর্ত সরল না। একটিবার পল্লব পড়ল না। তার দূর্বোধ্য,খুরখার দৃষ্টি ।এই চাউনীর সঙ্গা নেই,নেই ব্যকরণে উল্লেখ করার যথাযথ বিশেষণ। তবু পিউ বারংবার আহ*ত হলো । ভয়া*বহ পর্যায়ে বক্ষ কাঁ*পল তার। সে অলস গতিতে পেছনে যেতেই

পিঠ গিয়ে দেয়ালে ঠেকে। একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে ব*ন্দী হয়ে কেঁ*পে ওঠে।ধূসরের চোখ দুটোতে আজ লুকোচুরি নেই। সরাসরি, সোজাসাপটা নিক্ষিপ্ত, পিউয়ের প্রশ্নবিদ্ধ আঁখিজোড়ায়।

পিউ দুরুত্ব বাড়ানোর প্রয়াসে সফল হলো না। ধূসর আরো ঘেঁষে দাঁড়াল কাছে। মেয়েটার মাথার ওপর দিয়ে দেয়ালে ঠেসে দিল এক হাত। অদ্ভূত

পুরুষালি গন্ধে রোমকূপ পর্যন্ত ঝাঁকু*নি তুলল তার। গোটা দেহে অনিয়ন্ত্রিত খেলে গেল অনুভূতির ঢেউ। মন,মস্তিষ্ক ফুঁড়ে় বেরিয়ে গেল আয়ত্তের বাইরে। এই সুগন্ধে চোখ বুজে আসতে চায়। বুঁদ হয়ে ভেসে যেতে চায়,শূন্য আকাশে।

পরপর কানে লাগে একটি ভরাট,শীতল,ফিসফিসে কণ্ঠ,

‘ মাঝে মাঝে তোকে খুব কঠিন শা*স্তি দেয়ার ইচ্ছে হয় পিউ। বাধ্য হয়ে আটকে রাখি,বুঝিয়ে শুনিয়ে থামিয়ে দেই। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া কত ক*ষ্টের তুই জানিস?’

পিউ ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে প্রশ্ন ছুড়ল,

‘ আমি কী করেছি ধূসর ভাই?’ধূসর নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রয়। এই

মেয়ের এইরকম শত শত বোকা বোকা প্রশ্ন, বোকা বোকা চাউনী, তার ভেতর কী মাত্রাধিক তোল*পাড় চালায় কেউ জানে?

তার ত*প্ত শ্বাস ছুঁয়ে গেল পিউয়ের মুখমণ্ডল। সে তীর্যক হেসে, নীচু কণ্ঠে জানাল,

' এত বা*জে কিছু করেছিস,যার কোনও ক্ষমা নেই। '

তারপর কয়েক সেকেন্ড চোখ অবিচল রইল তার। এক চুল অনড় হলোনা পিউয়ের মুখস্রী থেকে। ধীরে ধীরে তার মুখটা আরও কাছে চলে আসে। ধূসরকে এইভাবে এগোতে দেখে পিউয়ের র*ক্তাসঞ্চালন অবধি স্থিত হয়। বক্ষপিঞ্জর ভে*ঙে বেরিয়ে আসতে চায় হৃদপিণ্ড। স্থায়িত্ব পেলো হাত পায়ের অনির্দিষ্ট কাঁ*পন। কপালে ঘাম ছুটল সবেগে। দূর্নিবার

অনুভূতিতে, গুরুতর হয়ে এলো নিঃশ্বাস। ধূসর, পিউয়ের করূন অবস্থা বুঝল কী না কে জানে। তার লম্বা দেহ ঝুঁকে গেল,উষ্ণীষ প্রঃশ্বাস ছিটকে ফেলল পিউয়ের ঘাড়ে। আবেগের তাড়াহুড়োতে, অচিরেই দূর্বল দেহটা পিউ ছেড়ে দিলো দেয়ালে।জোর করে চেষ্টা করল ঠিক ওই অক্ষিপট বরাবর চেয়ে থাকতে।

আস্তেধীরে পরিবর্তিত হলো তার অভিপ্রায়। হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তিনটি বছর ধরে হৃদয়ের চারটে অলিন্দে বয়ে বেড়ানো মানুষটার প্রতি এক সমুদ্র প্রেম বেরিয়ে এলো ডাগর ডাগর চাউনীতে। মোহিত ভঙ্গিতে চেয়ে রইল সে । ধূসর ভাই এত কাছাকাছি এলে তার কিছু একটা হয়ে যায়। কেমন কেমন লাগে। বুকের মধ্যে কেউ ঢোল

বাজিয়ে নাঁচে। হৃদযন্ত্র ধ্বক ধ্বক করে। সে নিরব লোঁচন ধূসরের সমগ্র চেহারায় বোলালো। মাঝেমধ্যে ভীষণ রকম ইচ্ছে হয়, ধূসরকে একটা সাদা কাঁচের বোতলে পু*ড়ে ফেলতে। সেই বোতলটা জীবনভর স্বযত্নে বুকের সাথে চে*পে রাখবে সে। ওই আলিফ লায়লার জ্বীনদের মত। মাঝে মাঝে বের করবে, আঁশ মিটিয়ে দেখবে, আর প্রানভরে চুঁমু

খাবে। এরকম হলে কী দারূন হতোনা? পরমুহূর্তে চটক কাটল তার।

নিলজ্জের মত চুঁমুর কথা ভাবতেই লজ্জ্বায় নুইয়ে গেল। প্রেমে পড়ে সে ভাষাহীন বেহায়া হয়ে যাচ্ছে। কোথায় লজ্জ্বাবতী বৃক্ষের ন্যায় গুঁটিয়ে রবে তা না!সে মাথা নামিয়ে কুন্ঠা ঢাকতে ব্যস্ত যখন, আচমকা ধূসর ফুঁ দিলো মুখবিবরে।

সমস্ত গাত্র শিউরে উঠল তার। চিনচি*নে শিরশিরানিতে ভরে গেল। বসন্তের হাওয়ার মত দুলে উঠল শীর্ন দেহখানি। এই অল্প ছোঁয়া, ক্ষন হাওয়া,এইটুকু সময়েই আ*গুন ব্যাতীত তাকে পু*ড়িয়ে দিল।

ধূসর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে শুধাল,

‘ তুই এরকম কেন পিউ? কারো নিবারণের বেড়ি ভা*ঙতে কেন এত উঠেপড়ে লেগেছিস? দিনকে দিন

তোর নিপুণ দক্ষতা,কারো অমোঘ বনিয়াদ নাড়িয়ে দিচ্ছে। এরপর সে একটা বড়সড় অন্যায় ঘটিয়ে ফেললে অপ*রাধী কে হবে? সে না তুই?’দু সেকেন্ড অবাক চোখে চেয়ে রইল পিউ। শেষ কথাটার ইঙ্গিত বুঝতেই হাঁসফাঁস করে চোখ খিঁচে বুজে নিলো। জোড়ালো নিঃশ্বাসে ঝ*ড়ের গতিতে বুক ওঠানামা করে।

ওষ্ঠাগ*ত প্রাণে দিশেহারা হয়ে বলল,

‘ শা*স্তিটা দিয়ে দিন ধূসর ভাই। চলে যাই আমি।’

ধূসরের ওষ্ঠপুটে ভিড়ে গেল হাসি। পিউ অস্থির ভাবে চোখ মেলল আবার। অনুভব করল, এমনিতে সে মুখে খই ফোটাতে ওস্তাদ হলেও, এই নির্দিষ্ট মানুষটির সামনে সে কিচ্ছুটি না। মনে প্রানে বিশ্বাস করে

ফেলল, ধূসর ভাইয়ের কাছে আসার পর, শ*ক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে, তার হাতে দু চারটে চ*ড় খাওয়াও সহজ। এরকম দম*বন্ধ হয়ে আসেনা। রুহুটা গলার কাছে এসে আটকে থাকেনা। পুনরায় ধূসরের চোখের দিকে তাকাল সে। ঠোঁটের কোনের ওই নির্ম*ম,দুষ্প্রাপ্য, অন্তর্ভে*দী হাসিটা টর্নেডোর ন্যায় ঘুরপাক খেল মনে।

সে তখন ভ্রুঁ উঁচায় ‘ শাস্তি চাস?’পিউ আজ আর ভ*য় পেলোনা। একটু আগের ঘটনাচক্রের রেশ তার মনে তখনও বহমান। সে আই-ঢাই করে মাথা দোলায়। এই শাস্তি বরেণ্য। অন্তত বেচে থেকেও অনুভূতিদের কবলে নিহ*ত হওয়ার থেকে অকঠিন।

তার ভাবনার মধ্যে ধূসরের অধরদ্বয় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। পিউ

চমকে, বিমুঢ় হয়ে পরল। আগত পরিস্থিতি বুঝতেই বুকের বা পাশে অনুভব করল অসরল ভূমিকম্প। ধূসর ভাই কি চুমু খাবেন? আল্লাহ, সে নিশ্চিত ম*রে যাবে । পিউয়ের হার্টবিট থেমে গিয়েছে। র*ক্ত সমেত যেন এক্ষুনি বুক ফুঁড়ে বাইরে আসবে ওটা। সর্বদা ধূসরকে কাছে চাওয়া মেয়েটি আজ আকষ্মিক তার অচেনা আগমন মেনে নিতে পারেনা।

ধূসরের স্পর্শ পাওয়ার জন্য উচাটন মন আজ হতচকিত। অলীক স্বপ্নের ন্যায় ঠেকছে সব। চোখ,কান,উন্মুখ,ব্যকুল থাকে যার জন্য সে কাছে এলে এমন হয় কেন? ছট*ফট করা অন্তকরন,আর মাথার ভেতর বাজতে থাকা রুমঝুম সুরে পিউ পাগলপ্রায়। এমন মিহি,মিধুর, ভয়*ঙ্কর য*ন্ত্রনা বোধহয় ভালোবাসায় হয়। সুরেলা, মিষ্ট

পী*ড়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে সে দুহাত রাখল ধূসরের ইস্পাত,প্রসস্থ বক্ষে। পরপর মৃদূ ধা*ক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। ধূসর স্বেচ্ছায় সরেছে,তার ধা*ক্কায় নয়। ওই বলিষ্ঠ মানুষটিকে নড়ানোর সাধ্যি সপ্তদশীর নেই।পিউ লজ্জায় সহস্র হাত নীচু হয়ে রইল। তারপর নিভু নিভু চোখ তুলে তাকাল ধূসরের, উদ্বেগশূন্য, নিরেট চিবুক পানে। মানুষটার

স্বল্প,ঈষৎ মিটিমিটি হাসিটা বুকের গোপন কুঠুরির সবটা এলোমেলো করে দিল। বেসামাল হওয়ার আগেই মুচকি হেসে, এক ছুট্টে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

ধূসর সেদিক তাকিয়ে ঘাড় ডলল ডান হাতে। তার ঠোঁটের কোনায় দূর্বোধ্য, দূষ্টু হাসি। ইচ্ছে করে করেছে এমন। ফাজলামো করে পিউকে জ্বা*লাতে স্বেচ্ছায়,বুদ্ধি এঁটে

এগিয়েছে ঠোঁট। চুঁমু অবধি যেতনা নিশ্চিত। এখনও যে, ওই এক ভুল দুবার করার সময় আসেনি। অথচ এর আগেই পালালো মেয়েটা। ধূসর বক্র হেসে বিড়বিড় করে বলল,

‘ এইটুকুতে এই অবস্থা,সারাটাজীবন তো পরেই রইল।’পার্টি অফিসে উৎসব আজ। নতুন দল নিয়ে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হবে। হাজির

হবেন নব নমিনীত তাদের মেয়র প্রার্থী খলিলুল্লাহ সাহও।

তদারকিতে বরাবরের মতো ধূসর রয়েছে। একে ওকে হুকুম দিচ্ছে। না বুঝলে, বোঝাচ্ছে ভালো করে। মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দেখছে। ঘড়িতে একটা ছাড়াবে অথচ ইকবালের দেখা নেই। এই প্রোগ্রামের জন্য আজ সে অফিস থেকে লাঞ্চের আগে বেরিয়েছে।

রিসিপশনে বলে এসছে, ফিরবেনা বিকেলে। অথচ সভাপতি নিখোঁজ। ছেলেটা মাঝেমধ্যে এত দায়িতজ্ঞানহীনের মত কাজ করে কেন? একেই কীনা সে ভবিষ্যতে মেয়র করার পায়তারা করছে!

ধূসর ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। ফুল দিয়ে মূল গেটে ডেকোরেশন হচ্ছে। পুরো পার্টি অফিস সাজানো শেষ প্রায়।

ঘেমে-নেয়ে গোসল করার মতন অবস্থা। সোহেল এসে খাবারের মেন্যু দেখিয়ে শুধাল,

‘ কোক তো খলিল ভাই খানলা,স্প্রাইট আনব না কি? একী! তুইত একদম ঘেমে গেছিস ধূসর। ভেতরে গিয়ে বসবি? আমি বরং দেখি এদিকিটা!’ধূসর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল,

‘ লাগবে না। তুই এক কাজ কর,সবার জন্য স্প্রাইট আনা। ওনার একার জন্য আলাদা করে আনালে খারাপ দেখায়। ‘

‘ আচ্ছা ঠিক আছে। ‘

সোহেল চলে গেল। তার ও অনেকটা সময় পর দৃশ্যমান হলো ইকবালের সাদা গাড়িটা।

ধূসর,ওমনি চোখ-মুখ পাথরের ন্যায় শ*ক্ত করল। বোধহীন ছেলেটার

ওপর মেজাজ দারুনভাবে চটেছে আজ। তাকে ক*ঠিন কিছু কথা শোনানোর উদ্দেশ্যে গটগটিয়ে হেঁটে গেল কাছে।

ইকবাল গাড়ি থেকে নামল। দরজা আটকে ঘুরতেই ধূসর সামনে পড়ল। ত্বরিতে তার পো*ক্ত চিবুক মসৃন হলো। ক*ড়া কথা শোনাতে চাওয়ার ইচ্ছে, হুরহুর করে উবে গেল।

ইকবালের অবিন্যস্ত মুখমণ্ডল থামিয়ে দিয়েছে। টকটকে লাল দুটো চোখ ,অসিত ঠোঁটযূগল আরো বেশি কালো আজ, চুল অগোছালো হয়ে কপালে পরেছে,সাথে বাম চক্ষু রেখেছে দৃষ্টির আড়ালে।

ধূসর চিন্তিত কণ্ঠে বলল,‘ কী অবস্থা চেহারার?’

ইকবাল একটু হাসল। সত্যি বলতে ছেঁচড়ে এনেছে হাসিটা। বলল,

‘ রাতে ঘুম হয়নিতো,তাই আর কী!’

গলার স্বরও অন্য রকম। ভা*ঙা-চোড়া, রুগ্ন। ধূসর কাঁধে হাত রেখে বলল,

‘ তুই ঠিক আছিস?’

ইকবালের অন্তঃস্থল হুহু করে উঠল। ধূসরকে দুহাতে আগলে ধরতে মন চাইছে। মন চাইছে চিৎ*কার করে জানাতে,

‘ আমি ঠিক নেই ধূসর। তোর বোন আমায় ঠিক থাকতে দিচ্ছেনা। ভালোবাসার অনলে জ্বা*লাচ্ছে,পোড়া*চ্ছে,পুতুলের ন্যায় নাঁচাচ্ছে। ওর একটা সুষ্ঠু বিচার কর ভাই।’

মুখে বলল‘ একদম।’

ধূসর তাও শুধাল

‘ ইজ এভ্রিথিং অলরাইট ইকবাল?’

ইকবাল স্বভাবসুলভ হেসে বলল,

‘ আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাকে দেখে অলরাইট মনে হচ্ছেনা তোর? ‘

‘ না। ‘

সে ঠোঁট ওল্টায় ‘ ঠিক আছি রে বাবা। এক মাঈল দৌড়ে এলে বিশ্বাস করবি?’

‘ থাক। ভেতরে চল,খলিল ভাই অপেক্ষা করছেন।’

‘ ও ব্যাটা এত আগেভাগে এসেছে কেন? পরে এলে খাবার কী কম পাবে?’

‘ সবাই তোর মত লেট লতিফ নয়। হি ইজ আ পাংকচুয়্যাল গাই। আয় এখন।’ধূসর উল্টোপথে কদম ফেলল। ইকবাল দাঁড়িয়ে রইল স্থির। তার ভেতরটা খচখচ করছে অন্য কিছু নিয়ে। পুষ্প কাল রাতে হঠাৎ অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছে। সে

ক*ষ্ট পেয়েছে বুঝেও একটি বার ফোন করল না,খবর নিলো না। হঠাৎ কী হলো সেই চিন্তা, আর ভারী বুক সমেত সারারাত বিনিদ্রায় কে*টেছে তার। এক ফোঁটা চোখ বোজেনি, ঘুমায়নি। অসংখ্য সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়েছে বাতাসে। সকালে যাও একটু ঘুমাতো,পুষ্পর নো কল,নো মেসেজ দেখে অভিমানে মাথার রগ দপদপ

করে উঠল। ক্রো*ধ ছড়াল শিরাসমূহে। সব সময় রা*গ করবে ও,ভা*ঙাবে সে? কেন, এক তরফা কেন হবে এই নিয়ম? অত গুলো কলে ওকে না পেয়ে একটু না হয় উচু কণ্ঠে কথা বলেছে,তাই বলে এভাবে রিয়্যাক্ট করবে? এত বা*জে বা*জে কথা শোনাবে? সে ট*র্চার করছে মানে,সে কি অত্যা*চারী?

ইকবাল ফের অনুরাগী হয়। মনের সাথে সাথে চোখমুখ শ*ক্ত করে। অভিমানে ছেঁয়ে যায় তনুমন। কিন্তু একটিবার পুষ্পর কথা জানার স্পৃহা কমেনা। ইনিয়ে-বিনিয়ে যদি ধূসরের থেকে একবার শুনতে পারত,সে আজ ইউনিভার্সিটি গিয়েছে কী না! তবে যা বোঝার বুঝে নেবে।

‘ কী? দাঁড়িয়ে আছিস কেন?’

তার ধ্যান কা*টল। দুপা এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল। ধূসরের দৃষ্টি বদলাল সন্দেহে। ওর উশখুশানি নজর বন্দী হতে কয়েক সেকেন্ড লাগে। ইকবাল জ্বিভে,কৃষ্ণবর্ন ঠোঁট ভিজিয়ে বলল,

‘ ইয়ে মানে,বলছিলাম যে বাড়ির সবাই কেমন আছে?’

ধূসর একটুও অবাক হলোনা এমন ভঙ্গিতে বলল,‘ ভালো।’

‘ পিউয়ের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?’

‘ শুনছি তো ভালো।’

সে অকারণে সব দাঁত দেখিয়ে বলল,

‘ ভালো,ভালো। তোর হিটলার চাচার কী খবর?’

ধূসর চোখ রাঙাতেই, দাঁতে, জ্বিভ কে*টে বলল,

‘ ভালো মানুষ আঙ্কেলের কী খবর?’

‘ হঠাৎ সবার খোঁজ খবর নিচ্ছিস যে?’

‘ এমনিই। তুই আমার বেস্টফ্রেন্ড, তোর পরিবার আমার পরিবার না?’‘ হু। বাড়ির সবাই ভালো আছে। এখন আরেকটু বেশি ভালো থাকার কথা। খুশির খবর চলছে তো।’

ইকবাল কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কী খবর? তোর চাচার আবার ইয়ে টিয়ে হবে না কী?’

ধূসর চোখ গ*রম করে বলল,
‘ উজবুকের মত কথা বলবিনা।’
ইকবাল মাথা দোলাল। মনে মনে একটুখানি সুযোগ হাতাল পুষ্পর নাম উচ্চারণ করার। কিন্তু, ওই যে,চোরের মন পুলিশের মতো। পাছে ধূসর সন্দেহ করে বসলে!।‘ আর কোনও প্রশ্ন?’
‘ হু? হ্যাঁ, না মানে ওই,খুশির সংবাদটা কী?’

‘ পুষ্পর সঙ্গে সাদিফের বিয়ে।’

ইকবাল বেখেয়ালে মাথা দুলিয়ে বলল,

‘ ও,ভালো।’

হুশে ফিরতেই বজ্রাহ*তের ন্যায় তাকাল। আ*র্তনাদ করে বলল,

‘ কীইইই?’

ধূসর কাঁধ উঁচু করে বলল,‘ হ্যাঁ। এইত, কালই পাকাপাকি করল।

দুদিনের ভেতর বোধহয় এনগেজমেন্টের দিনও ঠিক হবে।’ ইকবালের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। বক্ষে সাই করে একটা তী*র বসল। বুকটা বি*চ্ছিন্ন,ফালা-ফালা করল নিমিষে। এতটা দেবে বসল যে, এফোড়-ওফোড় হয়ে গেল সব। অদৃশ্য র*ক্ত ঝড়ল অনর্গল। সে উত্তর দিতে পারল না। কেমন র*ক্তশূন্য চেহারায় ধূসরের মুখের

দিক চেয়ে রইল। অক্ষিপটের শ্বেত রঙটা বিবর্ন,ফ্যাকাশে। নিশ্চিত হতে, শুকনো খনখনে কণ্ঠে শুধাল,

‘ কী বলছিস?’

ধূসরের আনন্দিত জবাব,

‘ ইয়েস! ঠিক শুনেছিস। এইত কদিনের মধ্যেই ওদের বিয়ের ডেট পরবে শুনলাম। ভাবছি, হলুদের প্রোগ্রাম অনেক বড় করে করব। উম,আমরা এক রকম পাঞ্জাবি নেই

কী বলিস! আফটার অল, আমার পরিবার তোর পরিবার হলে, পুষ্প অলসো লাইক ইউর সিস্টার। ‘

ইকবাল অদৃশ্য দুহাতে কান চে*পে ধরল নিজের। অদ্ভূত অদ্ভূত আর্ত*নাদ করল। কিন্তু কথা ফুটল না। পুষ্প তার বোন? না, ইহকালে না।

ধূসর ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ কী হয়েছে?’

সে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,
‘ পানি খাব।’ধূসর ছোট্ট শ্বাস ফেলে আশেপাশে তাকাল। সামীরকে দেখে আদেশ করল পানি দিয়ে যেতে। ইকবালের বুকে ব্য*থা উঠেছে। বিকল বিকল লাগছে হার্টবিট। যেন এক্ষুনি অ্যা*টাক-ফ্যাটাক করে লু*টিয়ে পরবে মাটিতে। তার পুষ্পরানির বিয়ে,অন্য কারো সাথে? সে ম*রে যাবে, বাঁচবে না। এই

খা*রাপ,কু*ৎসিত দিন দেখার আগে ঝাঁ*প দেবে খাদে।

যতটা কাতর ভাবে পানি চাইল সে,অতটা গলা দিয়ে নামল না। বোতলে এক চুমুক দিয়ে বাকীটা রেখে দিল। এদিকে ব্য*থা বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পরছে শরীরের সবখানে। বাম পাশে মনে হচ্ছে বহ্নির লেলি*হান শিখা ঢেলে

দিয়েছে কেউ। ধূসর কিছুই জানেনা এমন ভাণ করে বলল,

‘ তাহলে কী বলিস? আমরা পার্টি অফিসের সবাই মিলে প্ল্যানিং শুরু করি?’

ইকবাল নির্জীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধায়,‘ কীসের প্ল্যান যেন?’

‘ পুষ্প আর সাদিফের বিয়ের? সিকদার ধূসর মাহতাবের

ভাইবোনের বিয়ে,ধুমধাম করে হবে, বুঝতেই পারছিস।’

ইকবালের মুখ তেঁতো হয়ে এলো। তিক্ততায় গলার কাছটা ফ্যাসফ্যাসে। ঢোক গিল*তেও যেন নরকীয় ক*ষ্ট। ধূসরের খুশিতে প্রথম বার তার বিতৃষ্ণা হলো,রা*গ হলো। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল চকচকে অশ্রু। গুমড়ে গুমড়ে কথা চে*পে রাখার এত য*ন্ত্রনা? এই জন্যেই কি

পুষ্প কাল ওমন করেছিল? বাড়ির সবার রা*গ,ক্ষো*ভ ওর ওপর ঢেলেছে?

ইকবালের বক্ষ যাত*না অস্থির ভঙ্গিতে বৃহৎ হচ্ছে। চট করে বুকের বাম পাশ চে*পে ধরে বসে পরল পার্টি অফিসের সদর সিড়িতে।

ধূসর ধড়ফড় করে ধরে বলল,

‘ কী হলো?’ইকবাল সত্যিটা বলতে অক্ষম। বুক ডলতে ডলতে জবাব দিল,

‘ এমনি। বুকে ব্য*থা করছে একটু।’

‘ গ্যাস্ট্রিকের বোধহয়। খাসনি সকালে? ওষুধ আনাব,খাবি? ‘

ইকবাল অসহায় চোখে তাকাল। তারপর ফেলল দীর্ঘশ্বাস। সে কী করে বোঝাবে? এই ব্য*থা কীসের? এক সৎ প্রেমিক পুরুষের, প্রেমিকা

হারানোর পী*ড়া, দুনিয়ার কোনও ওষুধ সাড়ানোর যোগ্যতা রাখেনা। প্রেমের মাম*লায়,বুকটা আ*সামী। প্রেমিক কাঠগড়ায় দাঁড়ালেও উকিল হয়না কেউ।মাঝখান থেকে বিনা-দোষে হৃদয় শা*স্তি পায়। ফাঁসি হয় প্রেম ভালোবাসা আর মহব্বতের। এই নিদারুন খেলায় আজ থেকে ভাগ্য খেলোয়াড়। আর সে ছুটে চলা খেলোয়াড় দের পায়ে নি*ষ্ঠুর ভাবে

ঠেলতে থাকা গোলাকার ফুটবল। ইকবাল দুঃসহ ভঙিতে ছটফট করছে। প্লেটে হাত চলেনা,গলা দিয়ে খাবার নামেনা। তার বেসামাল,বেগতিক অবস্থা। অথচ,বাকী সবাই হৈহৈ করে খাচ্ছে। আলাপ-আলোচনায় জমে গিয়েছে পার্টি অফিস। ছয়টা লম্বা টেবিল পেতে দুই দিকে চেয়ার বসানো। এক এক টেবিলে দশ জন করে

বসেছে। ধূসর,ইকবাল,খলিল সবাই একই টেবিলে। ইকবালের অস্থির অবস্থা আড়চোখে, তীক্ষ্ণ ভাবে দেখছে ধূসর। শেষে জিজ্ঞেস করল,

‘ খাচ্ছিস না কেন?’

ইকবাল নড়ে উঠল একটু,‘ হু? কই খাচ্ছিতো।’

সোহেল বলল,

‘ খাবারটা মজা না? একদম অনেকগুলো দোকান বেছে বেছে বিরিয়ানীটা আনালাম।’

খলিল বললেন,

‘ হ্যাঁ, আমারতো ভালোই লাগছে। তেল চিপচিপে কম। ‘

ইকবাল একটু হাসল। তবে কিছু বলল না। কথা বলতে ভালো লাগছে না তার। গলার মধ্যে কী যেন ঘুরছে। প্রাণটা কা*তরাচ্ছে কৈ

মাছের মতোন। তার চিন্তার মধ্যে খলিলের ধ্বনি শোনা গেল,

‘ নির্বাচনের দিন তোমরা সবাই একটু এলার্ট থেকো ইকবাল। বিরোধীদল কিন্তু হাত গুঁটিয়ে বসে থাকবে না। মনে নেই, গতবার কী কেলে*ঙ্কারি হয়েছিল?” ‘ জি।’

‘ মুখে জি বললে হবেনা। তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানোটা কমাও এখন। আমার পর এখানে নেতা

তুমি,পার্টি অফিসের দায়িত্ব তোমার। অথচ সব দ্বায়ভার ধূসরের কাঁধে দিয়ে নেঁচে-কুদে বেড়াচ্ছ। রাজনীতিতে দায়িজ্ঞান হচ্ছে আসল। এত ইরেসপন্সেবল হলে হয়না। ‘ একেতো মন ভালো নেই। তার ওপর খলিলের কথা গুলোয় ইকবালের মুখের অবস্থা করূন হলো। বিষাদে ঢেকে গেল অন্তঃস্থল । ঠোঁটের চারপাশের হাসি টুকু

বিলীন। দলের এত ছোট ছোট সদস্যদের সম্মুখে এভাবে না বললেই কী হতোনা?

সে মুখের ওপর যথাযথ জবাব দিতে গিয়েও পিছিয়ে যায়। আগামীতে খলিল মেয়র নির্বাচিত হবেন। দলের সিনিয়র সদস্য সে। তাকে অপমান করে কিছু বলা ঠিক হবেনা। যদি সেও একই কাজ করে,দুজনের তফাৎ রইল কই?

অথচ এই ভদ্রতার ধার, ধারল না ধূসর। সে মুখের ওপর বলে বসল, ‘ পার্টি অফিস তো চলছে খলিল ভাই। কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছেনা। আপনার দল ঠিক থাকলেই হলো,সেটা আমি চালাই বা ইকবাল। ‘খলিল হাসার চেষ্টা করে বললেন, ‘ তোমার বেশি প্রেশার পরছে বলেই বললাম ধূসর। যার যা দায়িত্ব.... ‘

‘ আমার প্রেশার পরছে আমি বলিনি। আপনিই অহেতুক বাড়িয়ে ভাবছেন। ইকবাল দরকারের সময়ে থাকলেই হচ্ছে। এছাড়া ও গায়ে বাতাস লাগাক বা না লাগাক আমাদের কারোরই দেখার বিষয় নয়। ‘

শীতল যুক্তি আর অপ*মানের তোড়ে খলিলের মুখমন্ডল থমথমে হয়ে আসে। তবু তর্কে গেল না। চোখ

নামিয়ে একমনে হাত চালালেন ভাতের থালায়।

ধূসর আর ইকবালের মাখো-মাখো সম্পর্ক একদম পছন্দ না তার। সে ভবিষ্যৎ মেয়র,দুজন হবে তার পা চাঁটা কর্মী। অথচ এই ছেলে তাকে গায়ে লাগায়না। আর ওর স্পর্ধা দেখে ইকবালটাও একইরকম হচ্ছে। তার রে*গেমেগে উঠে যেতে মন চায়। পরক্ষনে রাজনৈতিক কৌশলে

নিজেকে শান্ত করে।ইকবাল আপ্লুত চোখে বন্ধুর দিক চেয়ে থাকল। সেই চোখ জ্ব*লে উঠল পরপর। কোটর ছড়িয়ে পল্লব ছুঁলো। বদনের ঘাম মোছার ভাণ করে মাথা নীচু করে শার্টের হাতা দিয়ে মুছে নিলো জল। অপ*রাধবোধে হৃদয়পট ছেঁয়ে যাচ্ছে। এই বন্ধুর সাথে দুই বছর ধরে দূর্ভাবনীয় বেঈ*মানী করছে সে,

ভাবতেই নিজেকে নীচ আর হেয় লাগছে ভীষণ।

তাদের উৎসব শেষ হতে বিলম্ব হয়। দুপুর থেকে বিকেল,সন্ধ্যা গড়ায়। খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় মগ্ন হলো সবাই। ইকবালের এক মুহুর্ত মন টিকছে না এখানে। তার অবস্থা গলাকা*টা মুরগীর ন্যায়।

একটাবার যদি পুষ্পর সাথে দেখা করার সুযোগ পেত। ফোন করবে একবার?

ভাবনা মতো সে উঠে দাঁড়াল। সবার চোখ তার দিকে ঘুরলে জবাব দিলো ‘ ওয়াশরুমে যাচ্ছি।’

ওয়াশরুমের সামনে এসেই তড়িঘড়ি করে ডায়াল করল পুষ্পর নম্বর। রিং হয়ে হয়ে বেজে গেল,ধরল না কেউ। ইকবালের অস্থিরতা তরতর করে

ডগার ন্যায় বেড়ে যায়। বাম হাতে চুল খাম-চে খাম-চে টানল। পুষ্প ফোন ধরছে না কেন? সে কী আর তাকে চাইছেনা?সাদিফ বাইক চালিয়ে সোজা এসে অফিসের সামনে নামল। স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে নিজেও দাঁড়াল। হেলমেট খুলে হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে আড়া-আড়িভাবে কাঁধে ফেলা কালো ব্যাগ ঠিকঠাক করে হেঁটে গেল ভেতরে। ভিউ

মিরর দেখে, প্রতিদিন চুল সেট আপ করার বিষয়টা আজ আর মাথাতে এলোনা। সেখানে ভর্তি বেদনা,আর যাতনা তাকে ভুলিয়ে দিলো নিজের যত্ন। প্রতিটি কদমে তার দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়। প্রতিটি পল্লব ফেলার সময় মনে পড়ে পিউকে। চোখে ভাসে তার মায়াময়,স্নিগ্ধ আঁদল। কেন যে অতটুকু মেয়ের প্রতি মন হারাতে গেল? নাহলে এই মানসিক

টানাপো*ড়েনে পরতে হতোনা। এইভাবে দ্বিধাদন্দের চাপে নিঃ*শেষ হতে হতোনা।তার মানসিক বিধ্ব*স্ততা হাজারে গড়িয়েছে গতকাল থেকে। পুষ্পর সম্পর্কে সব জেনে-শুনেও ওকে বিয়ে করতে হবে ভাবলেই হৃদয়সিন্ধুতে তমসা নামে। একটাবার যদি কিছু করতে পারত? বিয়েটা যদি আটকানো যেত!

সে থমকে দাঁড়ায় হঠাৎ। মনকে শ*ক্ত করে ভাবে,বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সবটা খুলে বলবে। জানাবে সে পুষ্পকে নয়,পিউকে চায়। উল্টোদিকের পুষ্পও তাকে চাইছেনা। তার মনে ইকবাল। পরক্ষনে দুদিকে মাথা নাড়ল। কথাগুলো বলার সময় মায়ের ব্য*থিত মুখ মনে করে পিছিয়ে

গেল। না, এ জগতে তার দ্বারা মানুষকে উপেক্ষা করা কঠিন,দূর্বার।
‘ আরে আপনি এখানে?’
হঠাৎ মেয়েলী স্বরে সম্বিৎ পেলো সাদিফ। চকিতে ঘুরে তাকাল। সম্মুখের পরিচিত তবে অনাকাঙ্ক্ষিত মুখটি দেখে বিস্ময়ে চেয়ে রইল কিয়ৎক্ষণ। এই মেয়ে এখানে কেন? মারিয়া এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। তার হাতে জল ভর্তি প্লাস্টিকের

বোতল। বলল‘ আপনি এই অফিসে কেন?

প্রশ্নটা করেই তার চোখ গেল সাদিফের বেশভূষায়। ফরমাল গেট-আপ দেখে ঠোঁট কামড়ে, অনুমান করে বলল,

‘ আপনিও কি এখানে কাজ করেন?’

সাদিফ অতি দ্রুত বিস্ময়ের হাবভাব সামলে ওঠে। চোখের চশমা ঠেলে

গলা খাকাড়ি দেয়। গম্ভীর কণ্ঠে শুধায়,

‘ আপনি কে? ‘

মারিয়া আকাশ থেকে পরল।

‘ আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? ‘

তার চোখ ছোট হয়ে এলো,

‘ চেনার মতো কোনও কারণ আছে? আপনাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা।’

মারিয়া ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল,‘ কী আশ্চর্য! আপনার কি স্মৃতিশক্তি গেল না কী?’

আমি মারিয়া। আপনি ডাকেন ম্যালেরিয়া। মনে নেই?’

সাদিফ মুখের ওপর বলল ‘ না নেই। প্রয়োজন ছাড়া মনে রাখিনা কাউকে। ‘

মারিয়ার বুঝতে বাকী নেই, এই ব্যাটা ইচ্ছে করে এমন করছে।

নাটক করছে তাকে না চেনার। সে কট*মট করে বলল,

‘ অফিসে কী করছেন,যাত্রাপালায় নাম লেখালেই পারেন। “ এক্সকিউজ মি! দ্যাটস নান অফ ইয়র বিজনেস। আপনার সাথে কথা বলে সময় ন*ষ্ট করার ইচ্ছে নেই আমার। যেখানে দেখি ঝগ*ড়া করতে লাফিয়ে পরে। ঝগ*ড়ুটে মেয়ে কোথাকার! ‘

মারিয়া পুরোটা শুনল। চেঁতে -টেতে একাকার হওয়ার কথা ছিল। অথচ আঙুল তুলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,

‘ এইত চিনতে পেরেছেন। তার মানে সত্যিই নাটক করছিলেন আপনি। ‘

সাদিফ থতমত খেয়ে চোখের চশমা ঠেলল আবার। বলল,’ হোয়্যাটেভার! চিনেছি। তো?’

‘ তো মানে কী? ঢং করছিলেন কেন?’

সাদিফ জবাব না দিয়ে, পালটা প্রশ্ন ছুড়ল,

‘ আপনি এই অফিসে কী করছেন? আমাকে ফলো করে এসেছেন নিশ্চয়ই? ‘

মারিয়া অবাক হলো,

ব্যঙ্গ করে বলল,’ কী আমার সালমান খান এলেন,ওনাকে ফলো

করে আসতে হবে। আমি এই অফিসে চাকরী পেয়েছি। আজ থেকেই আমার জয়েনিং।’কথাগুলো বলতে পেরে তার বুক গর্বে ফুলে উঠল। বিশাল দপ্তরে সে কাজ করে ভাবতেই রোমাঞ্চিত অনুভব হয়। হোক সামান্য কর্মচারী,তাতে কী? তাও হওয়া ভাগ্যের।

সাদিফ মুখ কুঁচকে ভাবল,

‘ একে কে চাকরি দিলো? মাথার চেয়ে মুখ চলে বেশি।’

মুখে বলল,

‘ ও। ‘

চলে যেতে ধরলে মারিয়া জিজ্ঞেস করল,

‘ আপনি কোন পোস্টে আছেন?’

সাদিফের কাঠ উত্তর,

‘ সেটা আপনাকে কেন বলব? ‘

‘ না বলার কী আছে?’

‘ আমি অকারণে কোনও কথা বলিনা। এত ইন্টারেস্ট থাকলে নিজে জেনে নিন।’

মারিয়া মুখ বেকিয়ে বলল,’ আমার বয়েই গেছে। ‘

থামল। আবার বলল,‘আপনি কি পিওন এখানে? আপনার জন্য এই পোস্টটা ঠিকঠাক। চা-পানি এগিয়ে দিতে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়, সেজন্য গায়ে শক্তি লাগে। আপনার

গায়ে তো অনেক শক্তি, গ্রামে বর্ষাকে তুলছিলেন শুনলাম ।'
বলে,ঠোঁট চে*পে মিটিমিটি হাসল সে।
সাদিফের মুখ কুঞ্চন আরো গাঢ় হলো। কটম*টিয়ে উঠে আবার শান্ত হয়ে বলল,
' দেখুন, আজ আমার মনটা খা*রাপ। আপনার সাথে ফালতু

তর্কে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। নিজের কাজে যান তো।'

মারিয়ার কিছু যায় এলোনা। কাঁধ উচিয়ে বলল,

' খা*রাপ মন,খা*রাপই তো থাকবে। '

সাদিফ তেঁতে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। অফিসের চারপাশে চোখ বুলিয়ে আস্তে করে বলল,

‘ আপনি আসলে একটা যা তা মেয়ে। কোনও দিন শুধরাবেন না হয়ত।’

মারিয়াও একইরকম কণ্ঠ করে বলল,‘ কিছু কিছু মানুষের জন্য আমার স্বভাব অপরিবর্তিত। আপনি হলেন তার মধ্যে একজন।’

‘ আপনি ইচ্ছে করে ঝগ*ড়া করতে চাইছেন তাইনা? ভদ্রতার সুযোগ নিচ্ছেন। ‘

পরক্ষনে সন্দিহান গলায় বলল,
‘না কী আমার মতো সুদর্শন ছেলের সাথে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছেন না?’
শেষ কথায় মারিয়া হা করে ফেলল। পরমুহূর্তে খ্যাক করে বলল,
‘ আপনি সুদর্শন? এই মিথ্যেটা কে বলেছে আপনাকে?’
সাদিফ ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল ‘ মানে?’

‘ মানে,আপনাকে যে গোবর গনেশের মত দেখতে কেউ বলেনি?’

‘ আমাকে গোবর গনেশের মত দেখতে?’

গোবরের চিত্র চোখে ভাসতেই তার গা গুলিয়ে এলো। মারিয়া স্পষ্ট বলল,‘ আমার মনে হয় আপনি দুঃখ পাবেন বলে কেউ বলেনি। সমস্যা নেই,বড় হয়েছেন, এখন সব বুঝবেন। আমি আপনাকে প্রথম বার

সত্যিটা বলছি শুনুন, আপনাকে দেখতে কিছুটা বিদেশী মুরগীর মতোও। যাকে আমরা বলি ফার্মের মুরগী। আপনার গায়ের রঙ ঠিক ওইরকমই। ক্যাটক্যাটে সাদা। দেখলে মনে হয় ফ্লোরে চুন ঢেলে দিয়েছে কেউ। আপনার সাথে ফার্মের মুরগীর তফাত হলো, ও এক পা হেঁটে দু পা ঝিমায় আর আপনি

একটার জায়গায় দশটা কথা বলেন।
‘

সাদিফ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। এক্ষুনি এই মেয়ের গলাটা টি*পে দিতে পারত যদি! কিংবা এক থা*প্পড়ে রুটি বানিয়ে ফেলতে পারলে শান্তি পেতো।
একে মাথা ঠিক নেই,দুইয়ে অফিস। এখানে তার রেপুটেশন আলাদা বলে চুপচাপ হজম করল সবটা।

উল্টোপথে গটগটিয়ে হেঁটে গেল। নির্ভেজাল উপেক্ষা দেখে মারিয়া বিভ্রান্ত হয়ে বলল,

‘ কিছু বলল না কেন?’সে ঘাড় চুল্কে এসে নিজের জায়গায় বসল। পানির বোতল টেবিলে রেখে

আশেপাশের সব জায়গায় চোখ বোলাল। বোকার রাজ্যে বসবাস করা নারী ভেবেই নিয়েছে, সাদিফ এই ডেস্কের কোথাও থাকবে। সেই

মোতাবেক খুঁজে খুঁজে ক্ষান্ত হলো। না পেয়ে তার জিজ্ঞাসু লিপ্সা হুরহুর করে বাড়ে।

মিহি কণ্ঠে ' ভাইয়া শুনুন 'বলে পাশের ডেস্কের ছেলেটিকে ডাকল। অফিসে এসে এর সাথে আলাপ হয়েছে তার।

ছেলেটি তাকালে শুধাল,

' সাদিফ নামে কাউকে চেনেন? '

‘ যার সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, ওনার নামই সাদিফ।’

মারিয়া খুশি হয়ে গেল। এর মানে ছেলেটি চেনে। সে আগ্রহভরে শুধাল, ‘ উনি এখানে কোন পোস্টে? ‘

‘ ম্যানেজার।’‘ম্যানেজার’ শুনেই মারিয়ার চোখ তালুতে ওঠে। খুশির দফারফা, মুখটা চুপসে গেল ওমনি। সেতো এখানে সামান্য একটা পোস্টে চাকরী পেয়েছে। মাসে মাত্র

চৌদ্দ হাজার টাকা বেতন। সাদিফ ম্যানেজার? এই লোকটা তো তাকে দেখতেই পারেনা। এখন কী এর আন্ডারেই থাকতে হবে?

হায় হায়!

সে মনে মনে আক্ষেপে শেষ। ঘুরেফিরে এখানেই চাকরী জুটল! দুদিকে ত্রস্ত মাথা নেড়ে বলল ‘ আর ঝগ*ড়া করা যাবেনা।’তখন রাত। ভীষণ অন্ধকারে ঢাকা মেঘশূন্য

আকাশ। ঘড়িতে নয়টার বেশি বাজে। ইকবাল চোরের মত লুকিয়ে আছে একটা বড় গাছের আড়ালে। রু*দ্ধ শহরে তার শ্বাসও রু*দ্ধকর। সামনে সিকদার বাড়ির বিশাল লোহার গেট। বাড়ির চারপাশ আলোতে ডু*বছে। একবার ভেবেছিল সবাই ঘুমালে আসবে। গভীর রাতে। কিন্তু মনের দ্বিগবিদিক কাতরানোর কাছে হার মেনে আগেই

হাজির হলো। ধূসর বাড়িতে নেই সে কনফার্ম। কারণ ওর আগে আগে সে ছুঁতো দিয়ে পার্টি অফিস থেকে ছুটে এসেছে এখানে। ফেরার পূর্বেই তার কাজ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

গেটের ধারে টুলে বসে ঘুমে ঢলছেন দারোয়ান। একটু পরপর চটক কে*টে ঠিকঠাক হচ্ছেন। তার ডিউটি এগারটা অবধি। এরপর আরেকজন। এইজন্যে এখনই ঘুম

পাচ্ছে ভীষণ। আবার ঢলে পরছেন দেখে ইকবাল বিড়বিড় করে বলল‘ হয় ঘুমান,নাহলে ভাগুন। দুইয়ের মধ্যে ঝুলে থাকা ভালো না।’

দারোয়ানের কানে কথাগুলো গেলোনা। হাঁটুর ওপর লাঠির ভর রেখে সে তখনও ঘুমে টলছে। ইকবাল একবার তুষাতুর চোখে দ্বিতীয় তলার বারান্দার দিক তাকাল। ঘরের আলো জলছে এখান

থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এর মানে পুষ্প রুমেই, তাহলে ফোন টা কি কাছে নেই? তুলছেনা কেন? কেনই বা কল ব্যাক করছেনা?

এইভাবে তার হৃদয় নিয়ে খেলার কোনও মানে হয়?।

পুষ্প ফোন হাতে নিয়ে ঠোঁট উলটে বসে রইল।

ভেতর ভেতর তার ছটফটানি কিছু কম হচ্ছেনা। ইকবালের কল রিসিভ

করার জন্য আঙুলগুলো নিশপিশ করছে খুব। কিন্তু ধূসর ভাই যে মানা করলেন।ফোন ধরলেই যদি জিভ ফস্কে কথা বেরিয়ে যায়,ভাইয়া রা*গ করবেন। কিন্তু সরাসরি এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব । মনটা অস*হ্য রকমের আনচান করছে। কী করবে জানেনা। মনঃদ্বিধা বাড়ছে। কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে

করছে। কোন কুক্ষণে সেজো চাচার মাথায় বিয়ের ভূত চাপল কে জানে! এর মধ্যে টুং করে আওয়াজ হলো ফোনে। মেসেজ এসেছে। স্ক্রিনেই ভেসে উঠল,

‘ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বারান্দায় না আসা অবধি এখানেই থাকব ইনশাআল্লাহ। ‘

প্রেরক ইকবাল। পুষ্পর বুক ধ্বক করে উঠল ভ*য়ে। প্রকট চোখে

বারান্দার দিক তাকাল। পরপর ত্রস্ত, এলোমেলো পায়ে ছুটল সেদিকে। এক প্রকার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুলে পরল সে। হন্যে চোখে গেটের দিক চেয়ে ইকবাল কে খুঁজল। দেখা যাচ্ছেনা। মিথ্যে যে বলেনি সে নিশ্চিত। এই ছেলের দুঃসাহস প্রবল।

তাকে দেখেই পুরূ ঠোঁটে হাসি ফুটল ইকবালের। গাছের সাথে হেলান

দেয়া থেকে চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পুষ্প কাঁ*পা কাঁ*পা হাতে ফোন করল। একবার রিং হতেই রিসিভ হয়। সে কিছু বলার আগেই ইকবালের ব্যথিত কণ্ঠে ভেসে এলো, ‘ এতক্ষনে আমায় মনে পড়ল মাই লাভ?’

পুষ্পর হৃদয় নাড়িয়ে দিলো এই ডাক। যা বসুমতীতে তার সবথেকে

প্রিয়। মন, হৃদয়, মস্তক সব আবেশিত হয়,জুড়িয়ে যায়। ভেসে বেড়ায় আবেগের স্রোতস্বীনিতে। সে গলতে গিয়েও শ*ক্ত হলো। কপট রা*গ নিয়ে বলল,

‘ কোথায় তুমি?’

বলতে বলতে আশেপাশে মাথা ঘোরাল। নিরবে খুঁজল ইকবালকে। সে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ালে দৃশ্যমান হলো তার চওড়া দেহ।

পুষ্প কিছু বলার পূর্বেই তার অশান্ত প্রশ্ন এলো,

‘ সাদিফের সাথে তোমার বিয়ে পুষ্প?’

পুষ্প চমকে গেল একটু। অবাক হয়ে বলল,‘ তুমি কী করে জানলে?’

‘ এর মানে কথাটা সঠিক!’

ইকবালের আ*হত স্বর। পুষ্প মিনমিন করে জানাল,

‘ কথাবার্তা চলছে।’

সে ফুঁ*সে ওঠে,

” কেন চলবে? কীসের জন্য চলবে? এই পৃথিবীর সবাই জানে তুমি আমার বউ হবে। তাহলে? ‘

‘ বোকা বোকা কথা বোলোনা ইকবাল। তুমি আর আমি ছাড়া আমাদের সম্পর্কের কথা কে জানে?’

‘ আচ্ছা,কেউ জানেনা। তুমিতো জানো পুষ্প,তারপরেও বিয়েতে রাজী কেন হয়েছ?’

‘ তোমাকে কে বলল আমি রাজী? পিউ?’

‘ ধূসর!’

পুষ্পর কপালের ভাঁজ মিলিয়ে গেল। ভাইয়া বললে কারণ ছাড়া বলেননি। ঠোঁট গোল করে বলল,

‘ ও আচ্ছা।’‘ ও আচ্ছা মানে? তুমি সত্যিই সাদিফকে বিয়ে করতে চাও?’

‘ না চাওয়ার কী আছে,ভাইয়া বললেন সাদিফ ভাই ভালো ছেলে। তাছাড়া বিয়ের পর বাড়ি ছেড়েও যেতে হবেনা।’

বলতে বলতে সে ঠোঁট চে*পে হাসল।

ইকবাল বিস্মিত। কণ্ঠে অবিশ্বাস ঢেলে বলল,

‘ কী! আর আমার ভালোবাসা?’

‘ আমি কী করব? বাড়ির সবাই মিলে ঠিক করল ইকবাল। না বলি কী করে?’

ইকবাল উদ্ভ্রান্তের ন্যায় আওড়াল,

‘ আর ইউ ক্রেজি? কী বলছো নিজে জানো? দুটো বছর ধরে আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। এইত কদিন আগেই আমার হাত ছুঁয়ে কথা দিলে সারাজীবন পাশে থাকবে। হঠাৎ বদলে গেলে কেন মাই লাভ?’

শেষ দিকে গলা ধরে এলো তার। পুষ্পর মুখ কালো হয়ে যায়,মায়া হয়। এক্ষুনি জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সত্যিটা।

ধূসরের নিষেধ মনে করে বলল না।

ইকবাল আবার বলল,

‘ আমি অত শত জানিনা, বউ হলে তুমি আমার হবে পুষ্প। নাহলে.... ‘

‘ নাহলে কী করবে?’

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ‘ ম*রে যাব।’পুষ্প আঁত*কে ওঠে। আর্ত*নাদ করে বলে

‘ এসব বলছো কেন?’

‘ তো কী শুনতে চাও? ভালোবাসলে আমাকে,আর পরিবারের কথায় বিয়ে করবে সাদিফকে? দিনশেষে সব মেয়েই এক?’

মুহুর্তমধ্যে পুষ্পর নাকের পাটা ফুলে ওঠে।

‘ কটা মেয়েকে চেনো?’

‘ তোমার মধ্য দিয়ে হাজার মেয়েকে চিনলাম।’

পুষ্প দাঁত পি*ষে বিড়বিড় করল।

‘ উজবুক! ওনার জন্য আমি কেঁদেকে*টে ম*রছি। সারাদিন পর রাতে দুটো দাঁনা পরেছে পেটে। আর সে আমার এক কথায় মেনে নিল আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব? এই তার বিশ্বাস!’

‘ কী, চুপ করে আছো কেন?’

‘ কী বলব?’

‘ এখন আমার সাথে কথা বলতেও খুঁজতে হচ্ছে পুষ্প?’‘না, আসলে সাদিফ ভাই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন ঘরের ভেতর। কিছু বলবেন হয়ত। শুনে আসব?’

কথাটা ইচ্ছে করে রা*গাতে বলেছে সে। সফল ও হলো। ইকবাল তেলে-বেগুনে জ্ব*লে উঠে বলল,

‘ হা*রাম*জাদা আমার বউয়ের ঘরে উঁকি মা*রবে কেন? কোন সাহসে? ওর উঁকি মা*রা চোখ আমি তুলে নেব।’

পুষ্প গম্ভীর হওয়ার ভাণ করে বলল, ‘ সে আমার হবু বর ইকবাল। তুমি তাকে এভাবে বলতে পারোনা।’

ইকবাল দ্বিগুন নি*হত হয়ে ডাকল ‘ পুষ্প!’

‘ পুষ্প, পুষ্প করোনা তো। এত ভালোবাসলে বাড়িতে এসে বাবার কাছে আমাকে চেয়ে নাও। আমিতো না বলিনি। বলিনি তোমাকে বিয়ে করব না। তাহলে হাত গুটিয়ে বসে আছো কেন? অহেতুক ফোনের বিল না উঠিয়ে কাজের কাজ কিছু করো।’

‘ তোমার কী মনে হয়? আমি এমনি এমনি হাত গুটিয়ে বসে? আজ যদি

তুমি ধূসরের বোন না হতে, তুলে আনতেও দুবার ভাবতাম না। বন্ধুত্ব আমার হাত পা বেঁ*ধে দিলো।'

' ভাইয়াতো তোমার বন্ধু নতুন হয়নি। ছোট বেলা থেকে তোমরা বেস্টফ্রেন্ড। জেনে-শুনেই তো আমার সাথে প্রেম করেছো। '

ইকবাল বিরোধিতা জানাল,ধীরস্থির কণ্ঠে বলল' প্রেম করা যায়না মাই লাভ,হয়ে যায়।

মন দেয়া যায়না,হারিয়ে যায়।’
হৃদয়টা থমকে থমকে দাঁড়াল পুষ্পর। কালবৈশাখীর ন্যায় তু*ফান বইল মনে। নিরুপদ্রব হাওয়ায় ভেতরটা দুলছে।
পরক্ষণে অনমনীয় কণ্ঠে বলল,
‘ এসব কাব্যিক কথায় গলছিনা। প্রেম যখন করেছো,বিয়ে করতে হবেনা?নাহলে বসে থাকো,তোমার সামনে দিয়ে আমি সাদিফ ভাইকে

বিয়ে করে চলে যাই। ও যাব কোথায়,আমাদের বাড়িতো একটাই।’ ইকবালের ভাসা ভাসা অক্ষিদ্বয় জ্ব*লছে। চিকচিক করছে অন্ধকারে। করূন কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি কি মজা করছো মাই লাভ? এমন মজা কোরোনা,যাতে ইকবালের নিঃশ্বাস আটকে আসে। ‘ পুষ্পর বুক কেঁ*পে উঠল। ইকবালের মিহি নিনাদ অন্তকরন

স্পর্শ করল নিদারুন ভাবে। অনেক মজা হয়েছে। মানুষটার অনুভূতি নিয়ে জেনেবুঝে ঠাট্টা করা উচিত নয়। ক*ষ্ট পাচ্ছে ও। সে নরম হলো। ভিজে গলায় বলতে গেল,

‘ আসলে.... ‘আচমকা কথা থেমে গেল তার। চোখদুটো বড় বড় করে খট করে লাইন কা*টল। তারপর দ্রুত পায়ে ঢুকে গেল কামড়ায়। ইকবাল ঘটনার আগামাথা বোঝেনি।

পুরোটাই ঘটেছে তার চোখের সামনে। তবুও সে অনবরত ‘হ্যালো হ্যালো’ করতে থাকে। মেয়েটার অদ্ভূত,অপরিচিত আচরণ বিভ্রমে ভোগাচ্ছে। এলোমেলো করে দিচ্ছে তাকে। পুষ্পতো এরকম নয়।

সেই ক্ষনে কাঁধে একটা শ*ক্ত, পুরুষালী হাত পরল। চমকে গেল ইকবাল। ঘুরে চেয়ে বিশালাকার হো*চট খেল।

ধূসরের ভ্রুঁ এক জায়গায় জড়োসড়ো। চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ। ইকবাল ত্রস্ত ফোন নামিয়ে পকেটে ঢোকায়। হাসার চেষ্টা করে।

‘ তুই এখানে?’ইকবালের গলা শুকিয়ে গেল। ভ*য়ে ভ*য়ে বক্র চোখে একবার দেখে নিলো পুষ্পর বারান্দার দিকে। পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেয়েটাকে অতদূর থেকে চোখে পড়ে না। ‘

‘ বাসায় যাওয়ার জন্য এত তাড়াহুড়ো করলি,বেরও হলি সবার আগে। তাহলে এখানে কেন?’

তার কণ্ঠের গাম্ভীর্যে ইকবাল ঢোক গি*লল দুবার। ঠোঁটের আগায় যা পেল তাই বলল,

‘ তোকে খুঁজতে এসেছিলাম।’

পুনরায় হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। ধূসরের চোখ-মুখ শিথিল হলোনা। ভ্রুঁ নাঁচাল,

‘ আমাকে খুঁজতে? ‘

ইকবাল মাথা ঝাঁকাল।

ধূসর বলল ‘ ফোন করলেই হতো।’

সে আমতা-আমতা করে বলল,‘ হয়েছে কী,ফোনে ব্যালেন্স নেই। আবার বিকাশ ও ফাকা তাই ওই....”

ধূসর মাঝপথেই কলার ধরে টান মার*ল ‘ চল।’

ইকবাল চকিতে বলল ‘ কোথায়?’

‘ ভেতরে।’

সে ধা*ক্কা খায়,চমকিত হয়ে বলে ‘ ভেতরে কেন?’

‘ গেলেই বুঝবি।’

তীব্র অনিচ্ছা আর প্রকান্ড কৌতুহল নিয়ে ধূসরের সঙ্গে পা মেলালো ইকবাল। যেতে যেতে বহুবার পুষ্পর বারান্দায় দেখল। ধূসর তাকে সাথে নিচ্ছেনা, যেন আ*সামী টানছে।

সে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ঘাব*ড়ে গেল। বসার ঘরে আনিস

আর সাদিফ ব্যতীত সবাই আছেন। এত মানুষকে একসাথে দেখে নার্ভাসনেসে হাত পা শীতল। শরীরটা কেমন থরথর করছে। আমজাদের গায়ে কোর্ট-প্যান্ট, টাই ঝুলছে গলায়। আফতাবেরও একই। আজমল শুধু পরে আছেন বাসার পোশাক। বাকী দুজন কিছুক্ষন আগেই অফিস থেকে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে কিছু নিয়ে হৈহল্লা

চলছে। এতজনের কণ্ঠ আলাদা করা মুশকিল। সকলের ঠোঁটেই চওড়া,বিস্তৃত হাসি। পুষ্প ঘর থেকে উড়ে এলো প্রায়। ইকবালকে ভেতরে ঢুকতে দেখে তার কলিজা দা*পাচ্ছে। আমজাদ বললেন,

‘ তাহলে তোমরা টেবিলে খাবারের বন্দোবস্ত করো। আমরা ফ্রেশ হয়ে আসি মিনা।” আচ্ছা যাও। ‘

আমজাদ উঠতে যাবেন, এর আগেই ধূসর বলল,

‘ একটু পরে যান বড় আব্বু।’

সকলের কথাবার্তা স্থগিত হলো তার আওয়াজ পেয়ে। আমজাদ থামলেন, তবে ইকবালকে দেখেই তৎপর মুখ বিকৃত হলো তার। অথচ গৃহীনিরা গদগদ হয়ে গেলেন। মিনা বেগম দুপা এগিয়ে বললেন,

‘ ওমা ইকবাল! কতদিন পর এলে! এসো এসো।’

ইকবাল হাসল। আড়চোখে পুষ্পকে দেখতে দেখতে এগোলো। আজমলের সাথে বহুদিন পর সাক্ষাৎ বিধায় দুজন করমোর্দনের সাথে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। আমজাদের একটুও পছন্দ হলোনা এসব। মনে মনে আওড়ালেন ‘ আদিখ্যেতা’পুষ্পর বুক টিপটিপ

করছে। মিনা বেগম এত জোরে ইকবালের নাম উচ্চারণ করেছেন যে,পিউয়ের ঘর অবধি পৌঁছে গেল। সে চটজলদি সোজা হয়ে বসল। কী মনে করে হূল*স্থূল বাধিয়ে দৌড়ে এলো সিড়ির কাছে। নীচে নামলোনা, ওপরে দাঁড়িয়ে থাকল। পাছে কেউ বলে ফ্যালে ‘ পড়া রেখে এখানে কী!’

সবার আগে তার চোখ আটকায় লম্বাদেহী প্রিয় মানুষটার ওপর। ওইত দাঁড়িয়ে আছেন। ইশ,কেউ এমনি দাঁড়িয়ে থাকলেও এত ভাল্লাগে দেখতে?ধূসরকে দেখেই চঞ্চল পিউয়ের হৃদয় নুইয়ে আসে ফের। গতকাল রাতের পর মানুষটার সুতনু চেহারার দর্শন পেলো এতক্ষনে । ভোরে উঠতে পারেনি বিধায় দেখা হয়নি। সারাটাদিন সে

ব্যস্ত,আর ও ছিল পরীক্ষার হলে। অথচ অন্তরিন্দ্রিয়ের আনাচে-কানাচেও ধূসর নামের একটা জ্বল*জ্যান্ত প্রদীপ শিখা ছলকে বেরিয়েছে বহুবার। মোহিত তরঙ্গ আছড়ে পরেছে চিত্ত পাড়ে। নিবিষ্ট, অনুরক্ত মন, তার হাসি,রা*গ ভেবে ভেবে অদূরে হারিয়েছে।

পিউয়ের গাল দুটো লজ্জ্বায় র*ক্তাভ হয়েছে ততবার,যতবার মানস্পটে

ভেসেছে ধূসরের ঠোঁট যূগল ধেঁয়ে আসার দৃশ্য। কাল সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেত নিশ্চিত। ইশ!

কুণ্ঠায় যখন মরিম*রি অবস্থা, কানে এলো রিনরিনে চাপা, ফিসফিসে কণ্ঠ। কে যেন নাম ধরে ডাকছে! পিউ সচকিত হয়ে এদিক সেদিক তাকাল। পুষ্প তাকে ইশারা করছে নিজের পাশে এসে দাঁড়াতে।

পিউ আস্তেধীরে সিড়ি বেয়ে নামে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে প্রশ্ন ছুড়ল ‘ ভাইয়া ইকবালকে এনেছেন কেন বলতো!’তার চিন্তিত, উদ্বীগ্ন কণ্ঠ। পিউ চোখ বড় বড় করল। ইকবাল ভাই এসেছেন না কী? সে তল্লাশি চোখে সামনে তাকাতেই ইকবাল কে দেখে স্তম্ভিত হয়। অস্পষ্ট আওড়ায়, একী কান্ড!’

‘ আমিতো ভেবেছিলাম ইকবাল বোধ হয় আমাদের বাড়ির রাস্তা ভুলেই গেছে। আজ এতদিন পর দেখে অবাক হয়েছি। ‘

জবা বেগমের কথায় ইকবাল আবার হাসল। এই মুহুর্তে এই বোকা-বোকা হাসি ছাড়া তার কাছে কিছু নেই।

রুবায়দা,সুমনা ঝটপট কিছু নাস্তা আনতে ছুটলেন।

আমজাদের মেজাজ খা*রাপ । তিক্ত, ত*প্ত চোখে তিনি ধূসরকে দেখছেন। এই ছেলেকে তার রগে রগে অপছন্দ। একেই বাড়িতে আনতে হলো?

তিনি ধূসরের সাথে কথা বলেন না। অফিসেও না।

তাকে আটকালকেন, জেদের বশে জিজ্ঞেসও করলেন না। আবার উঠতে নিলে ধূসর এসে সামনের

সোফায় বসল। বলল,‘ অনেক তাড়া বড় আব্বু?’

তিনি একটু থতমত খেলেন। চাইলেন উত্তর দেবেন না। পরমুহূর্তে সিদ্ধান্ত পালটে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ অফিস থেকে এসেছি। ফ্রেশ হতে হবেনা?’

‘ হ্যাঁ, সেতো হবেন। আসলে একটা দরকারে আপনাকে আটকাচ্ছি। কাজ

মিটুক,চলে যাবেন। ততক্ষণ না হয় একটু বসলেন।’

‘ কী কাজ?’

‘ বলব। সাদিফ আসছেনা কেন? দশটা ওভার,আসার তো কথা।’

সে হাতঘড়ি দেখল। বলতে না বলতেই দোরগোড়ায় সাদিফের পদধূলি পরে। সে এত মানুষের ভিড় দেখে আর ওপরে গেল না। নিজে থেকেই এসে ভীড়ে গেল সেখানে।

অভ্যাসবশত পিউয়ের কাছে পানি চাইল প্রথমে। পরক্ষনে থেমে বলল, ‘ না,তোকে আনতে হবেনা। মা নিয়ে এসো।’জবা বেগম হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে এগোলেন। পিউ তার যাওয়ার দিক চেয়ে গাল চুল্কে আবার সবার দিক তাকাল। ধূসরের সাথে সোজা-সাপটা চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেলো। কুণ্ঠিত ভঙিতে নামিয়ে নিলো দৃষ্টি। তার গালের লালিত

আভা দেখে সাদিফের বুক ভারী হয়। ব্যকুলতা বাড়ে। সে চুপচাপ সোফায় বসে। হঠাৎ ইকবালের দিক খেয়াল পরতেই সজাগ চোখে তাকায়। চোখের কোনা দিয়ে একবার পর্যবেক্ষণ করল পুষ্পকে। ঘনঘন আঁখি ঝাপটে তার পাশে বসে শুধাল,

' ইকবাল ভাই,হঠাৎ? '

ইকবাল ধূসরের দিক তাকিয়েছিল। তার ভেতর ঘূর্নিঝড় শা শা বেগে বইছে। ঠিক তার নাক বরাবর দাঁড়িয়ে পুষ্প। এত এত মানুষকে ফেলে তার হচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে। গলা ফাটিয়ে আর্তচি*ৎকার দিতে ‘ তুমি শুধু আমার মাই লাভ। তোমাকে পাওয়ার অধিকার আর কারো নেই।’

সাদিফ পাশে বসতেই ইকবাল সচেতন হয়ে বসল। অচিরেই আবিষ্কার করল, ছেলেটাকে তার সহ্য হচ্ছেনা। মেয়েরা মেয়েরা সতীন হলে সাদিফ তার সতান নিশ্চয়ই? সতান কে কারো ভালো লাগে? অত উদার সে নয়। জোরপূর্বক হেসে বলল,' ধূসর নিয়ে এলো। '

' ওহ।'

আকস্মিক মনে পড়ল,পুষ্প বলেছিল সাদিফ ঘরে উঁকি মা*রছে। ওতো মাত্রই ফিরল অফিস থেকে। এর মানে মেয়েটা তার সাথে ফাজলামো করছিল? তাও এরকম সেন্সিটিভ ব্যাপার নিয়ে? ইকবাল রে*গে পুষ্পর দিক তাকাল। ভ*য়ে,চিন্তায় মেয়েটার শুষ্ক,আধম*রা চেহারা দেখেই টুপ করে ক্রো*ধটুকু ঝরে গেল আবার।

‘ সবাই এসেছে,তাহলে কাজের কথা শুরু করি?’

মিনা বেগম ঘাড় কাত করলেন। প্রত্যেকে একটু নড়েচড়ে বসল। আগ্রহী চোখ গুলো সব ধূসরের শ্যামলা মুখশ্রী জুড়ে। সে ঘোষনার মত উঁচু কণ্ঠে বলল,‘ আগামীকাল ভোরে আমি সিলেট যাচ্ছি। ফিরব সপ্তাহখানেক পরে। তাই চাইছিলাম পুষ্প আর সাদিফের এনগেজমেন্টের

দিনক্ষণ জেনে যেতে। তাছাড়া সেজো চাচ্চুর ছুটিও বেশিদিন নেই। এই নিয়ে আজকেই একটা সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়না?’

ইকবাল -পুষ্পর বক্ষস্থল ছ্যাত করে উঠল। স্তব্ধ হয়ে গেল দুজনে। পুষ্প খপ করে চে*পে ধরল পিউয়ের হাত।

শ*ঙ্কিত,ক*ম্পিত স্বরে বলল

‘ ভাইয়া এসব কী বলছেন?’

পিউ ভেতর ভেতর আ*তঙ্কিত, ভ্রান্ত হলেও,বোনকে আস্বস্ত করতে বলল,
‘ ওনার নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা আছে। অপেক্ষা করি।’
আফতাব কপালে ভাঁজ ফেলে শুধালেন,‘ হঠাৎ সিলেট।’
‘ একটু কাজ পরেছে।’
‘ রাজনৈতিক? ‘
‘ ওরকমই।’

ইকবাল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। তার চোখ দুটো গুটিয়ে এক জায়গায় পৌঁছেছে। রাজনীতির কোনও ব্যাপারে ঢাকার বাইরে যাওয়ার কথা তো হয়নি। হলে সে জানত নিশ্চয়ই।

ইকবাল কী করবে ভেবে পাচ্ছেনা। বিয়ে নিয়ে ধূসর উতলা, আগ্রহী। এটাই স্বাভাবিক। ও তো আর কিছু জানেনা। কিন্তু বন্ধু তাকে

ভালোবেসে এখানে আনল,তারই ভালোবাসার মানুষের বিয়ের দিন ঠিক হওয়া দেখাতে?

ইকবাল নিজেকে স্থির রাখতে বিফল। সে গাঢ় কৌতুহলকে দ*মাতে পরাজিত। ধূসরের কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধাল,‘ সিলেট যাওয়ার কথা কবে হলো?’

ধূসরের সহজ উত্তর ‘ তুই আসার পর।’

সে চুপ করে গেল। পরমুহূর্তে আবার নীচু কণ্ঠে শুধাল,

‘ আমাকে এখানে কী বিয়ের কথাবার্তা শোনানোর জন্য আনলি?’

‘ হ্যাঁ। ‘

ইকবাল অক্ষি বিকট করে বলল ‘ কেন?’

‘ তুই আমার বন্ধু,আমার বোন তোরও বোন। এসব শোনার

অধিকার আছে তোর। এখন চুপ কর,আমাকে কথা শেষ করতে দে।’ ইকবালে দাঁত পি*ষে,বহুক*ষ্টে স্বাভাবিক হয়ে বসল। পেট, ক্রো*ধে ফাটছে। ধূসরের চোখা নাকে একটা ঘু*ষি মা*রতে পারলে ভালো হোতো। ঠান্ডা হোতো মাথাটা। দুনিয়ায় আর কোনও মেয়ে নেই? যে পুষ্পকেই তার বোন বানাতে হবে?

নিজে তো পিউকে বোন বললে ক্ষে*পে যায়। তখন?

পিউয়ের চোখমুখ অন্ধকার। ধূসর ভাই সপ্তাহ খানেকের জন্য সিলেট গেলে কতগুলো ঘন্টা দেখা হবেনা। কী করে থাকবে সে? উনি একটাবার ওকে জানালোওনা। সপ্তদশীর ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে অভিমান জমলো। মাথা নামিয়ে কপাল কুঁচকে

রইল।‘ বড় মা,সেজো মা,অসুবিধে আছে তোমাদের?’

দুজনেই এক এক করে বললেন,

‘ না না কীসের অসুবিধে?’

‘ তাহলে কবে করতে চাইছো?’

জবা বললেন,

‘ তোর চাচ্চুতো পনের তারিখ যাবেন বলছেন। এখন ফাল্গুন মাস চলছে। এর মধ্যে করলে ভালো হতো না?’

আজমল মাথা দোলালেন ‘ আমারও তাই মনে হয়। ভাইজান,তোমরা কী বলো?’

আমজাদ বি*রক্ত মেজাজে, চুপ করে বসে। না পারতে মাথা নাড়লেন অল্প। আফতাব ও বড় ভাইয়ের পন্থা অনুসরন করলেন।

ইকবালের কপাল ঘামছে। এসির মধ্যেও পড়নের শার্ট ভিজে লেগে গিয়েছে গায়ে। দুইহাতের তালু ঘষে

ঘষে খসখস শব্দ করছে। চিবুক ফুটছে উত্ত*প্ত তাওয়ার ন্যায়।

পুষ্প -পিউ আর ধূসরকে বাদে বাকী সবাইকে গু*লি করে খুলি উড়িয়ে দিতে মন চাইছে।

ধূসর বলল ‘ ভালো হলে ওইদিনই করো। সমস্যা নেই।’

ইকবাল নিস্তব্ধ হয়ে পরে। বৃহৎ নেত্রে ধূসরের দিক চাইল। আর একটুও সহ্য হলোনা এসব। তার

ধৈর্যের বেড়ি গুড়ো গুড়ো হয়ে গিয়েছে। মাথার ভেতর দাউদাউ করে বহ্নি*শিখা জ্ব*লছে। সে ছিটকে ওঠার মতন বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। তারস্বরে চি*ৎকার করে বলল,‘ না, সমস্যা আছে,আলবাত সমস্যা আছে।’

পুষ্পর মাথা চক্কর কা*টল ওকে দাঁড়াতে দেখে। পিউয়ের হাতে

দা*বিয়ে দিল নখ। হাঁস*ফাঁস করে বলল,
‘ আমার বুকে ব্য*থা করছে পিউ।’
পিউ বিড়বিড় করে বলল’ আমার তো সব জায়গায় ব্য*থা করছে।’কতগুলো আশ্চর্যান্বিত, বিহ্বল চোখ একইসাথে আ*ছড়ে পরল ইকবালের লম্বাটে মুখের ওপর । তার হঠাৎ চিৎকারে হকচকিয়ে গেল সকলে। তটস্থ নজর

বিক্ষিপ্তভাবে নি*ক্ষেপ হলো । দশাধিক তীব্র শাণিত দৃষ্টি দেখে ঘাব*ড়ে গেল ইকবাল। একটু আগের ফুলকে ওঠা রা*গটা টুপ করে মিইয়ে এলো। নার্ভাসনেসে ঘাড় অবধি মাটির নীচে গেড়ে গিয়েছে যেন। সে ভীত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায়। সবার অদ্ভূত চাউনী মস্তিষ্ক শূন্য,শুকনো বানিয়ে

দেয়। ভোকাল কর্ডের সমস্ত জোর থিতিয়ে আসে মুহুর্তে।

পুষ্প-পিউ এক সাথে ঢোক গি*লছে। আগত পরিস্থিতি ভেবে তাদের রুদ্ধ কণ্ঠনালী কাঠ-কাঠ।

‘ কী সমস্যা?’ধূসরের মুখ-চোখের অন্য রকম গাম্ভীর্য, গুমোট স্বরের প্রশ্নে ভী*তশশস্ত্র ইকবাল। পেটের মুধ্যে গুড়গুড় করা কথাগুলোর ঘুরপাক খাওয়া তৎক্ষনাৎ থেমে

গেল। হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, জোর করে হেসে বলল,

‘ না মানে,সমস্যা ওই,এত কম সময়ের মধ্যে বিয়ের আয়োজন কীভাবে করবি? ‘

ধূসর বিরক্ত হলো বোধ হয়। তার মসৃন কপাল সবেগে কুঁচকে আসে। আমজাদের চওড়া নাকের ডগা ফেঁপে উঠল। চুপ থাকার পণে পরাজিত হলেন। ইকবালের আচরণে

মেজাজ চটে গেল। প্রচন্ড থমথমে গলায় বললেন,
‘ সেসব ভাবার জন্য আমরা আছি। তুমি বোসো।’‘তুমি বোসো’ টুকু ধম*কের মত শোনায়। ইকবাল সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে বসে পরল জায়গায়। পুষ্প এতক্ষণে শ্বাস ফেলল। রোবটের ন্যায় শরীরটা ছেড়ে দিয়ে শান্ত হলো। পিউ ‘চ’ সূচক শব্দ করল মুখে। টান টান উত্তেজনার

মুহুর্তটা এক ধা*ক্কায় মাটি হওয়ায় সে খুশি হতে পারল না। এই ফাঁকে ইকবাল ভাই সত্যিটা বললেই পারতেন। উফ! তারপর পুষ্পর মুঠোয় থাকা স্বীয় হাতখানা ফেরত আনতে চাইল। এই মেয়ে চিন্তার তোপে পাঁচটা নখই বসিয়ে দিয়েছে। হাল্কা পাতলা জ্বল*ছেও এখন। অথচ পুষ্প দিলো না। সে টান বসালে আরো শক্ত করে চে*পে রাখল।

অন্য হাত দিয়ে ওড়না উঠিয়ে ঘাম মুছল কপালের। ঠোঁট গোল করে দম ছাড়ল পিউ। তাদের সিকদার বাড়ি আর বাড়ি নেই। সার্কাস হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন একটা না একটা কাহিনী লেগেই থাকে। রমরমা ঘটনা ঘটে। শীর্ষবিন্দু কখনও ধূসর,কখনও সাদিফ,কখনও পুষ্প।আর এই দারুন,অনবদ্য,আর অসাধারন ঘটনা গুলোর সময়েই তার টেস্ট পরীক্ষার

আগমন। এসব রেখে কারো মন বসে টেবিলে? এখন যদি রেজাল্ট খা*রাপ হয়,তার কী দোষ?

পিউয়ের সাথে সাথে আরেকটা চেহারায়ও দেখা গেল হতাশার ছাপ। সন্তর্পনে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। ইকবাল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যে আশার আলোয় মুখস্রী জ্ব*লে উঠেছিল নিমিষে নিভে গেল তা।

‘ তাহলে এখন কী করব ভাইজান? বিয়ের জন্য কেনাকাটা শুরু করব?’

পুষ্প বিদ্যুৎ বেগে ধূসরের দিক তাকায়। হাজার আকুতি সেখানে। ভরসায় বিভ্রান্তি। ভাইয়াতো বলেছিলেন,উনি কিছু করবেন,বিয়ে আটকাবেন। তবে চুপ করে আছেন কেন?

জবার কথায় আমজাদ স্বায় দিলেন। বললেন,

‘ সময় কম যখন,সব কিছু তাড়াতাড়ি করলেই ভালো হবে।’দূশ্চিন্তায়, দূর্ভাবনায় ইকবালের হার্টবিট বন্ধ হবার উপক্রম। ধূসর আর সাদিফের মাঝে বসে সে যেন হাঁপানি রোগী। শ্বাস পরছেনা। নড়াচড়ার বিরাট জায়গা পেয়েও এক চুল সরার জো নেই। গতর টা লোহায় পরিনত হয়েছে। হাত পা কেমন অসাড় হয়ে আসছে।

বসার ঘরে এত মানুষের মাঝে সম্মুখে দাঁড়ানো পুষ্পর দিক তাকানোও ক*ঠিন। আবার তারই সামনে চলছে ওর বিয়ের আলাপ। এইভাবে, একইসাথে এতগুলো নি*ষ্ঠুর পরীক্ষায় কেন বসল সে?
এই পরীক্ষায় পাশ মার্ক আদৌ আসবে?

তার চিন্তার মাঝে ধূসরের আওয়াজ কানে লাগে। সে সাদিফকে জিজ্ঞেস করল,

‘ বিয়েতে সময় লাগে,অতদিনের ছুটি পারবি ম্যানেজ করতে?’

সুমনা তাল মেলালেন,‘ হ্যাঁ অনেকদিই লাগবে। আমরা কিন্তু সঙ্গীত ও করব আপা। সিকদার বাড়ির প্রথম ছেলে মেয়ের বিয়ে,মনে রাখার মতোন না হলে হয়।’

বড়দের ঠোঁটের কোনায় মৃদূ হাসি দেখা গেল।

সাদিফ বিলম্বহীন, নিরস উত্তর দিলো,

‘ চেষ্টা করব।’

ইকবাল দাঁত কিড়*মিড় করল। দুপাশের চোয়াল মটমট করে ওঠে। চোখের পাশের পেশী গুলো অভ*ঙ্গুর।

অদৃশ্য ভাবে সাদিফের গালে এলোপাথাড়ি থাপ্প*ড় বসাল সে। ওর ভদ্র কা*টছাট দেয়া চুল গুলো খা*মচে ধরে বলল,‘চেষ্টা করব? অন্যের প্রেমিকাকে বিয়ে করার এত শখ? অফিস থেকে ছুটি নিবি? নেয়াচ্ছি। ‘

তারপর সাদিফের মাথাটা সেন্টার টেবিলে ঠু*কে দিলো ইকবাল। সাদিফ আআ বলে চিৎকার করতেই

ধ্যান ছুটে গেল তার। ভড়কে গেল। নিজের কল্পনায় নিজেরই ঘাম ছুটেছে। সে,সতর্ক চোখা চাউনীতে একবার পাশে তাকায়। সাদিফ সুস্থ সবলভাবে বসে আছে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পরমুহূর্তে আক্ষেপ হলো। কল্পনাটা সত্যি হলেই ভালো হোতো না? তার হাতের পঞ্চ অঙ্গুলি শিরশির করছে। ইচ্ছে করছে চড়ি*য়ে সাদিফকে কানা বানিয়ে

দিতে। যাতে এই ছেলের বিয়ের আগ্রহ,ইচ্ছে,রুচি সব আজন্ম মিটে যায়। বিয়ের' ব 'শুনলেও লেজ তুলে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পালায়।' তাহলে এই শুক্রবার আংটিবদল করলে কেমন হয়?'

ইকবালের বুক ধ্বক করে উঠল। আজ সোমবার,এর মানে তো আর চারদিন। তার পুষ্পরানির অনামিকায় আংটি পরাবে অন্য কেউ? দলিল

করে নিয়ে যাবে ওরই সামনে থেকে? ইকবালের মানস্পটে সত্যিই সেই দৃশ্য হানা দিলো। ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে, সাদিফ পুষ্পর আঙুলে আংটি পরাচ্ছে। সে আবার খুইয়ে বসল ধ্যান-জ্ঞান। একইরকম ছিটকে দাঁড়াল ফের। চেঁচিয়ে বলল,

‘ না! কী আবোল তাবোল বলছেন!’

মিনা বেগম ভ্যাবাচেকা খেলেন। হতভম্ব হয়ে বললেন,

‘ কেন বাবা, কী বললাম?’

ধূসর মহা বির*ক্ত হয়ে হাত দিয়ে থুত্নী ঘষল। ইকবাল পুনরায় মিইয়ে আসে। সে দাঁড়াচ্ছে যতবার,পুষ্পর হৃদপিণ্ড ছ*ল্কে উঠছে ততবার।সে খিটমিট করে বলল ‘ এই লোকের কৃমি রোগে ধরেছে মনে হয়। বারবার চিংড়ি মাছের মত লাফাচ্ছে দ্যাখ।’

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইকবাল ভাই যে একটা জ্ব*লন্ত উনুনের ওপর বসে আছেন, দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে সে। ওইজন্যেইতো বারবার লাফিয়ে উঠছেন। তারও বা কী দোষ!

আচ্ছা,আজ যদি ধূসর ভাইয়ের সামনে তার বিয়ের আলাপ হতো,তিনিও কি এমন করতেন? পিউ ধূসরের দিক তাকাল। তার

তিঁতিবির*ক্ত মুখবিবরটাও কী অতুলনীয় দেখতে!
যাকে ভালো লাগে,তার সবকিছু ভালো লাগে তাইনা? ধূসর ভাইয়ের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর,ছাঁয়া টুকুও তার অন্তস্থলে ঝুমঝুম বর্ষা নামায়। হৃদয়ে ছড়ায় সূর্যকিরণ, রোমাঞ্চিত করে মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন। এই অপার,সীমাশূন্য মুগ্ধতা কোথায় রাখবে সে? বক্ষস্থলে যে আর জায়গা

হচ্ছেনা! আস্ত ধূসর ভাইটাকে রেখেই সে শান্তিতে বসতে পারেনা,খেতে পারেনা,ঘুমোতে পারেনা।এই মানুষটাকে রেখে অন্য কাউকে বিয়ে,ইশ! এ ভাবাও পাপ। কাউকে দরকার নেই,সে নিজেই নিজের প্রেম নিয়ে যথেষ্ট পসেসিভ। প্রেমের আ*গুনে স্বেচ্ছায় ঝাঁ*পিয়ে পড়েছে যে। অন্তকরনের প্রণয় বেড়ি,তাকে অষ্টপ্রহর আষ্ঠে-পৃষ্ঠে

জড়িয়ে রাখছে। এই প্রেম আটকানোর সাহস আছে কারো? এ যে অপ্রতিরোধ্য,দুর্নিবার, বেপরোয়া। আপুওতো প্রেম করেছে। তাহলে কেন যে চুপ করে আছে ও ! ধূসর ভাইয়ের দিক হা করে না থেকে, নিজেওতো কিছু বলতে পারে। প্রেমে পড়লে চুপ থাকতে নেই। চুপ থাকাকে মানুষ দূর্বলতা ভেবে নেয়। প্রেম হলো শক্তিশালী বস্তু। বিড়াল

প্রেমে পড়ে বা*ঘ হতে না পারলে প্রেমের সফলতা কোথায়?

ইকবাল আরেকবার সবার দিক তাকাল। সজাগ মস্তিষ্কে, দ্বিতীয়বার মুখ বন্ধ হয়ে এলো। কাষ্ঠ হেসে বলল,

‘ না আসলে আন্টি,বলছিলাম যে একটু বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছেনা? ‘

আমজাদ মেজাজী কণ্ঠে শুধালেন ‘ কীসের তাড়াহুড়ো? ‘

সে মিনমিন করে বলল,‘ ইয়ে,ওরা তো ছোটবেলা থেকে ভাইবোন ভেবে এসেছে নিজেদের,হুট করে বিয়ে দিলে ওরা কীভাবে নেবে? ওদেরও সময় দেয়া উচিত।’

আমজাদ সিকদার রে*গে গেলেন। তার চোখের বালি রাজনীতি। সেখানে এক হাঁটুর বয়সী

রাজনৈতিক নেতার লেকচার তিনি গ্রহন করবেন? তাও আবার যে ছেলের জন্য তার বাড়ির একটা স্বর্নের টুকরো বিপথে গিয়েছে! আজমল সাফাই দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন,

‘ আমরাতো ওদের মতামত নিয়ে....’

পথিমধ্যে হাত উঁচিয়ে থামালেন আমজাদ। সোজাসুজি ধম*কে বললেন,

‘ এই ছেলে, এসব আমাদের ব্যাপার। তুমি এর মধ্যে ঢুকছো কেন?’

আফতাব আস্তে করে বললেন ‘ আহ ভাইজান! শান্ত হন।” কীসের শান্ত হব? ও কেন বারবার কথার মধ্যে বা হাত দিচ্ছে? একটা পারিবারিক আলোচনার মধ্যে এভাবে ঢুকতে নেই, এই নূন্যতম ম্যার্নাসটুকুও কি কাউকে শিখিয়ে দেয়া যায়?’

ইকবালের মুখে ঘোর আমাবস্যা নামল। মাথা নত করল অপরাধির ন্যায়। পুষ্পর হৃদয় নিংড়ে কা*ন্না পায়। ইকবালের ভেতরকার অস্থিরতা তার মতো করে কেউ বুঝবেনা। কারোর সাধ্যই নেই বোঝার। ছেলেটা তাকে কতটা ভালোবাসে,সে অক্ষরে অক্ষরে জানে।

পুষ্পর চোখ ফেঁটে জল গড়াল। পিউয়ের বুক হুহু করে উঠল দেখে। নরম হাতে মুছিয়ে দিলো বোনের অক্ষিদ্বয়। সবার কান এড়িয়ে আশ্বাস দিলো,

‘ কাঁদিস না আপু, ধূসর ভাই আছেন তো।’আমজাদ মোক্ষম সুযোগ পেলেন যেন। ভেতরের পোষা রা*গ উগড়ে দিতে বললেন,

‘ আমি বুঝলাম না ধূসর, তুমি তোমার বন্ধুকে আমাদের পারিবারিক ব্যপারের মধ্যে কেন এনেছো? ও একটা কথাও বলতে দিচ্ছেনা কাউকে। ঘরের মধ্যে অহেতুক অভদ্রর মত চিৎ*কার,চেঁচামেচি করছে।’

ধূসর জবাব দেওয়ার আগেই ইকবাল বলে বসল,

‘ কারণ ছাড়া আমি এমন করছিনা আঙ্কেল। আমি নিশ্চিত, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সেও এরকমই করবে।’

কণ্ঠস্বর ভে*ঙে এলো তার। আমজাদ ভ্রুঁ বেঁকে বললেন,

‘ ভণিতা না করে ঝেড়ে কাশো। এত সময় নেই হাতে।’

ইকবাল অস্থির ভঙিতে আই-ঢাই করল। হা করে কথা বলতে গিয়ে,

আবার ঠোঁট চে*পে ধরল। অসহায় চোখে একবার তাকাল ধূসরের দিকে। ধূসরের কপালে ভাঁজ। চোখ দুটো সরু হয়ে বসে। ইকবালের সেই দৃষ্টি সদর্পে শিথিল হয়। ঢোক গেলে সে। স্কুল জীবন থেকে, একে অপরের সাথে কাটানো প্রতিটা মুহুর্ত,এক এক করে ভেসে উঠল চক্ষুপটে।থেমে গেল সে। প্রযত্নে গি*লে নিলো সব কথা। সবাই

নিশ্চয়ই ওকে দোষ দেবে। বলবে, জেনে-শুনে বন্ধুর বোনের সাথে প্রেম করে, এখন কেন এত নাটক? কিন্তু কাকে বোঝাবে ও, সে বন্ধুর বোন কে ভালোবাসেনি। যাকে ভালোবাসল, দূর্ভাগ্যক্রমে সেই হয়ে বসল তার প্রিয় বন্ধুর সহোদরা। কত চেষ্টাই তো করেছিল দূরে থাকার! মনের কাছে হার মেনেছে শেষমেষ। পারেনি অনুভূতিদের

সংবরণ করতে। পুষ্পর প্রেম দুপায়ে ঠেলে দেয়ার মত দুঃসাহসী,নি*র্মম হতে বিফল সে।

আফসোস! যদি পারতো! আজ এই দোটানা,দ্বিধা*দ্বন্দ্বে পরে মস্তিষ্ক ছি*ড়ে যেত না। বন্ধুত্বের দোহাইটা গলায় কা*টার মতোন বিঁধতো না। ধূসর যখন শুনবে এসব, ওকে ঘৃ*না করব নিশ্চয়ই। ও কি ত্যাগ করবে তার মত বেঈ*মানের সঙ্গ?ভেবেই

আঁ*তকে ওঠে ইকবাল। ভ*য়ডরে শরীর বিবশ লাগে। ধূসরের মত বন্ধু তার জীবনে

আশীর্বাদ! খুব ভাগ্য করলে এমন বন্ধু পাওয়া যায়। এত সুপ্রসন্ন নিয়তিতে যাকে পেয়েছে তাকে হারাবে ভাবলেই অন্তঃপটে চিনচিনে ব্য*থা হয়। বুকের ভেতর দলা পাঁকানো অপরাধ*বোধ তা*ণ্ডব করে,উল্লাসে মাতে। অনুশোচনা

থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁচার ক্লান্তিটা হুহু করে বাড়ল। কেমন দৈত্যের ন্যায় চে*পে ধরল বক্ষগহ্বর। সে কাতর চোখে একবার পুষ্পকে দেখল, একবার ধূসরকে। কী করবে,কী বলবে অব্যবস্থ,দ্বিধাগ্রস্ত সে।

আজমল সুন্দর,শান্ত গলায় শুধালেন,'তুমি কি কিছু বলতে চাও ইকবাল?'

চটক কা*টল তার। সম্বিৎ পেয়ে বলল ‘ হু? ‘

তারপর দুপাশে মাথা নেড়ে বোঝাল ‘ না।’

আফতাব বললেন

‘ তাহলে বোসো বাবা, বাকী কথা শেষ করে নেই। ‘

ইকবাল নিরুত্তর। সে কী আদৌ এক দণ্ড শান্তিতে বসতে পারছে?

তার ব্যকুল,ব্যগ্র,ধড়*ফড়ে বুক একটুখানিও স্বস্তি দিচ্ছে না।

আমজাদ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ সময় ন*ষ্ট করতে ওস্তাদ একেকজন। নিজেদের মত ইউজলেস মনে করে। ‘ধূসরের চিবুক শ*ক্ত হয়। চোখ বুজে আবার খোলে। অথচ বিন্দুমাত্র অপমা*নিত বোধ করল না ইকবাল। এর থেকে বড় জ্বা*লায় বুক পুড়*ছে তার।

একদিকে ভালোবাসা, অন্যদিকে বন্ধুত্ব, দুইয়ের তাপে,মধ্যিখানে কয়লা হচ্ছে সে।

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাগ্যের ওপর সবটা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তার পরা*স্ত,ব্যর্থ চেহারা দেখে পুষ্পর কা*ন্না বাড়ল। কেউ যাতে বুঝতে না পারে, ঠোঁট চে*পে শব্দ আটকাল।

সাদিফ মলিন মুখে দেখল সেই কা*ন্না। চোখ নামিয়ে নিলো পরপর। পরিতাপে দগ্ধ হয়ে, মনে মনে বলল,

‘ আমায় ক্ষমা করিস পুষ্প। কিচ্ছু করতে পারলাম না তোর জন্য ।’

ইকবাল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখে আমজাদ খ্যাক করে উঠলেন, ‘ এই ছেলে! কিছু না বললে বোসছো না কেন?’

সে চকিত হয়। নড়ে ওঠে। মিনা বললেন,

‘ আহা এমন করছেন কেন? ছেলে মানুষ! তাছাড়া ওতো আমাদের অতিথি।’

‘ অতিথি তো চুপচাপ বসুক। এরকম ঝা*মেলা করছে কেন? সমস্যাটা কী?’

‘ সমস্যাটা আমি বলছি....’ধূসর উঠে দাঁড়াল। ওমনি মেরুদণ্ড সোজা করে

ফেলল পিউ। মুখে ফুটল উদ্বীগ্নতা, উত্তেজনা।

সবার চোখ যখন তার দিকে আমজাদ কপাল কুঁচকে শুধালেন,

‘ তুমি আবার কী বলবে?’

ইকবাল সন্দিগ্ধ। কী বলবে ধূসর?

পুষ্পর কা*ন্না শেষ। তার চিত্ত আকুল। হার্টবিট জোড়াল।

ধূসর সোজাসুজি ইকবালের চোখের দিকে চাইল। কোনও রকম ভণিতা ছাড়াই ঘোষণা করল,
‘ ইকবাল আর পুষ্প একে অন্যকে পছন্দ করে। ওরা বিয়ে করতে চায়।’
পিলে চমকে উঠল ইকবালের। ঝুলে গেল চোয়াল। বিরাট বজ্রপাত ছাদ ভে*ঙে যেন আছ*ড়ে পরল মেঝেতে।

ধূসরের এই একটা কথা কিছু সময়ের জন্য সময়টাকে তুষার খণ্ডের ন্যায় জমিয়ে দেয়। ঠোঁট নির্বাক,টু শব্দ হলো না কারো। ইকবালের প্রাণ বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখেমুখে প্রগাঢ় অবিশ্বাস। ধূসর কী করে জানল? বিস্ময়ের এই ধা*ক্কা সামলাতে সময় লাগল সবার। হুশে ফিরতেই সঙ্গে সঙ্গে বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন

তারা। বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে রইল একেকজন। শুধুমাত্র হেলদোল দেখাল না সাদিফ। সে একইরকম নিস্পৃহ বসে। তবে অবাক হয়েছে। ধূসর এসব জানে,সে জানতোনা। পরপর ঠোঁটে ভিড়ল রহস্যময় হাসি। সেই হাসি অতিদ্রুত মুছেও গেল আবার।

আমজাদ সিকদার নিস্তব্ধ ছিলেন। নিজের কানকেই ভরসা হলোনা। কেমন আর্ত*চিৎকার দিলেন,‘ কীই?’ উঁচু আওয়াজে, পুষ্প থরথর করে কেঁ*পে উঠল। ছাল তুলে ফেলল পিউয়ের নরম হাতের। ধূসর সম্পূর্ন এড়িয়ে গেল তার প্রশ্ন। সে তখনও ইকবালের দিকে চেয়ে। ছেলেটার চেহারার প্রতিটি পরতে পরতে অনিশ্চয়তা,সংশয়,আতঙ্ক।

ধূসর ভ্রু নাঁচিয়ে শুধাল, ঠিক বললাম?’

তার সাড়াশব্দ এলো না। দু ইঞ্চি ফাঁকা ওষ্ঠযুগল নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে সে।

আজমল আকাশ থেকে পরলেন,

‘ ধূসর! তুমি কি মজা করছো? ‘

‘ এটা কি মজা করার মত ব্যাপার সেজো চাচ্চু?’

তিনি অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললেন,

‘ না মানে...এসব সত্যি?’

চার জা আহ*তের মতন একে অপরকে দেখলেন। মিনা শঙ্কি*ত নজরে তাকালেন স্বামীর দিকে। আমজাদের চোখমুখ রক্তা*ভ। আসন্ন পরিস্থিতি ভেবে ভয়ে হিম-শীতল হয়ে পরলেন তিনি।

ধূসরকে বললেন ‘ ধূসর,আমার মনে হয় তোর কোথাও ভুল হচ্ছে।’

আমজাদ কো*পিত কণ্ঠে বললেন,

‘ তুমি কি বলছো তুমি জানো ধূসর?’

সে বুক টানটান করে জানাল,‘ জানি। না জেনেবুঝে কোনও কথা আমি বলিনা আপনি জানেন। তবুও বিশ্বাস না হলে,পুষ্পকে জিজ্ঞেস করুন। ‘

ধূসরের সুদৃঢ় প্রত্যয় দেখে আমজাদ ভ্রান্ত হলেন। পরপর অ*গ্নি দৃষ্টিতে ফিরলেন পুষ্পর দিকে। যেই দৃষ্টিতে

কলিজা ছলাৎ করে উঠল মেয়েটার। আমজাদ ডাক ছুড়লেন,

‘ পুষ্প! ‘

পুষ্পর রুহ উড়ে গেল। উত্তর দিতে গিয়ে কণ্ঠনালি হাতড়ে শব্দ পেলোনা। শুধু ভেজা,চকচকে,অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমজাদ নিম্নভার কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

‘ এসব সত্যি?’

পুষ্প আ*তঙ্ক নিয়ে পিউয়ের দিক তাকায়। সে চোখ দিয়ে ইশারা করে ‘ হ্যা ‘বলার। পুষ্প মাথা নামিয়ে নিলো। ধড়ফড়ে বুক নিয়ে মুখ খুলল,

‘ হহ্যাঁ।’

পিউ বিজয়ী হাসল। যেন কথাটায় নিজে জিতেছে,শান্তি পেয়েছে। আমজাদের চোখমুখ পাথরের ন্যায় শক্ত হলো ওমনি। তলিয়ে গেলেন

উষ্মায় । ‘ তোমার এত বড় সাহস!’ বলে তে*ড়ে গেলেন। আঁত*কে উঠল সকলে। পুষ্প ত্রাসে পিউয়ের পেছনে লুকাল।

আচমকা মাঝপথে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরল ইকবাল। নিরব বাঁধা*য় থেমে গেলেন তিনি। সম্মুখে অপছন্দের চেহারাটা দেখতেই পি*ষে ধরলেন দাঁত।চোখ মাটিতে রেখে ইকবাল ঠান্ডা গলায় বলল,

‘ আমার জন্য পুষ্পর গায়ে হাত তুলবেন না আঙ্কেল। অপ*রাধ আমার,ওর নয়। যা বলার আমাকে বলুন।’

পিউ, পুষ্পর দিক ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। বোঝাল তার মুগ্ধতা। একইরকম বিমোহিত ধূসর। মুখমন্ডলের পরিবর্তন না হলেও চোখ হাসল তার। আমজাদ আরো

ক্ষে*পে গেলেন। ক্রু*দ্ধ কণ্ঠে বললেন,

‘ তোমার স্প*র্ধা তো কম নয়। আমার মেয়ের সাথে আমি কী করব,কী না করব, কী বলব সেসব তুমি ঠিক করবে? তুমি শেখাবে আমায়?’

প্রতিটি দেয়ালে তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়। রাদিফ,রিক্ত মায়ের শরীর আকড়ে ধরে ভ*য়ে। বড়

চাচার এই ক্রো*ধান্দীপন রূপ এর আগে দেখেনি ওরা।
ইকবাল কিছু বলল না। চোখ ও তুলল না। আমজাদ ভীষণ ক্ষে*পে তার বাহু ধরে ধা*ক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। যেন উচ্ছিষ্ট হঁটালেন রাস্তা থেকে। অচিরাৎ হাম*লায় পরতে ধরল সে। কোনও রকমে সামলাল নিজেকে।

তিনি গজগজিয়ে হেঁটে মেয়েদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুষ্প ভ*য়ে অন্ধকার দেখছে।

আমজাদ হু*ঙ্কার দিলেন‘ সামনে এসো। ‘

পুষ্প এলোনা। উলটে আষ্ঠেপৃষ্ঠে ধরে থাকল পিউকে। ঠকঠক করে ঠোঁট কা*পছে তার। ক্ষুদ্র প্রাণ ওষ্ঠাগত।

‘ পুষ্প তোমাকে সামনে আসতে বলেছি আমি।’

পিউ বোঝাতে গেল,

‘ আব্বু,আপুর কথাটা একটু শুনলে হোতোনা? ইকবাল ভাইতো ভালো মানুষ। উনি...’

আমজাদ রা*গে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য । যে ছেলে তার নাখোশের খাতায়,তার সম্পর্কে একটি প্রসংশাও হজম হলোনা। পিউকে আজ অবধি

কোনোদিন ধম-ক না দেয়া লোকটা আচমকা চ*ড় মে*রে বসলেন। স্তব্ধ হয়ে গেল বসার ঘর। পিউ কিংকর্তব্যবিমূঢ়! বাবার হাতে কখনও মা*র খায়নি সে। অভিমান,আর বিস্ময়ে মেয়েটার কোটর ছড়িয়ে গেল মুহুর্তে। পুষ্প মুখ চে*পে ধরল দুহাতে।নিজেকে আড়াল করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস রইলনা আর । তার জন্য তার আদরের বোন মা*র

খাবে? মেয়েটার ভয়*ভীতি তৎক্ষনাৎ উবে গেল। সহসা প্রগাঢ় সাহস ভর করল দুকাঁধে। কবুতর ছানার ন্যায় ছোট্ট বোনটাকে চট করে টেনে সরিয়ে দিয়ে বাবার মুখোমুখি হতে চাইলে বাঁধা দিলো ধূসর। আকষ্মিক ঢালের ন্যায় মাঝে এসে দাঁড়ায় সে। চওড়া দেহে পুষ্প আড়াল হয়ে পিছিয়ে যায়। চেয়ে থাকে ভাইয়ের পিঠের দিকে।

ধূসর সোজাসাপটা চাচার চোখের দিকে তাকায়। টগবগে র*ক্তলাল চেহারাটা দেখেও সামান্য ত্রাস,গ্রাস সেখানে নেই। সে সম্পূর্ন সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল,

‘ গায়ে হাত তুললেই, পুষ্প কিন্তু ইকবালকে ভালোবাসা ছেড়ে দেবেনা।’আমজাদ সিকদারের পুরো শরীর কাঁ*পছে ক্রো*ধে। চোখের কোটর টগ*বগে। ক্ষুব্ধ বদন

সিকদার বাড়িতে সু*নামি বসাতে যথেষ্ট। বাড়ির প্রতিটি সদস্য থমকে রয়েছে। উৎকন্ঠা তাদের আঁদোলে। কারো মুখে কথা নেই,চোখ ভাষাহীন। শুধু ক*ম্পিত হাত পা, আর ভ*য়ার্ত দুই লোঁচন নিবদ্ধ সিড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়ানো দুটো মানুষের ওপর।

রুবায়দা ছুটে গিয়ে পিউকে আগলে ধরলেন। মিনমিন করে বললেন,

‘ ওকে মা*রলেন কেন ভাইজান,ওর তো কোনও দো*ষ নেই।’

মিনা বেগমের চোখ ছলছলে। অথচ রে*গেমেগে বললেন,

‘ যায় কেন বড়দের মধ্যে কথা বলতে? কতবার মানা করেছি পাঁকামো করবিনা,ছোট ছোটর মতো থাক।’

পিউ নাক টানল। ঠোঁট উলটে মিশে গেল রুবায়দার বুকের সাথে। তিনি

আদর করলেন,গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শুধালেন,‘ বেশি ব্য*থা লেগেছে?’

পিউ ওপর নীচে মাথা ঝাঁকাল। লেগেছে মানে,মনে হচ্ছে গালের ওপর মরিচ ঢেলে দিয়েছে কেউ। কী একটা গাল,তাও সবার এত পছন্দ? যে পারে ঠা*স ঠা*স করে মে*রে দেয়!

আনিস ফিরেছেন কেবল। বাড়িতে ঢুকেই মুখোমুখি হলেন গুরুগম্ভীর পরিবেশের। কেমন নিস্তব্ধ,নির্জীব সবকিছু। যে সিকদার বাড়ি প্রতিটা মুহুর্ত হাসি,উল্লাস,গল্পে মশগুল রয়, তার থমথমে রূপ চিন্তায় ফেললো ওনাকে।

আস্তে-ধীরে, নিঃশব্দে স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ছোট রিক্তর মাথাটা গুঁজে রাখা মায়ের কাঁধের

মধ্যে। চোখের পল্লব ক*ম্পিত। ক্ষুদ্রাকৃতির মুখবিবর শুষ্ক। সুমনা ওকে নিয়ে ওপরেও যেতে পারছেন না। সিড়িঘরেই যে দাঁড়িয়ে ওনারা। আনিস স্ত্রীর পাশে এসে,কানের কাছে গিয়ে শুধালেন,‘ ব্যাপার কী?’ হঠাৎ শব্দে চকিতে তাকালেন তিনি। স্বামীকে দেখে ফিসফিস করে বললেন,

‘ কখন এলে?’

‘ এইত।’

সুমনা চোখ বড় বড় করে বললেন,

‘ ভ*য়াবহ কান্ড ঘটেছে।’

‘ কী হলো আবার? ধূসর কিছু...’

‘ কথা বোলোনা। নিজেই বুঝতে পারবে।’

আনিস বাধ্যের ন্যায় মেনে নিলেন। ব্যগ্রতা প্রকাশ না করে চুপ রইলেন। মনোযোগ নিক্ষে*প করলেন ধূসরদের দিকে। ছেলেটার

ভাবলেশহীন,উদ্বেগশূন্য ভাবমূর্তি তাকে সর্বদা মুগ্ধ করে। ভ*য়ডরহীন এক শ*ক্ত মানব। তাদের বাড়িতে এত সাহস কারোর নেই। যাকে কোনও হু*মকি,ধা*মকি কাবু করতে পারে না। যখন ভাইজান ওকে কথা শোনান,তার খা*রাপ লাগে। পক্ষ নিয়ে কিছু বলতেও পারেন না। ভাইদের চক্ষুশূ*ল হওয়া তার কাছে পাপের সমান যে। তাইত উপায়শূন্য

হয়ে চুপ থাকেন।কিন্তু আজ আবার কী করল ছেলেটা? মারা*মারি করেছে কী? তার চোখ প্রকট হলো ভাবতেই। পুরো দস্তুর একাগ্রতায় ঘরের সবাইকে একবার একবার দেখলেন। পিউয়ের দিক চোখ পড়তেই কপালে ভাঁজ পরল। মেয়েটা ওমন ফুপিয়ে কাঁ*দছে কেন? কেউ মে*রেছে? কে মার*ল?

আনিস ঠোঁট দুটো স্ত্রীর কানের কাছে এগোলেন ফের।

‘ পিউ কাঁ*দছে কেন?’

সুমনা জানালেন ‘ ভাইজান মে*রেছেন।’

আনিস আকাশ ভে*ঙে মাটিতে পরলেন। এই জীবনে ভাইজান কে সবাইকে ব*কতে দেখলেও পিউকে একটা টোকাও দিতে দেখেননি। পিউয়ের মুখের সাথে মায়ের মিল

থাকায় দূর্বল ছিলেন তিনি। মেয়েটা দুষ্টুমি করলেও সহ্য করতেন। বলতেন,ওতো আমার মা,মাকে বকা*ঝকা করা যায়?

‘ বড় আব্বু,মাথা ঠান্ডা করুন। গ*রম মাথায় কোনও কিছু...’পথিমধ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন আমজাদ।

‘ চুপ করো। তোমার লেকচার শুনতে চাইনা আমি।’

উচ্চ ধ্বনিতে আরো একবার বসার ঘর কাঁ*পে। পিউ ভ*য়ে রুবায়দাকে শ*ক্ত করে আগলে ধরল। তার পা টলছে,গাল জ্ব*লছে। সাথে মন আর বুক ব্য*থায় একশেষ।

আনিস প্রবল বিস্মিত,বিহ্বল। ধূসর যত যাই করুক,আজ অবধি ভাইজান এত রে*গে কথা বলেননি তো। ঘটনা কী খুবই সাং*ঘাতিক?

অথচ এই চেঁচামেচি,ধ*মক,ধূসরের শরীর ঘেঁষে চলে গেল। তার চোখ-মুখের লেশমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ততোধিক ঠান্ডা গলায় বলল,' আপনাকে লেকচার দিচ্ছিনা আমি। ভুল ভাবছেন।'

' কীসের ভুল? তুমি তোমার বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতে চাইছোনা ধূসর? চাইছো না আমার ব্রেইন ওয়াশ করতে?'

ধূসর স্পষ্ট জানাল,
‘ না। আমি চাইছি আপনাকে বোঝাতে। পুষ্প যদি ইকবাল কে চায় এতে দো*ষের কী আছে? ভালোবাসা তো অ*ন্যায় নয়।’
আনিসের ভ্রু কুঞ্চন হাওয়া। প্রকান্ড ধা*ক্কা খেলেন। বিদ্যুৎ বেগে ইকবাল,পুষ্পকে দেখলেন। চোখ ফিরিয়ে স্ত্রীর দিক ফিরতেই মুখোমুখি হলেন সুমনার সহায়হীন

দৃষ্টির। এই তাহলে কাহিনী? আনিসের বুঝতে বাকী থাকল না। ঝ*ড়ের পূর্বাভাস ওমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পেয়ে গেলেন। দুপাশে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করলেন,

‘ ভাইজান এই সম্পর্ক কোনও দিন মানবেন না। ধূসরের চেষ্টা জলে যাবে।’

‘ ভালোবাসা অন্যায় আমি বলিনি। কিন্তু এর মতো একটা অস*ভ্য

ছেলেকে ভালোবাসা একশবার অন্যায়।’

ইকবালের দিক আঙুল তাক করলেন আমজাদ। লজ্জায় ছেলেটা মাটিতে মিশে গেল। এক জীবনে এতটা অপমা*নিত হয়নি সে, যতটা সামান্য কয়েক ঘন্টায় করেছেন তিনি। হোক,আরো না হয় হবে। তার মান সম্মান সব ধূলোয় মিশে যাক আজ। এসবের বিনিময়ে হলেও পুষ্পকে

যেন পায়। মেয়েটাকে জীবনে পেলেই তৃপ্ত সে। আর কিচ্ছু চাইবেনা, কিচ্ছুনা।ধূসরের ভ্রুঁ নেমে এলো চোখের কাছে। সোজাসাপটা প্রশ্ন ছু*ড়ল,

‘ ওকে অস*ভ্য কীসের ভিত্তিতে বলছেন আপনি? ও নেশা করে? জুয়া খেলে? না কী রাতের বেলা মেয়েবাজি করে বেড়ায়?’

লাগামহীন কথাবার্তায় নারীরা চোখ নামিয়ে নিলেন। আমজাদ হতবাক, হতচেতন। পরমুহুর্তেই হেসে ফেললেন।

‘ তোমার তো দারূন অধপতন হচ্ছে দেখছি। বড়দের সাথে এইভাবে কথা বলতেও মুখে বাঁধছেনা?’

কণ্ঠে বিদ্রুপ। ধূসর বলল,

‘ বাঁধছে না কে বলল? কিন্তু উপায় যে নেই বড় আব্বু। সবার জানা

উচিত,আপনার ইকবালকে কেন এত অপছন্দ? কী ক্ষ*তি করেছে ও আপনার? “ ক্ষ*তি? ওই এক আঙুল ছেলে আমার কী ক্ষ*তি করবে? ও যা সর্ব*নাশ করেছে সেতো তোমার করেছে। ইনফ্যাক্ট এখনও করছে। তোমার এই চমৎকার উন্নতির পেছনে দ্বায়ী একমাত্র এই ছেলেটা। বিপথে নিতে উস্কেছে তোমাকে। বেপ*রোয়া

বানিয়েছে। বেয়া*দব তৈরি করেছে।
‘

ধূসর ফোস করে শ্বাস ফেলল। এই এক কথা শুনতে শুনতে বিদ্বিষ্ট সে। ঘাড় ডলল অধৈর্য ভাবে।
যেন কঠি*ন প্রয়াসে শান্ত করছে নিজেকে।
তারপর আবার তাকাল আমজাদের দিকে। স্থির গলায় বলল,‘ আমি কচি খোকা নই বড় আব্বু। মাটির

পুতুলেরও নই যে ইকবাল যা মন চাইল, তাই বানাবে। আমি যা হয়েছি আমার ইচ্ছায়। ওয়ান কাইন্ড অব, আপনাদের ক*ড়া শাস*নের বিরুপ প্রভাব এটা। আর ইকবালকের ওপর দো*ষ চাপাচ্ছেন কেন? ছোট থেকে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা তদারকিতে রেখেছেন। রাজনীতির ভূত নামাতে বিদেশে অবধি পাঠিয়েছেন। তাও শুধরাতে পারলেন না মানে সেটাত

আপনাদের ব্যর্থতা। এত বছরেও যা পারেননি, ও দিনের চার পাঁচ ঘন্টা সাথে থেকেই সেসব করে ফেলল? শুনতে হাস্যকর লাগছেনা? ‘

আমজাদ কটমট করে বললেন,

‘ ভাষণ অন্য কোথাও দাও ধূসর। এটা পার্টি অফিস নয়। কেউ তোমার ভাষণ শুনতে আসিনি আমরা। সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।’তর্জন

শুনেও নড়ল না ধূসর। বিন্দুমাত্র হেলদোলও দেখালো না। বলল,
‘ ভাষণে কেউ খা*রাপ কিছু কখনও বলেনা। আপনার যদি আমার কথাগুলো ভাষণ মনে হয়,তাহলে নিঃসন্দেহে আমি ভালো কিছু বলছি।’
আমজাদ দাঁত চে*পে বললেন ‘ তুমি সরবে ধূসর? আমার মেয়ে আর

আমার মাঝে বাইরের কেউ ঢুকুক আমি চাই না।’

শীতল অপ*মান গায়ে মাখল না ধূসর। যেন শোনেইনি সে। বলল,‘ ইকবাল আমার বন্ধু,পুষ্প আমার বোন। ওদের ব্যাপারে আমি কথা বলার অধিকার নিয়েই জন্মেছি। আপনি বাইরের কেউ বললেই তো বাইরের হচ্ছিনা।’

আমজাদ ক্ষে*পে গেলেন। ধূসরকে ক*ষে একটা থা*প্পড় মারার অভিপ্রায় জাগল। নিজের ছেলে হলে এতক্ষণে মে*রেও বসতেন। রা*গে ফোসফোস করলেন শুধু। ধূসর নম্র কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি ওদের সম্পর্কটা মেনে নিন বড় আব্বু। ইকবাল খা*রাপ ছেলে নয়। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি,পুষ্প সুখি হবে।’

ইকবাল আপ্লুত চোখে চেয়ে রইল। আরো প্রবল অনুতাপ ঘিরে ধরল বক্ষগহ্বরের আশপাশ।

আমজাদ কঠোর স্বরে বললেন,

‘ তোমার গ্যারান্টি আমি চাইনি। তুমি নিজেই তো মানুষ চেনোনা। এরকম একটা ফাজিল ছেলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঘুরে বেড়াও। তোমার বুদ্ধি আমি নেব ভেবেছো?

পুষ্পর বিয়ে হলে সাদিফের সঙ্গেই হবে। এন্ড ইটস ফাইনাল।’সাদিফ চ সূচক শব্দ করল। চাচার বেশি বোঝার ধরণে সে বীতস্পৃহ। পুষ্প ভাইয়ের পেছন থেকে ভ*য়ে ভ*য়ে বলল,

‘ আমি ইকবাল কে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না আব্বু।’

আমজাদ আ*গুন চোখে ফিরলেন। পুষ্প আত*ঙ্কে ধূসরের পিঠের সাথে শেঁটে গেল। তিনি গ*র্জে উঠলেন,

‘ কক্ষনও না। দরকার পরলে তোমাকে কে*টে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেব আমি। তবু ওই ছেলের সাথে বিয়ে দেব না,দেব না, দেব না।’

ইকবাল অসহায় কণ্ঠে শুধাল

‘ কেন আঙ্কেল? আমার অপরা*ধ কী? আমি জীবন দিয়ে হলেও সচেষ্ট থাকব পুষ্পকে ভালো রাখতে। ‘

‘ তুমি চুপ করো। আমাদের মধ্যে কথা বলবেনা একদম। লজ্জা করেনা তোমার,এত কিছুর পরেও এখানে দাঁড়িয়ে আছো।’

ধূসর ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে বলল,

‘ আপনাকে ভালোভাবে বুঝিয়েছি ,অথচ আপনি বুঝতেই চাইছেন না।

মেয়ের সুখটা আপনার কাছে বড় নয়? বড় আপনার পছন্দটা?’‘ আমার মেয়ের সুখ কোথায় সেসব তোমার থেকে আমি ভালো জানব।’

‘ জেনেও অন্যায় করতে চাইছেন কেন তবে? আপনি তো এরকম নন। আমার বাবা মায়ের সময়ে তাদের পাশে আপনি ছিলেন। অথচ আজ?

ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসলে মেনে নিতে দো*ষ কীসের? আপনি যেটা করছেন সেটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।’

আমজাদ দুই ভ্রুঁ উঁচুতে তুলে বললেন,

‘ এখন আমাকে তোমার থেকে ঠিক ভুল শিখতে হবে? তুমি আমায় বোঝাবে আমি কী করব?’

‘ যার যেটা ভালো,তার থেকে সেটা শেখা দো*ষের কিছু নয়। ‘

আমজাদ আঙুল উঠিয়ে বললেন,

‘ চুপপ। একদম চুপ। আরেকটা কথা বললে....’

ধূসর ভ্রুঁ নাঁচায়,‘ হাত তুলবেন? তুলুন। আমার অসুবিধে নেই। একটা কেন,একশটা চ*ড় মা*রার অধিকার আপনার রয়েছে। কিন্তু এমনি এমনিতো চ*ড়, থা*প্পড় আমি

খাব না। আমার গায়ে হাত তুলতে হলে, পুষ্পর হাতও ইকবালকে দিতে হবে। আফটার অল রাজনীতি আর ব্যবসা একসাথে সামলাচ্ছি,বিনিময় ছাড়া চলা যায়?’

সুমনা এতক্ষণ গুরুত*র ভঙ্গিতে দেখছিলেন সব। ধূসরের মাত্র বলা কথাটায় হাসি পেল তার। সে হাসি কোনও ভাবেই আটকে রাখা গেল

না। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মোছার ভাণ করে ঠোঁট চে*পে ধরলেন।

আমজাদ নাক-মুখ কুঁচকে বললেন,

‘ কীসের সাথে কী মেলাচ্ছো তুমি? মাথা ঠিক আছে? বলেছি না,পুষ্পর সাথে সাদিফের বিয়ে হবে? আমার ভাই যখন চেয়েছে আমার মেয়েকে, দুনিয়া উলটে গেলেও এই বিয়ে আমি দেব।’

আজমল মুখ খুললেন এবার। একটু এগিয়ে এসে ভদ্রভাবে বললেন,

‘ ভাইজান! আমার মনে হয় আপনি আরেকটু ভেবে দেখুন। আসলে পুষ্প আমাদেরও মেয়ে। ও কাউকে ভালোবাসে আমাদের তো বলেইনি। বললে কোনও দিন এরকম প্রস্তাব আমরা দিতাম না। এখন জেনেই যখন গিয়েছি তখন আর......

‘আমজাদ খ্যাক করে উঠলেন

‘ বোকার মত কথা বোলোনা আজমল! পুষ্প ছোট! ভালো মন্দ বোঝার বয়স ওর হয়েছে? কে ভালো কে খারাপ,এই বয়সে ও বুঝবে কী করে?’

ধূসর তিঁতিবিরক্ত হয়ে চোখ বুজে ফের খুলল। মিনা আমতা-আমতা করে বললেন,

‘ আপনি শান্ত হন। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। ইকবাল তো ভালো

ছেলে। ওকে আমরা ছোট বেলা থেকে জানি,চিনি। বাড়িটাও কাছে। আমার মেয়ে যদি ওকে নিয়ে ভালো থাকতে চায়,তবে আমরা কেন আটকাব? সংসার তো আর আমরা করব না।'

আমজাদ স্ত্রীর বিরোধিতা মেনে নিতে পারেলেন না। কাট*কাট জবাব দিলেন,

‘তোমার মতামত এখানে কেউ জানতে চেয়েছে? চুপ করে ছিলে,চুপ করে থাকো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে যেন না দেখি।’ভদ্রমহিলার মুখটা চুপসে গেল। গাল বেকিয়ে বিড়বিড় করলেন

‘ সব জান্তা সমশের এসছেন। নিজে বোঝে যেন।’

আমজাদ সরাসরি ধূসরের চোখের দিক চেয়ে বললেন,

‘ একটা কথা শুনে রাখো,তুমি বা তোমার বন্ধু যত চেষ্টাই করো,যত অনুরোধই করো না কেন,আমজাদ সিকদারের কথার নড়চড় হবে না। মেয়েকে আজীবন ঘরে বসিয়ে রাখব,তবুও ইকবালকে আমি জামাই বলে মেনে নেব না। ‘

ধূসর বুকের সঙ্গে হাত ভাঁজ করে বলল,

‘ এটাই আপনার শেষ কথা?’

তিনি অনতিবলম্বে বললেন ‘ হ্যাঁ। ‘

পুষ্প ফুঁপিয়ে কেঁ*দে উঠল। আমজাদ মেয়ের দিক তাকালেন ও না। গটগট করে রওনা করলেন ঘরের দিকে। সিড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই ধূসর বলল,

‘ আমার কথাটাও তাহলে আপনার শোনা উচিত। ‘আমজাদ থামলেন। ফিরে তাকালেন না। ধূসর ঘুরে চেয়ে বলল,

‘ ইকবাল আর পুষ্পকে কাজী অফিসে নিয়ে বিয়ে দেব আমি। নিজে হব সেই বিয়ের সাক্ষী। এন্ড দ্যাটস ফাইনাল।’

প্রত্যেকের চোখ বেরিয়ে এলো প্রায়। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ইকবাল- পুষ্প হতভম্ব হয়ে একে অপরকে দেখল। ওরা তো এরকম কিছু মাথাতেও আনেনি কখনও।
আমজাদ তড়িৎ বেগে ঘুরে চাইলেন। পুরু কণ্ঠে শুধালেন,
‘ কী বললে?”‘ যা শুনলেন। পুষ্প সাবালিকা,ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর ওপর কিছু চা*পিয়ে দেয়ার অধিকার আপনার নেই। এটা ২০২৩, এই যুগে বাবা মায়ের জোরা-জুরিতে অন্য

কাউকে বিয়ে করার ট্রেন্ড উঠে গিয়েছে। প্রসঙ্গ যদি হয় সেখানে আমার মত ভাইয়ের,তবে নিঃসন্দেহে আমি তা হতেও দেব না। ইকবাল- পুষ্পর বিয়ে হবে,হবেই। আপনি না চাইলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব ওদের। তারপর যখন এলাকায় এলাকায় রটে যাবে, আমজাদ সিকদারের মেয়ে,পালিয়ে বিয়ে

করেছে,আপনার মান সম্মান থাকবে তো? ওরাতো সংসার করবে,আপনার কী হবে বড় আব্বু?’

ধূসরের নির্ভীক,সুস্পষ্ট জবাব।

আমজাদ থরথর করে উঠলেন উষ্মায়,‘ তুমি কি আমাকে ভ*য় দেখাচ্ছো?’

ধূসরের সাবলীল উত্তর,

‘ সিকদার ধূসর মাহতাব ভ*য় নয়,কাজে করে দেখায়। ‘

আফতাব সিকদার চুপ থাকতে পারলেন না আর। ছেলেকে ধ*মক দিলেন,

‘ ধূসর, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো। ভাইজানের বিরুদ্ধে যাবে এখন? বাড়ির মধ্যে অশা*ন্তি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছ আজকাল। ‘

ধূসর বাবার দিক ফিরল। অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল,

‘ তুমি এটাকে অশান্তি বলছো? বাবা তুমি? তুমি নিজেইতো একদিন এই পরিস্থিতি পেরিয়ে এসেছিলে। মায়ের বিয়ে অন্য কোথাও হয়ে যাওয়ার ভয়ে যখন নিজেই বিয়ে করে ঘরে তুলেছিলে,তখন তো ভাবোনি যে বাড়িতে অশান্তি হবে। দাদুর সাথে বিরোধিতা হবে। ভেবেছিলে?’

আফতাব অপ্রস্তুত ভঙিতে কপাল কোঁচকালেন। ছেলেটা দূর্বলতায় ঘা

মে*রেছে বলে পালটা, যুতসই জবাব পেলেন না।

ধূসর ভীষণ সহজ -সুলভ কণ্ঠে বলল,‘এভ্রিথিং ইজ ফেয়্যার ইন লাভ এন্ড ওয়্যার বাবা। আমি বিশ্বাস করি,কেউ কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসলে, তাকে নিজের করে পাওয়ার সম্পূর্ন অধিকার তার আছে। ‘

বলার সময় তার চক্ষুদ্বয় ঘুরে এলো পিউয়ের মুখস্রী হতে। মেয়েটা গাল ব্য*থা ভুলে গেল। কথাটা শুনেই রুবাকে ছেড়ে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। তার মুগ্ধ, বিমোহিত নেত্রযূগল ধূসরের শ্যামলা চেহারায়। ধূসর ভাই ভালোবাসার এতকিছু বোঝেন? তবে প্রকাশ করেন না কেন?

তার আওড়ানো এই দুটো লাইন কবিতার ন্যায় কানে বাজল পিউয়ের। তূখোড় ভাবে মস্তিষ্কে ঢুকল।

‘ ইকবাল যদি খা*রাপ হোতো,সবার আগে এই বিয়ের বিপক্ষে আমি যেতাম। কিন্তু আমি ওকে চিনি। ধূসর কারো হয়ে এমনি এমনি কথা বলে না। ‘আমজাদ ক্রো*ধে গজগজ করে বললেন,

‘ দেখেছো তোমার ছেলেকে? চাচার পেছনে ছুড়ি মা*রার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগেছে। দেখেছো কেমন অ*সভ্য তৈরি করেছ? বাপের অতীত নিয়েও খোঁচা দিচ্ছে এখন। ‘

রুবায়দা বিনয়ী কণ্ঠে বললেন,

‘ ভাইজান,ওতো ভুল বলেনি। এই পরিস্থিতিতে তো একদিন আমিও ছিলাম। এর মত বিষা*ক্ত,বিপ*র্যস্ত সময় একটা মেয়ের জন্য দ্বিতীয়টি

হয়না। এই দেখুন,বাবার বিপক্ষে গিয়ে বিয়ে করেছিলাম বলেই আজ আপনার ভাইকে পেয়েছি। সংসার করছি, সুখীও হয়েছি আল্লাহর রহমতে। বাবাও একটা সময় আমার সুখ দেখে মেনে নিয়েছিলেন আমাদের। অথচ সেদিন যদি ওনার জোরা-জোরিতে অন্য কাউকে বিয়ে করতাম,আপনার ভাই বা আমার দুজনের জীবনটাই ন*ষ্ট হোতো।

বাবা তো বেচে নেই,কিন্তু আমার খুশিটা ম*রে যেত সারাজীবনের জন্য। ‘

জবা বললেন‘ ভাইজান,আপনি রা*গ করবেন না। ওদের সম্পর্কটা মেনে নিন। আমারও মন বলছে পুষ্প সুখী হবে। ‘

সাদিফের জ্বিভ নিশপিশ করল কিছু বলতে। কিন্তু সাহসে কূলালো না।

মিনা আবার বললেন,

‘ বাড়ির সবাই রাজী, আপনি এরকম করছেন কেন বলবেন? সমস্যা কী আপনার? ”

আমজাদ ফের ধম*ক দিলেন,

‘ তুমি চুপ করো। মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে পারোনি? তুমি থাকতে মেয়ে দুবছর ধর প্রেম করে বেড়ায় কী করে? কেয়ারলেস মহিলা কোথাকার।’

মিনা বেগম অভিমানী কণ্ঠে বললেন,

‘ এভাবে বলছেন কেন? আমি কি সবসময় ওদের পাহাড়া দেব?’

আমজাদ তে*ড়েমেড়ে হা করলেন যোগ্য জবাব দিতে। ধূসর আটকে দিয়ে বলল,

‘ বড় মাকে ধম*কে লাভ নেই। যা হয়েছে তা পাল্টে যাবে না।’

‘ তোমার থেকে কিছু শুনতে চাইনা আমি। তুমি ভেবোনা আমাকে এসব ফা*লতু,লেইম হুম*কি দিয়ে ভ*য়

দেখাবে। আমি আমার মেয়েকে চিনি,তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করবেনা পুষ্প।'শেষ কথাটা পুষ্পর উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। সে কা*ন্না থামিয়ে সজাগ চোখে চাইল। একবার ইকবালকে দেখে বাবাকে দেখল। একজনের কাতর দুটো চোখ,অন্যজনের আস্থা। দুজন মানুষের কারো মনই ভে*ঙে দেয়ার সাধ্য ওর নেই। সিদ্ধান্তহী*নতায়

ভীষণ রকম ভুগল সে। কী বলবে জানেনা! চোখের জলের মাত্রা জোড়াল হয়। কা*ন্না কেমন উগলে আসে। একটু সাহারা পেতে, নিভু চোখে ধূসরের দিক তাকাল সে। ওমনি ধূসর কিছু একটা ইশারা করল। পিউয়ের ভ্রু বেঁকে গেল তাতে। সে স্পষ্ট দেখেছে ধূসরের ইশারা। কিন্তু কী বোঝালেন উনি?

পুষ্প ঢোক গি*লল। মিহি,মৃদূ্ কণ্ঠে বলল,
‘ আমি ইকবাল ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে চাইনা আব্বু।’
ইকবালের বক্ষ থেকে বিশাল, বড় পাথর নেমে গেল। আমজাদ সিকদার বাকরুদ্ধ । মেয়ের এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দিলো উত্তর। একটা কথাও আর বললেন না। গটগট করে চলে গেলেন কক্ষে।

পুষ্প অসহায় নেত্রে দেখল বাবার প্রস্থান।ধূসর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়াল। অগাধ প্রণিধানে কিছু ভাবল। পরপর পা বাড়াল কামড়ায়। যেতে যেতে একবার চোখ বোলাল পিউয়ের গালে। দৃষ্টিতে ঠিকড়ে পরল প্রবল মায়ার স্রোত। চ*ড়টা যেন ওর গালে লাগেনি,লেগেছে তার কলিজায়।

ইকবাল ধূসরের যাওয়ার দিক চেয়ে থাকে। তারপর নিজেও হন্তদন্ত হয়ে ছোটে ওর পেছনে। ধূসরের কাছে করা বিরাট অন্যা*য়ের ক্ষমা চাইবে সে। প্রয়োজন পরলে পা ধরে ঝুলে পরবে। কিন্তু ক্ষমা না নিয়ে ছাড়বে না।

পিউ ভাবছে সে কী করবে? রুমে যাবে না কী যাবেনা? দোনামনা করতে করতে শেষমেষ রওনা

করল। পুষ্প শ*ক্ত হয়ে মাথা নীচু করে আছে। এক্ষুনি মা ধম*কাবেন ওকে। মা*রতেও পারেন। অথচ মিনা কিছুই বললেন না। ব্যস্ত পায়ে হাঁটা ধরলেন ঘরের দিকে।

সাদিফ ক্লান্ত ভঙ্গিতে সোফায় বসে পরল। বুক ভরে শ্বাস ফেলল। যাক! অবশেষে বিয়েটা ভা*ঙছে। এইবার আর পিউকে হারানোর চান্স নেই।

জবা পুষ্পর কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত রাখতেই মেয়েটা নড়ে ওঠে। তিনি হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ বোকা মেয়ে,আমাকে জানালে কী হোতো? আমি কি তোর শত্রু রে? একবার বলে দেখতি আমাদের। এইরকম প্রস্তাব তো জীবনে রাখতাম না। তোর খুশিই তো আমাদের কাছে সবার আগে। ‘

পুষ্প ঝরঝর করে কেঁ*দে ফেলল। হুড়মুড় করে জড়িয়ে ধরল ওনাকে। জবা মাথায় চুঁমু খেয়ে বললেন,
‘ কাঁ*দিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে মা। দেখিস।’আমজাদ কেদারায় দুলছেন। নরমাল চেয়ারটাকে রকিং চেয়ারের মত ইচ্ছে করে নাড়াচ্ছেন। ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। ঘরের এসি,ফ্যান দুটোই বন্ধ। ঘেমে গিয়েছেন। অথচ তার রা*গ পরছে না। ধূসর আর

ইকবালের প্রতি ক্রো*ধে পেট ফাঁটছে তার। বাড়ির সবাইকে হাত করে নিয়েছে এই ছোকরা। কেউ তার কথা শুনছেনা। ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই বানর দুটোকে মাথায় নিয়ে নাঁচে। কী ভেবেছে,ওর ধম*কিতে সে ভ*য় পাবে? কোনওদিন না। পুষ্প যদি তার অমতে ওই ছেলেকে বিয়ে করেই বসে, সোজাসুজি ত্যা*জ্য

করে দেবেন। একটিবারও পিছপা হবেন না এই সিদ্ধান্তে। চেনেনা তো তাকে। ওই ছেলে বুঁনো ওল হলে সেও বাঘা তেঁতুল।তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই দরজা ঠেলে দেয়ার শব্দ হয়। মিনা ঘরে ঢুকেছেন। ওনাকে দেখেই নড়েচড়ে বসলেন আমজাদ। তৎক্ষনাৎ মুখটাকে ঘুরিয়ে ফেললেন আরেকদিকে। ধরেই নিলেন,তাকে মানাতে এসেছেন

উনি। কিন্তু তিনিতো মানবেন না। না মানে না। আসুক এই মহিলা, একটা বার খুলুক মুখটাকে!

অথচ তার ধারণা মোতাবেক কিচ্ছুটি হলো না। মিনা বেগম টু শব্দ করলেন না। ফিরেও দেখলেন না তাকে। উলটে খাটের ওপাশে গিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পরলেন। আমজাদ সাড়াশব্দ না পেয়ে তাকালেন,এই দৃশ্যে হতভম্ব না হয়ে পারলেন না।

কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ। যখন দেখলেন মিনা নিস্পৃহ, পাত্তাই দিচ্ছেন না তাকে, বাধ্য হয়ে নিজেই উঠে গেলেন। গিয়ে বসলেন খাটের এ পাশে। মনোযোগ পেতে দুবার গলা খাকাড়ি দিলেন। তাও মিনা ঘুরলেন না। আমজাদ বিদ্বিষ্ট হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,‘ বলি হচ্ছেটা কী?’

মিনা চোখ বন্ধ রেখেই বললেন,

‘ আপনি ঘুমালে আলোটা নিভিয়ে দিন। চোখে লাগছে।’

প্রসঙ্গ আর পছন্দ মাফিক উত্তর না পেয়ে আমজাদ রে*গে গেলেন।

মিনাকে টেনে ঘুরিয়ে ফেললেন নিজের দিক। তিনি ভড়কে বললেন,

‘ কী হলো?’

‘ কী হলো মানে? বাড়িতে এত বড় একটা কান্ড ঘটার পরেও তুমি এমন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চাইছো?’

‘ তো কী করব? ঝ*গড়া করব আপনার মত?’

‘ আমি ঝ*গড়া করি?’

‘ তো কী করেন? না বুঝে শুনে চেঁচামেচি করেন সবসময়। আর নিজেকে দাবী করেন বুদ্ধিমান হিসেবে। সবার মধ্যে আবার দোষা*রোপ করছেন আমাকে।’আমজাদ চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন,

‘ কী বলতে চাও? আমি বোকা? বুদ্ধি সব তোমার আর তোমার আদরের ছেলের ঘঁটে? যে সবার সামনে আমাদের এইভাবে ছোট করল!’

মিনা উঠে বসলেন এবার,

‘ ও আপনাকে ছোট করেনি। করবেও না। শুধু আপনার বিপক্ষে দুটো কথা বলেছে। যা বলেছে খারাপও বলেনি। আমি ওর জায়গায় থাকলেও একই কথা বলতাম।’

‘ কী? মাথা গেছে তোমার? কী আবোল-তাবোল বলছো! বাড়ির সবার সামনে পুষ্পকে ভাগিয়ে নেবে বলল এটা কী ভালো কথা ছিল?’

‘ ওটা ও এমনি বলেছে। আপনি মানছিলেন না তাই। ধূসর বাড়ির সম্মান ন*ষ্ট হোক,এরকম কিছু করবে বলে মনে হয় আপনার? “ তাহলে বলল কেন? কেন বলবে?

আমি ওর তালতো ভাই, যে ও মজা করবে আমার সাথে?'

' আপনি ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। ও এই কথায় আপনাকে কী বুঝিয়েছে একবার চিন্তা করুন। রুবা আর আফতাব বাড়ি থেকে না মানায় পালিয়ে বিয়ে করেছিল। আপনিইতো বলেছিলেন, তখন আব্বাকে মানুষের অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। এখন সেই একই কাজ আপনার মেয়ে

করবেনা তার কী নিশ্চয়তা? ও আপনাকে বারবার বোঝাচ্ছে,অনুরোধ করছে, বলছে সে ইকবাল কে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেনা। এখন আপনি বেশি জোর করলে ও যে পালিয়ে যাবেনা গ্যারান্টি আছে? বলুন আছে?’

এ যাত্রায় আমজাদ সিকদার বিভ্রান্তিতে পরলেন। পরপর গাল ফুলিয়ে বললেন,

‘ কিন্তু ওই ছেলেকে আমার সহ্য হয়না। ”

মিনা বললেন‘ আপনার সহ্য দিয়ে কী হবে? সংসার আপনি করবেন, না আমি? যে করবে সে যদি সুখে থাকে তাহলে সমস্যা কোথায়? আচ্ছা ধরুন,আজ আপনি নিজের পছন্দের একটা ভালো ছেলে দেখে মেয়েটাকে বিয়ে দিলেন। মেয়েটা মেনেও নিলো। কিন্তু মন থেকে মানবে?

কলের পুতুল বনে সংসার করবে না? জীবনভর দোষা*রোপ করবে আপনাকে। আজ বাদে কাল মা*রা যাব। শরীরটাও মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু মেয়ের মনে মনে, রা*গ, ক্ষো*ভ গুলো কি রয়ে যাবে না? কারো দীর্ঘশ্বাস,কারো ক*ষ্টের কারণ হলে ম*রেও তো সুখ পাব না। পারবেন মেয়ের চোখে আমৃ*ত্যু

অপ*রাধি হয়ে থাকতে? ইচ্ছে আছে এমন?’

আমজাদ চুপ করে গেলেন। কথাগুলো মস্তিষ্কের দরজায় কড়া নাড়ল গিয়ে।

অনিশ্চিত কণ্ঠে বললেন

‘ কিন্তু ছেলে তো রাজনীতিবিদ! এটা কি ভালো কাজ?’

মিনা বেগম সুন্দর করে গুছিয়ে বললেন,

‘ দুনিয়ার সব খানেই ভালো- মন্দ আছে। পয়সার এপিঠ দেখলেই হবেনা, ওপিঠটাও দেখতে হবে। শুধুমাত্র রাজনীতিতেই যে মা*রামা*রি -কা*টাকা*টি হয় তাও না। শুনুন সব ভালো কাজ আপনার নিজের ওপর। আপনি যদি সৎ থাকেন,তাহলে যে কোনও কাজই আপনার জন্য স্বর্গ। নিজে ভালো হলে জগতটা ভালো হতে বাধ্য। ‘

(একটু থেমে)ইকবাল কে ছেলেবেলা থেকে দেখেছি। বাজে আড্ডা,বা ওর নামে বাজে একটা কথা শুনিনি। বাবা কত বড় কলেজের প্রফেসর! ভদ্র -সভ্য পরিবার । বাড়িটাও হাতের নাগালে। মন চাইলেই মেয়েকে দেখে আসা যাবে। আর আজ যেভাবে সবার সামনে অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠছিল,আপনার সামনে গিয়ে

দাঁড়িয়ে পুষ্পকে আগলাল,আমি তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। বোঝাই যায় মেয়েকে কত ভালোবাসে! এরপরেও অমত করবেন কোন স্বার্থে?’

আমজাদ সিকদার নিশ্চুপ,নিরুত্তর।

মিনা মৃদু হেসে বললেন,

‘ আপনি ভালো করে ভাবুন। সময় তো আছেই। তবে আমার বিশ্বাস, আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন। আজ অবধি আমার বিশ্বাস আপনি

ভা*ঙেননি। এবারেও ভা*ঙবেন না ভরসা আছে।’

তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমজাদ শুধালেন,‘ কোথায় যাচ্ছো?’

‘ আপনার জন্য একটু শরবত করে আনি। ‘

‘ এখন?’

‘ হ্যাঁ। পছন্দের জিনিস খেতে খেতে ভাবলে,মাথা খোলে।’

তিনি হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন। সবটা কেমন গুলিয়ে ফেললেন আমজাদ। বিশাল রকম দ্বিধায় পরেছেন তিনি।ধূসর থাই গ্লাসটা টেনে সরাল। ঘরের ভ্যাপসা গ*রম হুটোপুটি করে পালিয়ে গেল জানলা গলে। বারান্দার পাশে লাগোয়া আমগাছটায় গুঁটি ধরেছে সবে। দূর থেকে দেখলে একটা ঝাঁকড়া ফুল গাছের মতোন মনে হয়। চারপাশের

শীতল বাতাস নতুন গুঁটির গন্ধে ম ম করে।

এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও মন ভালো করতে যথেষ্ট। আচমকা কেউ একজন পেছন থেকে জাপটে ধরল। ধূসর বিন্দুমাত্র চমকায়নি। যেন জানত এরকমটাই হবে। বরং বারান্দায় যাওয়ার জন্য বাড়ানো পা টা আবার ফিরিয়ে এনেছে। ইকবাল

গলা সা*পের ন্যায় পেচিয়ে ধরল দুহাতে। ভেজা স্বরে অনুরোধ করল,

‘ আমায় ক্ষমা করে দে ধূসর । আমি ভুল করেছি,অন্যায় করেছি। তুই আমায় যা ইচ্ছে শা*স্তি দে,কিন্তু আমায় ছেড়ে যাস না।’

ধূসর ঘাড় বাঁকা করে তাকাল। কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে রইল। ইকবাল হা-হুতাশ করে বলল,

‘ আমি ভ*য় পেয়েছিলাম। তুই যদি সব জানার পর আমাকে ভুল ভাবিস,দূরে সরিয়ে দিস,সেজন্য সাহস করে চেয়েও বলতে পারিনি।’

ধূসর হাত দুটো আলগোছে সরিয়ে দিলো। শরীর পুরো ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো। সেকেন্ড খানিক একভাবে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল। পরপর আরেকদিক মুখ ঘোরায়। ইকবালের এই নিশ্চুপতা সহ্য হয়না।

ধৈর্য হীন কণ্ঠে বলে ‘ কিছু বল ধূসর।’সে ছোট করে বলল ‘ ভাবছি। ‘

‘ কী ভাবছিস?’

‘ সম্পর্কটা রাখব কী না!’

নিস্তব্ধ হয়ে পরল ইকবাল। আঁত*কে উঠল। অবিশ্বাস্য, ভ*য়ার্ত চোখে চেয়ে রইল। অচিরাৎ কেমন বাচ্চাদের মতন কেঁ*দে ফেলল সে।

ধূসর বোকা বনে গেল কান্না দেখে। আবার হাসিও পেলো তার।

ইকবাল মায়া মায়া মুখ করে বলল, ‘ তুই আমায় মা*র, কা*ট,কিন্তু এসব বলিস না ধূসর। তোকে ছাড়া আমার চলবে না ভাই। ‘

ধূসরের উত্তর এলো না। তার পাথুরে চোখ-মুখ দেখে হতাশ হয় ইকবাল। মাথাটা নামাতেও পারেনা,আকষ্মিক ধূসরই জড়িয়ে

ধরল ওকে। ইকবাল বিস্মিত, অবাক হলো। বড্ড অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল,
‘ তুই কি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিস ধূসর? ‘
সে মুচকি হেসে বলল,‘ নির্বোধ! সামান্য কারণে ধূসর তার বেস্টফ্রেন্ড কে ছাড়বে, ভাবলি কী করে?’
ইকবালের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল খুশিতে।

পালটা আকড়ে ধরল এবার। শক্ত-পোক্ত বাধন দুজনের,একটা সময় মুক্ত হয়। ধূসর কাঁধে হাত রেখে বলল,

‘ পুষ্পর দায়িত্ব নিশ্চিন্তে তোকে দিচ্ছি ইকবাল। সন্মান রাখতে পারবিতো আমার বিশ্বাসের?’

ইকবালের দৃঢ় জবাব ‘ পারব।’

পরক্ষনেই চিন্তিত কণ্ঠে বলল,’ কিন্তু তোর চাচা?’

ধূসর এ যাত্রায় হাসল। দুদিকে সরে গেল অধর। বিড়বিড় করে বলল ‘ পিকচার আভিভি বাকি হ্যায়।’আমজাদ সিকদার পায়চারি করছেন। মহাবিরক্ত মুখভঙ্গি। মাঝে-মাঝে দেখছেন পার্কিং লটের দিকটায়। ইকবালের ধবধবে সাদা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। তিনি চ সূচক শব্দ করলেন। এই ছেলে এখনও

যাচ্ছেনা কেন? থেকে যাওয়ার পাঁয়তারা করছে না কী!

তার হাঁটা-চলার মাঝে কক্ষের সামনে এলো কেউ। গুটিসুটি মেরে দরজা আগলে দাঁড়াল। উদ্বীগ্ন চোখে দেখল ঘরের ভেতর হাঁটতে থাকা আমজাদকে। কয়েকবার ঢোক গিল*ল। বুক ফুলিয়ে সাহস জমাল। আস্তে করে ডাকল,

‘ আব্বু।’

আমজাদ থেমে গেলেন। পেছন ঘুরে পুষ্পকে দেখেই মুহুর্তে শ*ক্ত করলেন চিবুক। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

‘ তুমি? এখানে কেন এসেছো?’

পুষ্প বিনীত পায়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। আকুল স্বরে বলতে গেল,

‘ আব্বু আমি....’পথিমধ্যেই কথা কে*ড়ে নিলেন তিনি। থমথমে কণ্ঠে বললেন,

‘ আব্বু ডাকবে না। তোমার আব্বু হতে চাইনা আমি। যে বাবার কথাকে.... ‘

তার কথা সম্পূর্ন হয়না। আচমকা ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে বসে পরল পুষ্প। আমজাদ থমকালেন। স্তব্ধ হলেন। সরে যেতে চাইলেন,পুষ্প রীতিমতো জড়িয়ে ধরল পা দুখানা। হাউমাউ করে কেঁ*দে বলল,

‘ আব্বু আমি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তেমন ইকবালকেও ভালোবাসি। আমি, আমি তোমাদের দুজনকেই চাই আব্বু। একজনের বিনিময়ে অন্যজন কে আমি চাইনা। এর আগে আমি ম*রে যাব,নিজেই নিজের গলায় ছু*ড়ি বসাব।’আমজাদের বুক কেঁ*পে উঠল। হোচ*ট খেলেন কথাগুলো শুনে। পুষ্প মুখচোরা,এভাবে কখনও

কথা বলেনি। না এভাবে কাঁদতে দেখেছেন। প্রথম বয়সের প্রথম কন্যা, আবেগের এক অংশ । আমজাদের দৃঢ় মন নরম হলো। দুলে উঠল পিতৃত্ব।

মেয়ের কাঁধ ধরে দাঁড় করালেন। পুষ্প হেচকি তুলছে। আমজাদ নরম স্বরে শুধালেন,

‘ ভেবেচিন্তে চাইছো তো ইকবাল কে?’

পুষ্প মাথা নামিয়ে নেয়। নিরবতা ওনাকে বুঝিয়ে দেয় জবাব। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

‘ এসো।’

তারপর ঘর ছাড়লেন। পুষ্প কিছুই বোঝেনি। দ্বিধাগ্রস্থ সে। কৌতুহল সমেত ছোট ছোট কদমে বাবার পিছু নেয়।বসার ঘরে অল্প কয়কজনের উপস্থিতি। সোফায় বসে আছেন আজমল। পাশেই জবা। তাদের

সামনে বসে আনিস আর সুমনা। সিরিয়াস আলোচনা চলছে। কেন্দ্রবিন্দু, বুঝিয়ে শুনিয়ে আমজাদকে মানানো।

একটু দূরে এ্যাকোরিয়ামের কাছে রিক্ত,রাদিফ খেলছে। আমজাদকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন তারা। পেছনে পুষ্পর ভেজা, ভেজা চোখ- মুখ দেখেই একে অন্যের মুখ চাওয়া-

চাওয়ি করলেন। আমজাদ নেমে দাঁড়ালেন। রাদিফকে বললেন,

‘ যাওতো বাবা,সবাইকে ডেকে আনো।’

সে খেলা রেখে ছুটল। হুটোপুটি করে সবাইকে ডাকল। বাদ দিলো না পিউটাকেও। বড় চাচার হুকুম, সবাই মানে সবাই। আমজাদ যত শান্তভাবে বলেছিলেন,সে ততটাই অ*স্থির আর অশা*ন্ত হয়ে ডেকেছে।

তাড়াহুড়ো পায়েই হাজির হলেন সকলে। মিনাও রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। হাতে শরবতের গ্লাস।

আফতাব চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ‘ কী ব্যাপার ভাইজান? কিছু হয়েছে?’

‘ সবাই আসুক, বলছি।’ইকবাল আর ধূসর এলো সবার পরে। তারা আস্তে-ধীরে নেমে একপাশ হয়ে

দাঁড়াল। আমজাদ সবাইকে একবার একবার দেখলেন। কৌতুহল সকলের চেহারায় স্পষ্ট।

তারপর সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন ইকবালের সামনে। ছেলেটা তৎক্ষনাৎ চোখ নামিয়ে নিলো। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। এই হিটলার শ্বশুরটাকে ওর বিশ্বাস নেই। চ*ড়- ট*ড় মেরে বসবেন না তো?

ধূসর পরল ঠিক ওদের মাঝামাঝি। সে ধা*রাল চোখে একবার আমজাদকে দেখে, বন্ধুর দিক তাকায়। আমজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভণিতা হীন শুধালেন,
‘ তোমাকে আমি পছন্দ করিনা, জানো নিশ্চয়ই? ‘
ইকবাল জবাব দিলো না। পুষ্পর বুক ধুকপুক করছে। পল্লব কাঁ*পছে। সবার জিজ্ঞাসু মুখভঙ্গি।

আমজাদ সেই মুহুর্তে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে বললেন,

‘ কাল শুক্রবার। তোমার বাবা-মাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে বলো।’ইকবাল বেখেয়ালে মাথা নাড়ল। হুশ পেতেই চমকে তাকাল। পুষ্প হা করে ফেলল। আশ্চর্য সে নিজেও। অথচ ধূসর ফিচেল হাসে। দু আঙুল দিয়ে থুত্নী ঘষে জয়ের মুহুর্ত উপভোগ করে।

পিউ অপেক্ষা করে না। দুরন্ত পায়ে ছুটে এসেই বোনকে জড়িয়ে ধরল। পুষ্প পাথর বনে ছিল। চোখেমুখে অবিশ্বাস। পিউ ধরতেই সম্বিৎ ফিরল তার।সবার মুখশ্রী অতুজ্জ্বল,ঝলমলে। স্বস্তির শ্বাস নেয় তারা। ইকবালের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। শ্রদ্ধায় লুটোপুটি খেয়ে, ভীষণ খুশিতে চট করে আমজাদের পা ছুঁয়ে সালাম করল সে। ভদ্রলোক

এতেও বিরক্ত হলেন। বিড়বিড় করে বললেন,

‘ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।’টিকটিক করতে করতে ঘড়ির কাঁটা বারোটায় থেমেছে। সিকদার পরিবারে খানিকক্ষণ আগেই বয়ে গিয়েছে এক বিরাট, সুপ্ত ভয়া*নক কালবৈশাখি। ঝড়ের তা*ন্ডব একটুর জন্য রেহাই দিলো পুষ্প আর ইকবালকে। তাদের সাবলীল,সুন্দর জীবন অল্পের জন্য

মুক্তি পেলো এলো মেলো হওয়ার হাত থেকে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত অবশেষে বর্তেছে।আমজাদ সিকদার হার মেনেছেন। মেনে নিয়েছেন ওদের ভালোবাসাকে। অবশ্য,মেনে নিতে বাধ্য হলেন এক প্রকার। মেয়ের অশ্রুসিক্ত চোখ-মুখ হৃদয়ে অগাধে দাগ কে*টেছে। আনাচে-কানাচে মানবিকতা আর পিতৃত্ব ছুটেছে। মিনা বেগমর '

মেয়ের সুখই আমাদের সুখ’ কথাটা তীক্ষ্ণ ভাবে আঘা*ত করেছে বিবেকের দ্বারে।

মন আর মর্জির বিরুদ্ধে গিয়ে বড় ক*ষ্টে,নারাজ ভঙ্গিতে হ্যাঁ বলেছেন তিনি। অথচ ইকবাল,তার অপছন্দের তালিকায় সারাজীবন থাকবে। সেখান থেকে এই ছেলের নাম মোছার সাধ্য নেই কারো। তবুও চাইছেন,ছেলেটা সুখে রাখুক তার

মেয়েকে।আমজাদ সোফায় থম ধরে বসে আছেন। বাকীরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে ওনাকে। চেহারার জলদগম্ভীর দশা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে,লোকটা এখনও মন থেকে মেনে নিতে অক্ষম। টু শব্দ করছে না কেউ। ইকবাল আমোলেই নিচ্ছে না এসব। তার আনন্দ নিরন্তর। শত কাঠখড় পু*ড়িয়ে হলেও পুষ্পকে পাবে এই ঢেড়। বাকী সব গোল্লায়

যাক। হিটলার শ্বশুর খুশিমনে মেয়ে দিক,বা জোর করে,দিলেই হবে।

মিনা বেগম রয়ে সয়ে স্বামীর মুখের সামনে শরবতের গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন। তিনি এক পল স্ত্রীর দিক চেয়ে হাতে নিলেন সেটা। আস্তেধীরে চুমুক দিলেন। চোখের কোনা দিয়ে একবার তাকালেন হাতের বাম দিকে।

ইকবাল বিজয়ী হেসে বারংবার ধূসরকে জড়িয়ে ধরছে। যতবার গায়ে গা মিলছে ওদের, পিত্তি সহ জ্ব*লে যাচ্ছে ওনার। এত ঢংয়ের কী আছে? এই আদিখ্যেতা কীসের? মেয়েটাকে দিতে রাজী হয়েছে বলে তার ভাইপোর গলা সাপের মত জাপ্টে ধরবে? আশ্চর্য ছেলে তো!এই বিরক্তিকর ছেলের ভেতর কী দেখল তার মেয়ে?

তিনি পুষ্পর দিকে ফিরলেন এবার। মেয়েটার, রিক্ত, সিক্ত চেহারা এখন নক্ষত্রের ন্যায় জ্ব*লছে। ঠোঁটে হাসির অভাব নেই। মুখমন্ডলে পরিষ্কার, সে কতটা খুশি! আমজাদের রা*গটুকু পরে গেল। যাক! মেয়ের আনন্দেই সে আনন্দিত। মেয়েটা ভালো থাকলে আর কী চাই?

রুবায়দা বললেন, ‘ আপা সবাইকে খেতে দেই?’

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ। চল ব্যবস্থা করি।’

যেতে যেতে ধূসরকে বললেন, ‘ ইকবালকে নিয়ে বোস ধূসর। খাবার আনছি।’

ইকবাল আপত্তি জানিয়ে বলল,’ আন্টি আমাকে বেরোতে হবে। আজ খেতে পারব না।’

‘ ওমা কেন বাবা? খাবেনা কেন?’আমজাদ সিকদার বিড়বিড় করে বললেন,

‘ দিনরাত এ বাড়ির ছেলে-মেয়ের মাথা খেলে পেটে জায়গা থাকে না কী?’

সে কথা কর্নকুহর হলো না কারো। ইকবাল হেসে বলল,

‘ আসলে অনেক রাত হয়েছে তো,আম্মু কল দিচ্ছেন বারবার।

রাতে ঘরে গিয়ে না খেলে দেখব ঠিকই বসে আছে আমার জন্য।'

রুবায়দা বললেন, ' অল্প কিছু.... "

না আন্টি,অন্য দিন। এরপর তো আসা যাওয়া থাকবেই।'

আমজাদ কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালেন। ভাবলেন,

' কী বেহায়া ছেলে! '

ধূসর বলল,' একা যেতে পারবি?'

‘ আরে হ্যাঁ। তুই বিশ্রাম কর। আমি আসি এখন।’

ইকবাল আড়চোখে পুষ্পর দিকে একবার তাকাল। এতেই ভীষণ লজ্জা পেল মেয়েটা। চিবুক গিয়ে ঠেকল গলদেশে।

ইকবাল আমতা-আমতা করে আমজাদকে শুধাল,

‘ কাল তাহলে আব্বু -আম্মুকে পাঠাচ্ছি আঙ্কেল?’

তিনি আরেকদিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন,'পাঠিও।'

ইকবাল কপাল কোঁচকায়। মনে মনে বলে,

' এই হিটলার ব্যাটা আস্ত একটা বদ, ভা*ঙবে তবু মচকাবে না।

পরমুহূর্ত ভাবল,'তাতে আমার কী,শ্বশুর হোক যেমন তেমন,বউ আমার মনের মতন।'

ইকবাল হাসল। কী একটা ভেবে চিন্তিত ভঙ্গিতে ধূসরের দিক তাকিয়ে বলল,

‘ কাল বাবা -মা আসবে কী করে ধূসর? তুইত সকালে সিলেট যাবি বললি!’

এ পর্যায়ে সবার নজর তার দিকে পড়ল। ধূসর বলল, ‘ আমি না থাকলেও বা,সবাইতো থাকবে।’

‘ তুই থাকা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘

ধূসর ফিচেল হাসে, ‘ তাই?’

ইকবালের সুদৃঢ় জবাব ‘ অবশ্যই।

তারপর আমজাদের দিক চেয়ে বলল,

‘ আঙ্কেল, ওনাদের পরের শুক্রবার আনি? ধূসর ফিরুক?’

আমজাদ কিছু বলার আগেই ধূসর বলল,

‘ থাক,দরকার নেই। আমি সিলেট যাচ্ছি না।’

ইকবাল অবাক হয়ে বলল ‘ তবে যে বললি?’

‘ মিথ্যে বলেছিলাম।’আফতাব নড়েচড়ে শুধালেন ‘ কেন?’

ধূসরের ভণিতাহীন জবাব,

‘ ইকবালের মুখ থেকে কথা বের করতে।’

আমজাদ সিকদার দ্বিতীয় বার বিরক্ত হলেন। আরেকদিকে ফিরে থাকলেন। প্রত্যেকে অবাক হলেও, ইকবাল বিস্ময়ে স্তব্ধ। বাকরুদ্ধ হয়ে কথা বলতে পারল না। ধূসর ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ হা করে না থেকে বের হ।’

সম্বিৎ ফিরল তার। বন্ধুর প্রতি মনে প্রাণে কৃতজ্ঞতায় লুটোপুটি খেল।

ঠোঁট কামড়ে হেসে তাকিয়ে রইল কিছু ক্ষন। বলল,

‘ আসছি,কাল দেখা হবে।’

ধূসর বিনিময়ে ঈষৎ বেগে হাসে। চেয়ে চেয়ে দ্যাখে প্রিয় বন্ধুর প্রস্থান। ইকবাল ঢুকেছিল যতটা উদ্বীগ্ন,অশান্ত মনে, বেরিয়েছে ততটাই ফুরফুরে মেজাজে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামে। পুষ্পর ফোনে মেসেজ পাঠায়,‘ আর

কিছু দিন মাই লাভ,তারপর ইকবালের লোমশ বুকে তোমার জন্য পার্মানেন্ট একটা ঘর বানাব। '

পুষ্প উশখুশ করতে করতে সবাইকে একবার করে দেখল। সন্তর্পনে, খুব আস্তে, পা টিপে টিপে সিড়ি বেয়ে উঠল। কক্ষের সামনে এসেই, এক ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। উঁকি দিলো সোজা মেইন গেটের ওপর। ইকবাল হেলেদুলে

যাচ্ছে। পেছনের চুল দুলছে বায়ুতে। পুষ্প তৃষ্ণার্ত চোখ মেলে চেয়ে রয়। ইকবাল গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে কী মনে করে থামল। ঘুরে,একদম সোজাসুজি দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। ঠিক যা ভেবেছিল তাই,পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে দেখে হেসে ফেলল সে। অতদূর থেকেই ভ্রু উঁচাল। পুষ্প মুচকি হেসে হাত নেড়ে বিদায় জানায়। ইকবাল হাত উঁচাল

না। উলটে ফ্লাইং কিস ছু*ড়ে মা*রল তার দিকে। পুষ্প নড়ে উঠল। কুণ্ঠায়,গাল দুটো লাল হয়ে আসে। হেসে মাথা নামিয়ে নেয়। ইকবাল মুক্ত,প্রশান্ত শ্বাস নিয়ে,উঠে বসল গাড়ির ভেতর।‘ বাবাহ, কত প্রেম!’ হঠাৎ কথায় পুষ্প চমকে তাকায়। পিউ মিটিমিটি হেসে বলে,

‘ এক কাজ কর,তুইও ভাইয়ার সঙ্গে চলে যা। ‘

পুষ্প ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ বড় বোনের প্রেম করা দেখছিস? লজ্জা লাগছেনা?’

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ল,

‘ একটুও না। প্রেম করতে পারলে দেখতে পারব না?’

পুষ্প হাসল। তারপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল,

‘ সব যে ভালোয় ভালোয় মিটছে এই অনেক তাইনা? আমিইত ভাবিইনি আব্বু রাজী হবেন।’

‘ আমিও না। ‘

পুষ্প স্নেহার্দ্র চোখে বোনের দিক চাইল।

‘ তুই খুব ক*ষ্ট পেয়েছিস? আব্বু মে*রেছেন যে!

পিউ লম্বা হাসল। মাছি তাড়ানোর মত হাত নেড়ে বলল,‘ আরে ধুর!

ক*ষ্ট পাব কেন? আব্বুইত মে*রেছে। ব্য*থা যা পেয়েছিলাম,তোর বিয়েটা হচ্ছে বলে সব শেষ! '

পুষ্প আপ্লুত হয়। বোনের ভালোবাসার গভীরতা হৃদয় দিয়ে মেপে নেয়। বিলম্বহীন জড়িয়ে ধরে দুহাতে। পিউ পালটা আকড়ে ধরল। পুষ্প ওমনভাবেই আবদার করল,

' আজ থেকে আমার সাথে ঘুমাবি? '

‘ আচ্ছা।’

**

পিউ, পুষ্পর ঘর থেকে বের হতেই সামনে পরল সাদিফ।ওকে দেখতেই ছেলেটা দীর্ঘ হাসল। ঝকঝকে, তকতকে শুভ্র দাঁত উঁকি দিল ঠোঁটগহবরের মাঝ থেকে। পিউ দাঁড়িয়ে গেল। সাদিফের হাসি দেখে বুকটা মুচ*ড়ে উঠল তার। এতক্ষনের ভালো মনটা ঝুপ করে

খারা*প হলো। মায়াময়,পূর্ন দুই অক্ষি দিয়ে চেয়ে রইল। বক্ষপিঞ্জরের চারপাশটা হুহু করে উঠল দুঃ*খে। আপু, ইকবাল ভাইকে ভালোবাসে ঠিকই,কিন্তু সাদিফ ভাইতো আপুকেই ভালোবাসতেন। আহারে! মনটাই ভে*ঙে গেল ওনার। পিউয়ের মুখ কালো দেখে সাদিফ ভুরু নাঁচাল,

‘ কী রে?’

তার ঘোর কা*টে,

‘ হু? না কিছু না।’

‘ ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন তাহলে? ‘

পিউ চোখ নামিয়ে ফেলল।

ইনিয়ে-বিনিয়ে শুধাল,

‘ ইয়ে,আপনার খুব খা*রাপ লাগছে, তাইনা ভাইয়া?’

‘ কেন? বিয়েটা হচ্ছেনা বলে?’

পিউ মাথা ঝাঁকাল। সাদিফের পুষ্ট অধর কানায় কানায় ভরে গেল তখন। কিছু না বলে পাশ কে*টে যেতে নিয়ে থামল আবার। পরপর পিউয়ের মাথার গোছানো চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল,

' বোকা! 'পিউ নির্বোধ বনে চেয়ে রইল। এই মুহুর্তে তার মনে হচ্ছে, সাদিফ ভাই শোকে,দুঃ*খে পাগল হয়ে গিয়েছেন। কাঁ*ন্নার বদলে দাঁত

মেলে হাসছেন কেন নাহলে? ওনার তো মন খারা*প হওয়ার কথা। কেঁদেকে*টে টিস্যু বক্স শেষ করার জায়গায় আনন্দে লাফাচ্ছেন। বোকা মেয়েটার হৃদয়পট আক্ষেপে শেষ । দু তিনবার আহারে! আহারে! বিড়বিড় করল ওর যাওয়ার দিক তাকিয়ে। অগোছালো কেশরাশি গোছাতে গোছাতে সামনে ফিরতেই চমকে উঠল। একদম সম্মুখে

দাঁড়িয়ে ধূসর। পিউ যত্রতত্র নুইয়ে গেল। অশান্ত মন, স্থির,অবিচল হলো। লাজুক ভঙ্গিতে পল্লব ঝাপটে চুল গুজল কানে। চোরা চোখে একবার তাকাতে গিয়ে নাগাল পেল ধূসরের শ*ক্ত চিবুকের। ওই ধা*রাল নেত্রদ্বয় অবধি পৌঁছাতে, তার দৃষ্টিযুগল বিফল হয়।

তখনি ধূসর এগিয়ে আসে। যত কদম দুরুত্ব ছিল তার থেকে অর্ধহস্ত

দুরুত্ব ঘুঁচিয়ে দাঁড়াল। পিউয়ের বক্ষস্পন্দন আকাশ ছুঁলো ওমনি। অনুভূতিরা মেঘ ছিদ্র করে ফাঁক গলে পালাল তখন,ধূসরের ঠান্ডা, নিরেট হস্ত খানা গাল ছুঁয়েছে যখনই।শিউরে উঠল মেয়েটার সমস্ত শীর্ণ দেহ।

পিউ নিভু চোখে তাকায়। ধূসরের হাত থেমে নেই,বৃদ্ধাঙ্গুলি স্লাইড হচ্ছে সমগ্র গাল জুড়ে।

পিউয়ের পল্লব বুজে আসতে চায়। চোখ খুলে রাখতে পারেনা। সুরসুর করছে শরীর। তার গাল বেঁকে পৌঁছায় কানের কাছে।

ধূসর এক ভাবে তাকিয়ে আছে,তার ফর্সা গালের দিকে। তার অক্ষিপটের মায়া, পরপর মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো,

‘ ব্য*থা পেয়েছিলি?’

পিউয়ের চটক কা*টল। তখনি খেয়াল হলো, এই গালেই চ*ড়টা পরেছিল।
ওনার কি মায়া হচ্ছে তার জন্য? ক*ষ্টও পাচ্ছেন? পাবেননা কেন? উনিও যে ভালোবাসেন। বসার ঘরে যতক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল সে,কতবার যে তাকিয়েছে মানুষটা! আর বাবা থা*প্পড় দেয়ার সময়, কী রকম করে চমকে উঠেছিল। চোখ খিঁচে

বুজেছিল,যেন ওনার গায়েই লেগেছে।
সেতো সব দেখেছে,খেয়াল করেছে। পিউ মিহি কণ্ঠে বলল ‘ পেয়েছিলাম,এখন শেষ।’
ধূসর বলল,
‘ কেন বলতে গেছিলি ওসব? জানিস তো তোর বাবা ইকবালকে পছন্দ করেন না।’
তার নিষ্পাপ উত্তর,

‘ ভুল করে বলে ফেলেছি ধূসর ভাই।’

ধূসর অন্য হাত উঠে এলো পাশের গালে। অনমনীয় অঞ্জলিপুট ভর্তি হলো পিউয়ের ক্ষুদ্রাকার মুখবিবরে। দুটো টানা টানা চোখের দিক চেয়ে বিনম্র আদেশ করল,

‘ আর কখনও এরকম পরিস্থিতিতে কথা বলবিনা পিউ। পৃথিবী উলটে গেলেও চুপ করে থাকবি। আমিতো

আছি,সব সময় থাকব। সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতেও প্রস্তুত আমি। কিন্তু চাইনা,তোর ওপর একটা নখের আঁ*চড় ও লাগুক।'পিউয়ের অন্তঃস্থল অবধি স্পর্শ করল কথাগুলো। ভালোবাসার দুঃসাহসিকতায় হঠাৎই ভীষণ সাহসী হলো সে। তার কোমল হস্তযূগল ধরে ফেলল ধূসরের অমসৃন কব্জি। ক্ষুর-ক্ষার চাউনীতে চেয়েই শুধাল,

‘কেন ধূসর ভাই,আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গ দেয়ার একটুও অধিকার কি আমার নেই?’

ধূসরের অভিব্যক্তি তৎক্ষনাৎ মসৃন হয়। সদর্পে শিথিল হয় নিরেট, শ্যামরঙা চিবুক। পরতে পরতে বিছিয়ে যায় নিরুপদ্রব হাওয়া। অন্তঃপটে এক শীতল স্রোতের কলকল শব্দ স্পষ্ট কানে লাগে। সেই আওয়াজ নিস্তব্ধ তরঙ্গের ন্যায় ঢেউ

তোলে হৃদয়ে। পিউয়ের পাপশূন্য, রিনঝিনে কণ্ঠস্বর জলতলে ডুবি*য়ে ছাড়ে গম্ভীরতার জাহাজ।

চমৎকার করে হেসে ফেলল সে। দুদিকে ছড়িয়ে গেল পুরুষালি, পাতলা ঠোঁট।

অন্যরকম গলায় বলল,‘ অধিকার ও বুঝিস! ‘

পিউয়ের কাছে সব তুচ্ছ। তার গভীর দুটো চোখ ধূসরের হাসি

দেখতে ব্যস্ত। বক্ষ কাঁ*পছে,তোলপাড় হচ্ছে খুব। এই হাসি দেখেছে যতবার, খু*ন হয়েছে ততবার। এখানে একটুও কার্পণ্য করেনা মানুষটা। লেশ মাত্র মায়া দেখায়না। বারংবার নি*ষ্ঠুর ভাবে মার*তে উঠেপড়ে লাগে।

পিউয়ের সম্মোহনী দৃষ্টির দিকে খেয়াল পরতেই

ধূসরের হাসিটা কমে এলো। আজোলে বন্দী মেয়েটার স্নিগ্ধ আঁদল থেকে আলগা হলো বাঁধন। তার লম্বা শরীরটা স্বল্প নেমে আসে। কণ্ঠ নামল খাঁদে। অধড় নড়েচড়ে বেরিয়ে এলো কিছু হৃদয়কাড়া শব্দ,

‘ পৃথিবীর সব ভালোটুকু শুধু তোর থাকুক পিউ। তোকে স্পর্শ করতে আসা সমস্ত খা*রাপ,সমস্ত অ*নিষ্ট, আমায় তাদের নিশানায় রাখুক।

'পিউ তুষারের ন্যায় জমে গেল। রোমাঞ্চিত অনুভূতির ডিঙি নৌকা বিরাট পাল খুলে, ছেড়ে, উড়িয়ে দিলো। সেই পাল যতবার দুলল বাতাসে,ততবার তার কানে বাজল ধূসরের নাম। কল্পনায় ভাসমান হলো কিছু উচ্চাকাঙ্খা,কিন্তু কাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত স্বপ্ন।

বেহায়া মনের ইচ্ছে জাগল ওই চওড়া বুকে মাথা রাখবে একবার।

সেই সুযোগ কি আর আসবেনা? কবে হুশ হারিয়ে ধরেছিল, ওটা কি গোনার মধ্যে পরে? একবার ভালোবেসে ধরলেই না হোতো!

পুষ্প ঘর থেকে বেরিয়েছে কেবল। দোরগোড়ায় ধূসর পিউকে এমন কাছাকাছি দেখে থতমত খেল। দুরন্ত পায়ে ঢুকে গেল আবার। পরক্ষনে মাথাটা বের করে উঁকি দিলো।

মুখের কাছে হাত নিয়ে খুক খুক করে কাশি দিয়ে বলল,

‘ কেউ কি আছে এখানে?’

চমকে উঠল ওরা। পাশ ফিরে পুষ্পকে দেখেই দুজন দুজনের থেকে ছিটকে সরে গেল। পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুদিকে। পুষ্প ঠোঁট টিপে হেসে বলল,‘ আমি কি যেতে পারি?’

ধূসর গম্ভীর কণ্ঠে বলল ‘ মার খাবি বেয়াদব।’

তারপর গটগট করে হেঁটে ঢুকে গেল নিজের রুমে। পিউ লজ্জ্বায় হাঁসফাঁস করছে। জ্বিভ কা*টছে বারবার। আপু দেখে নিয়েছে। নিশ্চয়ই আন্দাজ করবে কিছু । আল্লাহ,তারপর আম্মুকে বলে দিলেই ওর পিঠ শেষ। হাতা-খুন্তি সব ভা*ঙবে এখানে।

সে ছুটে পালাতে চাইল, এর আগেই পুষ্প হাত টেনে ধরে বলল,

‘ এই এই কই পালাচ্ছিস?

পিউ কাচুমাচু করে বলল,’

‘ পালাচ্ছি নাতো,এমনি। ‘

‘ এমনি? আমি তখন প্রেম করছিলাম বলে খুব তো কথা শুনিয়ে এলি,এখন এটা কী হচ্ছিল?’

পিউ ঘাবড়ে গেল। কাঁ*পা গলায় বলল,

‘ কী হচ্ছিল? ককথা বলছিলাম।’

পুষ্প ভ্রুঁ উঁচায়। অভিনয় করে দেখায়,

‘ এভাবে?গালে হাত রেখে,হাতে -হাত দিয়ে, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কেউ কথা বলে জানতাম না তো।’

পিউয়ের মাথা ঘুরছে। কপালে ঘাম জমেছে ভ*য়ে।

পুষ্প সন্দেহী চোখে তাকাল। এই দৃষ্টিতে অবস্থা আরও খারাপ হলো তার । ঠিক সেই সময় পুষ্প ভ্রু নাঁচায়,

‘ ভাইয়াকে ভালোবাসিস?’পিউ চকিতে তাকায়। দুপাশে মাথা নেড়ে বলতে যাওয়ার আগেই পুষ্প সাবধান করল,

‘একদম মিথ্যে বলবি না। তুই যে ক্লাসে পড়িস,সেটা পার করে এসেছি।’

পিউ মিইয়ে গেল।

সে বলল, ‘ আমি কিন্তু সব জানি।’

পিউ অবাক হয়ে বলল ‘ কী জানিস?’

‘ তেমন কিছু না,তুই যে তিন বছর ধরে ভাইয়ার পেছনে ঘুরঘুর করছিস, এটুকুই।’

পিউয়ের চোয়াল ঝুলে পরে। চোখ বেরিয়ে এলো প্রায়। ভীত কণ্ঠে বলল,

‘ ইকবাল ভাই বলে দিয়েছেন?’

‘ ও কেন বলবে?’

‘ তাহলে কীভাবে জেনেছিস?’

পুষ্প রহস্য হেসে বলল ‘ সিক্রেট।’

আতঙ্কে পিউয়ের চোখমুখ শুকিয়ে আসছে। পুষ্প খেয়াল করে দমে

গেল। মেয়েটাকে বেশি ঘাটানো ঠিক হবে না।

নিশ্চিন্ত করতে বলল,‘ এত ভ*য় পাওয়ার কিছু নেই। আব্বু- আম্মুকে জানানোর হলে আগেই জানাতাম। ‘

পিউ কী বলবে জানে না। তার চিন্তা কমেনি। আমতা-আমতা করে বলল,

‘ আসলে আমার ধূসর ভাইকে খুব ভালো লাগে।’

‘ ভালো লাগে? না ভালোবাসিস?’

সে চোখ নামিয়ে স্বীকার করল, ‘ ভালোবাসি।’

পুষ্প ফিক করে হেসে ফেলল। পিউ ত্রস্ত মাথা উঠিয়ে বলল, ‘ তুই রাজী?’

‘ রাজী না হলে এতদিন ধরে কথাটা চে*পে রাখতাম?’

পিউয়ের নেতিয়ে যাওয়া চোখমুখ সচল হলো ওমনি।

মুখমন্ডল সোনালী রোদের ন্যায় ঝলমলায়। উত্তেজিত হয়ে দ্বিতীয় বার জাপটে ধরে বোনকে। পুষ্প হাসল। পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ার মতন মানুষ হয়না। তুই সুখী হবি।’খাওয়ার টেবিলে শোরগোল হলো না আজ। একদম তটস্থ,শান্ত পরিবেশ। এত রাত করে খেতে বসায় রিক্ত, রাদিফ ঘুমিয়ে গিয়েছে। সুমনা দুটোকে জোর করে

তুলেও খাওয়াতে পারেননি। পরাজিত হয়ে ক্ষান্তি দিলেন।

পিউ বসতে গেলে আমজাদ নরম গলায় বললেন,

‘ এখানে বোসো।’

সে অবাক হলো, তবে ধরা দিল না। সুস্থির বেশে বসল। পুরোনো অভিমানে ফুঁসে উঠল মন।

অথচ নির্বিকার আমজাদ গায়ে মাখলেন না। এটা -ওটা এগিয়ে

দিতে থাকলেন । দুই মেয়ের থালায় নিজেই তুলে দিলেন ভাত।
বাড়ির সবাই দেখল এসব। প্রকাশ না করলেও মনে মনে বিমুগ্ধ হাসল সকলে। একজন পিতার কাছে কন্যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার ছোট্ট রাজ্যের আদুরে রাজকন্যা। এই সম্পর্ক তো সবকিছুর উর্ধ্বে। সামান্য একটা থা*প্পড় , অল্পখানিক ধ*মকে এগুলো ফিঁকে হয়?পরেরদিন সপ্তাহ

ঘুরে আবার হাজির হলো শুক্রবার। এই শহরে চাকরিরত নব্বই ভাগ মানুষের অবসরের দিন এটি। সেই মোতাবেক সিকদার বাড়ি প্রতিটা ছুটির দিনে আরাম-আয়েশে জিইয়ে রইলেও আজকের সবটা ব্যতিক্রম। সকাল থেকে রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, মোছা সব মিলিয়ে হুলস্থূল কান্ড বেঁধেছে। পুষ্পকে ঘর থেকে বাইরেও উঁকি মারার নিষেধাজ্ঞা

জারি করেছেন মিনা বেগম। সকাল সকাল গোসল সেড়ে,লক্ষীটি হয়ে বসে থাকতে বলেছেন। পিউয়ের দায়িত্ব ওকে সাজানোর। তিনি,জবা,আর রুবায়দা মিলে হাত চালাচ্ছেন রান্নায়। ঘরের একজন নির্দিষ্ট আয়া,আরেকজন ছুটা আয়াতেও আজ আর কূলোচ্ছেনা । বিরাট দৈর্ঘ্যের খাবার টেবিল ভরিয়ে ফেলার পণ করেছেন সকলে।সুমনার

দায়িত্ব বাচ্চা সামলানো। রিক্ত আর রাদিফ ঘর অগোছালো করতে ওস্তাদ। ওদের দিকে নজর রাখাই আজকে তার একমাত্র কাজ

সবার মধ্যে ধূসর বাড়িতে নেই। কাকভোরে উঠে বেরিয়েছে সে। সাথে নিয়েছে অফিস রুমের চাবি। গতকাল পার্টি অফিসের উৎসবের জন্য কিছু ফাইল ঘাটার কাজ অসম্পূর্ন রেখে এসেছিল। যেগুলো

দুদিনের মধ্যেই জমা করতে হবে। আরাম করে সময়টাকে নষ্ট করল না তাই। ছুটল বাকী কাজ সাড়তে।সে বেরিয়েছিল একা। অথচ ফিরল সাথে আরো চারজনকে নিয়ে। এগারটার দিকে ইকবালের পরিবারের পা পরল চৌকাঠে। প্রফেসর খোরশেদুল আলম আর স্ত্রী মুমহতাহিনা বেগম। তিন ছেলে মেয়ে,ইকবাল, ইফাত আর নুড়ি।

পঞ্চ সদস্যের ক্ষুদ্র পরিবার ওদের। নুড়ি সবে ক্লাশ ফাইভে উঠেছে। একেবারে পুতুলের মতোন দেখতে। ইফতি আর পিউ সমবয়সী। তবে পিউয়ের মত হ্যাংলা পাতলা নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান।

আমজাদ সিকদারের চেহারা একদম স্বাভাবিক। তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন তাদের নিয়ে আসতে। আসুন, বসুন বলে সাদরে আমন্ত্রন ও

জানালেন। ঘরের মেয়ে- বউরা ভালো জামাকাপড় পরে একদম পরিপাটি।

আওয়াজ শুনে পিউ, পুষ্পর ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়। ওপর থেকেই উঁকি দেয়। সবাইকে সোফায় বসতে দেখে আবার ছুট্টে চলে যায়।‘ আপু ওনারা এসে গিয়েছেন।’

পুষ্প আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে। বহুদিন পর মন ভরে সাজল সে। লাল কাতান শাড়ি, চোখ ভরা কাজল, মুখে অল্পস্বল্প মেক আপের আস্তরন,চিকন ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিক। পিউয়ের কথায় বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে চাইল সে। ইকবাল এসেছে শুনেই কয়েক হাত গুঁটিয়ে গেল। লাজুক ভঙ্গিতে

ছটফ*ট করল। পিউ কপাল কুঁচকে বলল,

‘ এহ,লজ্জায় একেবারে লাউ ডগা সাপের মত লতিয়ে যাচ্ছে। প্রেম করার বেলায় লজ্জা লাগেনি?’

পুষ্প চোখ সরু করে বলল,

‘ তুই বুঝি খুব ভালো? ভাইয়াকে দেখলেই যে কেমন করিস আমি দেখিনি?’

পিউ থতমত খেল। মিনমিন করে বলল,

‘শুরু হয়ে গেল আমাকে খোঁচানো।’

পুষ্প আই- ঢাই করে বলল,‘ আমার না সত্যি খুব লজ্জা লাগছে পিউ।’

‘ কেন?’

‘ জানিনা,ভ*য় ও করছে।’

পরমুহূর্তে চিন্তিত কণ্ঠে বলল ‘ আচ্ছা,আমাকে সুন্দর লাগছে তো?’

পিউ মিটিমিটি হেসে বলল,

‘ লাগছে। ইকবাল ভাই আজ তোকে দেখেই হা করে তাকিয়ে থাকবেন।’

পুষ্প কুণ্ঠা পেয়ে বলল ‘ যাহ!’

পিউ পাশে এসে দাঁড়াল , মেকি অভিমান নিয়ে বলল,

‘ তুই কিন্তু আমাকে এখনও বললিনা আপু।’

সে ভ্রু গোছায় ‘ কী বলিনি?’

‘ ওমা! কাল না কথা ছিল,যে ইকবাল ভাইয়ের সাথে প্রেমের শুরু থেকে সবটা বলবি আমাকে?’

‘ ও হ্যাঁ। আজকে রাতে শোনাব।’

‘ আচ্ছা।

সুমনা বেগম ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,‘ তোরা গল্প করছিস? ও পুষ্প চল এবার। ওনারা দেখতে চাইছেন তোকে।’

পুষ্পর হার্টবিট ওমনি বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ফ্যাসফ্যাসে অবস্থা ঘুরপাক গেল গলবিলে। আলগোছে শাড়ির কুঁচি ধরে পা বাড়াল। সুমনা বলেন ‘ দেখে,সাবধানে,পরে যাস না আবার। ‘

পুষ্প করূন নেত্রে তাকায়। শাড়ি পরে হাঁটতে হিমশিম খায় সে। সচরাচর পরেনা তাই। আজ মেজো মা জোর করে পরিয়ে দিলেন।

সুমনার হাতটা আকড়ে ধরে বলল,
‘ ও ছোট মা,ভ*য় লাগছে তো।’
‘ আরে ভ*য় কীসের? কিছু হবে না চল।’
তারপর হাঁটতে হাঁটতে বললেন,
‘ তুইত তাও ইকবালকে চিনিস,জানিস,শুধু ওর বাবা মায়ের সামনে যাবি এখন। আর আমার বিয়ের সময়ে আমি কাউকেই চিনতাম না। কোনটা যে বর তাই

জেনেছি বিয়ে ঠিক হওয়ার একটু আগে।’

পিউ পেছন থেকে চোখ বড় করে বলল ‘ তাই?”‘ হ্যাঁ। ‘

‘ কী সাং*ঘাতিক! এভাবে না জেনে বিয়ে করা যায় না কি?’

‘ যখন তোর বিয়ে হবে তখন বুঝবি!’

পুষ্পকে নিয়ে সুমনা এগিয়ে গেলেন সামনে। পিউয়ের কদম শিথিল

হলো। দুপাশে দুলে দুলে হাসল। তার বিয়ে ওভাবে কেন হবে? ছোট মা তো আর জানেন না, ওর বর এই বাড়িতেই থাকে। বলতে গেলে জন্মের পর চোখ ফে*টে দেখেছে মানুষটাকে। ওইজন্য এরকম হওয়ার কোনও চান্সই নেই।

‘ তোর চাচা একটা ব্রিটিশ। কাল আমার সাথে কেমন করছিল,আর দ্যাখ আজ আমার বাপ মায়ের সঙ্গে

কথা বলতে গেলে যেন মধু ঝড়ছে মুখে।'

ধূসর চোখ-মুখ অপরিবর্তিত রেখে বলল,' যে যেরকম ব্যবহারের যোগ্য!'

' ঠিকই ব.... খেয়াল করতেই ইকবাল থেমে গেল। নাক ফুলিয়ে বলল,

' এভাবে বলতে পারলি?'

' পারলাম।'

‘ তুই আমার বন্ধু?’

‘ না,শত্রু।’

ইকবাল কথাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ এহ,এটা স্বয়ং ফেরেস্তা এসে বললেও বিশ্বাস করব না ভায়া।’

‘থাম এখন।’

‘ কথা বলাও নিষেধ?’

‘ তোর বউ আসছে।’ইকবাল চোখ বড় করে এদিক- ওদিক চেয়ে বলল,

‘ কই কই।’

‘ গর্দভ! ওপরে দ্যাখ।’

ইকবাল ফটাফট সিড়ির দিকে তাকাল। পুষ্পকে এক পলক দেখেই বক্ষ কম্পিত হয়ে থমকে গেল। ভীষণ বিভ্রান্ত,ভয়ার্ত রুপসী এক কন্যা এগিয়ে আসছে তার দিকে। ইকবালের পিটপিটে আঁখিদ্বয় বাকী সবাইকে ছাড়িয়ে পরে রইল সেখানে। শাড়ি পরিহিতা মেয়েটি

তার ঘুম কাড়তে যথেষ্ট। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,

‘ মাশ আল্লাহ! মেয়ে তো নয়, যেন হুরপরি!’

ধূসরের দিক তাকাতেই দেখল তার চোখ-মুখ কোঁচকানো। সে বুঝতে না পেরে বলল ‘ কী?’

ধূসর ক্লান্ত শ্বাস ফেলে বলল,‘ আমি ওর বড় ভাই ইকবাল,একটু লজ্জা রাখ।’

‘ তাতে কী হয়েছে? ওর ভাই পরে, আগে আমার বন্ধু তুই।’

পরপর দুষ্টু হেসে বলল ‘ সেতো তুই পিউয়েরও বড় ভা....’

কথা শেষ করার আগেই ধূসর সবেগে কনুই দিয়ে গুঁ*তো দিলে পেটে। অতর্কিত হাম*লায় ইকবাল ভাঁজ হয়ে নুইয়ে যায়। আ*হত স্থান চে*পে ধরে দুহাতে। ধূসর বুকের সাথে বাহু গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। তার

চোখ বাকীদের দিকে। মুখভঙ্গি স্বাভাবিক। ইকবাল ধাতস্থ হলো,সোজা হয়ে পেট ডলতে ডলতে বলল,

‘ তুই ঠান্ডা মাথায় খু*ন ও করতে পারবি।’

‘ তোকেই করব ভাবছি। “ এই না না, তোর বোন বিধ*বা হবে।’

ধূসর হেসে ফেলল। ইকবাল হেসে কাঁধ আকড়ে ধরল ওর। বলল,

‘ আমার বিয়ের সব কেনাকা*টা কিন্তু তুই করবি ধূসর। ‘

ধূসর মুখের ওপর বলল,

‘ পারব না। আমি মেয়ে পক্ষ।’

ইকবাল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,

‘ না,তুই ছেলেপক্ষ। তুই শপিং না করে দিলে আমি বিয়ে করব না।’

ধূসর ভ্রুঁ উঁচাল,’ তাই? বিয়ে করবিনা?’

ইকবাল দুঃখী মুখ করে বলল,

‘ তুই চাইলে করব না।’

‘ এসব অন্যদিক ফিরে বল ইকবাল। তোর মিথ্যুক চেহারা দেখার ইচ্ছে নেই।’

ইকবালের কিচ্ছু যায় এলো না এমন ভঙিতে বলল,

‘ ইচ্ছে না থাকলেও আমাকেই দেখতে হবে বন্ধু। তোমায় যে ইহজন্মে ছাড়ব না আমি।’

ধূসর সন্দিহান চোখে তাকাতেই সে চা*পা কণ্ঠে গান ধরল,
‘ বন্ধু তুমি,শত্রু তুমি,তুমি আমার জান।
খোদার পরে তোমায় আমি,দিয়েছি স্থান।’
ধূসর কপাল কুঁচকেই চেয়ে রইল। ইকবাল দাঁত কপাটি বের করে বলল,‘ একটু হাস শালা,সরি সমন্ধি!’

পুষ্পকে নামতে দেখেই মুমতাহিনা উঠে গেলেন। কথা বার্তা ছাড়াই জড়িয়ে ধরলেন। পুষ্প কবুতর ছানার ন্যায় থরথর করছে। হাত পা সব কাঁ*পছে। নাক ঘামছে নার্ভাসনেসে। তিনি থুত্নী ধরে বললেন,

‘ মাশ আল্লাহ! মাশআল্লাহ!আমার ছেলের পছন্দ আছে।’

ইকবাল লজ্জা পেয়ে মাথা চুল্কাল। পুষ্প এত মানুষের মধ্যে চোখ তুলতে ব্যর্থ। নুড়ি এক লাফ দিয়ে সরে গেল। নিজের পাশ দেখিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল,

‘ ভাবিকে আমার পাশে বসাও আম্মু। আমার পাশে বসাও।’

‘ভাবি’ ডাক শুনে পুষ্পর ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। ভালোবাসার মানুষকে স্বামী হিসেবে পাবে,সে হবে

বউ। এর থেকে পূন্যের কিছু পৃথিবীতে নেই।তার পায়ের তলা অবধি শিরশির করছে। সবাইকে ছাপিয়ে কোনও মতে একবার তাকাতে চায় প্রিয় মানুষের দিকে। পেরে ওঠেনা। কুণ্ঠার বেড়ি আটকে দেয় চক্ষু। পরে না হয় মন আর চোখ ভরে দেখে নেবে!

সুমনা ওকে নিয়ে সোফার দিক এগোলেন। পুষ্পর দৃষ্টি পা থেকে

ওপরে ওঠেনা। চকচকে ব্যুট আর তকতকে স্যুট দেখেই ঠাওর করে ইনি ইকবালের বাবা হবেন। সে কোনও মতে তাকাল। আস্তে করে খোরশেদ আলমকে সালাম দিল। ভদ্রলোক মুগ্ধ হেসে উত্তর করলেন। বসার জন্য আবেদন জানালেন। নুড়ির পাশেই ওকে বসিয়ে দিলেন সুমনা। ছোট্ট মেয়েটা রাজ্য জয়ের ন্যায় হাসল। পুষ্পর হাত ধরে বলল,

‘ ভাবি কত সুন্দর! তাইনা ভাইয়া? ‘ ইফতির মন আর যোগ সিড়ির দিকে। পিউ দ্রুতপায়ে নামছে। বোনের কথায় চটক কে*টে বলল, ‘ হু হ্যাঁ! কেমন আছেন ভাবি?’পুষ্প মিহি করে বলল ‘ ভালো। আপনি? ‘

‘ আমি আপনার ছোট, আপনি বলছেন কেন আল্লাহ? তুমি করে বলবেন।’

পুষ্প নীচু চেয়েই মাথা ঝাঁকাল। ইকবাল মন খারাপ করে তাকিয়ে দেখছে সব। এই মুহুর্তে পুষ্পর পাশে বসার তীব্র ইচ্ছে তার। নুড়ি যে হাতটা ধরে আছে,ওতেও হিং*সে হচ্ছে এখন। সে ওষ্ঠ উলটে রাখে শিশুর ন্যায়। মনে মনে চায়,

‘ একটু আলাদা কথা বলতে পাঠাক ওদের, প্লিজ!’

মুমতাহিনা পুষ্পর অন্য পাশে বসতে বসতে বললেন,

‘ ইকবাল আগেই আমাকে পুষ্পর ব্যাপারে জানিয়েছিল। ছবিও দেখেছিলাম ওর। আমিত সেই থেকেই পুষ্পকে মনে মনে ছেলের বউ ভেবে বসেছিলাম। কতবার বলেছিলাম,বাড়িতে নিয়ে আয় একটু মন ভরে দেখি। আনেইনি। বলত,

সময় হলে সব হবে। কিন্তু তখনও জানতাম না,ও ধূসরের বোন।
কাল হঠাৎ গিয়েই পাগলামি শুরু করল ছেলেটা। বিয়ে করবে,বিয়ে করবে বলে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলল। তাও আবার ধূসরের বোন? আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। ধূসরকে তো আমরা ছোট থেকেই চিনি। আপনাদের ব্যাপারেও শুনেছি। দেখা হয়নি এই যা!ছেলের অবস্থা

দেখে কাল রাতেই ওর বাবার সাথে আলাপ করলাম। তিনিও মত দিলেন। ব্যস, চলে এলাম পরিবার নিয়ে, মেয়ের হাত চাইতে। ছবিতে তো মনে হচ্ছে কমই সুন্দর দেখেছিলাম। মেয়ে একেবারে চাঁদের টুকরো আপা। আমার কিন্তু মন জুড়িয়ে গিয়েছে দেখেই।'

মিনা বেগম প্রসস্থ হেসে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! '

পুষ্প নতজানু থেকেই মৃদূ হাসল। বাবা,চাচা, বড় ভাইদের সামনে রূপের প্রসংশায় তার কী যে অবস্থা! পিউ ঘুরে এসে বোনের পেছনে দাঁড়ায়। আড়চোখে একবার তাকায় ধূসরের দিকে। সে মানুষটা গম্ভীর নেত্রে অন্যদিক তাকিয়ে। একবার ওর দিক তাকালে কী হয়?

পিউ অনেকক্ষণ, একভাবে ধূসরকেই দেখে গেল শুধু । ওই সময়ের

একটুও ধূসর ফিরল না এদিকে। যেন কসম কে*টেছে তাকাবে না। সে ছোট্ট শ্বাস ফেলে ইকবালের পরিবারকে দেখতে থাকে। আজই প্রথম দেখছে সবাইকে। ওর দিক একবার চেয়ে মুমতাহিনা শুধালেন,‘ ওকি আপনার মেয়ে?’

আমজাদ বললেন, ‘ জি, ছোট মেয়ে।’

‘ হ্যাঁ পুষ্পর সাথে মিল আছে চেহারায়।’

পিউ হেসে সালাম দিলো। ভদ্রমহিলা হাসি বিনিময় করে উত্তর দিলেন। শুধালেন,

‘ কোন ক্লাশে পড়ো।’

‘ এইচ এস সি দেব এবার।’

‘ ওমা তাই,আমাদের ইফতিও তো পরীক্ষার্থী এবারে।’

ইফতি কে? ব্যাপারটা জানতে পিউ চারপাশে তাকাল। খুঁজে পেল একটা অপরিচিত মুখ। ছেলেটাও তাকিয়েছে তখন। অল্প হেসে আবার ফিরিয়ে নিল চোখ। পিউ অবাক হলো এই ছেলে ইন্টারে পড়ে জেনে। এতো ওকে ধরে দশটা আ*ছাড় মারতে পারবে। কলেজ পড়ুয়া ছেলে এত লম্বাচওড়া বাবাহ! অবশ্য আঙ্কেলও উন্নত স্বাস্থ্যের।

ইকবাল ভাইয়ে ওনার মতোন হয়েছেন বোঝাই যায়।
খোরশেদ গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন,
‘ এবার তাহলে কাজের কথা শুরু করি আমজাদ ভাই?’
‘ জি।’
তিনি অনুমতি পেয়ে কৃতার্থ হাসলেন। বললেন,

‘ ইকবাল আমার বড় ছেলে। ওদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভাইবোনের মধ্যেও বড়। ওর বিয়েই বলতে গেলে বংশে প্রথম বিয়ে। তাই আমাদের প্রত্যেকের ছোট খাটো শখ রয়েছে। ছেলের বিয়ে ধুমধাম করে দেব। সাথে মনে রাখার মতন হবে এমন আয়োজন করতে চাই আমি। তাই একেবারে আংটিবদল থেকে অনুষ্ঠান শুরু

করতে চাইলে আপনাদের অসুবিধে নেইতো? ‘

আমজাদ হেসে বললেন ‘ জি না। তবে আমার সেজো ভাই আজমল, পনের দিনের মত বাড়িতে আছে। এরপর আসতে আসতে অনেক দেরী। এবারই এলো প্রায় ছয় মাস পর। তাই ও থাকাকালীন বিয়ের কাজ সেড়ে ফেলতে চাইছিলাম,যদি

আপনাদের আপত্তি না থাকে আর কী।’

খোরশেদ চায়ের কাপ রেখে বললেন,‘ না না আপত্তি থাকবে কেন? যাতে আপনাদের সুবিধা তাই হবে।’

‘ তাহলে কবে করলে ভালো হয় বলুন তো!’

আমজাদ ভাইদের দিকেও দেখলেন উত্তরের আশায়। আজমল হাতের

কড়ে হিসেব করলেন দিন তারিখ। তারপর জানালেন,

‘ ভাইজান,আজ তো শুক্রবার,এই সোমবার আংটিবদল করলে হয় না?’

‘ আমাদের তো সমস্যা নেই। কিন্তু ওনাদের....’

মুমতাহিনা বললেন ‘ আমাদেরও সমস্যা নেই।’

‘ তাহলে সোমবারই ফাইনাল হোক?’

‘ জি। আর বিয়ে?’এ পর্যায়ে আমজাদের অভিব্যক্তি পাল্টাল। কপালে দেখা দিলো অনুচিন্তনের প্রগাঢ় ভাঁজ। থেমে থেমে বললেন,

‘ আসলে খোরশেদ ভাই,আমি একটা কথা তখন থেকেই বলতে চাইছিলাম। আপনারা কী ভাবে নেবেন বুঝতে পারছি না।’

ইকবালের গলা অচিরাৎ শুকিয়ে গেল। কী বলবে এই লোক?

হিটলার শ্বশুর মেয়ে দিতে আবার বেঁকে বসবেন না তো?

সে উদ্বীগ্ন চোখে ধূসরের দিক তাকায়। ধূসরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্য কোথাও গাঁথা। ইকবাল ভাবল, হয়ত পিউকে দেখছে। কিন্তু তাকানোর ধরণ দেখে পরক্ষনে বিভ্রান্ত হলো। দৃষ্টি অনুসরন করে নিজেও তাকাল। উৎসের মাথায় নিজের ভাই

ইফতিকে দেখে শৈলপ্রান্ত বেঁকে এলো।

ওকে এইভাবে দেখছে কেন ধূসর?

খোরশেদ বললেন,‘ আপনি নিশ্চিন্তে বলুন ভাই। আত্মীয়র মধ্যে আবার এত ফরমালিটি কীসের?।’

আমজাদ চুপ রইলেন। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা ফুটে ওঠে তখন। ভীত হয় তারা। এমনকি পুষ্পও ঘাবড়ে যায়। কী বলবে আব্বু?

সবাই যখন ওনার দিকে চেয়ে,
তিনি সময় নিয়ে বললেন,
‘ দেখুন, পুষ্প আমার বড় মেয়ে,ওর বয়সও কম। মা চাচীদের স্নেহে,আদরে,তাদের ছায়ার বড় হয়েছে। একটা সংসার সামলানোর মত বোধবুদ্ধি ওর হয়নি। বলা যায়,পরিপক্কতা আসেনি।’
মুমতাহিনা মাঝপথে বলে উঠলেন,‘ আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না

ভাই,আমি আপনার মেয়েকে বউ করে নিচ্ছিনা। নুড়ির মতো সেও আমার আরেক মেয়ে। আমার সংসার ওর সামলানোর ও প্রয়োজন হবেনা। ওরা ভালো থাকলেই আমার চলবে।’

আমজাদ বললেন ‘ আমি জানি আপা,আপনারা ভালো মানসিকতার মানুষ সে আমি শুনেছি। কিন্তু আমি এসব নিয়ে ভাবছি না। আমার

কথাটা একটু শুনুন, পুষ্পর পড়াশুনা এখনও চলছে। আমি চাইছি ও পুরো অনার্স শেষ করেই একটা সংসারে পা রাখুক। বাবা হিসেবে মেয়ের জন্য এটুকু আমি চাইতেই পারি। তাই আমার ইচ্ছে, আপাতত ইকবালের সঙ্গে ওর কাবিন হয়ে থাকুক। লেখাপড়া শেষ করতে তো আর দু বছর। তারপরই তুলে দেব

আপনাদের হাতে। ওবাড়ি গিয়েই না হয় মাস্টার্স করবে।'

পুষ্পর গলায় আটকে থাকা নিঃশ্বাসটুকু স্বস্তি হিসেবে বেরিয়ে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। অথচ ইকবালের মাথায় বাঁজ পরে। বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে রয় সে।

' ভাই এটা কী হলো? তোর চাচা তো চালবাজি করলেন। আমার বউ আমাকে পুরোপুরি দেবেনা?'

ধূসরের নিরুদ্বেগ জবাব,‘ মোটেও না পাওয়ার থেকে এটুকু ভালো। যা হচ্ছে চুপচাপ মেনে নে।’

ইকবাল আ*হত, নিহ*ত। বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকল। পুষ্পর দিকে তাকাল অসহায় চোখে। এই অসাধারণ, মিষ্টি ফুলটা সে রেখে যাবে? হায় হায়!

তার তো শোকে গড়াগড়ি খেতে মন চাইছে। অথচ এই মেয়ের মুখে

শোকের ছায়া অবধি নেই। কত স্বাভাবিক! তোমার কি খা*রাপ লাগছেনা মাই লাভ? জামাই রেখে দু বছর থাকবে শুনে ক*ষ্ট হচ্ছে না?
খোরশেদ, মুমতাহিনা মুখ দেখা-দেখি করলেন। শেষে বললেন ' বেশ,তাই হবে।'
আমজাদ নিশ্চিন্ত শ্বাস ফেলে বললেন ' ধন্যবাদ! তবে কাবিন হলেও বিয়ের মতই সব আয়োজন করব

আমি। শুধু মেয়েটা নিয়ে যাওয়ার বদলে রেখে যাবেন আর কী।'

ওনার দুই ঠোঁটের হাসিটা ইকবালের অসহ্য লাগল। চোরের ওপর বাটপারি করে দিল এই লোক! চোখের সামনে দুটো বছর বউ রেখে দেয়ার শাস্তি দিয়ে দিলো। রাজনীতি তো এনার করার কথা! তা না করে ব্যবসায় নামলেন কেন? হুয়াই?

মুমতাহিনা ব্যাগ থেকে আংটি বের করে বললেন,‘ এটা আমার তরফ থেকে তোমার জন্য উপহার।সম্পূর্ন আমার তরফ থেকে বুঝলে? এই আংটি দিয়ে আমার পূত্রবধূ হিসেবে তোমায় দলিল করে নিলাম কিন্তু ।’ বলতে বলতে আংটিটা ভরে দিলেন পুষ্পর অনামিকায়। সে সালাম করতে ঝুঁকলে আটকে দিলেন। কপালে চুঁমু খেয়ে বললেন,

‘ সুখী হও, আমার ছেলে যা উড়নিচণ্ডি! ওকে বেঁধে রেখো আঁচলে।’

মিনা বেগম অনেকক্ষন যাবত একটা কথা বলার জন্য উশখুশ করছেন। কীভাবে শুরু করবেন, কেউ যদি বলে দিতো!

শেষে অধৈর্য হয়ে মিনমিন করে বলে ফেললেন,

‘ ইয়ে,আপা,দেনাপাওনার বিষয়টা?’

মুমতাহিনা এমন ভাবে তাকালেন যেন ওনার জান চেয়েছে কেউ। খোরশেদ আর তার মূক দৃষ্টি দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে পরলেন তিনি।

ভদ্রলোক অবাক কণ্ঠে বললেন,' এসব কী বলছেন ভাবি? এ যুগে এসেও এমন কথা মানায়?'

' না আসলে আমি.....যৌতুক বোঝাইনি,উপহার বোঝালাম আর কী!

খোরশেদ তীব্র প্রতিবাদ করলেন,
‘ না না ভাবি,এটা আশা করিনি। উপহার আমার দরকার নেই। আপনার মেয়েইতো আমার জন্য আস্ত একটা দামী তওফা। তাছাড়া আল্লাহর রহমতে আমার যা আছে আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আপনারা এরকম কথা মুখেও আনবেন না।’
ইকবাল বিদ্বিষ্ট ভঙিতে বিড়বিড় করে বলল,

‘ আপনাদের উপহার আপনারা রেখে, মেয়েটা দিয়ে দিন আমায়। ওটাই চাই আমার। ‘আমজাদ মনে মনে মুগ্ধ হলেন ইকবালের পরিবারের প্রতি। খোরশেদ একটা পাব্লিক ভার্সিটির প্রফেসর। অনেক নাম-ডাক আছে তার। অনেকবার সামনা-সামনি দেখেওছেন ওনাকে। লোকটা আসলেই অমায়িক। তার

আফসোস হলো,ইকবাল কে ওনার ছেলে ভাবতেই।

ছেলেটা বাবার মতো হলেই পারতো।

পিউ দাঁত বার করে হাসছিল। তার ভীষণ ভালো লাগছে। শেষমেষ ইকবাল, তার দুলাভাই হবে ভাবতেই ডগমগ করছে খুশিতে। আচমকা ইফতির দিকে চোখ পড়তেই হাসিহাসি ভাবটা কমে এলো।

ছেলেটা তাকিয়ে ছিল না? চোখাচোখি হতেই তড়িৎ বেগে আরেকদিক ফিরল যেন।
পিউ ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়াল। অপ্রস্তুত ভাবে ঘাড় চুল্কাল। কেন যেন মনে হলো,ইফতি ছেলেটা ওকেই দেখছিল এতক্ষণ।পিউ ঘুরেফিরে আবার ধূসরের দিক তাকাল । মুহুর্তে মেরুদণ্ড সোজা করে ফেলল। মানুষটার ক্ষিপ্ত,কটমটে চাউনী জোড়া

দেখেই ঘাবড়ে গেল। যেন এক্ষুনি তে*ড়ে এসে থা*পড়ে চোখ-মুখ অন্ধকার করে ফেলবে। পিউ বিভ্রান্ত হলো। এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন উনি? রাতেও তো ঠিকঠাক ছিলেন। কত কাব্যিক কথা শোনালেন! গাল ধরলেন। সে কি আবার কোনও অঘটন ঘটিয়েছে?

ওমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গতকাল রাতের পর থেকে এক এক করে

সমস্ত ইতিহাস ঘাটতে শুরু করল পিউ। মাথা এলোমেলো করে ভাবতে থাকল,

‘ কী করেছি আমি?’শীতকাল শেষের পথে। অল্প স্বল্প গরম পরছে এখন। সূর্যের তাপ চওড়া হচ্ছে। প্রখরতা বাড়ছে রোদ্দুরের। বসন্ত সবে সবে শুরু হওয়ায় ভূমন্ডল তখন নতুন রুপে সেজেগুজে তৈরি। মৃ*তের ন্যায় বৃক্ষের চূড়ায় দেখা দিয়েছে

কচি সবুজ নব নব পল্লব। এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ায় চড়ুই। কোকিল ডাকে নিরন্তর। মাথার ওপর তাণ্ডব করা রবির তীব্রতায়ও এক মুহুর্তে মানুষের হৃদয় বশে নিতে সক্ষম এই সুর। আর এই দারুন,চমৎকার সময়টাতেই লেখা হলো ইকবাল-পুষ্পর মিলিত হওয়ার দিনলিপি।এক ঘর মানুষের শতধাপ আলোচনার

মধ্য দিয়ে ধার্য্য হলো তাদের বিয়ের দিন। আগামী সোমবার আংটিবদল, আর ঠিক সপ্তাহের মাথায় যে শুক্রবার আসছে,সেদিনই ওদের আকদ হবে। দিন- তারিখ ঠিক হতেই বসার ঘরে হিড়িক পরল মিষ্টি খাওয়ার। সবাই মিলে মিষ্টি মুখ করলেন। একে অন্যকে খাওয়ালেন। মুমতাহিনা উঠে গিয়ে কুটুমদের সাথে গলাগলি করলেন। সকলের

ওষ্ঠপুটে যখন হাসির অন্ত নেই,পিউ তখন গভীর দুঃশ্চিন্তায়। সবাই যখন আমোদ,ফূর্তিতে মেতে, সে চিন্তিত মনে নখ কা*টছে দাঁত দিয়ে।

ধূসরের দিক চোখ পড়লেই বুক কাঁ*পছে। লোকটা রে*গে গেলে অক্ষি কোটর কেমন অস্বাভাবিক দেখায়। নাকের পাটা ফেঁপে ওঠে বারবার। এসব দেখলেই ওর রুহু উড়ে যায়। কিন্তু এখন সে করেছে

টা কী? গতকাল রাতের পর বাড়ি থেকেও বের হয়নি। কোনও ছেলের সাথেও কথা বলেনি। কথা তো এমনিতেও বলে না। আজকেও লক্ষী হয়েছিল সারাদিন। তবে এইভাবে কটমট করে দেখছেন কেন উনি?

তার মাথা ফেঁ*টে চৌচির। গলা শুকিয়ে আসছে। ধূসর প্রচন্ড খা*রাপ মেজাজে বসে। এর মধ্যেই আচমকা ইকবাল উরুর ওপর

খোঁচানো শুরু করে। ধূসর খেয়াল করেও চুপ থাকল। কিন্তু ইকবালের খোঁচাখুঁচি বাড়ছে। খিট*মিট করে তাকাল সে,‘ কী সমস্যা?’

‘ এভাবে তাকাস না,ভ*য় লাগে।’

‘ সমস্যাটা কী?’

‘ বললে রা*গ করবি না তো?’

‘ শুনি আগে।’

ইকবাল মিনমিন করে বলল ,

‘ ইয়ে,পুষ্পর সাথে একটু আলাদা কথা বলব,সুযোগ করে দে না ভাই।’

ধূসর কঠিন কণ্ঠে বলল,

‘ আমি ওর বড় ভাই ইকবাল,হ্যাংলামো করিস না।’

ইকবাল মিনতি করল ‘ প্লিজ ভাই প্লিজ। অল্প একটু সময়, প্লিজ।’

ধূসর পরাজিত শ্বাস ফেলল। ফিরতি জবাব দিলোনা।

সবার মধ্যেই সোজাসুজি পুষ্পকে বলল,‘ পুষ্প,এখানে বড়দের আলোচনা চলুক,তুই বসে না থেকে ইকবাল কে নিয়ে ছাদ থেকে ঘুরে আয় যা।’

মেয়েটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকায়। ইকবালের দুগাল লেপ্টে সরে গেল দুদিকে। ধূসরকে কষে একটা চুমু খেতে পারতো যদি!

কেউ কিছু বলল না। পুষ্পর অস্বস্তি হচ্ছে। এত এত গুরুজনের মধ্য দিয়ে উঠে যাবে কী?

ধূসর তাগাদা দিলো ‘ কী হলো? যা।’

‘ হু? যাচ্ছি।’

সে আলগোছে উঠে দাঁড়ায়। নুড়ি লাফিয়ে বলল,

‘ আম্মু আমিও যাব ছাদে।’

ইকবালের হাসিটা দপ করে নিভল। মানা করার জন্য জ্বিভ নিশপিশ করল। সে তো প্রেম করতে যাচ্ছে,এমন বাচ্চা বোনের সামনে অসম্ভব যা।

পুষ্প হেসে বলল ‘ এসো।’ইকবাল অসহায় নেত্রে ধূসরের দিক তাকায়। ধূসর কাঁধ উঁচাল। নীরবে বোঝাল, এখানে সে নিরুপায়।

নুড়ি উঠতেই যাচ্ছিল,মুমতাহিনা আটকে ধরলেন। মেয়েকে কোলে টেনে বসিয়ে বললেন,

‘ না মা এখন ছাদে অনেক রোদ। গেলে কালো হয়ে যাবে তুমি।’

নুড়ির মস্তিষ্কে বিশদভাবে কথাখানা ঢোকে।

কালো হওয়ার ভয়ে সে চা অবধি খায় না।

মাথা কাত করে বলল,

‘ আচ্ছা,যাব না।’

ইকবাল বিজয়ী হাসল। পাঞ্জাবি ঠিকঠাক করে উঠে দাঁড়াল। পুষ্প ভীষণ লজ্জায় নুইয়ে আছে তখন। নুড়িকে আটকে দেয়া মানে তাদের দুজনকে আলাদা সময় কাটা*তে বোঝানো। ইশ! সবাই কী না কী ভাবলেন!

পুষ্প তাড়াহুড়ো পায়ে হাঁটা ধরল। ইকবাল চলল পেছনে।

মেয়েটার পদযুগল ছাদের মেঝে ছুঁতেও পারল না, অধৈর্য হাতে পেছন থেকে জাপটে ধরল সে। পুষ্প ছোটাছুটি শুরু করল তৎক্ষনাৎ।‘ ছাড়ো ইকবাল,আশেপাশে বাড়িঘর আছে,দেখে ফেলবে কেউ।’

ইকবাল ছাড়ল না। তার কণ্ঠ জড়ানো,বলল,

‘ দেখলে দেখুক,আমার বউ আমি ধরব,লোকের কী?’

‘ জি না,এখনও বউ হইনি। বিয়ে হতে এখনও এক সপ্তাহ বাকী। ‘

‘ ওই একই কথা।’

পুষ্প স্বর মোটা করল, ‘ তুমি ছাড়বে? ‘

ইকবাল চ সূচক শব্দ করে ছেড়ে দিল। পুষ্প সরে এসে মুখোমুখি তাকিয়ে বলল,

‘ ভাইয়াকে ছাদের কথা বলতে তুমি শিখিয়ে দিয়েছ তাইনা?’

‘ না। ওকে কথা শিখিয়ে দিতে হয়? ও নিজেই বলেছে।’

‘ এমনি এমনি বলেছে বিশ্বাস করব? পেছনে কলকাঠি নেড়েছ না?’

ইকবাল কলার ঠিক করে বলল ‘ তা একটু নেড়েছি। এত পার্সোনালিটি তোমার ভাইয়ের,ইমোশোনাল ব্ল্যাকমেইল না করলে লাভ হয় না।’‘

এরকম করার কী দরকার ছিল ইকবাল? সবাই কী ভাবল?’

ইকবাল বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ উফ! সবার কথা বাদ দাও তো মাই লাভ। আমাদের কথা বলি চলো।’

‘ তোমার সাথে এখন আবার কীসের কথা? সব কথা বিয়ের পর।’

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ বিয়ের পর আর কথা বলব কীভাবে মাই লাভ,তোমার হিটলার বাপ সেইত তোমাকে সিন্দুকে ভরে রাখছেন।’

পুষ্প জ্ব*লে উঠল,

‘ একদম আমার বাবাকে হিটলার বলবে না।’

‘ কেন বলব না? বিয়ে দিচ্ছে,অথচ মেয়ে তুলে দেবে না। দুটো বছর

মানে কত গুলো দিন বোঝো? আমি থাকব কী করে এতদিন?’

শেষ দিকে অসহায় শোনাল তার কণ্ঠ। অথচ পুষ্প মিটিমিটি হাসল। ইকবাল ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ হাসছো?’‘ তো কী করব? হাসব না?’

‘ আমার দুঃখে হাসবে কেন? ‘

‘ হাসছি ,তুমি বোকা তাই। আব্বু আমাকে তুলে দেবে না

বলেছে,তোমাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছেন?’

ইকবাল আনমনে বলল,’ না করেনি।’

খেয়াল করতেই অতুজ্জ্বল চোখে চাইল। কণ্ঠে অবিশ্বাস ঢেলে বলল,

‘ এর মানে আমি যখন খুশি আসতে পারব?’

পুষ্প নাটক করে বলল,

‘ সে আমি কী জানি,তোমার ইচ্ছে।’

ইকবাল এত খুশি হলো যে একটু আগে পুষ্পর সাবধানী বানী ভুলে গেল। ভুলে গেল আশেপাশে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দালানকোঠা। আচমকা পুষ্পর কোমড় জড়িয়ে শূন্যে উঠিয়ে ফেলল সে। মেয়েটা ভড়কে গেছিল প্রথম দফায়। গলা জড়িয়ে ধরল তার। ইকবাল ততক্ষণে ঘুরপাক খেতে শুরু করল,সাথে চেঁচিয়ে স্লোগান দিলো,

‘ আই লাভ ইউ মাই লাভ,আই লাভ ইউ।’

পুষ্প হেসে উঠল। হাসছে ইকবাল। দুজনের তৃপ্ত হাস্য মিশে গেল বাতাসে। জানিয়ে গেল,

‘ অবশেষে ওরা এক হচ্ছে,সত্যিই হচ্ছে।’অতিথিদের খাবারের জন্য সবিনীত আমন্ত্রন জানানো হয়। গৃহীনিরা ব্যস্ত হলেন টেবিল সাজাতে। ইকবাল তার ভাইবোন

আর বাবা মাকে সাদরে নিয়ে যাওয়া হলো খাবার রুমে। পুষ্পকে জোর করে পাশে বসালেন মুমতাহিনা। ঠিক তার মুখোমুখি বসেছে ইকবাল। মুহুর্তে মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে এলো। কেন যেন লজ্জা লাগছে খুব। ছাদে ইকবাল জোর করে চুমু খেয়েছে ঠোঁটে। আর সেটা দেখে ফেলেছে পাশের বিল্ডিংয়ের এক নাদান ছেলে। ওই ঘনিষ্ঠ মুহুর্তেই

ছেলেটা ডেকে বলল ‘ এই তোমরা কী করছো?’

পুষ্প কুণ্ঠায় দাঁড়াতে পারেনি। দৌড়ে নীচে চলে এসেছে। ইকবাল হাজির হয়েছে পরে। তার অঙ্গভঙ্গি স্বাভাবিক। হবে না? নিলজ্জ তো! এখন ওই চোখের দিকেও তাকাতে পারছেনা পুষ্প। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। তার নেত্রদ্বয় সর্বদা ব্যাকুল তার সৌষ্ঠম মুখস্রী দেখতে।

গতকাল মানুষটার করা পাগলামি গুলো ভেবে ভেবে সারাটা রাত ঘুম ধরা দেয়নি চোখে। এপাশ- ওপাশ করেছে,আর একা একা হেসেছে। মাঝেমধ্যে নিজেরই বিশ্বাস করতে ক*ষ্ট হয়,কেউ এতটাও ভালোবাসে ওকে? ওর বিয়ের খবরেই যার অস্থির, অশান্ত অবস্থা হতে পারে,একদিনেই বাবা মাকে টেনেটুনে প্রস্তাব নিয়ে আসতে

পারে,এই ছেলে আর কত কী পারবে কে জানে! পুষ্প মুচকি হাসল। তক্ষুনি টের পেলো পায়ের পাতায় সুরসুরি দিচ্ছে কেউ। রীতিমতো স্লাইড করছে বুড়ো আঙুল দিয়ে। পুষ্প চট করে চোখ তুলে ইকবালের দিক চাইল। ছেলেটা দুষ্টু হেসে ভ্রু উঁচায়। পুষ্প মুখ বেঁকিয়ে চোখ রাঙায় পা সরাতে। সরাল তো নাই-ই,উলটে ক্যাবলার মত স্থির

হয়ে চেয়ে রইল। পুষ্প বাড়ির সবার দিকে তাকায়। এভাবে ওকে চেয়ে থাকতে দেখলে কী অস্বস্তিকর অবস্থা হবে! এদিকে তার পা থেকে মাথার তালু অবধি শিরশির করছে। আঁকাবাকা হয়ে আসছে দেহ। সবার মধ্যে বসে মোচড়ামুচড়ি করা যায়? সে অসহায় নেত্রে তাকাল। যার অর্থ,একটু পা সরাও না ইকবাল! ছেলেটা শুনল না। বরং দু পায়ের

মাঝখানে পুষ্পর পা নিয়ে বন্দী করল। মিনা বেগম ওর কাছে এলেন ভাত বেড়ে দিতে। সে স্বাভাবিক হয়ে বসে থাকে। সুন্দর করে শুধায়,‘ আপনারা খাবেন না?’

‘ খাব তো,পরে। আগে তোমরা খেয়ে নাও।’

‘ একসাথে বোসতাম আন্টি।’

তার নাটক দেখে পুষ্প ভেঙচি কাট*ল। কী ভদ্র সাজছে! টেবিলের

নীচে যে অসভ্যের মত পা চলছে সেতো আর কেউ জানে না।
ধূসর প্লেটের দিক চেয়ে ফুঁ*সছে। কিছুক্ষণ পরপর ক্ষি*প্ত নজরে তাকাচ্ছে ইফতির দিকে। যখনই ইফতি পিউয়ের দিকে চায়,ধূসর হাত মুঠো করে ফ্যালে।
বত্রিশটা দাঁত খি*চে বসে থাকে। পারছেনা উঠে গিয়ে ঘু*ষি মেরে চোখ অন্ধ বানিয়ে দিতে। ভাইয়ের

হবু শ্বশুর বাড়ি এসে একটা মেয়ে দেখেছে কী, এভাবে তাকাতে হবে? কই,সেতো কোনও মেয়ের দিকে কখনও তাকায়না। পাশ থেকে হেঁটে গেলেও চোখ উঠিয়ে খেয়াল করেনা মেয়েটি কে! আজকাল কার ছেলে গুলো এত ছ্যাচড়া আর অসভ্য কেন? বাড়ির লোকজনই বা কেন এত কেয়ারলেস! ছেলে এসে কোনদিকে,কারদিকে হা করে

তাকায়,খেয়াল রাখবেনা তারা? এটা কী বাবা মায়ের দায়িত্বে পরেনা? আশ্চর্য তো!

ধূসরের পায়ের র*ক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। ক্ষো*ভে খাড়া হয়ে যাচ্ছে সমস্ত লোমকূপ। ইকবালের ভাই না হলে এতক্ষণে তো...সে মাথা খারাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ। ভেতর ভেতর ক্রো*ধে ফোস*ফোস করছে।

বুঝতে পারছে না রা*গটা কার ওপর দেখালে যুতসই হবে।

সে তপ্ত চোখে একবার পিউয়ের দিকে তাকাল। মেয়েটার অর্ধশুষ্ক চক্ষুদ্বয় তার দিকেই চেয়ে। ধূসর নিভে এলো এবার। চোখ বুজে ধাতস্থ করল মেজাজ। শান্ত গলায় শুধাল,

‘ খাবিনা?’

পিউ ভ*য়ে ছিল এতক্ষণ। ধূসরের সাবলীল স্বর শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এর মানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক । মৃদূ হেসে বলল,

‘ পরে খাব।’

পুষ্প বলল, ” পরে কেন? এখন বোস না।’মুমতাহিনাও তাল মেলালেন। পিউ দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে মায়ের দিকে তাকায়। মিনা বেগম

চোখ দিয়ে ইশারা করলেন বসতে। মেয়েটা বসতে গেলে ইকবাল বলল,

‘ পিউপিউ তুমি আমার কাছে চলে এসো।’

পিউ হেসে ঘুরে গিয়ে তার পাশের চেয়ারে বসল। ভাতে হাত চালানোর সময় হঠাৎই ইকবাল কানের পাশে এসে বলল,

‘ শালিকা,আমাকে দুলাভাই হিসেবে পেয়ে কেমন বোধ কোরছো?’

পিউ মুচকি হাসল। ভ্রুঁ নাঁচিয়ে বলল
‘ ঝাক্কাস।’
‘ আমার কী কপাল বলোতো পিউ,সুন্দরী শালি আর সুন্দরী বউ। উফ,ভাবতেই শরীর চারশ চার ভোল্টেজে ঝাঁকি মা*রছে।’
পিউ বলল,
‘ ভাইয়া, দুলাভাই হলে কিন্তু ঝামেলাও আছে,যা যা প্যারা দিব সব সহ্য করতে হবে।’

‘ আরে করব করব, তুমি আমার একটা মাত্র শালী,আবার ভাবিও। তোমার প্যারা দেয়ার একশ ভাগ অধিকার আছে। ‘

পিউ ভ্রু কুঁচকে বলল ‘ ভাবি?’

‘ কেন? ধূসরের বউ হলে তুমি আমার ভাবি হবে না?’কণ্ঠ আরো নেমে এসেছে ইকবালের। পিউয়ের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ‘ধূসরের বউ’ কথাটা কানের পাশে বেজে

চলল কিছুক্ষণ। চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে ইকবালের পিঠের ওপর দিয়ে একবার দেখে নিলো প্রিয় মুখটিকে। ধূসরের নিরেট গালের এক পাশ মাথা খারাপ করে দিল নিমিষে। উফ! কোনও একদিন এই মানুষটার বউ হবে সে? এই যে চার আঙুলের মাথায় লোকমা তুলে খাচ্ছে, এইভাবে তাকেও খাইয়ে দেবে? এই দিন গুলো কবে আসবে

পিউ? কবে এই চওড়া বুক,এই ছবির মতো আঁকা একটা মুখে চুমু খেয়ে ভরে ফেলবি তুই? বুক ভরা সাহস নিয়ে,এই মানুষটার চোখের দিক তাকিয়ে আওড়াবি ' আপনি শুধু আমার ধূসর ভাই। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আপনাকে। এই ভালোবাসার সঙ্গা লেখার মত বই এখনও ছাপা হয়নি। তাহলে বুঝুন, কত ভ*য়ানক এই প্রেম? প্রশান্ত

মহাসাগরও কিন্তু হার মানবে এখানে।পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাত মাখা শুরু করে। এত দ্রুত খায় যে ওর খাওয়াই শেষ হয় সবার আগে। সে উঠে দাঁড়াতেই, ইফতিও উঠে গেল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রশ্ন ছু*ড়ল,
‘ বেসিন টা কোথায়?’
রুবায়দা বললেন ‘ পিউ যাচ্ছে তো,ওর সাথে যাও বাবা।’

ধূসরের খাওয়া ওমনি থেমে গেল। নীচু মাথাটা উটপাখির মত সজাগ করে তাকাল।

পিউ বিরক্ত হয়। চেহারায় প্রকাশ না করলেও মনে মনে বলল, ‘ বেসিন কি সাত সাগর তেরো নদীর ওপারে? আমার সাথে আসার কী আছে?’ মুখে বলল,

‘ আসুন।’ইফতির ঠোঁট জুড়ে বিজয়ী হাসি ফুটল। সে পা বাড়াল পিউয়ের

পেছনে। মুমতাহিনা ছেলের অর্ধেক খেয়ে রাখা খাবারের প্লেটের দিক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হতাশ হয়ে ভাবলেন ‘ ছেলেটার ভাত মাখার অভ্যেস কবে থেকে হলো? ‘ ইফতি ডান বাম দুহাত মিলিয়ে কচলে কচলে ধুঁচ্ছে। সময় নিচ্ছে বেশ। মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখছে পাশে দাঁড়ানো পিউকে। সব শেষে হ্যান্ডওয়াশের বোতলের দিকে আবার

হাত বাড়াতে দেখেই পিউ নাকমুখ কোঁচকাল। এই নিয়ে তিনবার হ্যান্ডওয়াশ লাগাচ্ছে সে। পিউ অধৈর্য হয়ে এঁটো হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়। মেহমান বলে কুঁলুপ আঁটা মুখে। যাই হোক,কিচ্ছুটি বলা যাবে না।

ইফতি এইবার ক্ষান্ত হলো। হাত ধুয়ে,পানি ঝেড়ে, বেসিনের পাশে টাঙানো তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে শুধাল,

‘ বেশি সময় নিলাম?’

পিউ মেকি হেসে বলল, ‘ না না।’ইফতি সরলে সে এগিয়ে এসে হাত ধোঁয়। পেছন থেকে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। মেয়েটা ওর সমবয়সী। অথচ বোঝাই যায়না। মনে হয়,নাইন টেনে পড়ছে। কী মিষ্টি একটা মুখ! এ অবধি যতগুলো প্রেম করেছে একটা মেয়েকেও এত ভালো লাগেনি। লাগলে ওরা

পার্মানেন্ট গার্লফ্রেন্ড হতে পারত। ইফতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিউকে দেখে গেল। পিঠে ছড়ানো লম্বা বেনীটা ভীষণ রকম নজরে লাগল তার। আজকালকার মেয়েরা চুল লম্বাই রাখেনা,আবার বিনুনি! আর ভ্রুয়ের নীচের দুটো টানা টানা চোখ,উফ,ওই দুটোই যেন সবথেকে আকর্ষনীয়। যখন সিড়ি বেয়ে নামছিল,বড় বড় চোখ দেখেই ত সব ভুলে চেয়েছিল

সে। না,এই মেয়েটাকে তার লাগবেই। একে হাতছাড়া করলে জীবনটাই একটা লস প্রজেক্ট হবে। পিউ ঘুরে তাকাতেই দেখল ইফতি হা করে চেয়ে আছে। প্রচন্ড অসস্তি হলো তার। এলোমেলো পল্লব ফেলল মেঝেতে। ইফতি অনতিবিলম্বে নিজেকে ঠিকঠাক করে ফ্যালে। সে নিজেও অপ্রতিভ হয়েছে,তবে সামান্য । পরিস্থিতি

সামলাতে গলা খাকাড়ি দিলো একবার। শুধাল,‘ কোন কলেজে পড়ো তুমি?’

‘ ঢা*** কলেজ।’

‘ ওউ,ভালো কলেজ তো। তোমাদের বাসা থেকেও কাছে।’

পিউ বলল,

‘ জি। আপনি কোথায় পড়েন?’

ইফতি ভ্রু গোঁটায়,

‘ আপনি- আজ্ঞে করছো কেন? আমরা তো ব্যাচমেট। ব্যাচমেট কে কেউ আপনি করে বলে?’

পিউ দুষ্টুমি করে বলল,

‘ আমিতো আমার ব্যাচমেট ছেলেদের তুই করে বলি। আপনাকেও বলব?’

ইফতি নিভে গেল। মুখ গোমড়া করে বলল,

‘ যা ইচ্ছে।’পরক্ষনে শুধাল,

‘ এক্সাম কেমন হচ্ছে তোমার?’

‘ ভালো।’

‘ সায়েন্স নিয়ে তো?’

‘ হ্যাঁ, আপনি? ‘

‘ আমি অত ব্রাইট স্টুডেন্ট নই। কোনও রকম। সায়েন্সে পোষাবে না বলে সম্মান রাখতে কমার্স নিয়েছি আর কী!’

‘ কমার্স কী খুব সহজ না কী? আমিত আমার বন্ধুদের দেখি,ওদের

করা নোটস দেখি,কত বড় বড় একটা অংক! আমারতো দেখলেই মাথা ঘোরে।’

বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল ইফতি।

‘ তা অবশ্য ঠিক। তুমি কি মেডিকেলে এপ্লাই করবে?’

পিউ দুপাশে ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল,‘ এ বাবা না না,মাথা খা*রাপ? ডাক্তার হতে হলে সারাজীবন পড়তে

হয়। আমি অত পড়তে পারব না। এমনিতে পাব্লিকে চান্স পেলে হোলো,নাহলে নেই।’

‘ মেয়েরা পড়াশুনা নিয়ে এত চ্যিল হয়? ‘

ইফতির অবাক কণ্ঠ। পিউ লজ্জা পেয়ে বলল ‘ আমি হই।’

‘ এইজন্যেই তুমি ভাইয়ার শালী হচ্ছো। ভাইয়াও চ্যিল,আমিও চ্যিল

এবার তোমাকে পেলাম তুমিও চ্যিল। জীবনটাই চ্যিলময়।’

পিউ হেসে ফেলল।

তার সুশ্রী,ললিত মুখশ্রী অদ্ভুতভাবে দাগ কাট*ল ইফতির হৃদয়ে। ওমন মুখোমুখি দাঁড়িয়েই কিছু একটা অনুভব করল সে। সেই সময় জুতোর শব্দ এলো কানে। সাথে ভেসে এলো স্বভাবজাত গম্ভীর কণ্ঠ,

‘ হাত ধোঁয়া হয়নি?’

পিউ চকিতে তাকায়। ধূসরকে দেখেই মিইয়ে আসে। ইফতি বলল ‘ জি।’

‘ তোমাকে আন্টি ডাকছেন।’ইফতি কথা বাড়ায়না। হনহনে পায়ে প্রস্থান নিলো। পিউ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। সে কী এখানে থাকবে? না চলে যাবে? ভেবেচিন্তে বার করল যা, তাতে গুটিগুটি পায়ে পাশ কা*টাতে গেল ধূসরের। আর ওমনি কনুই চে*পে

ধরল সে। পিউ হকচকিয়ে তাকাল। ভীত কণ্ঠে বলল ‘ কী হয়েছে?’

‘ কোথায় যাচ্ছিস?’

‘ ডড্রয়িং রুরমে।’

‘ যাবি না।’

‘ তাহলে? ‘

ধূসরের চক্ষুদ্বয় একদিকে বেঁকে এলো,

‘ এতক্ষণ তো দাঁড়িয়ে ছিলিস,আমি আসা মাত্র যাওয়ার কথা মনে পড়েছে?’

পিউ নীচু স্বরে বলল,‘ না, তা কখন বললাম? ‘

‘ তাহলে কী বলেছিস?’

‘ কিছু তো বলিনি।’

‘ কেন বলিস নি?’

পিউ দিশেহারা হয়ে বলল,

‘ আসলে কী বলব আমি?’

ধূসর আরেকদিক ফিরে শ্বাস ঝেড়ে তাকাল। ততোধিক ঠান্ডা গলায় বলল,

‘ যতক্ষণ না আমার হাত ধোঁয়া হবে,এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি। খবরদার যদি এক পা নড়েছিস।’

পিউ বিস্মিত, তবে খুশি হয়েছে। ধূসরের কাছাকাছি থাকার জন্য উতলা যে,তার আনন্দ না পেয়ে উপায় কী? তার শ*ঙ্কিত চেহারা

আকষ্মিক কেমন জ্ব*লে ওঠে । তার থেকেও আদর নিয়ে উড়ে বেড়াল,অনুভূতির দল। আলোকিত,স্ফুর্ত চোখমুখে ঘাড় কাত করে বলল,

‘ আচ্ছা।’

ধূসর ওর এক হাত ধরে রেখেই বেসিনের কাছে এলো। ট্যাপ ছেড়ে হাত পেতে আদেশ করল, ‘ ধুইয়ে দে।’

পিউ অবাক হলো তার অচেনা,অপরিচিত আচরণ দেখে। নিশ্চিত হতে বলল ‘ আমি?”

‘ এখানে আর কেউ আছে?’পিউ ভেতর ভেতর ফেটে পরল খুশিতে। আস্তেধীরে এসে ধূসরের ভেজা হাত ধরতেই তার শরীরটা ঝাঁকুনি দিলো কেমন। কান থেকে হাত পা থরথর করে উঠল জ্বরে ভোগা রো*গীর ন্যায়। নিজের পেল্লব দুহাত লাগিয়ে

এঁটো হাতখানা পরিষ্কার করল সে। এত আলতো ভাবে ধরেছে,যেন এ কোনও সাতাশ বছরের যুবকের নয়,সদ্য জন্মানো শিশুর হাত। মুখমন্ডলে লালিত সূর্যকিরণ। চোখ তুলে চাইতে পারছে না মেয়েটা। ঠোঁটের লজ্জাভাব আটকানো মুশকিল। বক্ষে চঞ্চল,তুলতুলে হাবভাব লুকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। এই খসখসে হাতটা আজন্ম মুঠোয় নিয়ে

বসতে পারত যদি! কিংবা শোবার সময় মাথার নীচে বালিশ হোতো ওর। পিউ এমন ভাবে নিঃশ্বাস নিলো,

যেন কত গুরুদায়িত্ব সেড়েছে কেবল। শেষ হতেই ধূসর নির্দেশ করল,

‘ মুছিয়ে দে।’

সে মাথা চুল্কে তোয়ালের দিক হাত বাড়াতে গেলেই ধম*কে উঠল,‘ ওটা দিতে বলেছি?’

কেঁ*পে উঠল পিউ। বিভ্রান্ত,আত*ঙ্কিত হয়ে বলল ‘ তাহলে? ‘

ধূসর আরেকদিক তাকিয়ে বলল ‘ ওড়না দিয়ে মোছা।’

পিউ চোখ পিটপিট করল বিস্ময়ে। সংশয় কা*টাতে শুধাল ‘ ওড়না দিয়ে?’

‘হ্যাঁ।’

পিউ কতক্ষণ অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে থাকে। ধূসর ভাইয়ের কী হলো হঠাৎ? না চাইতেও এমন জ্যাকপট দিচ্ছেন কেন ওকে?

তার মাথা উত্তেজনায় ভনভন করে।

হুলস্থুল বাধিয়ে হাত মোছাল ওড়নায়। ইশ! এত সুখ সুখ লাগছে কেন? প্রফুল্লতায় যেন জল আসবে চোখে। সারাজীবন এই দায়িত্বটা যদি দিতেন ধূসর ভাই! আপনাকে নিয়ে লুকিয়ে পরতাম পৃথিবীর সুপ্ত কোনও গহ্বরে। বরফ, শীতল হিমাগারে বাসা বানাতাম দুজন। সেখানকার বরফকুচি গায়ে মেখে বসে বসে বিকেল কাটাতাম। অবিচল চেয়ে

রইতাম আপনার আগুন দুই চোখে। তবুও মন ভরতো না হয়ত। আপনার দিক চেয়ে থাকলে আমার অন্তরের শান্তি হয়, শান্ত হয় না।
পিউ কেমন ফ্যাস-ফ্যাসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,‘ আর কোথাও মুছিয়ে দেব ধূসর ভাই?’
ধূসর স্থূল কণ্ঠে বলল,
‘ না, যা এখন।’

তার মনটা ঝুপ করে খা*রাপ হলো এতে। এই কথা,এই কণ্ঠস্বর তো আশা করেনি। হাত ধোয়াতে,মোছাতে বলেছেন যখন, মুখটাও মোছাতে বলতে পারতেন। এই সুযোগে আরেকটু কাছে থাকা যেতনা? দুচোখ ভরে বিমুগ্ধ নজরে দেখতে পারত না ওনাকে? ধ্যাত!

সে বিরক্ত ভঙ্গিতে এক পা বাড়াতেই ধূসর পেছন থেকে হাত টেনে ধরে।

পিউ কেঁ*পে দাঁড়িয়ে যায়। ভেতরে তোলপাড় শুরু হলো ওমনি। অবচেতন মন বলছে ধূসর ভাই টেনে বুকে মেশাবেন এখন। কপালের ঠিক মাঝখানে চুমু খেয়ে বললেন, কী বলবেন? ভালোবাসি বলবেন,না কি অন্য কিছু শোনাবেন? না কি সেদিনের মত চুঁমু খেতে চাইবেন ঠোঁটে? ধূসরের পাতলা অধরের সেই এগিয়ে আসার

পুরোনো চিত্রপট চোখে ভাসতেই পিউ কুণ্ঠায় মিশে গেল। নুইয়ে এলো শতহাত। তার বক্ষস্পন্দন জোড়াল। ধুকপুক করছে খুব। যেন বক্ষপটের সাথে ফুসফুস,নাড়িভুড়ি সব কাঁ*পছে। পেটের মধ্যে চলছে দুঃসহ ভুমিকম্প।

সেই মুহুর্তে ধূসর হাতে টান বসায়। তবে কল্পনা মতো কিচ্ছুটি করল না। বুকের না মিশিয়ে হাতখানা মু*চড়ে

ধরল মেয়েটার পিঠের সঙ্গে। চমকে গেল পিউ। প্রচন্ড হতভম্ব হয়ে,ভ্যাবাচেকা খেল।

তার অভিভূত অভিপ্রায়, কর্পূরের ন্যায় উবে যায়। লজ্জায় লাল -নীল হওয়া বেরিয়ে গেল দেয়াল ফুঁড়ে। আর্ত*নাদ করে বলল,‘ আ,ব্য*থা পাচ্ছি।’

ধূসর দাঁত পি*ষে বলল, ‘ ইফতির সাথে এত হাসাহাসি কীসের?’

‘ কই হাসলাম? হাসিনি আমি।’

‘ আমি দেখিনি?’

‘ লাগছে ধূসর ভাই।’

‘ লাগুক। কারো মনে লাগার থেকে তোর হাতা লাগা ভালো।’

পিউ কাঁদো*কাঁদো কণ্ঠে বলল,

‘ এমন করছেন কেন? ‘

ধূসর হাতে চাপ দিতেই সে মুচড়ে বলল,

‘ আমি ইচ্ছে করে হাসিনি। সত্যি বলছি। আপনি বললে অনিচ্ছায়ও হাসব না। আজ থেকে আমার হাসা বন্ধ ধূসর ভাই। আল্লাহর দোহাই, হাতটা ছাড়ুন। “ ছাড়লে কোথায় যাবি?’

‘ যেখানে আপনি বলবেন।’

‘ঘরে যাবি। নীচে যেন না দেখি।’

‘ আচ্ছা আচ্ছা,ছাড়ুন।’

ধূসর ছেড়ে দিতেই পিউ ত্রস্ত ঘুরে গেল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বলল,

‘ ঘরে কেন যাব আমি? সবাই যেখানে থাকবে আমিও সেখানে থাকব। আপনি সব সময় আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দেন কেন? কী সমস্যা আপনার?’

ধূসর কঠিন চোখে চাইল। পিউ বিরতি নিতেই আবার খপ করে হাত মুচ*ড়ে ধরল পিঠে। ভড়কে গেল

সে। একইরকম ককি*য়ে উঠল ব্যথায়।

‘ বেশি সাহস বেড়েছে আজকাল? এক চ*ড় মা*রব,দাঁত পরে মুখ খালি হয়ে যাবে।’

পিউয়ের তেজ শেষ। ভুল জায়গায় দা*পট দেখিয়েছে বুঝতেই, ফাঁটা বেলুনের মত চুপসে গেল চেহারা। অনুরোধ করে বলল,

‘ আর করব না ধূসর ভাই। আর করব না,এবারের মতো ছেড়ে দিন।’ধূসর পুনরায় শুধাল,

‘ ছাড়লে কোথায় যাবি?’

‘ ঘরে চলে যাব।’

‘ মনে থাকবে?’

পিউ ধৈর্যহীন,

‘ থাকবে, থাকবে।’

‘ ইফতির সাথে কথা বলবি?’

‘ ইফতির চৌদ্দ গুষ্ঠির সাথেও বলব না। প্লিজ ছাড়ুন। হাতটা খুলে গেলে পরীক্ষা দেব কী করে?’

ধূসর ছেড়ে দিল। সাথে হুকুম করল, ‘ ইফতির আশেপাশেও যেন না দেখি।’

পিউ হাত ডলতে ডলতে ঠোঁট ওল্টায়। যন্ত্রনায় চোখ ছলছল করছে তার।

এই পা*ষাণ লোকটাকেই কী না স্বপ্নে কাম*ড়ে খেয়ে ফেলতে মন চায়! বেহায়া, কু ইচ্ছেটাকে শিল-নোরা দিয়ে পি*ষে ফেলার ইচ্ছে হল । নিজের প্রতি চরম বিষাদ গাঢ় থেকে প্রগাঢ়তা পেলো। ধূসরের প্রতি রা*গে দাউ*দাউ করে আগু*ন জ্ব*লল মাথায়। মনে মনে নিজেকে গা*লি দিলো পিউ। বিড়বিড় করল,‘ ছিহ! ছিহ!’

ধূসর চোখ রাঙিয়ে বলল,
‘ এভাবে কী দেখছিস? খেয়ে ফেলবি আমাকে? চোখ নামিয়ে সোজা ঘরে যা।’
পিউ নাক টানল। কোটর সবে সবে ভরে উঠেছে। অভিমান হলো তার। বুকের ভেতর বন্দী থাকা করূন হৃদপিন্ডটা দেয়ালে মাথা ঠু*কে ম*রে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাল। অনুরাগের পাহাড় এত উঁচু হলো অল্পতে,সব

ছেড়ে*ছুড়ে বেদুইন হতে মন চাইল। ভেজা কণ্ঠে অভিযোগ জানাল,

' আপনি খুব নি*ষ্ঠুর ধূসর ভাই।'

' তুই যাবি?'তে*ড়ে আসতে দেখেই পিউ দুরন্ত পায়ে পালাল। মান ইজ্জতের দফারফা হচ্ছে,হয়ে আসছে। কেন যে পাষ*ন্ড টাকে ভালোবাসতে গেল! নাহলে এক্ষুনি আব্বুর কাছে জব্বর একটা নালিশ ঠুকতে পারতোনা?

অবশ্য নালিশ করেও বা! একটা স্বস্তা বালিশ ও মিলবে না। কাল বুক ফুলিয়ে মুখে মুখে তর্ক করা ছেলে কী আর এইসবের ধার ধারে?

দরজায় ঝোলানো ঝিনুকের ঝুলনি গুলো দুলে উঠল তার ছোটার তোপে। ধূসর ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল সেদিকে। পরপর ঠোঁটের কোনায় দেখা গেল চাপা,একপেশে হাসি। অক্ষিপটে চকচকে কৌতুক। হাসল

সে। যে হাসিতে ঠোঁট গহ্বর থেকেও মুক্ত হলো না দাঁত।

‘ নিজের সবথেকে দামী জিনিসটা একান্ত নিজের করে রাখতে হলে,একটু নি*ষ্ঠুর হওয়াই যায় পিউ। ওসব তুই বুঝবি না।’পিউ জানলা ঘেঁষে চেয়ার নিয়ে বসেছে। অন্যান্য সময় থাই গ্লাসে উড়ে আসা এক চিলতে রোদের ক্লান্ত হাওয়া তার হৃদয় ছুঁয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয়

সব মন খারা*প। কিন্তু আজকের প্রবল বৃষ্টিতে সেই রোদের দেখা নেই। বরং সামনের রাস্তার চপচপে পথ, নোং*রা হওয়া কাদা পানি জমে জমে ড্রেন চুইয়ে নামছে। ইকবালরা যাওয়ার ঘন্টা খানেকের মাথায় হঠাৎ ঝমঝমে বৃষ্টির ছন্দপতন শুরু হয়। এখনও অল্প স্বল্প ছাট এসে কাচে লাগছে। থেকে থেকে হচ্ছে বিদ্যুৎ স্ফুরণ। ফুটপাতে লেজ গুটিয়ে বসা

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠছে একটু পরপর। পিউ রাস্তার দিক ধ্যানমগ্ন হয়ে চেয়ে রইল। মন দিয়ে দেখল বর্ষা মাথায় নিয়ে, ছুটে চলা ব্যস্ত মানুষ গুলোকে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাসে বুক ওঠানামা করল। গ্লাস খুলে তাতে গুঁজে দিলো সরু আঙুল। ঠান্ডা, মোহময় হাওয়া ছুঁয়ে গেল মুখমণ্ডল।অচপল নেত্রে হাতের দিকে তাকাল সে। কব্জির জায়গাটা

লাল হয়ে গিয়েছে। ধূসর ভাই এত জোরে চে*পে ধরতে পারলেন! সে যে ব্য*থা পাবে ভাবলেনও না। ইফতির সাথে কথা বলেছে তো কী? প্রেম তো আর করেনি। প্রেম শব্দ পর্যন্ত ভাবার জন্যেও পিউ 'আসতাগফিরুল্লাহ' উচ্চারণ করে ফেলল তৎক্ষনাৎ। ধূসর ভাই ছাড়া আর কারোর পাশে প্রেমের 'প 'ও রাখতে চায় না সে।

আচ্ছা,এই দুনিয়ায় সেই কী একা,যে কীনা পনের বছর বয়সে প্রেমে পড়েছে? না কী প্রেমিকটা ধূসর ভাইয়ের মত নিরেট মনের পুরুষ বলেই জীবনটা জগাখিচুরি হয়ে গেল! এই যে সে অভিমানে নীল হয়ে রুমে এসে ঘাপটি মেরে বসল,একটু খোঁজ ও তো নিলেন না! একবার রা*গ ভা*ঙাতে এলেও তো পারেন! কেমন শক্ত প্রেমিক পুরুষ

তার! ভাবলে অবাক লাগে,এই মানুষটাই ওকে ভালোবাসে।
ওকে না দেখলে অস্থির হয়। সে না খেয়ে থাকলে খাওয়ানোর জন্য জোরাজোরি করে। আর কোনও ছেলেদের সাথে কথা বললে? তাহলে তো আর রক্ষে থাকেনা। আসলে ধূসর ভাই জেলাসিতে ভুগছেন। ঠিক যেমন তাকে কোনও মেয়ের পাশে দেখে সেও হিং*সের আ*গুনে

জ্ব*লত? তেমনই।পিউয়ের মনে পড়ল কিছু পুরোনো রঙীন স্মৃতি। বর্ষার বিয়েতে ঘটা একেকটি মধুর ঘটনা। সাদিফের পাঞ্জাবিটা তার পছন্দ হওয়ায় ধূসরেরও সেই একই পাঞ্জাবি কেনা,তার চুড়ি কিনতে মনে না থাকায় নিজে সেই চুড়ি কিনে আনা,শিহাব পেটে চিমটি কা*টায় তাকে বেধরম পে*টানো,সারাটা বিয়েবাড়ি তাকে আগলে দাঁড়িয়ে

থাকা,আর সেই দুপুরে? প্রথম বার অল্প একটু কাছে আসা।

পিউয়ের বুক কাঁ*পে লজ্জায়। ওই দৃশ্য যতবার মনে পড়ে ততবার সে কেঁ*পে ওঠে। হাঁস*ফাঁস করে। ম*রে যাওয়ার মত অনুভূতি হয়।

পিউ চোখ নামিয়ে মৃদূ হাসল। বিদ্যুৎ চমকানোর হলদে আলোয়,ল্যাম্পপোস্টের মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকা তার ক্ষুদ্র দেহটা

কুণ্ঠায় শতভাগ নুইয়েছে। ওই মুহুর্তে ধূসরের ওপর থেকে একটু আগের অভিমানটুকু পরে গেল তার। বরং,সীমা হারানো ভালোবাসার প্রকোপে দ্বায়সারা ভাবে শরীরটা ছেড়ে দিল দেয়ালে।ধূসর ভাই তার কাছে গোলকধাঁধা, তার কাছে উচ্চতর গণিতের সবথেকে ক*ঠিন আর অমীমাংসিত অংকটা। পুরো খাতা ঘেটেঘুটে ফেললেও শেষে

এসে যার ফলাফল জিরো দেখায়। তবু এই মানুষটাকে তার চাই। এর চওড়া বুক,চোখা নাক,মাঝারি দুটো চোখ,আর ধম*ক ছোড়া র*ক্তাভ ওষ্ঠযুগলে হোক তার একচ্ছত্র আধিপত্য। চাইলেও যে মানুষটাকে না ভেবে থাকা যায়না। একই বাড়িতে থাকে,বলতে গেলে চঁব্বিশ ঘন্টা সামনে দ্যাখে। তবুও ওনাকে ভেবেই ভোর আসে,ওনাকে ভেবেই

শেষ হয় রজনী। একটুও যে শান্তি নেই কোথাও! রাস্তায় বের হলে,কাউকে দেখলেও মনে হয়, ওইত ওটাই ধূসর ভাই। সেই বিরাট চোখ,ঠোঁট কাম*ড়ে ছোট দৃষ্টিতে তাকানো,কথার মাঝে চুলের ভাঁজে হাত চালানো, এইসবটা গেঁথে থাকে তার হৃদয়ে। মাঝেমধ্যে মনে হয় বুক ফুলিয়ে গিয়ে বক্ষ পেতে বলতে,

‘ নিন, আমার জীবন টা আপনি নিয়ে নিন। শয়ে শয়ে তীর মে*রে ঝা*ঝড়া করে ফেলুন। এটাত আপনারই।’

কে জানত,তিন বছর আগের সেই এক পল তাকানোই হবে তার সর্বস্বা*ন্ত হওয়ার প্রস্তুতি। ওই একবার তাকিয়েই আমৃ*ত্যু অন্তঃস্থল কব্জা করবেন তিনি। জন্ম জন্মান্তরের জন্য হারিয়ে যাবে সে।

নিজের স্বকীয়তা ভুলে, জ্ঞান হারাবে ধূসর ভাইয়ের প্রেমের রাজ্যে। গা ভেজাতে গিয়ে নাকানি-চুবানী খাবে তার প্রেম যমুনায়।

পিউ ফোস করে শ্বাস ফেলল। ভ*য়ঙ্কর,মায়া হীন এক লোকের প্রেমে যখন পড়েইছে,তাহলে এসব ভেবে লাভ কী? এই জীবনে ছাড় পাবে বলে মনে হয় না।তক্ষুনি পুষ্প তার রুম থেকে হাঁক ছু*ড়ল,

‘ পিউ,ঘুমাবি না?’

সে নড়েচড়ে উঠল। উচু স্বরে উত্তর করল,

‘ আসছি।’

‘ কোল বালিশটা নিয়ে আসিস,আমারটা কিন্তু দেব না।’

‘ আচ্ছা।’

একটা কোলবালিশ আর ছোট্টখাট্টো পাতলা কম্বলটা বগলদাবা করে বোনের কামড়ায় রওনা করল পিউ।

তারা দুজন আলোচনা করে ঠিক করেছে, যতদিন না পুষ্পর বিয়ে হচ্ছে, একসাথে ঘুমাবে। এরপর বিয়ে হলে ইকবাল ভাই প্রায়ই আসবেন। অবশ্য এই প্রায় আসা নিয়েও পিউয়ের সন্দেহ আছে। ইকবাল ভাই আপুর যা দিওয়ানা আশিক,দেখা গেল দিনের বারো ঘন্টাই এসে বসে থাকলেন এখানে। পিউ হাঁটতে হাঁটতে ফিক করে

হাসল। ধূসর ভাইটা যদি তার জন্য এমন পাগল হোতো! ইশ!‘ কী রে,গাট্টিবস্তা নিয়ে কই যাচ্ছিস?’

পিউ ঘুরে চাইল। সাদিফ তার রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে। পড়নে পাতলা কমলা টিশার্ট। হাঁটুর একটু নীচ অবধি প্যান্ট। ফর্সা লোমশ পা দুটো একেবারে চকচক করে তাকিয়ে আছে। পিউ বলল,

‘ আপুর রুমে যাচ্ছি ভাইয়া। ওখানে ঘুমাব।’

সে ভ্রু উঁচায়। অবাক হয়ে বলে,

‘ পুষ্প তোকে নেবে ঘুমাতে? ও না বেড শেয়ার করতে পারেনা!’

‘ ওসব তো অজুহাত ছিল। ইকবাল ভাইয়ের সাথে রাত জেগে ফুসুরফুসুর করত কী না! আমি শুনলে বিপদ তো,তাই শুতে নিতো না।’

সাদিফ বোঝার ভঙ্গি করে বলল ‘ ওওও...’পিউ খেয়াল করল,ইকবাল -পুষ্পর কথা উঠলেও সাদিফের চেহারা একইরকম থাকে। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় না । একটু খা*রাপ অন্তত লাগা উচিত, তাও না। সে বিভ্রান্ত হয়ে দু পাশে মাথা নেড়ে হাঁটা ধরতেই সাদিফ প্রস্তাব রাখল,

‘ দাবা খেলবি?’

পিউ আবার ফিরে তাকায়।

‘ খেলে কী লাভ? আপনিইতো জিতবেন।আমি তো পারিইনা।’

‘ খেলতে খেলতেই না পাঁকা হবি। আমিও কী প্রথম থেকে এত ভালো খেলেছি? খেলবি?’

পিউ একটু ভেবে বলল,

‘ আচ্ছা,এগুলো রেখে আসি তবে।’

সাদিফ এগিয়ে এসে বলল,

‘ একা পারবি না। আমাকে দে।’

‘ না পারব।’

‘ দিতে বলেছি দে।’পিউ দিয়ে দিলো। সাদিফকে ঢুকতে দেখেই শোয়া থেকে উঠে, ঠিকঠাক হয়ে বসল পুষ্প। কথা বলল না। ওর ওপর থেকে তার রা*গটা এখনও পরেনি। সাদিফই আগ বাড়িয়ে বলল,

‘ ডিস্টার্ব করার জন্য সরি রে পুষ্প! ‘

পুষ্প ছোট করে বলল,
‘ সমস্যা নেই।’
সাদিফ মৃদূ হাসল। বালিশ -কাথা বিছানায় ছু*ড়ে ফেলে, পিউয়ের দিক চেয়ে বলল ‘ আয়।’
পুষ্প বলল ‘ কোথায় যাচ্ছো তোমরা?’
পিউ বলল ‘ দাবা খেলব।’
‘ ওহ।’

‘ তুই খেলবি? তাহলে দাবা বাদ,চল ক্যারাম খেলি!’

সাদিফ আপত্তি জানানোর আগেই পুষ্প বলল,

‘ না খেলব না। তোরাই যা।’দাবার সব গুটি টেবিলের ওপর ঢালল সাদিফ। ওমনি পিউ হুটোপুটি করে ব্যস্ত হলো সাজাতে। এই কাজটা তার বেশ ভালো লাগে। কোনটায় কোন চাল তাও জানে। শুধু জানেনা

খেলা জমে উঠলে কী দানে প্রতিপক্ষ কে হারানো যায়! অত বুদ্ধি তার মাথাতেই নেই।

সে গভীর মনোযোগ খাঁটাল গুটি সাজাতে। সেই পুরোটা সময় মুখের দিকে চেয়ে রইল সাদিফ। ঠোঁটের কোনে লেপ্টে থাকা অল্প হাসিটুকু পিউয়ের নয়নাভিরাম মুখশ্রী দেখে ধীরে ধীরে গাঢ় হলো। খেলা তো ছুঁতো। পিউকে কতক্ষণ সামনে

বসিয়ে দেখার অমোঘ ইচ্ছে পূরন করার এর চেয়ে উত্তম মাধ্যম তার জানা নেই।

সারাদিন অফিস,পিউয়ের কলেজ,কোচিং,বাড়ির সবার ভিড়ে একটু আকটু তাকানোতে কি মন ভরে? এই যে এত কাছে থেকে গোলগাল মুখটা দেখছে,এর সাথে তুলনা হয় কিছুর?

পিউ তাকানোর আগেই সাদিফ ঠিকঠাক হয়ে বসল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,‘ আগে তুই চাল দে।’

পিউ অনেকদিন খেলেনি। মাথা চুল্কে বলল,

‘ আগে যেন কোনটা দেব? নৌকা চালব না সেনা?’

সাদিফ মুচকি হেসে বলল, ‘ যেটা তোর ইচ্ছে।’

‘ যাহ,তা আবার হয় না কী!’

‘ তুই চাইলে হতে বাধ্য।’

পিউ সন্দেহী চোখে তাকাল।

‘ হঠাৎ আমাকে এত পাম দিচ্ছেন যে? কী চাই!’

সাদিফ হাসিটা ধরে রেখেই বলল,

‘ কী মনে হয়? কী চাইতে পারি?’

পিউ ভেবে বলল,‘ নিশ্চয়ই এমন কিছু, যেটা আমি ছাড়া হবে না। নাহলে আপনি এত ভালো কথা বলার মানুষ তো নন।’

সাদিফ শব্দ করে হেসে উঠল। ভাবল,

‘ ঠিক বলেছিস,যা চাই,তা তুই ছাড়া পাওয়া অসম্ভব।

পিউ অধৈর্য ভঙিতে ভ্রু নাঁচাল ‘ কী চাই বলুন।’

‘ তোকে চাই পিউ। শুধু তোকে।’

‘ বলবেন? ‘

‘ হু? না, আপাতত কিছু চাইনা। আগে সৈন্য চালতে হয়।’

‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।’

সাদা, ছোট সৈন্য টাকে পিউ সামনে এগিয়ে দিলো। পরপর কালো দুটো গুটি আগাল সাদিফ। পিউ ভ্রু কুঁচকে সাদিফকে লক্ষ্য করল কিছুক্ষন । ইদানীং ধূসরের থেকেও একে ওর সেল্ফ সেন্টার মনে হয়। মুখ দেখেও মন বোঝার উপায় নেই। তার প্রেমিকার আজ বিয়ে ঠিক হলো,অথচ চেহারায় বিন্দুমাত্র

শোকের ছাঁয়া নেই? পিউয়ের মনে খটকা লাগে,সাদিফ ভাইয়ের প্রেমটা খাঁটি ছিল তো?

তার চেয়ে থাকার মধ্যে চোখাচোখি হলো। পিউয়ের নাক মুখ কোঁচকানো দেখে সাদিফের কপাল বেঁকে এলো।‘ কী দেখছিস?’

পিউ থতমত খেয়ে দৃষ্টি নামিয়ে বলল,

‘ হু? কই,কিছু না।’

সাদিফ মনে মনে হাসে। সে যেমন সুযোগ পেলেই ওকে দ্যাখে,পিউও কী সেরকম কিছু করল? এটা কী গ্রিন সিগন্যাল?

পিউ উশখুশ করল। পরপর রয়ে সয়ে শুধাল,

‘একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি অনুমতি দিলে বলতাম।’

‘ আর না দিলে? ‘

‘ না দিলেও বলব,কারণ জ্বিভ নিশপিশ করা ভীষণ খারা*প।’

সাদিফ হেসে বলল,

‘ আচ্ছা বল।’

পিউ জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। স্পষ্ট কণ্ঠে শুধাল ‘ ‘আপনার খা*রাপ লাগেনা? ক*ষ্ট হয় না?’

সাদিফ চোখ পিটপিট করল,

‘ কেন?’

পিউ আমতা-আমতা করে বলল,' না মানে, ইকবাল ভাইয়ের সাথে আপুর যে বিয়ে ঠিক হলো,তাই। আপনারতো দুঃ*খে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ভাইয়া। হা-হুতাশ করে বাপ্পারাজের মত গানও গাওয়ার কথা। অথচ আপনি আজ সবার মধ্যে কী বেহায়া বনে দাঁত কেলিয়ে বসেছিলেন। ওনাদের সাথে একই টেবিলে বসে কব্জি ডু*বিয়ে

রোস্ট খেলেন। আবার বিকেলে চাও! এসব কীভাবে সম্ভব!’

সাদিফ হতভম্ব হয়ে বলল,

‘ এসব আমি কেন করব? আর এতে অসম্ভবের কী আছে?’

পিউ ধৈর্য হীন ভঙ্গিতে বলল,

‘ আপনি বুঝতেই পারছেন না,আপনি যদি এভাবে মনের ক*ষ্ট লুকিয়ে রাখেন,ভাণ করেন হাসিখুশি থাকার,সেটাত বিপদ। এতে মানুষের

বদ্ধ উন্মাদ হওয়ার আশ*ঙ্কা থাকে। আপনি আমার কাছে শেয়ার করুন সাদিফ ভাই। ভুলে যান আমি আপনার ছোট।, ভাবুন আমি আর আপনি এখন বন্ধু। কেমন? তাহলে বলুন দেখি,আপনার কী খুব ক*ষ্ট হচ্ছে? বাঁচব না ম*রে যাব, ওপারে চলে যাব,এরকম টাইপ কিছু মনে হচ্ছে? ‘

সবটা সাদিফের মাথার ওপর দিয়ে যায়। বিস্ময়ের চরম পর্যায়ে লটকে গেল সে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল,
‘ তোর কী তার টার ছিঁ*ড়ে গেছে পিউ? কী যা তা বলছিস? আমার ক*ষ্ট হবে কেন? আমিতো খুশি হয়েছি।’
পিউ চোখ উঁচিয়ে বলল,‘ খুশি হয়েছেন?’

‘ হ্যাঁ। পুষ্প যাকে ভালোবাসে তাকে পাচ্ছে খুশি হব না?’

পিউয়ের মায়াটা তরতর করে বাড়ল। আহারে! কত ভালো মানুষ! নিজের ভালোবাসাকে কোর*বানি দিয়েও ওপাশের মানুষটার ভালো থাকা নিয়ে ভাবছেন উনি।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাতর কণ্ঠে বলল,

‘ তাহলে আপনার ভালোবাসার কী হবে ভাইয়া?’

সাদিফ চক্ষু গোঁটায়,

‘ কী হবে বলতে?’

পিউ ‘চ’ সূচক শব্দ করল। এই সাদিফ ভাই এত ধানাই-পানাই করছেন কেন? এমন ভাব, যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে হয় তাই জানেন না।মোটামুটি বিরক্ত হয়ে বলল’ ঢং করছেন কেন? আপনি যে

আপুকে ভালোবাসেন আমিতো জানি।'

সাদিফের চোখ উলটে এলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে,নিস্তব্ধ কণ্ঠে বলল,

' এসব,এসব তোকে কে বলেছে?'

' কেন,আমি বুঝি ছোট? কিছু বুঝিনা? আপনি যে আপুর পাশে বসার জন্য কেমন করতেন,হাসতেন ওকে দেখে,আরো অনেক কিছু

করতেন সব কী খুলে বলা যায় না কী।’

সাদিফ আহ*ত ভাবে তাকিয়ে থাকল। অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ এর মানে,তুই এতদিন ধরে ভেবে এসেছিস, আমি পুষ্পকে পছন্দ করি?’

পিউ মাথা ঝাঁকাল।

‘ বর্ষার বিয়েতে যখন বলেছিলি, তুই আমার মনের কথা জানিস,সেটা এটা ছিল?’

পিউ বলল, ‘ হ্যাঁ, তা নয়ত কী!’

সাদিফ কিছুক্ষন নিষ্পলক চেয়ে রইল। ভাষাহীন,নির্জীব দৃষ্টি। পিউ ঠোঁট কা*মড়ে, ভ্রুঁ কুঁচকে ঠাওর করতে চাইল আবহাওয়া।

আচমকা দাবার কোর্ট টা উল্টে দিলো সাদিফ। পিউ ভ*য়ে দাঁড়িয়ে

গেল। সাদিফ টেবিলের পায়ায় লা*থি মা*রল সবেগে।পিউয়ের মাথা চক্কর দিলো তা দেখে। ভী*ত কণ্ঠে, মিনমিন করে বলল, ‘ কী হলো ভা...’

সাদিফ কথা কেড়ে নেয়। সজোরে ধম*কে বলে,

‘ তুই এক্ষুনি আমার সামনে থেকে সর। এক্ষুনি।’

‘ আমি কী করলাম?’

‘ তোকে যেতে বলেছি পিউ। ‘

পিউয়ের সাহস হলোনা দাঁড়ানোর। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো। চোখ ভিজে উঠেছে ততক্ষণে। সবাই শুধু ওকেই ধ*মকায়,ওকেই মা*রে। সে কী রাস্তার পাড়ে লাগানো সরকারি আমড়া গাছ? যে,যখন যাবে ঢিল ছু*ড়বে!পিউ বিছানায় উলটে পরতেই চটক কা*টল পুষ্পর। বই থেকে মুখ তুলল। পিউ বালিশে মাথা

গুঁজে দু পা উচুতে উঠিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছে। পুষ্প জিজ্ঞেস করল,

‘ কী হয়েছে?’

পিউ নিশ্চুপ। পুষ্প বই নামিয়ে রাখল পাশে। একটু এগিয়ে পিঠের ওপর হাত রাখল ওর। নরম গলায় বলল,

‘ কী হয়েছে আমার বোনের?’

পিউ মাথা তুলল। পুষ্প বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ কাঁদছিস কেন?’
পিউ চোখ মুছে, নাক টেনে বলল,
‘ সবাই আমাকেই ব*কে কেন আপু? আমি কী খুব খারা*প? ‘
পুষ্প তটস্থ ভঙ্গিতে ঘুরে বসে বলল,
‘ কে ব*কেছে তোকে? আর তুই খারা*প কেন হবি? আমার বোনতো ওয়ার্ল্ড বেস্ট!’
পিউ বিরস কণ্ঠে বলল,‘ যখন যার ইচ্ছে হয় সেই ব*কে। ধূসর

ভাইতো বকতে বকতে বড় করলেন। দুপুরেও এক গাদা বকুনি খেলাম। সাদিফ ভাই ভালোমতো খেলতে নিয়ে বকেঝকে পাঠিয়ে দিলেন। আম্মুত সারাদিন বকে,মাঝমধ্যে তুইও বকিস। আব্বু কখনও বকেননি,কিন্তু কাল ঠিকই মা*রলেন। ‘

পুষ্পর মায়া হলো খুব। মনটাও হুহু করে উঠল বোনের প্রতি। গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

‘ আহা থাক পাখি,আর কেউ বকবেনা। আমিও প্রমিস করলাম,আর বকবনা।’

পিউ উঠে বসে বলল,

‘ কোনও প্রমিসের দরকার নেই। আমি আর এ বাড়িতে থাকব না। যে

বাড়িতে আমার কদর নেই,সেখানে আমিও নেই। সন্ন্যাসী হয়ে যাব।’

পুষ্পর হাসি পেলো এবার।

‘ সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় যাবি?’

‘ যেদিকে চোখ যায়, কমলার মতো বন-বাদাড়ে চলে যাব।’

‘ আর খাবি কী?’‘ অত বড় বনে খাওয়ার মত কিছু তো থাকবে। একেবারেই কিছু না পেলে, গাছের পাতা খাব,তবু এ বাড়িতে আর নয়।’

পুষ্প ঠোঁট টিপে হেসে বলল,
‘ কিন্তু সেখানে তো ধূসর ভাই থাকবেন না। পারবি ওনাকে না দেখে থাকতে?’
পিউয়ের রাগটা টুপ করে নি*ভে গেল। চুপসে এলো এ যাত্রায়। মনম*রা হয়ে বলল
‘ এই একটা স্টেশনে এসেই তো আমার রেলগাড়ীটা থেমে যায়।’

পুষ্প শব্দ করে হেসে ওঠে। হাসার তোপে শুয়ে পরে বিছানায়। পিউ গাল ফুলিয়ে বলল,

‘ আমার ক*ষ্টে তুই হাসছিস?’

‘ আচ্ছা,হাসব না। ‘

পিউ ঠোঁট উলটে, দু হাঁটুতে থুত্নী ঠেকিয়ে বলল,

‘ কিচ্ছু ভালো লাগছে না। জীবনটা ঝুলে আছে এই ভালো না লাগার ওপর। ‘

পুষ্প মাথার নীচে এক হাত দিয়ে,চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ কঠিন অসুখ! এর চিকিৎসা ও নেই। কিন্তু তুই ভাবিস না,আয় তোকে আমার আর ইকবালের প্রেমের কাহিনী শোনাই। শুনতে চাইছিলিত কাল থেকে।’

‘ হ্যাঁ হ্যা শুনব। ‘

প্রফুল্ল চিত্ত পিউয়ের।

‘ এখানে শো। ‘

পুষ্প বালিশ পেতে দিতেই পিউ পাশে শোয়। সে তাকাল বোনের দিকে,আর পুষ্পর চোখ ছাদের ওপর। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বলল,

‘ ইকবালকে তো বহুবার দেখেছি,কিন্তু ওকে ভালো লেগেছিল কখন জানিস?’

‘ কখন?’

‘ ছোট চাচ্চুর বিয়ের সময়। ‘

‘ সেতো অনেক বছর আগের কথা। “ হ্যাঁ। তখন ও একেবারে একটা অলবয়সী ছেলে ছিল। ভার্সিটিতে উঠবেন আর কি। আমি বোধ হয় এইটে পড়তাম! মনে নেই ঠিক। তবে তুইত একেবারেই পিচ্চি। ইকবাল তখন এখনকার থেকেও বেশ শুকনা। একটা ঢিলেঢালা শার্ট পরে, ভাইয়ার সাথে হাত লাগিয়ে ফুল টানাচ্ছিল দেয়ালে। এক ফাঁকে

ঘেমে যাওয়া মুখটা মুছলো শার্টের হাতায়। আমার কী হলো কে জানে,কিছুক্ষণ হা করে চেয়ে দেখলাম ওকে। এমন তো নয় আগে দেখিনি,কিন্তু ওই দেখাটা আলাদা লাগল,একদম আলাদা। ‘

‘ তারপর? ‘

‘ তারপর, আর দেখা হলো না। ভাইয়া বিদেশ চলে গেলেন,ইকবালও আর আমাদের বাড়ি আসত না।

মাঝে-মধ্যে কলেজে যাওয়ার ফাঁকে দেখতাম রিক্সায় যাচ্ছে। তখন এই পার্সোনাল গাড়িটা ছিলনা ওর। সেই একটু দেখলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন কেমন করত জানিস। তোলপাড় হয়ে সব ভে*ঙে চূ*ড়ে পড়ত।

পিউ উদাস কণ্ঠে বলল, ‘ মনে হোতো পৃথিবীর সব তান্ডব নিজের হৃদয়ে বইছে। ‘

‘ একদমই তাই। তারপর যখন ভাইয়া ফিরলেন,আর ও আবার এলো,ওই সময় তো ওকে দেখেই ঠিক করে ফেললাম, একেই বিয়ে করব। কী করলাম জানিস?

পিউ আগ্রহভরে তাকায়,‘ কী?’

‘ সবাইকে এড়িয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম ‘ আপনার ফোন নম্বরটা দিন তো।’

‘ দিলো?’

‘ এক কথায়। হয়ত বন্ধুর বোন,তাই। এরপর আমি সেই রাতেই মেসেজ করলাম, আমি আপনাকে বিয়ে করব ইকবাল ভাই।’

পিউ তড়িৎ বেগে উঠে বসে বলল ‘ তারপর? ‘

‘ ও কোনও রিপ্লাই-ই করল না। আমার তো ভ*য়ে ঘাম ছুটে গেল। মেসেজ ডেলিভারড হয়েছে,রাত

বাজে দুটো, অথচ নো রিপ্লাই। ধূসর ভাইকে নালিশ ঠুকে দেবেনা তো? সেই ভ*য়ে সারারাত ঘুমাইনি। অথচ মশাই, পরদিন আমার কলেজের সামনে হাজির। আমিতো বাকরুদ্ধ! সে সি-এন-জি থেকে নেমে এসে আমার দিকে এগিয়ে এলো। ভ*য়ে আমার অবস্থা করুন। সামনে এসেই একেবারে রামধ*মক দিয়ে বলল ,

‘ এই মেয়ে,বয়স কত তোমার? বড় ভাইয়ের বন্ধুকে ওসব মেসেজ পাঠাও লজ্জা করেনা? ফের যেন না দেখি এসব পাঠাতে। তাহলে কিন্তু কপালে দুঃ*খ আছে বলে দিলাম।’

পিউ চোখ বড় করে বলল ‘ কী সাং*ঘাতিক! তুই ভ*য় পেয়েছিলি?”‘

আরে না। ও যত কঠোর আর গোমড়া মুখে কথাগুলো বলেছিল,ওর চাউনী ছিল ততটাই নরম আর

শান্ত। একেবারে আকাশ -পাতাল তফাৎ । যে কোনও মেয়ে বুঝে যাবে ওই দৃষ্টির মানে। তখন তো বড় হয়েছি,কলেজে পড়ছি।

আমার সাহস এতে তরতর করে বেড়ে গেল । রাতে রুমে এসেই অনেকগুলো মেসেজ দিলাম,নো রিপ্লাই। অপেক্ষা করলাম,বুঝলাম ইচ্ছে করে এমন করছে। আমিও কম কীসে, শয়তানী করে একটা

কিসিং ইমুজি পাঠালাম। আর সাথে সাথে কল করল ইকবাল। আমি ভাবলাম এবারেও ধম*কাবে। অথচ সে একদম থমথমে কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি ভুল কোরছো পুষ্প! ধূসর আমার বন্ধু আর তুমি তার বোন। আমাদের মধ্যে এর বাইরে কোনও সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। এসব হয়ওনা। ধূসর জানলে ক*ষ্ট পাবে।’

পিউ মুগ্ধ কণ্ঠে বলল,‘ ইশ! ইকবাল ভাই আসলেই একটা জিনিস। আচ্ছা, তারপর? ‘

‘ তারপরও আমি ওকে জ্বা*লানো থামাইনি। অতি ক*ষ্টের পর,টানা ছয় মাস গেলে ভদ্রলোক সাড়া দিলেন। কিন্তু প্রেম শুরু হওয়ার পর জানলাম,ও না কী প্রথম দেখাতেই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত।

মাঝেমধ্যে ওই যে কলেজের সামনে দেখতাম? সেটাও আমার জন্যে আসতো। শুধু, ভাইয়ার ভ*য়ে বলেনি।'

' কী সর্ব*নাশ! এতদিন অকারণে পেছনে ঘোরাল তাহলে ? শুনে রা*গ হয়নি তোর? '

' হয়েছিল না আবার? কথাই বলিনি একদিন। পরে সরি -টরি বলে ঠান্ডা করল। তাহলে ভাব,নিজেও

ভালোবাসতো,অথচ শুধু শুধু আমাকে পেছনে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। হতচ্ছাড়া লোক! ‘

পিউ গালে হাত দিয়ে ভাবল,‘ ধূসর ভাই যে কবে রাজী হবেন! কবে যে ওদের প্রেমটাও জমবে!’

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোনের চুলে আঙুল ডু*বিয়ে বলল,

‘ জানিস পিউ, ভালোবাসা মানে হলো ম*রা। তুই যাকে ভালোবাসবি সেও ম*রবে,আবার তুইও ভালোবেসে ম*রবি। তোকে সে ভালো না বাসলেও আফসোসে ম*রবে। সে ভালো বাসেনা ভেবে ভেবে তুইও ম*রবি। এই গোটা ব্যপারটাই একটা বাজে জিনিস। অথচ এই বাজে, বদ জিনিসেই আমরা আ*সক্ত হয়ে পরি। ‘

পিউ মনে মনে ভাবল,

‘ তার মানে আমিও ম*রতে নেমেছি? কিন্তু এই ম*রায় এত সুখ কেন আল্লাহ! ‘

পুষ্প কাত হয়ে শুয়ে বলল,

‘ মন ভালো হয়েছে?’

‘ অর্ধেক!’

‘ বাকী অর্ধেক কবে হবে? ভাইয়াকে পেলে?’

পিউ লজ্জায় লাল হয়ে গেল প্রথমে। পরে মন খা*রাপ করে বলল,‘ সে টা যে কবে হবে!’

‘ তুই বড় হ,তাহলেই হবে।’

পিউ বিরক্ত হয়ে বলল ‘ আর কত বড় হতে বলছিস? পাঁচ ফুট তিন আমি।’

পুষ্প হেসে, গাল টেনে দিয়ে বলল, ‘ বোকা,লম্বায় বড় হলেই কী বড় বলে? ধর এমন বড়, যাতে তোর

সিদ্ধান্তের ওপর কেউ তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবেনা। কেউ বলবেনা, ও ছোট! ওর কথা ধরতে নেই। বরং এটা বলবে,ও সাবালিকা,ও এখন সব বোঝে। '

পিউ উদ্বীগ্ন কণ্ঠে বলল,

' আঠের বছর হলেইতো সরকার এমন বলবে। কিন্তু আঠাশ বছর হলেও বাড়ির লোক মেয়েকে ছোটই দেখবেন। কাল শুনিসনি আব্বু কী

বলেছিলেন? তুই কিছু বুঝিস না হেনতেন। তাহলে আমার ব্যাপারেও তো এমন হবে। ‘

পুষ্প আবার হেসে বলল,

‘ আগেত সরকারের চোখে বড় হ। কে বলতে পারে, বাকী গুলো হয়ত আপনা- আপনি হয়ে গেল। ‘

‘ কিন্তু কীভাবে হবে?’

‘ সব আমি বলে দেব কেন? তুই ভাব,নে ঘুমো এবার। আমার কাল ক্লাশ আছে। ঘুমাই আমি।’

পুষ্প অন্যপাশ ফিরে শুলো। হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলো ল্যাম্পশেড। পিউও চুপচাপ শুয়ে পরে। আর কিছুদিন পরেই তো ওর জন্মদিন। আঠের হতে বাকী নেই। তবে কী বড হওয়ার সাথে সাথে, ধূসর ভাইকে পাওয়ার দিনও আসছে?

সাদিফ বরাবর ভদ্র ছেলে। মারিয়ার সঙ্গে ঝগ*ড়ায় জড়ালেও অফিসে ভাণ করে,যেন ওকে চেনেইনা। এই যেমন আজ, সন্ধ্যায় একটা বোর্ড মিটিং ছিল ওদের। সামনে ঈদ যেহেতু, নতুন নতুন প্রোডাক্ট স্যাম্পল দরকার কোম্পানির। সে জন্যেই সমস্ত স্টাফ নিয়ে কর্মকর্তারা মিটিং ডাকলেন।

মারিয়াকে দেখতেই সাদিফ এমন ভাবে চোখ ফেরাল, যেন আগে কোনও দিন দেখেইনি। মারিয়াও কিছু বলেনি। সে এখানে সামান্য কর্মচারী, সাদিফ তার উর্ধ্বতন। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর ঝগ*ড়া করবে না। শেষে দেখা যাবে,সিনিয়রকে অসন্মান করার জন্য তাকেই কিক মেরে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে।

আর সেই মিটিং শেষ হলো দশটার পরে। মারিয়ার এখন ভীষণ রকম মেজাজ গরম। আগে আগে মিটিং ডাকলে এদের কী পেট খা*রাপ হয়? ওদের আর কী! তারাতো নাঁচতে নাঁচতে গাড়িতে করে যাবে। দূর্ভোগ তো সব ওর মত সাধারণ মানুষের। এখন সে বাস পাবে কী করে? নয়টার পরেই বাস পাওয়া যায় না। মারিয়া অনেকক্ষন ধরে

স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা ব্য*থা করছে এখন। কা*ন্নাও পাচ্ছে। আশেপাশে লোকজন কমে আসছে। দোকানগুলোও ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে। এরপর তো কাকপক্ষীও থাকবে না। সে একা একটা মেয়ে,কোনও বিপদ হলে? ভাবতেই নারী মন আঁ*তকে ওঠে।আল্লাহ, আল্লাহ করে একটা বাস ভিক্ষা চায়। বাস এলো না,তবে তিনজন ছেলে

এসে দাঁড়াল স্টপেজে। ওদের দেখেই গুঁটিয়ে গেল সে। ওড়না টেনেটুনে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল। সব কটার হাতে সিগারেট। কোমড়ে হাত দিয়ে টানছে একেকজন। মারিয়া আড়চোখে চাইতেই, ওরাও চাইল। চোখাচোখি হলো ওমনি। বখাটে, বখাটে, অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে ভীতু মন আরো নেতিয়ে আসে। দাঁড়িয়ে

থাকবে না কী রিক্সা নিয়ে চলে যাবে? কিন্তু অতদূর যাওয়ার জন্য যথার্থ ভাড়াও কাছে নেই। তার ওপর আজ বৃষ্টি পরেছে সকালে। রিক্সা পেলেও সঠিক ভাড়ায় পাওয়া হ্যারিকেন দিয়ে খুঁজলেও মিলবে না। নিজেকে অসহায় লাগছে খুব। কেন যে মেয়ে হয়ে জন্মাল! ছেলে হলে তো বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

তার ভাবনার মধ্যেই একটা ছেলে যেঁচে বলল,‘ হ্যালো আপু,আপনার কি কোনও হেল্প দরকার? ‘

মারিয়ার কলিজা ছল্কে ওঠে। ভ*য়ে ঘাম ছোটে। সিনেমায়,পত্রিকায় দেখে আসা বা*জে দৃশ্য গুলো মাথাচাড়া দেয়। কাধব্যাগটা বুকে চে*পে ধরে, হুড়মুড়িয়ে ছুট লাগায় সে। ছেলে তিনটে ভ্যাবাচেকা খেয়ে চেয়ে রয় সেদিকে।

মারিয়া উল্টোপথে ছুটে এলো। অর্থাৎ তার অফিসের দিকে। আর যাই হোক,এই জায়গা নিরাপদ। সিসি ক্যামেরা আছে,আবার দারোয়ানও থাকবেন। দরকার পরলে এখানেই রাত কা*টাবে। কিন্তু বিপদ মাথায় নিয়ে কিছুতেই বের হওয়া যাবে না। কিন্তু মা? না ফিরলে চিন্তা করবে তো। অফিসের

সামনে পৌঁছে ফোন করে দেবে নাহয়।

সে যখন ছুটে আসছে সাদিফ তখনি অফিস থেকে বের হয়। সব গুছিয়ে বের হতে হতে দেরী হলো আজ। এই দেরীটা প্রায়শই হয় অবশ্য। বাইকে চাবি দিয়ে,উঠে বসার সময়, খেয়াল করলো একটা মেয়ে প্রানপণে দৌড়ে আসছে। থেমে গেল সে। বাইক স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে

সচেতন চোখে চাইল। চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার সময় চেনা মুখটা কাছে এসে থামল তার। সাদিফের ভ্রু দুটো বেঁকে গেল আরো। এই মেয়ে এভাবে ছুটছে কেন?

বিপদে শত্রুকে দেখলেও আপন মনে হয়। মারিয়ারও তাই হলো। সাদিফকে দেখেই ওর কাছে এসে ব্রেক কষল সে। বুকে হাত দিয়ে

হাপাতে হাপাতে তাকাল। সাদিফ ভ্রু কুঁচকে বলল,
‘ কী হয়েছে? এভাবে ছুটে এলেন কেন? কোনও সমস্যা?’মারিয়া নিশ্চুপ। সাদিফের চকচকে বাইকের দিকে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। ইশ! এই বাইকটা যদি তাকে বাড়িতে দিয়ে আসতো! কিন্তু বাইকের মালিক, সাদিফ বলেই দমে গেল ইচ্ছেটা। পরক্ষণে আবার

ভাবল, আগে বাড়ি যেতে হবে। নাহলে এই রাত বিরেতে কিছু ঘটলে সর্বনা*শটা তারই।
মারিয়া ঘাম মুছল কপালের। সাদিফ তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলল ‘ আর ইউ ওকে?’
মারিয়া জো*রে নিঃশ্বাস নিলো। কথাটা বলবে, না কী, বলবে না, সময় নিয়ে ভাবল। তারপর

ইগোটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে দিল সাইডে। রয়ে সয়ে বলল,

‘ আমাকে একটু ড্রপ করে দেবেন বাড়িতে? ‘

সাদিফ আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাবে তাকাল। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল,

‘ আমি?’

মারিয়া নিষ্পাপ কণ্ঠে বলে,

‘ জি। আমি না একটাও বাস পাচ্ছিনা।’

সাদিফ কপাল কুঁচকে বলল,‘ তো আমি কী করব? বাস পাচ্ছেন না সেটা অবশ্যই আপনার সমস্যা। রিক্সা করে যান।’

‘ আমার কাছে ভাড়া নেই। ‘

কথাটা গলার মধ্যেই দলা পাকিয়ে ঘুরল। বিপদে পরেছে বলে,এসব তো বলা যায় না। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে, আস্তে করে বলল’

‘একটু পৌঁছে দিলে কী হয়? ওই রাস্তা দিয়েইতো যাবেন।’

‘ সে যেখান দিয়েই যাই,আপনার মতো রাজাকার কে আমি বাইকে ওঠাব কেন?’

মারিয়া বিহ্বল হয়ে বলল,

‘ আমি,আমি রাজাকার?’

‘ অবশ্যই। ‘

‘ আমি রাজাকার হলাম কোন দিক দিয়ে?’

‘ অনেক দিক দিয়ে। রাজাকার মানে দেশদ্রো*হী। তারা কী করত,যে দেশে থাকে,খায়,ঘুমায়, পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে, সেই দেশের,দেশের মানুষেরই ক্ষ*তি করল? ঠিক যেমন আপনি, যে বাড়িতে পড়াতে যান,সেই বাড়ির ছেলের পাঞ্জাবিতে বিচুটি পাতা দিয়েছেন। মনে মনে চেয়েছেন আমারও ক্ষতি হোক। এই দুটোই

বেঈ*মানী। সেই দিক থেকে আপনি একজন পরিষ্কার রাজাকার, সরি রাজাকারী।'

মারিয়া হতবাক হয়ে বলল ' দুটো এক হলো?'' নিঃসন্দেহে। '

' যাব না আপনার গাড়িতে। '

' নেবোওনা। '

কথাটা বলেই বাইকে উঠে বসল সাদিফ। রীতিমতো ধোঁয়া ছুটিয়ে চলেও গেল। মারিয়া নিহ*ত চোখে

চেয়ে রইল কিছুক্ষণ । বুক ফে*টে কা*ন্না পেলো তার। রওনাক কে মনে পড়ল খুব। আজ যদি ভাইটা বেঁচে থাকতো, ঠিক নিতে আসতো না? কিংবা ও থাকলে এই চাকরী-বাকরির ও দরকার পরত না।

মারিয়ার দু চোখ ভরে উঠল। কার্নিশটুকু তর্জনী দিয়ে মুছে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকল। আচমকা,ফিরিয়ে এলো সাদিফ। ঠিক তার পায়ের

কাছে এসে ব্রেক কষল। ব্যাক সিট দেখিয়ে বলল,

‘ উঠুন।’

মারিয়া আশ্চর্য বনে গেল। সত্যিই কী লোকটা ফেরত এসছেন? তার মূক দৃষ্টি দেখে সাদিফ বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ উঠলে উঠুন তো ম্যালেরিয়া। আ’ম বিয়িং লেইট!’

ভীষণ গম্ভীর স্বর। মারিয়ার চেহারা চকচকে হলো। অন্ধকার ছেঁয়ে যাওয়া মুখটা ভরে ওঠে হাসিতে। কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে উঠে বসে সে।দু পা গুছিয়ে ব্যাগ আর ওড়নার দু মাথা কোলের ওপর রাখতেও পারল না সাদিফ টান বসাল বাইকে। মেয়েটা অপ্রস্তুতিতে হুড়মুড় করে পিঠের ওপর পরল। অস্বস্তিতে

মিইয়ে, ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসল আবার।

সাদিফের কিচ্ছু যায় এলো কী না বোঝা গেল না। বরং সহজ -সাবলীল গলায় বলল,

‘ ধরে বসুন,পরে হাত পা ভা*ঙলে হাসপাতালে নিতে পারব না। সরি!’

প্রথম বার মারিয়ার রা*গ হয়নি। ক্ষো*ভে ফর্সা নাক ফুলে ওঠেনি। বরং তুলতুলে হাতটা সাদিফের

কাঁধে রাখল সে। রকেট বেগে থরথর করে ঝাঁকুনি দিলো শরীর। যেন হৃদপিন্ডটা তাড়াহুড়ো করে বাম থেকে এক লাফে ডানে চলে এসেছে। চারপাশ থেকে শনশন বায়ুতে সাদিফের পারফিউমের কড়া ঘ্রান ছুটে এসে নাকে লাগছে তার। চোরা চোখে, ওমনভাবেই সাদিফের পিঠের দিকে তাকাল মারিয়া। প্রথম বার ছেলেটার এত কাছাকাছি বসে

অন্যরকম অদ্ভূত, অনুভূতি হলো। সেই অনুভূতি অদ্বিতীয়, এবং অজানা।চার গৃহিণী লিস্ট করতে বসেছেন। আকদে কারা কারা নিমন্ত্রিত হবেন তার এক বিরাট আর সম্পূর্ন তালিকা। আত্মীয় স্বজন সবার নাম যোগ হচ্ছে তাতে। মৈত্রীরাও জায়গা পেয়েছে। সেবার বর্ষার বিয়েতে মৈত্রীর মায়ের সাথে ওনাদের বেশ সখ্যতা হয়েছিল।

হোক ছোটখাটো প্রোগ্রাম,তাতে কী! সিকদার বাড়ির প্রথম বিয়ে,মনে রাখার মতোন না হলে হয়?

পিউ পাশে দাঁড়িয়ে। তার আনন্দের সীমা নেই। সবথেকে ভালো ব্যাপার হলো আর মাত্র একটা পরীক্ষা বাকী ওর। সেটাও পুষ্পর বিয়ের আগে শেষ। তারপর অবশ্য ফাইনাল আছে,কিন্তু দু তিন মাসের গ্যাপ

মাঝে। জমিয়ে আনন্দ করতে পারছে এই অনেক।

লিখতে লিখতে সুমনা বেগমের কলমের কালি শেষ হলো। তিনি দু একবার মোটা কলমটা ঝাঁকালেন, না কালি নেই। তারপর ওর দিক চেয়ে বললেন,

‘ আরেকটা কলম নিয়ে আয় তো মা।’পিউ ছুটল। দুরন্ত পায়ে সিড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠতেই সামনে পরল

ধূসর। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে আসছিল সে। দুজন দুজন কে দেখেই থমকে দাঁড়াল। পিউ, ধূসরের শ্যামলা খোলা বুক দেখেই চট করে চোখ বুজে ফেলল। টেনেটুনে সরাল দৃষ্টি। না না,বেহায়ার মতো এভাবে তাকানো ঠিক না।

আরেকদিক মুখ ফিরিয়ে পাশ কা*টাতে যেতেই ধূসর খপ করে

হাতখানা চে*পে ধরে। পিউ চকিতে ফিরল।সে কী আবার কিছু করেছে? সেই ক্ষণে ধূসর টান বসায়। পিউ হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পরে বুকে। ভ*য় পেয়ে মুঠোয় আকড়ে ধরে শার্ট। বিমুঢ় চোখে তাকাতেই ধূসর ভ্রুঁ নাঁচাল,

‘ কী সমস্যা?’

‘ককই?’

‘ কাল থেকে এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন আমাকে?’অভিযোগ,অথচ কী ভারী কণ্ঠ! পিউ অবাক হয়ে চেয়ে রয়। ওনাকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য আছে ওর? বলল,

‘ এড়িয়ে যাব কেন? কাল থেকে তো আপনিই বাসায় ছিলেন না।’

ধূসর পূর্ন দৃষ্টি বোলাল তার চেহারায়। হঠাৎ করেই কোমল স্বরে শুধাল,

‘ রা*গ করেছিস?’

পিউ আশাতীত ভঙিতে তাকাল।

এরকম একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন শুনে বেহুশ না হলে হয়।

আনমনে দুপাশে মাথা নেড়ে বোঝাল,’ না।’

পরক্ষনেই বিরক্ত হয়, চেঁ*তে যায় নিজের ওপর। ক*ঠোর করতে চায় চোখ-মুখ। সেতো রা*গ

করেছে,ভয়া*বহ রা*গ করেছে।
তাহলে না বলল কেন?
তার বিভ্রান্ত চেহারা ধূসর মন দিয়ে দেখল। পরপর দেখল পিউয়ের ছোট ছোট সাদাটে দুটো হাত,যা খা*মচে ধরে আছে বুকের কাছটা।ধূসর আবার চাইল মেয়েটার চোখের দিকে।
কপালে ভাঁজ ফেলে শুধাল,
‘ পিৎজ্জা খাবি?’

পিউ বিস্মিত,স্তব্ধ। কী মুসিবত! কাল থেকে এগুলো কী ঘটছে ওর সাথে? ধূসর ভাই এমন এমন কাজ করছেন,এমন এমন কথা বলছেন সে যে খুশিতে পাগল হয়ে যাবে! পিৎজ্জার কথা শুনে তার রা*গ-ঢাক শেষ। মোমের ন্যায় গলে যায় ভেতরের ছাই চাপা আ*গুন। স্ফুর্ত চিত্তে বলল,

‘ হ্যাঁ খাব। ‘

ধূসর মুচকি হাসে। পিউয়ের হাতদুটো আলগাভাবে ছাড়িয়ে দেয়। ওকে পেছনে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে,

‘ বিকেলে তৈরী থাকিস, নিয়ে যাব।’

পিউ আনন্দে শিশুর ন্যায় লাফিয়ে ওঠে। সুমনা নীচ থেকে ডাক ছু*ড়লেন,

‘ কী রে পিউ,পেন আনতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেলি না কি!’

পিউ ত্রস্ত ঠিকঠাক হয়ে বলল,
‘ আ,আনছি ছোট মা!’পিউ নিজের সবিটুকু উচ্ছাস দিয়ে তৈরী হলো। লাল চুড়িদার, কাঁধের এক পাশে ঝোলানো বেনুনি,চোখ ভরা কাজল , তবে লালের সাথে বেমানান,ধূসরের প্রথম উপহার সেই নীল কাচের চুড়ি গুলো হাতে ভরল। ঝুনঝুন -ঝুনঝুন শব্দ তুলে ঘর থেকে বের হতেই দেখল পুষ্প ওড়না পিন করতে

করতে আসছে। রীতিমতো তাকে দেখেই এগিয়ে এসে পিঠ ফিরিয়ে বলল’ পিনটা লাগিয়ে দে তো!’

পিউ কপাল কুঁচকে বলল,

‘ ঘুরতে যাচ্ছিস?’

‘ হ্যাঁ।’

‘ ভাইয়ার সাথে? ‘

‘ হু।’

‘ কাল তো বললিনা আমায়।’

‘ তুই যে ভাইয়ার সাথে যাচ্ছিস,আমাকে বলেছিস?’

পিউ থতমত খেয়ে বলল,

‘ তোকে কে বলল?’

পুষ্প হাসল।

পিউ বলল, ‘ চল না তাহলে সবাই একসাথে যাই।’

পুষ্প নীচে নামতে নামতে বলল,‘ কোনও দরকার নেই,প্রাইভেসি ফার্স্ট।’

পিউ ভেঙচি কা*টল। বিয়ের আগেই এই,বিয়ের পরে এই মেয়ে তাকে চিনলে হয়।

পার্কিং লটে এসেই ইকবাল কে দেখে পিউ অবাক হলো। ছেলেটা গাড়ির দরজা ঘেঁষে, কনুইয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটের কোনায় বরাবরের মত নিষ্পাপ হাসি। পিউ হাসল ওকে দেখে। ছটফটে পায়ে কাছে গিয়ে বলল,

‘ আরে ভাইয়া,কখন এলেন?’

ইকবাল টেনে টেনে বলল,

‘ ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। বউ -শালী একসাথে,শালার কী ভাগ্য!’

এলাম কিছুক্ষণ। তোমাকে তো ঝাকানাকা লাগছে পিউপিউ। একেবারে লাল পরী!’

পুষ্প বলল, ‘ আর আমাকে?’

ইকবাল কণ্ঠ নামিয়ে বলল, ‘ ইউ আর অলওয়েজ বিউটিফুল মাই লাভ।’

পুষ্প আই ঢাই করে ওঠে লাজে। পিউ উহুম উহুম করে কেশে উঠল। বলল,

‘ ইকবাল ভাই কিন্তু, ফ্লার্ট খুব ভালো পারেন।’

পুষ্প তাল মেলায়,’ সে আর বলতে,একেবারে ওস্তাদ।’

ইকবাল বলল,‘ নারীর হোলো আল্লাহর সৌন্দর্য সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। তাদের একটু প্রসংশা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলে ক্ষতি কী?’

‘ থাক থাক,অনেক হয়েছে। তা কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

ইকবাল গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল ‘ আগেতো ওঠো মাই লাভ। ‘

পুষ্প উঠে বসে। পিউ আশেপাশে তাকায়। ধূসর ভাই কোথায়? কোথায় ওনার বাইক?

ইকবাল মিটিমিটি হেসে বলল ‘ কাউকে খুঁজছো পিউপিউ?’

‘ ইয়ে,ধূসর ভাই?’

ইকবাল গুরুতর কণ্ঠে বলল,

‘ ও তো পার্টি অফিসে গিয়েছে। সন্ধ্যের আগে আসবে না।’

পিউয়ের মুখটা শুকিয়ে গেল ওমনি। গুটিয়ে একটুখানি হয়ে এলো প্রায়। সন্ধ্যের আগে আসবেননা,তবে যে ওকে বলে গেলেন, তৈরি হয়ে থাকতে?’

পিউ মাথা নামিয়ে নিলো। চেহারার পরতে পরতে অন্ধকার।

ইকবাল ঝুঁকে এসে শুধাল,

‘ তুমি কি প্ল্যানটা ক্যান্সেল করে, আমাদের সাথে যেতে চাও পিউ?’

পিউ না চেয়ে,দুদিকে মাথা নাড়ল। তার ক*ষ্ট হচ্ছে খুব। ধূসর ভাই এরকম মজাও করেন আজকাল? নীচু কণ্ঠে

বলল, আপনারা যান।'' শিয়র?'

'হু।'

বলতে বলতে তাকাল, চমকে গেল ওমনি। পাশে ধূসর এসে দাঁড়িয়েছে। লাইট ব্লু শার্টের সাথে, ম্যাচিং করে আবার সানগ্লাশ পরেছে।

তার এমন ড্যাশিং ভাবমূর্তি দেখেই হার্ট মিস করল পিউ। ইকবালের দিক চাইতেই,সে ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ বোকা হয়ে গেলে তাইনা? হা হা হা।’

পুষ্পও হুহা করে হেসে ফেলল। হাসছে ইকবালও। সবাই মিলে কী দারুন মজাটাই না নিলো ওকে নিয়ে! পিউ ঠোঁট উলটে ঘাড় চুল্কাল। ধূসর স্থূল কণ্ঠে বলল,

‘ গাড়িতে গিয়ে বোস।’

‘ গাড়িতে যাব? আমরা কি সবাই একসাথে যাচ্ছি?’

ইকবাল বলল,

‘ কেন খুশি হওনি? কারো সাথে একটু কোয়ালিটি টাইম কা*টাতে চাইছিলে না কী?’

ধূসর ধম*ক দিলো ‘ শাট আপ ইকবাল।’

পিউ লজ্জা পেয়ে বলল ‘ না না তা না।’

মনে মনে প্রচন্ড খুশি হলো সে। সবাই মিলে ঘুরলে চমৎকার হবে। আজকের বিকেল যে কী অনবদ্য কাটবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আপু তাহলে মিছেমিছি ভাব নিলো তখন। পিউ হাসল। গুটিগুটি পায়ে এসে, বোনের পাশে উঠে বসল।

সেই আগের মতো,ধূসর ড্রাইভিং-এ আর ইকবাল পাশে তার।

ছেলেটা সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল,

‘ তা পিউ,গতবার তো কুত্তার দৌড়ানি খেলে,আজ কী খাবে?’

পুষ্প আবার হেসে উঠল। পিউ লাজুক কণ্ঠে বলল,

‘ আজকে শুধু পিজ্জা খাব ভাইয়া।’

‘ আইসক্রিম খাবে না কী?’

পুষ্প শুনেই বলল ‘ আমি খাব।’
‘ এই দ্যাখো,কাকে বললাম আর কে লাফিয়ে উঠল।’
‘ তাতে কী,পিউ আর আমি কী আলাদা না কি?’
‘ না না তা কেন। ‘
ধূসর,সামনে আইসক্রিমের ভ্যান দেখলে দাঁড়াস ভাই।’
গাড়ি চলতে চলতে পিউ ভিউ মিররে চোখ বোলায়। সেই আগের মতো

ওটা তার দিকে ঘোরানো। পিউ হাসল।

ভাবল, ‘এত লুকিয়ে দেখার কী আছে ধূসর ভাই? আমিতো আপনারই। সরাসরি, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেও কিছু মনে করব না। ‘পনের মিনিটের মাথায় গাড়ি থামাল ধূসর। আইসক্রিমের ভ্যান দেখেই দাঁড়িয়েছে। ইকবাল বলল,

‘ তোরা বোস,আমি নিয়ে আসছি। কে কয়টা খাবে?’

‘ আমি দুটো।’

পিউ বলল, ‘ আমি একটা, চকলেট ফ্রেভার।’

‘ ওউখে। ‘

ইকবাল বেরিয়ে যায়। দু পা হাঁটতেই পাশে আসে ধূসর। সে বলল’ আরে এলি কেন? আমিতো পারতাম।’

ধূসর কাঁধ উচিয়ে বলল ‘ ইচ্ছে হলো, তাই।”‘ মারাত্মক ইচ্ছে তোর,শালা সমন্ধি।’

‘ চুপ কর,আ’ম নার্ভাস ইকবাল।’

ইকবাল দাঁড়িয়ে গেল। থেমে থেমে, অবাক কণ্ঠে বলল,

‘ নেতাজী, সিকদার মাহতাব ধূসর নার্ভাস? কেন?’

‘ পিউয়ের বার্থডে ইজ কামিং সুন।’একটা পুরোনো গলির সামনে

এসে মারিয়া গাড়ি থামাতে বলল। সাদিফ ব্রেক কষল তৎক্ষনাৎ। মারিয়া নেমে দাঁড়াতেই সে আশেপাশে চেয়ে বলল,

‘ এখানে আপনার বাসা?’

‘ জি।’

‘ কোন বাড়িটা?’

মারিয়া হাত লম্বা করে দেখাল,

‘ এই রাস্তার একটু সামনে। ওদিকে আর গাড়ি যাবেনা। রাস্তার কাজ চলছে তো ‘

‘ ওহ। ওকে, আপনি তাহলে বাড়ি চলে যান,আমিও যাই।’

পুরো কথাটা সে বলল হাসি ছাড়া,এবং রাশভারি গলায়। মারিয়া কাঁধব্যাগ বুকে চে*পে দাঁড়িয়ে রইল। সাদিফ বাইক ঘুরিয়ে ফের স্টার্ট দিতে গেলে ডাকল,‘ শুনুন।’

সাদিফ ঘাড় কাত করে তাকায়,

‘ কিছু বলবেন?’

শ*ক্তপোক্ত চেহারা দেখে মেয়েটা গুলিয়ে ফ্যালে সব। এই ছেলে এমন কেন? একটু হাসলে কী হয়?

মিহি স্বরে বলল,

‘ ইয়ে,ধন্যবাদ! আপনি লিফট না দিলে আজ যে কী করতাম!’

‘ ইটস ওকে।’

সে আবার স্টার্ট দিতে গেলে মারিয়া আবার ডাকল,

‘ শুনুন। ‘

সাদিফ বিরক্ত হলো। তেমন কপাল কুঁচকেই তাকাল। মারিয়া নিভে গিয়ে বলল,

‘সরি!’

‘ বলুন কী বলবেন?’

মারিয়া রয়ে সয়ে বলল,

‘ আসলে বলতে চাইছিলাম যে....’

‘ আসল নকল বাদ দিন ম্যালেরিয়া,আগেই বলেছি আমার দেরী হচ্ছে!’

তার কণ্ঠ অধৈর্য।

মারিয়া ব্যকুল চোখে তাকায়। যেই চোখে অনেক কিছু বলতে চাওয়ার প্রবণতা। সাদিফ হয়ত বুঝে গেল। বাইক ফের স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বলে,‘ আচ্ছা,রিল্যাক্সে বলুন। ‘

মারিয়া বুকভরে শ্বাস নিলো এবার। জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে খুব নরম গলায় বলল,

‘ আমি আসলে দুঃখিত! ‘

সাদিফ ভ্রু কোঁচকায়, ‘ কেন?’

মারিয়া চোখ নামিয়ে বলে,

‘ এমনিই। বলতে পারেন অনুশোচনা। আপনি মানুষটা এত ভালো,আর আমি সেই শুরু থেকে ঝ*গড়া করেছি। যা মুখে এসেছে

তাই বলেছি। বয়সে ছোট হয়েও সম্মান দিইনি। বিচুটি পাতা দিয়ে কী অবস্থাটাই না করেছিলাম! আ'ম রেইলি ভেরী সরি ফর এভ্রিথিং! '

সাদিফের মুখমণ্ডল সবেগে মসৃন হলো। অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারটায় বিস্মিত সে।' আপনি কি মন থেকে সরি বলছেন? না কি লিফট দিয়েছি, সেই সৌজন্যেতা রক্ষায়?'

মারিয়া উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ মন থেকে বলছি। গড প্রমিস!’

সাথে গলার কাছটা চি*মটি দিয়ে দেখালো সে। বাচ্চাসুলভ আচরণ দেখে হেসে ফেলল সাদিফ।

‘ বেস। সরি এক্সেপটেড। ‘

মারিয়া মুগ্ধ হয়ে সেই হাসি দ্যাখে। নিজেও হাসল ঠোঁট চে*পে।

প্রস্তাব রাখল,’ অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যেতেন যদি...’

‘ আজ নয়,অন্য দিন। বলেছেন এতেই হবে।’

‘ অন্যদিন সত্যিই আসবেন?’

‘ কথা দিচ্ছিনা,তবে চেষ্টা করব।’

‘ ঠিক আছে। সাবধানে যাবেন।’

প্রথম বার মেয়েটিকে ভালো লাগল সাদিফের। মনে হলো সে অতটাও অভদ্র নয়। একটু আকটু ভদ্রতাও জানে। হেসে বলল,‘ থ্যাংক্স, এন্ড আম অলসো সরি! ‘

মারিয়া অবাক হয়,জানতে চায়,’ কেন?’
সাদিফ বলল,
‘ ম্যালেরিয়ার ডায়রিয়া বানানোর জন্য।’
তারপর ধোঁয়া ছুটিয়ে চলে গেল। মারিয়া প্রথম দফায় হতভম্ব হলেও পরপর হেসে উঠল। শান্তির নিঃশ্বাস নিয়ে হাত ছোঁয়াল বক্ষে। এখনও কাঁ*পছে এখানে। সারা রাস্তা

কেঁ*পেছে। ধুকপুক করছে ভীষণ । সাদিফের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রথম বার টের পেয়েছে কন্ঠরোধ হচ্ছে তার। প্রকান্ড জড়তা লাগছে। চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে মিইয়ে এসেছে মনে মনে। এমন হওয়ার কারণ? সে কি তবে ছেলেটার প্রেমে পড়েছে?মিরপুরের নামি-দামি,আর পরিচিত মুখ হলো “ইয়েলো নাইফ রেস্টুরেন্ট”। ছাদ ছুঁয়ে টাঙানো

অসংখ্য ফুল দিয়ে স্বাজানো এটি। জাকজমক,আর শোধিত ভীষণ। সবথেকে বেশি মনকাড়া লাগে সন্ধ্যের পর। শহরের বুক চিড়ে যখন অন্ধকার নামে,তখন এই রেস্তোরা ঘিরে জ্বালানো কৃত্রিম আলোগুলো দেখলে গেঁথে থাকে চোখে।

ধূসরদের গাড়িটা, রাস্তার এক সাইড ধরে এর সামনে এসে থামল। মূলত

এখানকার পিৎজ্জাটা ভালো। ইকবাল আর তার পছন্দের শীর্ষে। পিউ এসেছে প্রথম বার। পুষ্পর চোখ জ্ব*লে উঠল রেস্টুরেন্টের নাম দেখে। এখানে তার বেহিসেবী আগমন। অবশ্যই ইকবাল কে সাথে নিয়ে। আহা,নাগা উইংশটার যা স্বাদ! মুখে লেগে থাকার মতো প্রায়।

পিউ আগে আগে নামল। তিন তলার রেস্টুরেন্ট দেখতে নীচ থেকে চোখ

আকাশে তুলতে হচ্ছে তাকে। ইয়েলো নাইফের নীচে ছোট করে লেখা ‘লাভ এ্যাট ফার্স্ট বাইট ‘দেখেই ফিক করে হেসে উঠল। আড়চোখে ধূসরের দিক দেখল একবার। এখানে লেখা লাভ এ্যাট ফার্স্ট বাইট,আর ধূসর ভাই তার লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট! কী সাংঘাতিক কম্বিনেশন!

ধূসর,ইকবাল, পুষ্প আর সে সিরিয়ালে সিড়ি বেয়ে উঠল। ধূসর বেছে বেছে একটা টেবিল দেখে ওদের ইশারা করল। পিউ বসতে গেলে চেয়ার টেনে দিলো স্বহস্তে। পুষ্প তা দেখে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,‘ ভাইয়া,আমাকে তো চেয়ার এগিয়ে দিলেনা। পিউকে দিলে? কেন এই একচোখামি ভালোবাসা?’

বলতে বলতে সে ঠোঁট চে*পে হাসে। ইকবাল বলল,
‘ তুমি আর পিউ কি এক হলে বলো? তুমি হলে আমার বউ,আর পিউ হলো.... ‘
ধূসর চোখ পাকিয়ে তাকাতেই ইকবাল মিটিমিটি হেসে বলল ‘ সরি! সরি!’
পিউ লজ্জা পেলো। নীচু কণ্ঠে শুধাল,
‘ আপনি বসবেন না ধূসর ভাই?’

ইকবাল ওকে অনকরণ করে বলল,
‘ আপনি বসবেন না ধূসর ভাই?’
‘ শাট আপ ইকবাল। ‘
‘ শাট আপ পিউ।’
পিউ বলল,’ আমি কী করলাম?’
‘ তাহলে আমিই বা কী করলাম?’
ধূসর গম্ভীর করল স্বর, ‘ ইকবাল,তোর কি বয়স দিনদিন কমছে না বাড়ছে?’
ইকবাল দুদিকে মাথা নেড়ে বলল,

‘ জানিনা। মনে হচ্ছে একই জায়গায় আটকে। দেখছিস না,দিন দিন কেমন ইয়াং হচ্ছি?’

পুষ্প মুখ ব্যাকায়, ‘ ইয়াং না ছাই। চুল পেঁকে যাচ্ছে তোমার!বুড়ো হচ্ছো।

পিউ বলল,‘ এই বুড়োর জন্যেইত এত পাগলামি করলি। জানেন ভাইয়া,ওর যখন সাদিফ ভাইয়ার সাথে বিয়ে ঠিক হোলো, কী যে

কেঁদেছে ! খালি হেচকি তুলে, কেঁ*দে কেঁদে বলেছে’ আমি ইকবালকে ছাড়া মরেই যাব।’

পুষ্প মৃদূ ধম*কে ওঠে, ‘ চুপ থাকবি তুই?’

ইকবাল ঠোঁট কাম*ড়ে হাসল। পুষ্প লজ্জায় আই-ঢাই করে তাকিয়ে থাকে আরেকদিক। বাঁচার চেষ্টা চালায়, প্রেমিকের মুগ্ধ,ঘায়েল দৃষ্টি থেকে।

ইকবালের হঠাৎ চোখ পড়ল ধূসরের দিকে। আশেপাশে দেখছে সে। চট করে দুষ্টু বুদ্ধি এলো মাথায়। ঠোঁটে হাসি ধরে রেখেই শুধাল,

‘ আচ্ছা পিউ,ধরো পুষ্পর মত তোমারও একটা ছেলের সাথে হুট করে বিয়ে ঠিক হয়েছে। তুমি ও কি কাঁ*দবে?’

পিউ কি দুষ্টু কম? ধূসর পাশে, এই সুযোগে তাকে জ্বালানোই যায়। সে অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল,

‘ কাঁ*দব কেন? আমিত খুশি হব।’

ধূসর দৈবাৎ সজাগ চোখে তাকাল। ইকবাল বলল,

‘ মানে,অন্য কারো সাথে বিয়ে ঠিক হলে তুমি খুশি হবে? কেন?’‘ অন্য কারো কেন বলছেন? বিয়ে করে বাড়িটা ছাড়তে পারলেই আমি বাঁচি।

এই বাড়িতে খালি বকা খাই। বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেলে জামাইয়ের আদর খাব।’

ধূসর চড়া কণ্ঠে ধমকে উঠল,,

‘ এক চ*ড় মা*রব।’

পিউ কেঁ*পে ওঠে। হতবাক হয়ে তাকায়। ইকবাল নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,

‘ ওমা কেন? কী এমন বলল ও! ‘

ধূসর ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল কিছু সময়। তার ধম*কের জোর শুনে কাছাকাছি টেবিলের অনেকেই চেয়ে আছে। সে নিভল,শ্বাস ফেলে বলল,

‘কিছু না। অর্ডার দিয়ে আসি।’

তারপর দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেল। আড়াল হতেই ইকবাল,পুষ্প আর পিউ স্বশব্দে হেসে উঠল। পুষ্প বলল,

‘ ভাইয়া জেলাসও হয়!’
‘ ব্যাটার বুক ফাঁটে তো মুখ ফোঁটেনা, বুঝলে শালিকা!’
পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আনমনে বলল ‘ তার মুখ ফোঁটার আশায় আমি বুড়ি হলাম বলে।’ধূসর অর্ডার দিয়ে ফিরে এলো। এখানে খাওয়ার আগে টাকা দাওয়ার নিয়ম। সবটা সেড়ে এসে বসল। ইকবাল সে পাশাপাশি, পিউ -পুষ্প পাশাপাশি।

সে আসতেই ওদের ফিসফিস করা থামে। শশব্যস্ত ভঙ্গিতে বসে থাকে। কিছুক্ষণের মাথায় খাবার এলো। একটা লার্জ সাইজ পিৎজ্জা, তিনটে বার্গার,চারটে কোল্ড কফি আর একটা মোটামুটি সাইজের নাগা উইংশে, ছোট খাটো টেবিলটা ভরে যায়।

পিৎজ্জাটা শুধুমাত্র পিউয়ের, এটা সবার জানা। গাড়িতে বসেই কে কী

খাবে সেই আলোচনা শেষ। সেই মোতাবেক খাবার অর্ডার করেছে ধূসর। পুষ্প হামলে পরল নাগা উইংশের প্লেটের ওপর। ব্যস্ত হাতে ওটাকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এলো। এই খাবারটা মাত্রাতিরিক্ত ঝাল। অতিরিক্ত হজম ক্ষমতা আর অভ্যাস ছাড়া কার পক্ষেই সম্ভব নয় খাওয়া। সে যতবার এসেছে,খেয়েছে। ঝালে নীল হয়ে

বসে থেকেছে আর চোখেমুখে বাতাস করেছে ইকবাল। আজকেও এরকম কিছু হবে,কিন্তু সে নিশ্চিন্ত। আজ বাতাস করার অনেকে আছে। তবুও এটা মিস দেয়া যাবেনা। সবাই যখন খাবারে হাত দেবে,ঠিক সেই সময়, ভেসে এলো,

‘ আরে ভাইয়া,ভাবি,তোমরা এখানে?’চেনা কণ্ঠস্বর শুনে সকলে এক যোগে তাকাল। খাবারে রাখা

হাত থেমে গেল। পুষ্প আর ইকবালের ঠোঁটে হাসি ফুটলেও ধূসরের চিবুক শক্ত হলো ওমনি। একবার পিউয়ের দিক তাকাল সে। ইফতি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসে। ইকবাল অবাক কণ্ঠে বলল,

‘ তুই এখানে? বলিসনি তো আসবি?’

‘ হঠাৎ প্ল্যানিং,ফ্রেন্ডদের নিয়ে এলাম। ওই যে ওই টেবিলে!’

সে হাত দিয়ে দূরের টেবিল দেখাল। অনেক গুলো ছেলে গোটা টেবিল ঘিরে বসে। এরপর পুষ্পকে জিজ্ঞেস করল,

‘ কী খবর ভাবি,কেমন আছো?’

সে হেসে জানায়,

‘ আলহামদুলিল্লাহ, তুমি? ‘

‘ ভালোই। পিউও আছে দেখছি,কী অবস্থা পিউ!’

ইফতি ভ্রুঁ নাঁচায়। তার হাসিতে উপচে পরা থোবড়াটা অসহ্য লাগে ধূসরের। একটা শ*ক্ত ঘু*ষিতে থেত*লে দিতে ইচ্ছে হয়।

পিউ গভীর দ্বিধাদ্বন্দে পরে গেল।সে কি হেসে ভালো বলবে? না কী, না হেসে? গতকালকের কথা মনে পড়ল তখন,সেই হুম*কি,

‘ তোর হাসা বারণ পিউ!’

তারপর হাত মুচ*ড়ে ধরার নি*র্মম দৃশ্যটা মনে করেই ভেতর ভেতর গুটিয়ে গেল ত্রাসে। সিদ্ধান্ত নিলো, কিছুতেই হাসবে না। এমনি ‘ভালো আছে’ জানাবে। কিন্তু সৌজন্যতার বিবেকবোধ তা হতে দিলে তো? হাসিটা ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে বলল,

‘ ভালো। আপনার? ‘

‘ আমি তো অল টাইম ভালো থাকি। আজকে দেখছি ধূসর ভাইয়াও আছেন। আচ্ছা, তোমরা কি সবাই মিলে ঘুরতে এসেছো ?’

‘ হ্যাঁ,আমাদেরও হঠাৎ প্ল্যানিং। ভাইয়া নিয়ে এলেন। তুমিও জয়েন করোনা ইফতি। ‘

ধূসর কট*মট করে পুষ্পকে দেখল। মেয়েটা খুশির প্রকোপে খেয়ালই করেনি। ইফতিকে বলতে

দেরী,পাশের খালি টেবিল থেকে চেয়ার এনে বসতে দেরী করলনা। আর বসলোও একেবারে পিউয়ের পাশে। চেহারা অচিরাৎ চুপসে যায় তার। উঠে যেতে মন চায়। সাহস হয়না ধূসরের দিক তাকাতে। তাকালে কী দেখবে? নাক ফুলছে? চোখমুখ লাল? বাবাহ! থাক বরং!

ইফতি গল্প জুড়ে দিলো। ভাই-ভাবির সাথে বিস্তর আলাপ। অথচ শেষ

মাথায় পিউয়ের নাম ধরে থামে। যেমন, ‘
তাই না পিউ? কী বলো পিউ? ‘ মেয়েটা ভদ্রতার খাতিরে হু -হা করছে শুধু। ধূসরের রা*গে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে যায় তখন।প্রচন্ড ক্রো*ধে হাঁস*ফাঁস করে। এই ছেলে এখানে কেন আসবে? পিউয়ের পাশে কেন বসবে?

বন্ধুর ভাই, এই একটা শব্দই তাকে তার গুণ্ডামি থেকে পিছিয়ে নিচ্ছে। নাহলে এক্ষুনি বুঝিয়ে দিতো ধূসর মাহতাব কী জিনিস! কিন্তু চুপচাপ বসে থেকেও লাভ হচ্ছেনা। হাঁটুর বয়সী ছেলেটাকে শত্রু ভাবতেও সম্মানে লাগছে তার।

কিন্তু রা*গ তো প্রকাশ করা দরকার। এভাবে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব। তক্ষুনি নজর পড়ল পুষ্পর

সামনে রাখা মাংসের টুকরো গুলোর দিকে।

‘ ওটা এদিকে দে।’

কথাটায় আলাপ থামল তাদের। পুষ্প, ধূসরের ইশারা করা প্লেট দেখে বিভ্রান্ত হলো। ভাইয়াতো এত ঝাল খাননা। নিশ্চিত হতে বলল ‘ এটা? ‘

‘ হু।’

‘ এটাত অনেক ঝাল ভাইয়া!’

‘ তোকে দিতে বলেছি।’কণ্ঠে কী যেন ছিল! পুষ্প দ্রুত এগিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তা হতে শুরু করে। ইকবাল, পিউ সবাই চোখ বড় করে চেয়ে থাকে। ধূসর যে এত ঝাল খায়না,সেটা ওদের সবার জানা।

ইফতি অতশত ভাবলো না।

শোনো পিউ,বলে আবার কথা শুরু করল সে। ধূসর কাটাচামচ টা শক্ত করে চে*পে ধরল মাংসের গায়ে।

যেন ইফতির গলায় ধরেছে ওটা। তারপর একসাথে দুটো পিস তুলে মুখে ভরল। চোখ কপালে তুলল পিউ। পাশে বসা, বকবক করতে থাকা ছেলেটাকে ফেলে তার শ*ঙ্কিত দৃষ্টি পরে রইল সামনের উদ্ভ্রান্তের মত খেতে থাকা মানুষ টার ওপর। ধূসর একটা বার আশেপাশে তাকালো না। একটুখানি সামনে রাখা পানির বোতলের দিকেও

দেখল না। সকলের বিস্মিত দৃষ্টিতেও তোয়াক্কা হলো না কোনো। ইফতির কথা থেমে গেছে। সে নিজেও হা করে দেখছে ধূসরের খাওয়া।

ধূসর সবটা শেষ করে থামল। কোটর ঝালের প্রকোপে টলটল করছে।স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল সবাই। সে উঠে দাঁড়াতেই ইকবাল কিছু বলতে যায়,ধূসর শুনলো না।

ওয়াশরুমের দিক হাঁটা ধরল চুপচাপ। তার টলমলে কদম পিউকে যা বোঝার বুঝিয়ে দেয়। হুলস্থূল পায়ে ধূসরের পেছনে ছুটল সে। ইকবাল যেতে নিয়েও থেমে গেল,ওকে যেতে দেখে। জায়গায় বসে পরল আবার।

ওয়াশরুম তখন ফাঁকা। দু একজন হাত ধুঁয়ে চলে গেছে কেবল। ধূসর অন্ধকার দেখছে। দৃষ্টি ঝাপ্সা। চোখ

বেয়ে উষ্ণ জল গড়ায়। অক্ষিপট টকটকে লাল। ঠোঁট ভিজে গেছে লালায়। দিশেহারা অবস্থাপ্রায়। ধোঁয়া বের হচ্ছে কান দিয়ে। মাথার রগ দপদপ করে লাফাচ্ছে। সে বেসিনে ঝুঁকে পরল একপ্রকার। মুখে পানি নিয়ে কয়েকবার কুলি করে ফেলল। মাথায় পানি দিলো। কাশি উঠে গেছে। পিউ দৌড়ে আসে। ধূসরের অবস্থা দেখে বুকটা ছি*ড়ে গেল

ক*ষ্টে। হুটোপুটি করে কাছে এসে দাঁড়াল। পিঠে হাত রেখে উদ্বীগ্ন হয়ে বলল,‘ আপনি ঠিক আছেন ধূসর ভাই?’

ধূসর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পিঠ থেকে পিউয়ের হাতখানা ছিটকে সরায়। ফিরে তাকাতেই পিউ আঁ*তকে উঠল তার চেহারা দেখে। আর্তনা*দ করে বলল,

” আল্লাহ,কী অবস্থা হয়েছে আপনার? ‘

ধূসর চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পিউ দুঃশ্চিন্তায় সেই রু*ষ্ট চাউনীর তল পেতে অক্ষম।

‘ ইফতি এখানে কেন এসেছে? তুই ডেকেছিস?’

পিউ থমকে তাকাল।

‘ আমি কেন ডাকব?’

‘ তাহলে এলো কী করে?’

‘ বলল তো বন্ধুদের সাথে,আর আমি কীভাবে ডাকব? আমার কাছে কি ওনার ফোন নম্বর আছে?’

‘ থাকলে ডাকতিস?’

‘ আল্লাহ, না, তা কখন বলেছি?’

‘ তা হলে ও আসবে কেন? আর বসবে কেন তোর পাশে? ‘বলতে বলতে পিউয়ের মাথার পাশের দেয়ালে ঘু*ষি বসাল ধূসর। পিউ ভয়ে থরথর করে ওঠে। শরীরের

কম্পন তীব্র হয়। প্রতিরোধ ভে*ঙে যায়। আচমকা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সে।

ধূসরের লালিত চোখমুখ থেকে আড়াল করতে চাইল নিজেকে।

ধূসর হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবার। এক মুহুর্তে হুশে এলো যেন। রা*গের মাথায় বলা উল্টোপাল্টা কথায় নিজেই নিজেকে মনে মনে ক*ষে চ*ড় মা*রল । পিউ যে

কস্মিনকালেও এরকম করবেনা,তার থেকে ভালো কে জানে! কী বলতে, কী বলে দিলো। ইশ! কীভাবে কাঁদছে! ধূসর করুন চোখে চাইল। হ*তাশ হলো নিজের ওপর। এই মেয়েটাকে ধম*ক,আর রা*গ দেখানো ছাড়া কি আর কিছুই সে পারেনা? কেন সে এমন ?

ধূসর ফোস করে শ্বাস ফেলল। আলতো করে ধরল পিউয়ের হাত

দুটো। পাছে ব্য*থা লাগে! মুখ থেকে সরাল আলগোছে। ভেজা স্নিগ্ধ চোখমুখ উন্মুক্ত হলো। এই মুখশ্রী দেখে বনবাসে এক যুগ কেন? একশ যুগ কাটানোও সহজ। ধূসর হাসল। নমনীয়,দুষ্প্রাপ্য হাসি। চোখের কার্নিশ, দু আঙুলে মুছিয়ে স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ মাথা ঠিক ছিল না, সরি!’পিউ চমকে চেয়ে রইল। ধূসর ভাইয়ের

মুখে সরি? চেহারায় অনুতাপ? তার হা হওয়া মুখটা পেছনে ফেলে ধূসর আরেকবার বেসিনের দিক তাকায়। চোখে- মুখে পানি ছেটায়। ঘুরে তাকিয়ে মুছে নেয় পিউয়ের ওড়নায়। তুলতুলে হাত মুঠোতে নিয়ে বলে,

‘ আয়। ‘

পিউ বিহ্বল,বিমূর্ত। ধূসরদের আসতে দেখে তিন জোড়া চোখ

তটস্থ ভঙিতে চেয়ে থাকে। পুষ্প যেতে চেয়েছিল,ইকবাল মানা করেছে। ইফতির সামনে না বললেও, পুষ্প বুঝেছে কারণটা। পিউ-ধূসরের একা সময় কা*টাতে দেয়াই আসল উদ্দেশ্য !

ধূসর কী ভেবে থামল। আচমকা তার হাতখানা উঠে, পেঁচিয়ে ধরল পিউয়ের কাঁধ। রীতিমতো ওকে আকড়ে নিলো নিজের সাথে। পিউ

আশ্চর্য বনে একবার হাত দ্যাখে,একবার ধূসরকে। দুই ঠোঁট ফাঁকা করে চেয়ে রয়। ওকে অমন সাথে পেচিয়েই হেঁটে আসে বাকীদের কাছে। একবার আড়চোখে তাকায় ইফতির দিকে। যার জন্য এত আয়োজন,সেই ছেলেটাই ভাবলেশহীন বসে। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ওরা তো ভাই-বোন! ভাই বোনকে ধরতেই পারে।

ইকবাল শুধাল ” ঠিক আছিস?”“হু।
তোরা আয়,আমরা নীচে যাচ্ছি। ‘
‘ খাবিনা? ‘
‘ ইচ্ছে নেই।’
পিউকে নিজের সাথে ধরে রেখেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল ধূসর। এক মুহুর্তের জন্য হাতটা হটালো অবধি না। ইফতি মন খা*রাপ করে সেই প্রস্থান দেখে গেল।

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার হাসল। ফেলে আসা আস্ত পিৎজ্জাটার জন্য মন কেমন করলেও এই যে ধূসরের সঙ্গে এভাবে মিশে আছে, এই যে কাঁধে রাখা নিরেট হাতটা,এইসবের কাছে যেখানে পৃথিবী তুচ্ছ,সেখানে পিৎজ্জা আর এমন কী!

তারপর চোরা চোখে একবার চেয়ে দেখল একটা শ্যামবর্ণ, মজবুত

চো*য়াল। গা থেকে ছুটে আসা চিরচেনা সুবাসে মুঁদে,চোখে বুজে আসতে চায়। উফ! এই রাস্তার মধ্যেই যদি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পরা যেত!

‘ঝাল কমেছে ধূসর ভাই?’‘ হু।’

‘ একটা আইসক্রিম খাবেন?’

‘ লাগবে না।’

‘ মিষ্টি?’

‘ না।’

‘ ডেইরিমিল্ক?’

ধূসর শান্ত চোখে তাকাল এবার। নিরুত্তাপ, বরফ -শীতল সেই চাউনী। যেন এই মানুষটা রা*গ কী জানেইনা। এক ফাঁকে তার চক্ষুদ্বয় ঘুরে এলো পিউয়ের লিপস্টিক পরা ঠোঁট জোড়া থেকে। তারপর আবার চাইল ঠিক চোখ বরাবর। কেমন অদ্ভূত গলায় বলল,

‘ যেই ডেইরিমিল্ক খেতে চাইছি,সেটা দোকানে পাওয়া যায়না।’

পিউ বুঝতে না পেরে বলল ‘ অনলাইনে যায়?’

ধূসর হেসে ফেলল। একদিকে সরে গেল ঠোঁট। বলল,

‘ তুই বুঝবি না।’ততক্ষণে ইকবালরা নেমে আসে। ধূসররা নেই,তারা থেকে কী করবে? পুষ্পর হাতে তিনটে প্যাকেট দেখে পিউয়ের চোখ

জ্বলজ্বল করে ওঠে। ধূসর তাকে ছেড়ে দিতেই, সে ওমনি তার কাছে গিয়ে বলল,

‘ পিৎজ্জাটা এনেছিস?’

‘ হ্যাঁ। বাড়ি গিয়ে খাস।’

‘ না গাড়িতে খাব। ‘

‘ আচ্ছা। ‘

ইফতিকে সাথে দেখে ধূসরের মেজাজ আবার চটে যায়। রা*গ

হলেই সরু নাক ফেঁপে ওঠে। ইকবালকে বলল,

‘ রওনা দেব। ‘

‘ আচ্ছা।’

পিউকে বলল, ‘ সামনে বোস।’

মেয়েটা মাথা ঝাঁকায়। বাধ্যের মত উঠে বসে। ইকবাল,ইফতিকে বলল, ‘ যা তাহলে। “ তোমরা এখন কোথায় যাবে?’

‘ এই আশেপাশে ঘুরে,ওদের বাসায় নামিয়ে,ফিরে যাব।

‘ চাইলে কিন্তু আমিও...’

ধূসর ওমনি কথা কেড়ে নিলো। শান্ত অথচ কড়া কণ্ঠে বলল,

‘ ,তুমি না তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে এসেছো? ভাইকে পেয়ে,বন্ধুদের ফেলে এলে তাদের খা*রাপ লাগবেনা? মুখে হয়ত বলবে না,কিন্তু এটা এক ধরনের অসামাজিকতা।

ভাই -ভাবিকে পরেও পাবে,বাট ফ্রেন্ডস সামটাইমস নট ফর এভার। দিস ইজ টোটালি ব্যাড ম্যানার্স ইফিত।

ইকবাল অসহায় ভাবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইফতির মুখ শুকিয়ে গেছে। বলার মতো কিছু রইলই না। জোরপূর্বক হেসে বলল,

‘ তাও ঠিক। আচ্ছা আরেকদিন। আসি তাহলে ভাইয়া।’

ইকবাল মাথা নাড়ে, ‘ যা।’
পুষ্প বলল, ‘ ভালো থেকো ভাইয়া।’
ইফতি হাসল। পিউকে হাত নেড়ে বলল, ‘ বাই পিউ।’পিউ ঢোক গিলল। হুম*ড়ি খেয়ে পড়ে গেল দোটানায়। সেকি হাত নেড়ে বাই বলবে? না, না, দরকার নেই এত সৌজন্যতার। ধূসর ভাই ইফতিকে যে সহ্য করতে পারছেন না,সে নিয়ে

সন্দেহ নেই। তার ও আগ বাড়িয়ে এত খাতিরের কী দরকার!

ছোট করে বলল,

‘ বাই।’

ইফতি উঠে গেল সিড়ি বেয়ে। ধূসর রেগে*মেগে ইকবালের দিক ফেরে। সে ভীত কণ্ঠে বলল,

‘ আমি কী করলাম?’

ধূসর দাঁত চিবিয়ে বলল, ‘ তোর ভাই পিউকে লাইন মার*ছে।’

ইকবাল সহায়হীন ভঙ্গিতে তাকায়। এই কাহিনী বুঝতে বাকী নেই ওর। ধূসরকে ঠান্ডা করতে বলল,

‘ ছোট মানুষ তো,বোঝেনি। বাড়ি গিয়ে মানা করে দেব ভাই। ‘

ধূসর হ্যাঁ- না কিছু বলল না। ঘুরে এসে ড্রাইভিং এ বসল।

ইকবাল দুপাশে মাথা নেড়ে নিজেও উঠল গাড়িতে। ইফতির জন্য বন্ধুত্বে বিন্দুমাত্র চি*ড় ধরানো যাবে না।

ছেলেটার সাহস কী! এক দিনেই লাইন মা*রে মেয়েদের! সিটে বসেই বিড়বিড় করে গা*লি দিলো , 'হতচ্ছাড়া একটা। পড়াশোনার নাম নেই, প্রেম ছোটাচ্ছি দাঁড়া।

পিউ কোলে রাখা হাত থেকে চোখ তুলে ধূসরের দিক তাকাল। সে গাড়ি স্টার্ট দেয়। পিউ মিনমিন করে বলল,

' আমি কিন্তু শুধু বাই বলেছি। '

ধূসর তাকালো না। হুইল ঘুরিয়ে, একদম ঠান্ডা গলায় বলল,

‘ মে*রে ফেলব তোকে।’

পিউ মনে মনে হাসল। সেই হাসির অল্প ছটা ভেসে উঠল ঠোঁটেও। সিটের সাথে মাথা এলিয়ে ভাবল,

‘ মা*রুন না। আপনার হাতে ম*রেও সুখ।’ইফতি ওইমুহূর্তের জন্য থামলেও ক্ষান্ত হলোনা। পরেরদিন সোজা পৌঁছে গেল

পিউয়ের কলেজের সামনে। পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে, ওকে দেখেই চমকে উঠল মেয়েটা। ছুটে কলেজের ভেতর যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ইফতি ডেকে উঠল,' এই পিউ।'

পিউ জ্বিভ কা-টল বিরক্ত ভঙ্গিতে। ছেলেটার দেখে ফেলতে হলো? অথচ ঘুরে তাকাল হাসি হাসি মুখে। একদম আকাশ থেকে পরার নাটক করে বলল,

‘ আরে আপনি? ‘

ইফতি তার সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে এগিয়ে আসে।

‘ দেখেও চলে যাচ্ছিলে কেন?’

পিউ সুবোধ বালিকার ন্যায় বলল,

‘ কই, আমিত দেখিনি।’

‘ আসলেই দেখোনি?’

‘ না।’‘ আমি ভাবলাম দেখেছো। পরীক্ষা কেমন দিলে?’

‘ ভালো। আপনি এখানে হঠাৎ? ‘

‘ উফ পিউ,আপনি আজ্ঞে কোরোনা।

উই আর সেম ব্যাচ।’

‘ তাহলে তুই করেই বলব?’

‘ কেন? মাঝে কিছু নেই?’

পিউ মুখের ওপর বলল,

‘ ওটা বেমানান।’

‘ কেন?’

সে কাঁধ উঁচায়,

‘ এমনি।’

ইফতি কণ্ঠ নামিয়ে শুধাল,

‘ আমাকে দেখে খুশি হওনি?”

‘ হব না কেন?’

‘ মুখ দেখেতো মনে হচ্ছেনা।’

পিউ লম্বা হেসে বলল, ‘ আমার মুখটাই এরকম।’

‘ তাই?’

‘ জি। বললেন না তো,এখানে কেন?’‘ এমনিই,ভাবলাম শেষ পরীক্ষা, এসে দেখা করি।’

‘ও।’

‘ কফি খাবে?’

পিউ মিথ্যে বলল,

‘ কফি খাইনা আমি।’

‘ কাল যে খেলে!’

‘ ওটাত কোল্ড কফি। ‘

‘ তাহলে আজকেও কোল্ড খাও।’

‘ পরপর খেলে ঠান্ডা লাগবে আমার।’

‘ তাহলে আইসক্রিম?’

‘ একই কথা। ‘

‘ তাহলে কী খাবে?’

‘ কিছু না।’

‘ কেন?’

‘ বাড়ি যাব। পরশু অনুষ্ঠান না? আম্মু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।’

ইফতি আহ*ত কণ্ঠে বলল,

‘ প্রথম বার তোমার কলেজের সামনে এলাম, সময় দেবেনা আমায়?’

‘ আপনি জানিয়ে এলে দিতে পারতাম। আজতো কিছু করার নেই। অন্য আরেক দিন।’

আমি এখন যাই?‘ যাবে?’

‘ জি।’

‘ চলো পৌঁছে দিই। সাইকেলে করে গিয়েছো কখনও? ভালো লাগবে। ‘

পিউ ত্রস্ত মাথা নেড়ে বলল,

‘ না না,আমার গাড়ি আসবে। গাড়ি ফাঁকা গেলে আব্বু ব*কবে। আমি যাই।’

পিউ ভদ্রতার ধার-ধারল না আজ। সোজা নাক বরাবর, ছটফটে পায়ে হাঁটা ধরল। ইফতি অবাক হলো ওর আচরণ দেখে। পরমুহূর্তে, ভাবল লজ্জা পাচ্ছে হয়ত। মেয়েটা এমনিই একটু ক্লাসিক। কাঁধ উচিয়ে সে উড়িয়ে দিলো ভাবনা। সাইকেলে

চে*পে রওনা হলো বাড়িতে। এদিকে পিউ হাঁটতে হাঁটতে গালা*গালি দিয়ে তার জ্ঞাতিগুষ্টি উদ্ধার করছে। কী এক ঝামেলা এসে কাঁধে পরল! ইয়া আল্লাহ! সে কি এতটাই সুন্দর? যে ইফতি এক দেখায় এভাবে পিছনে লেগেছে! সুন্দর হলে ধূসর ভাই ভালো করে তাকান না কেন? ওনার চোখে কি কিছু পড়েনা? শুধু মনে মনে ভালোবাসলে,আর হিং*সেতে

জ্বলেপু*ড়ে ঝাল খেলে হবে? একটু ক্যাবলা বনে তাকিয়ে থাকতে পারেনা? যেমন করে শাহরুখ খান, মাধুরি দিক্সিতের দিক চেয়ে থাকে। সালমান চেয়ে থাকে ঐশ্বরিয়ার দিকে। ইশ! ধূসর ভাইয়া কেন এত নিরামিষ?

আচমকা ভূতের মত হাজির হলো মৃনাল।

আগের মতোই দীর্ঘ হেসে ডাকল,' ভাবি।'

পিউ চকিতে তাকায়। ছেলেটাকে দেখেই ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল। পা থামলো না তার। মৃনাল পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল,' ভাবির কি মেজাজ খা*রাপ? '

' হ্যাঁ। '

' ভাবি কি রে*গে আছেন?'

' জি।'

‘ আমি কি বির*ক্ত করলাম?’

‘ জি।’

মৃনাল থতমত খেয়ে বলল,

‘ হেঁটে যাচ্ছেন কেন ভাবি? গাড়ি আসেনি?’

পিউ দাঁড়িয়ে গেল এবার। নাক ফুলিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা আপনার কি আর কাজ নেই? সারাদিন কি আমার কলেজের সামনে থাকেন?’

‘ সারাদিন না,আপনার পরীক্ষার তিন ঘন্টা থাকি।’

পিউ তাজ্জব হয়ে বলল,

‘ কেন? ও, আপনার ভাই বুঝি পাহাড়া দিতে বলেছেন আমায়?’

ছেলেটার সহজ স্বীকারোক্তি,

‘ জি।’

পিউ চেঁতে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর শান্ত গলায়, গুছিয়ে বলল,

‘ যেদিন আপনার ভাইকে সামনে পাব না? কেরোসিন ছাড়াই জ্বা*লিয়ে দেব।’

মৃনাল মাথা কাত করে বলল, ‘ আচ্ছা।’

পিউ বিরক্ত হয়ে দাঁত খটমট করে এগিয়ে যায়। পেছন থেকে মৃনাল চেঁচিয়ে বলে,

‘ ভাবি রিক্সা ডেকে দেব?’

পিউও পালটা চেঁচাল,

‘ পুলিশ ডেকে দিন,আপনার ভাই সহ আপনাকে জেলে ভরে দিই।’

মৃনালের ওপর বিশেষ প্রভাব পরল না এর। দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসল সে।সোমবার ঠিক বিকেল পাঁচটায় একটা ছোটখাটো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইকবাল -পুষ্পর আংটিবদল শেষ হলো। মুমতাহিনার আগেভাগে দিয়ে যাওয়া স্বর্নের আংটিটার পাশাপাশি একটা

হীরের সাদা আংটিও জায়গা পেলো তার অনামিকায়। ইকবালকেও হীরের আংটি দিলেন আমজাদ। বেশ বড় সড় চোখ ধাঁধানো পাথরের আংটিটা নিজে পছন্দ করে কিনেছেন আজমল। বরের সব কেনা-কা*টা তার ওপর। বাকী ভাইদের ফুরসত কই?

আংটি বদলে তেমন কেউ আসেনি। ইকবাল দের চাচা-চাচী এলেও

সিকদার পরিবারই শুধু। বৃহস্পতিবার গায়ে হলুদ,শুক্রবার বিয়ে বলে মেহমানরা আসা শুরু করেননি এখনও।

পুষ্পকে আংটি পরাতে পেরে আনন্দ ধরছেনা ইকবালের। তার খুব ইচ্ছে করছে পুষ্পর চিকন চিকন আঙুল গুলো জড়ো করে টসটসে একটা চুমু খেয়ে ফেলতে। চারপাশের এত এত

মুরুব্বিদের ভীড়ে অত নির্লজ্জ হওয়া হলোনা ।

পিউয়ের হাতে ট্রে ধরিয়ে দিয়েছেন মিনা বেগম। বলেছেন ‘অতিথিদের সবাইকে দিয়ে আসতে।

সে ভীষণ সাবধানে,সতর্ক হয়ে পা ফেলে এলো। কখন না পাপোসে উলটে পরে! আছা*ড় খাওয়ার তো কম অভ্যাস নেই।তারপর ইকবাল,ইকবালের চাচা-চাচী,ওর

বাবা-মা নূড়ি় সবাইকে একে একে গ্লাস দিতে দিতে ইফতির কাছে গেল। ছেলেটা বসেছিল দূরে। ড্রয়িং রুম থেকে বাড়তি জিনিস পত্র সরিয়ে সমস্তটা সোফা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে আজ। যাতে সবাই বসতে পারেন। পিউ,ইফতির দিকে ট্রে বাড়িয়ে বলল,

‘ নিন।’

ইফতি আগেই চেয়ে ছিল। পিউ খুব কাছে আসায় তার নজর গাঢ় হয়। বিমুগ্ধ হয়ে পরে। এই অল্প একটুখানি সাজসজ্জা তার তনুমন প্রকান্ড নাড়িয়ে দেয়। ওমন আফিমের ন্যায় চেয়ে চেয়েই হাতে গ্লাস তোলে । পিউ অপ্রতিভ হলো। অস্বস্তিতে চটপট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। ধূসর খা*মচে ধরল কুশান। এক

খাম*চিতেই কভার ছি*ড়ে তুলো চলে এলো হাতে।
পাশে বসা ইকবালের দিকে মুখ এগোলো সে। শুধাল,
‘ তোর ভাইকে বলেছিলি?’
ইকবাল মেরুদণ্ড সোজা করে ফেলল। হাসিটা মুছে গেল ওমনি। দুদিন ধরে বিয়ের শপিং, পার্টি অফিস, পুষ্পকে নিয়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে নাক ডেকে

ঘুমিয়েছে। ইফতির সাথে দেখাই তো হয়নি। ইয়া মা’বূদ! কপালে দুঃ*খ আছে এবার।সে ভ*য়ে ভ*য়ে পাশ ফেরে। মুখভঙ্গি দেখেই ধূসর যা বোঝার বুঝে গেল। মন চাইছিল ইকবাল কে কাঁধে তুলে আ*ছাড় মারতে। রা*গটুকু অতি ক*ষ্টে গি*লে বসে থাকল।

ইফতি ঢকঢক করে শরবত খেয়ে গ্লাস খালি করল। পিউ রান্নাঘরে

ঢোকার আগেই গ্লাস ওর হাতে দেয়ার ছুঁতোয়,কথা বলবে আরেকবার। সে উঠে দাঁড়ায়। ছুটে যাওয়ার মত এগিয়ে যায়। ধূসর সবটা দেখল। উঠে দাঁড়াল নিজেও। ইফতি পেছন থেকে ডাকে,

‘ পিউ।’

পিহ চ সূচক শব্দ করে দাঁড়ায়। ভেতরে ভেতরে ক্রো-ধে ফেঁটে পরে। এই ছেলে কি পিছু ছাড়বেনা?

ধূসর ভাই দেখলে তো ওকেই বকবেন। ঘুরে বলল,‘ জ্বি।’

‘ গ্লাসটা।’

: শেষ? ‘

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ টেবিলের ওপর রাখলেই পারতেন।’

‘ ভাবলাম,তোমাকেই দিই।’

পিউ গ্লাস ধরতে গেলে ইফতির আঙুল তার আঙুল ছুঁয়ে দেয়। পিউ

কটমট করে ওঠে রাঁগে। বলতে পারেনা কিছু। ট্রেতে গ্লাস রেখে হাঁটা ধরতেই সে আবার ডাকল,

‘ পিউ, আজ অনেক ব্যস্ত তুমি। তাইনা?’

পিউ এবার ঘুরলোনা। বলল,

‘ জি একটু।’

‘ ফ্রি হলে বোলো,তোমাদের ছাদ টা দেখব।’‘ আপনি চাইলে আপুকে

নিয়ে যেতে পারেন। আমার থেকে ওর বর্ননা বেশি সুন্দর।’

বলে দিয়ে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। ইফতি মুচকি হাসল। বিড়বিড় করে বলল,

‘ ভাবির দেখানো,আর তোমার দেখানো এক না কি?’

ঠিক তখনি কাঁধের ওপর একটা ভারি হাত পরল। ছেলেটা চমকে তাকায়। ধূসর ভ্রু উচিয়ে বলল,

‘ ছাদ দেখবে?’

ইফতি ঘা*বড়ে গেলো। ধূসরের কণ্ঠ শীতল হলেও চোখে কী যেন মিশে! তার একটু আগের কথাগুলো কি উনি শুনে ফেলেছেন?

ধূসর তার কাঁধ পেচিয়ে বলল, ,

‘ চলো আমি দেখাচ্ছি।’

ইফতি আমতা-আমতা করে বলল,

‘ না মানে আমি আসলে...

ধূসর হাঁটতে থাকে। ইফতি অনিচ্ছায় পা মেলায়। হঠাৎ সিড়িঘরে এসে থামল সে। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দাঁড়াল। ভনিতা ছাড়াই প্রশ্ন করল,

‘ পিউকে ভালো লেগেছে তোমার?’

ভ্যাবাচেকা খেল ইফতি। ধরে পরে গিয়েছে তার মানে! ধূসর ভাই কে সে জানে। সাংঘাতিক লোক! ওনার

বোনকেই লাইন মা*রা? তুঁতলে বলতে গেল,

‘ না না, আমি, আমিত এম এমনি আমি....’ধূসর চমৎকার হেসে বলল,

‘ চ্যিল! এটাইত বয়স। এই সময়ে একটা মেয়ে দেখবে,তাকে ভালো লাগবে,কদিন পেছনে ঘুরবে, রাজি হলে প্রেম করবে, এমনইত হওয়া চাই।’

ইফতি বিভ্রমে ভুগছে। আবহাওয়া কেমন বোঝা দুঃসা*ধ্য।

ধূসরের হাসিটা যেমন হঠাৎ করে এসেছে, তেমন হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। দৃশ্যমান হলো কপালের দুপাশের নীলাভ শিরাগুচ্ছ।

লহু কণ্ঠে বলল,

'তবে ছোট ভাই, প্রেম করা খা*রাপ নয়, কিন্তু বড় ভাইদের জিনিসের দিকে চোখ দেয়া খা*রাপ।'

ইফতি বুঝলোনা। দৃষ্টিতে প্রশ্ন ছুটছে। কপালে ঘাম। ধূসর আবার তার কাঁধে হাত রাখে। তারপর পিউয়ের যাওয়ার দিক একটা আঙুল তাক করল,তারপর ঘুরিয়ে দেখাল নিজেকে। নীরবে বোঝাল,

‘ ওটা আমার।’সাদিফের ছুটি নেই। খুব দরকার ছাড়া সে ছুটি কা*টায়ওনা। প্রফেশনাল দিক দিয়ে ছেলেটা বেশ সিনসিয়ার! না পারতে

কামাই দিয়েছে, এমন হয়নি। এই যেমন আজ, বাড়িতে এত বড় একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, কিন্তু সে অফিসে। পুষ্পর আংটিবদলের জন্য ছুটি নিলো না। ইচ্ছে করেই নেয়নি। কারণ, সামনে বিয়ে,গায়ে হলুদ মিলিয়ে বেশ কিছুদিনের ছুটি লাগবে। আগেভাগে কামাই করে লাভ কী!

সাদিফ ঘাড়ে আড়াআড়ি ব্যাগ ঝুলিয়ে কেবিন ছেড়ে বের হলো। পথে বাঁধলেন পরিচিত মুখের মাহবুবুল ইসলাম। এখানকার সহকারী ম্যানেজার। বয়সে তিনি সাদিফের অনেকটা বড় হলেও, পদে নীচে। এই নিয়ে ভদ্রলোকের আক্ষেপের সীমা নেই! এত বছর এই অফিসে কাজ করলেন,প্রমোশন পেয়ে পেয়ে সহকারীতে এসে সেই

যে লটকালেন ওপরে আর ওঠেন না। সাদিফ এসে মাঝ দিয়ে টুপ করে জায়গা আর চেয়ারখানা ছিনিয়ে নিলো। হাঁটুর বয়সী ছেলেকে স্যার, স্যার বলতে কী যে সম্মানে লাগত প্রথমে! এখন অবশ্য অভ্যেস হয়েছে। মনে বাঁধলেও, মুখে আর বাঁধে না।

সাদিফকে বের হতে দেখেই শুধালেন,‘ স্যার কি বের হচ্ছেন?’

‘ জি।’

‘ আমিও বের হতাম। স্যার চলুন আজকে আপনাকে ড্রপ করে দেই! ‘

কথাটার উদ্দেশ্য কেবল তোষামোদ। সাদিফের যে বাইক আছে,আর সে যাবে না উনি খুব ভালো করে জানেন এসব।

হলোও তাই। সাদিফ বিনীত কণ্ঠে বলল,

‘ লাগবে না মাহবুব সাহেব। বাইক এনেছি তো। আপনার আর ক*ষ্ট করতে হবে না।’

মারিয়া আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছে। চোখের কোনা আর মনের আনাগোনা দিয়ে দূরের এক সুপুরুষ কে নিপুন ভঙিতে দেখছে সে। আবিষ্কার করছে,এভাবে চেয়ে থাকতেই দারূন লাগছে ওর ! এই যে ছেলেটা হাসল,বক্ষ কেমন করে

উঠল তাতে। এই যে কথার ফাঁকে ওষ্ঠ পৃষ্ঠ হতে একটু ঘাম মুছল, ইশ! মারিয়া খিচে বুজে নিল চক্ষু। সে টের পেতে সক্ষম,তার মন আর তার দখলে নেই। চুরি হয়েছে সাদিফ নামক এক ভয়ান*ক, অভদ্র লোকের দ্বারা। ভাবতেই অবাক লাগে,পাড়ায়,গ্রামে,ফেসবুকে কত ছেলের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখা*ন করল সে, অথচ শেষ মেষ নিজেই

কুড়া*ল বসাল নিজের পায়ে? যেঁচে এক ছেলের প্রেমে এইভাবে পড়ল? তাও এমন এক তরফা প্রেম? যেখানে ওপাশের মানুষটার কোনও অনুভূতিই জানা নেই। মারিয়া বিলাপ করল মনে মনে। অদৃশ্য হস্তে কপাল চা*পড়ে ভাবল,‘ হায়রে মারিয়া,এইভাবে নিজেকে শেষ করতে চাইছিস? কেন, আর কোনো রাস্তা পছন্দ হয়নি? ‘

মারিয়ার তাকানোর মধ্যেই সাদিফ মাহবুবের সাথে কথা শেষ করে। লম্বা কদমে অফিস ছাড়ে। মেয়েটা হা করে দেখে গেল সব। খেয়াল করতেই তটস্থ হলো। তড়িঘড়ি করে কাধে ব্যাগ চাপিয়ে তাড়াহুড়ো পায়ে ছুটল পেছনে। অফিস ছুটি হয়েছে অনেকক্ষন। কিন্তু ইচ্ছে করে এতটা সময় বসেছিল সে।

মারিয়া বাইরে এসে আশেপাশে তাকাল। তখন পার্কিং থেকে বাইক সাথে নিয়ে গেটের কাছে এলো সাদিফ। ওকে দেখেই উশখুশ শুরু করল মারিয়া। সে কী আগ বাড়িয়ে কথা বলবে? আবার ছ্যাচড়া ভাববে না তো?

দোনামনা করে দাঁড়িয়ে থাকতেই সাদিফ উঠে বসে বাইকে। মারিয়া সজাগ হলো,দুপাশে ঘন ঘন মাথা

নাড়ল। আর দাঁড়িয়ে থাকলে লস। চলেই যাবেন উনি।

সে ত্রস্ত ভঙ্গিতে দুপা এগিয়ে আসতে আসতে ডাক ছুড়ল,‘ হ্যালো, হ্যা.. হ্যালো স্যার।’

সাদিফ হেলমেট পরা মাথাটা চারপাশে ঘোরাল। কণ্ঠস্বর তার পরিচিত,কিন্তু সম্বোধন? পেছন ঘুরতেই মারিয়াকে দেখে কোঁচকানো ভ্রু শিথিল হয়। বি*রক্ত না হয়ে,

স্বাভাবিক চোখে চাইল। মারিয়া চটজলদি পায়ে হেঁটে এসে কাছে দাঁড়াল। সাদিফ অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি কি স্যার আমাকে ডাকলেন? ‘

মারিয়ার দাঁত গুলো বেরিয়ে এলো বাইরে। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল,

‘ জ্বি।’

‘ কেন?’

‘ আপনি আমার সিনিয়র না?’
সাদিফ অবিশ্বাস্য চোখে তাকায়। একদিনে মারিয়ার রাতারাতি পরিবর্তন ভ্রু কপালে তুলে দেয়। মেয়েটা অপ্রতিভ হলো তাকানোর ধরণ দেখে। মিনমিন করে বলল‘ এভাবে দেখছেন কেন? সম্মান দিচ্ছি।’

‘ ওইটাইতো হজম হচ্ছে না। এর আগে বহুত সম্মান দিয়েছেন তো। ‘

মারিয়া মুখটা চুপসে ফেলে বলল,
‘ এরকম করে বলছেন কেন? কালতো সব কিছুর জন্য সরি বলেছি।’
সাদিফ হেসে বলল ,
‘ উদ্ধার করেছেন। তা আজ এত দেরী করে বের হলেন যে? আপনাদের যাওয়ার টাইমতো আরো আগে।’
মারিয়া মনে মনে বলল,

‘ আপনার জন্যেই বসে ছিলাম।’
মুখে বলল,
‘ একটু কাজ এগিয়ে রাখলাম। যাতে পরে অসুবিধে না হয়।’
সাদিফ ফের ভ্রু উঁচায়,‘ কাজ এগিয়ে রাখছেন? নতুন নতুন এলেন,এত কী কাজ দিলো অফিসে?’
মারিয়া আমতা-আমতা করে বলল,
‘ ইয়ে আসলে হয়েছে কী... মানে...’
সাদিফ পথিমধ্যে কথা কে*ড়ে বলল,

‘ ইয়ে- মানে ছাড়ুন। শুনুন ম্যালেরিয়া,প্রথম প্রথম এত কাজ দেখাতে যাবেন না। এটা বোকামি। পরবর্তীতে এই দেখানোটাই কিন্তু কাল হবে আপনার । দেখবেন ইচ্ছে নেই,কিন্তু বস এক গাদা কাজ চাপিয়ে দিয়েছে আপনার ঘাড়ে। এক রকম পেয়ে বসবে। বুঝেছেন?’

মারিয়া মাথা দোলাল, ‘ জি, বুঝেছি। ‘

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল,
‘ দশটা বাজে। আপনি যান,আমি শুধু শুধু আপনাকে আটকালাম। আমিও যাই,দেখি বাস পাই কী না।’
মারিয়া পা বাড়াতে গেলে সাদিফ বলল,
‘ কাল ওই সময় পেলেন না,আজ তো দশটা বাজছে। পেলেও সিট হবে না শিয়র । দাঁড়িয়ে যেতে হবে।’

‘ কী আর করব বলুন! আমারতো আর বাইক নেই যে তাতে চড়ে যাব। আর আপনিও নিশ্চয়ই রোজ রোজ আমায় ড্রপ করে দেবেন না।’

সাদিফ কপাল গোছাল। মারিয়া ঘাবড়ে গেল । এই ছেলে আবার চেঁতে না যায়! অথচ সে কিছু একটা ভেবে বলল,

‘ প্রতিদিন পৌঁছে দিলে কানাঘুষা হবে অফিসে। তবে বিপদে পরলে

অন্য কথা। রাস্তাটাতো দুজনেরই এক। উঠুন।'

মারিয়া অবাক কণ্ঠে বলল ' সত্যিই পৌঁছে দেবেন? 'সাদিফ হেসে বলল, ' মিথ্যে মিথ্যে দেয়া যায়? উঠুন।'

তারপর বাইক স্টার্ট হয়,মারিয়া উঠে বসে পেছনে। মুহুর্তে অধর ভরে ওঠে বিজয়ের, চকচকে হাসিতে। এই যে এতক্ষণ ইচ্ছে করে অফিসে বসে ছিল,কেন? ওর সাথে যাবে

বলেইত। মারিয়া মিটিমিটি হেসে হেলমেট বাধল মাথায়। সাদিফ টান বসালে, এক হাতে আকড়ে ধরল কাঁধ। আজও এক যোগে চেয়ে রইল তার প্রসস্থ, চওড়া পিঠের দিকে।

সময় কা*টল অল্প নীরবতায়। মারিয়াই কথা শুরু করল প্রথমে,

‘ আজতো আপনাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাইনা?’

‘ হ্যাঁ, পুষ্প আর ইকবাল ভাইয়ার এংগেজমেন্ট।’

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আর আপনি অফিসে,কী কপাল তাইনা?’

‘ আপনার ও তো ইনভাইট ছিল। গেলেন না কেন?’

‘ কী করে যাই,আমারও যে অফিস!’

‘ দুজনেই ভুক্তভোগী তাহলে। ‘

পরমুহূর্তে বলল,

‘ আচ্ছা,আপনি পিউকে পড়াতে যাচ্ছেন না যে?”‘ যেতে তো চাইছিলাম। কিন্তু অফিস করে বাড়ি ফিরতে প্রায় এগারটা বেজে যায় দেখে ধূসর ভাইয়া মানা করলেন। বলেছেন সময় আর ইচ্ছে থাকলে এমনি এসে পড়াতে। কোনও রকম চাপ যেন না নেই।’

সাদিফ নীচের ঠোঁটটা, দাঁত দিয়ে কা*মড়ে ধরল। ভ্রুয়ে দেখা দিলো

সূক্ষ্ম ভাঁজ। এই যে ভাইয়ার সাথে ম্যালেরিয়ার এত ভাব,এর কী কোনও অন্য মানে আছে? ভাইয়া কি ওনাকে পছন্দ করেন? পরমুহূর্তেই চোখে ভাসল সেদিনের কথা। ধূসরের ফুলদানিতে লা*থি মা*রার দৃশ্য। দুপাশে ক্রমশ মাথা নেড়ে ভাবল,

‘ না না,ন্যালেরিয়ার প্রতি ভাইয়ার কিছু নেই,থাকলে অত রে*গে যেত না কি?”‘ কী ভাবছেন?’

‘ হু? না, কিছু না।’

‘ একটা কথা বলি?’

‘ অনুমতি চাইছেন? এত ভদ্রতা! ‘

মারিয়া গাল ফুলিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা যান,শুনতে হবে না।’

সাদিফ শব্দ করে হেসে উঠল। হাওয়ার সাথে সেই হাসিতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল মারিয়ার। সাদিফ বলল

‘ আচ্ছা বেশ,বলুন।’

‘ না থাক।’

‘ আরে বলুন না। ‘

‘উম,আচ্ছা। বলছিলাম যে,এই যে আপনি আমাকে ড্রপ করে দিচ্ছেন,উপকার করছেন,এই

উপকারের একটা প্রতিদান দেয়া উচিত না?’

‘ বিনিময় হিসেব করে তো উপকার করছিনা। তাও বললেন যখন শুনি,কী প্রতিদান দিতে চান! বাইকের তেল ভরে দেবেন না কী?’

কথাটা বলে আবার হো হো করে হাসল সাদিফ। মারিয়া ঠোঁট উলটে বলল,‘ আমি মোটেও সেটা বলিনি।

আপনিতো আমাকে কিছু বলতেই দিচ্ছেন না।’

‘ আচ্ছা,বলুন,বলুন।’

মারিয়া রয়ে সয়ে বলল,

‘ ইয়ে,ওই,আচ্ছা,আমরা যদি বন্ধু হই,তাহলে? ‘

দৈবাৎ বাইকে ব্রেক কষল সাদিফ। প্রস্তুত না থাকায়,মারিয়ার থুত্নীটা গিয়ে লাগল তার পিঠের হাড়ে। চমকে গিয়েছে সে। সাদিফ ত্রস্ত

হেলমেট খুলে ঘাড় ঘোরায়। বুকপকেট থেকে চশমা বের করে পরে নেয়।

ক*ঠিন কণ্ঠে বলে ‘ নামুন।’

মারিয়া ঘাবড়ে গেল। সে কি হাবিজাবি কিছু বলেছে? বন্ধু হওয়ার প্রস্তাবটা কি খুব খা*রাপ কিছু? বিভ্রান্ত হয়ে নামল সে।

শঙ্কিত নেত্র পিটপিট করল। সাদিফ অদ্ভূত চোখে চেয়ে। হঠাৎই বলল,

‘ আপনি কি সত্যিই ম্যালেরিয়া? যাকে আমাদের বাড়িতে প্রথম দেখেছিলাম? ‘

মারিয়া কম্পিত গলায় বলল,‘ ককেন?’

‘ যে মেয়ে প্রথম দিন আমার সাথে কোমড় বেঁ*ধে ঝ*গড়া করল,সে আজ বন্ধু হতে চাইছে?’

সাদিফের কণ্ঠে বিস্ময়। যেন আকাশ থেকে পরেছে। মারিয়া হাঁপ ছেড়ে

বাঁচল। সেত ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যাচ্ছিল। সাদিফ সংশয়ী কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি কি সত্যিই আমার বন্ধু হতে চাইলেন?’

মারিয়া মাথা নামিয়ে বলল,

‘ কেন? হওয়া যায়না?’

‘ বয়সে এত ছোট মেয়ে,বন্ধু কী করে হয়?’মারিয়া ভ্রু কুঁচকে চাইল। ঘাবড়ানো,আর ইতস্তত ভাবটা দুম

করে পালিয়ে গেল অদূরে। হাত নেড়ে বলল,

‘ শুনুন, বন্ধুত্বে না এসব কোনও ব্যাপারই নয়। বয়স,সময়, দিন এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ন না। আসল হলো, বন্ধুত্বের গভীরতা। আপনি কতটা কী তাকে নিজের ভাবছেন, কতটা ভরসা করছেন,তাকে বিশ্বাস করে নিজেকে ঠিক কতটা মেলে ধরতে পারছেন তার কাছে,এসবই

হলো মূল। বাকী সব তুচ্ছ,পৃথিবী এক জায়গায় কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব আরেক জায়গায়। কারণ যারা প্রকৃত বন্ধু হয়,তারাই জানে,এর মাপকাঠি সীমাহীন। ধরিত্রীর কোনও কিছু দিয়ে এর পরিমাপ করা যায়না,যাবেও না।'

সাদিফ পুরো কথা মন দিয়ে শুনল। সে থামতেই বলল,' তাই?'

' হ্যাঁ তাই।'

‘ তাহলে কী বলছেন? বন্ধু হব?’

‘ সেটা আমি কেন বলব? আপনার ব্যাপার, আপনার মন কি চাইছে? আমার বন্ধু হওয়া যায় কী না!’

সাদিফ ঠোঁট কা*মড়ে ভাবার নাটক করে বলল,‘ উম,অল্প স্বল্প।’

মারিয়া বুঝতে পেরে হাসল। বলল, ‘ তাহলে আপাতত অল্পই থাকুক। সময় সুযোগ বুঝে না হয় এই অল্প টুকুই একদিন বেড়ে যাবে।’

সাদিফ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,
‘ মন্দ হয়না,করাই যায়।’
মারিয়া হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,
‘ তাহলে ফ্রেন্ডস?’
সাদিফ বিনা দ্বিধায় সেই হাতে হাত মিলিয়ে বলল ‘ ফ্রেন্ডস!’পিউয়ের কপালে ভাঁজ পরেছে। অনেকক্ষন যাবত একটা বিষয় খেয়াল করেছে সে। সেটা হলো, ইফতি ওর দিকে

তাকাচ্ছেই না। অন্য সময় ক্যাবলার মত চোখ দিয়ে গিললেও এখন মাথাটা নোয়ানো। সে কতবার অতিথিদের এটা -সেটা দিতে এসেছিল,ইফতি না চেয়েই হাতে নিয়েছে। কথাও বলেনি। এ নিয়ে মেয়েটা এতক্ষণ বিরক্ত থাকলেও এবার বিভ্রান্ত। এই ছেলেত সেইদিন থেকেই কেমন ছুঁকছুঁক করছিল,কলেজেও চলে গেলো। এই

একটু আগেও কেমন করছিল! সে কী ওসবের মানে বোঝেনি? একটা মেয়ে যত বোকাই হোক,ছেলেরা কীভাবে তাকায় বুঝতে পারে। সেও পেরেছে। কিন্তু হঠাৎ এত ভদ্র হয়ে গেল কী করে?চৈতন্য হলো না কী? পরক্ষনে নিজের ওপর ফুঁ*সে উঠল। ইফতি গোল্লায় গেলেও বা,ওর কী? এতক্ষণ তো তাকাচ্ছিল বলে রাগ

হচ্ছিল,তাহলে এখন এসব ফা*লতু চিন্তাভাবনা কেন মাথায়?
ভালোই হয়েছে। এমনিতেই আজকাল এসব নিতে পারেনা সে। যার আদ্যপ্রান্ত,মাথামুণ্ডু, মন মস্তিষ্ক, সব জুড়ে আস্ত আরেক মানুষ, তার অন্যদের সহ্য হয়?ইফতি চুপচাপ বসে রইলেও ইকবাল ছটফট করছে। সেই থেকে সে ঘুরছে ধূসরের পেছনে। ছেলেটা যেদিকে

যায়,সেও ইউটার্ন নেয় ওদিকে। ধূসর অনেকক্ষন খেয়াল করলেও কিছু বলেনি। ভাণ করেছে না দেখার। কিন্তু শেষে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়াল ইকবালও। ধূসর চোখমুখ শ*ক্ত করে বলল’ কী সমস্যা তোর?’

‘ তুই আমার সাথে কথা বলছিস না কেন? আমিত সরি বললাম।’

‘ যা এখান থেকে।’

ইকবাল আ*হত গলায় বলল,
‘ এভাবে বলিস না ধূসর,আমি ইচ্ছে করে করিনি কিছু। কদিন ধরে এত ক্লান্ত ছিলাম,বাড়ি গিয়েই ঘুমিয়েছি। দুনিয়া খেয়াল ছিল না।’
ধূসর আরেকদিক তাকিয়ে রইল। ইকবাল দুকানে হাত দিয়ে বলল,
‘ এই দ্যাখ ভাই,কান ধরছি,তুই বললে ওঠবস ও করব। তবুও এরকম করিস না। মাফ চাইছি তো!’

‘ তোর আমি মাফ আমি চাইনি।”‘ সেটাইত সমস্যা। তুই মাফ চাসনি আমার। কেন চাইবিনা? তুই একটু চা,আমি এতগুলো দেব। ‘

ধূসর চোখ কুঁচকে চাইল। তাকানোর ধরণ এমন, যেন সহ্য হচ্ছেনা তাকে। ইকবাল কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল,

‘ আমি সত্যিই ইচ্ছে করে করিনি। তুই এইভাবে তাকালে আমার ক*ষ্ট হয়।’

ধূসর বুকের সাথে হাত ভাঁজ করে বলল,

‘ তো কী করতে পারি?’

ইকবাল অবিলম্বে কী যেন ভাবল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ কিচ্ছু করতে হবে না, দাঁড়া আসছি।’

বলে হনহন করে চলে গেল। ধূসর ভ্রু বাঁকিয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। ইফতি বাবার পাশে বসা। গুটিশুটি মেরে একেবারে ভদ্র ছেলের মতোন। ইকবাল সবার মধ্যে গিয়েই খেঁকিয়ে ডাকল,

‘ এই ইফতি,এদিকে আয়।’

ছেলেটা চমকে তাকাল। মুমতাহিনা বললেন,

‘ ওমা, ওমন ধম*কাচ্ছিস যে,কী করল ও?’

‘ কিছু না। তুই এদিকে আয়।’ইফতি ঢোক গি*লল। ধূসর ভাই কিছু বলে দিয়েছেন নির্ঘাত। সে ভীত লোঁচনে মায়ের দিক চেয়ে সাহারা খোঁজে। তবে তার খেয়াল থাকলে তো! তাকে সঙ্গ দিতে জবা বেগমকে বসিয়ে রেখে গিয়েছেন মিনা। খোশগল্পের চূড়ায় দুজন।

ইফতি অসহায় বনে ভাইয়ের পিছু নিলো। ইকবাল একদম এক কোনায় এসে দাঁড়াল। ইফতি সামনে আসতেই ধম*কে বলল,

‘ তুই পিউকে লাইন মারছিস?’

ছেলেটার বুক কাঁ*পে। যা ভ*য় পেয়েছে, তাহলে তাই সত্যি। ধূসর ভাই বলে দিয়েছেন সব।

স্বীকার করলে ভাইয়া এক্ষুনি থাবা বসাবেন। মা*রের হাত বাঁচতে

বলল ‘ ন না, না তো। ‘
ইকবাল রা*গে গনগনে কণ্ঠে বলল,
‘ না হলেই ভালো। বয়স কত তোর? বই নিয়ে বসতে দেখিনা,রেজাল্টতো বাধিয়ে রাখার মতো করিস। আবার মেয়ে দেখলে পেছনে ঘোরে। তাও ভাইয়ের শালী? সাহস কত!’
ইফতি মাথা নামিয়ে নিলো। ইকবাল ক*ড়া গলায় বলল,‘ ফের এরকম কিছু শুনলে চ*ড়িয়ে চোখ-মুখ

অন্ধকার করে ফেলব। তাছাড়া পিউ তোর ভাবি। ভাবি হলো সম্মানের পাত্রী। তার দিকে অন্য নজরে তাকানো ঘোর পাপ। মনে থাকবে?’

ইফতি ঘাড় কাত করল। ইকবাল কপাল গোছাল তাতে। ভাবি বলেছে,কেমন ভাবি,কোন ভাইয়ের বউ, কিছু জানতে চাইল না কেন? ভ*য় পেয়েছে মনে হয়। ইকবাল গম্ভীরতা বজায় রেখে বলল,

‘ আচ্ছা ঠিক আছে,কথা শুনলেই হবে। যা এখন।’

ইফতি চলে গেল। ইকবাল বিশাল কাজ সাড়ার ভঙ্গিতে বুক ভরে শ্বাস টানে। বিজয়ী হেসে বন্ধুর দিক এগিয়ে যায়। ধূসরের ভ্রু এখনও গোঁটানো। সাথে গুটিয়ে রাখা নাক-মুখ। ইকবাল আনন্দিত কণ্ঠে বলল,

‘ বঁকে দিয়েছি। হতচ্ছাড়া টা আর জীবনে পিউয়ের দিক তাকাবে না। ‘

ধূসরের কৌতুক শোনার ভঙ্গিতে হেসে বলল,

‘ ও এখন এমনিও তাকাবে না।’

‘ কেন?’

‘ তোর আগেই, আমার সব বলা শেষ। ‘

ইকবাল অষ্টমাশ্চর্য চোখে তাকায়। ধূসর হেসে ওর গাল চা*পড়ে চলে গেল পাশ কা*টিয়ে।পিউ মহাব্যস্ত আজ। বোনের বিয়েতে বেশ কিছু

কাজ তার কাঁধেও পরেছে। বসে বসে খাওয়ার ফুরসত নেই। বাড়িতে এত মানুষ থাকতেও,মিনা বেগম ওকেই কাজে লাগান। মেহমানদের শরবত থেকে শুরু করে সব তাকে দিয়ে দেয়ালো। কত যে সাবধানে, আল্লাহ, আল্লাহ বলে সে ওসব কাঁচের জিনিস নিয়ে হেঁটেছে, সেই জানে। একটাও যদি পরে ভাঙতো,মা হয়ত সবার মধ্যেই ওর

হাড্ডি ব্লেন্ড করে ওকেই জুস বানিয়ে খাওয়াত।

এই পৃথিবীর এক অমোঘ সত্য হলো, বড় ভাই বোনদের বিয়েতে সবথেকে বেশি ধকল যায় ছোটদের ওপর। তারা দুদন্ড শ্বাস নেয়ারও জো পায় না। এখানে ছোটে, সেখানে যায়। পা দুটো একটুখানি জিরোয় না। অথচ এই ধকল,এই ছোটাছুটি কেউ চোখে দ্যাখে না। পরিবারে

ছোট মানেই, বড়দের চোখে শুয়ে -বসে খাওয়া এক সুখী মানব। পিউ নিজেকে নিয়ে বড্ড চিন্তিত। আজকে যেই পরিমানে সে খেটেছে গায়ে হলুদেও এরকম হবে না কি? মন ভরে, মজা করতে পারবে তো? ইয়া আল্লাহ! শখ করে আবার শাড়ি কিনল যে। পরাই যদি না হয়,ধূসর ভাইকে আবার পাগল করা হবে নাতো। পিউ ভাবতে ভাবতে

বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো। একবার আড়চোখে তাকাল ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে বসা পুষ্পর দিকে। গুনগুন করে গান গাইছে সে। ঠোঁট উপচে আসা হাসি নিয়ে একটা একটা করে চুড়ি খুলে রাখছে। পিউয়ের সমস্ত ক্লান্তি উবে গেল। এক হাত মাথায় ঠেস দিয়ে বোনের দিক চেয়ে রইল। ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে পাওয়ার কী

সুখ! এই যে,আপুকে এখন দুনিয়ার সবচাইতে সুখী মেয়ে লাগছে। এমন সময় রুবায়দা ঘরে এলেন। ট্রে ভর্তি তিন কাপ চা। পুষ্পর সামনে এক কাপ রাখতেই সে বলল,

‘ আমিত চা চাইনি মেজ মা।’

‘ জানি। বলছিলি মাথা ব্য*থা করছে,তাই নিয়ে এলাম। খা ভালো লাগবে।’

পুষ্প বিনীত, চমৎকার হাসল। হাসল পিউও। মুগ্ধতা ইউটার্ন নিলো মেজো মায়ের ওপর। আহা! তার শ্বাশুড়িটা কী অমায়িক! এত ভালো শ্বাশুড়ির আন্ডারে থাকলে জীবন ধন্য।

রুবায়দা জিজ্ঞেস করলেন,‘ তুই খাবি চা?’

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ল। রুবা বললেন,

‘ আচ্ছা,তাহলে আমিই খাই বরং। আগে যাই ছেলেটাকে দিয়ে আসি।’

পিউ তৎপর, উঠে বসে বলল,

‘ ধূসর ভাইকে দিতে যাচ্ছো?’

‘ হ্যাঁ। ‘

পিউ এক লাফে বিছানা থেকে নেমে চলে গেল তার সামনে। ট্রে-টা কে*ড়ে নিয়ে বলল,

‘,আমি দিয়ে আসি।’

‘ ওমা কেন,তুই আজ কত কাজ করলি,বিশ্রাম নে।’

‘ বিশ্রাম লাগবে না। নাও, তোমার কাপটা রাখো।’

‘ পারবি? হাতে পায়ে ফেলবি না তো?’

‘ আরে না না,জীবন দিয়ে হলেও কাপের চা রক্ষা করব। নাও তো।’

রুবায়দা দোনামনা করে কাপ হাতে নিলেন। পিউয়ের আছা*ড় খাওয়ার

অভ্যাস নিয়ে সে চিন্তায়। কাপ ভাঙু*ক,চা ফেলুক,ব্য*থা না পায়। তার চিন্তিত চোখ-মুখ দেখে পুষ্প মিটিমিটি হেসে বলল,

‘ মেজো মা,অত ভেবোনা। পিউ আর যাই হোক,ধূসর ভাইয়ের চা নিয়ে আ*ছাড় খাবে না। তুমি এসে বসো তো এখানে,একটু গল্প করি দুজন।’

রুবায়দা হেসে,চা সমেত এসে বিছানার প্রান্তে বসলেন। পিউ

ততক্ষনে হেলেদুলে বেরিয়ে গিয়েছে। পিউ ঘর থেকে বের হতেই দেখল ধূসর নিজের রুমে ঢুকছে। তৎক্ষনাৎ পিছু ডাকল সে।

‘ ধূসর ভাই!’

ধূসর থামল। ইকবালদের এগিয়ে দিয়ে মাত্রই ফিরেছে। পিউ কাছে এসে বলল,

‘ আপনার চা।’

ধূসর একবার তার হাতের দিকে তাকায়। কথাবার্তা না বলেই আচমকা ভেতরে ঢুকে যায়। আদেশ ছোড়ে,

‘ দিয়ে যা।’

পিউ কপাল কুঁচকে ফেলল। নিয়ে গেলে কী হোতো?

ধূসর ভাই ইচ্ছে করে এমন করেন। বেশি ভালোবাসি বুঝতে পেরে খুশিমনে খাটান। ফায়দা নিচ্ছেন

তো? নিতে থাকুন। যেদিন আপনিও জালে ধরা পরবেন না? দেখবেন,আপনাকেও নাকানিচুবানি খাওয়াব। পেট চে*পেও সেই পানি বের করতে পারবে না কেউ,হুহ।

পিউ পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢোকে। ধূসর কাউচে বসল গিয়ে। ফোন,ওয়ালেট বের করে সেন্টার টেবিলে রাখল। সে ঢুকতেই জায়গা দেখিয়ে বলল,‘ রাখ।’

পিউ ট্রে শুদ্ধ রাখল। ঘুরে হাঁটা ধরতেই ধূসর ডাকল,

‘ দাঁড়া।’

পিউ ঝটপট ফিরে তাকালে বলল ‘ তোকে যেতে বলেছি?’

দুপাশে মাথা নাড়ল সে।

ধূসর কাউচে বসেই কম্পিউটার টেবিলের সামনে থেকে পা দিয়ে চেয়ারটা টেনে আনল। চোখ দিয়ে দেখিয়ে বলল ‘ বোস।’

পিউ ভেতর ভেতর হাঁস*ফাঁস করে উঠল। দুঃশ্চিন্তায় বুক ধড়ফড় করছে। ধূসর ভাইয়ের হাবভাব তো সুবিধার ঠেকছে না। আবার কী করল সে? কোন বিপ*দসংকেত ঝু*লছে মাথায়!

ধূসর ঝুঁকে এসে চা তুলল হাতে। ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল,

‘ ইফতিকে ছাদে নিয়ে গেলি না যে?’

পিউয়ের চোখ বেরিয়ে এলো। তটস্থ ভঙ্গিতে উঠে,ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,‘ আমি কিছু বলিনি। ওই বলে...’

‘ বোস।’

শীতল আওয়াজে,পিউ বসে গেল আবার। মিনমিন করে বলল ‘ আমি কিন্তু না বলেছিলাম।’

ধূসর কথাটুকুন এড়িয়ে গিয়ে বলল, ‘ টেবিলের ওপর থেকে একটা বই নিয়ে আয়।’

পিউ বুঝল না ঠিক শুনেছে কী না। নিশ্চিত হতে শুধাল,

‘ হ্যাঁ? ‘

‘ বই নিয়ে আয় ওখান থেকে। ‘সে মাথা চুল্কে উঠে গেল। ধূসরের স্টাডি টেবলটা পুরোনো। সেগুন কাঠের হওয়ায়,এখনও চকচকে, মজবুত। ইউনিভার্সিটির সমস্ত বই সেখানে সাজানো। টেবিল নয়,যেন আস্ত বইয়ের স্তুপ। পিউ সিদ্ধান্তের

টানাটানিতে পরে গেল কী বই নেবে! এই এত মোটা মোটা বই দেখেই তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সে অসহায় ভাবে ফিরে তাকিয়ে বলল,

‘ কী বই নেব ধূসর ভাই?’

‘ যেটা ইচ্ছে।’

পিউ দিশেহারা হয়ে পড়ল আরো। যেটা ইচ্ছে? তারতো ইচ্ছেই করছেনা বই ধরতে। এসব হাতে নিলেই শরীর হাই ভোল্টেজে ঝাঁকি

মা*রে। কে যেন ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে, ‘ পিউ বই রাখ,বই রাখ।’

কী বই নেবে ভেবে ভেবে হাত বাড়াল একটা কারেন্ট এফেয়ার্সের দিকে। তার সাধারন জ্ঞান একেবারেই শূন্য। পাঠ্য বই-ই তো পড়েনা,আবার অন্য বই! যা দেখলেই ওর জ্বর আসে,ঘুম পায়,দুনিয়ার সব পায়? না সব না,শুধু প্রেম প্রেম পায়

ধূসর ভাইকে দেখলে।এছাড়া সব এক।

পিউ পাতলা কারেন্ট এফেয়ার্স বুকে চে*পে এগিয়ে আসে। ধূসরের দিক বাড়িয়ে ধরে। ধূসর ধীর,দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ আমি না,তুই পড়বি।’

পিউ সপ্তমাকাশে বিস্ময় তুলে বলল,

‘ আমি? এখন?’

‘ হু,বোস।’

‘ কিন্তু এখন তো বাসায় অনেক কাজ!’

‘ থাকুক। কী লেখা আছে পড়। ‘

‘ আপনাকেও শোনাব?’

‘ হু।’

পিউ বিরক্ত হলো। এই ভর সন্ধ্যে বেলা পড়ার জন্য একটা সময় হলো না কি? এইত পরশু শেষ হয়েছে তার পরীক্ষা। একটু বিশ্রামও তো দরকার এখন।

কিন্তু কার হুকুম, অমান্য করার সাধ্য আছে?

পিউ বসল। অনিচ্ছা,আর অনাগ্রহ সমেত বই মেলে সামনে ধরল। কী মুসিবত!প্রতিটি শব্দই তো মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কে লিখেছে এই বই? ছাপালোটাই বা কে!পিউয়ের পড়তে ইচ্ছে করল না। একটুও না। তাও ঠোঁট নেড়ে আওয়াজ বের করল,

‘ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেকেন্ড কনফারেন্স হয়েছিল কোন দেশে?’ পড়তে পড়তে একবার বইয়ের ওপর দিয়ে ধূসরের দিক তাকাল সে। ধূসর নীচের দিক চেয়ে ফোন দেখছে। সে ফোস করে শ্বাস ঝেড়ে বইয়ের পাতায় মন দিলো ফের।

ফোন টিপছে,একে কোন ঘোড়ার ডিম পড়ে শোনাবে শুনি? কেমন রসকষহীন প্রেমিক এ? প্রেম

করেনা, দুটো মিষ্টি করে কথা বলে না। রুমে এনে পড়তে বসায়?অথচ মেয়েটা বুঝলোই না,সে যতবার বইয়ের দিকে চায়,একজনের পূর্ন দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নি*ক্ষেপ হয় তার ওপর। সেকেন্ডে সেকেন্ডে মুগ্ধ,মোহিত চোখে দ্যাখে। অক্ষিপট নড়েনা,উহু এক চুলও এপাশ ওপাশ হয়না।লাঞ্চ টাইম শুরু। সবাই রওনা করল ক্যান্টিনে। কেউ বা ডেস্কেই

বসল বাটি খুলে। বাড়ি থেকে আনা সুস্বাদু খাবারের ঘ্রানে মুহুর্তে অফিস ম ম করে উঠল। একেকজন যখন তৃপ্তি নিয়ে খেতে থাকে,সেই ক্ষনে চুপ করে বসে আছে মারিয়া। চেহারায় বিষাদের ছাঁয়া। পেট খুদায় চোঁ চোঁ করলেও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কারণ,আজ তার মন খা*রাপের দিন। কয়েক বছর যাবত এই দিনে, আয়োজন করে মন

খারা*পেরা ছুটে আসে। আজও এলো। ব্যাতিক্রম কিছু হওয়ার কারন কই! মারিয়া হতা*শ ভঙ্গিতে কিছুক্ষন বসে থেকে ডেস্কের টেবিলে মাথাটা নুইয়ে দিলো।

সাদিফ নিজের কেবিন রেখে বেরিয়েছে কেবল। শার্টের হাতা কনুই অবধি ওঠাতে ওঠাতে ক্যান্টিনের দিকে রওনা হলো সে। মারিয়ার ডেস্ক পেরোতে হয় তাতে।

সে যাওয়ার সময় একবার পাশ ফিরে স্বাভাবিক চোখে চাইল। মারিয়াকে ওমন করে বসতে দেখে ভ্রু কুঁচকে এগিয়ে এলো। আস্তে করে ডাকল,‘ ম্যালেরিয়া,এই যে ম্যালেরিয়া?’

মারিয়া চটপট মাথা তুলল। ভেজা চোখ দুটো মুছল ত্রস্ত হাতে। কিন্তু বিধিবাম! নজরে পরে গেল তার। অবাক হয়ে বলল

‘ কাঁদ*ছেন কেন?’

‘ কই, কাঁ*দছি না তো। ‘

হাসার চেষ্টা করল মারিয়া। সাদিফ ভ্রু কুঁচকে রেখেই বলল,

‘ উম,মিথ্যা বলা ভালো নয়। আমি স্পষ্ট দেখলাম আপনার চোখে জল। তারপর মোলায়েম কণ্ঠে শুধাল, ‘ কী হয়েছে? আমাকে বলা যাবে?’

মারিয়া মলিন হেসে বলল,

‘ সত্যিই কিছু হয়নি...’

সাদিফ দুহাত তুলে, শ্বাস ফেলে বলল,

‘ ওকে, বলতে না চাইলে জোর নেই। মুখে মুখে হওয়া বন্ধুকে তো আর কেউ মনের কথা বলবেনা,এটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে থাকুন।’সাদিফ চলে যেতে নেয়। শান্ত গোছের কথাগুলোর আড়ালে তার অভিমান ঠিক বুঝে নিলো মারিয়া। সে হাঁটা ধরতেই পেছন

থেকে হাতটা টেনে ধরল ওমনি। সাদিফ থেমে দাঁড়াল। হাতের দিক একবার তাকিয়ে মারিয়ার মুখের দিক চাইল। মেয়েটার চোখ টইটম্বুর এখন। সে তাকাতেই গলগল করে গলে পরল যেন। অনুরোধ করে বলল,

‘ যাবেন না প্লিজ!’

সাদিফ বিস্মিত চোখে-মুখে এগিয়ে আসে। পাশের ডেস্ক থেকে চেয়ারটা

এনে মারিয়ার পাশে বসে। মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁ*দে উঠল। সে বিহ্বল স্বরে শুধাল,

‘ কিছু হয়েছে?’

‘ ভাইয়ার কথা মনে পড়ছে খুব!’

রওনাকের ব্যাপারে কিছুই জানেনা সাদিফ। তাই বুঝতেও পারল না। মারিয়া নিজেই বলল,

‘ জানেন,আজ আমার জন্মদিন।’

‘ ওয়াও,তাই না কী? কালতো বলেননি।’

প্রফুল্ল চিত্ত সাদিফের।মারিয়া বিরস গলায় বলল,

‘ ভাইয়া চলে যাবার পর থেকে আমি আর পালন করিনি।’

সাদিফ কপাল কোঁচকায়। চলে গেছে কথাটা ঠিক ঠাওর হলো না।

মারিয়া ভেজা কণ্ঠে জানাল,

‘প্রতি বছর এই দিনে, ঠিক বারোটার সময় ভাইয়া আমায় উইশ করত। ছোট থেকে সবার আগে ওর উইশ পেয়ে বড় হয়েছি আমি। ভাইয়া দুহাত ভরে বাজার করত, তারপর আম্মু আমার পছন্দের খাবার রান্না করতেন। এইদিনটা ছিল আমার ইচ্ছে-পূরণের মতো। যা চাইতাম ভাইয়া উপহার হিসেবে তাই আনত। দুপুরে ওদের পার্লামেন্ট

থেকে এক ঝাঁক লোক সাথে এসে পেটপুড়ে খেত। আনন্দে হৈহৈ করে কেক কা*টতাম। ভাইয়া আমার কপালে চুঁমু খেয়ে বলত,উপহার পাওয়ার পর আমি যেভাবে হাসতাম, সেটা দেখলেই ওর মনে হয় জীবন স্বার্থক।'

বলতে বলতে মৃদূ হাসল সে। অথচ কোটরে চিকচিক করছে অশ্রু।

সাদিফ আগে-পিছে না ভেবেই প্রশ্ন করে বসল,‘ এখন কোথায় উনি?’

মারিয়া থামল। সবেগে ভে*ঙে এলো কণ্ঠ। উদাস ভঙ্গিতে বলল,

‘ মা*রা গেছে।’

সাদিফের ভ্রু কুঞ্চন মিলিয়ে যায়। বিমূর্ত হয়ে পরে। জিজ্ঞেস করে,নিজেই মিইয়ে গেল লজ্জায়। থতমত খেয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

জিভ কে*টে বার বার নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রতি হতাশ জানালো।

মারিয়া চোখ মুছল ফের। নাক টেনে বলল,

‘ আপনি খেতে যাবেন না? সময়ত বেশি নেই।’

সাদিফ নড়ে ওঠে,‘ হু? হ্যাঁ যাব। আচ্ছা,আপনার ভাইয়া চলে যাওয়ার পর আর কখনও কেক কে*টেছেন? ‘

মারিয়া মাথা নাড়ল দুপাশে। বলল,
‘ ইচ্ছে হয়নি। ও মা*রা যাওয়ার পর জন্মদিন কেন? কোনও অনুষ্ঠানই আমরা পালন করতে পারিনা। ‘
সাদিফ দুর্বোধ্য হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে তাকেও টেনে তুলে বলল,
‘ আসুন।’
‘ কোথায়?’

সাদিফ এগিয়ে চলল, ‘ আগে আসুন তো। ‘

ক্যান্টিনে নিয়ে এসেছে সে। মারিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল সহসা। এখানে একেকটা খাবারের যেই দাম! পাঁচ টাকার রুটি দশ টাকা। সে ব্যস্ত ভঙিতে বলল,

‘ আমি কিছু খাব না স্যার।’সাদিফ ফিরে তাকায়। কপালে আবার ভেসে

ওঠে ভাঁজ। খালি চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল,

‘ কীসের স্যার? কাল না বললেন আমরা বন্ধু? বন্ধুকে কেউ স্যার বলে ম্যালেরিয়া?’

মারিয়া পালটা কপাল কোঁচকাল এবার। এক নিমিষে উধাও হলো তার বিষন্ন মুখবিবর। নিজেও বসতে বসতে বলল,

‘ আচ্ছা,তাই? তাহলে বন্ধুকে আপনি করে কে বলে শুনি?’

সাদিফ ডান ভ্রুঁটা ঈষৎ উঁচুতে তুলে বলল,

‘ তুমি করে বলতে বলছেন?’

মারিয়া টেবিলে হাতের কনুই ঠেকাল। আঙুল গুলো গালে রেখে পল্লব ঝাপ্টে বলল,

‘ কেন? খুব সমস্যা হবে বললে? চাইলে তুই করেও বলতে পারেন।’

সাদিফ হেসে ফ্যালে। দুপাশে মাথা নেড়ে বলে,

‘ না না,মধ্যের টাই পার্ফেক্ট। আচ্ছা আজকে থেকে আমি তুমি বলব। তবে আমাকেও কিন্তু স্যার ফ্যার বলা চলবে না। নাম ধরে ডাকতে হবে,এন্ড তুমি।’মারিয়া বিস্ময়ে স্বর, আকাশে উঠিয়ে বলল ‘ নাম ধরে? কিন্তু আপনি যে আমার বড়।’

সাদিফ কাঁধ উঁচায়, ‘ সো হোয়্যাট? তুমিই না বললে বন্ধুত্বে বয়স,সময় এসব ব্যাপার না?’

তারপর আঙুল তুলে সচেতন কণ্ঠে বলল,

‘ এই দেখেছো,আমি কিন্তু তুমি করে বলেছি মাত্র।’

সাদিফের কণ্ঠ চমৎকার। যেমন চমৎকার তার মুখমণ্ডল। সব যেন শিল্পীর হাতে নিঁখুত অঙ্কনীয়। মেপে

মেপে চোখ,নাক, ভ্রুঁ বসানো। মারিয়া মোহিত হয়ে পরে। আরো কয়েকশ ধাপ বেশি অনুভব করে আকর্ষণ।

মাথা কাত করে বলল,' ঠিক আছে ।
'

' তুমি বোসো,আমি আসছি।'সাদিফ উঠে গেল। খাবার অর্ডার করতেই গিয়েছে। মারিয়া পরল ভীষণ চিন্তায়। তার ব্যাগ হাতড়ে দুশো

টাকার মত হবে। খাবারের বিল আবার বাড়ি ফেরা!

সাদিফ ফিরে এলো দশ মিনিটের মাথায়। তার বসার হুলস্থুল ভঙ্গিমায় নড়েচড়ে উঠল সে। তাকাতেই সাদিফ অমায়িক হেসে বলল,

‘ মজার ব্যাপার কী জানো?’মারিয়া মাথা নাড়তেই বলল, ‘ আমি কখনও ফ্যামিলি মেম্বর বাদে কারো কেক কা*টিনি। যেটা আজ কা*টব।’

মারিয়া কিছু জিগেস করার পূর্বেই ওয়েটার ছেলেটি হাতে কেক নিয়ে হাজির হলো। একটা এক পাউণ্ডের ছোট ভ্যানিলা কেক। রাখল টেবিলের ঠিক মাঝখানে। মারিয়া হো*চট খেল। অবাক চোখে সাদিফের দিক তাকাল। চশমা ভেদ করে বড় বড় নেত্রজোড়া তাকেই দেখছে। সে তাকাতেই হাসি বিনিময় হয়। মারিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলল,

‘ এসবের কী দরকার ছিল?’
সাদিফ নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল,
‘ দরকার ছিল ম্যালেরিয়া,ভাইয়া নেই বলে তোমরা কেক কা*টবেনা? ওনাকে মনে করে কা*টবে। উনি যা যা পছন্দ করেন,করতেন তাই তাই করবে। তোমরা মন ম*রা থাকলে ওনার কী ভালো লাগবে? নিশ্চয়ই না। উনি যেমন চেষ্টা করতেন তোমাকে হাসিখুশি রাখার,উনি না

থাকাকালীন তোমারও উচিত তেমন থাকা।" কিন্তু... '

' কোনও কিন্তু নয়,এসো....'

সাদিফ উঠল,মারিয়াও মন্থর বেগে দাঁড়াল। ছেলেটা ওর হাতে প্লাস্টিকের ছু*রি ধরিয়ে নিজেও ওপর থেকে আকড়ে ধরল।মারিয়ার গাত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই অল্প ছোঁয়ার শিহরন বইল। সাদিফের কাছাকাছি আসা, সুনামি ছোটাল বক্ষপটে। নিভু

নিভু আড়চোখে একবার তাকায় সে। পাশ থেকে সাদিফের সাদাটে চিবুক দেখে জোড়াল শ্বাস ফ্যালে। হঠাৎ কেকের লেখার দিক চোখ পরতেই হেসে ফেলল।

‘ হ্যাপি বার্থডে ম্যালেরিয়া!’

সাদিফ বলল, ‘ হাসলে কেন?’

‘ কেকেও ম্যালেরিয়া?’

‘ হ্যাঁ, কোনও সমস্যা? তোমাকে এই নামেই মানায়। দরকার পরলে সারাজীবন ডাকব।’

কথায় কথায় বলেছে সাদিফ। অথচ মারিয়ার অন্তঃস্থল অবধি পৌঁছে গেল তা। সারাজীবন ডাকবে? ডাকুক,যা ইচ্ছে ডাকুক। সত্যিই এই মানুষটা সারাজীবন তার পাশে থাকুক। এইভাবে ম্যালেরিয়া বলে ডাকতে হলেও থাকুক।

দুজন এক সঙ্গে কেক কা*টল। সাদিফ টেনে টেনে আওড়াল,
‘ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ.........হ্যাপি বার্থডে টু ইউ....’
মারিয়া বিমুগ্ধ নয়নে দেখে গেল সব। কেকের একটা ক্ষুদ্র অংশ মুখের সামনে ধরল সাদিফ। মেয়েটার মূক চক্ষু দেখে হেসে বলল,‘ হা করুন ম্যাডাম....’

মারিয়ার সম্বিৎ ফিরল। ধাতস্থ হয়ে হা করল। সাদিফ ঠুসে দিলো কেক। মারিয়া নিজেও একটু করে তুলল। সাদিফ হা করল,তবে মারিয়া মুখে না দিয়ে মেখে দিলো তার ফর্সা গালে। ভ্যাবাচেকা খেল সে। হতভম্ব হয়ে বলল,

‘ এটা কী হলো?’

মারিয়া হুহা করে হেসে ফেলল। চোখের জল শুকিয়েছে সেই কখন।

সাদিফ ঠোঁট ফুলিয়ে রুমাল বের করে গাল মুছতে মুছতে বলল,

‘ খুব চালাক তাইনা? ওয়েট হাসি বের করছি....’

বলতে বলতে থাবা মেরে কেক তুলে পুরোটা মারিয়ার মুখে ঘষে দিল। মেয়েটা ভড়কে, চোখ ছানাবড়া করে বলল,

‘ এটা কী করলে?’

‘ আমাকে আর লাগাবে?’‘ আমিত এতখানি লাগাইনি।’

কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠ তার। সাদিফ যুক্তি দিলো,

‘ আমি ঋন রাখিনা ম্যালেরিয়া। ইন্টারেস্ট সমেত ফেরত দেই।’

মারিয়া ফোস করে এক শ্বাস ফেলে, অসহায় চোখে চাইল। ভাবল,

‘ এই যে ভালোবাসা দিচ্ছি,এর ইন্টারেস্ট সমেত ফেরত দেবে তো?’

মুখ বলল,

‘ ঠিক আছে। ধুঁয়ে আসি আগে,পরে দেখে নিচ্ছি।’

সে হাঁটা ধরতেই সাদিফ বলল,

‘ লাঞ্চ টাইম ওভার। ছুটির পর দেখা হবে। আজ টি এস সিতে চা খেতে যাব। মনে রেখো।’

মারিয়া বিলম্বব্যাতীত বলল ‘ আচ্ছা।’

তারপর চলে গেল। অর্ধ খাওয়া কেকটা সাদিফ বিলিয়ে দিলো ক্যান্টিনে। মুক্ত শ্বাস ফেলে ভাবল,
‘ যাক,মেয়েটার মন ভালো করতে তো পেরেছি।’

‘আস্তে-ধীরে পুষ্পর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো । গায়ে হলুদের আগের দিন থেকে বাড়িঘরে উপচে পরল মেহমান। মৈত্রীরা হাজির হলো প্রথম দিনে। মেয়েটার দুগাল

ফুলেফেঁপে উঠছে হাসিতে। চাঁদ হাতে পাওয়ার মত আনন্দ যেন। খুশির ছটায় জ্বলজ্বল করছে চোখ-মুখ। পুষ্পর বিয়ে অন্য কারো সাথে। তাহলে সাদিফ?

সাদিফ তবে তার?

এই একটা কথা মাথায় ঘুরছে ক্রমশ। খবরটা পেতেই তিনদিন ধরে ব্যাগ গুছিয়েছে। সারাটা পথ একা একা নিরবে হেসেছে।

সাদিফকে প্রথম দেখায় ভালো লেগেছিল ওর। সেই যখন বর্ষাকে কোলে এনে পাটার ওপর দাঁড করিয়ে কপালের ঘাম মুছেছিল। তা দেখেই টুপ করে প্রেমে পড়েছিল মন। সেই আকর্ষণ ছিল ভ*য়ানক। কিন্তু ওই মোহ,ভালোবাসায় ইউটার্ন নিয়েছে আস্তে-ধীরে। যেদিন পিউয়ের কাছে জেনেছিল,পুষ্পর সাথে তার বিয়ে ঠিক,কী কেঁ*দেছে

সেই জানে। ওই কা*ন্নার পরেইত নিশ্চিত হতে পারল,ছেলেটাকে সে ভালোবাসে! ক*ষ্টে,দুঃ*খে কত রকম ব্যস্ততা দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে বাড়ি ছেড়েছিল। তবুও এক মুহুর্ত মন থেকে সরাতে পারেনি। বিয়ে বাড়িতে তোলা সেইসব ছবি গুলো,যেখানে সাদিফকে একটুখানিও দেখা যায়, স্বযত্নে রেখেছে সে। পুষ্পর সাথে আরেকজনের বিয়ে

মানে,সাদিফ তাহলে তার। নাহলে কেন ওদের বিয়েটা হতে হতেও ভে*ঙে যাবে? সব তো শুনল শান্তার কাছে। পুষ্প অন্য কাউকে পছন্দ করে,বাড়ির কেউ তা না জেনেই বিয়ে ঠিক করেছিল। যাক! ভালোই হয়েছে। সাদিফকে পাওয়ার ক্ষীন আশা পূর্ন হয়ে ধরা দিয়েছে হাতে। মৈত্রী বুক ভরে শ্বাস নিলো। বাধভা*ঙা উচ্ছ্বাস আর স্বতস্ফুর্ত

চিত্তে,বাবা মায়ের সাথে সিকদার বাড়িতে পা রাখল বিকেলে। সবার আগে পিউ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। মৈত্রী আহ্লাদে আটখানা হয়ে পরে। ওখানেই সিদ্ধান্ত হয় তাদের এক ঘরে থাকার।তার তুষাতুর দুটো লোচন সাদিফকে খোঁজে। সকলের কান এড়িয়ে যখন পিউয়ের কাছে জানতে চায়, মেয়েটা দুষ্টু দুষ্টু হাসে। কাঁধে ধা*ক্কা দিয়ে, টেনে টেনে বলে,

‘ এত অধৈর্য হলে হয় হবু ভাবি? অপেক্ষা করো।’

‘হবু ভাবি’ সম্বোধনে লাল- নীল হয়ে পরে মৈত্রী। লজ্জার অত্যুজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে পরে গ্রীবায়। পুষ্প তাকে পেয়েই আবদার ছোড়ে,

‘ আমাকে কিন্তু তুমি মেহেদী পরাবে মৈত্রী। পার্লার টার্লার বাদ।’

‘ নিশ্চয়ই। শুধু হাতে কেন? দরকার পরলে সারা গায়ে লাগিয়ে দেব

আপু। তুমি যে আমার কত বড় উপকার করেছ ভাই তুমি নিজেই জানোনা।’

পুষ্প না বুঝেই হাসল। পরমুহূর্তে চোখ পিটপিট করে পিউয়ের দিক চাইল। মেয়েটা ঠোঁট চেপে হাসছে। তখন ইকবালের কল আসায় ঘাটালোনা সে। রিসিভ করে উঠে গেল ওদের মাঝ থেকে।

মৈত্রী পিউকে পাকড়াও করে বলল,

‘ আচ্ছা হাতে না বেশি সময় নেই। তুমি আমাকে বলে দিও তোমার সাদিফ ভাইয়ের কী কী পছন্দ!’

পিউ ভেবে ভেবে বলল,

‘ ওনার যে কী পছন্দ আমি নিজেই জানিনা গো। তোমার জন্য না হয় জেনে নেব।’

মৈত্রী কৃতজ্ঞতায় ওকে জড়িয়ে ধরে। পিউ মনে মনে ঘোষনা করল, এই মেয়েটা তার ভাবি হিসেবে পার্ফেক্ট।

ননদ – ভাবি মিলেমিশে সারাজীবন মহানন্দে কা*টানো যাবে।সাদিফ- মারিয়াকে নিয়ে টি -এস- সি ঘুরল। ইচ্ছেমতো স্ট্রিটফুড খেলো দুজন। জোরাজোরি করেও কোনওটার বিল মারিয়া দিতে পারেনি। তারপর কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে তাকে বাসায় নামিয়ে দিল সে। মারিয়া আজও চায়ের জন্য সাধল। ছেলেটা সবিনয়ের সহিত মানা করল।

মারিয়া ধন্যবাদ দিলো সব কিছুর জন্য। রওনাক মা*রা যাওয়ার পর এই প্রথম তার জন্মদিন এত ভালো কেটেছে। কৃতজ্ঞতায় ভেতর ভেতর নুইয়ে পরে সে।

সাদিফ চলে যায়। দুই পথে যেতে যেতে দুজনেই আবিষ্কার করল,

‘ আজকের দিনটা ছিল এখন অবধি কাটানো,তাদের জীবনের সবচাইতে সুন্দর আর শ্রেষ্ঠ দিন।’গৃহে মেহমান

গিজগিজ করছে। বর্ষা হাজির তার বর-সহ। অমায়িক মানুষ সৈকত! আচার ব্যবহার অনবদ্য। জামাই জামাই ভাব ধরে না রেখে লেগে পরেছে কাজে। কারো নিষেধই নিচ্ছেনা কানে। রাশিদ আর মুত্তালিব তাদের পরিবার সহ উপস্থিত । একমাত্র ঢাকায় নিবাসী আত্মীয় -স্বজন বাদ দিয়ে বাকী সকলেই এসেছে।

ধূসরের সঙ্গে কাল থেকে দেখা হয়নি পিউয়ের। হলেও,পলক ফেলার আগেই গায়েব হয় সে। দু দন্ড তাকিয়ে থাকারও সময় দেয় না। এদিক ছোটে, ওদিক ছোটে। ইকবাল ভাই আবার তাকে বগলদাবা করে কেনাকা*টাও করতে যান। সব মিলিয়ে মানুষটার শ্বাস ফেলার ও ফুরসত হচ্ছে না।

বাড়ির ছাদে গায়ে হলুদের প্যান্ডেল বসানো হয়েছে।আজকাল প্রায়শই অসময়ে বর্ষা ধেঁয়ে আসছে। এই নিয়ে সকলেই বেশ চিন্তায়। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে অনুষ্ঠানই মাটি। প্যান্ডেল লণ্ডভণ্ড হলে পুষ্পর দুঃখ আর দেখতে হবে না। নিজের গায়ে হলুদ নিয়ে নিজেই মাতোয়ারা সে।

তার কনুই থেকে শুরু করে নখ অবধি মেহেদী পরিয়েছে মৈত্রী।

মেয়েরা সবাই মিলে কাঁচা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। সন্ধ্যার পর শুরু হবে নাঁচগান।

মৈত্রী মেহেদী লাগাতে লাগাতে চোখের কোনা দিয়ে দরজার দিক চাইল একবার। সাদিফ এটা সেটা হাতে তুলে আসছে,যাচ্ছে। পর্দা ওড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ওকে। ওই একটুখানি দেখেই শান্তি পাচ্ছে মেয়েটা।

কাল সাদিফ ফেরা মাত্রই তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কতদিন পর দেখায়,আবেগে ভেসে গেল। অথচ

তাকে দেখে ভূত দেখার ন্যায় চমকে উঠেছিল ছেলেটা। চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে ছিল কিছুক্ষণ। মৈত্রী মিনমিন, করে দুগালে লাজুক ভাব নিয়ে শুধাল,‘ ভালো আছেন?’

সাদিফ কোনও রকম হেসে বলল, ‘ জি আপনি? ‘

‘ভালো। ‘

ফের হা করার সময় দিলো না সাদিফ। তড়িঘড়ি পায়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল।

মারিয়াও দাওয়াত পেয়েছে বিয়ের। মিনা বেগম নিজে ফোন করে নিমন্ত্রন করেছেন ওকে। অফিস থেকে দুটো দিনের ছুটি নিতে গিয়ে

বড় ঝামেলায় পরেছিল সে। নতুন জয়েন করলে,তিন মাসের আগে,ছুটি দেয় কেউ? তাকেও দিতে চায়নি। এই যাত্রায়ও তাকে উদ্ধার করেছে সাদিফ। নিজে সাথে গিয়ে ছুটি চেয়েছে। যেহেতু সে ম্যানেজার,তার সুপারিশ অফিসের বস ফেললেন না। মারিয়া নাঁচতে নাঁচতে হাতে ব্যাক প্যাক নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। সাদিফ তাকে দেখেই বলল,

‘ এসে গিয়েছেন?’

মারিয়া স্ফুর্ত চিত্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ কাজ করতে হবে কিন্তু... ‘

‘ নিশ্চয়ই। আপনি খালি বলবেন,কী হেল্প দরকার,আমি সব করে দেব।’

সাদিফ দুই ভ্রু উঁচায়,

‘ বাবাহ! এত কাজের মানুষ!’গায়ে হলুদের দিন ধূসরকে দেখেই মাথা

চক্কর কা*টল পিউয়ের। একটা লাল রংয়ের পাঞ্জাবি পরেছে সে। সঙ্গে সাদা প্যান্ট। দুহাতা কনুইয়ের একটু নীচে গোটানো। ঘামে ভিজে বুকের কাছটা মিশে গেছে গায়ে। পিউ হা করে আহাম্মক বনে চেয়ে থাকল। তার পল্লব আটকে গিয়েছে। নড়ছেনা। চোখের মণি এক স্থানে স্থির।

ইশ! মানুষটা এত নেশা ধরানো দেখতে কেন? এই যে অল্প দাড়ি গজানো শক্ত চিবুক,মাথাভর্তি অপরিপাটি চুল,শ্যামলা সুঠাম হাতে ভাঁজ করা লাল পাঞ্জাবির পাড়। এই যে সুগভীর নেত্রের পৌরুষদীপ্ত মুখ,এসব তো স্বপ্নে আসা অচিনদেশের রাজকুমারের মত। বাস্তবে কারোর হতে দেখেনি। হয়না, এ হতেই পারেনা। এই তামাটে

চেহারার বলিষ্ঠ গড়নের যুবক তার ভেতরের সবটা এলোমেলো করে দিয়েছে। এই খবর কেউ জানলে কী হতো? প্রেস -মিডিয়া হাজির হত চৌকাঠে। বড় বড় পত্রিকা শিরোনামে ভরে যেত। আর টিভি চ্যানেলে নিরন্তর খবর চলতো, প্রেমের ফাঁ*দে ফেলে এক সপ্তদশী কিশোরীর মন নিয়ে ছিনি*মিনি খেলছে এক পাষাণ যুবক। মেয়েটি

আহত,না না নির্ম্মম ভাবে নিহত। তাকে অতিসত্ত্বর ভর্তি করা হবে মনের হাসপাতালে। অপারেশন হবে চারটে অলিন্দের। অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে রাখা হবে ভালোবাসার আইসিউতে।সে দুই ঠোঁট অর্ধেক ফাঁকা করে চেয়ে যখন ধূসর এগিয়ে এলো। তুড়ি বাজাল মুখের সামনে। পিউ ধ্যান ভে*ঙে ,নড়েচড়ে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে এলোমেলো পাতা

ফেলল মেঝেতে। ধূসর কিছু বলল না। চুপচাপ পাশ কা*টাতে গিয়ে আবার দাঁড়াল। আড়াআড়ি হলো দুজন। পিউ তাকাতে গিয়ে আবার চট করে নামিয়ে ফেলল চোখ। যখন বুঝল ধূসর দাঁড়িয়ে লজ্জা পেলো সে। আচমকা উত্তপ্ত প্রঃশ্বাসের সঙ্গে ধূসরের ঠোঁট দ্বয় ছুঁয়ে গেল পিউয়ের কানের কাছটা। শীতল কণ্ঠে, ফিসফিস করে বলে গেল,

‘আ’ম রেডি টু ডাই, এগেইন। ‘পুষ্প লাইন কে*টে দিচ্ছে ফোনের। ইকবাল তাও থামছে না। একের পর এক ভিডিও কল দিচ্ছে। মেয়েটা বিরক্ত হয়ে ফোন রিসিভ করল,তবে ক্যামেরা ঘুরিয়ে রাখল আরেকদিক। ইকবাল তখন আধশোয়া বিছানায়। দুকাধে তোয়ালে প্যাচানো। গালে বাটা কাচা হলুদ। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে

ললাট ছুঁয়েছে। পুষ্পর চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে। এই সৌষ্ঠব পূর্ন মানুষটা তার? ভাবলেই নিজেকে ধন্য লাগে। ইকবাল ক্যামেরার ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিলো। দেখার চেষ্টা চালায় তাকে। শেষে ব্যর্থ হয়ে বলে,

‘ প্লিজ মাই লাভ, সামনে এসো।’

পুষ্প মুখের ওপর বলল,

‘ পারব না।’

‘ এমন করেনা সোনা! হলুদের সাজে তোমাকে কেমন লাগছে দেখি একটু।’

‘ বললামত না।’

‘ এত নিষ্ঠুর হচ্ছো কেন?’

‘ আমি এরকমই।’

‘ মাথাটা গরম মনে হচ্ছে!’

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ আমি কিন্তু কিছু করিনি।’

পুষ্প কঠিন কণ্ঠে বলল,‘ করেছো। এই যে বারবার ফোন করে বিরক্ত করছো,এটাই অনেক বড় অপরাধ!’

ইকবাল নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,

‘ আমিতো তোমাকে দেখার জন্য এমন করছি মাই লাভ। তোমাকে সবার আগে দেখা আমার অধিকার।’

‘ বলেছিনা,বিয়ের আগে দেখা হচ্ছেনা। দেখতে হলে কাল দেখো।’

তৎক্ষনাৎ লাইন কে*টে দিলো ইকবাল। পুষ্প আহত হলো। সে কি বেশি শক্ত-পোক্ত হয়ে কথা বলে ফেলেছে? না বলে উপায় কী! মা কড়া করে বলে দিয়েছেন বিয়ের আগে একে অন্যের মুখ না দেখতে। যদিও এসব কুসংস্কার, কিন্তু মায়ের আদেশ,না মেনে উপায় আছে?

তাইত অমন করল সে। ইকবালটা কি রাগ করল? পুষ্প ওকে মানাতে

ফোন করতে যাবে সে সময় মারিয়া ঘরে ঢোকে। ওকে দেখে থেমে গেল মেয়েটা। খুশিতে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। ব্যস্ত হলো গল্পে।

আধঘন্টার মাথায় ইকবাল নিজেই ফোন করল। পুষ্প তখন মেহেদী পরছে পায়ে। অধৈর্য হাতে সাথে সাথে রিসিভ করল সে। মুখ ফুটে সরি বলার আগেই ইকবাল বলল,‘ বাড়ির পেছনে এসো একবার। ‘

পুষ্প বিস্ময়াবহ হয়ে বলল, ‘ কেন?’
‘ আমি দাঁড়িয়ে আছি।’
সে হতবিহ্বল। বিশাল জোরে ধা*ক্কা খেয়েছে। বলদ বনে গেল। ইকবাল বলেই লাইন কা*টল। পুষ্পর উশখুশ শুরু হলো ওমনি। ইকবালের পাগলামিতে একবার ভালো লাগছে, একবার অসহ্য। বাড়ি ভর্তি এত মানুষ! সে যাবে কেমন

করে? এখন কাউকে কিছু বললেই মজা নেবে সবাই। কী করবে তবে? শেষে মারিয়াকে কাছে ডেকে কানে কানে বলল কথাটা। মেয়েটা ফিক করে হেসে ফেলতেই পুষ্প নুইয়ে গেল লজ্জায়।

মারিয়া উপকার করেছে অবশ্য। সকলের চোখ এড়িয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছে গন্তব্যে। নিজে হয়েছে পাহারাদার।অন্ধকারে হাত খুঁজে

পাওয়াও মুশকিল যেখানে,গায়ে হলুদের ভারি সাজগোজ নিয়ে পুষ্প দাঁড়িয়ে সেথায়। ইকবালের টিকিটিও দেখা যাচ্ছেনা। তাকে আসতে বলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে এই লোক? নাম ধরেও তো ডাকতে পারবে না। পাছে কেউ শুনে নেয়! তাই ফিসফিস করে বলল ‘ ইকবাল,আছো?’ ইকবাল!’

জবাব এলো না। তবে এক জোড়া শক্ত হাত পেছন থেকে কোমড় চে*পে ধরে, মুখ গুজে দিলো কাঁধে। কবুতর ছানার ন্যায় কেঁ*পে উঠল মেয়েটা। ঘুরে দেখতে চায়,ইকবাল দিলোনা। জড়ান কন্ঠে, কাধে নাক ঘষে বলল,

‘ হলুদের ঘ্রান এত সুন্দর হয় মাই লাভ? এরপর তোমাকে সারাদিন হলুদে ভিজিয়ে রাখব আমি।’

পুষ্প হাসল। পরমুহূর্তে মেকি রা*গ নিয়ে বলল,‘ এভাবে এলে কেন? কেউ দেখে ফেললে? ‘

‘ কেউ ‘এই শব্দটাকে ইকবাল ভয় পায়না মাই লাভ। পেয়্যার কীয়া তো ডারনা ক্যা,? সেখানে আমিতো বিয়ে করছি । ভয়ের প্রশ্নই আসে না।’

‘ বাবাহ! এত সাহস? কে যেন ধূসর ভাইয়ের নাম শুনলেই...’

‘ এখন তো ওউ সব জানে মাই লাভ। তাই ভয়কে করেছি জয়। নিজের বউয়ের কাছেইত এসেছি। এনি ওয়ে,অমন করলে কেন তুমি? একটু দেখা দিলে কী হোতো? ”

‘ মা বারণ করেছিল।’

‘ ওওও... বারণ করে কিন্তু খা*রাপ হোলো না। তখন মুখটা দেখতাম আর এখনও পুরোটা দেখছি, সাথে ছুঁতেও পারছি বলো।’

পুষ্পকে নিজের দিকে ঘোরাল ইকবাল। আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল,‘ মনে হচ্ছে জ্যান্ত একটা হলুদপরী দাঁড়িয়ে আমার সামনে। ‘
পুষ্প লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল।
ইকবাল ফিসফিস করে বলল,
‘ এমন আস্ত একটা গাঁদা ফুল আমার ঘরে থাকবে,ভাবলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে মাই লাভ।’

পুষ্প আই-ঢাই করে বলল,
‘ ধ্যাত,এসব বোলোনা তো। লজ্জা লাগছে আমার।’
‘ তাই? তাহলে লজ্জাটা আরেকটু বাড়িয়ে দেই?’
পুষ্প প্রশ্ন নিয়ে তাকাল। ইকবালের ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু-মিষ্টি হাসিটা তাকে বিভ্রান্ত করে দেয়। হা করে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বেই, পুরু, অসিত ওষ্ঠ জোড়া ছুটে এসে

আকড়ে নেয় লিপস্টিক পরা অধরদ্বয়। হকচকিয়ে তার শার্টের কলার চেপে ধরে পুষ্প। ইকবালের হাত উঠে আসে পিঠে। গভীর ভাবে লেপে যায় স্পর্শ। আরেকটু কাছে টেনে নেয়। দুজনের মাঝের ওই এক ইঞ্চির দুরুত্ব টুকুও ঘুচে যায় মুহুর্তে।পিউ শাড়ি পরতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেলছে। তার

মাথায় শুধু ঘুরছে ধূসরের কিলার লুক,তার মারাত্মক চেহারা

আর বলে যাওয়া রহস্যময় কথাখানা। ম*রতে রাজি আছি,মানে দিয়ে কী বোঝালেন উনি? কোনদিন ম*রেছেন? সে ভাবতে ভাবতে কুচি ঠিক করে,আবার তা উলটে যায় দুদিকে। নতুন শাড়ি পরার এই এক জ্বালা। পিউ বিরক্ত হয়ে রেখে দিলো। অসহায় হয়ে বসে রইল

বিছানায়। সেই সময় মারিয়া ঢুকল। তার কাজলের মাথাটা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কা*টা দরকার। সার্পনার খুঁজতে এসে পিউয়ের অবস্থা দেখে বলল

‘ ওমা! তুমি এখনও তৈরী হওনি?’

‘ কী করে হব? আমিত শাড়িটা পরতেই পারছিনা আপু।’

‘ আরে এই কথা, এসো আমি পরিয়ে দিচ্ছি।’

পিউয়ের চেহারা ঝলমলে হলো। ঝটপট উঠে দাঁড়াল। মারিয়া এগিয়ে এসে দক্ষ হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাড়ি পরিয়ে বলল,

‘ চুল খোলা রাখবে না খোঁপা করে দেব?’

‘ খোলা থাকুক।’

‘ আচ্ছা।’

চুল গুলো সেভাবে আচড়ে দিয়ে কিছু অংশ কাধের এপাশে ঝুলয়ে দিল

মারিয়া। বলল ‘ তোমাকে শাড়ি পরলে একদম অন্য রকম লাগে পিউ। মনে হয় কত বড়! বোঝাই যায়না,ইন্টার দিচ্ছো। আমি ছেলে হলে,তোমাকে লাইন মা*রতাম শিয়র।’পিউ লজ্জা পেয়ে বলল, ‘ কী যে বলো!’

আচ্ছা, তুমি শাড়ি পরলে না কেন?’

‘ আমারতো শাড়ি নেই। তাছাড়া আমি সামলাতেও পারিনা।”

‘ আজ ওসব বললে হবেনা আপু। আমি শাড়ি দিচ্ছি, চটপট পালটে নাও।’

মারিয়া মানা করতেও পারল না, পিউ ছুটে গেল মায়ের ঘরে। লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে আবার ফিরে এলো। হাতে দিয়ে বলল

‘ আপুর আর তোমার গায়ের মাপ এক। তাই ওর ব্লাউজ এনেছি।

একটু এদিক সেদিক হলে পিন দিয়ে আটকে নিও। কেমন?’

‘ শাড়ি না পরলে হয়না?’

পিউ দৃঢ় গলায় বলল ‘ না হয় না। পরো, কুইক। ড্রেসিং টেবিলের ওপর সব কসমেটিকস রাখা যেটা ভালো লাগে পরে নিও।’

তারপর ঠেলেঠুলে তাকে ওয়াশরুমে ঢুকিয়ে দিল পিউ।

মৈত্রী সেজেগুজে তৈরি। মেক আপের আস্তরনে তার মুখের সঠিক রঙ ঢাকা পরেছে। কিন্তু সুন্দর লাগছে বেশ! ডালা শাড়ি পরায় বাঙালী বধূর মত ভাব ফুটেছে। সে নিজেই মুগ্ধ হলো নিজেকে দেখে। এখন শুধু সেই মানুষটার মনে ধরলে হয়!

মৈত্রী ঘর থেকে বের হতেই সাদিফ সামনে পরে। তাকে এক পলক

দেখেও চলে যেতে নেয়। মৈত্রী আটকে দিয়ে বলল‘ কেমন লাগছে আমায়?’

সাদিফ মহাবিরক্ত হলো। কপাল কুঁচকে তাকিয়ে বলল,

‘ ভালো। ‘

আবার যেতে নিলে মৈত্রী আবার আটকে বলল ‘ শুধু ভালো?’

‘ জি। আমি মেয়েদের প্রসংশা করতে পারিনা।’

তারপর চলে গেল। মৈত্রী হাসল একা একা। ভাবল,

‘ আমাকে দেখলেই পালাতে চান। আচ্ছা দেখি, পালিয়ে কতদূর যেতে পারেন আপনি!’

‘ এরকম বিরক্তিকর মেয়ে আগে দেখিনি। দেখছে ইগ্নোর করছি, তাও গায়ে পরে কথা বলে? আশ্চর্য! ‘ সাদিফ বিড়বিড় করে হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়াল। কী মনে করে পাশ

ফিরে তাকাল। শাড়ি পরে এগিয়ে আসছে মারিয়া। খোঁপায় গোঁজা গাজরাটা দুহাত দিয়ে ঠিকঠাক করার ব্যস্ততা তার। সাদিফ প্রথম দফায় বিস্মিত হলো। প্রথম বার মারিয়াকে শাড়ি পরা দেখে চোখ থমকে রইল। পরপর সেখানে ছড়িয়ে গেল মূঢ়তা। সব ভুলে অভিভূতের ন্যায় চেয়ে রইল সাদিফ। লাল শাড়ি পরা ফর্সা মেয়েটিকে স্বর্গের অপ্সরী মনে হচ্ছে

যেন। এটা কি সত্যিই ম্যালেরিয়া? সব সময় সাদামাটা বেশে দেখা মেয়েটিকে সাজলে এত সুন্দর লাগে বুঝি?

সেই মুহুর্তে পিউ ছুটতে ছুটতে এলো। তার পড়নেও শাড়ি। মারিয়াকে ডেকে বলল,

‘ আপু তোমার ফোন বাজছে।’

মারিয়া ফিরে তাকায়। ধ্যান কেঁটে যায় সাদিফের। হুশে এলো সে।

থতমত খেয়ে কেশে উঠল। পরপর লজ্জায় মিশে গেল মাটিতে। পিউ থাকতে অন্য কোনও মেয়ের দিকে এভাবে তাকিয়ে ছিল ভাবতেই নিজেকে ছোট মনে হয়। দু একবার আনমনে ছি! ছি! বিড়বিড় করল সে। পালানোর জন্য একরকম দ্রুত জায়গা ছাড়ল তারপর।একটা হলুদ শাড়ি, পিঠের শেষাংশ অবধি খোলা চুল আর দুহাত ভর্তি লাল চুড়ি পরা

সপ্তদশী মেয়েটা হাতে ভাতের প্লেট নিয়ে ঘুরছে। মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছে। এত বড় বাড়িতে কোথাও একটু বসে খাওয়ার জায়গা পাচ্ছে না সে। এদিকে ছোটাছুটি তে সকাল থেকে খেতে পারেনি। একটা দানাও পরেনি পেটে। খিদে তো আর স্থান-কাল মানে না!

মিনা বেগম এক ফাঁকে দেখে গেলেন মেয়ের কান্ড। বলেও গেলেন,

‘ দাঁড়িয়ে ভাত খায়না,বসে খা।’

মেয়েটা শুনল,গিয়ে খাবার ঘরে জায়গাও খুঁজে এলো, কিন্তু পেলোনা। এক ব্যাচ বসছে,আরেক ব্যাচ উঠছে। মেহমান দের রেখে সে আগে বসে গেলে কেমন দেখায় না! হেঁটে হেঁটে খেতে খারাপ লাগছে না

অবশ্য । পারলে রুমে বসে খেতে পারে,কিন্তু ইচ্ছে করে যাচ্ছে না। তার কাজল কালো চক্ষুদ্বয় ম*রিয়া হয়ে আছে ধূসরের প্রতীক্ষায়। নিরবে,নিঃশব্দে মানুষটাকে খুঁজছে সে। সেই কখন বিকেলে একটু দেখেছে,আর না। মানুষ টা যে কী সাংঘাতিক ব্যস্ত! কাল থকে পা দুটো জিরোচ্ছেই না। ছাদ থেকে এক দণ্ড নামার সময় মিলছে না তার। তার

কি বুকটা আকুপাকু করছেনা ওকে দেখার? এই যে সে সেজেগুজে ঘুরছে,সাজত উঠে আসারই সময় হয়ে যাচ্ছে। একবার কি এর আগে দেখবেন না ধূসর ভাই? পিউ সিড়িঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল খেতে খেতে। সেই সময় কারো পায়ের শব্দ এলো কানে। কেউ নামছে। পিউ ভাবল অন্য কেউ। অনাগ্রহে ফিরে তাকালো না তাই।

অথচ নামল ধূসর। তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ! পিউকে এভাবে দেখে সিড়িতেই থেমে দাঁড়াল সে। পেছন থেকে মেয়েটার খোলা চুলের দিক চেয়ে ঢোক গিলল। পিচ্চিটা আবার শাড়ি পরেছে! আচ্ছা ফাজিল তো! ধূসর ধীর পায়ে নেমে এলো। গলা খাকাড়ি দিতেই ঘুরে চাইল পিউ। ধূসরকে দেখেই তার গাল দুটো রোদ্দুরের ন্যায় চকচক করে উঠল।

ওষ্ঠপুটে ভীড়ল কুণ্ঠিত, মায়াময় হাসি। লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে নিভু চোখ তুলে চাইল। সামনে থেকে সেকেন্ডে সেকেন্ডে তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখল। ধূসরের নেত্রদ্বয় থেমে নেই। পিউ ঘোরা মাত্র তার ধারাল চাউনী পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে নিয়েছে। ওইটুকু সময়েই মুখস্থ করে ফেলেছে তার প্রতিটি সাজ।

তারপর সামনাসামনি হলো। পিউ চোখ নামিয়ে, বাম হাতে কালো চুল গুঁজে দিল কানে। যাতে প্রকাশ পেলো, ধূসরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় তার অস্বাভাবিক লজ্জা।

ধূসর হঠাৎই গম্ভীর গলায়, কপাল কুঁচকে বলল,

‘ বিয়ে টা কী তোর?’

পিউ তটস্থ নজরে চাইল। দুদিকে মাথা নেড়ে বলল’ না তো। ‘

‘ তাহলে এত সেজেছিস কেন?’মেয়েটা হতবুদ্ধি হয়ে নিজের সারা গায়ে চোখ বোলায়। অন্যদের সাজগোজের ধারেকাছেও যায়নি ও। একটু ফাউন্ডেশন অবধি মাখেনি। ওনার চোখে কী ন্যাবা হলো? এত সাজ কই দেখলেন তিনি?

পিউয়ের মনটাই খা*রাপ হয়ে গেল। কই ভাবল,সেই বর্ষা আপুর বিয়ের মত উনি হা করে চেয়ে রইবেন।

কুচি ঠিক করে দেবেন। মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। তা না!

ধূসর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,

‘ তুই কি আমাকে মা*রার প্ল্যান করছিস?’

পিউ চমকে তাকাল। অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের মালিকের প্রতি এক পশলা অভিমান হানা দিল বক্ষে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঝড় নামাতে

চাইল। চোখের সামনে,ধূসরের শক্ত চিবুক দেখে দিশেহারা হয়ে বলল,

‘ ছি ছি! আমি কেন...

কথা শেষ করার আগেই ধূসর এসে হাত চে*পে ধরে।

নিজের সাথে টেনে বলে ‘ আয়।’

‘ কোথায় যাব?’

ধূসর উত্তর না দিলেও,কলের পুতুলের মত পা চালাল পিউ। তার

ডান হাতে ভাতের প্লেট। এভাবে টানলে পরে যাবে তো।

ধূসর ওকে নিয়ে ওর ঘরেই এল। আপাতত ফাঁকা কামড়া। পুষ্পর কক্ষজুড়ে সবার ভীড়।

একদম রুমে ঢুকে পা দিয়ে দরজা ঠেলে দিল। খট করে শব্দ হয়ে বন্ধ হলো সেটা। পিউ চোখ বড় বড় করে ফেলল এতে।

ধূসর একেবারে বিছানার ওপর বসে হাতখানা ছাড়ল। রিমোর্ট হাতড়ে এনে এসি চালাল। পাঞ্জাবির কলার ঝাঁকাতেই বেলি ফুলের কড়া সুবাস,আর ঘামের গন্ধ মিলিয়ে অন্য রকম সুঘ্রান আছড়ে পরল পিউয়ের নাকের ছিদ্রে।

ধূসর সহজ কণ্ঠে আদেশ করল,

‘ খাইয়ে দে।’

পিউ অবিশ্বাস্য চোখে চাইল। বিস্ময়ে কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল,‘ হ্যাঁ? ‘

ধূসর ভ্রু কোঁচকায়,শান্ত -শীতল কণ্ঠে বলে,

‘ কানে শুনিস না? খাইয়ে দিতে বলেছি। ‘

পিউ হতচেতন। নেত্রপল্লব পরছেনা। ঠিক শুনল সে?

ধূসর অধৈর্য কণ্ঠে বলল,

‘দিবি? না দিলে চলে যাই।’

মিছেমিছি ওঠার ভ*য় দেখাতেই পিউ ব্যস্ত হয়ে বলল,

‘ না না দিচ্ছি।’

মনে মনে বাকবাকুম করে লাফিয়ে উঠল সে। আনন্দে ভাষাহারা,নির্বাক। গত তিন বছর, প্রার্থনা করল,ধূসর ভাই ওকে খাইয়ে দেবেন। কতদিনের ইচ্ছে তার! অথচ আজ সে নিজে খাওয়াবে ওনাকে? আল্লাহ! এত সুখ এই ছোট্ট কপালে সইবে?

উত্তেজনায় পিউয়ের আঙুল কাঁ*পছে। সে দাঁড়িয়ে, ধূসর বসে। কোনও রকমে গরুর মাংসে ভাত মেখে তার মুখের সামনে ধরল সে। লজ্জায় তাকানো অবধি দুঃসাধ্য। ধূসর আপোসে খেয়ে নিলো। কোনও জড়তা,সঙ্কোচ নেই সেখানে। তার পাতলা,নরম ঠোঁট পিউয়ের আঙুল গুলো অগাধ ভাবে ছুঁয়ে দেয়। অচিরেই মেয়েটার শরীর শিউরে

ওঠে। পায়ের তলা অবধি শিরশির করে। মাথার তালু,কান, গাল গরমে ইটের ভাটার ন্যায় ধোঁয়া ছাড়ে। বুকের ভেতর শুরু হয় দুরুদুরু প্রেমময় বার্তা।

পিউ তুমুল বেগী, বক্ষস্পন্দন নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রযত্নে নিজের উদ্বোলিত হার্টবিট ধামাচাপা দেয়। সময় যেন থেমে গেছে আজ। ভাত ফুরাচ্ছে না থালার।

ধূসরের খাবার চিবানোর শব্দ ছাড়া পুরো ঘর নীরব। কাজের তোপে সারাদিন না খাওয়ায়,বেশ খিদে পেয়েছিল। এতক্ষণ টের না পেলেও,পেটে দানা পরতেই টের পাচ্ছে।

পিউ শশব্যস্ত থাকার ভাণ করে। মোমের মত গলতে গিয়েও সজাগ হয়। এই পিনপতন শব্দের মাঝে তার হৃদকম্পন না শুনে ফ্যালেন

উনি।পুরো প্লেট খালি করতে বেশি সময় লাগেনি । শেষ লোকমা মুখের সামনে ধরতেই ধূসর এক অদ্ভূত কাজ করে বসল। হঠাৎ নিজেই পিউয়ের কব্জির কাছটা ধরল। মুখে পুড়ে, ভাত তো খেলোই সাথে আঙুল শুদ্ধ চেটে নিলো। পিউ স্তম্ভিত, স্তব্ধ। হাঁস*ফাঁস করে উঠল। অনুভূতির লেহনে চোখ খিঁচে বুজে ফেলল। ধূসর মিটিমিটি হেসে চোখ তুলে

দেখল। পিউয়ের সমস্ত গাত্র স্রোতের মত বয়ে যায়। দোল খায় বসন্তে। কোনও রকমে হাত ছোটাতে গেলেও ধূসর ছাড়ল না। পিউ করূন চোখে তাকাল। তার পল্লব থেকে শুরু করে হাঁটুদুটোও কাঁপছে,টলছে।

কম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘ ককী ককরছছেন?’ধূসর নিশ্চুপ। ওমন চেয়ে থেকেই হাতটা ছাড়ল সে। পিউ চটপট টেনে বুকের কাছে নিয়ে

এলো। নিঃশ্বাস ক্রমশ ভারি হচ্ছে তার। আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত মাথা ঘুরে পরে যাবে। এই প্রগাঢ় স্পর্শের রেশ এত সহজে কাটবে?

ধূসরের গভীর চোখে মাত্রাধিক ক্ষুরক্ষারতা মিশে। পিউ ছিন্ন*ভিন্ন হয়ে যায় অচিরে। ঘোলা,অশান্ত অক্ষিপটে একবার দেখতে চায়।

দশটা কাঁ*পতে থাকা আঙুলে আকড়ে ধরে খালি প্লেট।
পরপর ছুটে বের হতে নিলেই ধূসর ডেকে উঠল,
‘ দাঁড়া।’
পিউ চাইছিল দাঁড়াবে না। শুনবেনা কথা। কিন্তু পদযূগল স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল। অবাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পরল। ফিরে তাকানোর সাহস হলো না। টর্নেডোর মত ঘুরছে হৃদয়।ধূসর

উঠে নিজেই এগিয়ে এলো। তার জুতোর শব্দ যত জোড়াল হয়,জোড়াল হয় পিউয়ের ধুকপুকানি। ধূসর একদম পিঠের সহিত মিশে দাঁড়ায়। কথাবার্তা ছাড়াই পিউয়ের পাতলা সুতির শাড়ি ভেদ করে প্রবেশ করে তার নিরেট,অনমনীয় হস্তখানি। তুলতুলে পেটে অত্যুষ্ণ স্পর্শে আরেক দফা থরথর করে কেঁ*পে ওঠে পিউ।

অজ্ঞাত, নারী অনুভূতি জানিয়ে দেয়,কিছু ঘটতে যাচ্ছে নিশ্চিত। ঢাকার বুকে তখন সন্ধ্যা। কমে এসেছে আলোর ছটা। বেড়েছে বিয়েবাড়ির হৈ-হুল্লোড়। ক্রমে ক্রমে হচ্ছে অতিথিদের আগমন। একেকজন কে একেকভাবে আপ্যায়নে ব্যস্ত সিকদার বাড়ির কর্তৃরা। মাগরিবের আজান পরায়

সাউন্ড সিস্টেম আপাতত বন্ধ। জিরোচ্ছে ওটা।

এসি বাড়িতেও মানুষের গায়ের ভ্যাপ্সা গরম ছোটাছুটি করছে। ঘেমে -নেয়ে অস্থির সাদিফ। পরনের পাতলা শার্ট চুপচুপে। একটুখানিক স্বস্তি মিলছে না মস্তিষ্কের।

প্রচণ্ড হাঁস-ফাঁস করছে সে । কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারবার দুপাশে মাথা নাড়ছে। যতবার মাথা নাড়ছে

ততবার ছি! ছি! বলছে। সে কতগুলো বছর ধরে পিউকে ভালোবাসে,বিয়ে করতে চায়। এই শুদ্ধতম চাওয়ার পেছনে আর কোনও কারণ নেই।অথচ আজ সামান্য মারিয়াকে শাড়িতে দেখে ওমন হা করে চেয়ে ছিল? না সাদিফ,তুইত চরিত্রহীন নোস। তবে এমন করলি কেন? আচ্ছা,মৈত্রী মেয়েটাও ত শাড়ি পরেছে,মারিয়ার

থেকেও দ্বিগুন সেজেছে। ওর দিকে কেন তাকালি না তাহলে? মারিয়ার দিকেই কেন তাকালি? তার ক্ষি*প্ত মেজাজ আরও খা*রাপ হয়। নিজের প্রতি তিঁতিবিরক্ত হয়ে শার্টের বোতাম খুলে দেয়। কয়েকদিন যাবত প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ শহর। বাইরে গেলেও যেন চামড়া পু*ড়ে যায়। টগবগ করে মাথার ঘিলু। তার থেকেও অতিষ্ঠ সে নিজের ওপর।

যতবার নিজের বোকামি, হ্যাংলামির কথা ভাবছে ততবার হচ্ছে এমন। বেশ অনেকক্ষন কাটল তার টানাপোড়েন। স্বীয় মস্তিষ্কের দন্দ্ব। কুলকিনারা হীন সমদ্রে অসহায় নাবিক মনে হলো নিজেকে। শেষে, পরমুহূর্তে নিজেকে বাঁচাতে,অমোঘ যুক্তি সাজালো। মনকে বোঝাল,

‘ মারিয়া আমার বন্ধু। সম্পর্কটা আগে যেমন তেমন থাকলেও এখন

তো ভালো! তাই ওর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকানো অন্যায় কিছু নয়। মেয়ে দেখলেই খেয়ে ফেলা টাইপ,কিংবা মুখ দিয়ে লালা ঝড়ছে এরকম কুৎসিত নজরে তো চায়নি। উহু,একবারও না। সব সময় এলোমেলো থাকা মেয়েটিকে,প্রথম বার শাড়ি আর খোপায় দেখে একটু ভালো লাগা এমন দোষের কিছু নয়!’সাদিফ মাথা ঝাঁকাল। এই

যুক্তির সঙ্গে সে সহমত। পছন্দ হয়েছে কথাগুলো। কিন্তু কোথাও একটা খটকা রয়ে গেল। সোফায় বসে পরল কাজ ফেলে। আজমল তাকে দেয়ালে লাইট বসানোর কাজ দিয়েছেন। সেটিং করেছে ইলেক্ট্রিশিয়ান, এখন শুধু সাজাবে সে। সাদিফ মাঝপথে লাইট গুলো পায়ের কাছে ফেলে ঝিম ধরে বসে থাকে। নিজের চরিত্র নিয়ে কেমন

যেন সন্দেহ জাগে। এই যে সে আরেক মেয়ের দিকে তাকিয়েছে,কয়েক সেকেন্ডের জন্যেও অপলক চেয়ে থেকেছে,এটা কি পিউকে ঠকানো হলোনা? তাহলে তাকালো কেন? মারিয়াকে কি ভালো লাগতে শুরু করছে আজকাল? সাদিফ সচেতন ভাবে মাথা তুলল। নো, নো বলে আওড়াল। ঠিক তক্ষুনি

সামনে কাকতালীয়ের মতো হাজির হলো মারিয়া। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ একি আপনি বসে আছেন কেন? উম,ফাঁকিবাজি করা হচ্ছে? আমি কিন্তু আঙ্কেল কে জানিয়ে দেব। ‘

সাদিফ তাকাল। তার কপালেও ভাঁজ পরেছে তখন। মারিয়া দুষ্টুমি করে হাসল। ওমন করে তাকাতে দেখে বলল,

‘ ভ*য় পেলেন? আরে মজা করলাম। জিরোচ্ছেন? শরবত খাবেন? টায়ার্ড?’এতক্ষনের চিন্তিত সাদিফ নিমিষে হেসে জানাল,

‘ নো থ্যাংক্স। বলেছেন যে এটাই অনেক।’

কাল তুমি বলার পর,আজ আবার আপনিতে ফিরে আসায় মারিয়ার হাসি কমে এলো খানিক। তবে ধরা দিলো না। জিজ্ঞেস করল,

‘ আমি কি আপনাকে হেল্প করব?’

সাদিফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল,’ করতে পারেন। হেল্পিং হ্যান্ড পেতে কার না ভালো লাগে?’

‘ আচ্ছা কী করতে হবে?’

উৎসাহি চিত্ত মারিয়ার।‘ এই যে লাইট গুলো দেখছেন,আমি টুলের ওপর দাঁড়ালে একটা একটা করে আমার হাতে দিলেই হবে। পারবেন?’

মারিয়া কাঁধ উঁচায়,’ এ আর এমন কী? আচ্ছা দাঁড়ান,আমি এক্ষুনি গ্লাসটা রেখে আসছি।’

তার হাতে গ্লাস ছিল জুসের। নিজেই খেয়েছে। সেটা রাখতে ডায়নিং টেবিলের দিকে ছুটল। সাদিফ চেয়ে থাকল সেদিকে। তারপর চমৎকার করে হেসে ফেলল। বুকে হাত রেখে দেখল, না, হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক। তার গতিবিধি ঠিকঠাক। এই যে

এতক্ষন মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে এত কথা বলেছে,সে নিজেও ঠিক ছিল। সেই তখনকার মত একবারও জগত ভুলে চেয়ে রয়নি। তার মানে ওটা ছিল সেকেন্ড খানেকের ইনফ্যাচুয়েশন। হয়ত ফার্স্ট টাইম শাড়ি পরা দেখেই হয়েছিল। তবে আর চিন্তার কিছু নেই। সে ভালো,ভদ্র ছেলে আগেও যেমন ছিল,এখনও আছে,ইনশা -আল্লাহ

ভবিষ্যতেও থাকবে।সাদিফ বুকভরে শ্বাস নিলো। মারিয়ার সাথে তুমিতে নামা যাবে না। বি*পদসংকুল সম্বোধন এসব। কখন না মাখোমাখো সম্পর্ক মায়ের চোখে পড়ে,আর তিনি বিয়ে ঠিক করতে বসে পরেন। এই বাড়ির মহিলাদের তো কাজই এই, এর সাথে ওর,ওর সাথে এর বিয়ে নিয়ে ভাবা।

পিউয়ের জন্য মাঝেমধ্যে ভীষণ ভালো লাগা কাজ করে তার। এই যে মেয়েটা তার মত এত লয়্যাল একটা বর পাচ্ছে লাইফে? ও কি আদৌ রাখে এই খবর ? জানলে খুশিতে দু তিনটে আছা*ড় খেত নিশ্চয়ই? সে তুষাতুর চোখে আশেপাশে তাকাল। পিউ কে খুঁজল নিরবে। মেয়েটাকে ভালো করে দেখাই হলো না আজ। সামনে

এসেছিল যদিও,সে-ই দ্যাখেনি। আজও শাড়ি পরেছে,কেমন লাগছে ওকে? সেদিনের মতোই অপরুপা নিশ্চয়ই!পিউয়ের দুনিয়া ঘুরছে। বক্ষে উত্থাল-পাতাল। তার মধ্যে থাকা হৃদয়টা টলছে দ্বিগবিদিক। চিনচিন করছে সেখানে। তুষারের ন্যায় জমে গিয়েছে ধূসরের এই হঠাৎ কাছে আসায়। শাড়ির পাড় ভেদ করে তার উন্মুক্ত পেটে শক্ত

হাতের, নরম স্পর্শে দেহের শিরা-উপশিরা স্তব্ধ।

সেই ক্ষনে ধূসর চা*প প্রয়োগ করল সেখানে। ফল স্বরুপ পিউ পেছন দিকে হেলে এলো। এক রকম তাকে,তার পিঠকে টেনে, খিঁচে বুকের সাথে মেশাল ধূসর। ওমনি পিউয়ের গা শুদ্ধ হাই ভোল্টেজের মত ঝাঁকুনি দিলো। হাত থেকে এঁটো খালি প্লেট টা পরে গেল

মেঝেতে। ঝনঝন শব্দ করে নিভে গেল। কাচের প্লেট হলে ভে*ঙে গুড়িয়ে যেত নির্ঘাত। অথচ এই শব্দ পিউয়ের উদ্বেলিত তনুমনের কাছে কিচ্ছু না। এর থেকেও জোরে চলছে তার বক্ষস্পন্দন। ওর থেকেও জোড়াল তার শ্বাস- প্রশ্বাস। ধূসর তার কাধের ওপর অবিন্যস্ত চুল গুলো স্বযত্নে সরিয়ে দিলো এক পাশে। চুড়ি পরা হাতটা মুঠোতে

নিলো। আঙুলে- আঙুল স্লাইড হলো। সেই শিরশিরে আঙুল উঠে এলো চুড়িতে। একটা একটা করে ছুঁয়ে গেল। ধূসর আঙুলের ভাঁজে আঙুল ডোবায়। পিউ নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। বিস্ময়ে হতবিহবল সে। নি:শ্বাস গলার কাছে বন্দি। কাঁ*পার তোপে, হাঁটুর হাড় খুলে যেন পা দুটো আলাদা হয়ে যাবে এখন।

ভেতর ভেতর নিজের এই কাঁ*পা-কাঁ*পির প্রতি ফুঁ*সে উঠছে কখনও। তার মন জানে,প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মুহুর্ত সে চায় ধূসর ভাই কাছে আসুক। একটু প্রেমিক সুলভ আচরণ করুক। বিমোহিত চাউনীতে চেয়ে দেখুক তার গোলগাল মুখবিবর। অথচ যখনি আসে,সেই ভার নিতে সে অক্ষম। শরীরের কাঁপা-কাঁপি আর হৃদপিন্ডের লাফা-

লাফির দ্বায়ে সে বিদ্বিষ্ট,দিশেহারা । ধূসর আচমকা তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো। বাহুতে অচিরাৎ টানে পিউয়ের হাত দুটো গিয়ে আকড়ে ধরল তার পাঞ্জাবির কলার। ধূসরের একটা হাত জায়গা পেল ওর লতানো কোমড়ে। যা থেকেও চুইয়ে পরছে ঘাম।

পিউ চোখ বুঁজে ফ্যালে। গাছের পাতার ফাঁক গলে বাইরের হলুদ

আলো এসে নিক্ষে*প হয় তার মুখমন্ডলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যে নামানোয়, ঘরের আলো তখনও নেভানো। ধূসর মনোযোগ দিয়ে দেখল সেই মুখ। হলুদ শাড়ি পড়নে, মেয়েটিকে এই আলোয় ঠিক যেন প্রতিমার মত লাগল তার। কাঁ*টা কাঁ*টা নিঁখুত মুখশ্রীর অদ্ভূত এক প্রতিমা।

সাউন্ড সিস্টেম তখন বেজে উঠল। ফুল ভলিউমে চলছে ‘ তুমি ছুঁয়ে দিলে হায়,আমার কী যে হয়ে যায়। ‘ গানটা। পিউ চট করে আঁখি মেলল। হতবাক হয়ে পরল শুনেই। এই গান,এই সময়ে কে ছাড়ল? তার মনের কথা কি পড়ে ফেলল কেউ? কিন্তু ঘরে যে ওরা দুজন।

রাদিফের থেকে ফোনটা কে*ড়ে নিলো সাদিফ। মাথায় একটা চাটি

মা*রার সাথে, ক*ষে একটা ধ*মকও ছু*ড়ল হিজিবিজি গান বাজানোয়। এটা গান হলো? কী বাধাই করার মত লিরিক্স! এসব মুরুব্বিদের সামনে শোনা যায় না কি। ছেলেটা মন খারাপ করে ঠোঁট উলটে নীচে নেমে আসে। সাউন্ড সিস্টেম মেতে ওঠে অন্য গানে। সালমান খানের বিখ্যাত ঠান্ডা ঠান্ডা, ‘দিল দিওয়ানা’ গান শুনে ছোট

ছেলেটা মুখ ভ্যা*ঙায়। বুক চিনচিন গান এখন কী ট্রেন্ডে আছে ভাইয়াতো আর জানেনা। ব্যাকডেটেড কোথাকারে!পিউ ভাবতে গিয়ে যখনই মাথা নামায়,ধূসর এক আঙুল দিয়ে চিবুক উঁচু করে ধরল। চোখাচোখি হলো দুজনের। নিখাদ দৃষ্টিতে মিলে গেল পিউয়ের সরল চাউনী। কালো আইরিশ দুটোতে গুলিয়ে গেল সে। শ্যামলা চেহারার

পুরুষটিকে সৌম্যদর্শনে বরাবরের মতো তুঙ্গে তুলল। এই ঘোষণা সে সহস্রাধিক বার করেছে। তবু যেন ক্ষ্যান্ত হচ্ছে না মন। শান্তি পাচ্ছেনা অন্তঃস্থল।

ধূসরের ধাঁরাল চোখ দুটো ঘুরে এলো তার অধর হতে। তারপর সমগ্র গ্রীবায়,চক্ষু,গাল,ভ্রু,পল্লবের একটা ছোট্ট চুল ও বাদ পরেনি তাতে। বড় তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখে

গেল, হরিনী নয়নজোড়ায়, স্বযন্তে টানা কালো কাজলের প্রলেপ।

পিউয়ের দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের সাথেই তার ত্রস্ত এক প্রশ্ন ছুটে এলো,

‘ কার জন্য সেজেছিস এত?’

পিউ চটক কে*টে তাকাল। শান্ত কণ্ঠের এমন সাবলীল প্রশ্নের ভার কয়েকমুহুর্ত তাকে নিস্তব্ধ করে রাখে। ধূসরের চোখে চকচকে দুষ্টুমি। জানা উত্তর শুনতে চাওয়ার

জন্য অধর ঘেঁষে ছুটছে চিকণ হাসি। পিউ মাথাটা নামিয়ে নিলো। বলতে চাইল,‘ আপনার জন্য। আপনি ছাড়া কে আছে আমার?’

কিন্তু কথা ফুটল না। কন্ঠরোধ হয়ে আটকে থাকল গলবিলে। পরপর সাহস যোগাল,প্রয়াস চালাল। ধূসর ভাই নিজে থেকে এত কাছে এসেছেন। কেন এসেছেন? ভালোবাসেন বলেইত। নিশ্চয়ই

তাকে কোনও সুযোগ দেয়ার ছুঁতোয়। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না পিউ। আজ বলতেই হবে। ওনার পেছনে, মনে মনে যা সারাক্ষণ বলিস,আজ সব বল। বল, আপনার জন্য সেজেছি। জানতে চা, সুন্দর লাগছে আমায়?

পিউ জিভে ঠোঁট ভেজায়। শ্বাস ঝেড়ে প্রস্তুতি নেয় বলার। সেই মুহুর্তে বাইরে থেকে রাদিফের গলা

ভেসে এলো। উদগ্রীব হয়ে ওকে ডাকছে ছেলেটা।

‘ পিউপি কোথায় গেলে? তোমার বন্ধু এসেছে,খুঁজছে তোমায়। এই পিউপুকে দেখেছো?’প্রশ্ন করা আগন্তুক’ না’ বলে চলে গেল। হুশে এলো দুজন। যত্রতত্র দুজনের থেকে ছিটকে দুদিকে সরে গেল। পিউ এক মুহুর্তে দাঁড়াল না। ফ্লোর থেকে ফেঁটে যাওয়া মেলামাইনের প্লেট

হাতে তুলে দুরন্ত পায়ে ছুটল। ঝুনঝুন করে বেজে গেল তার পায়ের নুপুর। ধূসর আড়চোখে সেই শব্দের দিক চেয়ে রয়। গা পুড়*ছে উষ্ণতায়। বুক লাফাচ্ছে শীতলতায়। এ কেমন টানাপোড়েন? সে এসির ফুল ভলিউম বাড়িয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে,শুয়ে পরল বিছনায়।

তানহা এসেছে। বেস্টফ্রেন্ডের বোনের বিয়ে,সে না আসলে চলে?

বসার ঘরে তাকে বসিয়েছেন সুমনা। নাস্তাও খেতে দিয়েছেন এর মধ্যে। রাদিফকে পাঠিয়েছিলেন পিউকে খবর দিতে। সেই মতই ছেলেটা হুলস্থূল বাধিয়ে গলা ছেড়ে ডেকেছে। তানহা আগেও এ বাড়িতে এসেছিল। পিউয়ের জন্মদিনে শুধু। এসেছে,কেক কে*টেছে,উপহার দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু এবার থাকবে সপ্তাহখানেক। বিয়ের আমেজ না

যাওয়া অবধি পিউ ছাড়বেনা ওকে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষার চাপে,বাড়ি থেকে মঞ্জুর করতে চায়নি তাদের আবদার। পিউ তার মাকে দিয়ে ফোন করানোর পরই তানহার মা রাজী হয়েছেন। মুরুব্বিদের আবেদন তো ফেরানো যায়না! তানহা আগেভাগে তৈরি হয়েই এসেছে। সবার সাথে থিম মিলিয়ে লাল পাড়ের হলুদ শাড়ি। পিউ আস্তেধীরে

সিঁড়ি বেয়ে নামল। এতটা সময় তানহাকে ফোন করে,কখন আসবি? কতদূর আছিস? বলে বলে অস্থির হওয়া মেয়েটা, আচমকা ওকে দেখে কেমন খুশি হলো না। এই অসময়ে আসার জন্য উলটো বিড়বিড় করে কড়া বকা-ঝকা করল। কী হোতো এখন না আসলে? রাদিফ না ডাকলে? ধূসর ভাই আরেকটু কাছাকাছি থাকতেন! ভাবতেই

পিউয়ের মেরুদণ্ড, অনুষ্ণ স্রোতে ভেসে যায়। তানহা ওকে দেখেই মুখে হাসি টেনে এগিয়ে গেল। স্ফুর্ত চিত্তে শুধাল,‘ কেমন আছিস?’

পিউ হাসল। ভেতর ভেতর ধূসরের কাছে বেশিক্ষণ থাকতে না পারার আক্ষেপে ফেঁটে গেলেও, প্রকাশ না করে বলল,

‘ ভালো। তুই? আসতে অসুবিধে হয়নি তো?’

‘ না না। বাবার গাড়ি নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ‘

সুমনা বললেন,

‘ তুই কি খাচ্ছিলি?’

হাতে ভাতের প্লেট দেখে প্রশ্ন করেছেন তিনি। পিউ নরম চোখে তাকাল সেই থালার দিকে। সামনে ভেসে উঠল ধূসরের আঙুল চেটে খাওয়ার দৃশ্য টুকু। মুহুর্তে রক্তে রক্তে বইল শিহরন। অস্বাভাবিক

ভাবে চোখ বুজে ফের খুলল। উত্তর দিতে গিয়ে গলা কাঁ*পল ঈষৎ। বলল,‘ হহ্যাঁ।’

‘ আচ্ছা,যা হাত ধুঁয়ে তানহাকে নিয়ে ওপরে যা। আমি পুষ্পকে নিয়ে ছাদে যাই। সময় হয়ে এলো অনুষ্ঠানের।’

পিউয়ের পাশ কাটিয়ে প্রস্থান নিলেন তিনি। তানহা সুযোগ বুঝে ওকে দুহাতে আকড়ে ধরে বলল,

‘ জানিস কী হয়ে....’

বলতে বলতে থমকাল সে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল,

‘ একি, তুই কাঁ*পছিস কেন এত?’

পিউ অসহায় চোখে চাইল। তানহা চিন্তিত গলায় বলল,

‘ তোর কি শরীর খা*রাপ লাগছে?’

‘ আমার বোধ হয় হার্ট অ্যা*টাক হবেরে! ‘

তানহা আঁত*কে উঠল ‘ এমা, কেন?’

পিউ ওর হাতটা নিয়ে নিজের বুকের বা পাশে রাখল। জিজ্ঞেস করল' কিছু ফিল করতে পারছিস?'

তানহা নিজেই চমকে গেল তার বুক কাঁ*পুনি দেখে। চোখ দুটো গোল গোল করে তাকিয়ে রইল। পিউয়ের দৃষ্টি বদলাল শিথিলতায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তানহা কিছু বুঝতে পারছে না সে জানে। ওর বোঝার সাধ্যিই বা কই!

তার মত ভালো কে বুঝবে, ধূসর ভাইয়ের দূরে যাওয়া যেমন তার মন খা*রাপের কারণ,তার হঠাৎ এমন কাছে আসার চমক,ডেকে আনে মরণ।পুষ্পকে ছাদে নেয়া হলো। অতি সাদরে বসানো হলো স্টেজে। বাড়িটার ছাদে প্রচুর জায়গা। রেলিং ঘেষে লাগানো গাছ,আর এক কোনায় বসানো লোহার চেয়ার -টেবিল ছাড়া পুরোটা ছাদই ফাঁকা

প্রায়। এতে অবশ্য সুবিধাই হয়েছে ওদের। নাঁচানাঁচির জন্য শক্তপোক্ত স্টেজ আর মেহমান বসানোর ভালো জায়গা মিলেছে।

পুষ্পর গালে সবার আগে আমজাদ সিকদার হলুদ ছোঁয়ালেন। এই বিয়েতে একমাত্র নাখোশ ছিলেন তিনি, অথচ ক্রমে ক্রমে মেয়ের হৃষ্ট চোখমুখ তার সমস্ত মনঃস্তাপ ভুলিয়ে দিচ্ছে। একে একে মিনা বেগম,

আফতাব, রুবা সবাই হলুদ লাগালেন। ধূসরের পাল্লা এলেও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তার পদধূলি তখনও ছাদে পরেনি।

পুষ্প মন ভরে হাসছে। গাল দুটো দুপাশ থেকে ফুলে উঠছে হাসিতে। যেন জায়গা পাচ্ছেনা গেড়ে বসার। একটু আগেই চলে গিয়েছে ইকবাল। যেমন চোরের মত এসেছিল,ওমন চোর হয়েই গিয়েছে। বেশ

কয়েকবার এমন পাঁচিল টপকে আসায়, দক্ষ সৈনিকে পরিনত হয়েছে ও। সেই প্রথম যেদিন এসেছিল,পুষ্পর এখনও মনে আছে,হাত,হাঁটু ছিলে একাকার হয়েছিল তার।অথচ এখন,কী আরামসে স্পাইডার ম্যানের মত পাঁচিল লাফিয়ে পার হয়। তবুও প্রতিবার পুষ্পর বুক ঢিপ-ঢিপ করে।

আজও করেছে। সে নিশ্চিত, কারো বাড়িতে চুরি করতে দিলে ইকবাল অনায়াসে করে ফেলবে। কেউ জানবেইনা। এই যে বিয়ে বাড়ির অগণিত লোকের ভীড়ে এসে কনে কে চুমু খেয়ে গেল,কেউ টের পেয়েছে? কথাটা ভেবেই তার গাল জোড়া র*ক্তাভ হয়। তখন ইকবালের ওমন আকষ্মিক প্রেম আ*ক্রমনের ভার সামলাতে সময়

লেগেছে অনেক। ছেলেটা মাঝেমধ্যে এত পাগলামো করে! এই যে এখন লজ্জায় বারবার হাত চলে যাচ্ছে ঠোঁটে। ফেরার সময় মারিয়ার দিক তাকাতেই পারছিল না। মেয়েটা শুধু মিটিমিটি হেসেছে। তার লিপস্টিকে ভর্তি ঠোঁট দুটো হঠাৎ খালি হয়ে যাওয়ায় সে কী ঠাট্টা! কুণ্ঠার মিষ্টি যন্ত্র*নায় আজ তাকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছু*ড়ে ফেলেছে ইকবাল।সাদিফ

যেদিকেই যায়,মৈত্রীর চোখ সেদিকে। কেমন ক্যাবলার মত চেয়ে থাকে। কী দ্যাখে এত? ওমন ন্যাকা- ন্যাকা, লজ্জা, লজ্জা ভাব করে তাকানো দেখে গা পিত্তি জ্ব*লে যাচ্ছে তার। দাঁত চেপে* হজম করছে। না পারছে কিছু বলতে, না পারছে সইতে। পুষ্পর বিয়ে উপলক্ষে তার বন্ধুরাও এসেছে। জটলা বেধে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরা। দুজনের

গলায় ক্যামেরা ঝুলছে। সাদিফ ফুরসত পাইনি নিজেরটা আনার। এত কাজ! এর মধ্যে আবার মৈত্রীর তাকানোর জ্বা*লায় লুকিয়ে থাকছে। বন্ধুদের জটলার মধ্যে ঢুকে বাঁচতে চাইছে এক প্রকার। নিজেকে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা তার! যখনি সামনে থেকে সরছে,মৈত্রীর নেকলেস জড়ানো গলাটা রাজহাঁসের মত উচু হয়ে আসছে। চোখেমুখে

ফুটছে গোয়েন্দাগিরি। যেন সে কী না কী! ওকে খুঁজে না পেলে মেয়ের জীবন বৃথা! সাদিফ মনে মনে নিজের কপাল চাপড়ায়। যার এমন করে তাকানোর কথা তার খোঁজ নেই,আর এই মেয়ে!

সেই সময় পিউয়ের দিকে একবার তাকাল সে। মেয়েটা স্টেজের দিক নিষ্পলক চেয়ে আছে। ঠোঁটের কোন ঘেষে মিষ্টি,মিহি হাসি। চারপাশের

লাল সবুজ আলোগুলো তীর্যক ভাবে মুখে বসেছে। খোলা চুলের আস্ত এক হলুদ পরী যেন!সাদিফ সিদ্ধান্ত নিলো ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। শার্টের দুই হাতা ঠিকঠাক করে পা বাড়াল, এর আগেই তানহা ফোন হাতে ছুটতে ছুটতে পিউয়ের কাছে এসে থামল। থেমে গেল সে। বাড়ানো পদযূগল ইউটার্ন করে অন্যদিকে হেঁটে গেল।

তানহা হাঁপাচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস তুলে ডাকল,

‘ পিউ,পিউ!’

পিউ ভ্রু কুঁচকে তাকায়। পুষ্পকে বাড়ির সবাই হলুদ মাখাচ্ছে, এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার মাঝে বাধা পেয়ে সে বির*ক্ত বোধ করল।

‘ কী?’

তানহা বুকে হাত দিয়ে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে। সিঁড়ি বেয়ে

দৌড়ে ওঠায় ক*ষ্ট হয়ে গিয়েছে। সময় নিয়ে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ের স্টোরি দেখেছিস?’

‘ স্টোরি দিয়েছেন?’

‘ দেখিস নি?’

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ল।

‘ দ্যাখ এক্ষুনি দ্যাখ।’তানহার কণ্ঠ অধৈর্য। পিউ নিজের ফোন খুলে ফেসবুকে ঢুকল। সার্চ লিস্টে সবার ওপরেই ধূসরের নাম। দিনরাত

চব্বিশ ঘণ্টাইত চোখ লাগিয়ে বসে থাকে ওখানে। আইডিতে ঢুকে দেখল কোনও স্টোরি নেই। তবে চার ঘন্টা আগে টাইমলাইনে একটা ছবি পোস্ট করেছে। তাও গেটের কাছে পার্লামেন্টের লোকজন নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো।

তারপর তানহার দিক তাকাল। অনীহ কণ্ঠে বলল,

‘ এটা দেখার কী আছে? এমন ভাব করলি যেন আমার সাথে কাপল পিক দিয়েছে।’

তানহা বিভ্রান্ত হলো। পিউয়ের ফোনটা হাতে নিয়ে ঘেটেঘুটে দেখে বলল,

‘ কী আশ্চর্য! তোর এখানে শো করছেনা কেন?উনি কি তোকে হাইড করে দিয়েছেন?’

‘ কী শো করবে?’‘ এইত এক ঘন্টা আগে যেটা পোস্ট করেছেন। ‘ তানহার চোখ-মুখ সিরিয়াস। পিউ এবার আগ্রহী হলো। বলল,

‘ দেখি তোর ফোন।’

তানহা নিজের ফোন বের করে দেখাল। সত্যিই স্টোরি দেয়া। তবে, ছবি-টবি নয়, ইংরেজি অক্ষরে সাজানো কয়েকটা লাইন মাত্র।‘ যত বার তুই শাড়ি পরিস,ততবার আমি

ম*রে যাই,খু*ন হই। বুঝতে পারি,আমার শক্ত মনের প্রথম দূর্বলতা তুই হলেও তোর পড়নের শাড়ি় সেই দূর্বলতা টেনেহিঁচড়ে বাইরে আনতে সক্ষম।(ইন ইংলিশ) ‘উজ্জ্বল আলোয় তখন ঝলমলে বাড়ির ছাদ। কান ফাটানো মিউজিক আর অসাধারণ সুরের “Sajan sajan ” গান,আশেপাশে মানুষের কোলাহল,একে ওকে ডাকা-ডাকি,

হাসাহাসি, এই এত সব আওয়াজের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পিউ। তার অক্ষিকোটর অচল,স্তম্ভিত। ওষ্ঠযুগল তিরতির করে কাঁ*পছে। নিদারূন কম্পনে মেতেছে বক্ষপট। কপাল বেঁয়ে ঘাম এসে কান ছুঁলো। তার সূক্ষ্ণ ছোঁয়া দেখা গেল নাকের ডগায়। ফোন ধরে রাখা আঙুল গুলোও ঠকঠক করে কাঁ*পে। তানহা ফোস করে

শ্বাস ফেলে দুপাশে মাথা নাড়ল। পিউয়ের এসব হাবভাব তার পরিচিত। কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ওর হাত থেকে ফোনটা খসে পরতে নেয় ফ্লোরে। তানহার বুক ছ্যাত করে ওঠে। হকচকিয়ে কোনও মতে ধরে ফ্যালে। প্রাণের চেয়েও প্রিয় মোবাইল ফোন কে বাঁচাতে পেরে বুক ভরে শ্বাস নেয়। এই ফোন,মায়ের কানের কাছে তার

অক্লান্ত ঘ্যানঘ্যানানির ফল। এটা ন*ষ্ট হলে ভার্সিটি ওঠার আগে আর জুটবেনা কপালে। মেয়েটা পিউয়ের প্রতি একটু বিরক্ত হলো বটে।

একটা মেসেজ দেখে এত কাঁ*পা-কাঁ*পির কী হলো?

বলল,‘ সারাদিন ভালোবাসি ভালোবাসি করে লাফাস,অথচ ওদিক থেকে কোন ইঙ্গিত এলেই মৃগী রোগীর মত ছটফট করিস কেন?’

পিউ দেয়ালে দূর্বল দেহটা ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত গলায় হাঁস-ফাঁস করে বলল,

‘ আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! ধূসর ভাই,ধূসর ভাইয়ের মনে এত প্রেম? এত? ‘

তানহা হাসল। কাধ দিয়ে ওর কাধে ধাক্কা মেরে বলল,

‘ গরম পরছে তো,ঘামের মত ধূসর ভাইয়ের প্রেম ফোটায় ফোটায় বাইরে আসছে।’

পিউ মাথা নামিয়ে নিলো। সিমেন্টের খাঁজকা*টা ফ্লোরের দিকে চেয়ে বলল,

‘ এমন প্রগাঢ় অনুভূতি,এতটা ভালোবাসা,এতটা চাওয়া কীভাবে লুকিয়ে রাখেন উনি? কেন সামনে এসে বলে দিচ্ছেন না? এই

অন্তরালে, লুকিয়ে ভালোবাসার মানে কী?’

তানহা হাত নেড়ে বলল,‘ বলে দিলে তো খেল খতম হয়ে গেল। ধূসর ভাই হলেন ইউনিক মানুষ। তোকে নাঁচানোর এত দারূন বুদ্ধি হাতছাড়া করাটা বোকামো হবে। আর এমন বোকামো কি ওনাকে মানায়?’

পিউ উদাস কণ্ঠে বলল,

‘ জানিনা। ওনার মনে কী আছে উনিই ভালো জানেন। মাঝেমাঝে মনে হয় আমাকে চেনেনইনা। এমন ভাব করেন যেন খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আমিটা তার অপিরিচিত। চোখের সামনে আমাকে দেখেও ভাণ করেন কেউ নেই। আবার হুট করে একদম কাছে চলে আসেন। এমন এমন কথা বলেন আমারই কথা হারিয়ে যায়। ওনার অতর্কিত

কাছাকাছি আসার চমকে দিশেহারা হয়ে পরি। নিতে পারিনা। শ্বাসবন্ধ হয়ে আসে। যেন এই,এক্ষুনি ম*রে যাব।’

‘ তোদের এই অদ্ভূত প্রেমের রসায়ন বোঝার মত ভালো ছাত্রী আমি নই। এমনিতেই ইংরেজিতে আমার অবস্থা করূন। এত বড় একটা ইংরেজি কথার বাংলা করতে গিয়ে আমার কী অবস্থা হচ্ছিল জানিস? দাঁত খুলে

পরছিল প্রায়। যখন বুঝলাম কী লেখা ছুটে এসেছি ভাই। আর দ্যাখ উনি কী চালাক,স্টোরি দিয়েছেন ভালো কথা,তোকে হাইড করেই দিলেন? মানে সাপও ম*রবে লাঠিও ভা*ঙবেনা টাইপ বুদ্ধি! ওনার তো বালিশ না,ইট মাথায় দিয়ে ঘুমানো উচিত।'

পিউ মুচকি হাসল। কণ্ঠে লজ্জা ঢেলে বলল,' ওনার যে শাড়ি এত

প্রিয়, আগে জানলে বছরের বারোটা মাসই আমি শাড়ি পরে থাকতাম।'

তানহা ভ্রু কপালে তুলে ফেলল। টেনে টেনে বলল,

' বাবাহ! পারা যায়না। তোদের এই মাখোমাখো প্রেম দেখলে আমার মত সিঙ্গেল মানুষের বুকে ব্য*থা করে।'

পিউ জবাব দিলো না। তার হরিনী দুই লোঁচন তখনও নীচে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফ্লোর

খোঁচাচ্ছে। দুপাশে গালের মাংস ফেঁপে উঠেছে ক্রমে। র*ক্তলাল চোখা নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওপরের ঠোঁটটা চেপে বসেছে নীঁচের ঠোঁটে। চোখে-মুখে স্পষ্ট কুন্ঠা দেখে তানহা ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ একটা সামান্য পোস্ট দেখে এত লজ্জা পাচ্ছিস পিউ? তোকে দেখে মনে হচ্ছে এক হাত ঘোমটা দিয়ে বাসর ঘরে বসে আছিস,আর ধূসর

ভাই দরজা আটকে এগিয়ে আসছেন ফষ্টি-নষ্টি করার জন্য।’

পিউ হতভস্ব চোখে চাইল। নাক-মুখ কুঁচকে বলল,‘ ছিহ! অশ্লীল মেয়ে!’

‘ হ্যাঁ সত্যি বললে দোষ! ‘

পিউ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

‘ হয়েছে, এত সত্যি বলতে হবে না। চল,আপুকে হলুদ মাখিয়ে আসি।’উল্টোপথ দিয়ে মারিয়াকে আসতে দেখেই থেমে গেল সাদিফ।

কেন যেন মনে হলো,মারিয়া নয়, বিপদসংকেতের সেই লাল চিহ্নটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। সতর্কতায়, চট জলদি এপাশ ঘুরে হাঁটা ধরল সে। কিন্তু বিধিবাম,মারিয়া দেখেই ডাক ছুড়ল,

‘ এই এই শুনুন!’

ছেলেটা থমকাল। চোখ বুজে, জ্বিভ কে*টে দাঁড়িয়ে পরল। দেখে ফেলেছে রে!

মারিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসিহাসি মুখ করে ফিরে চাইল। সে দুই ভ্রু গুঁটিয়ে বলল,

‘ আমাকে দেখেই চলে যাচ্ছিলেন কেন?’

সাদিফ আকাশ থেকে পরার ভাণ করল,

‘ কই? আমিত দেখিনি আপনাকে। দেখেছিলাম না কি?’

মারিয়া সন্দেহী চোখে চাইল। সাদিফ নিষ্পাপ মুখ করে বলল ‘ সত্যিই দেখিনি। ট্রাস্ট মি!’

তাও কপাল শিথিল হলো না তার। সাদিফ বলল,

‘ আজকাল পৃথিবী থেকে কি বিশ্বাস জিনিসটা উঠে গেল না কি? কেউ সহজে বিশ্বাসই করেনা দেখছি। এমন ভাবে চেয়ে আছেন,মনে হচ্ছে আমি..... ‘আমি’র পর আর কথা

খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল । সে যে সত্যিই মারিয়াকে দেখেই পালাচ্ছিল এটা ওকে বুঝতে দেয়া যাবে না। কিন্তু কেন পালাচ্ছিল? মেয়েতো ভালো! দোষ ওর নিজের ভেতর। কে বলেছিল এই মেয়েকে এত সাজগোজ করতে! আর করেছেই বা,এত সুন্দর লাগতে হবে কেন? এতে যদি সে একটু মুগ্ধ চোখে তাকায়,অপরাধটা কার? অবশ্যই

ছেলে যে তার। মেয়েদের দোষ তো দুনিয়ায় কেউ ধরেইনা। কিন্তু এতে পিউকে ঠকানো হবে। যা তার পক্ষে ইহকালে সম্ভব নয়।

তবে গলার দাপুটে ভাবটা বেশিক্ষণ টিকল না সাদিফের। ওই আমি'র পরেই কথা ভুলে আমতা-আমতা করল। মারিয়া বুকের সাথে দুই হাত বেঁধে বলল,

‘ বিষয়টা তা নয়। আমার একটা প্রশ্ন ছিল,অনুমতি দিলে করতাম।’

‘জি জি নিশ্চয়ই। “,কাল আপনি নিজেই আমাকে তুমি করে বললেন। আমাকেও বলতে বলেছেন। যদিও আমার মুখে আসছিল না। এখনও আসছেনা। কিন্তু আপনিই তো শুরু করেছিলেন। এমনকি কাল যতক্ষণ আমরা একসাথে ছিলাম আপনি তুমি করেই ডেকেছেন আমাকে। তাহলে

এই তুমিটা আবার আজকে আপনি হয়ে গেল কেন?’

সাদিফকে বিচলিত দেখাল না। বরং চমৎকার করে হাসল। তকতকে, শোধিত দন্তপাটির উন্মুক্ত হাস্যে মারিয়ার বক্ষপিঞ্জর দুলে ওঠে পুনরায়।

সাদিফ বলল,

‘ আসলে, কিছু সম্পর্ক আছে যেখানে শুধুমাত্র আপনি মানায়।

বাকী সব খাপছাড়া, বেমানান। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো আপনাকে তুমি করে বলার চেয়ে আপনি করে বললে বেশি শ্রুতিমধুর লাগবে। তাই জন্যে এক্সপিরিমেন্ট করলাম,দেখলাম না,আমিই ঠিক। আপনিটাই বেশি ভালো। আমাদের সম্পর্কে এটাই সঠিক এবং সুন্দর। আর সম্বোধনেই বা কী আসে যায়

বলুন ম্যালেরিয়া,বন্ধুত্বটা তো একইরকম আছে,তাইনা?’

মারিয়া দুদিকে ঠোঁট টেনে হাসল। একরকম জোর করে ভেতর থেকে টেনে আসা হাসি। সাদিফের কণ্ঠে তুমিটা যে তার অমৃতের মত লাগে কী করে বোঝাবে। আপনি শুনলেই হৃদয়ে ব্য*থা লাগছে তার। মনে হচ্ছে আবার ঠেলে দিচ্ছে দূরে। কাল যতবার তুমি তুমি বলেছে,হাওয়ায়

ভাসছিল সে। ভেতর ভেতর দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারিয়া। কপাল খারাপ হলে যা হয়! মিহি কণ্ঠে স্বায় মিলিয়ে বলল,‘ আচ্ছা যেটা আপনার খুশি।’ সাদিফ হৃষ্টচিত্তে বলল ‘ থ্যাংক্স!’ সে ঠিক জানত,মারিয়া প্রশ্নটা করবে। তৈরী ছিল একদম। ওই জন্যেইনা গড়গড় করে সাজানো গোছানো কথাগুলো বলতে পারল। অদৃশ্য হস্তে নিজের পিঠ চাপড়াল

সাদিফ। বাহবা দিল, ‘ ইউ আর আ জিনিয়াস সাদিফ! ভেরী গুড!’

‘ তা এভাবে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন কেন? ‘

সাদিফ অবাক হয়ে বলল,

‘ লুকিয়েছি? কখন?’

‘ এই যে এতক্ষন। দেখলাম কেমন কেমন করছিলেন!আমি কিন্তু ঠিকই খেয়াল করেছি। কিছু কি হয়েছে?’

সাদিফের চেহারা মসৃন হলো তৎক্ষনাৎ। বুঝতে পারল মারিয়া কী বলছে। মৈত্রীর নজর থেকে বাঁচার জন্য গা বাঁচিয়ে চলছিল সেটার কথাই হয়ত। ভীষণ লম্বা শ্বাস ফেলল সে। মুখমণ্ডলে দুঃখ ফুটিয়ে বলল,

‘ আসলে,বিষয়টা আপনি কীভাবে নেবেন বুঝতে পারছিনা। বলা উচিত হবে কী না তাও জানিনা। আ'ম

কোয়াইট কনফিউজড।’মারিয়া মিষ্টি গলায়, আশ্বস্ত করল,

‘ এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব বন্ধুতে থাকতে নেই। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন। ‘

সে সত্যিই ভরসা পেল। চেহারায় ফুটল তার পরিষ্কার,নির্ভেজাল চিহ্ন। প্রস্তুতি নিলো সবটা বলে দেওয়ার। এরপর কণ্ঠ চে*পে বলল,

‘ স্টেজের ঠিক বাম পাশে একটা মেয়েকে দেখছেন? হলুদ ডালা শাড়ি পরে দাঁড়ানো। ‘

মারিয়া সাদিফের কাধের ওপর থেকে তাকায়। এক পলক দেখে জানায়,

‘ হ্যাঁ মৈত্রী। ‘

‘ ও হ্যাঁ আপনারা তো পরিচিত। ভুলে গিয়েছিলাম।’

মারিয়া চিন্তিত কণ্ঠে বলল, ‘ কিছু হয়েছে?’

‘ কী হয়নি তাই বলুন! মেয়েটা বর্ষার বিয়ে থেকে আমার পেছনে লেগেছে। ওখানে যা একটু সীমার মধ্যে ছিল কিন্তু এখন একেবারেই লাগাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যখনই দেখছি তাকিয়ে আছে,হাসছে,অকারণে লজ্জা পাচ্ছে। সেজেগুজে সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে কেমন লাগছে?

ইটস ইরিটেটিং মি! নিতে পারিনা এসব আমি। মেয়েরা এরকম হয়?’সাদিফ দম ফেলল। তার চোখেমুখে তিতিবিরক্তির ছাপ। মারিয়া বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কথা গুলো হজম হতে বিলম্ব হলো। ফের তাকাল মৈত্রীর পানে। হ্যাঁ একটু পরপর এদিকেই তাকাচ্ছে ও। ওই মুহুর্তে প্রচন্ড খারাপ লাগল তার। বর্ষার

বিয়ে,তারপর এই বাড়িতে এসে দুজনের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার মানুষের ভাগ দেয়া যায়?

সাদিফ বলল,

‘ আমি জানিনা কী করব? মেহমান দেখে কিছু বলতেও পারছিনা।’

মারিয়ার নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা প্রবল। প্রবল তার অভিব্যক্তি চা*পা

দেয়ার যোগ্যতা। ঠেলেঠুলে হাসি বের করে বলল,

‘ আসলে এটা স্বাভাবিক। মৈত্রীর বয়সই বা কত? এই বয়সে মেয়েরা ফ্যান্টাসিতে ভুগবেই। চোখের সামনে হ্যান্ডসাম,সুদর্শন ছেলে দেখলে একটু আধটু পেছনে লাগা দোষের কিছু নয়।’

সাদিফ ভ্রু বাঁকাল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘ আমি সুদর্শন?’

‘ হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ?’

সাদিফ ভাবার নাটক করে বলল,

‘ কিন্তু কদিন আগেই কে যেন আমাকে বলেছিল,আমাকে দেখতে ব্রয়লার মুরগির মতো? আমার গায়ের রং ফ্লোরে চুন ঢেলে দিলে যেমন লাগে তেমন! ‘

মারিয়া হেসে ফেলল। স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ ওটা মজা করেছিলাম।’

‘ যাক! আপনার প্রসংশা পেয়ে ধন্য হলাম। কেমন গর্বে বুকটা ফুলে উঠছে।’

মারিয়া হাসল। আড়চোখে আরেকবার মৈত্রীকে দেখল। মেয়েটা এখনও চেয়ে। সাদিফ নিষ্পৃহ স্বরে বলল,

‘ কিন্তু ওনার ফ্যান্টাসি দিয়ে আমার কাজ নেই ম্যালেরিয়া। আমি ওনাকে পছন্দ তো দূর,কিছুই করিনা। এসব

এক তরফা। আমি যে বিরক্ত হচ্ছি ওনার বোঝা দরকার।'

' তাহলে বরং ওকেই গিয়ে বলুন।'

সাদিফ সচেতন চোখে তাকাল,' কী বলব?'' যেটা আপনার মনে আছে সেটাই। ওর এই ভালো লাগা আস্তে আস্তে বাড়বে। আপনি চুপ থাকলে আরো প্রখর হবে। তখন বিষয়টা সামলানো জটিল হতে পারে। আপনি বরং ওকে গুছিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে

দিন। ম্যাচিউর মেয়ে,বুঝবে আশা করি।'

সাদিফ একটু ভেবে বলল, ' সত্যিই বলব?'

' যদি আপনার মনে হয় বলা উচিত তবেই,আমার কথায় নয় অবশ্যই।'

' আচ্ছা বেশ। আমি এমনিতেই নিতে পারছিলাম না। বলি বরং।'

মারিয়া শুভ্র হাসল, ' অল দ্য বেস্ট।'সাদিফ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে

গেল। তাকে নিজের দিকে আসতে দেখে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল মৈত্রী। এতক্ষণ কি তবে ওকেই নিয়েই কথা বলছিল দুজন? এদিকে মারিয়া পরেছে চিন্তায়। মৈত্রী দেখতে সুন্দর! বাবা মাকে নিয়ে একটা স্বচ্ছল পরিবার ওর। সাদিফের যদি ওকেই পছন্দ না হয়,তবে সে তো কোন ছাড়! ওর তো বাবাও নেই,বাবার টাকাও নেই। আর না

আছে মাথা গোঁজার মত একটা দীর্ঘস্থায়ী ঠাঁই। এমন অবস্থা,যদি কাল বাসা ভাড়া দিতে না পারে তবে সেটাও থাকবে না। সাদিফের হাজারটা কারণ আছে তাকে প্রত্যাখান করার। মারিয়ার বুক মুচ*ড়ে উঠল ব্য*থায়। পরমুহূর্তে ভাবল, প্রত্যাখানের প্রসঙ্গ তো তখন আসবে,যখন সে জানাবে ভালোবাসার কথা। সাদিফ কখনও

জানবেইনা ওর মনে কি আছে! ভালোবাসলে যে বলতে হবে,তাকে পেতে হবে এমন তো নয়। ওর নিজের অনুভূতি গুলো না হয় বাকীটা জীবন ওর একান্ত নিজেরই থাকবে। এমনিতেই বিয়ে,সংসার এসব তার জন্য নয়। তাহলে মাকে দেখার যে কেউ থাকবে না। মারিয়া সাদিফের থেকে চোখ ফিরিয়ে আরেকদিক তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ভরে

উঠল তা। গড়িয়ে পরার আগেই ব্যস্ত হাতে মুছে নিল। সবার জীবনে পূর্নতা আসেনা,কারো জীবন শূন্যতায় সুন্দর!

সাদিফ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পরল হঠাৎ। অচিরেই বিবেকবুদ্ধি কেমন জাগ্রত হলো। মৈত্রীর প্রতি মায়া লাগল। এই যে মেয়েটা তার বোনের বিয়েতে এসেছে,সেজেছে,আনন্দ করছে এখন এসব কথা বললে তো

ক*ষ্ট পাবে। তার চেয়ে বরং আজ থাক! বিয়ে মিটে গেলে আরামসে বলবে। মজা করছে যখন, করুক। কাল থেকে যেমন দাঁত চেপে হজম করছিল,আর একটা দিন না হয় করবে। মায়া-মমতার কর্ণধার ছেলেটা এইসব ভেবে আর ওদিকে গেল না। ওখান থেকেই ফিরে বন্ধুদের দিকে চলে গেল। মৈত্রীর মুখটা কালো হয়ে এলো তাতে।

ব্যাকুল চোখদুটো নিভে গেছে হতাশায়। সাদিফ নিশ্চয়ই কিছু বলতে চাইছিল। তাহলে চলে গেল কেন এভাবে?এখন না শোনা অবধি শান্তি পাবে না যে!শান্তা এসে, ফোন হাতে দিয়ে গেল পুষ্পর। সবার হলুদ মাখানোর মধ্যেই ইকবাল ফোন করছে। আনসেভ নম্বরটা এখন সেভ হয়েছে। লুকোচুরির দিন শেষ কী না! পুষ্পর চারপাশ ঘিরে তার

গুরুজনদের উপস্থিতি। এর মধ্যে ফোন ধরে কথা বলবে কী করে? ইকবালটাতো আর ভদ্র-সভ্য মানুষ নয়। নিদারুন বেহায়া! যা সব ঠোঁট কা*টা কথাবার্তা বলে,শুনলেই কান দিয়ে ধোঁয়া বের হয় তার। পুষ্প দোনামনা করে ধরল না। সাইলেন্ট বাটন চেপে রেখে দিল। ইকবাল থামল না,আবার ফোন করল । পুষ্প

ঠোঁট উলটে রিসিভ করে কানে ঠেকাতেই বলল,

‘ কী লিপস্টিক পরেছিলে মাই লাভ? এত মিষ্টি কেন? মনে হচ্ছিল চকলেট খেয়েছি।’

পুষ্পর ঠোঁট আলাদা হয়ে গেল। বক্ষঃস্থল ধ্বক করে ওঠে। ভূপৃষ্ঠে মিশে যায় কুণ্ঠায়। জানতো এরকম কিছুই বলবে। সবার মধ্যে ধমক ও দিতে পারল না। হাঁসফাঁস করে

লাইন কে*টে বন্ধ করে রাখল।সুমনা বেগম পাশ থেকে বললেন,

‘বর একটা পাচ্ছিস,কী সাংঘাতিক বউ পাগল হবে ভাবছি! ‘

পুষ্প দুষ্টু হেসে বলল,

‘ আমার চাচ্চুর থেকেও বেশি?’

সুমনা হেসে ফেললেন। বললেন,

‘ এখনকার ছেলেপেলে না? চাচাদের ছাড়িয়ে যাবে দেখিস। এই বউ পাগল বর নিয়ে বউদের একদিকে

যেমন শান্তি,অন্যদিকে অশান্তিও আছে।’

‘ কীরকম?’

‘ এখন বলব না। কাল বিয়ে হোক,নিজেই বুঝবি।’পুষ্পকে মন ভরে হলুদ লাগিয়েছে পিউ। তানহা দিয়েছে সঙ্গ। এরপর দুজন ছাদের পেছন দিকে যায়। যেখানটায় ফুলের টব বসানো সেখানে আঁচল বিছিয়ে

বসে পরে তানহা। পিউ হয় তার ফটোগ্রাফার।

এর মধ্যেই এক ঝাঁক লোক সঙ্গে করে ছাদে পা রাখল ধূসর। তার আগমনটাই অন্য রকম। অতগুলো ছেলে ছোকড়ায় নিমিষেই জায়গা ভর্তি হয় ছাদের। একটারও পাঞ্জাবি ফাঁকা নেই। চিবুক,কলার সব আবিরে ভর্তি। সোহেলও আছে এর মধ্যে। ইকবালের গায়ে হলুদ থেকে

ফিরেছে ওরা। ওরটা বিকেলে আর পুষ্পরটা হচ্ছে রাতে। একবারে দুটো বিয়ে বাড়িতেই তারা নিমন্ত্রিত।

ধূসরকে দেখেই রুবায়দা বেগম বললেন ‘ হ্যাঁ রে ধূসর! ,তুই কই ছিলি বলতো? সবাই কত খুঁজছিলাম জানিস? বোনের বিয়ে,একটু কাছাকাছি থাকবিনা?’সে উত্তর দেয়ার আগেই স্টেজ থেকে পুষ্প ডাক ছুড়ল ‘ ভাইয়া! ভাইয়া!

সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ থাকায় ডাক পৌঁছে গেল সবখানে। পিউ বুঝে ফেলল ভাইয়াটা কে! তানহার ছবি তোলা চূলোয় রেখে ছুটে স্টেজের কাছে এসে গুঁটিশুটি মে*রে দাঁড়াল। এতক্ষন যেভাবে উড়ছিল ভদ্র মেয়ে হয়ে গেল ওমনি।

ধূসর এগিয়ে আসে পুষ্পর কাছে। পুরোটা সময় পিউ তন্ময় হয়ে চেয়ে রয়। মনে পড়ে সেই পেট ছোঁয়ার

দৃশ্য। সমস্ত শরীর আরেকবার শিউরে ওঠে ফের। আনমনেই হাতটা পেটের কাছে জায়গা পায়।

ধূসর কাছে এসে দাঁড়াতেই পুষ্প উত্তেজিত গলায় বলল,

‘ আপনি কোথায় ছিলেন? আমাকে হলুদ মাখাবেন না? কত কষ্ট করে এক গাল ফাঁকা রেখেছি দেখুন।’

বাম গাল টা দেখাল ও। সত্যিই তাই। তার ডান গাল,কপাল, থুতনী

হলুদে জুবুথুবু হলেও বাম গাল সম্পূর্ন ফাঁকা।

পাশ থেকে জবা বললেন,

‘ কাউকেই হলুদ মাখাতে দিলো না জানিস! লাগাতে এলেই হুশিয়ার করে বলছে,এখানে ধূসর ভাই হলুদ দেবেন। তোমরা বাকী সব খানে মাখাও।’পুষ্প লজ্জা পেয়ে গেল। তার জীবনের এই বিশেষ দিনটার জন্য যার অবদান সবচেয়ে বেশি

তার জন্যে এ আর এমন কী! ধূসর ভাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পরলেও কম হবে।

ধূসর হাসল। যেই হাসিতে দন্তপাটি বাইরে আসেনা। বাটি থেকে হলুদ নিয়ে গালে ছুঁয়ে বলল ‘ সুখী হ।’

পুষ্পর কী হলো কে জানে! ভীষণ আবেগে নড়ে উঠল হঠাৎ। দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁ*দে ফেলল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল সকলে।

পরপর বুক ভারী হয়ে এলো। ধূসরের হাসিটুকুও বিলীন। মুছে গেছে পিউয়ের লজ্জা। তার চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে। ক্ষনিকের জন্য স্থগিত হয়ে পরল, বিয়ের উৎসব আনন্দ। আঁচলে চোখ মুছলেন মিনা বেগম । ব্য*থাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমজাদ। ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে নিরবে সান্ত্বনা যোগালেন আফতাব। কিন্তু এই সান্ত্বনা

নিরর্থক। সবাই জানে, পুষ্প আর মাত্র দুটো বছরের অতিথি। তারপর সারাজীবনের জন্য মেয়েটার ঠিকানা হবে অন্য কোথাও।পিউয়ের ঘরে একটা পা রাখার জায়গা নেই। বিছানা থেকে ফ্লোর বাদ নেই কিছু। যে যেভাবে পেরেছে, কাথা-বালিশ বিছিয়ে শুয়ে পরেছে একেকজন। এমনকি পিউ নিজেই তার শয্যায় জায়গা পেলো না। ছেড়ে দিয়েছে

শান্তা আর সুপ্তিকে। দুজনের কেউই মেঝেতে শুতে পারেনা। ঠান্ডার প্রচুর ধাঁত ওদের। দেখা গেল কাল বিয়েতে সর্দি -হাঁচিতে একাকার করে ফেলছে। এর চেয়ে একটু আত্মত্যাগ করা ভালো।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পিউ নিরন্তর মোচড়া-মুচড়ি করছে। একটু যদি ঘুম আসে! অথচ পাশেই নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে তানহা। হুশ-জ্ঞান কিচ্ছু

নেই। এই মুহূর্তে ওকে চ্যাংদোলা করে পুকুরে ফেলে দিলেও টের পাবেনা।

পিউ ওর ঘুমটাকে প্রচণ্ড হিং*সে করছে এখন। ও ঘুমাচ্ছে,তাহলে তার কেন ঘুম আসছেনা?

অবশ্য আসবেই বা কী করে? আজ সারাক্ষণ ধরে সেই কথা, আর সেই দৃশ্য ঘুরছে মাথায়। এই যে এখনও ঘুরছে। পিউয়ের চোখের সামনে

ফের ভেসে ওঠে ধূসরের শাড়ি ভেদ করে হাত প্রবেশ করা,খিঁচে তাকে কাছে টানা। মেয়েটা চোখ বুজে নেয়,তারপর আবার তাকায়। বালিশে মুখ চেপে হাসে।

হঠাৎ দেখল কেউ একজন বাইরে যাচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে বুঝল,ওটা মারিয়া। পিউ জিজ্ঞেস করল,‘ কিছু লাগবে আপু?’

নিস্তব্ধ ঘরে হঠাৎ কথা বলায় মেয়েটা চমকে গেল। পরের দফায় ধাতস্থ হয়ে বলল

‘ তুমি জেগে? আমি না আসলে ওয়াশরুমে যাব। রুমেরটায় যাওয়ার তো উপায়ই নেই। কার না কার গায়ে পা পরে! ‘

‘ ও আচ্ছা, আমি আসব?’

‘ না না লাগবে না,তুমি ঘুমোও।’

মারিয়া বেরিয়ে গেল। মৈত্রী ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল,

‘ কী ব্যাপার পিউরানি,ঘুমোচ্ছেনা যে!”

পিউ ওর দিকে ফিরে শুয়ে বলল,

‘ ঘুম আসছে না আপু। কে যেন চুরি করেছে আমার ঘুম। বিনিময়ে দিয়ে গিয়েছে বিনীদ্র রজনী।’

মৈত্রী চোখ মেলে তটস্থ কণ্ঠে বলল,

‘ পিউ,তুমি কি প্রেম করছো?’

পিউ আক্ষেপের সুরে বলল ‘ আর প্রেম! না আমি সিঙ্গেল, না আমি ডাবল। ঝুলে আছি মাঝখানে।’

মৈত্রী আগ্রহভরে বলল,’ সেটা কী রকম! আচ্ছা কাউকে পছন্দ করো তুমি?’

আগে হলে পিউ বলতোনা। কিন্তু এখনতো পুষ্প ও জানে,আর ধূসরের থেকেও মাঝে মাঝে সবুজ সংকেত আসছে। তাই বিনাদ্বিধায় বলল,‘

ধূসর ভাইকে। পছন্দ করিনা,ভালোবাসি।’

মৈত্রী হা করে, চোখ পিটপিট করল। ধাতস্থ হয়ে, ফিসফিস করে বলল,

‘ কিন্তু উনি, উনি তো খুব মেজাজী। শান্তা পছন্দ করতো জানো,ওকে যা বকা বকেছে! তারপর ভাবো,কোথাকার কোন গ্রামে, যেখানে জীবনে প্রথম বার গেলেন উনি,সেখানে গিয়ে এলাকার ছেলেকে

পিটি*য়েছেন। কত সাহস! কত বড় কলিজা! ওনাকে দেখলেই না আমার খুব ভ*য় লাগে। মনে হয় যেন আমাকেও পে*টাবেন।'

পিউ ফিক করে হেসে উঠল। বলল, ' উনি হলেন নারকেলের মতন। ওপর থেকে খসখসে,শক্ত কিন্তু ভেতরটা চমৎকার। একদিন কথা বলে দেখো।'

‘ না বাবা! থাক। কিন্তু পিউ, তুমি কী করে ওনাকে পছন্দ করলে? একে তোমার অত বড়,আবার তুমি কত ফর্সা,উনি কালো!’

পিউয়ের মেজাজ চটে গেল। নাক-মুখ কোঁচকাল। পরক্ষনে মাথা ঠান্ডা করে বলল,‘ কালো তো কী? তুমি ওনাকে কখনও খেয়াল করে দেখেছো? ওনার চোখ,নাক,ঠোঁট সব ইন্ডিভিজ্যুয়ালি সুন্দর। আর দেখলেও

আমার মত করে দ্যাখোনি। আমার চোখে ওনার মত সুতনু পুরুষ দ্বিতীয় টি নেই।'

' ভাই রে ভাই! তুমিত প্রেমে পড়ে একেবারেই গেছো। বেশ পাঁকা পাঁকা কথাও বলছো।'

' হব না?আমার অনুভূতি তিন শেষ করে চারে পা দিলো। ইটস হাই টাইম ফর গ্রো আপ।'

মৈত্রী চোখ তুঙ্গে তুলে বলল ‘ চার বছর ধরে ওনাকে ভালোবাসো? আচ্ছা,উনি বাসেন? উনি জানেন তুমি ওনাকে ভালোবাসো?’‘ হ্যাঁ। ‘ মৈত্রী আরেকদফা বিস্মিত হয়ে বলল,’ কিন্তু তোমাদেরত ওরকম কিছুই করতে দেখলাম না।’

‘ তোমাকে দেখিয়ে করব?’

মৈত্রী থতমত খেয়ে বলল,

‘ আরে কথাবার্তা বলার কথা বলেছি। ‘

তানহা ঘুমুঘুমু কণ্ঠে বলল,

‘ রাত বিরেতে কীসব ন*ষ্টামির আলাপ করছো তোমরা? পিউ ঘুমা। তোর মামিরা যে এখানে শুয়ে, ভুলে গেছিস?’

পিউ চোখ বড় বড় করল। সত্যিইত, ময়মুনা, শায়লা দুজনেই এ ঘরে ঘুমিয়েছেন। আয় হায়! কিছু শুনে

ফেললেন না তো। পিউ ঘাড় উচু করে দেখল। নাহ,তাদের সবার ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। এর মানে পরিবেশ নিরাপদ। মৈত্রী বলল,‘ আচ্ছা,ঠিক আছে। বাকী গল্প কাল হবে। আজ ঘুমোও। গুড নাইট।’

পিউ মাথাটা বালিশে এলিয়ে দিলো। সিলিং ফ্যানের দিক চেয়ে বলল,’

আর ঘুম! ধূসর ভাই ঘুম টুম সব কেড়ে নিয়েছেন।’

মৈত্রী বলল,

‘ তাহলে মমতাজের গানটা গাও,

‘ আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেল গো মরা*র কোকিলে....’

তানহা ঘুমের মাঝেও হেসে উঠল। হাসল পিউও।মারিয়া ওয়াশরুমের দরজা বন্ধ করতেই লোড শেডিং হলো। আঁ*তকে উঠল মেয়েটা।

তড়িঘড়ি করে আবার বেরিয়ে এলো। এই বাড়ি তার নিজের নয়। সুতরাং অন্ধকারে কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝল না। জেনারেটর তো আছে। চলছেনা কেন?

ফোনটাও আনেনি,নাহলে ফ্ল্যাশ জ্বা*লানো যেত। সে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে নিলো। সামনে থেকে হঠাৎ কড়া আলো পরল চোখে। নেত্রযূগুল

কুঁচকে মাথা ঘুরিয়ে ফেলল সে। সাদিফ এগিয়ে এসে বলল,

‘ আরে আপনি? ভূতের মত হাঁটাহাঁটি করছেন কেন?’

মারিয়ার ভয়-ডর উবে গেল ওমনি। সাদিফ কে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল,

‘ ও আপনি? ভ*য় পেয়ে গেছিলাম। ঘুমোননি এখনও? ‘

‘ আমিত রুমেই ছিলাম না। ছাদ থেকে এলাম।’

‘ ওহ্। এত রাতে একা একা ছাদে? ভ*য় করেনা আপনার? ‘

‘ ভ*য় মেয়েদের জিনিস ম্যাডাম। পুরুষ মানুষ হলো বাঘের বাচ্চা, তারা ভ*য় পায় না।’

মুখ বাকাল মারিয়া। বলল

‘ ফ্ল্যাশটা আমার মুখের সামনে থেকে সরান। তাকাতে পারছিনা।’

‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি রুমে যান,আমিও যাই। টায়ার্ড লাগছে খুব। জেনারেটরের যে কী হয় মাঝেমাঝে! এখনও চালু হচ্ছেনা,গরমে ঘুমোবো কী করে ও গড!‘

সাদিফ বিড়বিড় করে বলল। মারিয়া মিটিমিটি হেসে ভাবল, ‘ আপনি চাইলে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে দিতে পারি।খালি বলুন রাজি। ‘

‘ হাসছেন কেন?’

‘ হু? না কিছু না। যাই হ্যাঁ? ‘

‘ আচ্ছা যান।’

মারিয়া পাশ কা*টাতে নিলো। রান্নাঘরে বিড়াল সানসেট বেয়ে লাফিয়ে পরল মেঝেতে। লেজে বেঁধে স্টিলের বিশাল, বড় গামলাটা আছড়ে পরল সাথে । ঝনঝন করে বিকট শব্দ হলো। ছড়িয়ে গেল বাড়িময়। অন্ধকারে কলিজা ছল্কে

উঠল মারিয়ার। ‘ও মাগো’ বলে চিৎকার করে কাছে পেল সাদিফকে। দ্বিগবিদিক ভুলে ওকেই জড়িয়ে ধরল তখন। সাদিফ থমকে গেল। হাত থেকে ফোনটা পরে গেল ফ্লোরে।

প্রথম বার কোনও মেয়ে জড়িয়ে ধরায় রক্তাসঞ্চালন অবধি থেমে গেছে তার। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। মারিয়া দুহাতে পিঠ খা*মচে

ধরে বলল,‘ ভূত ভূত,আপনাদের বাড়িতে ভূত আছে।’

সাদিফের গলা শুকিয়ে কাঠ -কাঠ। ঢোক গি*লে কিছু বলতে গিয়ে বুঝল কথা ফুটছে না।

তক্ষুনি জেনারেটর চালু হয়। আলোয় আলোয় ভরে যায় বাড়ি। রুবায়দা সজাগ ছিলেন। তার কণ্ঠ শোনা গেল দূরে। কী পরেছে খুঁজতে আসছেন। মারিয়া চট করে চোখ খুলল।

কোথায় আছে বুঝতে সময় লাগেনি। ধড়ফড় করে সরে এলো। একবার তাকাল। অস্বস্তি আর অপ্রতিভতার ছাঁয়া চেহারায়। সাথে মৃদূমন্দ লজ্জা। সাদিফের কপাল বেঁয়ে ঘাম পরছে। স্টিলের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে। ঠান্ডা দুটো চোখ তার ওপরেই নিবদ্ধ। মারিয়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কী করেছে ভাবতেই, মাথা ঘুরছে। ওয়াশরুমের কথা ভুলে সে

ছুট্টে পালিয়ে গেল ঘরে।বিয়ের জন্য একটা বড়সড় ক্লাব ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সিকদার বাড়িতে এত মেহমান একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর জায়গা নেই। ঘরের মালপত্র রাখবেন কই,আর চেয়ার টেবিল বসাবেন কই? তাই সিদ্ধান্ত হলো ক্লাবেই বিয়ে সাড়বেন। কাবিন হলেও আয়োজন বেশ বড়সড়।

ইকবালদের চারটে গাড়ি এসে কেবলই গেটের সামনে ভীড়ল। মাঝের ফুলে ফুলে সজ্জিত গাড়িটা থেকে নেমে দাঁড়াল সে। পড়নে জমকাল সোনালী শেরওয়ানি,পায়ে নাগড়া জুতো। ঠোঁটে একপেশে চকচকে হাসি। যেন বিয়ে নয়,জিততে এসেছে কোনও রাজপ্রাসাদ। এপাশ থেকে নামল ধূসর। সে কনে পক্ষের লোক হয়েও

বরযাত্রী আজ। সবই ইকবালের জোরজ*বরদস্তি। গতকাল সে গাল ফুলিয়েছে, কেন ধূসর হ্লুদে যায়নি। শেষে এক কথা, বিয়েতে বরযাত্রী হতে হবে ওকে। তার সাথেই যেতে হবে। ধূসর ও বাকবিতন্ডায় না জড়িয়ে আপোসে হার মানল।

বরপক্ষকে সম্মানের সহিত ভেতরে নিতে এগিয়ে এসেছেন সিকদার বাড়ির চার কর্তা। সিড়ি পার করে

হলের মূল গেটে আসতেই থামতে হলো তাদের। সামনে পুরু লাল ফিতা বাঁধা। অর্থাৎ গেট ধরেছে মেয়েপক্ষ। ধূসর ভেবেছিল পিউ থাকবে। আজ তো মানা করেনি। নিজের বোনের বিয়ে,মানা করবেও বা কেন!কিন্তু সবার মধ্যে ওকে না দেখে অবাক হলো। তানহা আছে, তাহলে ও নেই কেন?

শান্তা,সুপ্তি কানাঘুষা করে পিউকে খুঁজেছে অবশ্য। আবার সময় পার হচ্ছে দেখে নিজেরাই তদারকি শুরু করল। মারিয়া,মৈত্রী দলনেত্রী। গেটে বরাবরের মত বিজয়ী হলো মেয়েরা। ইকবাল আগেই বলে রেখেছে কোনও তর্ক করা যাবে না। তার শালীকারা যা চাইবে তাই দেবে সে। এত সাধনার পর যাকে পাচ্ছে তার কাছে পৌঁছাতে টাকা যায় যাক!

টাকা আগে? না বউ?ইকবাল স্টেজের দিক তাকিয়েই বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে হেলে ঢং করল অজ্ঞান হওয়ার। ইফতি দুহাতে আগলে ধরল ভাইয়ের পিঠ। হাসল সে। হাসল সবাই।' হোহোওওওও' বলে জোরধ্বনি উঠল। পুষ্প লজ্জায় হাত কচলাচ্ছে বসে বসে। বাড়ির সবার সামনে

ইকবালের এসব নিতে গিয়ে ম*রে যাচ্ছে সে।

ইকবাল ধীর পায়ে স্টেজের কাছে যায়। পাশে বসে। সবাইকে ছাপিয়ে ফিসফিস করে স্বীকারোক্তি দেয়,

‘ আমার বাগিচার পুষ্পটা এত সুন্দর কেন মাই লাভ? এই পুষ্পর সুঘ্রান পেতে আমি বান্দা জান পেতে দিতেও রাজি।’

পুষ্প লজ্জা পেয়ে মিনমিনিয়ে বলল, ‘ যাহ!’ধূসর পুরো ক্লাব চক্কর কে*টে ফেলল। পিউ নেই কোথাও। ভীষণ চিন্তায় পরে গেল এবার। আজ সকাল থেকে ও বাড়িতে ছিল না। ইকবালের জোরাজুরিতে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। পিউ ঠিক আছে তো? এর মধ্যে কিছু হয়নি তো!

কাকে জিজ্ঞেস করবে? পুষ্প ছবি তুলছে ইকবালের সাথে। ওখানে

যেতে সংকোচ হলো তার। তখনি তানহা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ধূসর পেছন থেকে দেখেই চিনেছে।
সোজাসাপটা প্রশ্ন ছুড়ল,
‘ পিউ কোথায় তানহা?’
তানহা ঘুরে তাকাল। ধূসরকে দেখে মিটিমিটি হাসল। ধূসর ভ্রু কোঁচকায় তার হাসি দেখে।
ফের শুধায়,

‘ জানো ও কোথায়?’তানহা দুষ্টু হেসে বলল,’ আপনার বউ কমন রুমে। তার চুল খুলে গিয়েছে। তৈরি হচ্ছে আবার। আমি ওখানেই যাচ্ছি।’

হতভম্ব হয়ে গেল ধূসর। আপনার বউ? সম্বোধন শুনে চোখ প্রকট হয়ে এলো। তানহা হেলেদুলে প্রস্থান নিয়েছে। কিন্তু সে অবাক চোখে চেয়ে রইল। পরপর দুপাশে মাথা

নেড়ে ঠোঁট গোল করে শ্বাস ফেলল। পিউয়ের বান্ধুবি তো,স্বাভাবিক এসব। সব এক গোয়ালের গরু। অল্প বয়সে দাঁত উঠেছে। মুখে ধান দিলেই খই ফুটছে। কিন্তু এই পিউটার এত সাজার কী আছে? কাকে দেখাবে এত সেজে? ধূসর সচেতন চোখেমুখে প্রার্থনা করল,’ আর যাই করুক,শাড়ি যেন না পরে।’প্রার্থনা কবুল হলো। পিউ

শাড়ি পরেনি। ভারি কাজের একটা জর্জেট থ্রি পিস পরেছে। সেজেছে সে নিজেই। কিন্তু বড় সাধ করে পার্লার থেকে একটা খোপা করেছিল। অথচ ক্লাবে ঢুকতেই বেখেয়ালে পিলারের সাথে ধা*ক্কা খেয়েছে,আর খুলে গিয়েছে চুল। পার্লারের মেয়েটা যতগুলো ক্লিপ লাগিয়েছিল,সব খুলতে হয়েছে ওকে। ওই জন্য গেট ধরাটাও মিস

করে ফেলল। সে যে কেঁদে ফ্যালেনি এই ঢেড়।

যখন বাইরে এলো, তখন বিয়ের কাজ শুরু হয়েছে। মোটামুটি বর-কনের ছবি তোলার পর্ব সমাপ্ত। কিন্তু সেতো একটাও ছবি তুলল না। হায় হায়! পিউ আশেপাশে তাকিয়ে তানহাকে খুঁজল। ওর কাছেই তার ফোন। হঠাৎ দেখল ইফতির সাথে এক কোনায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে

সে। পিউ আগ্রহ নিয়ে একটু কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অত চেচামেচির ভেতর যা কানে এলো তাতে বুঝল,ইফতি প্রসংশা করছে তানহার।

হেসে ফেলল পিউ। দুপাশে মাথা নেড়ে চলে এলো। কিছু ছেলের কাজই হয় মেয়ে পটানো। ইফতি এই বয়সেই এই,বড় হলে কী হবে?

ও যে ইকবাল ভাইয়ের ভাই,বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য।
ইকবালের কথা মাথায় আসতেই ধূসরকে খুঁজতে শুরু করল পিউ। চারদিকে এত ছড়ানো-ছেটানো লোক,এদের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত তিনি কোথায়?পিউ একা একা কিছুক্ষণ ঘুরে বিরক্ত হয়ে পরে। তানহা আর ইফতির খোশগল্প ইহকালে শেষ হবেনা। ফোনের

আশায় না বসে ফটোগ্রাফারের দিক এগিয়ে গেল। ডেকে বলল,

‘ আমার কিছু ছবি তুলে দিন। আমি আমজাদ সিকদারের ছোট মেয়ে।’

‘ ও শিওর ম্যাম। আসুন। ওখানে দাঁড়ান,লাইটিংটা ভালো। সুন্দর আসবে!’

স্টেজের পাশেই ফুল দিয়ে সাজানো আরেকটু বড় জায়গাটা দেখালেন তিনি। পিউ যেতে গিয়েও থেমে

দাঁড়াল। ধূসর খাবারের ওখান থেকে বের হয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ মেয়র খালেকুজ্জামান এসেছেন। ওনাকেই সম্মানের সহিত বসিয়ে দিয়ে এলো। পিউ ওকে দেখেই ঝলকে ওঠে। ছেলেটিকে বলে,

‘ একটু দাঁড়ান।’

‘ জি।’তারপর দুরন্ত পায়ে কাছে যায়। ধূসর দুজন ছেলের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত তখন। পিউ পেছনে গিয়ে

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়। অপেক্ষা করে কথা শেষ হওয়ার। এর আগেই সামনের একটি ছেলে তাকে দেখে ধূসরকে ইশারায় বলল,

‘ ভাই... পেছনে...’

ধূসর ফিরে চাইল। চোখাচোখি হলো দুজনের। এতক্ষণে পিউকে দেখে বুকের ভারী ভাবটা নিমিষে নেমে গেল।

সেকেন্ডে আপাদমস্তক দেখে নিলো ওর। শাড়ি পরেনি বলে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মনে মনে। জিজ্ঞেস করল’ কী? ‘

পুরুষ কণ্ঠটা শুনেই গুলিয়ে গেল পিউ। নার্ভাস হয়ে ঠোঁট ভেজাল জিভে। ধূসর ছেলে দুটোকে বলল,

‘ তোরা গিয়ে খেতে বোস।’

‘ আচ্ছা ভাই।’

ওরা যেতেই ধূসর সম্পূর্ন ঘুরে দাঁড়াল। পিউ
আমতা আমতা করে বলল, ‘ ওই ছবি তুলতাম আর কী! আসলে উনি বলছিলেন একার চেয়ে দুজন হলে ভালো হয়। ‘
উনি হিসেবে ক্যামেরা ম্যানকে বোঝাল সে। ধূসরের চোখ-মুখের পরিবর্তন দেখা গেল না। কণ্ঠস্বরও অপরিবর্তিত রেখে বলল,

‘ আয়।’পিউ শঙ্কিত ছিল ধূসর শুনবে কী না! এই প্রহেলিকার মন বোঝা দ্বায়। কখন কী চায় নিজেই জানেনা হয়ত। অন্য সময় হলে সে আসতোও না বলতে। এক সাথে ছবি ওঠানোর কথা তো দূর! কিন্তু কালকের ওইসব ঘটনার পর তার সাহসটা হুহু করে বেড়ে গেছে।

পিউ হাসিহাসি মুখে ক্যামেরার লেন্সের সামনে দাঁড়াল। ধূসরকে

সাথে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছবি তুলতে পারবে ভাবেওনি। এই ২০২৩ সাল তার জন্য আশীর্বাদ। সব ভালো হচ্ছে।

জীবনে প্রথম ছবি দুজনের,আহা তাও কাপল পিক!

পিউ গদগদ হয়ে পরেছে। আইসক্রিম হলে নির্ঘাত গলে যেত। ধূসর পাঞ্জাবির কলার ঠিকঠাক করে পাশে দাঁড়াল। পারফিউমের ঘ্রাণ

হুটোপুটি করে নাকে এসে লাগল তার। আহ! কী মিষ্টি! কী মিষ্টি!

তাদের মধ্যে তখনও দুই হাত সমান দুরুত্ব।ফটোগ্রাফার ছেলেটি ক্যামেরা চোখ বসিয়ে হাত দিয়ে বোঝাল ‘ আরেকটু ক্লোজ হন।’.

পিউ এগোবে কী না , বুঝে উঠল না। ঠিক তখনি ধূসর কাঁধে হাত রেখে টেনে নিলো কাছে। পিউ চকিতে তাকায়। বিস্মিত হয়।

পরপর ভেতর ভেতর খুশিতে লাফিয়ে উঠল শিশুর ন্যায়। মুচকি হেসে ক্যামেরার দিক চাইতেই একটা দারুন যূগল ছবি বন্দী হলো সেখানে।

ওই সময় ইকবাল স্টেজ থেকেই ডাক ছুড়ল,

‘ এই ধূসর-পিউ এসো ছবি তুলি। আয় ধূসর। ‘

ধূসর জিজ্ঞেস করল, ‘ আর তুলবি?’ইতোমধ্যে অনেক গুলো ক্লিক বসিয়েছে ছেলেটি। পিউ মোহগ্রস্তের মত চেয়ে থেকে দুপাশে মাথা নাড়ল। ধূসর তাকে ফেলে এগিয়ে গেল স্টেজে। ইকবাল,পুষ্পর মাঝখানে জায়গা নিলো। দুজনকে দুহাতে আগলে ছবি ওঠাল। পিউ কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন একটা আঙুলের টোকায় হেলে

পরবে। পুষ্প ফের ডাকল,’ এই পিউ আয় না।’

মুহুর্তমধ্যে সম্বিৎ ফিরল তার। চুল ঠিকঠাক করে স্টেজে গিয়ে দাঁড়াল। ইকবাল তাকে আগলে দাঁড়ায়। চারজনের হাস্যজ্জ্বল একটা ছবি স্মৃতি হিসেবে আটকে যায় সারাজীবনের জন্য।ইকবাল গড়গড় করে কবুল বলেছে। সময় নিয়েছে পুষ্প। থেমে থেমে বলেছে সে।

সকলের সমস্বরে ‘আলহামদুলিল্লাহ ‘শোনা গেল। স্টেজের কাছে বিপুল মানুষের ভীড়ে,তানহা পিউ জায়গা পেল না দাঁড়ানোর। ওরা দুজন হাল ছেড়ে দিয়ে, একদম পেছনের দুটো লোহার চেয়ারে গিয়ে বসল।

পিউ জিজ্ঞেস করল,

‘ ইফতি কী বলছিল?’

‘ ফোন নম্বর চাইছে।’

‘ দিয়েছিস?’

‘ দেইনি। দেব?’

‘ ভালো লাগলে দে।’

‘ দেখতে কিউট। কিন্তু সেম এইজ রিলেশনশিপ ভালো লাগেনা। তোর আর ধূসর ভাইয়ের প্রেম দেখে তো আরোইনা। আমার এমন দশ বছর গ্যাপের একটা প্রেমিক চাই। পাঁচ অন্তত থাকতেই হবে। এর নীচে হলে ক্যান্সেল।’

পিউ হাসল। ভ্রু নাঁচিয়ে বলল, ‘ সাদিফ ভাই সিঙ্গেল এখন? ট্রাই করবি?’

‘ এই না না। ‘পিউ স্টেজের দিকে চোখ দিলো। ধূসরের সাথে ছবি তোলার পর গেট ধরার দুঃ*খ ভুলে গিয়েছে সে। মন-মেজাজ বেশ ফুরফুরে এখন। অনেকটা সময় লাগল স্টেজের কাছটা ফাঁকা হতে। মোনাজাত ধরল সবাই। পিউও

মাথায় ঘোমটা টানল। ‘আমিন’ বলে দুহাত মুখে ঘষল। স্টেজে বসা বোনের দিকে অভিনিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পুষ্প আর পাশাপাশি ইকবালকে ধরিত্রীর সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ জুটি লাগছে তার। দুজন যেন দুজনের জন্যেই তৈরী। ইকবালের মুখের হাসিটা? যেন গোটা রাজ্য জয়ের উল্লাস সেখানে। হঠাৎ করেই ওদের মাঝে নিজেকে খুঁজে পেল

পিউ। ভ্রূ গুছিয়ে এলো ওমনি। পুষ্পর জায়গায় সে,আর পাশে ঠিক ধূসরকে দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল। বিশ্রামহীন উর্মীমালা আছড়ে পরে হৃদয়ে। ওমন নিষ্পলক চেয়ে থেকেই বলল,‘ তানহা, ভাবতে পারছিস,একদিন এইভাবে আমারও বিয়ে হবে। ধূসর ভাই ঠিক এইরকম একটা শেরওয়ানি পরে আমার পাশে বসবেন। মাথার পাগরীটা জ্বলজ্বল

করবে ওনার। আমি তখন হা করে চেয়ে থাকব। চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখব। ওনার শেরওয়ানীর রং অবশ্যই মেরুন হতে হবে বুঝলি। ওই রংটায় ওনাকে ঠিক আমার স্বপ্নের রাজপূত্রের মত দেখায়। যেই রাজিপূত্রকে দেখে আমি মনে মনে শতবার অজ্ঞান হয়েছি।'

তারপর নিজেই হাসল। লজ্জা লজ্জা কণ্ঠে বলল,' তারপর আমাদের

বাসর হবে। বাচ্চাগাচ্চা হবে। তোকে খালামনি ডাকবে। ইশ এসব ভাবলেই...

বলতে বলতে মিটিমিটি হেসে পাশ ফিরতেই ভূত দেখার ন্যায় চমকে উঠল। পরপর ছিটকে দাঁড়িয়ে গেল বসা থেকে। তানহার টিকিটাও নেই এখানে। তার জায়গায় বসে ধূসর। শৈলপ্রান্ত এঁকেবেকে আছে। বাম উরুর ওপরে তোলা ডান পা টা

নাড়াচ্ছে। লোহার চেয়ারের হাতলে ঠেসে দেয়া এক হাত। পিউয়ের প্রকট চক্ষু কোটর ফুঁ*ড়ে বেরিয়ে আসবে প্রায়। শুকনো ঢোক গি*লল সে। ধূসর ভাই কি তার নির্লজ্জ কথাবার্তা শুনে ফেলল?ধূসর ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। না কিছু বলছে,না কিছু বোঝাচ্ছে। হয়না,বরফের মত কিছু শীতল দৃষ্টি, যা দেখলে হাত বা বিবশ হয়ে

আসে! পিউয়ের বুক ধড়ফড় করছে। তানহা কখন উঠে গেল পাশ থেকে? উনিই বা এসে বসলেন কখন? কোন পর্যায়ের বেয়াক্কেল হলে একটা মানুষ কিচ্ছু টের পায়না! বাকী সব ঠিক ছিল,কিন্তু বাসর,আর বাচ্চা গাচ্চা? এসব কথাবার্তা শুনলে তার মান ইজ্জ্বত, ছি! ছি! পিউ প্রার্থনা করল ভূমন্ডল দুভাগ হয়ে যাক। যা দেখছে মিথ্যে হোক সব। এমন

ক্ষু*রের মত চাউনী থেকে রেহাই পাক সে। দ্বিখ*ন্ডিত মাটির ভেতর টুপ করে ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতা আসুক। এই যে ধূসর ভাই এইভাবে তাকিয়ে আছেন, এতে তো আরো গুলিয়ে ফেলছে সব। তার সব রা*গ গিয়ে নির্দোষ তানহার ওপর বর্তাল। হতচ্ছাড়ি মেয়েটা যাওয়ার সময়, বলবে না?ধূসর আচমকা উঠে দাঁড়াল। লোহার চেহারটা হাল্কা নড়ে

উঠল তাতে। পিউয়ের চোয়াল ঝুলে পরে। আরো একবার বক্ষপট ধ্বক করে ওঠে ওকে নিজের দিকে এগোতে দেখে। সে যত্র পিছিয়ে যেতে চাইল। পায়ের কাছে, থ্রি পিসের লম্বা, ছড়ানো ওড়নাটায় জুতো বেধে আবার ধপ করে বসে পরল। ধূসর ওকে আড়াল করে ওর দিক ফিরেই দাঁড়াল। চোখদুটোতে জ্বলজ্বলে দুষ্টুমি। অথচ চিবুকটা

অভ*ঙ্গুর। ভাবখানা এমন,ভীষণ চটেছে সে। পিউ ঢোক গি*লল। ধূসর ভাই তো ওকে ভালোবাসেন। তাহলে এসব কথাবার্তার জন্য চ*ড় -টড় খাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু, বেহায়াপনার জন্যে একটা খেতেই পারে। যার হাত ধরে দু কদম হাঁটা হলো না,একে অন্যের দিকে সেকেন্ড খানেকের বেশি চেয়ে থাকা হলো না,হয়নি ভালোবাসার কথা বলা,

সেই কবে একটা চুমু খেয়েছিলেন পিঠে,তার সাথে বাসর অবধি ভাবা! পিউ কুণ্ঠায় ম*রে যাচ্ছে। ধূসর এমন ভাবে দাঁড়াল যেন ফাঁক-ফোঁকড় থেকেও তার পালানো বন্ধ। অসহায় বনে বসে থাকে সে। অপেক্ষা করে ক*ঠিন কণ্ঠের, ক*ঠোর কিছু শোনার। এক্ষুনি হয়ত ধম*কাবে,রে*গেমেগে বলবে, ' তোর কি লজ্জা নেই পিউ? এত

বেহায়া তুই!’পিউয়ের আঁদোল সংকীর্ণ। নীচু অক্ষিপট তাক করল বিনম্র গতিতে। ধূসর পাঞ্জাবি গলিয়ে সাদা প্যান্টে হাত ভরল। ঘাড়টা চলে এলো এক দিকে। পাতলা, শক্ত ওষ্ঠযূগল নেড়ে কিছু শোনাতে যাবে এর মধ্যেই স্টেজ থেকে কা*ন্নার বিগলিত স্বর ভেসে আসে। চকিতে তাকাল ওরা। পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে মিনা বেগম হাউমাউ করে

কাঁদ*ছেন। এই দৃশ্যে নিমিষে ঘুরে গেল মনোযোগ। পিউ ভুলে গেল লজ্জা,ধূসর ভুলল সব কিছু। দুজন ত্রস্ত পায়ে ছুটল সেদিকে।

আমজাদ সিকদার পেছনে দুহাত বেঁধে স্ত্রীর দিক চেয়ে আছেন। চোখেমুখে এক আকাশ বির*ক্তি। ভ্রু দুখানা, নেত্রদ্বয়ের নিকট আঁটঘাট বে*ধেছে। চাউনীর আকার ছোট হচ্ছে ক্রমে। এই হঠাৎ কা*ন্নার

কোনও মাথা-মুন্ডু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। আগামী দুই বছর মেয়ে তাদের বাড়িতেই থাকবে। যেদিন যাবে সেদিন কাঁ*দলে একটা কথা ছিল। তাহলে আজকে এই ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁ*দার মানে কী? অথচ মিনার দেখাদেখি কান্না*কাটি শুরু করলেন বাকী তিন জন। সুমনা আস্তেধীরে কাঁ*দলেও, জবা আর রুবার গলা বেশ জোরে শোনা

যাচ্ছে। পুষ্প ও থেমে নেই,সে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে। সবতো ঠিকই ছিল,মিনা বেগম আচমকা কেঁ*দে ওঠায়,সে চুপ থাকতে পারল না। কা*ন্না একেবারে উগলে বেরিয়ে এলো।যারা খেতে বসেছিল,ঝড়ের মত শো শো শব্দের কা*ন্না শুনে ত্রস্ত এপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গিন্নীরা কাঁ*দছেন,আর কর্তারা হা করে

দেখছেন। মাথার ওপর দিয়ে সবটা গত হচ্ছে প্রায়।

আফতাব আশেপাশে তাকালেন। বেয়াই বাড়ির আশ্চর্যজনক দৃষ্টি গুলো হজম করে মুখটাকে বড় ভাইয়ের দিক এগোলেন। আস্তে করে বললেন,

‘ এভাবে কতক্ষণ কাঁ*দবে ভাইজান? থামাতে হবে তো।’

আমজাদ সিকদার শ্বাস ফেললেন। কানায় কানায় বিদ্বিষ্ট সে। বললেন, ‘ ‘তোমার ভাবির আক্কেল টা দেখলে? এই কান্না*কাটি সেই শুরু করল না? মেয়েত সাথেই যাচ্ছে,তাহলে কাঁদছে কেন?’

‘ ভাইজান,মেয়ে যার,ক*ষ্ট তার। ভাবি হয়ত দু বছর পরের ক*ষ্টটা আজই অনুভব করছেন। মায়ের মন,কে বোঝে?’

তিনি কিছু বললেন না। স্টেজের দিক এগোতে গেলেন,এর আগেই সেখানে উঠল ধূসর। ওকে দেখেই থেমে দাঁড়ালেন আমজাদ। ভাইকে বললেন,‘ আমার যাওয়ার আর দরকার হবে না। বংশের নেতাজী উঠেছেন স্টেজে। ভাষণ দেবেন এখন। তুমি বরং কান খাড়া করে শোনো। ‘

বলেই হনহন করে চলে গেলেন কোথাও। আফতাব সিকদার কিছুক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর দুপাশে মাথা নাড়লেন,হাসলেনও।

ধূসর প্রথমেই ইকবালের দিক তাকায়। ছেলেটার দু চোখে অসহায়ত্বের বন্যা। এই যে পুষ্প কাঁ*দছে,সে মলিন দৃষ্টিতে দেখছে। এতক্ষণ সেজেগুজে পরী হয়ে বসে

থাকা মেয়ের চোখের কাজল টাও ঠিক নেই এখন। এত কাঁ*দলে তার ক*ষ্ট হয়না বুঝি! ইকবালের ইচ্ছে করল স্বহস্তে পুষ্পটার চোখের জল মুছিয়ে দেবে। এত এত মানুষের ভীড়ে পারল না! চুপচাপ বসে রইল। ধূসর মিনা বেগমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জবা,সুমনা,রুবায়দা,পুষ্প আর তার একটা জটলা বেধেছে এখানে। পিউটা মিসিং। ও থাকলে

সিকদার বাড়ির নারী সদস্য পূর্ন হতো। ধূসর আড়চোখে তাকায়। পিউ বিরস চেহারায় স্টেজের কোনায় দাঁড়িয়ে। ছলছলে দৃষ্টি এদিকেই। ধূসর আবার চক্ষু ফেরাল। মিনা বেগমের কাঁধে হাত রেখে নরম কণ্ঠে ডাকল ' বড় মা।' প্রথম ডাক কানে পৌঁছাল না ওনার। তিনি কাঁ*দছেন। পড়নের কাতান শাড়িটার ভাঁজে মিশিয়ে ফেলেছেন

মেয়েকে। ধূসর আবার ডাকল,‘ বড় মা!’

এবারেও কাজ হলো না। একজনও মাথা তুলল না। বাধ্য হয়ে কণ্ঠ উঁচু করল সে। কেমন খ্যাক করে বলল, ‘ কী শুরু করেছ তোমরা?’

ওমনি কা*ন্না থামে, সবাই তড়াক তড়াক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ধূসর পুষ্পর হাত দুটো প্রথমে সরাল মায়ের থেকে। বলল,

‘ তুইও কি বাচ্চা হয়ে গেলি? শ্বশুর বাড়ি যাবি কবে,আর কাঁ*দছিস এখন! ম্যাচিউরড পুষ্পর থেকে এসব আশা করা যায়?’

পুষ্প মাথা নামিয়ে নিলো। ফোঁপাল অল্প। একবার ইকবালের দিক চাইতেই সে সহায়হীন ভাবে ইশারা করল। নিরবে বোঝাল ‘ কেঁদোনা মাই লাভ!’

মিনা আঁচলে মুখ চাপলেন। গুনগুন শব্দ হলো। বাকীরা চোখ মুছছে। ধূসর বলল‘ কোথায় তোমরা মা -মেয়েকে সামলাবে,তা না নিজেরাও তাল মেলাচ্ছো?’

কেউ উত্তর দিলোনা। ধূসর মিনার দুবাহু ধরে নিজের দিক ফিরিয়ে শুধাল,

‘ এসব কী হচ্ছে বড় মা? ‘

তিনি আবার কেঁ*দে উঠলেন। ভা*ঙা ভা*ঙা কণ্ঠে বললেন,

‘ আমার খুব ক*ষ্ট হচ্ছে রে বাবা! মেয়েটা আজ হোক কাল, চলে তো যাবে। আমি যেন এখনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই সময়টা। আমার বুকটা ছিড়ে যাচ্ছে এতে।’

পুষ্পর কা*ন্না থামতে গিয়েও, আবার বাড়ল। মায়ের কথায় গাঢ় হলো অশ্রুজল। মুমতাহিনা এ পর্যায়ে

স্টেজে পা রাখলেন। মিনাকে আগলে ধরে বললেন,‘ মেয়ে চলে যাবে এমন কেন ভাবছেন আপা? ও বুঝি আর আসবে না? কাছেইত দুটো বাড়ি। ওর যখন ইচ্ছে হবে,বা আপনার যখন মন চাইবে ছুট্টে চলে যাবেন।’

মিনা বেগম তাও কাঁদলেন। তবে শব্দ হলো না। ধূসর তার মাথাটা বুকের সাথে চে*পে ধরে বলল,

‘ এত কাঁদার কিছু হয়নি। পুষ্প শ্বশুর বাড়ি গেলে যাক,আমরা কি নেই? তোমার আরেক মেয়ে নেই? ‘

মিনা বেগম কান্নার মধ্যেই, বিড়বিড় করে বললেন,

‘ পিউটাও তো বড় হয়ে পরের ঘরে যাবে রে ধূসর। আমার একটা মেয়েও আমার কাছে থাকবে না।’

ধূসরের ঠোঁটদ্বয় ওমনি এক পাশে উঠে গেল। ভীষণ চতুরের ন্যায়

দেখাল হাসিটা। কোনায় দাঁড়ানো পিউয়ের দিকে তাকাল নিষ্প্রভ নেত্রে। ভাবল,

‘ তোমার ছোট মেয়েকে সারাজীবন তোমার কাছেই রাখব। সেই ব্যবস্থা করতে ধূসর আছে। ‘বরযাত্রী বাড়ি ফিরেছে। প্রস্থান নিয়েছে দূর -দূরান্ত থেকে আসা সকল অতিথি। পুষ্প আর ইকবালকে একসাথে নিয়ে সিকদার বাড়ি এসেছেন সকলে।

যেহেতু কাবিন,বর আজকের রাত মেয়ের বাড়িতেই থাকবে, এক ঘরে। বিষয়টা নিয়ে ইকবাল বুক ফুলিয়ে আছে। তার চেহারা হাসিহাসি বেশ। সে নিশ্চিন্ত থাকলেও,পুষ্প অস্থির ভীষণ। এক বাড়ি লোকের মধ্যে বর নিয়ে একটা ঘরে ও রাত পার করবে কী করে? সকালে উঠে মুখই বা দেখাবে কীভাবে? এ বাবা! লজ্জা করবে না?

পুষ্প সেই চিন্তায় ফ্যাসফ্যাস করেছে সারাপথ। তাদের গাড়ির,সামনের সিটে সাদিফ। তার পাশে ড্রাইভার। রাদিফ আছে পুষ্পর পাশে। তবে ছেলেটা ঘুমে সিটের সঙ্গে লেগে গিয়েছে। পুষ্প ওর মাথাটা নিজের কাধে এনে রাখল। সেই সময় ইকবাল, পুষ্পর হাত মুঠোব*ন্দি করল শ*ক্ত করে। পুষ্পও ছাড়াল না। ইকবাল গুনগুন করে গান

ধরল। বেশরমের মতো,'আজ ফির তুমসে পেয়্যার আয়া হ্যায়!'

পুষ্প লজ্জায় আই-ঢাই করে ওঠে। গোল গোল চোখে সাদিফের দিক চায়। তার দুকানে হেডফোনের দুটো মাথা গোঁজা দেখে স্বস্তির শ্বাস ফ্যালে।

সাদিফ কাল থেকে বেশ চুপচাপ! তবে গা-গতর, পদযূগল জিরোয়নি। বলতে গেলে এ কদিনের চাইতেও

অধিক তৎপর হয়ে সে কাজ করেছে আজকে। ক্যাটারিং এর লোকজন থাকা সত্ত্বেও নিজে আগ বাড়িয়ে খাবার পরিবেশন করেছে।বিষয়টা দৃষ্টিনন্দিত! বড়রা মুগ্ধও হয়েছেন। কিন্তু ভেতরের গল্পটা অন্য। গতকাল থেকে একজনের মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচতেই এই আপ্রাণ চেষ্টা তার। সাদিফ জানলায় ঠেস দিয়ে,বাম হাতে থুত্নী ঘষল। চোখের

সামনে ভেসে উঠল গত রাতের চিত্রপট। কেমন ঝ*ড়ের গতিতে একটা মেয়ে আ*ছড়ে পরেছিল তার বক্ষঃস্থলে! তারপর তার ধুকপুকানী রেশটা? সারারাত বহাল ছিল। আজ অবধি কোনও নারীই এত কাছে আসেনি। পিউয়ের হাত ছাড়া স্পর্শ করেনি কোথাও। সেখানে,সোজাসুজি বুকে?

সাদিফ চোখ বুজে, খুলল। চশমাটা হাতে নিয়ে পাঞ্জাবির হাতায় ঘষে ঘষে আবার পরল। এরকম হচ্ছে কেন আজকাল? যা চাইছে তা ঘটছে না। যা থেকে দূরে যেতে চায়,চায় এড়িয়ে যাবে তাই হচ্ছে।

কী অর্থ এসবের?মিনা বেগম আগেভাগে মেয়ে গুলোকে গাড়ি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে পাঠিয়েছেন সুমনাকেও। ওনারা মেয়ে জামাই

নিয়ে পৌঁছানোর আগেই সবাই যেন ঘরটা সাজিয়ে ফ্যালে। হয়েছেও তাই। একেকজন ফিরে জামাকাপড় ও ছাড়েনি। দেয়ালে,গ্রিলে,খাটের কাঠে সব কিছুতে কাঁচা ফুল লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পরল। বিপাকে পরেছে মৈত্রী। তার লেহেঙ্গা বারবার পায়ে বাঁধছে। সেন্টারে কয়েকবার মুখ থু*বড়ে পরতেও পরতেও পরেনি। তার ঝ*ড়টা গত হয়েছে পিউয়ের

ওপর থেকে। মেয়েটা পিলারের সাথে যেই বারি খেল! বাংলা সিনেমা হলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পরত নির্ঘাত। এক ঘন্টা পর উঠে, আকাশ বাতাস দেখে বলত,

‘আমি কে? তোমরা কারা? ‘

মৈত্রী ফিক করে হেসে দিলো এসব ভেবে। পিউ ভ্রু কুঁচকে চেয়ে বলল ‘ কী হয়েছে?’

সে ত্রস্ত দুপাশে মাথা নাড়ে। ঠোঁটের হাসিটা তখনও বহাল। সুমনা বেগম কোমড় থেকে আঁচল ছেড়ে বললেন, ‘ আমার শেষ! তোমাদের কতদূ্র?’

মারিয়া বিছানা থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে দাঁড়াল। বিশাল দায়িত্ব সাড়ার ন্যায় শ্বাস টেনে বলল, ‘ হয়ে গিয়েছে। ‘

এরমধ্যে গেটের কাছে একের পর এক গাড়ি থামার শব্দ আসে। সবাই

চোখ বড় বড় করে একে -অপরকে দেখল। সমস্বরে চিল্লিয়ে বলল ‘ এসে গেছে।’

হুলস্থূল বাধিয়ে সিড়ি বেয়ে নামল ওরা। শুধু পিউ গেল নিজের ঘরে। ধূসরের সামনে থাকতেও তার লজ্জা করবে এখন। তখনকার কথা যতবার মাথায়, আসে মিশে যাচ্ছে মাটিতে। বারবার জ্বিভ কে*টে ঘাড় নাড়ছে দুদিকে। এরকম পরিস্থিতি

জীবনে আর না আসুক আল্লাহ!রাত তখন প্রায় বারোটার কাছাকাছি। সবাই জামাকাপড় পালটে,একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে। নিজেদের মত করে ঝেড়েছে ক্লান্তি। ইকবাল উশখুশ করছে। আপাতত সে বসে আছে বসার ঘরে। সামনে এক ঝাঁক মুরুব্বিদের ভীড়। তাকে ঘিরেই বসেছেন সকলে। গল্প,গুজবে পরিবেশ মাতানো। অথচ ধারে-কাছে

তার বউয়ের টিকিটিও নেই। আর কতক্ষণ এভাবে বসিয়ে রাখবে? ইকবাল আশে-পাশে তাকাল। ধূসর কাজে ব্যস্ত। একইরকম ব্যস্ত সাদিফও। দুজনেই পড়নের মোটা পাঞ্জাবি পালটে পাতলা দেখে টি শার্ট চড়িয়েছে। ইকবালের ঠোঁটদ্বয় উল্টে এলো। অসহায় নেত্রে পুরু শেরওয়ানির দিক তাকাল নিজের। সারা গা,ঘাড় চুরচুর করছে। কখন

যে পাল্টাবে এটাকে!সাদিফ কাঁচের প্লেট দিয়ে উচু স্তম্ভ বানিয়েছে। এগুলো সব ক্যাটারিং এর। গতকাল গায়ে হলুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ছাদে। রাখা হয়েছিল তিনতলায়। এখন রেখে আসতে হবে নীচে। কাল সকালে এসেই নিয়ে যাবেন ওনারা। সাদিফ বুকের সঙ্গে প্লেট গুলো লাগিয়ে সিড়িতে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে পা চে*পে

নামল। কয়েক ধাপ নেমে এসেও গন্ডগোল লেগেছে। অল্প নড়াচাড়ায় ওপরের প্লেট পরতে ধরল ফ্লোরে। সে ভ*য় পেল বুঝতেই। মারবেল মেঝেতে পরলে একটা প্লেটও আস্ত থাকবে কী না সন্দেহ!

সাদিফের চোখ দুটো যখন ভ*য়ে, বিকট থেকেও বৃদ্ধি পেল,সেই মুহুর্তে একজন এসে আকড়ে ধরল সব। পরতে নেয়া প্লেট আগলে রাখল

নিজের সঙ্গে। সাদিফ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কৃতজ্ঞ চোখে চাইল। মারিয়ার মুখটা দেখতেই সেই দৃষ্টি বদলায়। আজ সারাদিনে এই কেবল সামনা-সামনি দুজন। হুরহুর করে, কৃতজ্ঞতা বদলে গেল অস্বস্তিতে। তার চোখেমুখের জেগে ওঠা স্পষ্ট কুণ্ঠা,অপ্রতিভ ভাবমূর্তি বুঝে নিল মারিয়া। পরিষ্কার ভাবে দেখতে

পেয়েছে সে। শুধু মিহি কণ্ঠে বলল ‘ সাবধানে!’

সাদিফ নীচের দিক চেয়ে মাথা নাড়ে। ছোট করে জানায় ‘ ধন্যবাদ!’ মারিয়া ধ্বসে পরতে নেয়া প্লেট গুলো সাদিফের কাছে আর দিলো না। পরপর গুছিয়ে,নিজের সাথেই নিয়ে চলল। সাদিফ বিস্মিত হলো বটে। সেই সাথে বিষয়টা ভালো ও লেগেছে। হাসলো মৃদূ। পরমুহূর্তে

চেহারা তটস্থ করে পিছনে চলল তার।ওপর থেকে মৈত্রী, শান্তা,সুপ্তি, তানহা সবাই দুরন্ত পায়ে নেমে এলো। সঙ্গে কানে এলো তাদের খিলখিলে হাসির শব্দ। পিউ -ধূসরকে নীচে দেখেই সিড়িঘরে দাঁড়িয়ে পরল। টার্ন নিলো উল্টোদিকে। আজকে ওনার মুখোমুখি সে হবেইনা।

বাকী চারজন,একদম, ইকবালের সামনে এসে দাঁড়াল। মৈত্রী হৈ হৈ করে বলল,

‘ চলুন দুলাভাই,আপনার যাওয়ার সময় হয়েছে।’

ইকবাল ঘাবড়ে গেল। ভাবল,বাড়ি থেকে যাওয়ার কথা বলছে। হিটলার শ্বশুর কি সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন? আজ না তাদের একসাথে থাকার

কথা? ভী*ত কণ্ঠে বলল ‘ কোথায় যাব?’

‘ কোথায় আবার? ঘরে। আসুন,আসুন।’

মারিয়া প্লেট গুলো রেখেই ছুটে এলো। ভীড়ল ওদের সাথে। ইকবালের ঠোঁটে হাসি ফুটেছে ওমনি। যাক! এতক্ষণে তার কথা শুনেছেন ওপর ওয়ালা। কিন্তু ধূসর কোথায়?

ইকবাল চার-পাশ দেখল। ধূসর নেই কোথাও।

সুপ্তি, শান্তা দুইপাশ থেকে তার দুইহাত বগলদাবা করল। এক প্রকার টানতে টানতে নিয়ে চলল সাথে।

ইকবাল স্ফূর্ত মনে এসেছে। ঘর অবধি আসতেই ওরা এক লাফে তাকে ছেড়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। চারজন দুইপাশ আটকে ধরল হাত

দিয়ে। নিরবে বেরি বাঁধ বানাল। মারিয়া বলল,

‘ ওপাশে যেতে হলে টাকা লাগবে।’ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ইকবাল। বাসর ঘরে ঢুকতে গেলেও টাকা দিতে হয়? প্রশ্নটা মুখ ফুঁটে করেও ফেলল সে। মৈত্রী অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল,

‘ সে কী! বউয়ের কাছে যাবেন,শালীদের সাজানো ঘরে থাকবেন,আর তার দাম দেবেন না?’

ইকবাল শুধাল, ‘ তা কত দাম দিতে হবে?

সবাই একসাথে জানাল, ‘ ত্রিশ হাজার।’

ছেলেটার চোখ কপালে উঠল। বাসর ঘরে ঢুকতে ত্রিশ হাজার? গেটে,হাত ধোঁয়া,সব মিলিয়ে কত টাকা গেল!

আবার টাকা? যা ইনকাম করল সব কি এই বিয়েতেই শেষ হবে?

ইকবালের পেছনে পিউকে দেখেই সুপ্তি চেঁচিয়ে বলল,

‘ এই পিউপু তাড়াতাড়ি এসো!’

ইকবাল চকচকে চেহারায় চাইল ওকে দেখে। হাঁপ ছাড়ার মত কণ্ঠে বলল,

‘ পিউপিউ তুমি এসেছো? এই দ্যাখো ওরা আমায় ঢুকতে দিচ্ছেনা। কিছু বলো।’

পিউ দুঃ*খী দুঃ*খী মুখ করে বলল ‘ আ’ম সরি ভাইয়া! আজ আমি আপনার দলে নই,আজ আমি আপনার শালীকাদের দলে।’বলেই সেও লাফ দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায়। বাকীরা হৈহৈ করে হিপ হিপ হুররে বলে উঠল। ইকবাল মাথা

চুল্কে নিজের চারদিকে দেখল। ইফতি সাথে আসতে চেয়েছিল। পিউকে লাইন মা*রবে, ধূসর চেতে যাবে এসব ভেবে সে কড়া ভাবে মানা করেছে। এখন মনে হচ্ছে আনলেই ভালো হতো। নিজেকে একা একা লাগছে এখানে। এত গুলো শালীদের ভীড়ে,তার হয়ে লড়াই করার কি কেউ নেই?

রাদিফ হল্লাহল্লির আওয়াজে ঘুম ভে*ঙে চোখ কচলে দাঁড়িয়েছে কেবল,ওমনি ইকবাল বলল,

‘ ভাইয়া,যাওতো, একটু ধূসর আর সাদিফকে ডেকে আনো। ‘

ধূসরের নাম শুনেই চুপসে গেল পিউ। হা করে মানা করবে এর আগেই রাদিফ দৌড়ে গেল নীচে। ইকবাল বিজয়ী হেসে বলল,‘ আমার

ভ্রহ্মাস্ত্র আসছে দাঁড়াও। এইবার টাকা নিয়ে চালবাজি চলছে না। ‘ মিনিট খানেকের মধ্যেই ধূসর এলো। তার আঙুল রাদিফের মুঠোয়। এতক্ষণ বীরের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পিউ ওমনি গুটিশুটি মেরে পেছনে চলে গেল। ধূসর লক্ষ্য করেছে,শব্দ করেনি। ইকবালকে জিজ্ঞেস করল, ‘ কী হয়েছে?’

সে উদ্বীগ্ন কণ্ঠে বলল,' বাসর ঘরে ঢুকতে পারছিনা। এদের দাবী ত্রিশ হাজার টাকা। কিছু একটা কর না ভাই।'

মেয়েরা চোরা চোখে একে -অন্যের দিক তাকায়। ধূসরের সাথে তর্কে তারা জড়াবে না। যা নিতে বলবে তাই নিতে হবে ভেবে, ভেতর ভেতর দুঃ*খ পায়। আসন্ন পরা*জয় মেনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ধূসর কপাল কুঁচকে বলল, ‘ এইজন্য ডাকলি?

‘ হ্যাঁ। ‘ধূসর রাদিফের থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলো। ইকবালের কাছে গিয়ে খুব আস্তে বলল,

‘ তোর কি মাথাটা গেছে ইকবাল? পুষ্প আমার ছোট বোন,ওর বাসর ঘরের সামনে এসে আমি দর কষাকষি করব? ইজ’ন্ট ইট সো লেইম?’

ইকবাল অসহায় কণ্ঠে বলল, ‘ কিন্তু আমি তোর বন্ধু! সেই হিসেবে ডেকেছি।’

‘ এ বাড়িতে আগে আমার বোনের বর তুই। তারপর বাকী সব। তাল গাছের মত লম্বা হয়েছিস, বুদ্ধি নেই এক ফোঁটা।’

ধূসর চোটপাট দেখিয়ে চলে গেল। ইকবাল হতাশ চোখে মৈত্রীদের দিক তাকাতেই হুহা করে হেসে উঠল

ওরা। একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাই ফাইভ করল। রাদিফ বলল,

‘ তাহলে কি এখন সাদিফ ভাইকে ডাকব?’

ডাকতে হয়নি,সাদিফ নিজেই হাজির হয়েছে। হাতের কাজটা সেড়ে তবেই এলো। তাকে দেখেই বদলে গেল দুটো মেয়ের অভিব্যক্তি। অথচ সে

কোনও দিক না তাকিয়ে সোজাসুজি ইকবালকেই প্রশ্ন করল,

‘ ভাইয়া ডেকেছিলেন?’

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাদিফকে বলে লাভ হবে না। কারণ সেও পুষ্পর বড়। হয়ত একই কথা শোনাবে ধূসরের মত। তাই বলল,‘ তোমার কাছে ত্রিশ হাজার ক্যাশ হবে? আমার কাছে নেই এখন।’

সাদিফ বিস্ময় সমেত বলল, ‘ এত টাকা দিয়ে এখন কী করবেন?’

‘ এই যে বা*ঘিনীর দল গেট ধরেছে ভাই। টাকা না দিলে বউয়ের কাছে প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে আমার বউটা না জানি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে!’

তার শেষ কথায় আবার হেসে ফেলল ওরা। সাদিফ ভ্রু গুঁটিয়ে বলল,

‘ গেটে একবার টাকা নেয়া হলো না? আবার কীসের টাকা?’

কথাটার জবাব এলো সময় নিয়ে। পিউ খরগোশের মত মাথা বের করে বলল,

‘ ভাইয়া এটা আমাদের শালীগত অধিকার। আপনি....’

সাদিফ মাঝপথে থামিয়ে বলল, ‘ তাই বলে এত টাকা? ভাইয়াকে একা পেয়ে ডাকাতি হচ্ছে?’

মৈত্রী মুগ্ধ চোখে সাদিফের দিক চেয়ে আছে। সাদিফ কথা বলছে,তার মনে হচ্ছে কবিতা শুনছে যেন। পিউ গুঁতো দিয়ে বলল, ‘ এই আপু তুমি কিছু বলো?’মেয়েটা নড়েচড়ে ওঠে। তটস্থ কণ্ঠে বলে, ‘ হ্যাঁ হ্যাঁ। ‘

তারপর সাদিফের দিক ফিরে খেই হারায় আবার। বোকা বোকা স্বরে শুধায় ‘ কী বলব আমি? ‘

মারিয়ার হাসি পেলো। ঠোঁট টিপে হেসে মাথা নামিয়ে নিলো সে। সাদিফ চশমা ঠেলে আরেকদিক তাকায়। পিউ চ সূচক শব্দ করে বলল ‘ এই তুমি সরোতো!’

তারপর মৈত্রীকে টেনে সরিয়ে দিলো পেছনে। নিজে সামনে এসে দাঁড়াল। ওড়নাটা কোমড়ে গুজে বলল, ‘ ত্রিশ হাজারের নিচে এক টাকাও আমরা নেব না। বুঝেছেন?’

তার ঝগড়ু*টে ভাবমূর্তি দেখে সাদিফ থমকায়। বিমোহিত নয়নে চায়। কোমড়ে গোজা ওড়নার প্রান্তের দিক দেখে আবার মুখের দিকে তাকায়। ছোট পিউটাকে কেমন গিন্নী গিন্নী লাগছে!

সে বুকের সাথে হাত গুজল, কণ্ঠ নরম,তবে যুক্তি দিয়ে বলল,

‘ না বুঝিনি। গেটে অত টাকা নিয়েছিস,মানে এখন কমাতে হবে।

নাহলে বরকে নিয়ে যাই,আমার রুমে থাকবে। তোরা তোদের সাজানো রুমে নিয়ে বসে থাকিস। '

মারিয়া মিনমিন করে বলল, ' এটা কেমন কথা? আর আপনিই বা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেন? আপনি না মেয়েপক্ষ?"

আপাতত

আমি ভাইয়ার পক্ষে। এন্ড ন্যায়ের পক্ষে। এত গুলো টাকাতো দেয়া যাবে না মিস ম্যালেরিয়া। '

মারিয়ার কথা থেমে গেল। টানা কয়েক ঘন্টা পর সাদিফের সম্বোধনে দুলে উঠল হৃদয়। শান্তা,সুপ্তি, তানহা নিরব দর্শক। মৈত্রী, মারিয়া কেউই কিছু বলছেনা। দুজনেই তালা ঝুলিয়েছে মুখে। পিউ একা আর কত দূর কী করবে? তাই হার মানল

শেষে। দুহাত তুলে বলল ‘ ওকে,ওকে,কমাচ্ছি। আচ্ছা পঁচিশ হাজার দিলে চলবে।’

সাদিফ বলল, ‘ আরও কম।’

‘ আচ্ছা বিশ হাজার।’

‘ উহু,পনের।’

পিউ চোখ কপালে তুলে বলল, ‘ এত কম? ‘

‘ হ্যাঁ।’

পিউ অনিচ্ছায় বলল, ‘ আচ্ছা তাই। কিন্তু এক্ষুনি দিতে হবে।’

ইকবাল হৈহৈ করে বলল,’ হ্যাঁ হ্যাঁ এইত দিচ্ছি এখনই।’পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সে। একটা চওড়া বান্ডিল থেকে গুনে গুনে পনেরটা এক হাজার টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে দিল। ভাগ্যিস আসার সময় হাতে বাবা

ধরিয়ে দিয়েছিলেন। নাহলে এখন বিপদে পড়তে হতোনা?

পিউ চোখমুখ অন্ধকার করে বলল,

‘ লস প্রজেক্ট।’

ধরতে গেলেই খপ করে হাতখানা চে*পে ধরল সাদিফ। সবাই অবাক হলেও পিউ হকচকাল খানিক। হাতের দিকে চাইল একবার। সাদিফ মুচকি হাসে। নির্দ্বিধায় বলে,

‘ তোর বিয়ের সময় এই লস পুষিয়ে দেব। প্রমিস করলাম।’

যেমন দ্রুত ধরেছিল,ওমন গতিতেই ছেড়ে দিলো আবার। ইকবালের এদিকে খেয়াল নেই। সে আপ্লুত ভঙ্গিতে ধন্যবাদ জানাল তাকে। অবিলম্বে চলে গেল সাদিফ। পিউ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষন। সাদিফ ভাই এ কথা বললেন কেন? ওর যে ধূসরের সাথে বিয়ে

হবে,গেটটা এ বাড়িতে ধরা হবে,সেসবতো এখনই কারো জানার কথা নয়।অবশেষে ইকবাল ঢুকল ভেতরে। আগেই ছিটকিনি টানল সে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে পেছনে তাকাতেই ভড়কে গেল পুষ্পকে দেখে। মেয়েটার পড়নের শাড়ি পরে আছে পাশের চেয়ারে। পড়নে গেঞ্জি কাপড়ের প্লাজো, টি শার্ট। ইকবাল চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল

কিছু সময়। পুষ্প ওকে দেখেই বলল, ‘এসেছো তুমি? আমার তো আরেকটু হলে ঘুমই এসে যেত।’

ইকবাল গলা ঝাড়ল। এগিয়ে এসে বিছানায় বসল। মন খারাপ করে বলল, ‘ শাড়ি,গয়না সব খুলে ফেললে?’

কণ্ঠ করুণ তার। পুষ্প বুঝতে পারল। বলল না কিছু। শুধু কাধের পাশ থেকে গেঞ্জিটা অল্প সরিয়ে

দেখাল। ফর্সা, চামড়ায় র‍্যাশের লাল লাল দাগ দেখে ইকবাল আর্ত*নাদ করে বলল , ‘ একী! কী অবস্থা?’

‘ তাহলেই ভাবো,সারা পিঠ ভরে গিয়েছে র‍্যাশে। কাতান কাপড়ের ব্লাউজ ছিল,তার ওপর এত গরম পরছে আজ! আরেকটু সময় এই ভারি পোশাকে থাকলে আমি ম*রেই যেতাম।’

‘এসব বলে না। ভালো করেছ পালটে। আমি বুঝতে পারিনি মাই লাভ। সরি! ‘

পুষ্প মুচকি হেসে বলল, ‘ ইটস ওকে। “ এলার্জির ওষুধ? ‘

‘ খেয়েছি এসেই। এখন যাও,তুমিও চেঞ্জ করে এসো। ওয়াশরুমে ট্রাউজার,টি শার্ট রেখেই এসছি। ক*ষ্ট হচ্ছেনা? সেন্টারে মোড়া-মুড়ি করছিলে দেখলাম!

‘ বাবা! এত খেয়াল করলে কখন? কেঁ*দেই তো কূল পাচ্ছিলে না।’

পুষ্প ভ্রূ গোছাতেই বলল ‘ যাচ্ছি,যাচ্ছি।’

যখন বের হলো পুষ্প কাঁত হয়ে শুয়ে। এক হাত বিছানায় ঠেস দিয়ে টলছিল ঘুমে। ইকবাল হাসল। প্রশান্তির শ্বাস নিলো। আজ থেকে এই মেয়েটা একান্ত তার। এখানে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি,কোনও

পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা আসবে না। ইকবাল হেঁটে এলো বিছানার দিকে। আস্তে করে বসে পুষ্পর মাথায় হাত রাখতেই জেগে গেল সে। বলল,

‘ এসেছো? আমি...’

ইকবাল বলতে দিলো না। ঠোঁটে আঙুল চে*পে থামাল। শুয়ে থাকা পুষ্পকে টেনে নিজের কাছে আনল। মাথাটা বুকের সাথে চে*পে ধরে বলল,

‘ ঘুমাও।’

পুষ্প অবাক হয়েছিল। এখন হাসল। ইকবালের বুকের সাথে আরেকটু মিশে গিয়ে বুজে ফেলল চক্ষুদ্বয়। ইকবাল চুমু খেল তার কালো রেশম কেশরাশিতে। অল্প সময়ের মধ্যে তার অক্ষিপল্লবও বুজে এলো ক্লান্তিতে।টাকা ভাগাভাগি শেষ। একেকজনের ভাগে তিন হাজার পরেছে কেবল। মৈত্রী, পিউয়ের ঘর

থেকে টাকা হাতে বের হতেই সামনে পরল সাদিফ। আকষ্মিক সামনে আসায়,

প্রথম দফায় থমকাল দুজন। পরমুহূর্তে সাদিফ পাশ কা*টাতে গেলেই মৈত্রী ডাকল, ‘ শুনুন!’

সাদিফ ‘চ’ সূচক শব্দ করল। দাঁত চেপে কিছু বিড়বিড় করে ঘুরল হাসিমুখে। ভদ্র কণ্ঠে বলল ‘ জি বলুন।’

মৈত্রী আঙুলে ওড়না প্যাচাতে প্যাচাতে বলল,

‘ আপনি তখন যেভাবে ইকবাল ভাইয়ের বিষয় টা সমাধান করলেন না? আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।’

প্রসঙ্গটা অজুহাত মাত্র। সাদিফের সঙ্গে একটুখানি কথা বলাই মৈত্রীর মূল চাওয়া। অথচ

তার চেহারা জড়ো হয়ে আসে। পাশাপাশি আশ্চর্য হয়। তখন যে

সবার সামনে ইচ্ছে করে পিউয়ের হাত টেনে ধরল,যাতে মৈত্রী একটু হলেও বোঝে,মারিয়ার সাথে না চাইতেও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা কমে,কিন্তু এ মেয়েতো বুঝলোইনা কিছু।

উলটে আবার লজ্জাবতী লতার মত লতিয়ে কথা বলছে! এসব দেখলে গা জ্ব*লে তার। সাদিফ ভেতর ভেতর চটেছিল। এখন রা*গটা

বাইরে ছিটকে আসে। অনেক হয়েছে,আর নয়! একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল,

‘ আপনি কি আমায় পছন্দ করেন মৈত্রী? ‘

মেয়েটা থতমত খেয়ে তাকাল। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। হা করার আগেই সাদিফ ভনিতাহীন বলে ফেলল,‘ আপনি যেরকম করেছেন এতে আমার

বিরক্ত লাগছে। আগেও বলতে চেয়েছি, খা*রাপ লাগবে বিধায় বলিনি। দেখুন,আমি অন্য একজনকে পছন্দ করি। তাকেই বিয়ে করব। আপনি প্লিজ এর মধ্যে আসবেন না।'

মৈত্রী হতচকিত কণ্ঠে বলল, ' কিন্তু পুষ্প আপুরতো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওকে আবার কী করে...'

‘ আমি পুষ্পকে কোনও কালেই পছন্দ করতাম না। ওটা আমার মায়ের একটা ভুল ধারণা ছিল।’

মৈত্রী আহত স্বরে শুধাল,’ তবে কাকে?’

‘ আছে কেউ একজন। এত উত্তর দেয়া তো আর বাধ্যতামূলক নয়! আপনি এটুকু জেনে রাখুন,আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি। ব্যাস!’বলেই হনহন করে ঢুকে গেল

রুমে। মৈত্রীর চোখ ভিজে উঠল। বুকটা চুর*মার হয়ে গেল ক*ষ্টে। আবার? আবার সেই ধা*ক্কা? এক ধা*ক্কা দুইবার করে তাকে দেয়ার কী মানে? কী মজা পাচ্ছে ভাগ্য?

মারিয়া দরজার আড়াল ছেড়ে সরে গেল। তার বুক ধড়ফড় করে লাফাচ্ছে। এতক্ষণের সব কথা কানে গিয়েছে । আড়িপাতা ঠিক নয় জানে। তবুও ইচ্ছে করে মৈত্রীর

সাথে সাদিফের কথোপকথন শুনলো। কিন্তু, এটা কী বললেন উনি? ওনার অন্য কাউকে পছন্দ মানে? কাকে?

মারিয়া দাঁত দিয়ে, নীচের ঠোঁট কা*মড়ে ধরল। ডু*ব দিলো গহীন চেতনায়। মাথায় এলো,পিউয়ের হাত চে*পে ধরা,ওর দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকানো সাদিফের সেই মুহুর্ত গুলো। মুহুর্তে সচেতন

চাউনীতে মুখ তুলল সে। মাথায় যা আসছে,সেটাই সত্যি নয়ত? তবে যে একটা বিরাট ধা*ক্কা,অপ্রত্যাশিত আ*ঘাত অপেক্ষা করছে মানুষটার জন্যে।বাড়ি নিশ্চুপ হতে, ঘড়িতে প্রায় দুটো গড়িয়েছে। ধূসর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজের কক্ষের দরজা ঠেলল। এক পা ভেতরে দিয়েও ফিরিয়ে আনল আবার। কী একটা ভেবে ঘুরে হাঁটা ধরল

অন্যদিকে। এসে থামল,ঠিক পিউয়ের ঘরের সামনে। ভেতরে অন্ধকার, দরজা চাপানো। ফ্যানের বাতাসে পর্দা উড়ছে। ও কি ঘুমিয়ে গিয়েছে? বিচ্ছুটাতো এত তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না। ধূসর দরজা আস্তে করে খুলল। তার জানামতে

আজকে এই ঘরে পিউ একাই শুয়েছে। বিয়ে শেষে অর্ধেক মেহমান চলে যাওয়ায় মোটামুটি তিন তলা

খালি। ওখানেই এঁটে গিয়েছে বাকীরা।ধূসর সেই অনুযায়ী ভেতরে ঢুকল। গত কালকের মতো অত গুলো মেয়ে থাকলে কখনওই আসতো না।

ভেতরে ঢুকেই সোজা-সুজি বিছানার দিকে চোখ পড়ে। পিউ সজাগ। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। অর্ধেক ভাঁজ করা পা দুটো একটু পর পর শূন্য তুলে নাড়াচ্ছে।

বালিশের ওপর দিয়ে চোখের সামনে ফোন ধরে রাখা।

পাশে ঘুমিয়ে সুপ্তি। ধূসর ডানে-বামে না চেয়ে সোজা গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়াল। পিউ টের পায়নি। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে তার ফোনের স্ক্রিন। গুনগুন করে গান গাইছে সাথে। স্বতঃস্ফুর্ত চিত্ত। ধূসর বুকের সাথে দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়াল। পিউ একটার পর একটা

ছবি পালটে দেখছে। গায়ে হলুদ আর বিয়েতে তোলা এসব। এরপর এসে থামল তার আর ধূসরের কাপল পিকটায়। ফটোগ্রাফার ছেলেটাকে কী পরিমান জ্বা*লিয়ে যে ছবিটা নিজের ফোনে আজই নিয়েছে!ধূসর নীচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁট দিয়ে চেপে, কপালে ভাঁজ নিয়ে চেয়ে রইল। পিউ ছবিটা টেনে বড় করল প্রথমে। প্রতিটা কোনা কানি

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তার কাধ ধরে রাখা ধূসরের হাতটা দেখে লাজুক লাজুক হাসল। তারপর নিজেকে বাদ দিয়ে জুম করল ওকে। একেবারে তার নিরেট,হাস্যহীন মুখটা পুরো স্ক্রিনে আনল। বালিশে হাত রেখে মাথায় ঠেস দিয়ে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হাসল মিটিমিটি। ধূসরের গভীর চোখদুটো আরো ছোট হয়ে এলো

আকারে। পিউ সেই মুহূর্তে চমকে দিলো তাকে। চট করে ফোনটা কাছে এনে চুমু খেল। একটা নয়,দুটো নয়,পুরো ছয়-সাতটা চুমুতে মুখটা ভরিয়ে ফেলল ওর। ধূসরের চোখ প্রকট হলো,বিহ্বলতার দমকে খুকখুক করে কেশে উঠল। শব্দ পেয়ে চকিতে মাথা তুলল পিউ। ফটাফট ঘুরে চাইল পেছনে। অন্ধকারে একটা মানুষের অবয়ব

দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়ছে। হাঁটার ধরন,আর শরীরের গঠন দেখে পিউয়ের বুঝতে বাকী নেই এটা কে! তার মাথা চক্কর কা*টে। ধূসর ভাই! সব দেখে ফেলেছেন?

পিউ তড়াক করে উঠে বসল। আহাম্মক বনে তাকিয়ে রইল কিছু সময়। লজ্জায় বলী হয়ে, মুখ ঢেকে ফেলল দুহাতে। ইয়া আল্লাহ!

আজকে এসব কী ঘটছে তার সাথে!

পরদিন,

ইকবাল-পুষ্পর বিয়েতে যা যা গিফট পেয়েছে সব নিয়ে বসল সবাই। ছোটদের হাতে দায়িত্ব বর্তেছে এর। পিউ,শান্তা,সুপ্তি,মারিয়া,তানহা এমনকি পুষ্প নিজেও বসেছে গিফটের স্কচটেপ খোলার কাজে। চেয়ার নিয়ে ঘুরে বসেছেন বাকীরা। ইকবাল নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছে

ধূসরের সাথে। সাদিফ তখনও ঘুমে। মৈত্রী নীচে নামেনি এখনও। মেয়েটার মন খা*রাপ। অবশ্য হওয়ারই কথা। মানুষ যেখানে একবার ছ্যাকা খেলেই বাঁকা হয়ে পরে থাকে,সেখানে একই মানুষকে নিয়ে দুই -দুইবার ছ্যাকা খেলো সে। মন ভালো নেই মারিয়ারও। কিন্তু তার ভাবমূর্তি ভিন্ন। মুখ দেখে ভেতরটা আঁচ করার সাধ্য হবে না

কারো। এই যে, সবার সাথে দিব্যি হেসে হেসে কথা বলছে!

ঘড়ি,প্রেসার কুকার,ডিনারসেট,অর্নামেন্স,শাড়ি,আর ও, অনেক রকম দামী দামী জিনিস উপহার হিসেবে পাওয়া গেল। বাকীরা নগদ অর্থ প্রদান করেছেন। সব মিলিয়ে যখন উপহারের প্যাকেট খোলার সময় শেষ হলো ধূসর-ইকবাল ঢুকল তখন। সাদিফ ও

নেমে এলো নীচে। সুমনা ওদের দেখেই বললেন,
‘ বিয়েতে কত উপহার পেয়েছো ইকবাল! তোমাদের হবু মেয়র সাহেব একটা মিনি ফ্রিজ গিফট করেছেন জানো?’
ইকবাল একটু অবাক হলো এমন ভঙ্গিতে তাকায়। পিউ মাথা নামিয়ে ছিল। চোরা চোখে একবার ধূসরের দিক তাকায়,সেই সময় সেও ফিরল

এদিকে। চটপট মেয়েটা দৃষ্টি নত করল ফের। ধূসর আর দাঁড়ালো না। রওনা করল কামড়ায়। ইকবাল পিছনে গেল। একটু পর পুষ্পও গেল সেদিকে। পিউ দোনামনা করল খুব। যেতে ইচ্ছে করছে,কিন্তু, কাল থেকে যা একেকটা কাণ্ড ঘটিয়েছে সে,ধূসর ভাইয়ের সামনে যেতেই তো লজ্জা করছে খুব!দুটো প্লেনের টিকিট বের করে পুষ্প আর

ইকবালের সামনে রাখল ধূসর। বলল,

‘ এটা তোদের গিফট,আমার তরফ থেকে।’

দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ইকবাল টিকিট হাতে ধরে বলল,’ কক্সবাজার ট্রিপ? ‘

‘

পুষ্প বলল, ‘ এসব কী দরকার ছিল ভাইয়া!’

‘ কেন? দিতে পারিনা?’

ইকবাল একটু নড়েচড়ে বসে বলল,

‘ তা পারিস। একটা কেন, একশটা গিফট দিবি তুই। কিন্তু বন্ধু, আমিত ওখানে একা যাব না।’

‘ একা কোথায়,পুষ্প আছে।’

‘ ওতো থাকছে। কিন্তু আমি তোকে ছাড়া যাব না। গেলে তোকে নিয়েই যাব।’

ধূসর আপত্তি জানাল,

‘ সেটা সম্ভব? তুই থাকবি না,আমিও না। পার্টি অফিস?

ইকবাল ততটাই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল ‘ সোহেল কে বলব। তিন চার দিনেরই তো ব্যাপার। ‘

পুষ্পও তাল মেলায়, ‘ হ্যাঁ ভাইয়া আপনিও চলুন, প্লিজ প্লিজ!’

‘ আরে আমি গিয়ে করব? তোরা এঞ্জয় কর। তোদের মধ্যে আমার একার গিয়ে কী কাজ?’

ইকবাল ভ্রূ কুঁচকায়, ‘ একা? কে বলল একা? আরে,তুই যাবি, সাথে পিউকে নেব না?’

ধূসর আশ্চর্য বনে বলল, ‘ তোর কি মাথা গেছে ইকবাল? পিউ কী করে যাবে? কী করতে যাবে?’

‘ কেন? আমরা হানিমুনে গেলে,পিউ তোর সাথে প্রি হানিমুনে যাবে।’

পুষ্প লজ্জা পেল। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চোখ নামাল। শত হলেও বড় ভাই!

ধূসরের অবস্থাও তাই। গলা খাকাড়ি দিয়ে বলল,

‘ যা তা একটা বললেই হলো? এটা আদৌ হয়?’

‘ আলবাত হয়! তোরা আমাদের সাথে যাবি। কিন্তু ঘর আলাদা আলাদা নিয়ে থাকবি। সামনে পিউয়ের জন্মদিন,ভেবে দ্যাখ।’ইকবালের স্বর দৃঢ়।

পুষ্পও মিনমিন করে বলল, ‘ গেলে কিন্তু খুব ভালো হোতো ভাইয়া। আপনাদের ছাড়া আমাদের ওখানে মন ও টিকবে না।’

ধূসর শ*ক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ না। এটা হয়না। তাছাড়া পিউকে বাড়ি থেকে এখন ছাড়বেই বা কেন?’

ইকবাল বলল, ‘ কেন ছাড়বেনা? তোর বড় মা,আই মিন আমার

শ্বাশুড়ি আম্মা,তোর যেই মস্ত বড় ফ্যান,তুই চাইলে উনি আরো একটা মেয়ে বানিয়ে এনে দেবেন। '

ধূসর তাও আপত্তি করল ' না,দরকার নেই।'

ইকবাল পুষ্পর দিক একবার চেয়ে ধূসরের দিক এগিয়ে বসল। কানের পাশে মুখ এনে বলল, ' কেন ভায়া,কন্ট্রোল নেই?'

ধূসর চোখ গরম করে তাকায়। ইকবাল দাঁত কেলিয়ে,ভ্রূঁ নাঁচিয়ে বলে, ‘ তাহলে সমস্যা কোথায়?’

পুষ্প শুনতে পায়নি। সে বলল,’ ভাইয়া আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। পিউকে সাথে নেয়ার দায়িত্ব আমার।’

ধূসর একটু ভেবে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,’ যা খুশি কর। আমি এর মধ্যে নেই।’

তারপর উঠে চলে গেল। ইকবাল দুষ্টু হেসে বলল,

‘ ব্যাটা মনে মনে চাইছে পিউ যাক,কিন্তু বলবেনা। ভাব কমে যাবে না তাহলে? ‘

পুষ্প মুচকি হাসল,বলল, ‘ ভাইয়া এরকমই।’একটা ছোট্ট ট্রলি ব্যাগ সাথে নিয়ে সাদিফের দরজায় এসে দাঁড়াল মৈত্রী। ভেতরে ঢুকবে, কী ঢুকবে না দ্বিধাদ্বন্দে ভুগল। যদি

রে*গে যায়! দাঁড়িয়ে থাকল ওইভাবে। সাদিফ সেই সময় বের হতে নেয়। সদ্য গোসল সেড়েছে সে। মাথার চুলে তোয়ালে চালাতে চালাতে দরজা দিয়ে বের হলো। ওমনি মুখোমুখি হলো দুজন। সাদিফ থমকাল খানিক,অসময়ে মৈত্রীকে দেখে। এদিকে মৈত্রী খেই হারিয়েছে ফের। সাদিফের ছোট ছোট, পরিপাটি করে কা*টা চুল থেকে

পানি পরছে। স্যান্ডো গেঞ্জির, বুকের কাছটা ভেজা। কী দারূন দেখতে লাগছে তাকে! ইশ,এই মানুষটা ওর হলে মন্দ হতোনা। পরমুহূর্তে মাথা নামিয়ে নিলো সে। সাদিফ শুধাল,

‘ আপনি? ‘মৈত্রী তাকায়। ঢোক গি*লে ঠোঁট নেড়ে বলে ‘ হ্যাঁ, চলে যাচ্ছিলাম তো,তাই।’

সাদিফের চোখ পড়ল তার লাগেজের দিকে। বলল,

‘ ও,আজই যাচ্ছেন? এসেছেন যখন দুটোদিন থাকতেন না হয়। ‘

মৈত্রী সরাসরি তার চোখের দিক চেয়ে বলল,

‘ যে টানে ছুটে এসেছিলাম,সেই টান ফিকে হয়ে গেছে। তাই আর থাকার ইচ্ছে নেই। ‘

সাদিফ এতক্ষণ হেসে হেসে কথা বলছিল। চাইছিল সহজ হতে। শত হলেও অতিথি। কিন্তু মাত্র বলা

কথাটায় হাসি নিভে গেল তার। ডানে -বামে এলোমেলো পাতা ফেলল। মৈত্রী তার মুখবিবরের জড়তা টুকু দেখে যায়। তারপর ছোট করে বলে, ‘সরি!’

সাদিফ প্রশ্ন সমেত তাকাল। জানতে চাওয়ার আগেই সে জবাব দেয়,‘ এই কদিন আপনাকে এত জ্বা*লানোর জন্যে সরি। কাল বললেন না আমার জন্য আপনি

বিরক্ত হয়েছেন?সেটার জন্যেও সরি। সরি,আপনার মনের কথা না জেনেই আপনাকে ভালোবেসেছি বলে ।‘

সাদিফের খা*রাপ লাগল খুব। সহানুভূতি জানানোর মত যুঁতসই জবাব জানা নেই তার। মৈত্রী আবার বলল,

‘ আমি আপনাকে কোনও দিন ভুলব না মিস্টার সাদিফ। আপনি অন্য

কাউকে ভালোবাসতেই পারেন,তাই বলে আমার ভালোবাসা বদলাবে না। আসি,ক্ষমা করবেন সব কিছুর জন্য।'

তারপর লাগেজটা টেনেটুনে নীচে নেমে গেল মৈত্রী। সাদিফ বিরস চোখে চেয়ে রইল। মেয়েটা পিউয়ের থেকে অল্প একটু বড় হবে। অথচ কত বড় আর,ভারী কথা বলে গেল! মনটাই খারাপ হয়ে গেছে তার।

কিন্তু সেতো নিরুপায়, হৃদয় একটাই, কতজন কেই বা দেওয়া যায়?বিয়ের দুদিন পার হতেই বাড়ি পুরোপুরি ফাঁকা হলো। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার তাগিদে রাশিদ মজুমদার ও পরিবার নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছেন। বর্ষা আর তার বর সেন্টার থেকেই বিদায় পর্ব সেড়েছিল। থাকার ইচ্ছে থাকলেও, সৈকতের ছুটি নেই।

মারিয়া আর সাদিফের ছুটিও আজকেই সমাপ্ত । সে আজই ফিরে যেতে চাইল। সবাই একে একে যাচ্ছে,তানহাও নেই। ও থেকে কী করবে? কিন্তু জবা আর রুবায়দা তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছেন। ওনাদের এক কথা, কাল সাদিফের সাথে একসঙ্গে যেও।

মারিয়া তখন নিরূপায় হয়ে চুপ রইল। কী করে বোঝাবে,ওতো

এটাই চাইছেনা। সাদিফের সঙ্গটাই আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে এবার।

এ বাড়িতে

ইকবালের তিনদিন থাকার পরিকল্পনা ছিল। তারপর সে নিজ গৃহে ফিরে যাবে। যদিও মনে মনে এখানে থাকার,বা বউটাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অমোঘ ইচ্ছে তার। এখন অবধি যে বাসরটাই ঠিকঠাক হলো না। কিন্তু হিটলার

শ্বশুর সেই ইচ্ছে পূরণ হতে দিলে তো!রাতের বেলা সবাই খেতে বসেছে। আমজাদ সিকদার ও উপস্থিত। আজমল ফিরে যাবেন কাল। ঈদের ছুটি ব্যাতীত আর আসা হবে না। তাই সকলে একসঙ্গে খেতে বসল। কালকেই তো পরিবারের সবাই আবার যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরবে। আজকে উৎসব উৎসব পরিবেশ টা বজায়

রাখার জন্য গৃহিণীরা অনেক রকম পদ রেঁধে টেবিল ভরিয়েছেন। চার ভাই,তাদের ছেলেমেয়ে,ইকবাল, মারিয়া খাচ্ছে। বেড়ে দিচ্ছেন মিনা,জবা আর রুবায়দা। কারো মুখে তেমন কথা নেই। আমজাদ উপস্থিত থাকলে হয় ও না। একটা শান্ত,নিরিবিলি পরিবেশের রেশ কাটিয়ে হঠাৎই ইকবালের কণ্ঠ

শোনা গেল। মিনাকে উদ্দেশ্য করে বলল,
‘ আন্টি,একটা কথা বলতাম!’
সবাই ওর দিক তাকায়। মিনা বললেন, ‘ হ্যাঁ বাবা বলো, কিছু লাগবে?’
‘ না না কিছু লাগবে না। আসলে,আসলে আমি পুষ্পকে নিয়ে একটু বেড়াতে যেতাম। কক্সবাজারে,যদি অনুমতি থাকে

আপনাদের। ‘মিনা স্বামীর দিক তাকালেন। সাদিফ ভ্রু উঁচিয়ে ফিসফিসে স্বরে শুধাল, ‘ হানিমুন?’

ইকবাল হাসল,মাথা নেড়ে বোঝাল হ্যাঁ।

আমজাদ খেতে খেতে ভারী স্বরে বললেন, ‘ তুমি এখন ওর স্বামী। ওর আরেকজন অভিবাবক। নিয়ে যেতে চাইলে নেবে,এভাবে অনুমতি চাওয়ার কী আছে?’

প্রতিটি কথাই ভালো,কিন্তু শোনাল বেশ কর্কশ। ইকবাল মনে মনে অনেক কিছু বিড়বিড় করল। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, ‘ তাহলে কি আমরা কাল যেতে পারি?’

মিনা বললেন, ‘ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ‘

ইকবাল হাসল। পুষ্প মধ্যিখানে আবদার করল,

‘ আম্মু আমি পিউকে নিয়ে যাই?’

পিউ ওমনি মাথা তুলল খাওয়া থেকে। না,সে কী করে যাবে? ওরা দুজন হানিমুনে যাচ্ছে, তার এইচ এস সি পরীক্ষা। সব থেকে বড় কথা তার প্রাণ ভোমরাটাই তো এখানে থাকবে। পিউ চোখের কোনা দিয়ে ধূসরকে দেখার চেষ্টা করল। এত মানুষের গাল গুলো পেরিয়ে সরাসরি ওই অবধি পৌঁছাতে না পারলেও ধূসরের কান,চুল, ভ্রুয়ের

আশপাশ দেখা যায়।তারপর জ্বিভের ডগায় হরেক যুক্তি সাজিয়ে , যেই মাত্র আপত্তি করতে যাবে,এর আগেই মিনা বললেন,

‘ ও গিয়ে কী করবে? ওরতো দুমাস পর পরীক্ষা।’

‘ সেট দুমাস পর,এটাতো তিন চারদিনের ব্যাপার আম্মু।’

আমজাদ বললেন, ‘ আহা,তোমরা দুজন যাবে যাওনা। ও ছোট মানুষ ওকে নিয়ে কী করবে?’

কথার মধ্যে রাদিফ বায়না ছুড়ল, ‘ আমিও যাব আপু।’

রিক্ত তাকে অনুসরন করল, ‘ আমিও দাব।’

ইকবাল বলল, ‘ আমরা সবাই যাব। সাদিফ ভাই চলো,তুমিও চলো।’

‘ না ভাইয়া,এইত তিনদিনের ছুটি কা*টালাম। এখন আবার ছুটি নেয়া একেবারেই অসম্ভব। ‘

ইকবাল মনে মনে শান্তি পেলো। মুখে ভীষণ আফসোস ফুটিয়ে বলল,

‘ আহা,কী একটা অবস্থা! সবাই গেলে কত ভালো হোতো!’

পুষ্প সবাইকে থামিয়ে বাবার উত্তরে বলল,‘ পিউ কিন্তু অতটাও ছোট না আব্বু। আর আমি আর পিউ একে

-অন্যকে কবে থেকে বলে রেখেছিলাম,আমরা একসাথে সমুদ্র দেখব,একসাথে সমুদ্রে নামব। আমি যেমন কক্সে প্রথম যাব এবার,পিউ ও তো যায়নি কখনও। ঢাকার বাইরে আমরা কেউ কখনওই তেমন ঘুরিনি। আজ আমি আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াব,আর পিউ মন খা*রাপ করবে?একটা মাত্র ছোট বোন,ক*ষ্ট হবে না আমার?’

পিউ চিন্তায় পড়ে গেল। বোনের দিক চেয়ে পল্লব ঝাপ্টাল কয়েকবার। এত ভালোবাসা? আর এইরকম কথা পুষ্পকে কবে দিয়েছিল সে? মিনা রে*গে কিছু বলতে গিয়েও গি*লে ফেললেন। জামাই এর সামনে তো মেয়েকে বকাঝকা করা যায়না। কোমল গলায় বললেন,

‘ তুই নিজে ঘুরবি, না কি ওকে সামলাবি? ও কেমন জানিস না? এত্ত চঞ্চল! কোথাও এক দন্ড বসে? শেষে সমুদ্রে ভেসে না যায়। ওকে দেখতে আলাদা লোক লাগে। কে দেখবে শুনি?’

পুষ্প উদ্বেগ নিয়ে বলল, ‘ আমি দেখব,ইকবাল দেখবে। আমরাও যদি না পারি বড় ভাইয়াতো যাবেন। উনি দেখবেন।’সবার হতচেতন চক্ষুযূগল

ধূসরের দিক ঘুরে গেল নিমিষে। সাদিফের খাওয়া থামল সেখানেই। ভীষণ চুপচাপ, নিরব হয়ে খাচ্ছে ধূসর। যেন কিছুই কানে যাচ্ছেনা। রুবায়দা বিস্মিত স্বরে শুধালেন,

‘ তুইও ওদের সাথে যাচ্ছিস?’

সে না তাকিয়েই জবাব দিলো, ‘ হু।’

পিউয়ের ভাত আটকাল গলায়। ধুসর ভাই যাবেন? আয় হায়! এ বাবা,তাহলে ও বাড়িতে থাকবে কী

করে? দুনিয়া উল্টিয়ে হলেও ওকে যেতে হবে। পিউ খুব ক*ষ্টে মুখের ভাত টুকু গি*লে, ধড়ফড়ে কণ্ঠে বলল,

‘ আম্মু আমি যাইনা একটু? এই কদিনের সহ ওই কদিনের পড়াও সব একবারে পড়ে পুষিয়ে দেব। প্রমিস! এ-প্লাস পাব পরীক্ষায়,প্রমিস। আর একদম একা একা সমুদ্রে নামবনা এটাও প্রমিস।’

পুষ্প, ইকবাল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ঠোঁট চেপে হাসল। আমজাদ সিকদার সজাগ লোঁচনে স্ত্রীকে দেখছেন। ধূসরের নাম শুনেছে না? এইবার মহিলা ‘হ্যাঁ’ বললেন বলে। মিনা স্বামীর তাকানো দেখেই বুঝলেন মুখ খোলা বিপদ। আমতা-আমতা করে বললেন,‘ আচ্ছা তোর বাবা বললে যাস।’

আমজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সাদিফ তটস্থ ভঙ্গিতে তাকিয়ে।

পিউ পাহাড়সম আশা, আগ্রহ নিয়ে বাবার দিক চাইল। আমজাদ আর কী করবেন? সংক্ষেপে বললেন, ‘ যেও।’

পিউ খুশিতে উড়ে যেতে পারলনা। তবে ইয়েএএ বলে লাফ দিলো। আর লাফের দমকে তরকারির বাটিটা ছল্কে পরল মেঝেতে। সবাই

হতবাক হয়ে চেয়ে দেখে গেল তা। মিনা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ‘ ইয়া আল্লাহ! কে সামলাবে এই ধাঁড়ি মেয়েকে? পারবিতো ধূসর? বুঝে নিস রে বাপ!’ধূসর উত্তর দিলো না। শুধু ঘাড় কাঁত করে একবার শীতল চোখে পিউকে দেখল। সে চোরের মত, মুখ কাচুমাচু করে চেয়ারে বসেছে আবার। ধূসর আবার প্লেটের দিক

চায়। তার ঠোঁটের পাশে উদয় হয়,তকতকে,শোধিত, একপেশে, পাতলা হাসির। যেই হাসির প্রতিটি কোনায় রহস্য। পিউয়ের সাথে ঘটতে যাওয়া কিছু চমৎকৃত ঘটনার আগাম আহ্বান।পিউ আলমারি থেকে এক টানে সমস্ত জামাকাপড় বের করল। কিছু ফ্লোরে পরল,কিছু এলো হাতে। সব বুকের সাথে চে*পে রুদ্ধশ্বাস সমেত, ছু*ড়ে ফেলল

বিছানায়। ফ্লোরের গুলো তুলে, সোজা হয়ে, কোমড়ে হাত দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল। অথচ,ওষ্ঠপুটের সবদিকে জ্বলজ্বল করছে হাসি। ধূসর ভাইয়ের সাথে প্রথম বার ঘুরতে যাচ্ছে সে। এই একটি কথাই তাকে পৃথিবী সমান সুখ পাইয়ে দিতে যথেষ্ট। যে কটা দিন ওখানে থাকবে,তাকে সুন্দর লাগতে হবে তো! এতটা সুন্দর, যেন

ধূসর ভাইয়ের মত নিরামিষ মানুষটাও ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকেন।

আচ্ছা,ধূসর ভাইয়ের হাত ধরে সাগর দেখতে পারবে তো! গুনতে পারবে সমুদ্রের ঢেউ? কিংবা,গভীর রাতে হবে আকাশ দেখা?পিউয়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভবিষ্যতের, না ঘটা কয়েক মুহূর্ত। কিছু প্রবল কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য। ধূসর

হাঁটছে, তার পাশাপাশি সে। বাতাসের ঝাপটায় তার এলোমেলো লম্বা চুল উড়ছে। পাশ থেকে কানে লাগছে অর্ণবের অবাধ্য,উত্তাল ঊর্মীর শব্দ। আছড়ে আছড়ে পায়ে পরছে দুজনের। ভিজে যাচ্ছে শুভ্র পৃষ্ঠ,খসখসে আঙুল। সেই ক্ষণে একবার চোখাচোখি হলো দুজনের। ধূসরের নেশালো দুই চক্ষুতে চেয়ে,পিউ লাজুক হেসে নত করল

মুখ। তার চিবুকটা জায়গা পেলো গলায়।

পিউয়ের মেরুদণ্ড হতে অনুষ্ণ স্রোত কলকল করে বেঁয়ে চলল। বক্ষে বইল ধুকপুক সুনামি। কুণ্ঠার বেড়িতে জড়িয়ে শিরশির করল মস্তক। এর মধ্যেই দরজায় এসে দাঁড়াল এক সুতনু মানব। ধ্যানমগ্ন পিউয়ের মনোযোগ পেতে গলা খাকাড়ি দিলো সে। মেয়েটা নড়েচড়ে

ওঠে, তৎপর ভাবে চায়। সাদিফকে দেখেই হেসে বলে,

‘ আরে ভাইয়া,ওখানে কেন,ভেতর আসুন।’

সাদিফ আনমনা পায়ে ঢুকল। তার চোখে-মুখে সুখ নেই। কেমন বিষন্নতার ছাপ! পিউ পড়ার টেবিলের সামনে থেকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল,‘ বসুন।’

সাদিফ বসেনি। সে এক মনে চেয়ে আছে,বিছানায় রাখা জামাকাপড়, আর ছোটখাটো লাগেজটার দিকে। পিউ কি ব্যাগ গোছাচ্ছিল? ও কি যাওয়ার জন্য এতটাই উৎফুল্ল?

‘ কী হলো? বসবেন না?’

সাদিফের ঘোর কা*টে। বলে,

” হু? না,মানে,ব্যাগ গোছাচ্ছিস?’

‘ হ্যাঁ। কাল সকাল সকালই তো রওনা করবে বলল। সময়ই পাব না। তাই এখনই গুছিয়ে রাখছি ।’

স্ফূর্ত চিত্ত পিউয়ের। সাদিফ তবুও রয়ে সয়ে বলল,

‘ না গেলে হয়না?’

বড় মায়াময় শোনাল সেই স্বর। যেন কতশত আকুতি মিশে! পিউয়ের ব্যস্ত হাত থামে,হাসি কমে আসে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে,‘ কেন ভাইয়া? কিছু হয়েছে?’

সাদিফ কী বলবে বুঝতে পারল না। ঠোঁটের ডগায় হাতানো উত্তর পেয়ে, বলল

‘ দুটোদিন পরেইতো তোর জন্মদিন,বাড়ির সবার সাথে সেলিব্রেট করবিনা?’

পিউ সচকিত হলো। মনে মনে দিন তারিখ হিসেব করে বুঝলো,ঠিক

তিনদিনের মাথায় তার জন্মদিন আসছে। এই যা! তখন তো কক্সবাজারে থাকবে। আম্মুর হাতের সেমাই আর বিরিয়ানিটা? চাচ্চুদের কিনে দেওয়া জামা,এত এত গিফট সবই তো মিস হয়ে যাবে। মুহুর্ত মধ্যে মন খা*রাপ হয়ে গেল তার। পরমুহূর্তে ভাবল,ধূসর ভাইয়ের সাথে ঘুরতে যাওয়ার কাছে এইসব তুচ্ছ। জন্মদিন তো প্রতি বছরই হবে।

এমন কাছাকাছি হয়ে ঘুরতে যাওয়াটা তো আর হবে না। বড়দের মত করে,

নিজেকে বোঝাল,‘কিছু পেতে গেলে, কিছু দিতে হয় পিউ। ‘

তার চিন্তিত চেহারা দেখে সাদিফ ভেবেছিল কাজ হবে। পিউ হয়ত ইমোশোনাল হয়ে হলেও, যাওয়াটা ক্যান্সেল করবে। অথচ মেয়েটা তাকে আশা*হত করতে, বলে দিল,

‘ থাক ভাইয়া! এইবার নাহয় জন্মদিন পালন টালন নাই হলো,পরের বছর বেচে থাকলে হবে। আগে সমুদ্র দেখে আসি। ‘ সাদিফের আঁদোলের প্রতিটি পরতে তঁমসা নামল। ভেতর ভেতর মুডটাই খা*রাপ হয়ে গিয়েছে। পিউয়ের জন্মদিন নিয়ে ভাবা কত রকম ইচ্ছের দা*ফন হবে ভেবে দুঃ*খের

রাজ্যে হারিয়ে গেল একরকম। ছোট করে বলল

‘ ওহ,ঠিক আছে।’

তারপর এক মুহুর্ত না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। পিউ পিছু ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। তার যাওয়ার সময় ঘরে ঢুকছিলেন মিনা বেগম। দুজন মুখোমুখি হলেও সাদিফ দাঁড়ায়নি। তবে চেহারার অবস্থা খেয়াল করেছেন তিনি। ভ্রু দুটো

কুঁচকে ভেতরে এলেও,বিছানার দিক চোখ ফেলতেই আর্ত*নাদ করে বললেন,‘ একী!’
পিউ আবার ব্যস্ত হয়েছিল কাজে। মায়ের চিৎকারে ভড়কে তাকাল। মিনা দ্রুত কাছে এসে দাঁড়ালেন। চোখ পাঁকিয়ে বললেন,
‘ তুই এত গুলো কাপড় নামিয়েছিস কেন?

পিউ গ্রাহ্যই করল না মায়ের দৃষ্টি। বলল,

‘ ওমা,ঘুরতে গেলে লাগবে না?’

‘ পাঁচদিনের জন্য তুই পঞ্চাশটা জামা নামাবি? কে গোছাবে এসব? একদিনও নিজের আলমারি নিজে গুছিয়েছিস? ‘

‘ আজকে গুছিয়ে রাখব।’

‘ তোর গোছানোর নমুনা আমার দেখা আছে। সব তো ঠেসে ঠুসে

রাখবি। আর এটা কী জামা নিয়েছিস? ঘুরতে গিয়ে কেউ কালো জামা পরে? রাতে হারিয়ে গেলে তোকে কেউ খুঁজে পাবে? পাশাপাশি থাকলেও তো হাতড়ে পাবেনা। আমি গুছিয়ে দেই,সর। ‘পিউ কথা বাড়াল না। চুপচাপ সরে দাঁড়াল। মিনা বেগম বকবক করতে করতে কাপড়চোপড় ভাঁজ করলেন। প্রতিটি কথার মাথায় মেয়ের কাজের

যোগ্যতা নিয়ে হাহা*কার। অথচ পিউ মিটিমিটি হাসল। মায়ের বকুনির মধ্যেই হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে টেনে টেনে ডাকল,

‘ ওমা,মা, আমার মা।’

মিনা বেগম থতমত খেয়ে তাকালেন। বিনিময়ে দেখতে পেলেন পিউয়ের ঝকঝকে দাঁত। সন্দেহী কণ্ঠে শুধালেন,

‘ হঠাৎ এত আহ্লাদ কেন? কী লাগবে? ‘

‘ কই,কিছু লাগবে না। ‘

বলে মায়ের বুকে মাথাটা গুঁজে দিল পিউ। মিনা অবাক হলেও পরের দফায় হাসলেন। চুলে হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ ওদের ছাড়া একা একা বের হবিনা কিন্তু। একা একা সাগরেও নামবিনা। সাতার জানা মানুষরাই

ভেসে যায়,সেখানে তুইত....’পিউ মাথাটা উঁচিয়ে, বলল, ‘ আহা!এটা আর কত বার বলবে? আমি একা একা কোথাও গেছি কখনও? ঢাকাতেইতো বের হইনা,আবার অচেনা জায়গায়।’

‘ তোকে আমার এক ফোঁটাও বিশ্বাস নেই। ‘

পিউ ঠোঁট উলটে,হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল। সেই সময় পুষ্প

রুমে ঢুকেছে। ভেতরের দৃশ্য দেখেই বিস্মিত কণ্ঠে বলল,

‘ ও বাবা,ছোট মেয়েকে দেখি আদর করে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি ও তো যাচ্ছি। কই, কেউতো এত আহ্লাদ করলো না। আমি বুঝি আদর পাব না?’

মিনা ভ্রু গুটিয়ে বললেন,

‘ তুই আবার কোত্থেকে এলি? তোকে এখন আদর করবে তোর

দ্বিতীয় মা। পিউয়ের তো আর শ্বাশুড়ি নেই,তাই আমিই করছি। '

' সেই মায়ের কাছে তো দুই বছর পর যাব। আপাতত যেই মা আছে, তার আদর টা লুটেপুটে নিয়ে নেই। '

বলতে বলতে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরল পুষ্প।

পিউ চোখ নাক কুঁচকে বলল,

' দেখেছো কী হিংসু*টে?'

‘ চুপ কর।’

মিনা হেসে ফেললেন। এক হাতে ওকে,আরেক হাতে পুষ্পকে জড়িয়ে নিলেন বক্ষে। একটা একটা করে দুই মেয়ের মাথায় চুমু খেয়ে আওড়ালেন,

‘ তোরা দুজনেই আমার কলিজা।’আরো দুটো ফ্লাইটের টিকিট নতুন করে কা*টা হলো। আগেপিছে হওয়াতে,একই বিমান পেলেও সিট

ধারেকাছে পরেনি ওদের। তবে ফ্লাইট ছাড়ার সময় অনুযায়ী, সবার থেকে বিদায় নিলো ওরা। যাওয়ার সময়

আফতাব ছেলেকে গুরুতর ভঙ্গিতে বললেন,

‘ পিউকে দেখে রাখবে কিন্তু,তোমার ভরসাতেই ভাবি ওকে ছাড়ছেন। আবার ওকে রেখে এদিক সেদিক যেওনা।’

ধূসর চুপ করে রইল। ইকবাল মাথা চুল্কে বিড়বিড় করে বলল, ‘ আপনার ছেলে পারলে ওকে কোলে নিয়ে হাঁটবে মেজো শ্বশুর মশাই। এসব নিয়ে নো টেনশন!’

সাদিফের সঙ্গে দেখা হয়নি ওদের। সেতো সকালেই অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। কথা ছিল মারিয়াও সঙ্গে যাবে। আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েটা নাস্তা সেড়েই তাড়াহুড়ো দেখিয়ে চলে

গিয়েছে। সাদিফের অদ্ভূত লাগলেও,মাথা ঘামায়নি। তার মন মেজাজ ভালো না থাকায়,কোনও কিছুই ভালো লাগছিল না। যাওয়ার আগে পিউয়ের সাথে আরেকবার দেখা করে গেল। হাতের মুঠোয় অকারণেই গুঁজে দিলো এক হাজার টাকা। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

‘ কিছু খেতে মন চাইলে, কিনে খা’স।’

পিউ ঘাড় ঝাঁকিয়ে চমৎকার করে হেসেছে। দুদিকে বিস্তৃত হয়েছে তার গোলাপের মত টকটকে অধর। যেই হাসিতে সাদিফের বি*ষাদ, বাকিটুকু লেপ্টে এলো হৃদয়ে। মেয়েটাকে না দেখে পাঁচটা দিন,কীভাবে কা*টবে ওর?শোঁ শোঁ করে গাড়ি চলছে ওদের। একটা মাইক্রোর মাঝের সিটে ইকবাল-পুষ্প,আর পেছনে পিউ- ধূসর বসা। সামনে তাদের

নির্ধারিত চালক। বিমানবন্দর অবধি এগিয়ে দেবে,এরপর বাকী রাস্তা প্লেনে। সেখান থেকে নেমে,উবার ডেকে,পৌঁছাবে সোজা পাঁচ তারকা হোটেলে।

ইকবালের হাত সুড়সুড় করছে। পুষ্প আর তার এতখানি দুরুত্ব একটুও মনঃপুত হচ্ছে না। পেছনে পিউ সমস্যা না, ধূসর টা না থাকলেই টান মে*রে কাছে নিয়ে

আসতো। বিয়ে করা, বৈধ বউটা এত দূরে থাকবে কেন? উফ! পুষ্পটা যে কেন আগে আগে এসে সামনে বসতে গেল! ওদের এখানে বসিয়ে তারা কি পেছনে বসতে পারতোনা? সুন্দর জার্নিটা আরো রোমাঞ্চকর হতো দুজনের অল্প স্বল্প কাছে আসায়। ইকবাল অসহায় হয়ে একবার পুষ্পর দিক চায়। একটু হাত ধরলেও মেয়েটা রা*গ করবে

এখন। পেছেনে বসা বড় ভাইয়ের সামনে স্বামীর আশেপাশেও ঘিষবে না সে।এদিকে পিউ,দু মিনিটের মাথায় একটু একটু করে এগোচ্ছে। এমন ভাবে নড়ছে যেন,সিটটাও টের না পায়। সময় যেতে যেতে,এমন এগোনোর দরুন,একদম ধূসরের কাছে চলে এলো সে। আর কেবল,একটু খানি ফাঁকা মাঝে। ধূসরের ঘড়ি পরা হাতটা সেই

ফাঁকাতেই রাখা। পিউ চোরা চোখে সেদিকে চাইল। নিজের হাতটা সন্তর্পনে পাশে রাখল। বেহায়া মনের ভীষণ রকম ইচ্ছে জাগল ওই হাতটা একটু ছুঁয়ে দেওয়ার। কনিষ্ঠ আঙুলটা হাল্কা উঁচু করে ধূসরের আঙুলে লাগাতে যাবে যখনই,সহসা পাশ ফিরল ধূসর। পিউ ঘাবড়ে গেল ওমনি। আঙুলটা থেমে,তটস্থ ভঙিতে ফিরে এলো জায়গায়। আর সে,সেও

বিদুৎ বেগে সরে, লেপ্টে গেলো জানলার কাছে। ধূসর কপালে ভাঁজ পরে। হতভম্ব নেত্রে তাকায়। পিউ আরো ঘাবড়াল তাতে। ভ*য়ে ভ*য়ে অথচ হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ সরে বসেছি তো।’

ধূসর জানলার দিক ফিরে লম্বা শ্বাস ফেলল। যার প্রতিটি ধাপে বিরক্তি। এই আহাম্মক মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যে যাবে? তারপর

একইরকম তাকাল আবার। পিউয়ের মুখটা শুষ্ক। এইভাবে দেখছেন কেন উনি? একটুত কাছেই গিয়েছে। আচমকা কনুই ধরে টান দিলো ধূসর। পিউ হুমড়ি খেয়ে এসে গায়ের ওপর পরল। চমকে,গোল গোল চোখে চাইল তার চিবুকের দিকে। কতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল ওভাবে।

ধূসরের লম্বা হাতটা, কনুই ছেড়ে, পিঠ পার করে, কাধে পরতেই, হুশে এলো।

ওমনি শুরু হলো,চিরচেনা,পরিচিত গতরের কাঁপা-কাঁপি স্বভাব। সাথে বুকের ঢিপঢিপ আওয়াজ স্পষ্ট। এমনকি শীর্ন হাতের কব্জি দুটোও, আঙুল শুদ্ধ কাঁপছে। ধূসর তীক্ষ্ণ চোখে দেখল সেই কম্পন। স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠে বলল,

‘ এতক্ষণ তো ঠিক ছিলিস,আমি ধরতেই মৃগী রোগ শুরু?’

পিউ অবলা,সহায়হীন নেত্রে চায়। বলার মত কিচ্ছুটি নেই এখানে। সত্যিইত,কেন এরকম হয় ওর সাথে? কী সমস্যা? কী করলেই বা যাবে এসব?ধূসরদের চার সিট সামনে, প্লেনের সিট পরেছে ইকবালদের। পিউ ছোট্ট গোলাকার জানলা ঘেঁষে বসল। পাশেই ওর

প্রিয় ধূসর ভাই। অথচ তার মনের মধ্যে উত্তেজনা নেই। ভেতরটা ছটফট করছে খুব। অস্থির লাগছে। ঘামাচ্ছেও। আজকেই প্রথম বার উঠেছে প্লেনে। ঢাকা ছেড়ে বাইরে কোনও দিন যায়ই-তো নি। যা যেত,যতটুকু গিয়েছে, গাড়ি করে মামার বাড়ি। ওইটুকু ওর গন্ডি। তাছাড়া অনেক ওপরে,বা উঁচুতে উঠলে ভ*য় লাগে। বুক

কাঁ*পে,লাফায়,মাথা ঘোরে। ছাদেও খুব একটা ওঠেনা এইজন্যে।

প্লেন ওপরে ওঠার সময়, মাইক্রোফোনে একটা চিকণ মেয়েলী স্বর ভেসে এলো। সবাইকে সিট বেল্ট বাধতে অনুরোধ করছেন। পিউ আ*তঙ্কে খেয়ালই করল না। তার চোখ জানলার ওপাশে। ধূসর নিজেই ঝুঁকে এসে বেল্ট বেঁধে দিলো। পিউ স্পর্শ পেয়ে নড়েচড়ে

ওঠে। ভী*তশশস্ত্র লোঁচনে তাকায়। তার পল্লব অস্বাভাবিক রকম কাঁ*পছে। বক্ষপট ধড়ফড় করছে। কপাল,নাকের ডগা চিকচিক করছে ঘামে। ধূসর কোমল গলায় শুধাল,

‘ ভ*য় লাগছে?’পিউ মাথা দোলাল। ধূসর নিজে থেকেই তাকে নিয়ে এলো কাছে। একদম বুকের সাথে পেঁচিয়ে ধরে বলল,

‘ চোখ বন্ধ কর। আমি আছি। ‘

পিউ বাধ্য মেয়ে। খিঁচে চোখ বুজে নেয়। ধূসরের বুকের মাংসে মিশে যায়। আকষ্মিক একটু আগের ভ*য়টা আস্তে আস্তে নেমে এসে থমকে দাঁড়ায় অনুভূতির দোড়গোড়ায়। ধূসর ভাইয়ের এত কাছে সে,মস্তিস্কের নিউরনে,সবখানে পৌঁছে যায় সেই বার্তা। পিউ কুণ্ঠায় নুইয়ে গেল। ভয়*ডরের বদলে ঠোঁট চেপে, সলজ্জিত হাসল। প্লেন আস্তে-

ধীরে ওপরে ওঠে। একটা সময় মেঘ ছোঁয়। পেঁজা তুলোর মত কাদম্বিনী ছি*ড়েখুঁড়ে,দাপট সমেত উড়তে থাকে। পিউ সোজা হলো না। ওমন চোখ বুজে থাকতে থাকতেই বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পরেছে। দীর্ঘকায় নিঃশ্বাস ঠিকড়ে পরছে ধূসরের লোমশ বুকে। সে ঘুমন্ত পিউয়ের দিকে এক পল চাইল। এভাবে থাকলে ঘাড় ব্য*থা করবে ভেবে,

মাথাটা নিজের উরুর ওপর নিয়ে গেল। গায়ের ওড়নাটা ভালো করে টেনেটুনে আড়াল করল শরীর। একটা ছোট্ট, তবে শক্ত বিছানা পেয়ে পিউও প্রস্তুতি নিলো আরাম করে ঘুমানোর।পাশের সাড়ির ভদ্রমহিলা বেশ কিছুক্ষণ দেখে গেলেন ওদের। একটা বলিষ্ঠ পুরুষের পাশে কবুতর ছানার মত মেয়েটাকে চশমার ওপর থেকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা

করলেন। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ডাকলেন,

‘ এই যে বাবা শোনো!’ ‘

ধূসর তাকাল। ভদ্রমহিলা সিটে বসে থেকেই মুখটা এগিয়ে এনে,ভ্রূঁ উঁচিয়ে শুধালেন,

‘ তোমার বোন বুঝি?’ধূসরের চোখমুখের পরিবর্তন দেখা গেল না। রা*গ,বিস্ময়,হতভম্বিত ভাব কিচ্ছু নেই। পিউয়ের দিক বিচক্ষণ চোখে

চাইল একবার। বোঝার প্রয়াস চালাল ও জেগে কী না! যখন বুঝল, ঘুমে জুবুথুবু পিউ,ওর নরম শরীরটা নিজের উরুতে আরেকটু শক্ত করে চে*পে ধরল ধূসর। রাশভারী, অথচ সাবলীল ভঙিতে জবাব দিলো,

‘ এটা আমার বউ।’সাদিফ অফিসে ঢুকল। মুখের অবস্থা একদম ভালো না! মন তো আরও বেশি খা*রাপ। গেট দিয়ে তাকে আসতে দেখেই

মারিয়া শশব্যস্ত হয়ে ঘুরে বসল সামনে। এই যে, এতটা সময়, সে চাতকের মত চেয়েছিল,লোকটা কখন আসবে! কিছুতেই বুঝতে দেবে না ওসব। মারিয়া কম্পিউটার স্ক্রিনে ব্যস্ততা দেখায় । সাদিফকে গেলে তার পাশ কা*টাতে হবে। সেই সময় আড়চোখে একবার দেখে নেবে বরং। জুতোর শব্দ যত কাছে আসে,মেয়েটার হৃদকম্পন বাড়ে।

শ্বাস-প্রশ্বাস জোড়াল হয়। আচমকা থেমে যায় সেই শব্দ। সাদিফ কেও যেতে দেখা গেল না। মারিয়া সামনের দিক ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল কিয়ৎক্ষণ। এইত পরিষ্কার ঢুকতে দেখেছে,তাহলে যাচ্ছেন না কেন? শেষে অধৈর্য হয়ে পেছন ফিরল সে। ওমনি টানটান হয়ে এলো মেরুদণ্ড। সাদিফ তার কাছেই দাঁড়িয়ে। চোখের ভাষা তীক্ষ্ণ। হঠাৎ এইভাবে

দেখায় ভ্যাবাচেকা খেল মেয়েটা। আশেপাশে চোরা,ভীত চোখে দেখে আবার চাইল।

‘ আপনাকে বলা হয়েছিল আমার সাথে আসবেন,এলেন না যে!’

সরাসরি প্রশ্নে খানিক বিভ্রান্ত হলো মারিয়া। কী উত্তর দেবে এখন? আপনার থেকে পালানোর জন্যে,মেলামেশা কমানোর জন্য এরকম করেছি? এটা তো

কস্মিনকালেও বলা যায় না। চুপ করে থাকল তাই। সাদিফ আরেকটু এগিয়ে ডেস্ক ঘেঁষে দাঁড়ায়। অফিস তখনও শুরু হয়নি বলে, লোকজন তেমন আসেনি। ভ্রু কুঁচকে বলে,‘ ভাব নিচ্ছেন ম্যালেরিয়া? সিকদার সাদিফ হাসানের সাথে ভাব নিচ্ছেন আপনি? ‘

‘ না না আমিতো...’

সাদিফ কথা কেড়ে,শান্ত গলায় বলল,
‘ চুপ করুন! কোনও কথা শুনতে চাইনা আপনার।’
তারপর গজগজ করে চলে গেল নিজের কেবিনে। মারিয়া হা করে চেয়ে রইল। নিজেই কথা বলতে এসে,নিজেই চোটপাট দেখাল? না কি,অন্য কারোর রাগ তার ওপর ঝেড়ে দিয়ে গেল?পিউ ঘুমের মধ্যে

কোলবালিশ খানা আরেকটু নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। তুলতুলে বিছানায় তার ঘুম জমে উঠেছে। চোখ খুলতেই ইচ্ছে করছে না। এত নরম বিছানাও হয়? কী তুলো দিয়ে বানায় এরা?

সহসা দরজায় ঠকঠক শব্দ হলো। কেউ একজন শক্ত হাতে টোকা দিচ্ছে। পিউয়ের ঘুম ছুটে যায়। নিভু নিভু চোখ মেলে তাকায়। বৃহৎ

অক্ষিপট ঘরের চারদেয়াল দেখতেই কোটর ছাড়িয়ে আসে বিস্ময়ে। তড়াক করে উঠে বসল ওমনি। বিছানা,বালিশ,বেডশিট,ফার্নিচার সবই তো অচেনা। দেয়ালে টাঙানো ওর ছবিগুলোও নেই। এটাত ওর ঘর নয়,এটা কোন জায়গা? কোথায় এসে পরল?

তখন বাইরে থেকে ইকবালের কণ্ঠ শোনা গেল,

‘ পিউপিউ! এই পিউপিউ! উঠেছো তুমি?’পরিচিত আওয়াজে, পিউয়ের ভ*য়টা কমল। তবে বিস্মিত সে। যতটা মনে আছে প্লেনে ছিল। ধূসর ভাইয়ের বুকে মাথা রাখল,তারপর কিছু মনে নেই। ওরা কি কক্সবাজার পৌঁছে গিয়েছে? এত তাড়াতাড়ি? পিউ ত্রস্ত বিছানা থেকে নেমে দরজা টেনে খোলে। চাপানোই ছিল,তাও ইকবাল ঢোকেনি। খোলা দরজাতেই

ধা*ক্কাচ্ছিল এতক্ষণ। ভেতরে একটা জোয়ান মেয়ে কীভাবে না কীভাবে ঘুমিয়েছে!

পিউকে দেখতেই ইকবালের দাঁত কপাটি বেরিয়ে এলো বাইরে। বলল,

‘ উঠে পরেছো?’

পিউ মাথা দোলাল। সে বলল,

‘ আচ্ছা,রেডি হয়ে নাও। বের হব আমরা।’

‘ কোথায় যাব?’

‘ বিচে যাবে না? খাবে না?’

পিউ চোখ বড় করে শুধাল, ‘ আমরা কি এখন কক্সবাজারে?’

‘ জি ম্যাডাম। টের পাননি কিছু? ‘

পিউ অসহায় বনে মাথা নাড়ল দুদিকে। ইকবাল হতাশ কণ্ঠে বলল,‘ সত্যি বাবা,মেয়ে মানুষের ঘুম এরকম হয় আমার জানা ছিল না। প্লেন থেকে ঢুলতে ঢুলতে গাড়িতে উঠলে,হোটেলে এলে,রুমে শোয়ানো

হলো,কিছুই টের পাওনি? হ্যাড সফট টু ইওর ঘুম পিউ।'

পিউ ঠোঁট উলটে বলল, ' আমার ঘুম এরকমই। তাছাড়া রাতে ঘুমাইনি তো তাই সব মিলিয়ে... '

ইকবাল দুষ্টু হেসে বলল,

' কেন? ধূসরের সাথে ঘুরবে বলে, এক্সাইটমেন্টে বুঝি ঘুম হয়নি?'

পিউ মাথা নামিয়ে হাসল। তারপর আবার চোখ তুলে সচকিত কণ্ঠে বলল,

‘ কিন্তু আমাকে এখানে আনল কে? ঘুমানো অবস্থায় হেঁটে হেঁটে এসেছি?” ‘ এ্যাহ? ঘুমানো মানুষ আবার হাঁটে কীভাবে? তোমাকে তো ধূসর নিয়ে এসেছে। এইভাবে কোলে করে। ‘

পেটের কাছে দুহাত বেধে সদ্য জন্মানো শিশু কোলে নেয়ার ভঙ্গিমা করে দেখাল ইকবাল। পিউ লজ্জা পেলো। মনে পড়ল ওর চোখে তখন রাজ্যের ঘুম। ধূসরের গাল চাপড়ে চাপড়ে ডাকায় কোনও রকম তাকিয়ে ছিল। হুজুগে,তন্দ্রিত কদমে,উঠে বসেছিল গাড়িতে। এরপর আবার সিটেই ঢলে পড়ল ঘুমে। তারপর এই সোজা নিজেকে

খুঁজে পেলো বিছানায়। কী মারাত্মক ঘুম রে বাবা!

পরপর অবাক কণ্ঠে বলল,‘ ক*ষ্ট হয়নি ওনার? আমাকে ডেকে দিলেইতো পারতেন।’

ইকবাল লম্বা শ্বাস ফেলল,

‘ কষ্ট হয়েছে কী না জানিনা। তোমার যা ওজন, একটা আঙুলের টোকা দিলেই তো পরে যাবে। ‘

পিউ মুখ ব্যাকায়। সে মোটেই অত শুকনো নয়। ইকবাল আবার বলল, ‘ ডাকতে চেয়েছিল পুষ্প,ধূসর দেয়নি। বলেছে, ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক। এত প্রেম নেয়া যায় বলো তো!’

পিউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়। ধূসর ভাই এমন করেছেন ওর জন্যে? রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়

ভেতরে। লাজুক লাজুক হেসে ঘাড় চুলকায়।

ইকবাল হাসল, তাড়া দিয়ে বলল,

‘ অনেক কথা বলেছি,এবার তৈরী হও যাও,কুইক।’

বলে যেতে নিলেই পিউ শুধাল, ‘ আপু কোথায়?’

‘ শাড়ি পরছে। ওইজন্যেইত আমাকে ডাকতে পাঠাল।’পিউ উশখুশ করল।

উশখুশ করল তার অধরজোড়া। ইকবাল বুঝতে পেরে, বলল,

‘ তোমার মহারাজ ও আছেন। রেডি হয়ে বের হও,সবাইকে দেখবে। ‘

পিউ মুচকি হাসল। মাথা কাত করল এক পাশে। ইকবাল যেতেই দরজা লাগিয়ে পিঠ ঠেকাল সেখানে। ধূসরের কোলে ঘুমন্ত নিজেকে কল্পনা করল একবার। আনমনে মানস্পটে সেই দৃশ্য ভাসল।

অনেকটা সময় অত কাছাকাছি ছিল ওরা? ওর মাথাটা কি তখন ওনার বুকের মধ্যেই রেখেছিলেন? ইশ!

সব ভেবে পিউ ঠোঁট কাম*ড়ে কুণ্ঠিত হাসে। তারপর লজ্জায় হাঁস*ফাঁস করে মুখ ঢেকে নেয় দুহাতে।পিউ গাঢ় নীল সালোয়ার -কামিজ পড়ে ওয়াশরুম থেকে বের হলো কেবল। ওড়না পেতে রাখা বিছানার ওপর। আয়নার সামনে

পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল গিয়ে। জামার পেছন দিকে চেইন। কনুই ভাঁজ করে, ঘাড় বাকিয়ে, আয়না দেখে দেখে চেইন টানাটানি শুরু করল পরপর।

ধূসর হাতের চকচকে ঘড়ির হূক লাগাতে লাগাতে পিউয়ের দরজার সামনে এলো। সবাই রেডি,ইনি এখনও বের হতে পারেনি। এত কী সাজে?

একবার তাকাল,পিউয়ের মুখোমুখি পুষ্পদের বন্ধ দরজার দিকে। মোট চারটে ঘর নিয়েছে ওরা। তার রুমটা ঠিক পুষ্পদের পাশেই। ধূসর ভেজানো দরজা ঠেলে দিতেই হা করে খুলল সেটা। বেখেয়ালে বলল, ' পিউ,তৈ...'বলতে বলতে সামনে তাকাতেই কথা আটকে গেল তার। ভরাট,নিরেট পুরুষালী স্বর আকষ্মিক কানে এলে পিউয়ের বুক ছ্যাত করে

ওঠে। হকচকিয়ে ফিরে তাকায়। বুকে ওড়না নেই। আয়নার প্রতিবিম্বে ফর্সা, হা করা খোলা পিঠ স্পষ্ট দেখতে পেল ধূসর। হতভম্ব হয়ে গেল ঘটনাচক্রে। চটজলদি চোখ ফিরিয়ে ঘুরে তাকাল আরেকদিক। পিউ হুশ ফিরতেই বিছানা থেকে ওড়না ছো মেরে এনে গায়ে জড়াল। ধূসর অস্বস্তিতে কী করবে বুঝে উঠল না। মুখের কাছে

হাত এনে কাশলো। কয়েকবার গলা খাকাড়ি দিলো। ঘুরে থেকেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল,

‘ তাড়াতাড়ি আয়।’

পরপর দ্রুত পায়ে প্রস্থান নিলো সে। যেন পালাল একরকম। পিউ লজ্জা পেয়েছে শতগুন বেশি। ইকবাল ভাই যাওয়ার পর দরজা চাপিয়ে দিয়েছিল,কেন যে আটকালো না! এইভাবে দেখে ফেললেন উনি!

পেছনে বিশালাকার পাঁচ তারকা হোটেল। সামনে শাণিত সৌন্দর্যের অধিকারী সুমদ্র -সৈকত। তীব্র গ*র্জন তুলে একেকটা ঢেউ এসে হুমড়ি খাচ্ছে তীরের ওপর। বালুর চড়ে বাধা,ট্রলার,স্পিডবোট দুলে দুলে উঠছে তাতে।

ধূসররা একটা নামিদামি হোটেলে উঠেছে। এখানকার নিজস্ব বীচ আছে। একটা বড় অংশ জুড়ে

সীমারেখা দেয়া। শুধুমাত্র যারাই রুম বুক করেছেন এখানে,তারাই ঘুরবেন। বাইরের কারো,আসা যাওয়া নিষেধ। অথচ পুষ্প এখানে ঘুরবে না। বীচের পাড়ে এসে এমন নিরিবিলি পরিবেশ একদমই ভালো লাগছে না তার। খাবারের কোনও ভ্যানও তো নেই। সাগর দেখতে দেখতে যে এক কাপ চা খাবে,তাও তো হবে না।

সে বায়না ধরল পাব্লিক বীচে যাওয়ার। ধূসর আপত্তি করেনি। হানিমুন যেহেতু ওদের,আসার উদ্দেশ্যও ওরা,সবটা ওদের মর্জিতেই হোক।একটা উবার নিয়ে তারা পাব্লিক বীচের প্রথম গেটে এলো। লোক সমাগমে পা রাখা যায়না এখানে। পিউয়ের চোখ কপাল ছোঁয়। এত মানুষ সমুদ্র দেখতে আসে বুঝি!

পুষ্প একটা লাল জর্জেটের শাড়ি পরেছে। বীচে পা রাখতেই হাওয়ায় আঁচল উড়ছে এদিক -ওদিক। এর মধ্যে আচমকা ইকবাল খোঁপা করা চুল গুলো খুলে দিলো। পুষ্প তাকাতেই চাপা কণ্ঠে গান ধরল,

‘ কইন্যা রে কইন্যা রে,

বাঁকা চুলতে খোঁপা আর বাইধো না রে।

ঐ চুলেতে জাদু আছে,আমার ঘুম আসে না রে।’

পুষ্প খিলখিল করে হেসে উঠল। পিউ গান শুনে পেছনে তাকিয়ে মুচকি হেসে আবার সামনে ফেরে। সম্মোহিত নেত্রে চেয়ে দ্যাখে তার সম্মুখে, ফোন কানে গুঁজে হাঁটতে থাকা দীর্ঘদেহী পুরুষটিকে। এত ব্যস্ত সে,পেছনে তার দিকে খেয়ালই

নেই।পুষ্প স্বলজ্জে ইকবালের বাহুতে ঘুষি বসিয়ে বলল,

‘ তুমি একটা যা তা ইকবাল।’

তার রক্তিম দুটো গাল দেখে, বরাবরের মতো বিমুগ্ধ হয় ইকবাল। ডান বাহুতে জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে। বালুর ওপর ফেলে আসা, পুষ্পর ফর্সা কদমের দিক চেয়ে বলে,

‘ মাই লাভ,জুতোটা পরে আসলে পারতে। বালুর মধ্যে অনেক শামুক থাকে,পা -টা কে*টে গেলে কী হবে!’

‘ কেন? কোলে নিয়ে হাঁটবে। পারবে না?’

‘ আমি পারব। কিন্তু কে যেন বড় ভাইয়ের সামনে লজ্জা পায়?’

পুষ্প বলল, ‘ তাও ঠিক।’

এরপর তাকাল সামনে। ধূসর সবার প্রথমে হাঁটছে,মাঝে পিউ আর

পেছনে ওরা। ধূসরের কদমের সাথে পাল্লা দিতে এক প্রকার ছুটছে মেয়েটা। পুষ্প ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,

‘ পিউ ভাইয়ার সাথে সাথে হাঁটার জন্য কীভাবে হাঁটছে দ্যাখো। এই পিউ পরে যাবি,আস্তে হাঁট।’

পিউ শুনলেও, মানল না। সে থামতে চায়,কিন্তু পদযুগল ছুটছে। ইকবাল বড় দুঃখ প্রকাশ করে বলল,

‘ সত্যি,এই পিউপিউয়ের জন্য ভীষণ মায়া হয় আমার। ধূসরটা আস্ত একটা বজ্জাত! এত ভালোবাসিস,প্রকাশ করলে কী হয়?’পুষ্প মৃদু হেসে বলল,

‘ কিছু ভালোবাসা অপ্রকাশিতই সুন্দর! ‘

ইকবাল পাশ ফিরে দেখল এক ভদ্রলোক ডাব নিয়ে বসেছেন। পুষ্পকে শুধাল, ‘ ডাব খাবে?’

‘ যেই গরম! চলো খাই।

ইকবাল হাত উঁচিয়ে পিউকে ডাকতে গেলে বলল,

‘ ও ডাব খায়না।’

ইকবাল অবাক হয়ে বলল,

‘ সে কী? ডাব খায়না এমন মানুষ হয়?’

‘ হ্যাঁ, এই যে আমার বোন। ওর কাছে ডাবের পানি স্যালাইনের মত লাগে। আম্মুর বকাবকিতে একবার

জন্ডিসের সময় খেয়েছিল,ওই শেষ। ছোঁয়ও না।’

ইকবাল হাসল। বলল,

‘ আচ্ছা চলো,তোমাকে কিনে দেই।’পিউ ক্লান্ত হয়ে থামল। নাহ! এই জীবনে হয়ত ধূসর ভাইয়ের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটা হবে না। ওমন হাতির মত কদম ফেললে,তার মত পিপড়ের পোষায়? পিউ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। ঘন ঘন

নিঃশ্বাস নিলো। ধূসরের সব মনোযোগ ফোনে। কী এত বলে? কার সাথেই বা বলে?

পিউ পেছনে তাকায়। পুষ্প আর ইকবাল কে ডাবের ভ্যানের সামনে দেখে নাক-চোখ কোঁচকায়। এই স্যালাইন পানি খেতে এত দূর আসার কী আছে?

এরপর চোখ রাখল ডানপাশে। বিশাল সমুদ্র সেথায়! তবে অতটা

তেঁজ নেই ঢেউয়ে। ছোট ছোট আকারে আছ*ড়ে আসছে কূলে। পিউয়ের ওষ্ঠপুট মুহুর্তে ভর্তি হলো দ্যুতিময় হাস্যে। বিকেলের নরম রোদের আলোয় সেই হাসি বড় মায়াময় দেখাল। চুল কানে গুঁজে সালোয়ার হাল্কা ওপরে তুলে স্লিপার জোড়া খুলে রাখল পাশে। গুটিগুটি পায়ে পানির দিকে এগোতে গেলেই পেছন থেকে ওড়নার মাথা টেনে

ধরল কেউ। পিউ থমকাল। বিদ্যুৎ বেগে ফিরে চাইল পেছনে।

ধূসর ফোন পকেটে ভরতে ভরতে শুধাল,‘কোথায় যাচ্ছিলি?’

‘ একটু পা ভেজাতাম।’

ধূসর ভ্রু উচায়,

‘ একা একা? ‘

পিউ বুঝল এখন ধমক খাবে। মুখ কালো করে বলল,

‘ তো কী করব? আমার কি দোকলা আছে? আপু ভাইয়ার সাথে ব্যস্ত। আপনি ব্যস্ত ফোনে। আমি ছোট মানুষটা এতিমের মত ঘুরছি।’

বলতে বলতে তার চেহারায় লেপ্টে আসে দুঃখ,হতাশা। ধূসর তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকল। আলগোছে হাসল,পিউ তাকাতেই গম্ভীর করে ফেলল চেহারা। ওড়নার মাথায় টান বসাতেই পিউ হো*চট খাওয়ার মত

কাছে এসে পরল। ধূসর সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ পেচিয়ে পা বাড়িয়ে বলল,‘ চল।’

পিউ খুশিতে আটখানা হয়ে শুধাল,

‘ কোথায় যাব আমরা?’

ধূসরের নিরুদ্বেগ জবাব,

‘ বেঁচে দেব তোকে।’

পিউ হেসে ফেলল। সুদৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ স্বয়ং ফেরেস্তা এসে বললেও বিশ্বাস করব না।’

ধূসর অদ্ভূত চোখে চায়। দৃষ্টির গভীরতা ঠাওড় করা কঠিন। হবেইত,প্রহেলিকা যে! অথচ পাতলা ঠোঁট দ্বয় বেকে যায় একদিকে। ফের ভ্রু নাঁচিয়ে বলে,

‘ এত বিশ্বাস?’

পিউ কোনও রকম রা*গ- ঢাক রাখল না। হৃদয়ের অলিন্দে লুকোনো কথাটুকু উগড়ে দিতে বলল,

‘ নিজের থেকেও বেশি।’ধূসরের পা থামে। স্থিত হয় হাঁটা। তার পিঠে রাখা অনমনীয় হাতটা আরেকটু দৃঢ় হলো। অবিচল হলো অগাধ লোঁচনের চাউনী। যেন কত কী বলবে,কত কী শোনাবে!

এর মধ্যে ছুটতে ছুটতে চঞ্চল পায়ে হাজির হলো পুষ্প। ওকে দেখেই ঝটপট হাত নামিয়ে নিলো ধূসর। গুঁজল পকেটে। সে এসেই আবদার করল,

‘ ভাইয়া চলুন ট্রলারে ঘুরি! সবাই ঘুরছে।’

ইশারা করা আঙুল অনুসরণ করে তাকাল ধূসর। ছয় সাতজন বসার মত ট্রলার তীরের সাথে সাড়ি বেধে

লাগানো। বেশ রঙচঙে। অনেকেই ঘুরছে, ঢেউয়ের প্রকোপে ওঠানামা করছে আবার।

সে চোখ ফেরত এনে বলল,’ না। দরকার নেই।’

পুষ্পর হাসিটা নিমিষে মুছে যায়। পিউ নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,‘ কেন? কী হবে চড়লে? সবাইত চড়ছে।’

ধূসর চোখা নেত্রে তাকায়,

‘ সবাই যা করবে, তুইও তাই করবি?’

‘ না,তা কখন বলেছি। কিন্তু চড়লে ভালো হতো।’

‘ সাতার জানিস? ‘

পিউ চুপসে এলো। দুদিকে আস্তেধীরে মাথা নাড়ল। পুষ্পও চুপ,সেও জানেনা। ইকবাল বুক ফুলিয়ে, গর্বের সহিত জানাল,

‘ আমি কিন্তু জানি। ‘

‘ তো? দুটো একসাথে সমুদ্রে পড়লে, একা তুলতে পারবি?’

ইকবাল অবাক কণ্ঠে বলল,

‘ একা তুলব কেন? তুইত আছিস। তোরটাকে তুই তুলবি,আমারটা কে আমি।’

ধূসর চোখ রাঙাতেই, থতমত খেয়ে বলল,

‘ না মানে,একটা তোর বোন,একটা আমার বোন,একটা আমার বউ,একটা তোর ব.....’

বেফাঁস কথা বলে ফেলছে বুঝে থামল নিজেই। ধূসর দাঁত চে*পে চেয়ে আছে। যেন এক্ষুনি নাক ফাঁ*টাবে। ইকবাল আমতা আমতা করে ওপরের দিক চেয়ে বলল,‘ আকাশে একটাও তারা নেই কেন?’

পুষ্প ঠোঁট চেপে হাসছিল। উত্তরে বলল,

‘ দিনের বেলায় তারা, তোমার কপালে আছে।’

পিউ গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে। লজ্জা পেয়েছে। সবার কথা থামতেই মিনমিন করে বলল,

‘ চলুন না ধূসর ভাই। একটু উঠলে কী হয়?’

পুষ্প বলল, ‘ হ্যা ভাইয়া প্লিজ! একবার।’

ইকবাল ও তাল মেলাল,

‘ চল না ভাই। একদিনই তো। তাছাড়া ঢেউও নেই তেমন। সমুদ্র তো শান্ত। ‘

এত জনের অনুরোধে শেষ-মেষ হার মানল ধূসর। শ্বাস ফেলে বলল,

‘ ওকে।’

সবার আগে ইকবাল উঠল। তারপর পুষ্প। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভ*য়ডর দেখা যাচ্ছে না। একা একাই উঠেছে। এরপর ধূসর। ট্রলার ঢেউয়ের তোপে তখন থেকেই অল্প অল্প নড়ছে। সে উঠেই হাত পাতল পিউয়ের দিকে। বলল,

‘ আয়।’

পিউয়ের বক্ষ জুড়ে ভালো লাগার তরঙ্গ। কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে

দিতেই আকড়ে নিলো ধূসর। পুষ্প কাঠের ওপর বসে দুষ্টুমি করে বলল, ‘ আমাকে তো এভাবে ওঠালেন না ভাইয়া।’

ইকবাল তার পাশে বসে বলল,

‘ তোমার জন্যেত আমি আছি মাই লাভ।’একটা মাঝারি সাইজের ট্রলার ভাড়া নিয়েছে ওরা। চালক,হেল্পার আর ওরা চারজন। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ট্রলার পৌঁছাতেই

পিউ ভয়ে নড়েচড়ে বসল। কাঠ আর লোহার তৈরি ট্রলারের কোন জায়গায় আকড়ে বসবে?মনে হচ্ছে, এই এক্ষুনি পরে যাবে। এত ভ*য় লাগছে কেন? আপুত দিব্যি বসে আছে। ধূসর ভাই,ইকবাল ভাই কী টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে! তুই এত ভীতু কেন পিউ? পিউ মিথ্যে মিথ্যে সাহসী বানাল নিজেকে। বাতাসে উড়ে যেতে চাওয়া ওড়না কোলের মধ্যে

আগলে সমুদ্রের জলের দিক চাইল। কী স্রোত! এর ভেতর পরে গেলে ইন্না-লিল্লাহ কনফার্ম। বিয়ে শাদী, বাচ্চা- গাচ্চার স্বপ্ন সব এই জলেতেই শেষ। পিউ পানির দিক চেয়ে ঢোক গিলছে বারবার। প্লেনের কথা মনে করে আফসোস হলো। ওভাবে যদি আরেকবার ধূসর ভাই বুকের মধ্যে নিতেন! এখন ভয়ের 'ভ' উচ্চারণ করলেও ঠেলে ফেলে

দেবেন। সে নিজেওতো বায়না করেছিল তাল মিলিয়ে।

পিউ নিঃসহায়ের মত বসে থাকল। তার ভীত চোখদুটো সমুদ্রের জলে। হঠাৎ টের পেলো পাশে কেউ বসেছে। ফিরে তাকাল ওমনি। ধূসরকে দেখে মিইয়ে এলো আরও। আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাল ভ*য়টুকু ঢেকে রাখতে। ধূসর ভাই কোনও ভাবে বুঝলেই ধমকাবেন,নাহলে

ত্যারা কথা ফ্রি।লুকিয়ে রাখার সমস্ত,সুন্দর চেষ্টায় বিফল হলো তাও। ধূসরের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। তার শঙ্কিত মুখস্রী পানে এক পল চেয়ে, কাঠ খা*মচে ধরা হাতের দিক দেখল। কোনও কথাবার্তা ছাড়াই সেই হাতটা উঠিয়ে আনল মুঠোতে। পিউ চকিতে চোখ তোলে। ভয় টয় নিমিষে সমাপ্ত। উলটে মুখমণ্ডল ঘেঁষে এলো উজ্জলতায়। ধূসর হাত

ধরে রেখেই ওর দিকে এগিয়ে বসল। একদম গা ঘেঁষে। পিউ চেয়ে থাকতে পারে না। মাথা নামায়,নিঃশব্দে মোহিত হাসে।

পুষ্প ট্রলারের শেষ মাথায় গিয়ে বসতেই বুক কেঁ*পে উঠল ইকবালের। ওখান থেকে পড়লে তার বউ শেষ! আর্ত*নাদ করে বলল,‘ মাই লাভ, ওতো মাথায় যেওনা। পড়ে যাবে।’

পুষ্প সে কথায় কান দেয় না। একটু ঝুঁকে ট্রলারের গা ঘেঁষে ছল্কে ওঠে পানি ধরতে যায়। ইকবালের কলিজা ছলাৎ করে উঠল। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল জলদি। ব্যস্ত হাতে ওকে টেনে সোজা করে বলল, ‘ এরকম করছো কেন? সমুদ্রে শার্ক আছে জানোনা? হাত কাম*ড়ে ধরলে?’

তার মুখবিবরের উদ্বীগ্ন ছাপটুকু স্পষ্ট দেখে মুচকি হাসল পুষ্প। বলল না কিছু। ভেজা হাত আঁচলে মুছে বসে রইল। ইকবাল দম ফেলল। স্ত্রীর হাত মুঠোয় রেখে, পাশে বসে ঘাম মুছল কপালের। বুকটা কাঁ*পছে এখনও।

পিউয়ের হৃদয় জুড়িয়ে যায় ওদের ভালোবাসা দেখে। ইকবাল ভাইয়ের কী অমোঘ টান তার বোনের প্রতি!

এত ভালোবাসা, এত সুখ,এতটা তৃপ্তি সাদিফ ভাই কখনও আপুকে দিতেই পারতেন না হয়ত। আল্লাহ যা করেন,ভালোর জন্যই। পিউ ঠোঁটে হাসি রেখে মুক্ত, শান্তির শ্বাস নিয়ে পাশ ফিরে ধূসরের দিক তাকায়। সে এদিকেই চেয়েছিল। পিউ তাকাতেই অবিলম্বে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফোনের ওপর রাখল। পিউ বুঝে গেল বরাবরের ন্যায়।

মাথায় চড়ল দুষ্টুমি। বলল,‘ আচ্ছা, ধূসর ভাই,এখন যদি আমাকে একটা শার্ক টেনে নেয়,কী হবে?’

ধূসরের নিরুৎসাহিত উত্তর,

‘ কিছু না।’

পিউ বিস্ময়াহত হয়ে বলল, ‘ খেয়ে ফেলবে তো। আপনার ক*ষ্ট হবে না?’

তার গম্ভীর জবাব, ‘ না। ক*ষ্ট হওয়ার কী আছে?’

পিউয়ের হাসি হাসি ভাব,চেহারার ভাঁজে লুকানো দুষ্টুমি হুরহুর করে তৎক্ষনাৎ পালায়। কোথায় ভাবল,ধূসর ভাই বকবেন,ক*ষ্ট পাবেন। সিনেমার মত মুখ চে*পে ধরে খুব মায়া করে বলবেন,

‘খবর-দার পিউ! এসব অলুক্ষনে কথা একদম বলবিনা। ‘

অথচ তার কিছুই এসে যায়না? পিউ চূড়ান্ত আ*হত হলো। মনে মনে

চাইল,সত্যিই একটা শার্ক আসুক। তাকে গি*লে খাক।

তখন ইকবাল উল্টোদিক থেকে একটু উচু কণ্ঠে বলল

‘ আরে পিউ, তুমি ওর কথায় কান দিওনা। আমি বলছি শোনো,তোমাকে শার্ক টেনে নিলে,ধূসর পেটের মধ্যে গিয়ে, ঢিশুম ঢিশুম করে তোমায় বের করে আনবে, বুঝলে?

পুষ্প হু হা করে হেসে উঠল শুনে। কিন্তু পিউ হাসলো না। তার মনটাই খা*রাপ হয়ে গিয়েছে। শুধু বিড়বিড় করে আওড়াল,' আনরোমান্টিক!'মারিয়া তিঁতিবিরক্ত। অফিসের বসটাকে যদি কয়েকটা লা*থি,ঘু**ষি দিতে পারত,মনঃপুত হতো তার। এতগুলো মেয়ে কাজ করে এখানে,অথচ লোকটার হুশ -জ্ঞান নেই? এমন রাত করে কেউ

মিটিং ডাকে? ছুটি দেয়? মেয়েগুলো বাড়ি যাবে কী করে ভাবলো না? রাস্তার পাড়ে ফেলে রাখা টুকরো টুকরো ইট গুলো দেখে ইচ্ছে হলো ভদ্রলোকের মাথায় মা*রার। এমনিতেই নয়টার পর বাসে সিট পাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া একটা মেয়ের পক্ষে কতটা ভোগান্তির সেই জানে! তার মধ্যে ভদ্র লোকের মুখোশ পরা, গায়ে হাত

দিতে পঁটু লোক গুলো তো আছেই। বাসে উঠতেই মন চায়না মাঝে মাঝে। সেখানে দশটা পার হয়েছে ঘড়িতে। কী করে যাবে সে? এই হুটহাট মিটিং ডাকার নিয়ম আগে জানলে চাকরিই নিতোনা। না খেয়ে রইলেও না। মারিয়া মনে মনে মুখ ঝামটা দিতে দিতে স্টেশনের দিক হাঁটে। রাস্তায় দু একজন লোক ছাড়া কেউ নেই। গাড়ি চললেও সব হুশ

হুশ করে উড়ে যাচ্ছে পলকে। এই মুহুর্তে সাদিফ আর তার বাইক টাকে প্রচন্ড মিস করল সে। এই জন্য বলে,আ*গুন আর বরফ একসাথে হতে নেই। সাদিফের দুদিনের সঙ্গ যে তার মনটা টুপ করে নিয়ে যাবে,জানলে ও-মুখো হতোই না। মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাসলো নিজের ওপর বিদ্রুপ করে।‘সত্যি,শেষে এমন একজন কে

মন দিলি মারিয়া,যার মনে অন্য কেউ। ‘

সে হাঁটার মধ্যেই আচমকা পেছনে ক’জোড়া পায়ের শব্দ আসে। যেন অনেকে হাঁটছে। মারিয়া সতর্ক চোখে ঘুরে চাইল। সেদিনের সেই ছেলে তিনটিকে দেখেই ঝুলে গেল চোয়াল। ওরা কী ফলো করছে ওকে? মারিয়া হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো তাৎক্ষণিক। । পায়ের শব্দও

বাড়ল ওমনি। মানে, ওরাও জোরে হাঁটছে?

মারিয়া ঘামতে থাকে বুঝতেই। কাঁ*পছে তার হাত পা। বাতাসের গতিতে হাঁটছিল যখনই,আচমকা ছেলে তিনটে পথরোধ করে দাঁড়াল ওর।

মেয়েটার হৃদপিণ্ড থমকে গেল সেখানেই। ওদের শরীর থেকে মদ আর সিগারেটের মিশ্র গন্ধে গুলিয়ে

এলো গা। একজন বলল,‘ এই মেয়ে,এত দেমাগ কীসের হ্যাঁ? দেখলেই পালাতে চাও দেখছি। কেন,আমরা কী বাঘ,খেয়ে ফেলব তোমাকে?’

বাকী দুজন হুহা করে হেসে ওঠে কথাটায়।

মারিয়ার হাঁটু কাঁ*পছে। তাও কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল,

‘ পথ ছাড়ুন।’

‘ আরে ছাড়ব তো। আমাদের কাজটা হয়ে যাক,ছেড়ে দেব। দরকার পরলে বাড়তে গিয়ে দিয়ে আসব।’

মারিয়া ভ*য়ে শেষ। শুকনো অন্তরা*ত্মা নিয়ে শুধাল,

‘ ককী কাজ?’ ককী কাজজের ককথা বললছছেন আপনারা?’

দ্বিতীয় জন বলল,

‘ আরে এত তোঁতলাচ্ছো কেন? আমাদের দেখতে কী বাজে ছেলে মনে হয়? আমরা ভীষণ ভালো ছেলে বুঝলে? আর ভালো ছেলেদের জন্য দরকার একটা ভালো মেয়ে। এই যেমন তুমি।’

বলেই খপ করে হাতখানা চে*পে ধরল ওর। মারিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে। ভয়ে বাকরুদ্ধ। তাও, চোখ রা*ঙিয়ে বলল,‘ হাত ছাড়ুন আমার। ‘

‘ বললাম না,কাজ শেষে ছাড়ব। চলো...’

টান বসাতেই হুলস্থূল বাঁধিয়ে হাতটা কা*মড়ে ধরল মারিয়া। ছেলেটা ব্য*থায় ‘আআআ ‘ বলে চেঁচিয়ে ওঠে। হাত ছেড়ে দেয় মুহুর্তে। বাকী দুজন চোখ দুটো মারবেলের মত করল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই উলটো ঘুরে দৌড় লাগাল মারিয়া। ‘ধর শালিরে’ বলেই

ছেলে গুলোও ছুট লাগাল পেছনে। সুপ্রসন্ন ভাগ্য থাকলে যা হয়! মেয়েটা পড়তে পড়তে পড়ল একবারে সাদিফের বাইকের সামনেই। রীতিমতো ধা*ক্কা খেয়ে উলটে পড়ল রাস্তার ওপর। সাদিফ ফটাফট বাইকে ব্রেক ক*ষে। মারিয়াকে দেখেই ‘শীট ‘বলে স্ট্যান্ড ভিজিয়ে নেমে আসে। ছেলে তিনটে দূর থেকে এক্সিডেন্টের দৃশ্যে

দাঁড়িয়ে গেল। দ্বিধাদ্বন্দে ভুগল এগোবে কী না!

মারিয়া একে ভ*য়ে কাঁপছিল,দ্বিতীয় বাইকের ধা*ক্কা। একেবারে চোখ বুজে নেতিয়ে রইল পীচের ওপর। সাদিফ ছুটে গিয়ে কাছে বসল। গাল চা*পড়ে হড়বড় করে, ডাকল,‘ ম্যালেরিয়া,মিস ম্যালেরিয়া!’

মারিয়া ত্রস্ত চোখ খোলে। স্থিরচিত্রের ন্যায়, সামনে সাদিফের মুখটা ভেসে

উঠল তখন। অথচ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলল,
‘ আমি কি বেঁচে আছি? ‘
সাদিফ চোখ-মুখ গোছাল। তার মেজাজ এমনিতেই তুঙ্গে। মোটা কণ্ঠে বলল,
‘ বেঁচে আছেন মানে?’
মারিয়ার কপালের ভাঁজ হাওয়া। ভ*য়টাও উধাও। উলটে স্ফূর্ত কণ্ঠে বলল, ‘ আপনি আমার কথা শুনতে

পাচ্ছেন? তার মানে আমি বেঁচে আছি। প্লিজ আমাকে তুলুন। ‘

সাদিফ বিরক্ত হলেও,টেনেটুনে ওকে সোজা করে দাঁড় করাল। ভীষণ কৌতুহল সমেত শুধাল,

‘ সব সময় খালি ছোটেন কেন? আর ছুটতে ছুটতে এসে আমার সামনেই পরেন। ব্যাপার কী? ‘

মারিয়া কাঁধ ব্যাগটা বুকের সাথে চে*পে ধরে আশেপাশে তাকাল।

একটু দূরে ছেলেগুলোকে দেখেই আঁত*কে বলল,‘ ওই দেখুন,ওরা যায়নি এখনও। ‘

তার চোখ অনুসরন করে তাকাল সাদিফ। শুধাল, ‘ কারা ওরা?’

‘ ওরা বখাটে। সেদিনও আমাকে টিজ করেছিল,আর আজ আমার হাত চে*পে ধরেছে। নিয়ে যাচ্ছিল কোথাও। আজে-বাজে কথাও বলেছে।’

তার বলার ভঙ্গি যতটা অশান্ত,সাদিফ ততোধিক শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ ও আচ্ছা।’

মারিয়া হতবাক হয়ে বলল, ‘ ও আচ্ছা মানে? ওরা আমাকে আজে-বাজে কথা বলেছে,হাত ধরে টেনেছে, আপনি কিছু বলবেন না?’‘ আপনার হাত ধরে টেনেছে,আমি কী বলব?’

সাদিফ কাঁধ উঁচায়। বড় নিষ্পৃহ সে। আবার বলল,

‘ আর সুন্দরী মেয়ে দেখলে ছেলেরা এরকম করে। এগুলো নরমাল।’

মারিয়া আশ্চর্য না হয়ে পারল না। রু*ষ্ট চোখে একবার ছেলেগুলোর দিক তাকায়। ওরা নিজেদের মধ্যে গুজুরগুজুর করছে। সে যদি ছেলে হতো না,এক্ষুনি সবকটাকে রাম ধোলাই দিয়ে ভুলিয়ে দিতো বাপের

নাম। তারপর চোখ বুজে দম ছেড়ে, শান্ত করল নিজেকে। পুনরায়, সাদিফের দিক ফিরে বলল,

‘ আপনার উচিত একটা মেয়ের সম্মানহানীর প্রতিবাদ করা। অন্তত ওদের গালে দু চারটে থা*প্পড় বসানো।’

সাদিফ অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল, ‘ আপনার জন্য শুধু শুধু মারা*মারি করতে যাব কেন?’

মারিয়া দ্বিগুন আশ্চর্য হয়। এটা কী ধূসর ভাইয়ের ভাই? উনি হলেত বলতেও হতোনা। শুনেই ঘা দিয়ে চলে আসতেন।তারপর মাথা ঠান্ডা করে বলল,

‘ ঠিক আছে, শুধু শুধু মারা*মারি করতে হবে না। ওই তিনটাকে মা*রার জন্য আমি আপনাকে তিনশ টাকা দেব। ‘

সাদিফ হতভম্ব চোখে চাইতেই বলল, ‘ পাঁচশ দিলে তো মা*রবেন? যান মা*রুন।’

সে কিছুক্ষণ আহাম্মকের মত চেয়ে রইল। আচমকা হেসে উঠল শব্দ করে। গত চঁব্বিশ ঘন্টায় কেবল মাত্র হাসি উঁকি দিলো ঠোঁটে। হাসতে হাসতেই বলল,

‘ মানুষ মা*রার সুপাড়ি দিচ্ছেন?

এদিকে, প্রথম ছেলেটি,পাশেরটাকে জিজ্ঞেস করল,

‘ যাবি? ঠিক কইরে ভাইবা ক।’

‘ আরে ভাবার কী আছে? ও একলা,আর আমরা তিনজন। দুই ঘা লাগবে শোয়াইতে। চল।’

‘ আচ্ছা চল,সাথে ছু*রি টুরি থাকলে বাইর কর,মাইয়াডারে আজকে লাগবোই।’

তারপর তিনজন হাতা গোটাতে গোটাতে এগোলো। একজন পকেট থেকে বের করল ছোট সাইজের ধারাল ছু*রি। মারিয়া উত্তর দিতে গেলে,ওদের আসতে দেখেই এক লাফে সাদিফের পেছনে গিয়ে লুকায়। শার্ট খামচে ধরে অনুরোধ করে,' ওই যে আসছে,প্লিজ কিছু করুন।'সাদিফ ঢোক গিলল। মনে মনে বলল,

‘ এত কাছে আসবেন না মারিয়া! কেমন যেন লাগে আমার।’

ততক্ষণে

ছেলে তিনটে কাছে এসে দাঁড়ায়। সাদিফ হেলমেট খুলে হাতে নিলো। প্রথম ছেলেটি,পেছনের জন থেকে ছু*রিটা এনে, স্বীয় থুত্নীতে ঘষতে ঘষতে বলল,

‘ কী হিরো? কী করো এই মাইয়ার লগে? এত রাইতে মাইয়া মানুষ

লইয়া আমাগো এলাকায় দাঁড়াইছো,কলিজায় মেলা সাহস।'

সাদিফ হেসে বলল, ' তা একটু আছে।'

ছেলেটি রে*গে ছু*রিটা তাক করে বলল,

' ওই কথা কম। চুপচাপ মাইয়াটারে আমাগো হাতে তুইল্লা দিয়া ফোট, নাইলে এক কো*পে জ্যান্ত....'

শেষ করার আগেই, হেলমেট দিয়ে কষে ওর মাথায় বারি মা*রল সাদিফ। ছেলেটা একবার চক্কর কে*টে চোখ উলটে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছু*রিটা ছিটকে পরে নিখোঁজ হলো। বাকী দুইজন ভ*য়ার্ত চোখে দেখে ‘পালা, পালা’ বলে ছুট লাগায়। মারিয়া ভ*য়ে মুখ চে*পে ধরেছে। সাদিফ নিজেও চমকে গেছে। এই সামান্য ঘা*য়ে কেউ

লতিয়ে পরে? ম*রে গেল না তো? হুটোপুটি করে ছেলেটার পাশে বসে ডাকল,‘ এই শুনছেন? এই, এই আরে এই?’

মারিয়া বিস্ময়ে কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল,

‘ আপনার গায়ে এত জোর?’

সাদিফ দিশেহারা ভঙ্গিতে বলল,

‘ এই ছেলেটা উঠছে না কেন? র*ক্ত ও তো বের হয়নি। হলো টা কী?

মারিয়া বলল,
‘ অসভ্যটা ম*রে গেছে মনে হয়। ভালোই হয়েছে। চলুন পালাই।’
সাদিফ হকচকিয়ে তাকাল, ‘ কী বলছেন? একটা হেলমেটের বারিতে মানুষ ম*রে? ‘
মারিয়া কি করবে বুঝলো না। ছেলে দুটো পালিয়েছে না,আরো লোক ডাকতে গিয়েছে কে জানে! সে তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে পানির

বোতল বের করল। ঝরঝর করে ঢেলে দিলো ছেলেটার মুখের ওপর। সাদিফের গায়েও ঝাপ্টা লাগল পানির। বিরক্ত চোখে তাকাল সে। অথচ অজ্ঞান ছেলের চোখদুটো নড়েচড়ে উঠল এতে।

ওমনি মারিয়া তাড়াহুড়ো কণ্ঠে বলল,‘ এই বেচে আছে, বেচে আছে। এবার চলুন পালাই। ‘

সাদিফ তাও উঠল না। সে বলদ বনে গেছে। মারিয়া অধৈর্য হয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলল। টেনেটুনে বাইকের কাছে এনে বলল,

‘ প্লিজ চলুন! ওরা আরো লোকজন নিয়ে এলে দুজনেই মা*রা পরব।’

এতক্ষণে জ্ঞানে এলো সাদিফ। হেলমেট হাতে নিয়েই বাইকে উঠল। মারিয়াও ব্যস্ত ভাবে উঠে বসল পেছনে। এরপর ধোঁয়া ছুটিয়ে

পালাল দুজন।পুষ্পর মুখ জিরোচ্ছে না। সাগর পাড়ে যত রকম খাবার পাওয়া যাচ্ছে গাল ভরে খাচ্ছে সে। এদিকে পিউ চেয়েও দেখছে না সেসব। তার মহাবি*রক্তি ভাবমূর্তি। ধূসরের ওপর মনে মনে ভীষণ চটেছে আজ। খাবেনা,কিচ্ছু খাবে না। কথাও বলবে না। বোমা মে*রে উড়িয়ে দিলেও না। পিউ বুকের সাথে হাত গুঁজে, মুখ ভাঁড় করে

দাঁড়িয়ে থাকল। পুষ্প প্লেটে ফিশ ফ্রাই নিয়ে অমৃতের মত চিবোচ্ছে। ধূসরকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। ট্রলার জার্নি শেষ করে,বালুতে পা ছোঁয়ার পর খোঁজ নেই। ধারেকাছেই থাকবে হয়ত। পুষ্প খাবার অল্পটুকু তুলে ইকবালকে খাইয়ে দিলো। বিপরীতে খাওয়ালো সেও। পিউ এই দৃশ্যে মন খা*রাপ করে ফেলল আরও। ধূসর ভাই এরকম জীবনেও

করবেন না। খাইয়ে দেওয়া তো দূরের কথা।

পুষ্প খেতে খেতে আরেকবার ডাকল, ‘ এই পিউ,আয় না। খেয়ে দ্যাখ, মজা আছে তো।’‘ তুই খা।’

ইকবাল বলল, ‘ ওর কী হয়েছে বলোতো!’

‘ জানিনা গো। ধূসর ভাই ঘটিত ব্যাপার তো,উনি ছাড়া ঠিক হবেনা মনে হয়।’

‘ দাঁড়াও,আমি গিয়ে গুছিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসছি।’

ইকবাল হাতা ভাঁজ করতে করতে এগিয়ে গেল। টেনে টেনে ডাকল,

‘ পিউপিউ!’

পিউ চোখা নেত্রে তাকায়। ইকবাল চমৎকার হেসে বলল,

‘ কার ওপর এত রা*গ? ধূসরের?’পিউ উত্তর দিলো না। তার প্যাঁচার মত মুখ দেখে ইকবাল

থুতনী ধরে নিজের দিক ফেরাল। মায়া মায়া গলায় বলল,

‘ আহা,এই সুন্দর মুখে মেঘ মানায় না শালিকা। কী হয়েছে ভাইয়াকে বলবে না?’

পিউ ঠোঁট ওল্টায় সহসা। বাচ্চাদের মত হাবভাব করে চেহারার। চোখেমুখে প্রচন্ড দুঃ*খ ফুটিয়ে বলে,

‘ আপনি কত ভালো ভাইয়া! কত রোমান্টিক! আপুকে কত

ভালোবাসেন! আর আপনার বন্ধু? একটা আনরোমান্টিক,একটা নিরামিষ, পঁচা পান্তাভাত। প্রেমের প ও বোঝেন না। কী বললে,কী করলে আমি খুশি হব,আমার ভালো লাগবে তাতো একেবারেই না। খালি ধম*কাবে,বক*বে,চোখ পাঁকাবে,আর উনিশ থেকে বিশ হলেই ঠাস ঠাস করে মে*রে দেবে।'

ইকবাল বিজ্ঞের ন্যায় মাথা দুলিয়ে বলল,‘ হুউউউ,এতো ভারী অন্যায়।’
পিউ বলল
‘ ওসব ছাড়লাম। ওনার বকা-ঝকাতে আমার একটুও খা*রাপ লাগে না। রা*গ ও হয়না। কিন্তু বাকী সব? একটু ভালো করে কথা বললে কী হয়? ‘
ইকবাল আবার মাথা দোলাল। হা করতে গেলে ওপাশ থেকে ধূসরকে

আসতে দেখা যায়। তার হাতে তিনটে আইসক্রিম। ওদের দেখে কাছে এসে, ইকবালকে দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ তোর আর পুষ্পর। ‘

তাকে দেখেই পিউ সন্তর্পনে গাল বেকিয়ে আরেকদিক ফিরে থাকে। ইকবাল ওর দিক একবার দেখে আবার ধূসরের দিক তাকাল। ধূসর তাগাদা দিল,‘ কী? ধর।’

ইকবাল জ্ব*লন্ত কণ্ঠে বলল,
‘ রাখ তোর আইসক্রিম। আগে তুই আমাকে এটার উত্তর দে,এইভাবে আমার প্রেসটিজ পাংকচার করছিস কেন?’
ধূসর বুঝতে না পেরে বলল, ‘ মানে?’
‘ মানে,এই যে আমি,কী অমায়িক একটা মানুষ! রোমান্টিক,ভালো,আরো কত কী!

আর তুই আমার বন্ধু হয়ে কিচ্ছু শিখলিনা?’

পিউ তড়িৎ বেগে তাকাল। ইকবাল ভাই কী আবার সব বলে দেবেন না কী!

হলোও তাই। ইকবাল গড়গড়ে ভঙ্গিতে বলল,

‘ তুই যে একটা আনরোমান্টিক,একটা নিরামিষ,একটা

পঁচা পান্তাভাত, পিউ না বললে তো জানতেই পারতাম না। ‘

পিউ হা করে ফেলল ঠোঁট। আত*ঙ্কে সাদা হয়ে গেল মুখবিবর। ধূসর তব্দা খেয়ে, তাজ্জব বনে তার দিক তাকাতেই ঘন ঘন দুপাশে মাথা নেড়ে বোঝাল, ‘ সে কিছু বলেনি।’ইকবালের এত সবে কিচ্ছু এলো -গেল না। ধূসরের কাধে হাত

রেখে জ্ঞান দেয়ার মত হাবভাব করে বলল,

‘ দ্যাখ ভাই, আমার সম্মান রাখার দায়িত্ব তোর। আমার মত না হোক, একটু তো রোমান্টিক হ। যাতে তোর প্রেমিকা বলতে না পারে যে, তুই প্রেমের প ও বুঝিস না।’

ধূসর ভ্রুতে ভাঁজ নিয়েই পিউয়ের দিকে চেয়ে থাকল । ঘাড় চলে গেছে একপাশে। পিউ মনে মনে কটমট

করল ইকবালের ওপর। কেন যে বলতে গেল ওসব! সে ফিরেও দেখল না পিউকে। নিরুদ্বেগ ভাবে ধূসরের হাত থেকে আইসক্রিম দুটো নিয়ে বলল,

‘ আহারে গলে যাচ্ছে তো!যাই, মাই লাভ কে দিয়ে আসি।’

তারপর হেলেদুলে,আনন্দ সমেত জায়গা ত্যাগ করল। ঠোঁটে হাসি ধরছে না। পুষ্পর কাছে যেতেই সে

আগ্রহভরে শুধাল, ‘ কী হয়েছে?’ইকবাল দুষ্টু হাসল শুধু। পিউ ওড়নার মাথা আঙুলে প্যাঁচাচ্ছে। মাথাই তুলছে না। আঁদোল সংকীর্ণ। ইকবাল ভাই এইভাবে ধোঁ*কা দেবেন কে জানত! এখন কী হবে? দৌড়ে পালাবে এখান থেকে? সে হাঁস*ফাঁস করল কিছু সময়। তখনই শোনা গেল ধূসরের নিম্নভার কণ্ঠ,

‘ আমি আনরোমান্টিক? ‘পিউ ভী*ত লোঁচনে চাইল। আমতা-আমতা করে বলতে গেল কিছু। এর মধ্যে ধূসর দুরুত্ব ঘুচিয়ে দাঁড়ায়। একেবারে ছুঁইছুঁই হয় তার শরীরের সঙ্গে। পিউ ঘা*বড়ে গেল। বুকের কম্পন জোড়াল। জ্বিভে ঠোঁট ভিজিয়ে কাঁ*পা- কাঁপা পল্লবে তাকায়। ধূসরের পূর্ন দৃষ্টি তার ওপর।

পরপর ঠোঁট এসে ভেড়ে ওর কানের পাশে। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে,

‘ একটু কাছে এলেই তো হাঁপানি রোগীর মত ছ*টফট করিস। রোমান্টিক হলে সুস্থ থাকবি?

‘সমুদ্রের কোল ঘেঁষে সূর্য ডু*বেছে। এইত,কিছুক্ষণ হলো। প্রকৃতির এই অদ্বিতীয় সৌন্দর্য ব্যগ্র লোঁচনে উপভোগ করেছে ওরা। পিউয়ের নেত্রপল্লবই পড়ছিল না। প্রথম দিকে

সূর্য ডুবছেনা কেন,সেই নিয়ে বিরক্ত হলেও,ধীরে ধীরে নিজেই তলিয়ে গেল মনোহারিতায়। সে চুপ রইলেও পুষ্প মুগ্ধ হয়ে আওড়াল, ‘ ওয়াও,কী সুন্দর!’

এরপর চারিধার ঘিরে অন্ধকার নামল। বীচেও যেন হুরহুর করে বাড়ছিল লোক। বাড়তে থাকল অসংখ্য ভ্যানের ভীর। ধূসর আর

কিছুতেই ওদের রাখবেনা ওখানে।
বলল,
‘ ঘুরেছি অনেক,চল এবার।’
পুষ্প আরো থাকতে চেয়েছিল।
সমুদ্রেও নামা হলো না আজ।
আসতে আসতে বিকেল হওয়ায়
ইকবাল নামতে দেয়নি, ঠান্ডা লাগবে
বলে। কিন্তু
কড়া কণ্ঠের কাছে তার আবদার যে
আর টিকবেনা সে জানে। ঠোঁট

উলটে চুপ করে থাকল। চারজন গাড়িতে উঠল। ধূসর সবাইকে শুধাল,‘ খেয়ে যাবি? না খাবার নিয়ে যাব?’

ইকবাল বলল, ‘ খেয়ে যাই।’

পুষ্প ও স্বায় দিলো। ধূসর আড়চোখে তাকাতেই পিউ অবিলম্বে মাথা নীচু করে ফেলল। পুষ্প বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল,

‘ কী রে? এখানে খাবি? না হোটেলে যাবি?’

সে সময় নিয়ে জানাল,’ সবাই যা বলবে।’

ধূসর বাইরের দিকে ফিরল। কক্সবাজারে আগেও এসেছে সে। পার্টি অফিস থেকে প্রতি বছর আয়োজিত বনভোজনের তাগিদে একবার ঘুরেছিল এখানে। ইকবালের ও তাই। ওইজন্যে

কোনাকানি মোটামুটি পরিচিত ওদের।

জায়গার বলে দেওয়া নাম অনুযায়ী চালক গাড়ি থামালেন। একটা তকতকে, শোধিত রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। অথচ এখানেও ভীর। টেবিল খালিই নেই বলতে গেলে। একজন ওয়েটার এগিয়ে এলেন ওদের দেখে। বসার জায়গা দিতে না পেরে বিনম্র গলায় বললেন,' স্যার একটু

অপেক্ষা করুন,টেবিল এক্ষুনি খালি হবে।’ধূসর মাথা নাড়ল। ওদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পিউ কাঁচের দেয়ালের পাশে লাগানো টেবিল গুলোর দিক চকচকে নয়নে চেয়ে আছে। ভীষণ চাইছে, ওগুলো একটা খালি হোক! তবে ওখানে বসে সমুদ্র দেখবে আর খাবে। এর মাঝে এক বয়স্ক লোক হাতে ধুঁয়ে ফেরত এলেন। ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার

সময় ইচ্ছে করে ধা*ক্কা দিলেন পিউকে। রোগা শোকা,বেখেয়ালে থাকা মেয়েটা সেই ধা*ক্কায় পুষ্পর ওপর হেলে পরল । রা না করে ঠোঁট উলটে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। এত জায়গা থাকতে ওর গা ঘেঁষেই যেতে হলো?

অথচ ধূসর ক্ষি*প্ত বাঘের ন্যায় ফিরল তার দিকে। ভীষণ ক্ষো*ভে

চোখ দুটো জ্ব*লে উঠেছে। চেঁচিয়ে ডাকল,

‘ এই দাঁড়া।’

চিৎকারে কেঁ*পে ওঠে পিউ-পুষ্প। কিন্তু লোকটা শোনেনি। হেলেদুলে হেঁটে নিজের টেবিলের কাছে গিয়েছে সে। ইকবালের মেজাজ ও তেঁতেছে। দুবোন ভীত চোখে একে অন্যকে দেখল। ধূসরের হাবভাব নিয়ে ভ*য় হচ্ছে। কিন্তু ইকবাল

শান্ত, পরিস্থিতি বোঝে। ধূসরকেও চেনে। ওকে থামাতে বলতে গেল,' ধূসর এখানে এখন....

সে শুনলে তো! হনহন করে গিয়েই লোকটার কলার ধরে নিজের দিক ফেরাল। টেবিল থেকে টিস্যু তুলে হাত মুছছিলেন তিনি। বয়সে আজমলের ধারেকাছে হবেন। আকষ্মিক ঘটনায় ভ্যাবাচেকা খেলেন। টেবিলে বসা আরও দুজন

ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকালেন। লোকটা নিজের কলার ধরা ওর হাতের দিক চাইল একবার। ধূসর সোজাসাপটা শুধাল,

‘ তুই ওকে ধা*ক্কা দিলি কেন?’

সেই শীতল স্বরের প্রশ্ন রেস্তোরাঁর সব কানায় পৌঁছায়। সবার মনোযোগ নিক্ষেপ হয় এদিকে। খাওয়া রেখে উৎসুক নজরে তাকিয়ে

থাকল সকলে। ইকবাল গিয়ে ধূসরের পাশে দাঁড়ায়।

লোকটি না জানার ভাণ করে বলল, ‘ ককাকে?’

ধূসরের মেজাজ খারাপ হলো আরও। লাল চোখে চেয়ে বলল, ‘ নাটক করছিস? মেয়ে দেখলেই ধা*ক্কা মা*রতে মন চায়? “ মানে কী আশ্চর্য! রাস্তায় চলতে গেলে একটু আধটু এমন ধা*ক্কা লাগতে

পারেনা? হয়ত তাই...। আর আপনি তুই তোকারি করছেন কেন? এটা কেমন ভদ্রতা?

গলার স্বর উঁচু করলেন তিনি।

ধূসরের মেজাজ আরো চটে গেল। পাল্টা চেঁচিয়ে বলল,

‘ বেশ করছি। তুই ওকে ধা*ক্কা মারলি কোন সাহসে? কোনটা ইচ্ছে অনিচ্ছের আমি বুঝিনা?’

অচেনা জায়গায় এমন ধৃষ্টতায় ঘাবড়ে গেলেন উনি। ধরেই নিলেন এ স্থানীয় ছেলে। নাহলে বেড়াতে এসে ছেলেপেলে এমন ঝামেলায় জড়ায় না। সাথে দু দুটো বলিষ্ঠ যুবককে খেয়াল করে ভীত হলেন। ছোট করে বললেন,

‘ আমি দেখিনি।’

ধূসর তাও কলার ছাড়ল না । রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষ লোকজন এসে

কাছে দাঁড়িয়েছে। পিউকে আঙুল দিয়ে দেখাল ধূসর। ভ*য়ে মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ঢোক গি*লছে বারবার। ধূসর লোকটাকে আদেশ দিলো,‘ সরি বল ওকে!’

ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন উনি। এরকম হবে জানলে ভুলেও এমন করতেন না। পাশই মা*রাতেন না। ওনার সাথে আসা অফিস কলিগরা হা করে চেয়ে আছেন।

পুরো রেস্তোরাঁ দেখছে তাকে। মান ইজ্জ্বতের এরুপ ধ্বং*সলীলা অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত। চোখ নামাতেই ধূসর অধৈর্য হাতে কলার ঝাঁকাল । হু*ঙ্কার দিলো,

‘ সরি বল!’

লোকটা সময় নিলো,তবে আস্তে করে বলল, ‘ সরি!’

তখন হাত হ্যাঁটাল ধূসর। দম ফেলল। তারপর গটগট করে চলে এলো পিউদের কাছে।

‘ খাব না এখানে, চল।’

বলল, সাথে পিউয়ের হাত টেনে নিজের কাছে নিয়ে এলো। তখন পুষ্পকে দেখে কাঁধ থেকে হাত সরিয়েছিল,অথচ এখন এত এত মানুষের মধ্যেই ওকে নিজের সাথে পেঁচিয়ে হাঁটা ধরেছে। মেয়েটা দুচোখ

ছাপানো বিস্ময় সমেত তার শক্ত চিবুকটা একযোগে দেখে যায় । বাকরুদ্ধ সে,হতবিহ্বল।পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ইকবাল, পুষ্পকে হা হুতাশ ভঙ্গিতে বলল,

‘ সাহস দেখেছো? ব্যাটা আস্ত একটা জল্লা*দ! ভয়ড*র নেই।’

পুষ্প চাপা কণ্ঠে বলল, ‘ তুমিত একটা ভীতু! ভেড়ার মত ভাইয়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে।’

ইকবাল বলল,’ কই পেছনে? আমি আমার বন্ধুর পাশে ছিলাম। একটা ঝামেলা হলে প্রস্তুত ও ছিলাম, একশন নেওয়ার। ফোন ও বের করে রেখেছিলাম বুঝলে!’

পুষ্প তাও মুক বাঁকাল। তারপর নিমিষেই হেসে বলল,

‘ ভাইয়া কত পসেসিভ দেখেছো? সামান্য একটু ধা*ক্কায় কী রিয়্যাক্ট করল বাবাহ! কত্ত ভালোবাসেন

আমার বোনটাকে।" ধা*ক্কাটা সামান্য হলেও লোকটা ইচ্ছে করে দেওয়ায় ক্ষেপেছে বেশি। ওইটুকু মেয়ে,মধ্যবয়সী একটা লোক তাও অসভ্যতা করলো? ওর মেয়েইত পিউয়ের বয়সী হবে। এদের কী বিবেক-জ্ঞান নেই?'

' পৃথিবীতে সবাই কি এক হয়? যেমন ওদের মত পুরুষ আছে, তেমন আমার বাবা,চাচ্চু আর

তোমার,আর ধূসর ভাইয়ের মতোও আছে। আর আমি হচ্ছি সবচাইতে লাকি। কারণ সব ভালো মানুষ গুলোকে আল্লাহ আমার ঝুলিতে ফেলেছেন।'

ইকবালের ঠোঁট দুদিকে আমুদে ভঙিতে সরে গেল।

এর মধ্যে ম্যানেজার লোকটি অনুনয় শুরু করলেন ধূসরকে। ' স্যার স্যার 'বলে কয়েকবার ডাকলেন। ও

ফিরেও দেখল না। পিউকে সাথে জড়িয়েই লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা হিমশীম খেল সেই কদমে তাল মেলাতে। তাতে কী? ধূসর ভাইয়ের গায়ে মিশে থাকাই সবচাইতে জরুরি এখন।

রেস্তোরাঁর মানুষ গুলো গোলগোল চোখে দেখে গেল শুধু। কানা ঘুষাও বাদ রইল না। অত কিছু কে পেছনে রেখেই ধূসরদের গাড়ি হাওয়া হয়।

মারিয়া আজ সাদিফকে ছাড়ল না। জোর করে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বাড়িতে নিয়েছে। বিশেষ করে ইমোশোনাল কথাবার্তায় গলে গিয়েছে সাদিফ। প্রথমে সে কিছুতেই বাড়ির ভেতর যাবে না। কিন্তু যখন মারিয়া মন খারাপ করে বলল,

‘ আমরা গরীব বলে যেতে চাইছেন না তাইনা?’

প্রকান্ড অস্বস্তি হলো তার। সেতো এরকম কিছু ভাবেইনি। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে নেমে এসে বলল,

‘ চলুন।’

কলিংবেলের শব্দ পেয়ে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেলেন রোজিনা খাতুন। দরজা খুলে মেয়ের সাথে একটা অপরিচিত মুখ দেখে অপ্রস্তুত হলেন। উত্তর খুঁজতে মেয়ের দিক চাইলেন। মারিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল,

‘ মা,উনি আমার বস সাদিফ। ওনার আরো একটা পরিচয় আছে,উনি ধূসর ভাইয়ের ভাই।’

সাদাফ সালাম দিলো। রোজিনা উত্তর নিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন,‘ আসুন, আসুন,ভেতরে আসুন।’

সে ভেতরে এসে বলল,

‘ আন্টি আমাকে তুমি করে বলবেন,আমি আপনার ছেলের মত। ‘

রোজিনা তার সদাচরণে বিমুগ্ধ হলেন। মেয়ের দিক চাইতেই মারিয়া হাসল। তারপর নিজেও হেসে বললেন,

‘ ঠিক আছে। বসো বাবা,বসো।’

সাদিফ বসল। তাকে ভীষণ অপ্রতিভ লাগছে। কখনও এরকম মেয়েদের বাসায় যায়নি। কোনও মেয়ে ক্লাশমেটদের বাড়িতেও না। মারিয়াই

প্রথম। সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, রোজিনা বললেন,

‘ তুই গিয়ে ফ্রেস হ। আমি ওকে চা দিচ্ছি।’

মারিয়া তড়িঘড়ি করে কাধ ব্যাগ নামিয়ে বলল,

‘ না না মা,আমি দিচ্ছি।’তারপর রান্নাঘরে ছুটে গেল। রোজিনাও পেছনে গেলেন। সাদিফ বসে বসে আশেপাশে তাকাল। তিন কামড়ার

ফ্ল্যাট,তবে খুব একটা বড় নয়। ছোটখাটো ফ্রিজ,টেলিভিশন সবই আছে,কিন্তু পুরোনো, বেশ আগের। তবে গোছালো,পরিপাটি খুব। তারপর চোখ পড়ল দেয়ালে। মারিয়াদের ফ্যামিলি ফটো ঝোলানো সেখানে। রওনাক,তার বাবা,রোজিনা আর সে। রওনাক কে দেখে অবাক হয় সাদিফ। ওকে সে চেনে। ধূসরের সাথে অনেকবার দেখেছিল।

উনিতো মা*রা গিয়েছেন। তবে,উনিই মারিয়ার ভাই? সেজন্যেই মেয়েটা এই বয়সে চাকরি করছে? সাদিফ উঠে এলো। এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। বহু আগের মারিয়া এখানে। বোঝাই যাচ্ছে তার শৈশবের ছবি এটি। পড়নে ফ্রক,দুপাশে দুটো ঝুটি। কী শুকনো! হাসির মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে পোঁকে খাওয়া দাঁত। সাদিফ হেসে

ফেলল। এই অর্ধেক সাদা -কালো দাঁতের মারিয়াকে দেখতে দারূণ লাগল তার। সে চটপট পকেট থেকে ফোন বের করে ক্যামেরা অন করল। শুধু মারিয়াকে জুম করে টুক করে ছবিটা তুলে নিলো ফ্রেমে। এর মাঝে ট্রেতে নাস্তা নিয়ে হাজির হলো মারিয়া। ওকে ছবির কাছে দেখে বলল,

‘ কী দেখছেন?’সাদিফ নড়েচড়ে তাকায়। ফোন পকেটে ভরে। দুষ্টুমি করে জানায়,

‘ আপনার পোঁকা আক্রান্ত দাত কপাটি দেখছিলাম।’

মারিয়ার হাসিটা কমে ঠোঁট চলে এলো উঁচুতে। ভীষণ দুঃখ নিয়ে বলল,

‘ আর বলবেন না,বাবার সাথে আমার ওই একটা ছবিই আছে।

তাই জন্যে ভাইয়া ওটাই বাধিয়েছিল।নাহলে এই দাঁত আমি কাউকে দেখাতাম না।'

বলতে বলতে সে এসে ট্রে টেবিলে রাখল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখল সাদিফ কাছে এসে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ এত কাছে দেখায় বক্ষ হেলেদুলে উঠল তার। এমন করে কী দেখছেন উনি?

তখনি সাদিফ বলল,

‘ এখন হা করুন তো, আপনার পোঁকা খাওয়া দাঁত গুলো দেখা যায় কী না একবার চেক করি!’

মারিয়া ঠোঁট ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু বলতে গিয়েও হেসে ফেলল। পালটা হাসল সাদিফও। সে বলল,

‘ প্লিজ বসুন,চা ঠান্ডা হয়ে যাবে। ‘

সাদিফ ঘুরে এসে বসল। চায়ের কাপ হাতে তুলে চুমুক দিয়েই বলল,

‘ বাহ,আপনার চায়ের হাত তো বেশ ভালো।’

প্রসংশা শুনে মারিয়া মাথা নামিয়ে স্বলজ্জিত হাসে। চা শেষ করেই সাদিফ উঠে দাঁড়ায়। হাতঘড়ি দেখে বলে,

‘ আজ আসি।’রোজিনা বেরিয়ে এলেন শুনে। বললেন,

‘ সে কী বাবা! নাস্তাতো কিছুই খেলে না। সব পরে আছে। আর এখন যাবে কেন,রাতে খেয়ে যেও।’

‘ না না আন্টি,আজ নয়,অন্যদিন। আজ তাড়া আছে।’

‘ ঠিক আছে,আবার এসো কিন্তু। ‘

‘ জি।’

সে দরজা অবধি যেতেই মারিয়া মিনমিন করে বলল,

‘ চলুন,এগিয়ে দেই।’

সাদিফ মানা করেনি। সে সামনে এগোতেই মারিয়া পিছু নিলো। নিশ্চুপ ভাবে দুজন গেটের কাছে আসে। মারিয়া গেটের লোহা আগলে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টি কাতর। সাদিফ কয়েক পা গিয়ে থামল,ঘুরে তাকাল। মিলন হলো এক জোড়া আকুল আর এক জোড়া দ্বিধাযুক্ত চক্ষুর। মারিয়া মৃদূ হাসলে,হাসি বিনিময় করে

সেও। তারপর উঠে বসে বাইকে। বলে, ‘ আসি।’

মারিয়া বলল, ‘ সাবধানে যাবেন।’সাদিফ চলে গেলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরে ঢুকল খুশিমনে। রোজিনা এঁটো বাসন গুছিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন,ওকে দেখে থামলেন। মারিয়া এসে কাঠের সোফায় বসল। তিনি বললেন,

‘ ছেলেটা কী ভদ্র! নম্র! তাইনা?’

‘হ্যাঁ। ‘

‘ ধূসরের সাথে চেহারার একদমই মিল নেই। কত ফর্সা! আমিতো বিদেশী ভেবেছিলাম।’

মারিয়া টি টেবিলে পা দুটো তুলে মাথা এলিয়ে দিলো পেছনে। চোখ বুজে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ের যা পার্সোনালিটি! সেখানে ওমন দশটা ফর্সা ছেলে মা*র খাবে বুঝলে!’

রোজিনা ঘাড় দোলালেন,
‘ তা ঠিক। ওরা না থাকলে আমাদের যে কী হোতো!’
শেষে এসে কণ্ঠ ভারি হলো তার।
মারিয়া প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,
‘ এসব এখন ছাড়ো। আমাকে একটু চা এনে দাওনা মা! মাথাটা ধরেছে।’
তিনি কপাল কুঁচকে বললেন,
‘ ওমা,এইনা বসের জন্য নাঁচতে নাঁচতে চা বানালি? এখন আমাকে

বলছিস কেন? তখন টায়ার্ড লাগেনি?’
মারিয়া চোখ বুজে রেখেই হাসল,বলল,‘ ওসব বুঝবেনা তুমি।’
আচমকা হাসি গায়েব হলো আবার। সাদিফের মনে অন্য কারো বাস,ভাবতেই ভারী হয়ে উঠল অন্তঃপাড়। চোখ খুলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলো। মাকে বলল,
‘ যাওনা, এনে দাওনা।”

‘ আনছি,আনছি।’

সাদিফ পুরো মনোযোগ দিয়ে বাইক চালাচ্ছে। এগারটা পেরিয়ে যাওয়ায় রাস্তাঘাট শূনশান হচ্ছে ধীরে ধীরে। শো শো শব্দের বাতাস এসে লাগছে গায়ে। হাল্কা ফেঁপে উঠছে তার পড়নের পাতলা শার্ট। এর মধ্যে হঠাৎ মারিয়ার কথাখানা বেজে ওঠে কানে।

‘ ওই তিনটাকে মা*রলে আমি আপনাকে তিনশ টাকা দেব।’

বলার সময়ে তার মুখভঙ্গি মনে করে হেসে উঠল সাদিফ। সেই হাসি দীর্ঘসময় লেগে থাকল ওষ্ঠপুটে। সহসা সচকিতে খেয়াল করল,তার এখন একটুও মন খারাপ নেই। পিউ চলে যাওয়ায় যতটা ছিল,তার ছিটেফোঁটা ও হাতিয়ে পেলো না। এর কারণ কী? মারিয়া? বাহ,জাদু

জানে তো মেয়েটা!পিউ রুমে এলো। তাদের ঘুরতে ঘুরতে রাত নেমেছে। খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকেছে বহু আগে।

সে কক্ষে এসেই হাসল। সেই পরিচিত লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠা ঝলমলে মুচকি হাসিটুকুন। দুদিকের নরম গাল ফুলে ওঠল ওপরে। একটা মানুষের তাকে ধা*ক্কা দেওয়ায় রে*গে যাওয়া ধূসর

ভাইয়ের চেহারা ভেবে হৃদয়পুর ছেঁয়ে এলো ভালো লাগায়,ভালো বাসায়। তারপর ওর বলা কথাটা' রোমান্টিক হলে সুস্থ থাকবি? বারবার মনে পড়ছিল। এই যে এখনও যেন স্পষ্ট শুনছে কানে। নিরন্তর বাজছে কর্ণ পৃষ্ঠের আশেপাশে। পিউ মিনমিন করে বলল,

‘ একবার রোমান্টিক হয়ে না হয় আমাকে অসুস্থই বানালেন ধূসর ভাই। আপনার প্রেমে পড়ে আমার হৃদপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠ এমনিতেই সুস্থ নেই।

তারপর ফোন নিয়ে বারান্দায় এলো। হোমস্ক্রিনে ধূসর আর তার যূগল ছবিটি সেভ করা। পিউ সেই ছবিতে তুখোড় যত্নে হাত বোলায়। লক খুলে গ্যালারিতে গিয়ে ধূসরের

একার ছবি বের করে। তৃষ্ণা মেটাতে চেয়ে রইল কিয়ৎক্ষণ। আচমকা অধর নাড়িয়ে গেয়ে উঠল,‘

এই তুমি যতক্ষণ থাকবে কাছে,

এই দেহে ততক্ষন প্রাণটা আছে, আমার প্রাণটা আছে। ‘

পিউ রেলিং ধরে মুক্ত, তারাভরা আকাশ পানে চায়। নক্ষত্রের ঝলসে ওঠা রুপ দেখে মন আরো ফুরফুরে হয়।

ফের দুপাশে দুলতে দুলতে গান ধরে,
‘ আমি যে তোমারই প্রেমেতে পড়েছি।
আমি যে প্রেমেরই মরণে মরেছি।
তোমারই ভাবনায় একাকি ভেসেছি।
তোমারই কাছে তো এসেছি।
জেনে নাও,ও প্রিয়,বুঝে নাও আমিও,
তোমাকেই মনে প্রাণে ভালোবেসেছিইই....গানের মধ্যেই

কোনও পুরুষালি অবয়ব পেছনে এসে দাঁড়াল। সেই ছাঁয়া ভেসে উঠল বারান্দার দেয়ালে। পরপর দুটো বলিষ্ঠ হাত তাকে মাঝে রেখে দুপাশ থেকে আকড়ে ধরল হঠাৎ। আকষ্মিক স্পর্শ, চেনা সুবাস নাকে যেতেই পিউয়ের বক্ষঃস্থল থমকায়। কণ্ঠস্বর কেঁ*পে ওঠে,গান থামে সহসা। স্ফুর্ত অধরে ভূমি*কম্প

নামে। একবার ফিরে চাওয়ার প্রয়াস চালায়।

পিউয়ের হাঁটু টলে ওঠে। শরীরের ঝাঁকুনি প্রবল। ধূসরের অত্যুষ্ণ শ্বাস বৈশাখের তাণ্ড*বের ন্যায় প্রক্ষেপ হয় গালে। ঠান্ডা থুত্নী লেগে আসে কাঁধে। পিউয়ের ভেতর তোলপা*ড় শুরু হলো।

ধূসর ভাই কি এবার সত্যিই রোমান্টিক হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামলেন?

তার গতরের ঘূর্ণিঝ*ড়ে, ধূসরের কপালে ভাঁজ পড়ল। গাঢ় ভাবে সরল রেখার ন্যায় স্পষ্ট ফুটে উঠল তারা। সেই ভাঁজ নিয়েই পিউয়ের দিক ঘাড় বেকে দেখল একবার। তারপর বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আর একটু কাঁ*পলে, এখান থেকে ঠে*লে ফেলে দেব।’

হুমকি শুনে পিউ ভ*য় পায়। অথচ কম্পন থামে না। ওরা কী তার মত বাধ্য?ধূসর সেকেন্ড খানেক দেখে গেল। শেষে বিদ্বিষ্ট, ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিলো। সরে এলো দুরুত্বে। গম্ভীর স্বরে বলল,

‘ ঘুমিয়ে পড়।’

তারপর বেরিয়ে যায়। পিউ আহত নজরে চেয়ে রইল সেই যাওয়ার দিকে।পিউয়ের কিছু ভালো লাগছে না! নিজের ওপর তিঁতিবিরক্ত খুব। ধূসর ওইভাবে ছেড়ে যাওয়ায়,খারাপ লাগছে। ক*ষ্টও হচ্ছে। একবার গিয়ে সরি বললে হতোনা? সাথে বলবে,

‘আপনি এখন থেকে কাছে এলেও কাঁপ*ব না ধূসর ভাই। বিশ্বাস না হলে ধরে দেখুন। ‘

তারপর নিজেই জ্বিভ কা*টল। বিষয়টা কেমন দেখায় না? বেশরমের মত হয়ে যাবে কাজটা। কিন্তু উনি যে রা*গ করলেন!

এতক্ষনের হৈহৈ মেজাজ-খানা অনিমেষ হারিয়ে ফেলল পিউ। মুখ ভাড় করে বসে রইল বিছানায়।

কতক্ষণ পাঁয়চারি করল কামড়া জুড়ে। নাহ,কিছুতেই মন ভালো হবে না আজ।

সে চটপটে কদমে পুষ্পদের ঘরের দিক রওনা করল।

ওদের দরজা খোলা, শুধু চাপানো। পিউ তাও কড়া নাড়ল। জানতে চাইল, ‘ আসব আপু?’

ভেতর থেকে জবাব এলো তৎক্ষনাৎ, ‘ আরে পিউপিউ এসো,ঘরতো তোমারই।’

পিউ হেসে ঢুকল। পুষ্প পা ভাঁজ করে বসে সোফায়। ইকবাল তার পাশেই। গা ঘেঁষে বসাছিল দুজনে। পিউয়ের গলা পেয়ে দুরুত্ব বাড়িয়েছে। সে ঢুকতেই পুষ্প নিজের পাশ দেখিয়ে বলল,‘ আয় বোস।’

পিউ বসেনি। সে ওদের রুম থেকে বারান্দার দিক চাইল। ধূসর ভাইয়ের ঘরটা এদের পাশেই। বারান্দাও একইসাথে নিশ্চয়ই! ওনাকে কী দেখা যাবে? পিউ ত্রস্ত এগোলো সেদিকে। ইকবাল শুধাল,

‘ কই যাচ্ছো?’

‘ আপনাদের ঘরটা একটু দেখি!’

যেতে যেতে উত্তর দিলো। ইকবাল হাসল,বুঝেছে সে। পিউ বারান্দার

এসে একদম কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। ডান পাশের ঘরটা ধূসরের। আলো জ্বলছে ভেতরে। পিউ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। যদি সে আসে এখানে! কিন্তু এলো না। উলটে বন্ধ হলো বাতি। পিউয়ের অপেক্ষার উত্তেজনা নিভে গেল। মন খারাপ করে রুমে আসতেই দেখল পুষ্প-ইকবাল ফিসফিস করে কথা বলছে। ওকে দেখতেই সহসা থামল সে

আলাপ। দুজনেই গাল ভরে মেকি হাসল। পিউ এতে সন্দেহী চোখে তাকায়। প্রশ্ন করে,

‘ কী বলছিলে তোমরা?’

ইকবাল আমতা-আমতা শুরু করে। পুষ্প ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল,’ তোকে বলব কেন? “ বললে কী হয়?’

পুষ্প দুষ্টুমি করে বলল,

‘ এসব হলো নবদম্পতির কথা। এগুলো ছোটদের শুনতে নেই।’

পিউ মুখ বাঁকায়। কপট রাগ দেখিয়ে বলে, ‘থাক,শুনলাম না।’

তারপর আরেকবার বারান্দা পানে চায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে’ আচ্ছা থাকো তোমরা,আমি আসি।’

ইকবাল বলল,

‘ সে কী! এলেইত এখন। বোসো না, গল্প করি!’

পিউ মুখ কালো রেখেই বলল,

‘ ঘুম পাচ্ছে খুব ভাইয়া। গল্প কাল করব কেমন? ‘

তারপর গুটিগুটি পায়ে ঘর ছাড়ল।

ইকবাল শুধাল,‘ ও কী রাগ করল মাই লাভ? ‘

পুষ্প নিশ্চিন্ত কণ্ঠে জানাল,

‘ আরে না! আমার বোনের ওমন ঢিলে রাগ নেই।’

সাদিফ ফ্রেশ হয়ে বের হলো কেবল। জবা বেগম এর মধ্যেই খাবার রেখে গিয়েছেন ঘরে। সে আসার সময়েই বলে এসেছিল দিয়ে যেতে।

সাদিফ মাথা মুছে এসি কমাল,ফ্যান ছাড়ল। কাউচে বসে টি টেবিল থেকে খাবার নিয়ে খেতে বসল। ভাত মেখে মুখে দিতে গিয়ে মনে পড়ল পিউয়ের কথা। আজ সারাদিন ওকে দ্যাখেনি। খেয়েছে ও? বাড়িতে

এসে শুনেছে ওরা বিকেলেই পৌঁছেছিল। পিউ কেমন আছে কয়েক ঘন্টায়? একটুও মনে পড়ছে ওকে? ওর স্নিগ্ধ আনন চোখে ভাসতেই

সাদিফ খাবার রেখে উঠে যায়। ফোন এনে জায়গায় বসে কল দিলো পিউকে।

পিউ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঠোঁট উলটে কোলবালিশের ফিঁতে টানছে।

ফোন সাইলেন্ট করা। সাদিফের কলে স্ক্রিন জ্বলে উঠল শুধু। তবে সেই আলো,তার মন খারাপের কাছে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। বেজে বেজে কে*টে গেল,সাদিফ আবার দিলো। ধরল না পিউ। সাদিফ বেশ কয়েকবার টানা কল দিয়ে থামল। এতবার তো কল দিতে হয়না ওকে। সব ঠিকঠাক আছে তো?

সে গুরুতর ভঙিতে অনক কিছু ভাবে। তারপর ব্যস্ত হাতে ফোন করে পুষ্পকে।

‘ ইকবাল,ফোন বাজছে আমার। সরো। ‘

ইকবাল সরল না। বরং কাধে ঘনিষ্ঠভাবে মুখ গুঁজে বলল,‘ উম ঘুমাও,ধরতে হবে না।’

‘ জরুরি ফোন হলে?’

‘ তাও না।’

পুষ্প বিরক্ত কণ্ঠে বলল,
‘ তোমার মত একটা হাতি আমার গায়ে হাত পা তুলে দিলে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি ইকবাল? একটুত মায়া করো।’
ইকবাল চোখ বুজে রেখেই বলল,
‘ এত কষ্টের ফল তুমি মাই লাভ! আমার যদি আরো চারটে হাত- পা থাকতো আমি তো সেটা দিয়েও

তোমায় অজগরের মত পেচিয়ে রাখতাম ।’

‘ হ্যা,তারপর গি*লে খেতে নিশ্চয়ই? ‘

‘ ছি! ছি! মেয়েটা কী সব বাজে কথা বলে। ‘

পুষ্প দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এদিকে রিংটোনের লাগাতার স্বরে তার মাথা ধরেছে। সাদিফ ওর সাড়া না পেয়ে চিন্তায় পড়েছে আরও। যতক্ষণ না

ধরবে থামবে না হয়ত। পুষ্প ভাবুক কণ্ঠে বলল,

‘ এতবার ফোন দিচ্ছে কে? বাড়িতে কিছু হয়নিতো? এই পিউতো একা ঘুমিয়েছে, ও ঠিক আছে? ‘

ইকবাল সচেতন হয়। ওমনি সরে যায়। পুষ্প চটপট উঠে ফোন হাতে নিতেই দ্যাখে সাদিফের নম্বর। তাও অবিলম্বে রিসিভ করে বলল,‘ হ্যালো ভাইয়া,বাডিতে সব ঠিক আছে?’

সাদিফ গলা ঝেড়ে বলল,

‘ হু? হ্যাঁ। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। তোরা, তোরা ঠিক আছিস?’

‘ আমরা তো ঠিক আছি। ‘

‘ ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ‘

‘ না না জেগে ছিলাম। খেয়েছো তুমি? বাড়ির সবাই কী করছে?’

‘ খেয়েছি। শুয়ে পরেছে সবাই। তোরা খেয়েছিস?’ ‘ ‘হ্যাঁ। ‘

সাদিফ একটু থামল। শুধাল,

‘ পিউ কোথায়?’

কণ্ঠ অপ্রস্তুত শোনাল তার। পুষ্প সহজ গলায় বলল,

‘ ওতো রুমেই। ঘুমোচ্ছে হয়ত। বলে গেল ঘুম পেয়েছে খুব।’

সাদিফ মনে মনে বলল, ‘ ও,এইজন্যেই মহারানী ফোন ধরছেন না।’মুখে বলল,’ ওহ।’ এঞ্জয় করছিস কেমন?’

‘ দারুন! তুমি এলে আরো মজা হতো।’

ইকবাল ফিসফিস করে বলল,

‘ মোটেইনা। তখন ধূসর-পিউ প্রেম করতে পারতো না এরকম।

পুষ্প চোখ রাঙিয়ে থামতে বোঝাল। সাদিফ শোনেনি, হাসল সে। তার চিন্তা শেষ । বলল,

‘ আচ্ছা,তাহলে ঘুমিয়ে পড়। শুভ রাত্রী। ‘

‘ শুভ রাত্রী। ‘

পুষ্প লাইন কাট*তেই ইকবাল বলল,

‘ সাদিফকে একটা বিয়ে করিয়ে দেয়া দরকার। বেচারা সিঙ্গেল বলে রাত বিরেতে কাপল দের ফোন করে।’

পুষ্প কপাল কুঁচকে বলল, ‘ তাতে তোমার সমস্যা কী?’

‘ আমার সমস্যা কী মানে? ইটস টাইম ফর রোমান্স মাই লাভ। আর রোমান্সে কেউ ডিস্টার্ব করলে সমস্যা হবে না?’

‘ কীসের রোমান্স?ঘুমাও। সকালে সূর্যদয় দেখতে যাব।’

ইকবাল লাইট নেভালো দুরন্ত হাতে। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,’ হানিমুনে এসে কেউ ঘুমায়না মাই লাভ। ‘

তারপর চট করে পুষ্পকে শুয়ে দিয়ে আধশোয়া হলো ওর ওপর। পুষ্প ভড়কেছে প্রথমে,তারপর হেসে ফেলল। ইকবালের মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল,' পাগল!'

সে নির্দ্বিধায় জানাল,' তোমার জন্য!'পিউ এপাশ- ওপাশ করছে। সারাদিন ম*রার মত ঘুমিয়ে এখন আর ঘুম আসছেনা।

আবার ধূসর ভাইয়ের শোকে মনটাও পু*ড়ছে। কী সুন্দর মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি এসে ধরা দিয়েছিল হাতে। মনের মধ্যে থাকা অস্তমিত সূর্যটা লাফিয়ে উঠেছিল অম্বরে। প্রথম বার ধূসর ভাই নিজে থেকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আর সে? পিউ রাগে-দুঃ*খে কেঁ*দে ফেলল না শুধু। তবে আফসোসে বুক জ্ব*লছে এখন।

নিজেকে কষে কিছু চ*ড়-থাপ্প*ড় মা*রতে পারলে শান্তি পেত।

চারদিক তখন শূনশান। গভীর রাত। সাগরের অল্প স্বল্প গর্জন আসছে কানে। এর মধ্যেই বাইরে থেকে দলীয় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ এলো। পরপরই এলো দূর থেকে শিয়ালের ডাক। দুই তারস্বরের মিশ্রণ শুনতেই পিউ চোখ প্রকট করল। কক্সবাজারে কী শিয়াল ও

ঘুরতে এসেছে? দিনের বেলায় কোথায় ছিল ওরা? ঝাউবনে?

শব্দ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। নিস্তব্ধ রাত,আর নীরব কামড়ায় ওমন ডাক ভূতুড়ে সিনেমার কথা মনে করাল তাকে। ঠিক যেন ভূতের গোঙানীর মত লাগছে এসব। পিউ ভ*য়ে ভ*য়ে থাই গ্লাস দিয়ে বাইরে তাকাল। বিদ্যুৎ বেগে আবার দৃষ্টি ফেরাল। মনে হচ্ছে, কাঁচ ফেটে

উড়ে আসবে ওরা। তাকে ছিড়ে-খুঁ*ড়ে কলিজাটা বের করে খাবে। পিউয়ের ঘাম ছুটল। অনুভব হয়,অশরীরী হাঁটছে ঘরে। সে তড়াক করে উঠে বসে, ত্রস্ত হাতে আলো জ্বালাল। পরিপাটি রুমটাকে আবিষ্কার করল শিয়ালের গর্তরূপে। যেন পাল ধরে ওয়াশরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ওরা।

বাড়িতে তো একাই শোয়। একটুও ভ*য় লাগে না। এখন এত ভ*য় পাচ্ছে কেন তবে ? অবশ্য ওই ঘর, ওই বাড়ি তো জন্ম থেকে দেখছে। আর সেখানে এই জায়গায় সম্পূর্ন নতুন।

শিয়ালের ডাক একটু পরপর থামলেও, কুকুর গুলোর বিশ্রাম নেই। যেন ভীষণ চটেছে কারোর ওপর। নিরন্তর উচ্চশব্দে ঘেউঘেউ

করছে। কোনওটা আবার সুর দিয়ে ডাকছে।
পিউয়ের আত*ঙ্কে হাত পা জমে আসছে। না,এই ঘরে একা থাকা সম্ভব না ওর। সে ছটফটে পায়ে দরজা খুলল শব্দ করে। তারপর ধুপধাপ করে দৌড়ে বের হলো। সোজাসুজি পুষ্পর দরজায় এসে ধা*ক্কা দিতে গিয়েও থমকাল।

মাথায় এলো,পূষ্প তো একা নেই, ইকবাল ও সাথে। এই মাঝরাতে ওদেরকে বিরক্ত করা ঠিক হবে? পুষ্প তার নিজের বোন হলেও, ইকবাল ভাই বিরক্ত হতেই পারেন! নতুন বিয়ে হয়েছে, সেখানে কিছু প্রাইভেসি দেয়া উচিত।

পিউ অসহায় হয়ে পড়ল। দুপাশে সাড়ি সাড়ি রুমের, মাঝের সরু রাস্তাটায় অবলার মত দাঁড়িয়ে

থাকল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝের দিক চেয়ে রইল। ভীষণ কা*ন্না পাচ্ছে! মায়ের কথা মনে পড়ছে। আচ্ছা, ধূসর ভাইয়ের কাছে যাবে একবার?তার মস্তিষ্কের ভাবনা মস্তিষ্কে থাকল। হ্যাঁ – না উত্তর বের হওয়ার আগেই কারো দরজা খট করে খুলল। হঠাৎ শব্দে পিউ চমকে তাকায়। সেকেন্ডে পেটানো শরীরের অধিকারী ধূসর বেরিয়ে আসে। তার

চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। পিউয়ের দরজা খোলার শব্দ,পায়ের আওয়াজ কর্নকুহর হতেই এই আগমন। ওকে বাইরে দেখে দরজায় থমকাল।

কণ্ঠ শান্ত রেখে বলল' এখানে কী করছিস?'

পিউ কথা বলল না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

ধূসরের মুখবিবর অশান্ত,উদগ্রীব। এই নিশ্চুপতায় মাত্রা ছাড়াল যা।

অস্থির লোঁচনে এক পল দেখে এগিয়ে এলো। শুধাল,' শরীর খারাপ লাগছে?'

পিউ চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল দুপাশে।

' তাহলে কী?'পিউ ঢোক গি*লে ছোট কণ্ঠে জানাল,' ভ*য় লাগছে!

ধূসর ভ্রু বাঁকায় ' কীসের ভ*য়?

পিউ থেমে থেমে বলল,' ভূত,ভূতের ভ*য়।'

তারপর তাকাল। ধূসরের ক্ষুদ্র শৈলপ্রান্ত বাঁকা দেখে উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ কী জোরে জোরে শিয়াল ডাকছে! আবার কুকুর গুলো জুটেছে সঙ্গী। আমার মনে হচ্ছে ভূত আমার রুমের মধ্যে ঘুরছে। হাঁটছে। আমি ওখানে কিছুতেই শুতে পারব না। দেখা গেল ঘুমিয়েছি, সকালে আর নিজেকে খুঁজে পেলাম না। ‘

বলতে না বলতে ফের ডাক শোনা যায়। পিউ ভয়া*র্ত গলায় বলল, ‘ ওই দেখুন, এখনও ডাকে।’

ধূসরের চেহারা অপরিবর্তিত। সে বিরক্ত কী না চোরা নেত্রে চেয়ে বোঝার প্রচেষ্টা করল পিউ। কিছুই না বুঝে আবার নীচে তাকাল।হাত কচলাল।

ধূসর ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,,‘ আমি সাথে যাচ্ছি,চল। ‘

‘ ঘুমিয়ে পড়লে চলে আসবেন?’

‘ পাহাড়া দিতে বলছিস?’

পিউ জোরে জোরে মাথা নাড়ল

‘ না না। ‘

তারপর মিনমিন করে বলল,

‘ আপনি চলে আসার পর যদি মাঝরাতে ঘুম ভা*ঙে? আবার ভ*য় লাগে,তখন? আমি ভ*য়ে মরে যাবনা? ‘

এ যাত্রায় ধূসরের অভিব্যক্তি বদলাল। মেঝের দিকে ভাবুক নজরে চেয়ে রইল। যেন সিধান্ত নিচ্ছে কত কিছুর। একটু চুপ থেকে বলল,

‘ আয়।’

বলে নিজের রুমে ঢুকল। পিউ নীচের ঠোঁট চে*পে ধরে চেয়ে রয়। ধূসর ভাই কি ওনার ঘরে যেতে বললেন? ভেবে ভেবে পা বাড়াল।

ভেতরে ঢুকতেই ধূসর বিছানা দেখিয়ে বলল,‘ ঘুমিয়ে পড়।’

পিউ অবাক হয়ে বলল,’ এখানে?’

‘ খাটের নীচে। ‘

পিউ থতমত খেয়ে বলল, ‘ না মানে,তবে আপনি কোথায় শোবেন?’

ধূসর চোখ কুঁচকে তাকাল,

‘ এত কথা কীসের? ঘুমাতে হলে ঘুমা।’

পিউয়ের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। ধূসর ভাই তাহলে সত্যিই রেগে আছেন? একবার হা করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না। উলটে রে*গে গেলে!

ধূসর ভাই কোথায় শোবেন, অনুচিন্তনে মাথা খা*রাপ হয়ে গেল পিউয়ের। ধম*ক খেয়ে কথা বাড়াল না। মনঃদ্বিধা নিয়ে বিছানায় উঠল। বালিশে মাথা রেখে ওপাশ ফিরে

শুলো। টের পেলো ধূসর দরজা খুলছে। সে ত্রস্ত এপাশ ফিরে বলল,' কোথায় যাচ্ছেন?'' আসছি।'

পিউয়ের ঘরের দরজা হা করে খোলা ছিল। ধূসর লক লাগিয়ে ফিরে এলো। পিউ উঠে বসে পরেছে এর মধ্যে। ধূসর বলল

' ভয় নেই,ঘুমা।'

বলতে বলতে নিজে টানটান হয়ে শুলো ডিভানে। মাথার নীচে দুহাত

রেখে চোখ বুজল। পিউ আস্তে ধীরে শোয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ধূসরের দিক ফিরে তাকায়। বালিশে দুহাত লাগিয়ে গাল ছোঁয়ায় সেখানে। ধূসরের চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে পরেছে। পিউ সেই সুযোগ লুফে নিলো। মনের সম্পূর্ন যোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করল তাকে। দুই ঠোঁট ভরে এলো হাস্য জোয়ারে । ধূসরের ভ্রু,গভীর নেত্র,পাতলা ঠোঁট, গাল,গলা, অভঙ্গুর

চিবুক,তার ফেঁপে ওঠা দুই পেশি একনিবিষ্টে অবলোকন করল। কত সুন্দর তার ধূসর ভাই! আর এই সুন্দর মানুষটা শুধুই ওর।

সে যখন মুগ্ধতায় বিভোর,বিমোহিত,ভুলে গিয়েছে সব, ধূসর আচমকা গম্ভীর স্বরে বলল,' এভাবে তাকিয়ে থাকবিনা। '

পিউ ভ্যাবাচেকা খেয়ে নড়ে উঠল। ধূসর চোখ খোলেনি। মুখভঙ্গিও

স্বাভাবিক। তবু পিউ ঘাবড়ে গেল। গরমের মধ্যেও তড়িঘড়ি করে কম্বলে মুখ ঢেকে ওপাশ ফিরে ভাণ ধরল ঘুমানোর।অগাধ,নিবিষ্ট ঘুমে মগ্ন পিউয়ের মনে হলো কেউ তার দিকে চেয়ে আছে। চক্ষুপল্লবই নেই সেই অজ্ঞাত মানুষের। পলক ফেলছে না। এত কী দ্যাখে? কেই বা দ্যাখে? পিউয়ের ভ্রূ এক জায়গায় গুছিয়ে এলো। বিরক্ত হলো,শান্তির

নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। তৎপর চোখ মেলতেই মুখের সামনে দৃশ্যমান হলো একটি তামাটে চেহারা। পিউয়ের ভ্রু কুঞ্চন মিলিয়ে যায়। স্তব্ধ দুটো হরিনী দৃষ্টি। ধূসরকে এইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় আড়ষ্ট হলো পরপর। ধূসর কিছু বলল না। পিউ হঠাৎ চোখ খোলায়,অপ্রতিভ ও দেখালোনা তাকে। বরং একই রকম ঝুঁকে রইল

সে। ফ্যানের প্রবল হাওয়ার প্রোকোপে পিউয়ের ললাটে এসে চুল পরে। ধূসর সে চুল সরিয়ে দিল স্বযত্নে।পরপর দুই ঠোঁট নেড়ে জানাল,‘ গুড মর্নিং! ‘

পিউ হা করে তাকায়। ভীষণ অবাক সে। তারপর হাসতে যাবে এর আগেই ধূসর চোখমুখ পাথরের মত শ*ক্ত করে বলল,

‘ বেলা অবধি ঘুমাবোর জন্যে কেউ কক্সবাজারে আসেনা। তৈরী হয়ে নীচে নাম,কুইক।’

পিউয়ের হাসিটা ফুটতে না ফুটতেই উবে গেল। ধূসর লম্বা পায়ে ত্যাগ করল কামড়া। সে ফটাফট উঠে বসে। ছড়ানো চুল গুছিয়ে নেমে দাঁড়ায়। টেবিলের পাশে নিজের ফোন দেখে ধূসরের ওপর খুশি হলো ফের। ওতো ভ*য়ের চোটে রুমে

রেখে এসেছিল,উনি নিয়ে এসেছেন মনে করে?

পিউ ফোন তুলল হাতে। তানহা এখানকার আপডেট চেয়ে চেয়ে পাগল করে দিচ্ছে। অথচ স্ক্রিনে সাদিফের এত গুলো কল দেখেই চোখ কপালে তুলল। তড়িঘড়ি করে ব্যাক করল তৎক্ষণাৎ।

পিউয়ের নম্বর দেখে অধৈর্য হাতে রিসিভ করল সাদিফ। ওপাশ থেকে ব্যস্ত স্বর ভেসে এলো,
‘ ভাইয়া কল দিয়েছিলেন? আমি একদম দেখিনি।’
সকাল সকাল ঘুমঘুম, বাচ্চা কণ্ঠটা ভেতর নাড়িয়ে দিলো ছেলেটার। দীর্ঘ হেসে বলল,‘ সমস্যা নেই। কেমন আছিস?’
‘ ভালো। আপনি? ‘

মনে মনে বলল,

‘ তোকে ছাড়া যেমন থাকা যায়।’

মুখে বলল,’ এইত একইরকম। খেয়েছিস?’

‘ না, সবে উঠলাম। আপনি কী অফিসে?’

‘ না। বের হব, তৈরি হচ্ছিলাম। ‘

‘ ভিডিও কল দেব? বাড়ির সবাইকে দেখতাম।’

সাদিফের হাসি বেড়ে আসে। ভেবে নিলো,বাড়ির সবাইকে নয়, পিউ হয়ত তাকেই দেখবে। লজ্জায় বলছে না। বলল, ‘ আমি দিচ্ছি।’

পিউয়ের সদ্য ঘুম ভাঙা চোখমুখ দেখে সাদিফের বক্ষ শীতল হলো। চোখ জুড়ালো। থেমে থেমে যাওয়া কণ্ঠস্বরে কথাবার্তা চালায়। এরপর নীচে নামে। পিউ বাড়ির সবার সাথে কথা বলল,দেখল। রিক্ত,রাদিফও

বাদ নেই। শুধু বাবা,চাচ্চুরা অফিসে থাকায় কথা হয় না। তবে বাড়ির সবার একটাই কথা,

‘জলদি ঘোরাঘুরি শেষ করে আয়। তোদের ছাড়া ভালো লাগছে না।’

কথাটা যে-ই বলছে,তাকেই চমৎকার লাগছে সাদিফের। এই কথা খানা মুখ ফুটে সে বলতে পারে না। যাক! কেউত তার হয়ে বলে দিচ্ছে ।প্রখর তাপের মধ্য দুপুর। ঘড়ির কাঁটায়

টিকটিক করছে দেড়টা। অফিসের সবাই লাঞ্চ করতে ঝটপট উঠল। মারিয়া মনিটর বন্ধ করে ব্যাগের চেইন খুলল। মা টিফিন দিয়েছেন ওকে। পরোটা আর ডিম পোচ হয়ত। খিদেও পেয়েছে বেশ। সে বাটি বের করতে গেল,এর মধ্যে সাদিফ এসে পাশে দাঁড়ায়।

‘ এই ম্যালেরিয়া,লাঞ্চ করবেন না?’

হৃষ্ট চিত্ত তার। মারিয়া তাকাল। বাটিটা বাইরে না এনে ঢুকিয়ে রাখল আবার। মিহি কণ্ঠে বলল,

‘ না মানে,হ্যাঁ.... ‘

‘ না মানে কী? চলুন একসাথে লাঞ্চ করি।’

মারিয়া চাইল, ”না” বলবে। সাদিফের কাছাকাছি থাকা তার জন্য বিপজ্জনক। হৃদয় খুইয়ে বসে এমনিই বিপদে আছে। এই বিপদ

আর কত বাড়াবে সে? অথচ তাও ঠোঁট নেড়ে মানা করার সাধ্য হয়না । মন যে স্বায় দেয়না! তার দোনামনা ভাবমূর্তি দেখে সাদিফ কপাল বেকে বলল,

‘ কী হলো,বসে আছেন কেন? চলুন,চলুন!’

মারিয়ার কোনও জবাবের তোয়াক্কাই করল না। হাতটা অকপটে টেনেটুনে সাথে নিয়ে চলল। মারিয়া একটু

অবাক হয়। হাতের দিকে চায় বিস্ময়ে। পরপর ভাবে,সাদিফ তার মনের মানুষ হলেও,সেতো ওই চোখে বন্ধু। হাত ধরা তাতে এমন কী!

সাদিফ ক্যান্টিনে এসে থামল। জিজ্ঞেস করল,' কী খাবেন?'' আপনি যা খাবেন,তাই।'

' আপনার কোনও পছন্দ নেই?'

মারিয়া মনে মনে বলল, ‘ আপনার পছন্দই আমার পছন্দ। ‘
মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল দুদিকে। সাদিফ হাসল। ভাত,মাংস সহ কয়েক পদ অর্ডার করল। পরিচ্ছন্ন টেবিল বেছে বেছে বসল । কথা চলল টুকটাক। তার মুখশ্রী জ্বলজ্বল করছে। যেন পূর্বাকাশে,খুব ভোরে জেগে ওঠা শুকতারা। মারিয়া গভীর নজরে দেখল সেই মুখ।

ওনাকে আজ একটু বেশিই খুশি লাগছে না?
ওয়েটার এসে
খাবার দিয়ে গেলেন এর মধ্যে। গা থেকে ধোঁয়া ছাড়ছে সেসবের। সাদিফ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল,
' লুকিং ডিলিশিয়াস! '
তারপর খেতে শুরু করল। কিন্তু মারিয়া তখনও চেয়ে। সাদিফ

লোকমা তুলতে গিয়ে থামল,তাকাল, ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ খাচ্ছেন না কেন?’

‘ হু? খাচ্ছি।’তারপর মন্থর গতিতে হাত চালাল ভাতে। সাদিফের সাথে এক টেবিলে এর আগেও খেয়েছে সে। ও বাড়িতে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা আলাদা লাগছে খুব। লোকটা এত খুশি,অথচ তার মন অশান্ত কেন? কী কারণ এর?

দুজনের খাওয়া শেষ হয়। সাদিফ ঠোঁট মুছতে মুছতে প্রস্তাব রাখল, ‘ কফি?

মারিয়া মাথা নাড়ে। ‘ তাহলে চা?’

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ তবে আমিও চা নেই।’

দুটো দুধ চা এলো ওয়ান টাইম কাপে। ওরা তখনও সেই টেবিলেই বসে। মারিয়া একটু চুপ থেকে বলল,

‘ ধূসর ভাইয়ারা কবে ফিরবেন?’

‘ কদিন পরেই। ‘

‘ ওহ।’

সাদিফ কাপে চুমুক দিতে দিতে আনমনে বলল,

‘ পিউ বাড়িতে নেই, আজ দুদিন হলো। ‘কথাটা ধীরুজ স্বরে বললেও মারিয়ার কানে ঠিক পৌঁছায়। সে কাপের চায়ের দিক চেয়ে হাসল।

খুব সামান্য,মৃদূ হাসি। সাদিফ খেয়াল করে বলল,

‘ হাসছেন যে!’

মারিয়া নিশ্চুপ। সেকেন্ড খানেক পার করে সরাসরি তার চোখের দিক চেয়ে শুধাল,

‘ আপনি পিউকে ভালোবাসেন, তাইনা?’

সাদিফ চমকে উঠল। হতবিহ্বলতায় কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

তার লাল রঙা ঠোঁট নড়ছে। দুচোখ জুড়ে রাজ্যের বিস্ময়।

মারিয়া মুচকি হাসল। ভুরু নাঁচিয়ে বলল,

‘ মিথ্যে বললাম?’

সাদিফ বোকা বনে গিয়েছে। কেশে গলা পরিষ্কার করে ঠিকঠাক হলো এবার। মুখ খুলতে গেলেই সে হুশিয়ার করল,

‘ ভালোবাসলে মিথ্যে বলতে নেই। স্বীকার করার মত সৎ সাহস রাখা উচিত বুকে।’

সাদিফের দৃষ্টি বদলায়। অস্বস্তি,আর অপ্রস্তুতা পালটে আসে স্বকীয়তার হাবভাবে। সুদৃঢ় কণ্ঠে জানায়,

‘ হ্যাঁ, বাসি।’মারিয়া তৈরী ছিল। জানত,এরকম কিছুই শুনবে। কিন্তু তাও,বুকটা ভে*ঙে চুরমার হলো অকারণে। নিজের সন্দেহের তীর

ঠিক জায়গায় ছোড়ার জন্যে গর্বে ফুলে না ওঠা বক্ষ দুইভাগ হলো পলকে। খুব যতনে ভেতরের ক*ষ্ট চেপে, আপ্লুত হাসল সে। সাদিফ আগ্রহভরে শুধাল

‘ কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? এ কথা কেউ জানেনা,এমনকি পিউ নিজেওনা। কে বলেছে তাহলে? ‘

‘ কে বলবে? আন্দাজ করেছি।’

‘ কী করে? ‘

‘ পিউয়ের দিকে আপনার তাকানো, আর বদলে যাওয়া চাউনী দেখে। তাছাড়া আপনার চেহারাতেই ভেসে ওঠে,আপনি ওকে ভালোবাসেন।’

সাদিফ হাসল। যেন উড়িয়ে দিল যুক্তি। বলল,

‘ ভেরী ফানি! আমি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রনে থাকি। নাহলে পিউ এতদিনে বুঝতে পারত নিশ্চয়ই। ‘

মারিয়ার হাসি মোছেনি। ভীষণ গুছিয়ে সরাসরি বলল,

‘ হয়ত আমার মত করে ওরা আপনাকে দেখে না।’

বলার সময় তার মুখভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কণ্ঠে কী যেন মেশানো! সাদিফের অদ্ভূত লাগে,হাসিটা কমে আসে।

মারিয়া খেয়াল করতেই মেকি উৎফুল্ল হয়ে বলল,‘ তাহলে ঢিঁল

আমি ঠিক জায়গায় ছুড়লাম মিস্টার সাদিফ। আমার এলেম আছে বলতে গেলে।’

‘ তাইত দেখছি। ‘

‘ কবে থেকে ভালোবাসেন পিউকে?’

সাদিফ মনে করার ভঙিতে বলল,

‘ সঠিক বলতে পারব না। তবে যতটুকু মনে আছে,বৃষ্টি তে সবাই মিলে ভিজছিলাম,বাঁজ পরায় পিউ আকড়ে ধরেছিল আমায়। সেবার

প্রথম বার কিছু অনুভব হয়। ভালো লাগতে শুরু করে,এরপর সময় গড়ালে ভালোবাসা।'

' পিউকে জানাবেন না?'

' জানাব। চাইছিলাম আগে আম্মুকে বলব। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেব বড় চাচ্চুর কাছে। কিন্তু মাঝে পুষ্পর সাথে বিয়ের চক্করে এলোমেলো হয়ে গেল সব প্ল্যান। তাই এখন, ওকেই আগে জানাতে হবে। '

মারিয়ার গলার কাছে কা*ন্না দলা পাকিয়ে ঘুরছে। যেন এক্ষুনি শ্বাসনালী ছিদ্র করে বেরিয়ে আসবে। যাকে ভালোবাসে,তার মুখে অন্য কাউকে ভালোবাসার কথা শুনতে কার ভালো লাগে? তারও লাগছে না। একটুও না। কষ্ট হচ্ছে,এক সমুদ্র সমান কষ্ট!

সাদিফ হঠাৎ নিজে থেকেই বলল,' একটা সিক্রেট বলব? আপনি তো

আমার বন্ধু,সিক্রেট বলাই যায়, তাইনা?’

‘ যদি মনে হয়,আমি আপনার বিশ্বাসের যোগ্য,তবেই।’

‘ আচ্ছা,এক সেকেন্ড। ‘

সাদিফ পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করল। গাঢ় লাল রঙ তার। ঢাকনা খুলে মারিয়ার সামনে ঘুরিয়ে শুধাল,

‘ কেমন হয়েছে?’

‘ সুন্দর!পিউয়ের জন্য নিশ্চয়ই? ‘

সাদিফ অবাক কণ্ঠে বলল, ‘ আপনার আই কিউতো সুপার্ব !’

মারিয়া হাসে। টেনেহিঁচড়ে বের করা হাসি।

সাদিফ বলল,

‘আসলে,কাল পিউয়ের জন্মদিন। ভাবছি কালই ওকে এই আংটি দিয়ে মনের কথা জানাব। ‘

মারিয়ার শ্বাস থামল। রক্ত প্রবাহ বন্ধ যেন। তবুও সহজ স্বরে বলল,

‘ কিন্তু ওতো ঢাকাতে নেই।”‘ জানিতো,তাই জন্যে আজকে অফিস আওয়ারের আগে আগে,বেরিয়েই কক্সের ফ্লাইট ধরব। বারোটার আগে পৌঁছালেই হবে। সবার আগেই উইশ করব আমি। ‘

মারিয়া বুক হুহু করে কাঁ*দে। একটু থেমে শুধায়,

‘ পিউ অন্য কাউকে ভালোবাসে কী না জানেন?’

‘ কে পিউ? না না। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর,ও কাউকে ভালোবাসেনা। এসব বোঝে কী না তারই ঠিক নেই।’

তার প্রত্যেয় অটল। আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ।

মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাবল,’ আপনি কিছুই জানেন না। পিউয়ের

আদ্যপ্রান্ত ঘিরে ধূসর ভাইয়ের নাম। সেখানে আপনার স্থান নেই,একটুও না। ‘

মুখে মধুর হেসে জানাল,’ শুভকামনা রইল।’পুষ্প ছুটতে ছুটতে রুমে এলো। ইকবাল শার্টের বোতাম আটকাতে গিয়ে ওকে দৌড়ে আসতে দেখে থমকাল। জিজ্ঞেস করার আগেই, সে ঘন ঘন শ্বাস টেনে বলল,

‘ এই জানো,জানো কী হয়েছে?’

ইকবাল দুপাশে ঘাড় নাড়ে। কৌতুহলী সে। পুষ্প চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ কাল,কাল পিউ আর ধূসর ভাই একঘরে ঘুমিয়েছে।’

ইকবাল তাজ্জব বনে বলল,

‘ কীহ? ‘

‘ হ্যাঁ । পিউয়ের রুমে তালা ঝুলছে। আমি ওকে খুঁজছিলাম। ভাইয়ার

রুমের দরজা খোলা ছিল। ভাবলাম উনি উঠেছেন। উঁকি দিতেই দেখি পিউ ওনার বিছানায় গভীর ঘুমে তলিয়ে। একটু পর ধূসর ভাইকেও দেখলাম জেল লাগাচ্ছেন চুলে।'

ইকবাল বিমূঢ়তায় পল্লব ঝাপটাল চোখের।' কী বোলছো? ধূসর তো এরকম নয়। ওতো ভালো ছেলে!'

পুষ্প ভ্রু বাকায়,' তো আমি কখন বললাম ভাইয়া খারাপ!'

এই এক সেকেন্ড, তুমি কী মিন করছো? ওরা এক ঘরে শুয়েছে বলে আমি ওসব ভাবছি? '

' তাহলে? '

পুষ্প কটমট করে বলল,

' তোমার কি মাথায় ঘিলু নেই? আমি ওসব ভাবব কেন? আমি আমার ভাই-বোনকে চিনিনা? পিউ হয়ত রাতে ভয় পাচ্ছিল বা কোনও

একটা কারণ হয়েছে বলে ও ঘরে ঘুমিয়েছে।’

‘ তাহলে এভাবে হন্তদন্ত পায়ে এলে কেন মাই লাভ? এটাত হেঁটে এসেও বলা যেত তাইনা? তুমি আসলে ঠিক কী মিন করেছো নিজে বুঝেছো তো?’

পুষ্প এ যাত্রায় নিভে গেল। মাথা চুল্কে বোকা কণ্ঠে বলল,

‘ আসলেইত,আমি যে কী বোঝালাম নিজেই জানিনা।’

‘ থাক। আমি যাচ্ছি,গিয়ে গুছিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসছি।’

প্রতাপ সমেত ইকবাল হাঁটা ধরল। পেছনে পুষ্প বলল,

‘ বেশি গোছাতে গিয়ে ঘেঁটে দিওনা আবার।’

‘ আরে না না। আমি অত বেকুব নই।’

‘ চালাকও নও। ‘

ইকবাল ফিরে তাকাল। বউয়ের দিক চাইল ব্যর্থ চোখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল। পেছনে পুষ্প ঠোঁট চেপে হেসে ওঠে।ধূসর ও বেরিয়েছে তখন,ইকবালের সাথে ওমনি মুখোমুখি হলো। দুজন সেই মুহুর্তে থামে। ধূসর ওকে দেখতেই বলল,

‘ তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। শোন...’

ইকবাল মাঝপথে বলল,

‘ কেন,হেল্প চাই?’

সাথে ভ্রু নাঁচাল সে। ধূসর বলল, ‘ হ্যাঁ... ওই....’

সে আবার আটকে দিয়ে বলল,

‘ কী লাগবে,পরামর্শ? ‘

সাথে দাঁত দেখিয়ে দুষ্টু দুষ্টু হাসল। যেই হাসিতে সন্দেহ জাগল ধূসরের। ভ্রু গুটিয়ে বলল

‘ কীসের পরামর্শ? ‘

সে ‘ চ ‘ সূচক শব্দ করে বলল,
‘ ধূসর! আর নাটক করোনা ভায়া। পর্দা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ‘
ধূসর সরু করল চোখ,
‘ কীসের পর্দা?’
ইকবাল মেকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
‘ কে যেন আসতেই চাইছিল না? বলছিল,তোর মাথায় খারাপ হয়ে গেছে ইকবাল? একটা কিছু বললেই

হলো,পিউ কী করে আসবে? এটসেট্রা এটসেট্রা!"‘ তো?’

‘ তো? হুহ,নিজে আসবিনা,পিউকেও আনবিনা। আর যেই দুজনেই এলি,একদম এক ঘরে? বাচ্চা মেয়ে ধূসর,এটলিস্ট বিয়ে অবধি ওয়েট করতে পারতি।’

ধূসর হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরপর দাঁত খিঁচে বলল,

‘ টেনে এক চ*ড় মা*রব! তারছেড়া কোথাকারে! তোর আমাকে এমন মনে হয়?’

‘ মনে হওয়ার কী আছে? সব তো সামনা-সামনি দেখছি। দুধ কা দুধ,পানি কা পানি হয়ে গিয়েছে। ‘

‘ সব সময় যেটা দেখি সেটা সত্যি হয়না। পিউ ভ*য় পাচ্ছিল বলেই...

থামল,বলল,

‘ কিন্তু তুই এসব আজে-বাজে কথা কবে থেকে শিখেছিস? আমিত জানতাম, আমাকে তোর থেকে ভালো কেউ চেনেনা। ‘

ইকবাল হেসে ফেলল এবার। কাধ ধরে বলল

‘ মজা করছিলাম বন্ধু,ডোন্ট বি সিরিয়াস।’

ধূসরের মেজাজ খারাপ হলো। নাক মুখ ফুলিয়ে বলে,

‘ তুইও যেমন, তোর মজাও তেমন।’

হাতটা হঁটিয়ে দিয়ে গজগজে রাগ সমেত হাঁটা দিতেই ইকবাল উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ আরে,আরে ধূসর আমি মজা করছিলাম তো। বন্ধু,এই শালা, না না সমন্ধি, শোন না ভাই।’

ধূসর শুনল না। চলে গেল। ইকবাল জ্বিভ কে*টে ব্যস্ত পায়ে পিছু নিলো তার। এইরে,চটে গেছে ছেলেটা!

মজার ডোজ একটু বেশিই হয়ে গেল।পিউ তীক্ষ্ণ চোখে পুষ্প আর ইকবালকে লক্ষ্য করছে। এরা সেই গতকাল থেকে ফিসফিস করে কথা বলছে। বলুক,ওটা সমস্যা না। কিন্তু তাকে দেখলেই কুঁলুপ আঁটছে মুখে। কেন? ব্যাপারটা কী! এরকম করার কী আছে? যেন বিশাল যু*দ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুজন। আর সে হলো

শত্রুপক্ষের লোক। তাকে কিছু শোনানো পাপ,মহাপাপ।

সে শুনতেও চাইল না। দাঁড়িয়ে থাকল দূরে। ব্যকুল চোখে একবার ধূসরকে খুঁজল। সেই বিছানা ছাড়ার পর মানুষটাকে আর দেখেনি। কোথায় গেলেন উনি?

সকাল থেকে তার সাথে একটাও কথা বলেনি। দুপুরে খাওয়ার সময়েও না। এমনকি সবার গ্লাসে

পানি ঢেলে দিলেও তাকে দেয়নি। একবার ভুল করে চেয়েও দেখেনি ওকে। উনি কী কালকের ব্যাপার নিয়ে এখনও রে*গে?

পিউয়ের মন ভারি হয়ে আসে। বিষন্নতায় ছাপিয়ে আসে বুক। নিজের ওপর বীতস্পৃহায় গলবিল তেঁতো লাগে। পণ করে,আর কোনও দিন কাঁ*পবেনা। কাঁপ*বেইনা।

এরমধ্যে ইকবাল কাছে এসে দাঁড়াল। খুকখুক করে কেশে মনোযোগ উদ্ধার করল তার। বলল,‘ কী পিউপিউ! একা একা দাঁড়িয়ে কী করছো?’

পিউ আঁখিজোড়ার হদিস, সম্মুখে বহাল রেখেই শুধাল,

‘ আচ্ছা, ধূসর ভাই কোথায় গেলেন?’

‘ কাজে হয়ত। ‘

পিউ বিড়বিড় করে হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ এখানেও কাজ!’

ইকবাল খেয়াল করল,ওর চেহারার সুখ সুখ ভাব বিলুপ্তপ্রায়। ঘুরতে এসে এমন হলে হবে? তার মন ঘোরাতে,সরাসরি প্রসঙ্গ তুলল সে,

‘ আচ্ছা পিউ,কাল তো তোমার জন্মদিন। ভাইয়ার থেকে গিফট নেবে না?’

পিউ তড়িৎ বেগে তাকায়। কণ্ঠে অবিশ্বাস ঢেলে বলল,

‘ আপনার মনে আছে?’

‘ হ্যাঁ। আমার কেন? পুষ্পর ও আছে।’

পিউ হাসল। ভেবেছিল কারোর মনে থাকবেনা। বললও,

‘ আমিতো ভাবলাম কারোরই মনে থাকবে না।’

ইকবাল আকাশ থেকে পরার ভাণ করে বলল,

‘ কী বলছো? তোমার জন্মদিন আর আমি ভুলে যাব? এ হয়! তোমার একমাত্র দুলাভাই আমি। তুমি আমার একটি মাত্র শালিকা। ইহকালেও সম্ভব এ?’তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে মোলায়েম স্বরে শুধাল,

‘ বলো কী চাই? শাড়ি? উম,মেক আপ? অন্য কিছু?এই তোমার না একটা ল্যাপটপের শখ, চাই সেটা?’

‘ না না,আমার কিচ্ছু চাইনা ভাইয়া। ‘

ইকবাল ভ্রু গোছায়,

‘ কেন? ভাইয়াকে নিজের ভাবোনা?’

‘ এ বাবা! ভাবব না কেন? আসলে আমার তো সবই আছে। আপনারাও আছেন,আর কী চাই?’

‘,বড়দের মত কথা কেন? ছোট পিউপিউ ছোট থাকবে সব সময়, বুঝলে? আচ্ছা,এক সেকেন্ড, তোমার কোনও উইশ নেই? যেটা ফুলফিল্যে হলে তোমার মত খুশি কেউ হবেনা,এরকম কিছু?’

পিউ আনমনা হলো। সমুদ্রের জলের দিক চেয়ে উদাস স্বরে বলল,

‘ আমার একটাই চাওয়া,ধূসর ভাইয়ের মুখে একবার ‘ভালোবাসি’ শুনব।’

হুশ ফিরতেই লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেয় সে। ইকবাল দাঁত বের করে হাসছে। যা দেখে লজ্জা দ্বিগুন বাড়ল ওর। সে প্রমোদ কণ্ঠে বলল,

‘ বাবাহ,কী প্রেম! আচ্ছা ধরো, ধূসর ভালোবাসি বলল,কী করবে তাহলে? ‘

পিউ দু-পাশে মাথা নেড়ে হাসে। ভাবে,

‘ আমি জানি,পৃথিবী উলটে গেলেও উনি কোনও দিন বলবেন না।’সাদিফ অফিস শেষ করে সোজাসুজি এয়ারপোর্টে এলো। সমস্ত নিয়ম-কানুন শেষ করে নির্ধারিত বিমানের দিক এগোলো। তার দশ মিনিটের মাথায় আকাশে উড়ল তা। সাড়ি সাড়ি মেঘের দিক একবার

দেখে সিটে মাথা এলিয়ে দিলো সে। ক্লান্ত লাগছে! নয় ঘন্টা অফিস করে এখন আবার এতটা পথের জার্নি! তক্ষুনি, মানস্পটে ভাসল পিউয়ের সুশ্রী চেহারাখানি। ওমনি শ্রান্তি উবে যায়। ঠোঁটে ফুটল স্মিত হাসি। বলল,

‘ আমি আসছি পিউ,তোর কাছে আসছি।‘‘ তার মানে তুই আমার কথা রাখবি না ধূসর?’

ইকবালের কণ্ঠ যতখানি নরম,ধূসর ততটাই শক্ত গলায় বলল,

‘ না।’

‘ পিউ খুব চায়,তুই ওকে ভালোবাসি বল।’

ধূসর ক্লান্ত চোখে চেয়ে বলল,

‘ আমার দ্বারা এসব হবে না ইকবাল।’

‘ কেন হবেনা? হওয়ালেই হবে। ভালোবাসিস না এমন তো নয়। তাহলে বলতে সমস্যা কোথায়?’

ধূসর পালটা যুক্তি দেখায়,

‘ ভালোবাসা মানেই জাহির করে বলা নয় । নিজের মধ্যে রেখেও ভালোবাসা যায়।’

‘ তাহলে তুই সত্যিই বলবি না?’

‘ বললাম তো না।’

ইকবাল মুখ কালো করে বলল,

‘ আমি পিউকে কত বড় মুখ করে বললাম। আমার সম্মান টা রাখবিনা?’

‘ ইকবাল,ডোন্ট বি আ চাইল্ড! সামান্য আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও ও...।

আর এসব কথা আসছেই বা কেন? পিউ নিজেও জানে আমি ওকে....’

দুটো কথাই অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল। ইকবাল হেসে উঠে বলল,

‘ কী, কথা পাচ্ছিস না আর? পাবি কী করে? বলার কিছু থাকলে তো!’

ধূসর বিরক্ত হলো। চোখমুখ গুটিয়ে বলল,‘ যা মনে করিস তাই। ‘

ইকবাল রেগে যেতে যেতেও নিজেকে ঠান্ডা করে। বুঝল ধূসরের সাথে চোটপাট দেখিয়ে লাভ নেই। তাই শান্ত গলায় বলল,

‘আচ্ছা,ওকে দিবি বলে যেটা কিনেছিস,সেটা দিয়েই শুরু কর। ‘

ধূসর চুপ করে গেল। ভাবুক হলো তার মুখশ্রী। যেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। জবাব দিচ্ছেনা দেখে হাসি ফুটল ইকবালের। বড় আশা নিয়ে বলল,

‘ তাহলে শুভস্ব শীঘ্রম?’

ধূসর নিশ্চুপ রইল খানিকক্ষণ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায়। চিকণ ওষ্ঠে ভেসে ওঠে দুর্বোধ্য, দুষ্প্রাপ্য হাসি। ইকবাল এতেই অনুভব করে বিজয়ের রেশ।

ধরেই নেয়,এইবার হয়ত পিউ তার বহু কাঙ্ক্ষিত কথাটি শুনবে!পিউ চুপচাপ বিছানায় পা গুছিয়ে বসে। আচমকা বাইরে ধূসর আর ইকবালের কণ্ঠ শুনেই সচকিত হয়। ছুটে রুম থেকে বের হলো তারপর। ধূসর-ইকবাল কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। পিউ দরজা টানতেই ওরা তাকাল। ওকে দেখে ইকবাল হাসলেও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরাল

ধূসর। গটগট শব্দে এগিয়ে গেল তার লম্বা পা। পিউ আশাহতের ন্যায় চেয়ে রইল সেদিকে। মনের আনাচে-কানাচে ঝড়-তুফান ডু*বিয়ে দিলো সব। ইকবাল কাধ উচু করে আবার চলে গেল। পিউয়ের চোখ ভিজে ওঠে। ধূসর ভাই এত রে*গে যাবেন, কথা বন্ধ করবেন জানলে সে জীবনেও ওমন করতো না।

সে ধীর পায়ে আবার বিছানায় এসে আধশোয়া হলো। এর মধ্যেই পুষ্প ঘরে ঢোকে। হাতে বড় সড় প্যাকেট বাক্স। আবার তার মেক-আপ বহন করার বাক্সটাও আছে। পিউ ওকে দেখে কান্না সংবরণ করে,ঠিকঠাক হয়। পুষ্পর ঠোঁটে উপচানো হাসি। ঝলমলে মুখবিবর। সে সব জিনিসপত্র বিছানায় রাখে। এতকিছু দেখে পিউ অবাক হয়ে বলল ‘ এসব

কী?’পুষ্প সে কথার জবাব দিলো না। প্যাকেট বাক্স খুলে বের করল একটা কালো জামদানী। কী সুন্দর কারুকাজ! পালটা প্রশ্ন ছু*ড়ল,

‘ কেমন এটা?’

পিউ মাথা ঝাকায়,’ ভালো। কবে কিনেছিস? আগেতো দেখিনি।’

‘ আজকেই অনলাইন থেকে নিলাম। এক কাজ কর,ওয়াশরুমে গিয়ে

পেটিকোট আর ব্লাউজ পরে আয়। আমি তোকে শাড়িটা পরিয়ে দিই।’

পিউ আশ্চর্য হয়ে বলল,

‘ আমি কেন শাড়ি পরব? কোন সুখে?’

‘ পার্টি আছে। আমাদের যেতে হবে সেখানে। এত কথা বলিস না,ধূসর ভাই তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলেছেন আমাদের।’‘ তো অন্য কিছু পরি।

শাড়ি কেন? আমার হাঁটতে কষ্ট হয় খুব।'

বলতে বলতে চোখ নামাল সে। মনে পড়ল ধূসরের সেই স্টোরির লেখা গুলো। বুক ভারি হলো। যার আকর্ষণ পেতে সে শাড়ি পরতে মরিয়া,সেতো আজ ফিরেও দেখবেনা। অভিমান করে আছে যে! আর এখন এত সাজগোজের ইচ্ছেও নেই।

পুষ্প বলল’ পরতে সমস্যা কী? আর হাঁটতে হবে না অত। গাড়িতে যাব, গাড়িতে আসব। তুই শুধু পরবি ব্যাস,আমিও তো পরেছি তাইনা? ‘

‘ আমার এখন ভালো লাগছে না আপু। জোর করিস না। ‘

পুষ্প ধপ করে বিছানায় বসে বলল, ‘ ভালো। পরতে হবে না। কত শখ করে আনলাম,আমার ইচ্ছের তো

দামই নেই কারো কাছে। কে আমি, তাইনা?’

বোনের থমথমে চেহারা পিউয়ের কোমল হৃদয়ে দাগ কা*টে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে হেসে জানায়,

‘ আচ্ছা, পরে আসছি।’সে ওয়াশরুমে ঢুকতেই পুষ্প যুদ্ধে-জয়ী হাসল। হাত ওপর নীচে ঝাকিয়ে বলল, ‘ ইয়েস!’

পুষ্প লাল টুকটুকে লিপস্টিকটা বের করতেই পিউ নাক সিটকে বলল,

‘ না না এত কড়াটা না। হাল্কা পাতলা কিছু। ‘

সে চোখ পাকিয়ে বলল,

‘ চুপ।’

পিউ চেহারা ওল্টায়। পুষ্প পাত্তাই দিলো না। মন ভরে সাজিয়ে দিয়ে দম ফেলল। তারপর বোনের থুত্নী ধরে বলল,

‘ মাশ আল্লাহ! এটা আমার বোন? না পরী!’

পিউ মুচকি হাসল। পুষ্প বলল,

‘ শাড়িটা তোর গায়ে এত মানিয়েছে!’

তারপর বিড়বিড় করল,’ ধূসর ভাইয়ের পছন্দ আছে।’

পিউ সেটুকু শোনেনি। সে নিশ্চুপ হাত কোলের ওপর রেখে সেদিকে চেয়ে। এক ফাঁকে মুখ তুলে বলল,

‘ কখন যাব? সাড়ে এগারটার বেশি বাজে যে!’

‘ এইত, ওরা ডাকলেই।’

‘ ওনারা কোথায়?’

‘ নীচে।’ঘড়িতে এগারটা পঞ্চাশ ছাড়াতেই পুষ্পর ফোনে মেসেজ এলো, ‘ চলে এসো। এদিকের কাজ শেষ। ‘

পুষ্প উঠে দাঁড়াল চটপট। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল

‘ চল, চল, ডাকছে।’

‘ কখন ডাকল?’

‘ পরে শুনিস,আয়।’

পিউ যেতে যেতে আয়নায় একবার নজর বোলায়। ক্রিম রঙের মুখে কালো রং ফুটে ওঠা তাকে হুরের মত লাগলেও তার কাছে কিছুই ঠেকেনা। আপু যে কেন এত প্রসংশা করল!

পুষ্প এর মধ্যে ব্যাতিব্যস্ত হয়ে তার হাত টেনেটুনে চলে। রুম লক করে লিফটে উঠে বোতাম টিপতেই পিউ বলল,

‘ আমরা তো গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাব। টপ ফ্লোর কেন দিলি?’

‘ কাজ আছে রুফটপে।’

পিউ আর কথা বাড়াল না। মন ভালো না থাকলে জ্বিভ নাড়াতেও ক*ষ্ট।

পুষ্প তাকে নিয়ে রুফটপে আসে। সেখানটা অন্ধকারে তলিয়ে। সে সাবধান করল,

‘ দেখে,আ*ছাড় খাস না আবার।’

পিউ কিছু বলল না। তার চোখে-মুখে প্রগাঢ় জিজ্ঞাসা। এই অন্ধকার জায়গায় কীসের কাজ? আর সারা হোটেলে আলো জ্বলছে, এখানে কী হলো?কাল রাতেও তো এখানটায় খাবার খেয়েছিল। কী আলো চকচকে

ছিল জায়গাটা! পুষ্প আগেভাগে হেঁটে গেল। পিউ এগোলো পেছনে। তার গতি সুস্থির। তবে তিঁমিরের মাঝে কিছু দেখতে পাচ্ছেনা।

বোনকে ডাকবে, এর আগে চাঁদের জ্যোৎস্না, আশে-পাশের দালান-কোঠার আলোতে যতটুকু স্পষ্ট হয় তাতে দুটো পুরুষ অবয়ব চোখে লাগে। পিউ ভ্রু কোঁচকায়। বিলম্বব্যাতীত বুঝে নেয়, একটা ছায়া

ধূসরের। অন্যটা তবে ইকবাল ভাই? ওনার না নীচে?’

তখন পুষ্পর কণ্ঠ পাওয়া যায়,

‘ আয় পিউ।’

পিউ মনে প্রশ্ন রেখে এগোলো। কাছাকাছি যেতেই আচমকা জ্ব*লে উঠল লাইট। হঠাৎ অত আলো এসে ঠিকড়ে পরল মুখে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিউয়ের। সহ্য করতে না পারায় কুঁচকে এলো চেহারা। হাত

দিয়ে বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালাল নিজেকে। টিপটিপে নেত্রে তাকাতেই ওরা হৈহৈ করে, টেনে টেনে বলে,
‘ হ্যাপী বার্থডে টু ইউ।’পিউ চমকে ওঠে। বারোটা বেজে গিয়েছে? বিস্মিত আঁখিতে আশেপাশে চাইতেই ফাঁকা হয় ঠোঁট। গতকাল এই এখানটায়,লোক গিজগিজ করা জায়গা আজ শূন্য। কিন্তু সাজগোজ,আর লাইটিং এর এক

ফোটা কমতি নেই। তারপর ইকবালদের সামনের গোলাকার টেবিলের মাঝ বরাবর রাখা বিশালাকার ভ্যানিলা কেক। কেকের ওপরে বসানো এক ফুটফুটে গাউন পরিহিতা প্রিন্সেস। পিউ বিমূর্ত। পল্লব ঝাপ্টাল কয়েকবার। তার জন্মদিনের জন্যেই এত আয়োজন!

পিউ সবটা দেখতে দেখতে বলল,

‘ এত কিছু? এত কিছু করেছেন আপনারা? ‘

ইকবাল জানাল,

‘ ইয়েস ম্যাম!আপনার জন্যেই এই গোটা রুফটপ আজ বুকিং করা হয়েছে, বুঝলেন? ‘পিউ কৃতজ্ঞ হাসল। বিস্ময়কর দৃষ্টি কমিয়ে চাইতেই চোখাচোখি হলো ধূসরের সাথে। পড়নে কালো শার্ট,ছাই রঙা প্যান্ট তার। একভাবে,এদিকেই

চেয়ে। ওইভাবেই, একবার তার আপাদমস্তক ঠান্ডা নজরে দেখল। ক্ষুরের মত চাউনীতে মুগ্ধতার বাণ। সেই বাণে এ- ফোড় ও-ফোড় হয় পিউয়ের ক্ষুদ্র দেহ। এমন মাদকের মত তাকিয়ে থাকলে চলে! পিউ কুণ্ঠায় নুইয়ে পরে। ইকবাল অধৈর্য কণ্ঠে বলল,

‘ পিউপিউ, বারোটা বেজে এক,দাঁড়িয়ে না থেকে কেক কা*টো, এসো।’

পিউ সহাস্যে এগোয়। ইকবাল সরে তাকে জায়গা দেয় ধূসরে পাশে দাঁড়ানোর। পিউ ঝুঁকে ফুঁ দিলো মোমে। সেটা নিভতেই হাত তালি পরল ইকবাল-পুষ্পর।

তারপর প্লাস্টিকের ছু*রিটা হাতে নিতেই ওপর থেকে সেই হাত

মুঠোয় তোলে ধূসর। শক্ত করে আকড়ে কেকে পোচ বসায়। পিউ পুরোটা সময় চেয়ে রয় তার দিক। শেষ দিকে ধূসর আড়চোখে ফিরল। মিলে গেল এক জোড়া সম্মোহনী দৃষ্টি। তন্মধ্যেই ধূসর ছোট্ট কেকের টুকরো ধরল তার মুখের সামনে। সে বিনাবাক্যে খেলো। লজ্জা,দ্বিধা কাটিয়ে এক টুকরো তার দিকেও ধরল।

ধূসর তার দিক চেয়ে, এক হাতে কব্জি আকড়ে সেটুকু খায়। পিউয়ের চোখে ভাসে পুরোনো চিত্রপট। সেই প্রথম ধূসরকে ভাত খাইয়ে দেওয়ার মুহুর্তরা।

এরপরে বাকীদের কেক খাওয়ায় সে।

ইকবাল একটা র‍্যাপিং বাক্স দিয়ে বলে,

‘গিফট চাওনা বলেছো,কিন্তু আমিতো কথা শুনব না। তাই এটা আমার পক্ষ থেকে।’

পিউ হেসে গ্রহণ করে সেই উপহার। ভার দেখেই আন্দাজ করল ইলেক্ট্রিক কিছু হবে। পুষ্পও একইরকম র‍্যাপিং বাক্স দিয়ে বলল, ‘ এটা ওর পক্ষের। ‘ তবে তার টার আকার ইকবালের চেয়ে ছোট।

তারপর ধূসরের দিক তাকাল পিউ। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ইকবাল মিটিমিটি হেসে বলল,

‘ ও বোধ হয় গিফট টিফট কেনেনি।’পিউ মনে মনে বলল,

‘ উনিইত আমার গিফট।’

মুখে বলল, ‘ গিফট না হলেও চলবে। আপনারাও যে কেন করলেন এসব!’

ইকবাল প্রসঙ্গ এড়িয়ে পুষ্পকে বলল,
‘ মাই লাভ,চলো আমরা নীচ থেকে খাবার গুলো নিয়ে আসি।’
সে বুঝতে না পেরে বলল, ‘ খাবার?’
ইকবাল চোখ টিপে,ইশারা করে। পুষ্প সতর্ক কণ্ঠে বলে,
‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো। পিউ, তোরা দাঁড়া, আমরা এক্ষুনি আসছি।’

কোনও রূপ হু- হা, না শুনেই ত্রস্ত বেরিয়ে গেল দুজনে।

রুফটপের খোলা আঙিনায়, এক ঝাঁক আলো,আর ধেঁয়ে আসা হাওয়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল পিউ আর ধূসর।

ইকবাল- পুষ্প যায়নি। দুজন লুকিয়ে পড়ল আড়ালে। মাথা নামিয়ে উঁকি দিলো, ওরা কী করে দেখতে।

পুষ্প ইতস্তত করে বলল,‘ এভাবে দেখা কি ঠিক হবে? আমার না ভীষণ লজ্জা লাগছে!’

‘ কেন?’

‘ না মানে,বড় ভাই আর ছোট বোনের প্রেম করা দেখব?’

ইকবাল তার চুল গুছিয়ে দিয়ে, চাপা কণ্ঠে বলল,

‘ ওরা যে তোমার ভাই বোন, ওসব মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যালো মাই লাভ।

মনে করো, ধূসর আমার বন্ধু আর পিউ ওর বউ। সে হিসেবে ও তোমার ভাবি। ওকে?’

পুষ্প অনীহ কণ্ঠে বলল ‘ ধুর, তা আবার হয় না কী?’

‘ তাহলে চলো,চলে যাই।’

ইকবাল হাত টানতেই, পুষ্প আটকে মিনমিনিয়ে বলল

‘ না দেখি, থাক।’সাদিফ হন্তদন্ত পায়ে হোটেলে ঢুকল। হাতঘড়িতে

সময় দেখে চক্ষু চড়কগাছ । বারোটা পেরিয়েছে অনেকক্ষণ। এইরে,সবার আগে উইশ করা হলোনা বোধ হয়! সে এক প্রকার হুড়মুড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশনে। দায়িত্বরত ছেলেটিকে শুধাল,

‘ এক্সকিউজ মি! সিকদার ধূসর মাহতাব নামে কেউ রুম নিয়েছেন এখানে?’

ছেলেটি কিছুক্ষণ সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করল ওকে। তারপর সোজাসুজি বলল,

‘ সরি স্যার! আমরা এভাবে গেস্টদের ডেটা বাইরের কাউকে দেইনা।’

‘ না না আমি বাইরের লোক নই। আমি ওনার ছোট ভাই। আর সাথে যারা এসছে? ওরা আমার বোন আর দুলাভাই। আচ্ছা ওয়েট....বলে

পকেট থেকে ফোন বের করল সাদিফ। গ্যালারি ঘেঁটে পুষ্পর বিয়েতে তোলা তাদের গ্রুপ ফটো মেলে ধরল ওনার সামনে। চেনা চেনা মুখ গুলো স্পষ্ট সেখানে। তিনি বিশ্বাস করলেন এবার। বললেন,

' হ্যাঁ স্যার,নিয়েছেন।'

' কত নম্বর রুম?''৩০২, ৩০৩, আর ৩১৮,থার্ড ফ্লোর । তবে ওনাদের এখন রুমে পাবেন না।'

‘ কেন? বেরিয়েছে?’

‘ না,আসলে ওনাদের সাথে আসা একজনের বার্থডে আজ। সেটা সেলিব্রেট করার জন্যেই ওনারা পুরো রুফটপ বুক করেছেন। এখন সেখানেই।’

সাদিফ অবাক হয়। তবে ছোট করে জানায়,

‘ ওকে থ্যাংকিউ।’

তারপর হাওয়ার বেগে ছুটল। লিফটে উঠে ভাবল,একটা গোটা রুফটপ বুক করার বিষয় নিয়ে। এর মানে সবার মনে আছে পিউয়ের জন্মদিন আজ। পালন ও করছে। তাহলে ওদের মধ্যে এই আংটি কীভাবে দেবে ওকে? তার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। উত্তেজিত সে।পিউ জমে যাচ্ছে। তুষারের ন্যায় শীতল হচ্ছে শরীর। নার্ভাসনেসে ভেতরটা

টিপটিপ করছে কেমন। একবার চোখ তুলে ধূসরের দিক চাইল। সে সে মানুষটার ধাঁরাল চাউনী, ওকে মাথা তুলে রাখার সাহস যোগাতে নারাজ। চটপট নামিয়ে নিলো আবার। সেই ক্ষণে ধূসরের পদযূগল এগিয়ে আসে। পিউয়ের হৃদকম্পন জোড়াল হয় । জোর করে শক্ত রাখল নিজেকে। কিছুতেই কাঁপবে না,একদম না।

ধূসর কাছে এসে থামল। সাদা রঙের একটা ছোট বাক্স তার সামনে ধরে বলল ‘ এটা তোর।’

ইকবাল টাস করে কপালে চ*ড় বসাল। বিদ্বিষ্ট স্বরে বলল ‘

‘আরে ব্যাটা, কেউ এইভাবে আংটি দেয়? হাঁটু মুড়ে দেবেনা? আজব!’

পুষ্প বলল, ‘ আহা থামো। বিরক্ত করোনা, দেখতে দাও।’

পিউ চোখ ওঠায়। বাকী গিফট টেবিলে রেখে আংটির বাক্স ধীরেসুস্থে হাতে নেয়। ঢাকনা খুলতেই উজ্জ্বল পাথর বসানো হীরের আংটিটা উঁকি দেয় সেথায়। পিউ বিস্ময়াহত হয়ে সেই আংটি দেখে গেল কয়েক পল। এটা কি ওর জন্য কিনেছেন ধূসর ভাই? ওষ্ঠপুটের আড়ালে ভালোলাগা গেঁথে, আংটির বাক্স হাতের মুঠোয় শক্ত

করে চে*পে ধরল সে । ইচ্ছে করছে বুকের মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখতে।

ধূসর ঘাড় ডলল বাম হাতে। তাকে অপ্রস্তুত লাগছে। বারবার খরখরে ঠোঁট ভেজাচ্ছে জ্বিভে। তারপর পিউয়ের দিক তাকাল। কেমন খ্যাক করে বলল,

‘ এটা কি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জিনিস? এদিকে দে!’

পিউ ঘাবড়ে,বিভ্রান্ত হয়ে এগিয়ে দিল। ধূসর ছো মেরে নিয়ে আংটি বের করে বক্স ফেলে দিলো। দৈবাৎ আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

পিউয়ের তুলতুলে হাতের নরম আঙুল মুঠোতে নিলো। বিনাদ্বিধায়, সরু অনামিকায় প্রবেশ করাল নিজের প্রথম ভালোবাসার চিহ্ন।

ইকবাল হতচেতন কণ্ঠে বলল, ‘ আরে ব্যাটা! ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঠিকই আংটি পড়াল, দেখলে?

পুষ্প চ সূচক শব্দ করে বলল, ‘ উফ, তুমি থামবে? তোমার জন্য আমি এঞ্জয় করতে পারছি না।’

সাদিফ ছটফটে পায়ে ওপরে উঠল। যত এগোচ্ছে তার বক্ষস্পন্দন বাড়ছে। হঠাৎ,

সিড়িঘরের চূড়ায় ইকবাল- পুষ্পকে পেছন থেকে দেখে হাসি ভীড়ল ঠোঁটে। উচ্ছ্বসিত কদমে কয়েক কদম এগিয়ে ডাকতে গেল,এর আগেই চোখ পড়ল সম্মুখে। পিউয়ের আঙুলে ধূসরের আংটি পড়ানোর দৃশ্য, তাকে থমকে রাখল ওখানেই।পিউ একবার আঙুলের দিক দেখে, ধূসরের চোখের দিক তাকায়। সময় নিয়ে অপেক্ষা করে।

কিছু শুনতে চায়। অথচ মানুষ টার রা নেই। সে দাঁড়িয়ে আশপাশ দেখছে।

পিউ যেঁচে অধৈর্য, আকুল কণ্ঠে শুধাল,

‘ আর কিছু বলবেন না ধূসর ভাই?’

তার মনের মধ্যে নিরন্তর বাজছে,

‘ একবার ভালোবাসি বলুন না ধূসর ভাই। শুধু একবার!’

সাদিফের ঘেমে যাওয়া দেহ শীতল হয়ে আসছে। অজানা আশঙ্কায় ধড়ফড় করছে ভেতরটা। সে বিভ্রম সমেত দাঁড়িয়ে যখন, সেই সময় ইকবালের ফিসফিসে স্বর কানে আসে। সে চাপা কণ্ঠে বলছে,

‘ বলে দে না,ভালোবাসি। বল না হতচ্ছাড়া। আর কত অপেক্ষায় রাখবি মেয়েটাকে?’

সাদিফ বাকরুদ্ধ। তার জ্বিভ বিবশ। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। ধূসর ভাই পিউকে ভালোবাসি বলবেন মানে? পিউয়ের দৃষ্টিযূগল কাতর। তিরতির করে অধর কাঁ*পছে। ব্যগ্র হচ্ছে বুক। একবার চায়,ধূসর ভালোবাসি বলুক। আজ শুনলেই সে ধন্য। আর না হলেও চলবে।আচমকা ধূসর কোমড় চেপে ধরল। অনুষ্ণ হাতের ছোঁয়ায় পিউ কেঁ*পে ওঠে। সে টেনে

ওকে কাছে নেয়,মিশিয়ে ধরে বুকে। গরম নিঃশ্বাসের তোপে পিউ চোখ বুজে ফেলল। এই দৃশ্যে ইকবাল-পুষ্প ফিক করে হাসে। অথচ সাদিফ কিংকর্তব্যবিমুঢ়! মস্তক থিঁতিয়ে এসেছে তার।

' তাকা পিউ।'

নিখাদ কণ্ঠে, নিভু চোখে তাকাল পিউ। অক্ষিপট স্থিত হলো দুজনের।

ধূসর গলার স্বর অপরিবর্তিত রেখে বলল,
‘ বিয়ে করব তোকে।
বউ হবি আমার?’
ইকবাল চোখ শৃঙ্গে উঠিয়ে বলল, ‘ ওরে শালা, ভালোবাসা টাসা বাদ? সোজা বিয়ে? ‘
পুষ্প স্ফূর্ত গলায় বলল, ‘ এই না হলে আমার ভাই!’অথচ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল সাদিফ। রক্তশূন্য চেহারায়

ওদের দিক চেয়ে রইল। হতভম্ব তার পৃথিবী ঘুরছে। টলছে পা। যন্ত্রনায় মুচড়ে উঠছে কলিজা।গোটা আকাশ চুর্ণবিচূর্ন হয়ে ভে*ঙে পরেছে মাথায়।

পিউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কথা ফুটছে না,কণ্ঠরোধ। অবিশ্বাস ছুটছে দুই অক্ষিতে। কিছু সময় কাটল। ধূসর ও তাকিয়ে। পিউয়ের এই স্তম্ভিত,চমৎকৃত চক্ষুযূগল, এই

হা হয়ে থাকা, অন্তর্ভেদী,শান্ত লোঁচনে পরোখ করে সে। কোনও রকম কোনও তাড়াহুড়ো নেই সেখানে। যেন সময় দিচ্ছে ওকে। পিউ ধাতস্থ হতে পারেনা। এত দ্রুত এই বিস্ময় সামলানোর যোগ্যতা তার হয়নি। তার দৃষ্টি একইরকম। শুধু অধরদ্বয় নড়তে দেখা যায়। অনুনয় করে,

‘ আরেকবার বলুন!’ধূসর যেন বাধ্য আজ। বিলম্বহীন বলল,

‘ বউ বানাব তোকে। সিকদার ধূসর মাহতাবের বউ।’

শেষ করার আগেই পিউ বিদ্যুৎ বেগে আ*ছড়ে পরল তার বুকের ওপর । ইকবাল হাত তালি দিতে গিয়েও পারল না,লুকিয়ে আছে মনে করে। তবে পুষ্প সে একে অন্যকে আগলে ধরল খুশিতে।

এক যুগ খরার পর, হঠাৎ এক পশলা বর্ষার সুখ পেয়ে হুহু করে কেঁ*দে ওঠে পিউ। সে কান্না বাধ ভা*ঙা। দুহাতে খা*মচে ধরে ধূসরের পিঠের শার্ট। ভিজিয়ে দেয় বক্ষপট। অথচ হাসল ধূসর। এক পেশে হাসি। তার বাধন দৃঢ়। ওমন আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেই মাথায় চুঁমু বসাল পিউয়ের।সাদিফের থরথর করে পায়ের জমিন কাঁ*পে। কাঁ*পে

সমগ্র শরীর। চশমার কোন ছুঁয়ে এক ফোঁটা উষ্ণ জল গালে এসে নামে। বুঝতে এক দন্ড বাকী নেই,ধূসর-পিউ একে- অন্যতে মত্ত। আর ওদের মাঝে সে তৃতীয় ব্যক্তি। স্রেফ তৃতীয়।মারিয়া ক্লান্ত হাতে বেল টিপল। তার চোখদুটো জ্বল*ছে। বুক পু*ড়ছে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুললেন রোজিনা। মেয়েকে দেখে প্রতিদিনের মত শুভ্র

হাসলেন। বিনিময়ে রোজকার দেয়া,প্রানবন্ত, উচ্ছল হাসিটা হাসতে ব্যর্থ হলো সে। তবুও,মায়ের খা*রাপ লাগবে ভেবে ভেতর থেকে হাতিয়ে আনল এক টুকরো মলিন হাসি । বাজারের ব্যাগটা এগিয়ে দিলো। রোজিনা তাতে একবার চোখ বুলিয়ে শুধালেন,

‘ এত রাতে বাজারে গিয়েছিলি?’

‘ না,রাস্তায় পেলাম। তাই এনেছি।’

কণ্ঠ ভীষণ ধীর-স্থির তার। যেন শ্রান্তিতে মুঁদে আসছে সব।

‘ তাহলে ব্যাগ?’

‘ মোড়ের দোকান থেকে কিনেছি।’

‘ ওহ,চা খাবি? বানিয়ে দেব?’

‘ না।’

‘ আচ্ছা,ফ্রেশ হ। খাবার দিই।’

‘ পরে খাব।’প্রতিদিন মারিয়া বসার ঘরের সোফাটায় পা তুলে বসে। মায়ের হাতে বানানো চা খেতে

খেতে সারাদিনের ঘটনার বর্ণনা দেয়। আজ এই করেছি,সেই করেছি। চেষ্টা করে মায়ের মস্তিষ্ক ব্যস্ত রেখে তাকে হাসিখুশি রাখার। অথচ আজ,নিজের হাসিই বিলীন!

কোনও মতে উত্তর দিয়েই,সোজা রুমে ঢুকল সে। রোজিনা অবাক হলেন এতে। ওতো এরকম করেনা। আজ কী হলো? শরী-টরির খারাপ না তো?

ভাবলেন,গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। পা বাড়াতে যাবেন,এর আগেই দোর চাপানোর শব্দ হয়। মারিয়া স্বশব্দে লক টেনে দিয়েছে। রোজিনা থামলেন। বিস্ময় প্রগাঢ় হলো এবার। নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছে। নাহলে রওনাকের মৃত্যু বার্ষিকী ব্যাতীত মেয়েটাতো এমন নিস্তব্ধ থাকে না!

মারিয়া কাধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রেখে বিছানার দিক এগোয়। পা ঝুলিয়ে বসে। টলমলে চোখে চায় সাদা রঙের দেয়ালের পানে। অবিলম্বে ভেসে ওঠে সাদিফের শুভ্র আঁনন। ভীষণ সাদা দাঁত বের করে হাসার সেই চোখ জুড়ান দৃশ্য। তার চোখের দৃষ্টি। কথার মাঝে থুত্নীতে হাত বোলানোর অভ্যেস।

পরপর কানে বাজে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কথা।

‘আমি পিউকে ভালোবাসি, আমি পিউকে ভালোবাসি।’মারিয়া তৎপর হাতে দু-কান চে*পে ধরল। সহসা রক্তজবার ন্যায় অধরদুখানি ভে*ঙে-চূড়ে আসে। একরকম আছ*ড়ে পরে বালিশে। মুখ গুঁজে হাউমাউ করে কেঁ*দে ওঠে। সেই কা*ন্না বাড়ল, সাদিফের সঙ্গে একের পর এক

কাটানো মুহূর্ত মনে করতেই। বাড়ল আজ দুপুরের কথা ভেবে। পিউয়ের জন্য কেনা সাদিফের আংটিটা,তাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার ঘটনা সব কিছু বিষে*র ন্যায় বিঁধে থাকল গলায়। সে জানে,পিউ কোনও দিন সাদিফের হবে না। ও ধূসর ভাইকে ভালোবাসে। কিন্তু, তাও, লোকটাতো পিউকে মন দিয়ে বসেছে। আর যার মনে অন্য কারো বাস,সে ওর হবে?

হবে না। ভালোবাসলে তাকে সহজে ভোলা যায়? সাদিফ ও ভুলবে না। তার নেত্রযূগলে পিউয়ের প্রতি সুগভীর ভালোবাসার কূপ দেখেছে মারিয়া। সেই কূপ হয়ত ভরাট হবে না,গোটা জীবনেও না। সে কাঁদতে কাঁদতেই বিড়বিড় করল,

‘ এক তরফা ভালোবাসার মত বি*ষাক্ত, ভয়া*র্ত,আর রিক্ত অনুভূতি কিছুতে নেই সাদিফ!’সাদিফ সিড়ি

বেঁয়ে নামছে। বি*ধ্বস্ত লাগছে তাকে। ফর্সা চেহারা লালিত। যেন চামড়া ফে*টে র*ক্ত আসবে এক্ষুনি। বুকের ভেতরটা ছি*ড়ে যাচ্ছে ব্য*থায়। মস্তিষ্ক থিঁতিয়েছে। স্বকীয়তা হারিয়েছে নিউরন। তারা এতটাই বিকল যে লিফটের কথাও ভুলে বসল সে। অত উঁচু দালানের দীর্ঘ সিড়ি, একটা একটা করে নামল সে।

সাদিফ গ্রাউন্ড ফ্লোরে এলো। থামল। অগোছালো চোখে চারপাশেষ তাকাল। ঝা চকচকে হোটেলের মধ্যেও তার হৃদয় ঘুটঘুটে তিঁমিরে ভরা। একটুও আলো নেই সেথায়। দ্বিগবিদ্বিক খুইয়ে যেদিক চোখ যায়, সাদিফ এগোলো। পদযূগলের দশাও টালমাটাল। মদ্যক,মাতাল কোনও লোকও হয়ত এতটা ভারসাম্যহীন হয়না।কিছু দূর এগিয়ে খেয়াল

হলো,এটা সদর গেট নয়। সে দিশা হারিয়ে সুইমিং পুলের কাছে চলে এসেছে। সাদিফ পেছন ফিরে চায়। অথচ ফিরে যাওয়ার শক্তি কূলোয়না। ধপ করে বসে পড়ে পুলের আঙিনায়। সবুজ, পরিচ্ছন্ন জলের দিক অনিমিখি চেয়ে থাকে। তারপর সামনে ধরে মুঠোয় রাঙা সেই উপহার,যা পিউকে কোনও দিন দেয়া হবে না।

সাদিফের আকাশ ভে*ঙে কা*ন্না পায়। বক্ষে উথাল-পাতাল ঘূর্নিঝ*ড়। কিছুক্ষণ ঠোঁট চেপে ধরে নিজেকে সংবরণের আশায়। সেগুঁড়ে বালি ফেলে,ডুকরে কেঁ*দে ফেলল সে। অধৈর্য হাতে চশমা টা টান দিয়ে খুলে আ*ছাড় মা*রল। কাঁচের বস্তুটার সহিত যেন তার হৃদয়টাও ভে*ঙে ছিন্ন*ভিন্ন হলো।অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এলো কণ্ঠনালী

ফুঁ*ড়ে। হাহা*কার,হা হুতাশের এক তীব্র ভয়া*নক কা*ন্না তা। ভালোবেসেও ওপাশের মানুষটিকে হারিয়ে ফ্যালার কা*ন্না,তাকে না পাওয়ার কা*ন্না।

‘ কেন আমায় ভালোবাসলিনা পিউ? কেন ভাইয়াকে ভালোবাসলি? আমি কি এতটুকু কার্পণ্য করেছিলাম তোকে ভালোবাসায়? আমার কী

খামতি ছিল এখানে? বলে যা পিউ,বলে যা।’

কণ্ঠ ভগ্ন,রুগ্ন শোনাল। সাদিফ কাঁ*দতে কাঁদ*তে পানির দিক তাকায়। ব্যথিত দুই লোঁচনে ভেসে ওঠে ধূসরের বুকে পিউয়ের ঝাপিয়ে পরার দৃশ্য। তার মাথায় ধূসরের চুমু খাওয়া। সাদিফ চোখ খিঁচে বুজে ফ্যালে। হাত দিয়ে বুকের বাম পাশ ঘষে। হা করে শ্বাস নেয়।

তখন মনে পড়ে,মারিয়ার একটি প্রশ্ন,‘ যদি জানেন,পিউ অন্য কাউকে ভালোবাসে তখন?’

সাদিফ আকাশের দিকে চাইল। ছাদ ভেদ করে দেখা গেল না কিছু। তবুও সে বিড়বিড় করল,

‘ এই দেখুন ম্যালেরিয়া,আমি কাঁ*দছি। পিউ অন্য কাউকে ভালোবাসে শুনে আমি অসহায়ের

মতো কাঁদছি। দেখছেন আপনি? দেখছেন?’

কান্নার দমকে কাশি উঠে গেল তার। কাশতে কাশতে চিৎ হয়ে শুয়ে পরল সেখানে। ডান হাতের তালুতে রাখা আংটির বাক্সর দিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সামনে এনে বলল

‘ তোর আর কোনও কাজ নেই রে। আর কোনও কাজ নেই তোর।’

সেই শুয়ে থাকা দশায় আংটির বাক্সটাকে পুলের মধ্যে ছু*ড়ে ফেলল সাদিফ। ব্যস্ততা দেখিয়ে অতলে ডু*বল সেটা। সেই চিত্র অমত্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল সে। তিরতির করে ভূমিকম্পের ন্যায় অধর কাঁ*পছে তখনও । বক্ষ চূর্ন*বিচূর্ন হচ্ছে ক্রমশ। কাঁচ ভা*ঙার মত ঝরঝরে আওয়াজটা স্পষ্ট কানে বাজছে। আংটিটা একা নয়, যেন

সাথে ডু*বছে পিউ,ডুবছে তার এতদিনের লুকিয়ে,পুষে রাখা, না পাওয়া ভালোবাসা।দু প্রান্তে দুটো মানুষ যখন নিজেদের ভালোবাসা না পাওয়ার বেদ*নায় ছটফটায়, এক সপ্তদশী কিশোরী সেখানে ভালোবাসা পাওয়ার আনন্দে দিশেহারা। একই দিন মারিয়া,সাদিফ,পিউ,তিনটে ভিন্ন মানুষ কাঁদছে। একে অন্যের সাথে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ দশায় জড়িত এরা।

অথচ কা*ন্নার কারণ গুলো কী ভিন্ন,আলাদা,ব্যতিক্রমী!

ধূসর অধৈর্য। সব সময়, সব কাজে তার ধৈর্য ভীষণ কম। অথচ আজ,তার এতটা সহ্যক্ষমতা আগে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি পিউকে একবারও বুক থেকে সরানোর তাড়া।

পিউ ফুঁপিয়ে কাঁ*দছিল। অল্প স্বল্প শব্দ আসছিল তাতে। পাওয়া যাচ্ছিল

নাক টানার আওয়াজ। হঠাৎ সে শব্দ থেমে যায়। একটু আলগা হয় তার পিঠ আকড়ে রাখা ওর শক্ত*পোক্ত মুঠোদ্বয়।

বিষয়টা খেয়াল হতেই ধূসরের হাসিটা মুছে গেল। বেকে এলো জোড়া ভ্রু।

শরীরটাকে সামান্য ঝাঁকিয়ে ডাকল,‘ পিউ!’

সাড়া নেই। ধূসর সচকিতে,সতর্ক ভাবে তার বুক থেকে পিউয়ের মুখ তুলল। ওমনি ওর মাথাটা হেলে পরল একপাশে। জ্ঞান হারিয়েছে বুঝতেই পুষ্প আঁতকে ওঠে। ত্রস্ত এগোতে গেলেই ইকবাল আঁচল টেনে ধরল,

‘ কী করছো মাই লাভ?’

‘ পিউ অজ্ঞান হয়ে গেল তো।’

‘ আরে, আমরা লুকিয়ে আছি না? এখন গেলে ধরা পরে যাব।’

পুষ্প নিঃসহায় বনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাতর চোখে বোনের দিক চেয়ে রয়।অথচ ধূসর মুচকি হাসল। পিউয়ের নাকের ডগায় হীরের মত চকচকে ঘামটুকু বৃদ্ধাঙুলে মুছে নিলো। চিকণ ওষ্ঠদ্বয় এগিয়ে একটা দীর্ঘ চুমু আঁকল তার বাম গালে। ইকবাল তৎক্ষনাৎ এক হাতে নিজের

চক্ষু চেপে ধরে। পাশাপাশি ধরল পুষ্পরটাও। পরমুহূর্তেই দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাইল। কটমট করে বলল,

‘ শালা মহা শয়তান,জেগে থাকলে মেয়েটাকে ধম*কায়,আর জ্ঞান হারালে চুমু খায়?’

পুষ্প ‘ধ্যাত’বলে চোখ থেকে ইকবালের হাতটা নামিয়ে দিলো। বলল,

‘ আর কিছু দেখার দরকার নেই। পিউয়ের কাছে যাব আমি।’

‘ আচ্ছা,আচ্ছা।’

ইকবাল তাকে নিয়ে সিড়িতে নামল। গলা ঝাড়ল । কণ্ঠ উঁচু করে বলল,

‘ ধূসর,হয়েছে কী,খাবারটা একটু পরে দিয়ে যাবে।’সাথে ধুপধাপ পায়ের শব্দ করল। বোঝাল তারা আসছে। ধূসর চটজলদি ঠোঁট সরাল পিউয়ের গাল থেকে। চোখ-মুখ

স্বাভাবিক করল। ইকবাল-পুষ্প কিছুই হয়নি এমন ভাণ করে রুফটপের আঙিনায় আসে। পিউকে অচেতন দেখেই উদ্বীগ্ন কণ্ঠে শুধায়,

‘ একী, পিউপিউয়ের কী হয়েছে? কী করেছিস তুই ওকে?’

পুষ্প কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো দিতেই, থতমত খেয়ে শুধরে বলল,

‘ না মানে, কী বলেছিস তুই ওকে?’

ধূসর ঠান্ডা গলায় বলল, ‘ যা বলতে বলেছিলি,তাই।’

ইকবাল দাঁত চেপে ভাবল,

‘ মিথ্যে বলিস না হতচ্ছাড়া,একদম মিথ্যে বলিস না। সব শুনেছি আমি। ফাজিলের সর্দার, যা শিখিয়েছি একটা অক্ষরও তো বলিসনি।

‘পুষ্পর ধ্যান-জ্ঞান সব পিউয়ের ওপর। সে চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ ভাইয়া এখন কী হবে? পিউয়ের জ্ঞান ফেরাতে হবে তো। ওর কী শরীর খা*রাপ করল না কী!’

‘ কিছু হয়নি।

আমি ওকে রুমে রেখে আসছি। তোরা খাবার ওখানে দিতে বলিস।’

ওরা মাথা দোলাল। ধূসর জ্ঞান-হীন পিউকে পাঁজাকোলে তুলে নেয়।

পুষ্প যত্র ইকবালের বাহু ধরে বলল, ‘ আমার বোনের কিছু হবে না তো?’

ইকবাল হাসল। ওর দুগাল ধরে বলল,

‘ সামান্য কারণে এত ভয় পেতে নেই মাই লাভ! মাঝেমধ্যে এরকম হয়। স্নায়ুতন্ত্র অনাকাঙ্ক্ষিত, অবিশ্বাস্য কিছু পেলে তৎক্ষনাৎ গ্রহণ করতে পারেনা। ভ*য় পেলে,আ*ঘাত পেলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়না? এই বিষয়টাও ঠিক সেরকম। পিউয়ের তিন বছরের

অপেক্ষার ফল আজ এইভাবে ওর কাছে আসায়,একটু ওভারডোজ হয়ে পরেছে। এতে আহামরি চিন্তার কিছু নেই। বুঝলে?’পুষ্প বুঝতে পেরেছে,ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

‘ এখানকার সব কিছু নিয়ে নীচে এসো। আমি ধূসরকে দরজা খুলে দিই গিয়ে।’

ধূসর পিউকে নিয়ে ওর কামড়াতেই এসেছে। এখন মধ্যরাত। আবার

চোখ খুলে নিজেকে একা রুমে দেখে ভয় না পায় তাই! কুকুর ডাকার আওয়াজ আজকেও তো কম নেই। পিউকে শুইয়ে দিয়ে,এসি বাড়িয়ে কম্বল টেনে দিতে গেল। কিন্তু মাঝ-রাস্তায় এসে থামল তার হাত। পিউয়ের প্রসুপ্ত চেহারার দিক অভিনিবিষ্টের মত চেয়ে থাকল।মনে পড়ল আজ দুপুরের কথা। দোকানে গিয়ে সে নিজে বেছে বেছে এই

শাড়িটা কিনেছে। প্রত্যেকটা শাড়িতে পিউকে কল্পনা করেছে। কিন্তু যখন এটা হাতে নিলো, কল্পিত পিউয়ের ললিত মুখখানির শোভা হুড়মুড় করে চারগুন বেড়ে যায়। আর এক দণ্ড না ভেবেই শাড়িটা নিয়ে এসেছে ধূসর। আর দ্যাখো,তার ওই ক্ষণকালের অনুমানের চাইতেও মারাত্মক লাগছে মেয়েটাকে! যেন

কালোর বেশে ঘুমিয়ে থাকা, এক শুভ্র -প্রতীমার মত মায়াবী হুর।

ধূসর কম্বল পিউয়ের বুক সমান টেনে দিলো। মাথায় হাত বোলাল। কা*ন্নার দমকে লেপ্টে যাওয়া কাজল চোখের মেয়েটিকে পরোখ করল নিপুণ কৌশলে। পরপর, পরিপূর্ণ, প্রগাঢ় কণ্ঠে বলল,‘ দূর্বোধ্য হৃদয়ের যে স্থানে দূর্গের মত কঠিন দেয়াল ছিল, সেই দেয়াল ভে*ঙে এত

অনায়াসে কী করে ঢুকে গেলি পিউ? হৃদয়ের চৈত্রের তাপদাহে জলসিক্ততা হারানো মরুভূমির আঙিনায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে কেন নেমে এলি? এখন,সারাজীবন এই কঠোর, নির্লিপ্ত, আনরোমান্টিক মানুষটাকে সহ্য করতে পারবি? পারবি তার পাথুরে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে রাখা প্রচন্ড, অথচ অপ্রকাশিত ভালোবাসাটাকে মেনে নিতে?’

ধূসর বেশ অনেকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। যাওয়ার আগে পিউয়ের তুলতুলে হাত মুঠোয় তুলে উল্টোপাশে ঠোঁট ছোঁয়াল।দরজা আটকানোর শব্দ পেতেই, পিউ এপাশ ফিরে শুলো। বালিশ টাকে শক্ত করে খা*মচে, শরীর গুটিয়ে নিলো আরো। বিজয়ের ছলছলে, রিনিঝিনি হাস্যে মেতে উঠল ওষ্ঠপুট। নিশছিদ্র আষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্দী হয়

ভালোবাসার জালে। এই জাল যে স্বয়ং ধূসর ভাইয়ের বোনা,আর তার বহু সাধনার ।

ধূসরের ছুঁয়ে যাওয়া কপোলে হাত ছোঁয়াল পিউ। বক্ষস্পন্দন দ্বিগুন হলো আরো। সেও তেমন করে আওড়াল,

‘আপনার এক ফোঁটা ভালোবাসা,আমার বাগিচার সমস্ত নেতিয়ে পরা ফুল জীবিত করতে

যথেষ্ট ধূসর ভাই। আপনি যেমন,তেমন রূপেই আপনাকে চাই আমার। আপনার একটু স্পর্শ, একটু ফিরে তাকানো,ওই অগাধ স্বরের একটা কথাই যে আমার এক সমুদ্র প্রেমে শীতলতার আস্বাদন। '

পিউয়ের মানস্পটে ছবির ন্যায় ছাদের চিত্রপট ভাসে। মস্তিষ্ক নুইয়ে পরে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতার ভারে। দুচোখ বুজে,প্রাণ ভরে

শুকরিয়া আদায় করল সে। অবশেষে ধূসর ভাই মনের কথা জানালেন। বউ বানাবেন ওকে? ধূসর ভাইয়ের বউ? শব্দটুকু ভাবলেও পিউয়ের বুক কাঁ*পে শিহরণে।

তার জ্ঞান লিফটেই ফিরেছিল। ইচ্ছে করে চোখ খোলেনি। তাকালেই তো সম্মুখীন হোতো দুটো ঈগল চোখের। তখন কীভাবে তাকাতো সে? কী করে মুখোমুখি হতো এই লজ্জার,

এই মিষ্টি যন্ত্রনার? পিউ চোখ বুজল। হঠাৎই প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে! কী আশ্চর্য, এতদিন যেই আশায় বুক বেধে বিনিদ্র কাটিয়েছে প্রতিটা রাত,আজ তা পেতেই আঁখিজোড়ায় রাজ্যের ঘুম নামছে?‘ স্যার,এনিথিং রং? আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?’ পুরুষালী স্বরে চোখ মেলল সাদিফ। কার্নিশ বেয়ে ফ্লোর ছুঁলো জল। ব্যস্ত হাতে মুছে উঠে বসল। চশমা

ভা*ঙায় ঝাপ্সা দেখছে কিছুটা। তবে মুখের আঁদল পরিচিত ঠেকল। ওহ,রিসেপশনিস্ট ছেলেটা!
সাদিফ উঠে বসে। জবাব দেয়,
‘ আম অলরাইট!’
‘ আপনার ফ্যামিলিকে পাননি?’
সাদিফ মাথা তোলে। বলার মত কিছু খুঁজে পায়না। এই মুহুর্তে কথা বলারও আগ্রহ হচ্ছে না তার।

আবার না বললেও বিপদ। সন্দেহ করতে কতক্ষণ! বলল,

‘ পেয়েছি। ‘লোকটার ভেতর খচখচ শুরু হলো। ইনি সত্যিই ওই গেস্টদের পরিচিত তো? উল্টোপালটা কিছু ঘটলে কর্তৃপক্ষের নিকট তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। আগ্রহভরে শুধাল,

‘ তাহলে এখানে শুয়েছিলেন কেন? ওনারা তো রুমে চলে এসেছেন

স্যার। মাত্র খাবার দিয়ে আসা হলো সেখানে।'

সাদিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল,

' আমার কাজ হয়ে গেছে মিস্টার....
'

' রুরাদ স্যার।'

' মিস্টার রুরাদ,আমি যেজন্যে এসেছিলাম সেটা শেষ। ক্লান্ত লাগছিল,আবার আপনাদের হোটেলের এই জায়গাটা ভালো, তাই

এখানে এসে সময় কাটাচ্ছিলাম। এতে সন্দেহ করার মত কিছু হয়নি।'

রুরাদ লজ্জা পেলো। ভেতরের সন্দেহ ধামাচাপা দিয়ে, হেসে ব্যতিব্যস্ত ভাবে জানাতে গেল,' না না স্যার,আমিতো এমনি...'

সাদিফ কথা কেড়ে বলল,

' ছাড়ুন ওসব। আমার একটা উপকার করবেন?'

বড় কাতর তার কণ্ঠ। রুরাদ বলল,’ জি, নিশ্চয়ই, বলুন।’

‘ আমি যে এখানে এসেছিলাম,ওরা যেন না জানে।’

রুরাদ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কেন স্যার? ওনারাতো আপনার নিজের লোক তাইনা?

সাদিফ মাথা ঝাঁকাল। বোঝাল হ্যাঁ। কিন্তু তার চোখেমুখে পরিষ্কার বেদনার ছাপ। রুরাদ লোকটি কী

বুঝলেন কে জানে! তিনি আর প্রশ্ন করলেন না। কথাও বাড়ালেন না। তবে তখন,কানে এলো সাদিফের কিছু বুলি, যা থেকে নিঙরে আসে সূক্ষ্ণ ব্য*থার আঁচ।

‘ তোকে সারপ্রাইজ দিতে এসেছিলাম,অথচ তোর দেয়া জীবনের সবচাইতে বড় সারপ্রাইজটা নিয়েই ফিরে যাচ্ছি পিউ। ‘পিউ গভীর ঘুমে তলিয়ে। পুষ্প এসে

ডেকে তুলল। শাড়ি পালটে,মেক আপ উঠিয়ে একেবারে খাইয়ে দিয়ে ঘরে গেল নিজের। পুরোটা সময় পিউ টলেছে। পুষ্প বিস্মিত না হয়ে পারল না! এরকম একটা দিনে একটা মেয়ে এত ঘুমায় কী করে? ইকবাল যেদিন তাকে এক্সেপ্ট করল,তারতো গোটা সপ্তাহ, উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। পিউটা যে কী!

পিউ গুটিশুটি মেরে কোলবালিশ জড়িয়ে আবার ঘুমোয়। এর মাঝে ধূসরের মুখখানি আর দ্যাখা হয়নি। যখন চোখ খুলল,তখন কাকভোর। চারপাশে ঠিকঠাক আলোও ফোটেনি। অথচ ফোন বাজছিল সমানে। শব্দে ডিভানে ঘুমানো ধূসর ও নড়েচড়ে ওঠে। ঘুমে ব্যাঘাত পাওয়ায়,কপালে ভেসে ওঠে ভাঁজ।

ফোন বালিশের নীচে ছিল। ভাইব্রেটের শব্দ বিদ্যুৎ গতিতে কানে পৌঁছাল পিউয়ের। ধূসরের ঘুম না ভা*ঙে,তাই তড়িঘড়ি করে ফোন সাইলেন্ট করল। স্ক্রিনে বাবার নম্বর দেখে উজ্জ্বল হাসল সে। রিসিভ করতেই আমজাদ হৈহৈ কণ্ঠে বললেন,‘ শুভ জন্মদিন আমার ছোট মা। খুব সুখী হও জীবনে। ‘

পিউ আহ্লাদে গলে পরল। সচেতন ভাবে ফিসফিস করে বলল,

'থ্যাংক ইউ আব্বু।'

আমজাদ আরো কিছু বলবেন,অথচ হা করার আগেই ফোন ছো মে*রে নিলেন মিনা। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন। একে একে ওই একটা ফোন থেকেই প্রত্যেকে তাকে উইশ করল। আমজাদ আর ভাগেই পেলেন না। বারবার বলছিলেন,

‘ আরে তোমরা ফোন করোনা! আমার মেয়ের সাথে আমায় কথা বলতে দাও।’

কেউ কথা কানেই তুলল না। সবাই ব্যস্ত আলাপে।‘ধন্যবাদ ‘দিতে দিতে পিউয়ের হাঁপিয়ে যাওয়ার অবস্থাপ্রায় । ধূসর বিরক্ত না হয়,তাই আস্তে আস্তে কথা বলছে সে। পিউ সবার সাথে কথা শেষ করতে করতে আলোয় আলোয় প্রকৃতি ভরল।

ফোন রাখতে যাবে এর মধ্যে আবার রিংটোন বাজে। আজমল কল দিয়েছেন। গত দুদিন হলো রাঙামাটি ফিরেছেন তিনি। পিউ রিসিভ করলে সেও লম্বা একটা শুভেচ্ছা জানাল। জিজ্ঞেস করল,কী চাই?'

পিউ জানাল, ' তুমি পরেরবার এলে নেব।'

পরিবারের সবার সাথে আলাপ শেষে বুক ভরে শ্বাস নিলো সে। একটা

মেয়ে ঠিক কতটা ভাগ্যবতী হলে,ওমন একটা পরিবার পায়? পায় ধূসর ভাইয়ের মত একজন ভালোবাসার মানুষ?ফোন পাশে রেখে আড়চোখে ডিভানের দিক চাইল পিউ। ধূসর টানটান হয়ে ঘুমিয়ে সেখানে। শুধু মাথাটা ঘোরানো ফোমের দিক। পিউ নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল। পা টিপে এগোলো ওদিকে। ধূসরের মাথার কাছে

ফ্লোরে বাবু হয়ে বসল। তারপর গালে হাত দিয়ে চেয়ে রইল তার তামাটে মুখমন্ডলে।

ফেলে আসা তিন বছরে এই চোখ, এই নাক,এই ঠোঁট,এই গোটা মুখের গড়ন মুখস্থ করে ফেলেছে সে। যদি কেউ বলে,চোখে কাপড় বেধে ধূসর ভাইকে আঁকতে হবে, নিঃসন্দেহে জয়ী হবে পিউ।

আচমকা ধূসর চোখ মেলল। গভীর দুই লোঁচন প্রকট করে তাকাল পিউয়ের দিকে। হঠাৎ এইভাবে ওকে এত কাছে দেখে একটু চমকেছে। তবে সামলেছেও দ্রুত। হঠাৎ এইভাবে তাকানোয়, পিউ ঘাবড়ে হেলে গেল পেছনে। ধূসরের ভ্রুয়ের মাঝে গাঢ় ভাঁজ পরল। গম্ভীর গলায় শুধাল,,‘ আমাকে দেখা ছাড়া তোর আর কাজ নেই?’

পিউ থতমত খায়। জ্বিভে ঠোঁট ভেজায়। কী বলবে বুঝে উঠল না! তাড়াহুড়ো করে উঠে, ছুটে বেরিয়ে গেল নিজের রুমের উদ্দ্যেশ্যে। ফোনটাও নিলোনা।

ধূসর বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল দোরের দিক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল। কালকের পরেও,এই মেয়ের ওকে এত ভয়?সাদিফ যখন বাড়ি ফিরল

তখন চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু বসার ঘরের আলো জ্বলছে। বাকী সব অন্ধকার। কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি হয়ত। সে চুপচাপ নিজের ঘরে যায়,দরজা আটকে দেয়।

জবা বেগম ঠিকই টের পেয়েছেন। কিছু লাগে কী না,জিজ্ঞেস করতে পেছন পেছন এলেন,তার আগেই দরজা আটকাতে দেখে থমকালেন।

ছেলে ক্লান্ত ভেবে আবার ফিরে গেলেন না ডেকে।

সেই ভোর থেকে দুপুর গড়াল,সাদিফ নীচে নামেনি। সুইচড অফ ফোনে কোনও কল ঢোকেনি। রাদিফকে ডাকতে পাঠালেও, সে আসেনি। শেষে চিন্তিত হয়ে পড়লেন সকলে। জবা নিজেই খাবার গুছিয়ে উঠে এলেন তিন তলায়।

রাদিফ ডেকে যাওয়ার পর আর উঠে দরজা লাগায়নি সাদিফ।জবা ভেতরে ঢুকে,খাবারের প্লেট টেবিলে রাখলেন। সাদিফ উপুড় হয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে। গায়ে তখনকার সেই প্যান্ট,শার্টটাই। জবা বেগম কপাল কোঁচকালেন। অবাক লাগছে ওনার। এত গোছানো, পরিপাটি,নিট এন্ড ক্লিন ছেলে সাদিফ, অথচ জার্নি করে এসেও জামাকাপড় ছাড়েনি

আজ? ওতো সকালে রেখে যাওয়া গেঞ্জিটাও অফিস থেকে পরেনা। শরীরটা কি একটু বেশিই কাহিল? তিনি এসে ওর মাথার কাছে বসলেন। আস্তে করে ডাকলেন,

‘ সাদিফ! খাবিনা বাবা?’

সাদিফ মাথা তুলল না। নড়লওনা। জবা আবার ডাকলেন। বেশ কয়েকবার ডাকার পর সাদিফ ভ্রু কুঁচকে চায়। চোখেমুখে ঘুমানোর

রেশের বদলে দেখা যায় বিরক্তি। ভা*ঙা কণ্ঠে শুধায়,

‘ তোমাদের সমস্যাটা কী আম্মু,একটা মানুষকে একটু শান্তি দিতেও এত কষ্ট তোমাদের? একটা দিন বাড়িতে নিজের মত কাটাব তারও উপায় নেই?’

জবা বেগম ভেতর ভেতর আহত হলেন। পরমুহূর্তে সাফাই দেয়ার

ভঙ্গিতে বললেন,‘ তুই না খেয়ে আছিস বলেই...’

সাদিফ কথা কেড়ে নিলো। উঠে বসল। তপ্ত কণ্ঠে বলল,

‘ এক বেলা না খেয়ে থাকলে আমি ম*রে যাব না। তোমরা এত ডাকাডাকি না করে আমায় প্লিজ একা থাকতে দাও। এত আহ্লাদ আমার সহ্য হচ্ছেনা। ‘

জবা বেগম হতবাক হয়ে পরলেন। প্রথম বার সাদিফ তার সাথে উচু গলায় কথা বলল। চোখ ছলছল করে উঠল ওনার।

নিঃশব্দে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। খাবার পরে রইল টেবিলে। সাদিফ মায়ের যাওয়ার দিক অসহায় চোখে তাকায়। তারপর স্বহস্তে মাথার চুল খা*মচে ধরে। শ্রান্ত ভঙিতে পিঠ এলিয়ে দেয় দেয়ালে।

বারান্দার গ্রিল গলে চোখ যায় দূরে। সেই সূর্যের উজ্জল রশ্মির দিক চেয়ে আওড়ায়,

‘ তোকে ভালোবাসা আমি কোনও দিন বন্ধ করব না পিউ। তবে বন্ধ করব, এই ভালোবাসা তোকে বোঝাতে চাওয়ার চেষ্টাটুকু। ‘ইকবাল হাসছে। একবার পিউকে দেখে,আরেকবার ধূসরকে দেখে। যতবার ওর দিক চোখ পড়ছে,তার

সাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে ওরা। পিউ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল,

‘কী হয়েছে? হাসছেন কেন?’

ছেলেটা দুপাশে মাথা নাড়ে তখন। কিছু বলেনা,শুধু হাসে। পিউ শেষমেষ হাল ছাড়লো। আর জিজ্ঞেস করবেনা সিদ্ধান্ত নিলো। ওতো আর জানেনা,গতকাল তার আর ধূসরের সমস্ত কাণ্ডকারখানা মনে করেই হাসছে ইকবাল। ধূসরের সামনেও

বারবার একী কাজ করলে, সে রে*গেমেগে বলল,
‘ গাধার মত হাসবিনা।’
ইকবাল যুক্তিবিদের মত বলল,‘ তোর মত জ্ঞানীর কাছে এরকম ভুলভাল কথা আশা করা যায়না ধূসর! গাধারা কিন্তু কখনও হাসেনা।
‘

এদিক থেকে স্ট্রং হলো পুষ্প। সে সম্পূর্ন স্বাভাবিক। তার চেহারার

ভাবগতি আগেও যেমন ছিল,এখনও তাই। যেন জানেইনা কিছু।

কেবল সকালের নাস্তা সেড়েছে চারজন। আর সেই নাস্তার টেবিলেই ইকবাল গমগমে গলায় জানাল,

‘ আজকের সম্পূর্ন দিন পিউয়ের মন মতো হবে। মানে ও যা চাইবে,যেখানে যেতে চাইবে তাই তাই হবে।’

পিউ এতক্ষণ গুটিয়ে ছিল। ধূসর পাশে বলেই। মানুষটাকে দেখলেই গতকালকের সব কথা মনে পড়ে। লজ্জা লাগে!

অথচ এই ঘোষণায়, মুহুর্তে লাফিয়ে ওঠে। প্রশ্ন ছাড়াই বায়না ছোড়ে, প্রথম দিনের মত ট্রলার করে ঘুরবে।

ধূসর মানা করতে গিয়েও করল না। তবে নাক চোখ কুঁচকে ওর দিক

চেয়ে ছিল কিছুক্ষণ। সেদিন ভ*য়ে আধম*রা হয়ে যাচ্ছিল,এরপরেও এই মেয়ের শিক্ষা হয়নি?

পিউ স্লিপার খুলে হাতে নিয়েছে। সে আর পুষ্প হাঁটছে পাশাপাশি। ইকবাল-ধূসর গিয়েছে ট্রলার ঠিক করতে। পিউকে জুতো খুলতে দেখেই পুষ্প বলল,‘ বালুর মধ্যে অনেক কিছু থাকে, কা*মড়াবে কিন্তু। ‘

‘ কিছু হবে না।’

‘ তুই বললেই হলো? শামুক আছে, অনেক ধাঁরাল! পা কা*টবে। জুতো পর।’

পিউ ঠোঁট উলটে বলল,

‘ একটু হাঁটিনা খালি পায়ে! আরাম লাগছে।’

পুষ্প ঝামটি মেরে বলল

‘ যা মন চায় তাই কর। একটা কথাও শুনিস না। এরপর আ*ছাড় খেয়ে পর শুধু, দেখিস কী কর.......’

কথা ভালো করে ফুটলও না,এর আগে পুষ্প নিজেই জুতোয় বেধে পরে গেল।

সারা শাড়ি বালুতে মেখে একাকার হলো ওমনি। পিউ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছিল। পরপর হু হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পেট চেপে

নুইয়ে পরল। পুষ্প ব্য*থা পায়নি,তবে দুহাত আর তার নতুন শাড়ির পাড়ে বালু ভরাতে ভীষণ দুঃ*খ পেয়েছে! সাজগোজ উঠে যাওয়ার ক*ষ্ট তো আছেই। বালুমাখা কাপড়চোপড় দেখে নাক সিটকাল সে।

পিউ হাসতে হাসতে, টেনে টেনে বলল,' এইজন্যেই কবি বলিয়াছেন,

অপরের জন্য গর্ত খু*ড়িলে, সেথা নিজেকেই পড়িতে হয়।’

পুষ্প ধম*ক দিলো,

‘ চুপ কর। হাসি থামিয়ে আমাকে তোল।’

ধূসরের ফোন এলে,একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে। আশেপাশের ট্রলারের ইঞ্জিনের শব্দে তেমন পরিষ্কার আওয়াজ পাচ্ছিল না সেখানে।

পুষ্প সমুদ্রের লবণ পানি দিয়েই হাত পা যতটা পারল ধুঁয়েছে।

ধূসরকে দেখেই পিউ ছুটতে ছুটতে তার কাছে এলো। পুষ্প পেছন থেকে সাবধান করল,

‘ পিউ, খবরদার কাউকে বলবি না।
‘

কে শোনে কার কথা! পিউ দৌড়ে ওর কাছে এসে থামে। ধূসর কথা শেষ করে পিঠ ফিরিয়ে তাকায়।

পিউয়ের আঁদোল দীপ্তিময়। গোলাপি ঠোঁটের চারপাশে স্ফূর্তি। এসেই বলল,

‘ ধূসর ভাই, জানেন কী হয়েছে?’ধূসরের চেহারায় অতটা কৌতূহল দেখা গেল না। সমুদ্র থেকে ছুটে আসা বাতাসে পিউয়ের খোলা চুল নাকেমুখে পরছিল। সে আলগোছে সেগুলো কানের পাশে গুঁজে দেয়। শান্ত ভাবে শুধায়,

‘ কী হয়েছে?’

পিউ যতটা উচ্ছ্বসিত মনে বলতে এসেছিল,নিমিষেই মিইয়ে গেল তা। এই যে ধূসর ছুঁলো, আবার কেমন করে চেয়ে আছে,এতেই মুখে তালা ঝুলল তার। পুষ্প বুঝতে পেরে মিটিমিটি হাসে। বিড়বিড় করে বলে,

‘ হয়েছে ওর বলা!’

এর মধ্যে ইকবাল এগিয়ে আসে। ট্রলার মালিকের সাথে করে আসা

দর-দামের ব্যাপারে জানায়। পিউ যদি আবার তার আ*ছাড় খাওয়ার কথাটা বলতে নেয়,সেই আত*ঙ্কে ওর হাত টেনে নিয়ে গেল পুষ্প। বলল,' চল ওদিকে যাই।'

ইকবাল মাথা চুল্কাতে চুল্কাতে শুধাল,' কী রে যাবি? ব্যাটাতো প্রথম দিনের থেকেও চারগুন বেশি দাম চাইছে । আর ওটা ছাড়া জাতের ট্রলারও দেখছিনা। আজ যা আছে

সব ভাঙা*চোরা। যদি পানি ওঠে,ডু*বে যায়?’

ধূসর নির্লিপ্ত। সে ঠোঁট কা*মড়ে অন্য কথা ভাবছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘাড় ঘষছে হাতে। ইকবাল নিজের মত বকবক করে থামল। ওপাশ থেকে উত্তরের আশায় তাকাল। ধূসরের মুখবিবর নিরীক্ষণ করে বলল,

‘ কিছু হয়েছে?’

‘ সোহেল ফোন করেছিল।’

ইকবালের চেহারায় উদ্বেগ এলো তৎক্ষনাৎ।

‘ কী বলল?’

‘ আশরাকের দলবল পার্টি অফিসের গেটে এসে ভা*ঙচূড় করেছে। শা*সিয়ে গিয়েছে ওদের। নির্বাচনের দিন জান নিয়ে ফিরতে দেবেনা, আরো কত কী!।’

ইকবাল চোয়াল ফুটিয়ে বলল‘ কত বড় কু**রবাচ্চা! আমরা নেই টের পেয়েই এসেছিল। ‘

‘ সোহেল ঘাবড়ে আছে। খলিল ভাই বললেন ইমিডিয়েট আমাদের ওখানে যেতে। মিটিং বসাবেন। আর সাতটা দিনও কিন্তু বাকী নেই।’

‘ তাহলে চল আজই রওনা করব।’

পরমুহূর্তে নিভে গিয়ে বলল,

‘ কিন্তু.... আজ যে পিউয়ের জন্মদিন! কত বড় মুখ করে বললাম আজ সব ওর মন মত করব,তার কী হবে? ওতো ক*ষ্ট পাবে! ‘

ধূসর চোখ সরু করে দূরে তাকাল। পিউ আর পুষ্প সমুদ্রের ঢেউ একে অন্যের গায়ে ছেটাচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে দুজন। সেখানে আরো দশাধিক মানুষ! সবাইকে ছাপিয়ে

ছোট্ট মেয়েটির ওপর নজর পরে রইল তার। বলল,

‘ পিউকে আমি চিনি। সব শুনলে ও নিজেই রাজি হবে। তাও একবার বলে দ্যাখ।’

‘ বলব?’

‘ বল।’ইকবাল ঘুরে তাকাল। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে, ধূসরকে ফেলে ওদের দিক হেঁটে গেল। থমথমে চেহারা তার। কাছে এসে চুপচাপ

দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল করতেই, পিউ-পুষ্পর হৈ-হুল্লোড় থামল। হাসি কমল। দুজন তটস্থ চোখে একে অন্যকে দেখল একবার। পুষ্প শুধাল,

‘ কিছু হয়েছে ইকবাল?’

‘ একটা ঝামেলায় পরেছি মাই লাভ!’

পিউ উদগ্রীব হয়ে বলল,

‘ কী ঝামেলা ভাইয়া?’

ইকবাল মায়া মায়া নেত্রে পিউকে দ্যাখে। তার এখনি, এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ম*রার বিপদটা আজই আসতে হলো? ধূসর যতই বলুক, সে জানে মেয়েটা সব শুনলে দুঃ*খ পাবে। বাচ্চা মেয়ে কি আর এত লজিক বুঝবে? প্রেমিকাদের মন বড়ই নাছোড়বান্দা! এরা প্রেমিকার ব্যস্ততা কে সতীন ভাবে সতীন।

এসব তো আর ধূসরের নারকেল মাথায় ঢুকবে না।
সে ছোট্ট করে শ্বাস ফেলে বলল,‘ আমাদের পার্টি অফিসে বিপক্ষ দলের লোকজন এসে ভাঙ*চুড় করেছে। হুমকি দিয়েছে। আমি আর ধূসর সেখানে নেইত,ভ*য় পেয়ে আছে ওরা। খলিল ভাই মিটিং ডাকবেন কাল,ফোন দিচ্ছেন। ‘

ততক্ষনে ধূসর এসে পাশে দাঁড়াল ওর। ইকবাল বিরতি নিতেই পিউ চক্ষু প্রকট করে বলল,

‘ সেকী! তাহলে তো আপনাদের এখন ওখানে থাকা দরকার।’

‘ হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ফেরার কথা পরশু। আবার আজ যে তোমার জন্মদিন! এখন চলে গেলে তোমার মন খারাপ হবে না পিউপিউ?’

পিউ আশ্চর্য বনে বলল,

‘ মন খারাপ করব কেন? আমার জন্মদিন তো প্রতিবছর আসবে। কিন্তু আপনাদের নির্বাচন আসবে পাঁচ বছরে একবার। এটা নিয়ে আপনি, ধূসর ভাই কত খেঁটেছেন! এটাইত সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাইনা? আপনারা আমার জন্মদিন নিয়ে একদম ভাববেন না তো ভাইয়া। চলুন, আমরা এক্ষুনি গিয়ে হোটেল থেকে চেক আউট করে

ফেলি।" আপু চল,গোছগাছ করি গিয়ে।'

পুষ্পকে বিস্মিত দেখা গেল না। সেও মাথা দুলিয়ে পিউয়ের সাথে হাঁটা ধরল।

ইকবাল বিমূর্ত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল ওদের। তারপর ধূসরের দিক তাকাল। সে হাসছে, বাঁকা, শোধিত,বিজয়ের হাসি।

পরপর ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ বলেছিলাম?’

ইকবাল শ্বাস ঝাড়ল।

‘ মানতে হবে ভাই,এত ছোট মেয়ের এমন ম্যাচুরিটি আমি দেখিনি! তোর মত টিনের দোকানদার এমন হীরে পাচ্ছিস বলে কংগ্রাচুলেশন!’

ধূসর চোখ রাঙাতেই ইকবাল হেসে ফেলল। পরপর হাসল সেও।

ইকবালকে পেছনে রেখে দুপা সামনে এলো। পিউয়ের যাওয়ার দিক চেয়ে বলল,

‘ পিউয়ের প্রতিটি রন্ধ্র আমার চেনা,জানা পরিচিত। সিকদার ধূসর মাহতাবের পছন্দ সে,ইটস মাস্ট বি ইউনিক।’জবা বেগম চোখ মুছতে মুছতে নীচে নামলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দেবেন না বিধায়,মুখে তৎপর মেকি হাসি ঝোলালেন । অথচ নীচে

নামতেই সুমনা বেগম ছুটে এলেন কাছে। আনন্দ চিত্তে বললেন,

‘ শুনছো আপা, কাল ওরা ফিরছে।’

জবা বেগমের অন্তরের মেঘটা মুহূর্তে কে*টে গেল। সদ্য ঝোলানো মিথ্যে হাসি প্রকান্ড হলো। গদগদ হয়ে বললেন,

‘ সে কী, ফোন করেছিল না কী?’

‘ হ্যাঁ, কেবল কথা হলো।’

‘ যাক বাবা,ঘরটা আবার হৈহৈ করবে। ‘

সুমনা ঘাড় নাড়লেন। আচমকা মুখ ভাড় করে বললেন,

‘ দুটোদিন ওরা বাড়িতে নেই বলে আমাদের কত খারাপ লাগছে না আপা? অথচ যখন সারাজীবনের জন্য পরের ঘরে যাবে,কী হবে তখন?’

জবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

‘ পুষ্পটাকে তো রাখতেই চেয়েছিলাম নিজেদের কাছে। ভাগ্যে ছিল না তাই হয়নি! এখন পিউটাকেও...’

সুমনা মাঝপথেই উচ্চাগ্রহে বলে উঠলেন,

‘ এখন পিউকে আবার সাদিফের বউ করতে চাও নাকি?’

জবা থামলেন। অদ্ভূত,অন্যরকম নজরে চাইলেন। তারপর হঠাৎই কী ভেবে মাথা নেড়ে বললেন,

‘ না বাবা! আমি আর এসব ভাবাভাবির মধ্যে নেই। দেখা গেল,নিজেরা ঠিক করলাম,মেয়ে আবার অন্য কাউকে পছন্দ করে বসে আছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর চাইনা বাপু!’পিউ সদর গেট থেকেই মাকে ডাকতে শুরু করল।

মেজো মা,সেজো মা,ছোট মা, চিল্লিয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে মাথায় তুলল বাড়ি। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়েছে ওদের। হূলস্থূল কণ্ঠের ডাক শুনে, প্রত্যেকে ঘর থেকে ছুটে ছুটে বের হলেন। এসেই পিউ,পুষ্পকে জড়িয়ে ধরলেন। যেন কতদিন দেখা হয়না! ওরা বাড়ি ছেড়ে একা একা এতটা দিন কোথাও থাকেনি আগে। ধূসর টুকটাক কথাবার্তা বলল সবার

সাথে। তারপর ব্যস্ত পায়ে রুমের দিক এগোলো।

ইকবাল ক্লান্ত ভাবে বসে পরল সোফায়। বলতেও হয়নি,তার চেহারার অবস্থা দেখেই ঠান্ডা শরবত নিয়ে এলেন সুমনা।

পিউ-পুষ্প গল্পের ঝুড়ি নিয়ে বসেছে। এতদিন ওখানে, যা যা করেছে সবকিছুর নিপূন বর্ণনা! মিনা বেগম মেয়েদের দেখেই হুতাশ নিয়ে

বললেন,‘ এত কালো হয়ে গেছিস কেন? রোদের মধ্যে বেশি হাঁটতে বারণ করিনি?

পিউ-পুষ্প একে অন্যের দিক চাইল। তারপর হু হা করে হেসে উঠল। আগেই জানতো,মিনা এরকম বলবেন। রাস্তায় মায়ের এই কথাটাই বলতে বলতে আসছিল ওরা।

নিমিষে বাড়িটা ভরে উঠল,হলো প্রানবন্ত। ওরা বাড়ির সবার জন্য

টুকিটাকি কেনাকাটা করে এনেছে। রিক্ত আর রাদিফ তাদের খেলার জিনিসপত্র নিয়ে ছুটল ঘরে।

অথচ এদের মধ্যে সাদিফ কোথাও নেই।

পিউ চোখে চোখে অনেকক্ষণ খুঁজেও পেলো না। অদ্ভূত ব্যাপার ছেলেটা ওকে উইশ ও করেনি। না মেসেজে,না কলে। এমনকি প্রতিবার ওর ছবি দিয়ে টাইমলাইনে পোস্ট

করে,এবার সেটাও করল নাম ভুলে গিয়েছে হয়ত! কাজের যা চাপ!

পিউ শুধাল,

‘ সাদিফ ভাই কি অফিসে?’

জবা বেগম বললেন,’ না, বাড়িতেই।’

সে অবাক কণ্ঠে বলল,

‘ তাহলে নীচে এলেন না যে! আমরা এসেছি শুনলেতো ঘরে থাকার কথা না।’

মিনা মুখ কালো করে জানালেন,‘ ওর যেন কী হয়েছে বুঝলি! কাল ফোন করে জানাল,অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছে। ফিরবেনা। ফিরল আজ ফজরের সময়। কিন্তু সেই যে এলো,আর বেরই হয়নি।’

জবা বেগম ভাবলেন,” আমার সাথে চিল্লিয়েও কথা বলেছে আপা, যা কখনও হয়নি। সেটাতো আর বলিনি তোমাদের।’

পিউ সহসা উঠে দাঁড়াল। সাদিফের জন্য কিনে আনা ঘড়িটা হাতে তুলে বলল,

‘ দেখে আসি, তোমাদের ছেলে দরজা দিয়ে কী করছে! ‘

স্ফূর্ত পায়ে ছুটল সে। পুষ্প নিজের ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে। ইকবাল চলল তার পেছনে। সে আর ধূসর একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পরবে।

পার্টি অফিসের অবস্থা না দেখা অবধি স্থির হতে পারছে না।

পিউ জোরে জোরে দরজা ধা*ক্কাচ্ছে। শব্দে ছাদ ভে*ঙে পরার অবস্থা। প্রথমে ভদ্রতার সহিত ধা*ক্কালেও সাদিফ সাড়াশব্দ দেয়নি। এই জোড়াল শব্দে বিরক্ত হলো সাদিফ। রীতিমতো তুঙ্গে উঠল মেজাজ। নেমে এসে শক্ত হাতে দরজা খুলল। কঠোর ভাষা বলতে হা

করলেই পিউ দাঁত বের করে বলল,‘ সারপ্রাইজ! ‘

সাদিফ সত্যিই চমকাল। হিসেব মত ওদের ফেরার কথা কালকের পরদিন। তাহলে আজ? এতক্ষণের বিরক্ত চোখেমুখে বিস্ময় এনে শুধাল, ‘ তুই? ‘

পিউ ভেবেছিল উইশ করা নিয়ে অভিযোগ করবে। কিন্তু সাদিফের

অন্য রকম,অগোছালো চেহারা দেখে গিলে ফেলল সে কথা । বলল,

‘ ভেতরে ঢুকতে দেবেন না?’

‘ হ্যাঁ, আয়।’

সে একপাশে সরে দাঁড়াল। পিউ ঢুকতে ঢুকতে শুধাল,

‘ আপনার কি গলা বসে গিয়েছে ভাইয়া? ভা*ঙা ভা*ঙা শোনাচ্ছে কেন?’

সাদিফ ভাবল,‘ যেখানে মনই ভে*ঙেছে,সেখানে কণ্ঠ আর কী !’

মুখে নিরুত্তর সে। তবে এক ধ্যানে চেয়ে রইল ওর দিকে। পিউ হঠাৎ ঘুরে চাইতেই গলা ঝেড়ে চোখ নামাল। পিউ ঘড়ির বাক্স দেখিয়ে বলল,

‘ এই দেখুন, আপনার জন্যে কী কিনেছি?’

সাদিফের মধ্যে হেলদোল দেখা গেল না। মন ভালো না থাকলে উপহারে কী এসে যায়! নিষ্প্রভ স্বরে শুধাল,

‘ কী?’

‘ কী সেটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কীভাবে দেখাব? এদিকে আসুন।’

সাদিফ ফোস করে শ্বাস ফেলে এগিয়ে যায়। মুখোমুখি দাঁড়ায়। পিউ বলল,

‘ হাত দিন।’

‘ হু?’

‘ হাতটা দিন।’আগে হলে বলা মাত্র সাদিফ হাত বাড়াত। কিন্তু আজ সঙ্কোচে সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল অন্তঃপুর। পিউয়ের দিক তাকালেই তার গতকালকের সব চোখে ভাসছে। ভীষণ অস্বস্তিতে বুঁদ হয়ে আসছে দেহ। তবুও পিউয়ের তাগাদায় হাতটা বাড়িয়ে দিলো। পিউ বক্স খুলল। বেরিয়ে এলো সোনালী

রঙের দামী ঘড়িটি। এটা ওর পছন্দেই কেনা। তবে, টাকা দিয়েছে ধূসর।

তারপর সাদিফের কব্জিতে রেখে বেল্ট বাধতে বাধতে বলল,

‘ এটা দোকানের ডিস-প্লেতে সাজানো ছিল। কাচের বাইরে থেকে দেখেই ভালো লেগেছে আমার। আপনার হাতে মানাবে বলে ধূসর ভাই কিনে দিলো। ‘

সাদিফ কিছু বলল না। শুষ্ক ঢোক গি*লল শুধু। পিউয়ের মুখে ধূসর ভাইয়ের নাম কেমন বিস্বাদ ঠেকল। এই যে তার চোখের ভাষা অন্য,ভিন্ন তার চাওয়া। এসব কি পিউ কোনও দিন বোঝেনি?ওর চোখে-মুখে তো একটু জড়োতা,দ্বিধা কিচ্ছু নেই। কেন নেই? কারণ ও তাকে ভালোবাসে না। ওই টানা টানা চোখে সে কেবল ভাই,বড় ভাই। ওই

নেত্রপল্লবের প্রতিটা ঝাপটা পতিত হয় ধূসরের নামে। এই মনোমুগ্ধকর,নির্মল হাসি স্খলিত হয় ধূসরের নামে। ভাগ্যিস, পিউকে কিছু বলা হয়নি কাল। এর আগেও কখনও বলেনি। নাহলে আজ এতটা সহজে পিউ কাছে আসতো? সামান্য বিয়ে ঠিক হওয়াতেই পুষ্পর সঙ্গে,অত সুন্দর সম্পর্কের তালাগোল পাঁকাল। মেয়েটা আগের মত তার

চোখের দিক চাইতে পারেনা। অস্বস্তি দেখা যায় সেখানে। আর যদি পিউ জানত,সাদিফ নামের এই মানুষটা তাকে ভালোবাসে,তবে কী হোতো? এই ঘরেই হয়ত পা রাখতো না পিউ। সামনে আসতো কী না সন্দেহ।সাদিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গতকাল ধূসর পিউয়ের একে অন্যকে জড়িয়ে ধরার দৃশ্য মনে করে ভাবল,

‘ পৃথিবীটা কী অদ্ভূত পিউ ! আমরা একই বাড়িতে থাকব,একই ছাদের নীচে। সামনাসামনি, কাছাকাছি, মুখোমুখি আবার। অথচ আমাদের মধ্য থাকবে আকাশ সমান দূরত্ব। যে আকাশের প্রতিটি মেঘ অসিত , কুচকুচে, শ্রী- হীন হবে। যেই তোকে এত গুলো বছর স্বযত্নে,নিজের হিসেবে কল্পনা করে এলাম, সেই তুই হবি এখন আমার বড় ভাইয়ের

বউ। ‘আমজাদ সিকদারের চকচকে গাড়িটা লম্বা জ্যামের কবলে । বারবার তিনি হাত ঘড়ি দেখছেন। এই নিয়ে বিশ মিনিট হতে চলল,জট ছোটার নাম নেই। এই জ্যামের মুখাপেক্ষী হবেন না বলেই প্রতিদিন ভোরে বের হন। কিন্তু আজ,আজ আর রক্ষে পাওয়া গেল না। তিনি পাশ ফিরে একবার ভাইয়ের দিক চাইলেন। আফতাব ঘুমে ঢুলছেন।

একটু পরপর মাথাটা হেলে পরছে,আবার সোজা করছেন উনি। ভদ্রলোকের এটা দৈনন্দিন রুটিন। নাস্তাও কোনও রকম নাকে মুখে ঠুসে বের হন। এত বছরেও অভ্যাসে দাঁড়াল না বলে মাঝেমধ্যে আমজাদ বিরক্ত হন বটে। এই, এখনও হলেন। গাড়ি যে জ্যামে আটকে,দেখো গিয়ে হুশই নেই এর। তিনি কাঁচ নামালেন। জানলা থেকে

বাইরে তাকালেন। গলা উঁচিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন,জ্যামের লাগাম কতটা! না,এই জ্যাম ছুটতে আরো মিনিট দশেক লাগবে। কোন কুক্ষণে যে ফ্যাক্টরি টা এদিকে নিয়েছিলেন! হঠাৎ একটা পরিচিত মুখ দেখে ভ্রু বেঁকে এলো ওনার। সতর্ক করলেন দৃষ্টি। চেনা মুখটি রাস্তা পাড় হচ্ছে একটু দূর থেকে। আমজাদ চিনতে পেরেই ডাক ছুড়লেন,

‘ ফয়সাল! এই যে, ফয়সাল! ‘

অকষাৎ উচু কণ্ঠে, ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠলেন আফতাব।

‘ কে, কে, কে?’

‘ কেউনা,তুমি ঘুমাও।’

প্রথম দফার ভ*য় কা*টল ভাইয়ের শান্ত গলায়। আফতাব নিশ্চিন্তে আবার মাথা এলিয়ে দিলেন সিটে। নিজের নাম শুনে চটপট থামল ফয়সাল। ভুল শুনেছে ভেবে পা

বাড়ালে আমজাদ ফের ডাকলেন। সাথে হাত নেড়ে চেষ্টা করলেন মনোযোগ পাওয়ার। ফয়সাল এতক্ষণে ওনাকে দেখল। কোঁচকানো কপাল মসৃন হলো সবেগে। বিনম্র পায়ে এগিয়ে এলো। সালাম দিলো হাত উঁচিয়ে। এত ভদ্রতায় আরো একবার মুগ্ধ হলেন আমজাদ। জবাব ফিরিয়ে শুধালেন,‘ কেমন আছো?’

‘ জি আলহামদুলিল্লাহ আঙ্কেল,আপনি কেমন আছেন?’

‘ ভালো। এত সকালে,কোত্থেকে এলে?’

‘ বিকেলে এক্সাম আছে তো,তাই ওই সময়ের টিউশনিটা এখন পড়িয়ে এসছি।’

আমজাদ অবাক হলেন ভীষণ,

‘ টিউশনি? এখনও টিউশন করছো কেন? তোমার না চাকরি হয়েছে? ‘

ফয়সাল ওনার চেয়েও অবাক হয়ে বলল,

‘ চাকরি? নাতো আঙ্কেল! কে বলেছে আপনাকে?’

আমজাদ থেমে থেমে বললেন,

‘ হয়নি? তাহলে পিউকে পড়ানো হুট করে ছাড়লে যে?’

‘ আমি ছাড়িনি তো আঙ্কেল। আন্টিই ফোন করে আমাকে নিষেধ করেছিলেন পড়াতে যেতে।’

আমজাদ দুই চোখ ঝাপটে বললেন, ‘ কীহ?’তারপর মনে পড়ল সেইদিনের ঘটনা। যখন পিউ মারিয়াকে দেখে হা হুতাশ লাগিয়ে কাঁ*দল, আর সে রে*গেমেগে ফিরে এলো কামড়ায়। মিনা তো ইনিয়েবিনিয়ে বলেছিলেন,’ ফয়সাল চাকরি পেয়েছে,তাই পড়াবেনা। ‘ ব্যস্ততায় উনিও আর খোঁজ নেননি। অথচ মিথ্যে ছিল ওটা?

আমজাদ বিরক্ত শ্বাস নিলেন। তারপর বললেন,

‘ মানা করলেন আর তুমিও গেলেনা? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবেনা? তোমার বাবাকে এত বড় মুখ করে বললাম আমি....’

ফয়সালের চেহারাটা এ যাত্রায় ছোট হয়ে এলো। নীচু কণ্ঠে বলল,

‘ আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম আঙ্কেল। কিন্তু... ‘

‘ কিন্তু কী?’

সে একটু চুপ থেকে জানাল,‘ কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যায়ই ধূসর ভাই এসে আমায় ধমকা ধমকি করে গেলেন। তাই আর... ‘

আফতাব সচকিতে তাকালেন ধূসরের নাম শুনতেই। তার ঘুম শেষ! আমজাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

‘ ধূসর? কী,কী বলেছে?’

‘ উনি যে ঠিক কী বলেছে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। তবে আপনাদের বাড়ির ধারেকাছেও যেতে মানা করেছেন আমায়। উনি হয়ত পিউ আর আমাকে নিয়ে ব্যতিক্রম কিছু ভেবেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আঙ্কেল,আমি কিন্তু পিউকে ছোট বোনই ভাবি।’

আমজাদ থম ধরে গেলেন। ওমন থমথমে কণ্ঠেই বললেন,

‘ ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।’কথার পীঠে এমন উত্তর আশা করেনি ফয়সাল। তার আঁদোলে হতাশা দেখা গেল। নালিশ টা কি গুছিয়ে করতে পারল না? এই সুযোগে টিউশনিটা আবার ফেরত পেলে ভাগ্য খুলতো। মাস শেষে আট হাজার টাকা!

অগত্যা ফলাফল শূন্য দেখে কথা বাড়াল না সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

পুনরায় সালাম ঠুকে বিদেয় নিলো। আমজাদ তপ্ত চোখে আফতাবের দিক চাইলেন। নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন তিনি। আমজাদ রেগে বললেন,

‘ তুমি যে ঘুমের ভাণ করছো,আমি কিন্তু জানি আফতাব।’

আফতাব চোখ মেললেন। ধরা পরেছেন বলে ঠোঁট উলটে সোজা হয়ে বসলেন। ভেতর ভেতর আহাজারি লাগালেন সমানে। এখন

ছেলের নামে আবার দু কথা শুনতে হবে। নাহ,এই বাঁদড় ছেলে এ যাত্রায় এই বুড়ো বাপটাকে শান্তি দেবেনা।‘ দেখেছো তোমার ছেলের কান্ড? দেখেছো? ফয়সাল টাকে তাড়িয়ে একটা বন্ধু আনিয়েছে। তা সে বন্ধু পড়াতে আসে? পনের দিন এসে আর খবর নেই। আর তোমার ভাবি,সেই বা কম কীসে? দুজন মিলে আমায় কাহিনী বানিয়ে

শোনাল? দাঁড়াও, এর একটা বিহিত আমি করছি।’

আমজাদ ফোসফোস করলেন। অথচ বিড়ালছানার ন্যায় গুটিয়ে বসে রইলেন আফতাব। ওনার চুপ থাকাটা সহ্যে না কূলোলে, তিনি খ্যাক করে বললেন,

‘ কী, কথা বলছো না কেন? ‘

আফতাব মিনমিন করে বললেন,

‘ কী বলব ভাইজান? কম তো বলিনা ছেলেটাকে! এতেও কাজ হচ্ছেনা যখন,আর শুধরাবে বলে মনেও হয়না।’

সাথে একটা লম্বা আক্ষেপের নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

‘ শুধরানোর দরকার নেই আর। এবার সোজা এর রাস্তাতেই আগাব। ও ভুলে যায় যে আমরা ওর বাপ। আগে তোমার ছেলে, মানে পালের

গোঁদাটাকে দেখছি, তার পর তোমার ভাবিরও হচ্ছে।”

আফতাব গো-বেচারা ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ভাবলেন,

‘ কী যে করবেন কে জানে! অত বড় দাঁমড়া ছেলের ত্যাড়া ঘাড়ের রগ কি আর সোজা হবে? এ ছেলে ঠিক হবেনা ভাইজান! আমি আশা ছেড়েছি,আপনিও ছেড়ে দিন।’আজ টানা তিনদিন পর সাদিফের পা

পড়ল অফিসে। এমন নয় সে ছুটিতে ছিল,ইচ্ছে করে আসেনি। একমাত্র অনুষ্ঠান ব্যাতীত,ঝড় -তুফানেও যে ছেলে কামাই করেনা, সে অফিসমুখো হয়নি কদিনে। অফিসের বস,তাকে ফোন করে করে হয়রান প্রায়। একটা বার সংযোগ পাননি। পাবেন কী করে! সাদিফ সিম শুদ্ধ খুলে রেখেছিল। খেতেও নীচে নামেনি। সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে

আসেনি। হৈচৈ করেনি পিউদের সাথে। রুমে খেয়েছে,ঘুমিয়েছে,কাজ শেষে বন্ধ করেছে দোর। ওইদিনের পর জবা বেগম যতবার ঘরের সামনে যেতেন,দরজা বন্ধ। পিউও ডাকেনি। তবে ভেতর ভেতর সবাই চিন্তিত ছিল ওকে নিয়ে।সাদিফকে দেখে কিয়ৎকাল তৃষ্ণা সমেত চেয়ে রইল মারিয়া। নিষ্পলক, নিশ্চল সেই দৃষ্টি। যেন তিনদিন নয়,তিন যুগ পর

মানুষটা সামনে এসেছে ওর। এই তিনদিন কী মারাত্মক ছটফট সে করেছে কেউ জানেনা। কতবার ফোন দিয়েছে,বন্ধ। একবার চেয়েছিল ও বাড়ি যাবে,পারেনি। প্রতিদিন সাদিফ তার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একবার তাকাতো,মৃদূ করে হাসতো অথচ আজ সোজা ঢুকে গেল কেবিনে। যেন এক যন্ত্রমানব হেঁটে গেল। ফিরেও দেখল

না ওকে। মারিয়া সারাটা বেলা কাজে মন বসাতে পারল না। আঁচ করতে পারছে,মানুষটা ভালো নেই। হয়ত পিউ রাজী হয়নি। হওয়ার তো কথাও না। কিন্তু.....!

সাদিফকে নিয়ে ভাবতে বসে সব গড়মিল হচ্ছিল তার। কাজে ভুল করছিল বারবার। সব ভুলে,মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা।লাঞ্চ টাইম পড়তেই মারিয়ার উশখুশ

প্রগাঢ় হলো। চাতকের ন্যায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা চালাল। এই বুঝি সাদিফ বের হয়! গতবারের মত এসে আবদার ছো*ড়ে একসাথে খাওয়ার। কিন্তু সময় কাটলেও তার দেখা নেই। শেষে অধৈর্য হয়ে পড়ল সে। নিজেই সাহস যুগিয়ে উঠে দাঁড়াল। অফিসের নিয়ম অনুযায়ী, একজন সামান্য কর্মচারী চাইলেই ম্যানেজারের কক্ষে যেতে

পারেনা,যতক্ষণ না তাকে ডাকা হয়। কিন্তু মারিয়া এই নীতির ধার, ধারলনা আজ। তার মন বলছে সাদিফ ঠিক নেই। যখন পাশ থেকে যাচ্ছিল কেমন মনমরা লাগছিল দেখতে! এসব জেনেবুঝেও এভাবে পুতুল সেজে বসে থাকার মানে হয়না।

মারিয়া ত্রস্ত এগিয়ে যায়। কাঁচের দরজায় দু বার টোকা দিয়ে নরম গলায় প্রশ্ন পাঠায়' আসব স্যার?'

' আসুন।'মারিয়া বুক ভরে শ্বাস টেনে ভেতরে ঢুকল। সাদিফ কপালে এক হাত ঠেস দিয়ে আরেক হাতে কলম ধরে ছিল। একজন ঢুকেছে টের পেয়ে আলসে ভঙ্গিতে চোখ তুলল। মারিয়াকে দেখতেই সচেতন

হলো সেই দৃষ্টি। মসৃন ভুরু গুছিয়ে এলো এক জায়গায়। বলল,

‘ আপনি! ‘

কণ্ঠে অল্পস্বল্প বিস্ময়। মারিয়া এগোচ্ছেনা। স্থির দাঁড়িয়ে। তবে চাউনী অবিচল। যেন পরোখ করছে ওর ফর্সা, গোল মুখবিবর। সাড়াশব্দ না পেয়ে সাদিফ বলল,

‘ আপনাকে কিছু বলেছি। ‘

মারিয়া নড়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নেয় দ্রুত। অগোছালো দৃষ্টি মেঝেতে ফ্যালে। সাদিফ কী বুঝল কে জানে! সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলল,

‘ বসুন মারিয়া।’মারিয়া চকিতে তাকায়। বুক মুচড়ে ওঠে মুহুর্তে। প্রথম বার সাদিফের মুখে নিজের ঠিকঠাক নামটা কদাচিৎ ঠেকে। হৃদয় নিঙড়ে কা*ন্না পায়। অথচ সামলে নেওয়ার প্রবল ক্ষমতা

আজও বাঁচিয়ে দেয় ওকে। ঢোক গেলার সাথে, সেই কান্নাটুকুও গিলে ফেলল প্রযত্নে।

‘ কী ব্যাপার? দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন।’

সাদিফের কণ্ঠ সুস্থির। তবে বেশ ভাঙা।মারিয়া ঘাড় ঝাঁকায়। ধীরুজ কদম সামনে বাড়ায়। প্রথম বার ওর কেবিনে এলো সে। ছোট খাটো কেবিন,দেয়ালে একটা মাঝারি

আকারের এসি ঝুলছে। তার পাশের দেয়ালে এক হাত বড় সাইজের ঘড়ি। একটা চৌকোনা টেবিল,সামনে দুটো ফোমের চেয়ার। ওহ,কোনায় একটা কেবিনেট,আর পানির ফিল্টার। মারিয়া আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে কাছে এল। বসল সাদিফের সামনের কেদারায়। চোখে চোখ পড়তেই নিজেকে দূর্বল মনে হলো খুব। যতটা সাহস নিয়ে

এসেছিল,এখন তার কিচ্ছুটি নেই। সবটা গুলিয়ে গিয়েছে কেমন । তার মত চটাং চটাং কথা বলা মেয়েটাও,ভালোবাসার মানুষের সামনে এলে চুপ মেরে যায়?

সাদিফ ফাইল বন্ধ করে পূর্ন দৃষ্টিতে তাকায়। মারিয়াকে অপ্রতিভ লাগছে! যেন কত কিছু বলবে,আসছেনা মুখে। সে স্থির গলায় শুধাল,‘ হঠাৎ এলেন যে!’

মারিয়া জ্বিভে ঠোঁট ভেজায়। কথা খোঁজে। সময় নিয়ে প্রশ্ন করে,

‘ ঠান্ডা লেগেছে আপনার?’

‘ না, কেন?’

‘ গলা বসে গেছে। ‘

সাদিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না। ওইদিন অত কাঁদার পর থেকেই গলা ভে*ঙেছে। এখনও ঠিক হয়নি। শেষ কবে এত চিল্লিয়ে কেঁ*দেছিল সে জানেনা।

মারিয়া চিন্তায় পড়েছে। সে কী কথাটা তুলবে? ওঠাবে প্রসঙ্গ? সাদিফের মুখ দেখে দ্বিধাবোধ হচ্ছে। যদি কা*টা ঘাঁ*য়ে নুন ছেটানো ভাবে!

অথচ সাদিফ নিজেই বলল,‘ পিউকে আমি উপহারটা দিতে পারিনি! ‘

কথাটা কেমন শোনাল না? যেন হাজার খানেক ব্য*র্থতা আর মর্ময*ন্ত্রণা মিশে হেথায়। মারিয়ার

হয়ত খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু সাদিফের ব্যথাতুর আওয়াজ, সরাসরি বুকে গিয়ে বিঁধল। মনে হলো একটা তীর এসে শাই করে গেঁথে গেল বক্ষের বা পাশে।

সব কিছু জেনেও শুধাল,

‘ কেন? পিউ নেয়নি?’

এ যাত্রায় হাসল সাদিফ। উদাস তার স্বর,

‘ নেবে কী,ওর কাছেই তো যাইনি মারিয়া। এর আগেই কিছু দৃশ্য আমাকে সারাজীবনের মত থামিয়ে দিলো। ‘

মারিয়ার আগ্রহ জন্মাল খুব। কী সেই দৃশ্য জানার জন্য উচাটন লাগল। আগেভাগে কিছু না জানলেই ভালো হোতো হয়ত। এতটা অস্বস্তি থাকতোনা। তবু, খুশুখুশে জ্বিভ নিয়ে চুপ রইল সে। সাদিফ নিজেই বলল

‘ খুব খুশি ছিলাম আমি! উত্তেজিত ও। পিউ কী বলবে,ওর রিয়াকশন কেমন হবে এসব নিয়ে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষমেষ এমন কিছু জেনেছি,এমন অপ্রিয় কিছু সত্যি,যার স্রোত আমার সব আনন্দ খড়কুটোর মত ভাসিয়ে, ডুবিয়ে দিলো। ‘

মারিয়া নিশ্চুপ। মাথাটাও নামিয়ে নিলো নীচে।

‘ জানতে চাইবেন না,কী সত্যি?’

‘ পিউ, ধূসর ভাইকে ভালোবাসে, তাইত?’কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলল সে। খেয়াল পড়তেই থমকে গেল নিঃশ্বাস। আ*তঙ্কিত,কম্পিত নেত্রে তাকাল। সাদিফ অত্যাশ্চর্যর ন্যায় চেয়ে তার দিক। চোখেমুখে চমক,হকচকানোর ছাপ। যা দেখে তার শ*ঙ্কা বাড়ল,ভ*য় হলো।

সাদিফ বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলল,” আপনি জানতেন?’
মারিয়া অস্বীকার করল না। ওপর নীচে মাথা ঝাঁকাতেই সাদিফ আহ*তের ন্যায় বলল,
‘ জেনেও চুপ ছিলেন? কেন বলেননি আমায়? সেদিন যখন যাব বলেছি,আটকালেন না কেন? কেন?’

শেষ কেন টায় উচু হলো আওয়াজ। মারিয়া কেঁপে ওঠে। থেমে থেমে জানায়,

‘ আমি বললে আপনি ভুল বুঝতেন। হয়ত বিশ্বাসও করতেন না। ভালোবাসার ক্ষেত্রে এই ব্যাপার গুলো খুব অদ্ভূত হয়। চাক্ষুশ প্রমাণ ছাড়া আমরা অপর পাশের মানুষটাকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। ‘

তারপর ওর দিক চেয়ে কাতর কণ্ঠে বলল,‘ আমি চেয়েছিলাম বলতে, বিশ্বাস করুন! কিন্তু সেদিন আপনার মুখে পিউয়ের প্রতি দৃঢ়তা দেখে আর পারিনি। যার প্রতি আপনার এত আস্থা,সেসব আমার সামান্য কিছু কথায় নষ্ট হোক আমি চাইনি। ‘

সাদিফের সাদাটে চিবুক শক্ত। চশমার কোনা থেকে দেখা যাচ্ছে

দুটো তপ্ত আঁখি। মারিয়া থামলে সেই নেত্র এক হলো। খুব জোরে এলো শ্বাস ফ্যালার আওয়াজ। তারপর তাকাল,সোজাসুজি শুধাল,

‘ কবে থেকে জানতেন? ‘

মারিয়া জ্বিভে ঠোঁট ভেজায়। আস্তে-ধীরে বলে,

‘ অনেক আগে থেকে। ভাইয়ার কাছে শুনেছিলাম। ধূসর ভাই পিউকে ভালোবাসেন,এটা ওনার

কাছের দূরের প্রায় সবাই জানে।’সাদিফ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা এলিয়ে দিলো চেয়ারে। ঢোক গিলে বলল,

‘ সবাই জানে? কী আজব!এক বাড়িতে থেকে শুধু আমিই জানলাম না। ‘

মারিয়া বলতে নেয়,’ এখানে তো আপনার.... ‘

সে থামিয়ে দেয়। হেসে বলে, ‘আপনি ঠিকই বলতেন মারিয়া,চারটে চোখ লাগিয়েও আমি অন্ধ। নাহলে আমার এত কাছে,এত সামনে দুটো মানুষের লুকোচুরি প্রেম ধরতে পারলাম না? মাঝেমধ্যে মনে হোতো কি জানেন,পিউ ভাইয়াকে নিয়ে আগ্রহী। যেখানে আমি ডেকেও পাইনা,সেখানে ভাইয়ার সব কাজে ও যেঁচে, ছুটে হাজির হয়।কিন্তু

যেদিন চশমা ভা*ঙায় আমি পিউকে বকলাম,আর ভাইয়া আমায় শাসাল? সেদিন মনে হলো,ভাইয়া ওকে বকলেও, অধিক স্নেহ করেন। তাইত আমার বকা-ঝকাটা তার সহ্য হয়নি। আর অত আদর করলে ছোটরা তার পেছনে ঘুরবে স্বাভাবিক। আমি কত বোকা! ওইদিন ভাইয়ার শা*সানোর আড়ালে যদি স্নেহ না খুঁজে বুঝতাম,ওটা পিউয়ের প্রতি ওর

ভালোবাসা, ওর টান! হয়ত আমার ভালোবাসা সেদিনই লাগাম টেনে নিতো। এতখানি গড়াত না। আফটার অল, আমি তো আর সিরিয়ালের বেহায়া ভিলেন নই,যে কেউ ভালোবাসে না জেনেও তাকে পাওয়ার লোভে উঠেপড়ে লাগব।
‘সাদিফ প্রসস্থ হাসল। কিন্তু এর পেছনের নিঃসৃত ক*ষ্ট কড়ায়- গণ্ডায় অনুভব করল মারিয়া। সে নিজেওত

একই নৌকার মাঝি। যেই নৌকার বৈঠা চলে এক তরফা প্রেমে। ছেড়া, পাতলা পাল ওড়ে মন ভা*ঙার নামে।

সাদিফের ভীষণ ফর্সা মুখের দিক চেয়ে জ্বলে উঠল তার দৃষ্টিযুগল। বুক চিড়ে নির্গত হলো কিছু নি*হত প্রশ্বাস। সাদিফ অতটা কাছে গিয়েও তার ভালোবাসার মানুষকে কিছু বলতে পারেনি,যেমন পারছেনা সে।

এর থেকে পীড়া-দায়ক আর কী আছে? তাদের মধ্যে আগে যেই ঠাটবাটের ভেদ ছিল,এখন আরো একটা কারণ যোগ হলো শুধু। সাদিফের চাউনীতে পিউয়ের প্রতি অঢেল ভালোবাসা দেখেও,সে ওই মনে নিজেকে বসাতে চায়না। তার চেয়ে চলুক না, জীবন যেমন চলছে!‘ আপনি কখনও জানবেন না সাদিফ, আপনার এই শুভ্র মুখবিবর আমার

স্বস্তি নিদ্রার সন্ধি। কখনও জানবেন না, আপনার কণ্ঠ শোনার আশায় আমি কতটা ব্যকুল,ছটফটে! কখনও জানবেন না, আপনার সাথে এই গোপন বিচ্ছেদের যন্ত্রনায় আমি নিঃশেষ প্রায়।

তবুও,আমার মনের অবস্থা আপনার কাছে এমনই অপ্রকাশিত থাকুক। থাকুক এমন অজ্ঞাত। প্রার্থণা করি এসব যেন কখনও না জানেন।

এইভাবেই, আপনি হবেন, আমার জীবনের আরেকটি না পাওয়া সুখ। আমার হৃদয়ের প্রথম প্রেমে পড়া,ব্যর্থ ভালোবাসা। ‘

সাদিফ বলতে গেল,

‘ জানেন মারিয়া...’কিন্তু কথা সম্পূর্ন হলো না তার। মারিয়ার চিন্তার ভেতর থেকেই কা*ন্নার বাধ ভে*ঙে এলো। হাঁসফাঁস করে ফুঁপিয়ে কেঁ*দে উঠল সে। অনুরোধ করল,

‘ প্লিজ আমাকে মারিয়া ডাকবে না। দোহাই লাগে, শুনতে পারছিনা আমি।’

বলতে বলতে তার কা*ন্নার গতি বাড়ে। সাদিফ তাজ্জব হলো। গোল চোখে চেয়ে রইল। হঠাৎ কা*ন্নায় সে বিহ্বল বনে গিয়েছে।

মারিয়া কেঁদে-কেটে ভণিতাহীন জানাল,

‘ আপনার মুখে আমি ম্যালেরিয়া শুনতে চাই। অন্য কিছু নয় সাদিফ।’

একটা বিস্ময় না কাটতেই, আরেকটার তোপে স্তম্ভিত সাদিফ। কণ্ঠে অবিশ্বাস ঢেলে, নিশ্চিত হতে শুধাল,

‘ আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন?’

সহসা, মারিয়ার কা*ন্না থামে। সজাগ চোখে তাকায়। জ্বিভ খসে

ডেকে ফেলেছে বলে সাফাই দিতে বলল,
‘ না মানে.....’তার ভীত,ভেজা লোঁচন দেখে হেসে ফেলল সাদিফ। টেনেটুনে আনা হাসি নয়,বরং প্রাণখোলা হাসিটা ওষ্ঠপুটের রাজ্যের কানায় কানায় বিছিয়ে গেল এবার। বলল,

‘ আমি কখনও আমার জুনিয়রের মুখে নিজের নাম শুনিনি। আজই প্রথম। মন্দ লাগেনি কিন্তু। ‘

মারিয়া আই-ঢাই করে বসে রয়। দুহাতের আঙুল কচলায় সমানে। তার অপ্রস্তুত চেহারা দেখে সাদিফ বলল, ‘ রিল্যাক্স! আমি কিছু মনে করিনি।’

এর মধ্যে টেবিলে রাখা টেলিফোন শব্দ করে বাজে। সাদিফ রিসিভার

তুলল, কথা শেষ করে তাকাল,জানাল,
‘ বস ডাকছেন। বিনা নোটিশে তিনদিন ছুটি কাটিয়েছি,অপেক্ষায় ছিলাম এটার। যাকগে, শুনে আসি।’
সে উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথে দাঁড়াল মারিয়াও। মেয়েটা তখনও বিভ্রান্ত। সাদিফ এগোতে গেলে ইতস্তত করে বলল,

‘ আপনি সত্যিই কিছু মনে করেননি তো?’

সে ঘুরে চায়। মারিয়া যত্র চোখ নামাল।

সাদিফ বলল,‘ না।’

‘ সত্যি তো?’

‘ কী করলে বিশ্বাস হবে?’

কথাটা এমনি বলেছিল,অথচ মারিয়া ব্যস্ত ভঙিতে প্রস্তাব ছু*ড়ল,

‘ ছুটির পর আমার সাথে বের হলে।’

সাদিফ কপাল কোঁচকাতেই বলল,

‘ আপনি কিছু বললে আমি কিন্তু কখনও না করিনি। আজকে কি আমি না শুনব?’

সাদিফ হাসল। যেতে যেতে বলল,

‘ ঠিক আছে। ‘

মারিয়ার ঠোঁট দুদিকে সরে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস

টানল। কোমল নেত্রে দেখল সাদিফের প্রস্থান। এই মানুষটার থেকে যত দূরে যেতে চাইছে,প্রকৃতি যেন তত টেনে আনছে কাছে। পিউয়ের কিচ্ছু ভালো লাগছে না আজকাল। কোথাও মন বসছেনা। হোক সেটা ফোনে,হোক পড়ার টেবিলে,হোক বসার ঘরের আড্ডায়। সেই কক্সবাজার থেকে ফেরার পর ধূসরের সাথে ঠিক ভাবে দেখা হচ্ছে

না ওর। না একটু কণ্ঠ শুনছে মানুষটার। না হচ্ছে আগের মত চোখাচোখি। সে যে ভীষণ ব্যস্ত! দৌড়-ঝাপ করছে খুব। ভোরে বেরিয়ে অফিস করছে,এরপর ছুটছে পার্টি অফিসে। সেখান থেকে আবার অফিস। ফিরতে ফিরতে রাত গড়ায়। পিউ কূলোতেই পারেনা তার রুটিনের সাথে। ক্লান্ত হয়ে ফেরে

বিধায় রুমেও ঢোকেনা। আর এই নিয়েই তার অবস্থা করুণ!

মন আর চোখ দুটোর দখলেই যে সেদিনের রাত,সেদিনের মুহুর্ত। অথচ তারপর থেকে মানুষটাকে একটু ছুঁয়ে দেখেনি। ওনার সময় কই তার কাছে আসার! তার দিকে তাকানোর! আজ সকালেও কী তাড়াহুড়ো করে বের হলো। আজকেই যে নির্বাচন। ফিরেও

দেখল না ওকে। একটু তাকালে কী হোতো শুনি? সপ্তদশী মেয়ের অভিমান হয়। প্রেমিকা সুলভ মনের প্রতিটি কোনায় অন্ধকার নামে সেই অনুরাগের তোপে। জবার ন্যায় লালিত অধর ভে*ঙে, উঠে আসে উঁচুতে। বিড়বিড় করে বলে,‘ আবার আসুক বলতে, পিউ বিয়ে করব তোকে। বউ হবি আমার?

হব না আপনার বউ। পার্টি অফিস কে বিয়ে করুন গিয়ে। ইকবাল ভাইকে বউ বানান। থাকেন তো সারাদিন ওদের সাথেই। আমাকে কী দরকার?’

বলতে বলতে বারান্দা থেকে এসে বিছানার ওপর ধপ করে বসল সে। কিছুক্ষণ পর ফোন বাজল । রিংটোন শুনে তিঁতিবিরক্ত হয়ে তাকাল পিউ। স্ক্রিনে তানহার নম্বর দেখে রিসিভ

করল। অথচ হ্যাঁ -না বলার আগেই ভেসে এলো মেয়েটির উদ্বীগ্ন, অধৈর্য কণ্ঠস্বর,

‘ টেস্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে,দেখেছিস?’ধূসর হূলস্থূল বাধিয়ে কাজ সাড়ছে। ব্যস্ত ভাবে দেখছে ঘড়ির কাঁটা। দুটোর দিকে কেন্দ্রে পৌঁছানো জরুরি। আজকে ভোট। কার্যক্রম শুরু হবে যোহরের পর।

পাশাপাশি চিন্তিত সে। ওইদিন প্রতিপক্ষের হঠাৎ আ*ক্রমণ। সোহেল যতটা বলেছিল অতটা হয়নি,তবে হুমকি দিয়েছে সত্যি। এই নিয়ে বেশিরভাগ সদস্যরাই সিটিয়ে আছে ভ*য়ে। সামনে নির্বাচন বিধায় তারাও পালটা কিছু করেনি। একবার খলিল জিতলে উচিত জবাব পাবে ওরা।

কিন্তু এখন, ইকবাল একা কী করবে কে জানে! কেউ না ম*রা অবধি ও সিরিয়াস হতে পারেনা। সারাক্ষণ ফাজলামি! চিন্তায় ধূসরের মাথা ব্য*থা উঠল। এদিকে কক্সবাজারের গ্যাপটুকুতে অসংখ্য ফাইল জমা পরেছে অফিসে। ইদানীং আমজাদ ভীষণ কড়াকড়ি লাগিয়েছেন। সঙ্গে তার ভাই ভক্ত বাপ তো আছেই। নতুন নিয়ম করেছেন দুজন,প্রতিটি

ফাইল পাশ হওয়ার আগে ওকে দিয়ে দেখাবেন,ওর সই নেবেন, এরপরে ডিলে নামাবেন তারা। ধূসর বুঝে পেলোনা এতটা করার কী দরকার! আগে তো এসব ওনারাই করতেন।ধূসর তাড়াহুড়োতে,কিন্তু মনোযোগী। হাতের কাজ যত দ্রুত শেষ হয় তত ভালো। এর মধ্যে একবার ইকবালকে কল করল । সে ধরলও রাতা-রাতি। কিন্তু প্রচুর শব্দ,

গাড়ি,ঘোড়া,চেচামেচির। ইকবাল একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

‘ হ্যাঁ বল।’

ধূসরের ফোন স্পিকারে দেওয়া।

‘ কী অবস্থা ওখানকার?’

‘ এই মাত্র এজেন্ট বসালাম। একটু পর শুরু হবে। তুই কখন আসবি?’

‘ চলে আসব। আশরাকের লোকজন আছে?’

‘ হ্যাঁ থাকবে না আবার! কেমন করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। তবে হাত খালি,অস্ত্র টস্ত্র তো দেখছিনা। পুলিশ আছেনা? ভ*য় পেয়েছে বোধ হয়।’

ইকবাল হা হা করে হাসল। ধূসর বলল,

‘ আচ্ছা ছাড়,তোরা এক সাথে থাকিস। খলিল ভাইকে ওখানে যেতে মানা করেছি। আপাতত ওনার

কেন্দ্রে না আসাই ভালো। আর আমি দেড়টার ভেতর পৌঁছে যাব।'

' আচ্ছা ঠিক আছে,তাড়াতাড়ি আসিস। ভালো লাগেনা তোকে ছাড়া। একা একা লাগছে! মনে হচ্ছে শ্বশুর বাড়িতে বউ ছাড়া বেড়াতে এসেছি।'ধূসর ফোনের দিক চেয়ে নাক-চোখ কোঁচকাল। এই ছেলের ফাজলামো কোনও দিন যাবে না।

অতিষ্ঠ ভঙিতে দুপাশে মাথা নেড়ে লাইন কা*টল সে ।

ঘড়ির কাঁটায় যখন ১:২০ বাজে তখনও কাজ শেষ হলোনা। আজ কি একটু বেশিই ফাইল রেখে গিয়েছে? ধূসর বুঝল,এগুলো শেষ করতে বিকেল গড়াবে তার। বাকীটা নির্বাচন শেষে এসে করে যাবে,নাহলে বাড়িতে দেখবে, ভেবে উঠে দাঁড়াল। গেল সোজা

আমজাদের কেবিনে। আফতাব সামনের চেয়ারে বসে তার। চা খাচ্ছেন দুজন। সাথে হাসিমুখের গভীর আলোচনা। সে যেতেই সেই আলোচনা স্থগিত সেখানে। সাথে চোখমুখ গম্ভীর হল। ধূসর ভেতরে ঢুকে বলল,‘ আমি বের হচ্ছি বড় আব্বু। ‘

আমজাদ দুই ভ্রু উঁচিয়ে বললেন,

‘ ফাইল গুলো শেষ করে ফেলেছ? এত তাড়াতাড়ি! ‘

‘ না,শেষ হয়নি। হামিদ(পিওন) কে বলেছি বাড়িতে পাঠাতে,ওখানে দেখে নেব। ‘

‘ এত তড়িঘড়ি করে যাচ্ছো কোথায়,জানতে পারি?’

ধূসর হাতঘড়ি তে একবার চোখ বুলিয়ে জানাল,

‘ রাতে বলেছিলাম,আজ নির্বাচন আমাদের। আম অলরেডি লেইট বড় আব্বু,আই হ্যাভ টু গো।’

ধূসর ঘুরতে গেলেই

আমজাদ চায়ের কাপ টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন,বললেন,

‘ এটাত কথা ছিল না ধূসর। এভাবে মাঝপথে অফিস ফেলে যখন তখন পার্টি অফিসে ছুটবে, কই এরকম

তো আগে বলোনি।" আমার আজকে ওখানে থাকাটা দরকার।'

আমজাদের কণ্ঠ ভারী হলো,

' দরকার সেটা ব্যবসায় আসার আগে ভাবোনি ধূসর? এটা তোমার বাপ- চাচার ব্যবসা বলে যখন ইচ্ছে বের হবে,যখন ইচ্ছে ঢুকবে? কেন? অফিসের নিজস্ব নিয়ম নেই? এমনিতেই বেড়াতে গিয়ে তিনদিন কাটিয়েছ। এসে থেকে একটা গোটা

দিন তোমাকে অফিসে পাওয়া যায়নি। তুমি আসার পর আমার এত গুলো ফাইল পেন্ডিং থাকে এর আগে এরকম কখনও হয়নি। তোমাকে আমরা ব্যবসায় লাভের জন্য এনেছি,লসের জন্যে নয়। '

এক নাগাড়ে বলে দম নিলেন তিনি। ধূসরের এতক্ষণের নরম চিবুক শক্ত হলো। আমজাদ বললেন,

‘ দুই নৌকায় পা দিয়ে আর কত? শেষ মেষ নিজের সাথে ব্যবসাটাও ডুবিওনা। এরকম খামখেয়ালি করলে,কোন ভিত্তিতে ব্যবসা তোমার ওপর ছেড়ে দেব আমরা? আমাদেরও বয়স হচ্ছে,আর কদিনই বা কাজের হাত শক্ত থাকবে? নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর আমার এত পরিশ্রমের অফিস,কোনও

বেখেয়ালি, উদাস,অযোগ্য লোককে তুলে দেব না তাইনা?’

আফতাব নিরব দর্শক। একবার ভাইকে দেখছেন, একবার ছেলেকে। মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছেন চায়ে। ধূসর হাত মুঠো করল। আত্মসম্মানে প্রচন্ড ঘা লেগেছে তার। আমজাদ ফের বললেন,

‘ অফিসে ঢুকলে কেউ বস না,কেউ বসের ছেলেও না। সবাই এক।

সবার লক্ষ্য এক, আর সেটা কোম্পানিকে টপে পৌঁছানো। সেখানে তুমি কেন ছাড় পাবে? তাছা...’

ধূসর মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে,শক্ত গলায় বলল‘ আর কিছু বলতে হবেনা। আমি আমার কাজ শেষ করে তবেই যাব।’

আর একটা কথাও শুনল না। গটগট করে কেবিনের দিক হেঁটে গেল ।

আমজাদ সেদিক চেয়ে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিলেন। গ্লাস তুলে ঢকঢক করে পানি খেলেন। মেকি রা*গ নিয়ে এতগুলো কথা বলতে,ভীষণ বেগ পোহাতে হয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে আফতাবের দিক চাইলেন তারপর। ভ্রু উঁচিয়ে বিজয়ী হেসে শুধালেন,

‘ কী? কেমন জব্দ করলাম?’

আফতাব হেসে দুপাশে মাথা নেড়ে বললেন,

‘ তুমি পারোও ভাইজান! ‘দুপুর গড়িয়ে বিকেল তখন। ধূসর রাগে খেতেও বের হয়নি। হামিদকে দিয়ে খাবার পাঠালে,ওমনই ফেলে রেখেছে। ওদিকে ভোট গ্রহনের সময় শেষ । ইকবাল সহ,পার্টি অফিসের মোটামুটি সবাই, লাগাতার ফোন করছিল তাকে। এমনকি

খলিলও। শেষে অসহ্য হয়ে ধূসর সাইলেন্ট করে রেখেছে। হাতের একটা ফাইল শেষ না হতেই পিওনকে দিয়ে আরেকটা পাঠানো হয়। ধূসরের বুঝতে বাকী নেই, এইসব দুই ভাইয়ের ইচ্ছেকৃত। অন্য সময় বের হলে কিচ্ছু বলে না। কারণ সে ফাঁকই রাখেনি বলার। আজ একটু সুযোগ পেয়েছে, ওমনি দশ কথা শোনাল। ধূসরের মেজাজ

তেঁতে আছে। ভোটের ফলাফল কী হলো কে জানে! সে একবার ফোনের সাইড বাটন চাপল। ঘড়িতে চারটে পার হয়েছে। ভোট গণনা কী শুরু হয়েছে? এতক্ষণে তো হওয়ার কথা। কে জিতেছে কে জানে! ফলাফল জানতে ভেতরটা উশখুশ করছে। কেবিনে টিভি থাকলেও বোঝা যেত।

সব চিন্তা ঝেড়ে সে মন দিলো ফাইলে। বুঁদ হয়ে পরল যখন, ঠিক তখন ইকবাল কল দিলো আবার। আলো জ্বলতে দেখে ধূসর একবার আড়চোখে তাকায়। তবে ধরল না। ধরলেই এক কথা বলবে,

‘ কখন আসবি, আসছিস না কেন?’

ধূসর কপাল ঘষল আঙুলে। এর মধ্যে কেবিনে টোকা পড়ে।আফতাব মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিলেন। শুধালেন,

‘ কী করছো? ‘

ধূসর নাক ফুলিয়ে তাকায়। জবাব দেয়,

‘ ক্রিকেট খেলছি। ‘

আফতাব থতমত খেলেন। ছেলে যে বেজায় চটে আছে! নাহলে ফাইল সামনে নিয়ে বলছে ক্রিকেট খেলছে? বাপের সাথে মশকরা?

কিন্তু না,তিনিও দমে যাবেন না। ভাইজান বলেছেন,আজ শক্ত থাকতে হবে।

‘ ইয়ে,খাবার খাচ্ছোনা কেন?’

ধূসরের নিরুৎসাহিত উত্তর, ‘ কাজ করতে দাও,বিরক্ত কোরোনা।’

আফতাব আর কথা পেলেন না। বললেন,’ কিছু লাগলে হামিদকে ডেকো।’

ধূসর উত্তর দেয় না। চোখ ফাইলে। ছেলেকে নিরুদ্বেগ দেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এরমধ্যে স্ক্রিন জ্বলল। ইকবালের মেসেজ এসছে। ছোট ছোট কটা অক্ষর উঁকি দিচ্ছে সেথায়।

‘ tandob ghote gese dhuso.......ধূসরের বুক ছ্যাত করে উঠল। তীব্র ভ*য় হানা দিলো মনে। আশরাক কি কিছু করেছে? অস্থির

চিত্তে , অবিলম্বে ইকবাল কে কল দিলো সে। রিসিভ হতেই রুদ্ধশ্বাসে শুধাল,

‘ কী হয়েছে?’

প্রথম দিকে প্রচন্ড আওয়াজ। কিচ্ছু শোনা যায় না। ধূসর হ্যালো, হ্যালো করে অশান্ত হয়ে পড়ল। ইকবালের সাড়া নেই। শেষ দিকে একটু গোঙানির শব্দ এলো কানে। সেই শব্দ মস্তিষ্কে তূখোড় ভাবে বাজল

তার। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটল।‘ কী হয়েছে ইকবাল? হ্যালো,শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? হ্যালো? ‘

কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ সাড়া নেই। সব নিশ্চুপ। একটু পর ইকবালের নিভু স্বর ভেসে এলো,

‘ ওরা হামলা করেছে ধূসর। গুলি লেগেছে আমার।

আমি,আমি...’তারপর ফোন কেটে গেল। ধূসরের মাথার শিরা দপদপ করে লাফিয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড থমকে যায়। উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে কপাল মুছে কল দিতে থাকে। ইকবাল ধরছেনা। পরপর সোহেলকে দিলো,সেও না। একে একে পার্টি অফিসের যাদের নম্বর আছে, সবাইকে কল দিলো,এমনকি খলিলকেও। কেউই ধরছেনা দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে

এলো তার। ফাইলপত্র ওমন ফেলে রেখেই একপ্রকার ছুটে বের হলো ধূসর। আমজাদ ওকে ছুটতে দেখে বাইরে এলেন। পিছু ডাকবেন এর আগেই ধূসর হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। তিনি অবাক হলেন। যা ডোজ দিয়েছিলেন,ওর তো যাওয়ার কথা নয়। গেল কেন তবে?ধূসর ঝড়ের গতিতে বাইরে এলো। বিধ্বস্ত লাগছে ওকে। সারা শরীর ঘামে

জবজবে। বুকের মধ্যে দা-মামা বাজছে আ*তঙ্কের। উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে গেটের কাছে এলো সে। মনে পড়ল বাইক ফেলে যাচ্ছে। আবার পার্কিং লটের দিক পিছু দৌড়াল । ওর এত তাড়াহুড়ো দেখে দারোয়ান তটস্থ ভাবে গেট সরিয়ে দিলেন দুদিক।

ধূসর পরিষ্কার দৃষ্টিতেও ঝাপ্সা দেখছে যেন। স্নায়ু চলাচল আগেই

রুদ্ধ। চোখের সামনে ভাসছে ইকবালের স্বচ্ছ মুখ। নিরন্তর কানে বাজছে ওর কথাগুলো। ওই শুভ্র,পরিষ্কার হাসি, দুষ্টুমি গুলো মনে করে ঢোক গিলল সে। ইকবাল ওর প্রিয় বন্ধু,ছোট বেলার সঙ্গী। আর এখন তার বোনের স্বামী। আজ যদি ওর কিছু হয়,আশরাকের দলবলের একটাকেও সে ছাড়বে না।ধূসর দুরন্ত ভাবে বাইক নিয়ে গেট পার

হয়। অথচ এগোতে না এগোতেই, উল্টোদিক থেকে ধেঁয়ে এলো পাঁচখানা মাইক্রো। সামনে এসে শাই করে ব্রেক কষল চোখের পলকে। ধূসর হকচকিয়ে বাইক থামাল। অল্পের জন্য সং*ঘর্ষ হলো না। বড় বড় মাইক্রো গুলোর চাকা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় মেখে গিয়েছে চারপাশ। ধূসর ভ্রু গুটিয়ে, কৌতূহল সমেত চায়। গাড়ির সব কাঁচ তোলা,

ভেতরটা অস্পষ্ট। ও স্ট্যান্ডে বাইক দাঁড় করাল। আকস্মিক, কোনও এক চিন্তায় শক্ত হলো চিবুক । আশরাকের লোকজন কি কেন্দ্রে হা*মলা করে এখন ওকে মা*রতে এসেছে? ধূসর যত্র নেমে, সটান হয়ে দাঁড়াল। নির্ভীক তার চিত্ত। পাঁচটা মাইক্রো ভর্তি লোক সম্পর্কে আন্দাজ আছে ওর। এত লোকদের সাথে সে একা পারবেনা জানে,তবু

অভীক অভিব্যক্তি। ভীতুর মত নয়,বীরের মত ম*রবে। ধূসর শার্টের দুই হাতা গোটাল। এর মধ্যেই একটা মাইক্রোর দরজা সজোরে খুলল একজন। ও মানসিক প্রস্তুতি নিলো লড়াইয়ের। খালি হাতে,পরাজয় নিশ্চিত,তবুও দমবে না।তারপর এক জোড়া পা এসে মাটিতে দাঁড়াল। নিমিষে অনেক গুলো পায়ের বিচরণ। একে একে

সব গুলো মাইক্রোর দরজা উন্মুক্ত হয়। ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে আসে কিছু চেনা-জানা মুখ। ধূসরের ভ্রু দ্বয়ের গাঢ় ভাঁজ মিলিয়ে গেল ওমনি। কিছু বোঝার আগেই একটি মুখ ছুটে এলো তার দিকে।

উৎফুল্ল চিত্তে

‘ হুররেএএএএ’ বলে জড়িয়ে ধরল। সেই আনন্দ ধ্বনিতে তাল মেলাল বাকীরা। সমানতালে জয়ধ্বনি উঠল।

আচমকা এসে ধরায়, ধূসর মানুষটা সহ দু পা পিছিয়ে যায়। চোখেমুখে অবিশ্বাস ওর। যা দেখছে সব সত্যি? উত্তর আসার পূর্বে,বাকীরা এসে জড়িয়ে ধরল। অত মানুষের ভীড়ে,কারো হাত নাগাল পেল তার শরীর,কারো পেলো না। অথচ ধূসর পাথর বনে দাঁড়িয়ে। সবাইকে ছাপিয়ে তার বিভ্রান্ত আঁখিদ্বয় পরে রইল প্রথম মানুষটির ওপর।

যেখানে পরিষ্কার ইকবালের হাসি হাসি মুখবিবর। পুরো বত্রিশ কপাটি মেলে আছে সে। ধূসর থম ধরে চেয়ে দেখে, ওর বাহু ঝাঁকিয়ে বলল,‘ উই ওন ধূসর! জিতে গেছি আমরা। আজ থেকে খলিল ভাই মেয়র। আশরাক হেরে গিয়েছে। ‘ ধূসরের ওতে কান নেই। সে থেমে থেমে শুধাল,

‘ তোর না গুলি লেগেছিল?’

সহসা হো হো করে হেসে উঠল সবাই। ভারী মজার কিছু শুনেছে যেন। তারপর অতগুলো কণ্ঠ, সমস্বরে টেনে টেনে জানাল,

‘ প্র্যাংক! ‘

ধূসরের কপালের শিরা জেগে ওঠে তৎক্ষনাৎ। প্র্যাংক শব্দটা নিদারুণ ভঙ্গিতে কানে লাগে। জট ছাড়িয়ে খলিল এগিয়ে এলেন।

উল্লাসের দীপ্তিতে তার চেহারা জ্ব*লছে। ছ’য়ের অধিক ফুলের মালা ওনার গলাতে।

কাছে এসে একটা মালা ধূসরকে পরিয়ে দিয়ে বললেন,‘ আমরা জিতেছি ধূসর। আমাদের দল জিতেছে। তোমাদের,তোমার,আমার, সবার পরিশ্রম স্বার্থক।’

সাথে খুশিমনে বাহুতে ওকে জড়িয়ে নিলেন তিনি। ধূসর কিছু বলল না।

তার দৃষ্টি তখনও ইকবালের ওপর। খলিল ওর কাধে এক হাত রেখে বললেন,

‘ আজ তোমাদের জন্য একটা বড় পার্টি থ্রো করব। সব আয়োজন হবে তোমাদের মত করে। ‘

সবাই মিলে আরো একবার ‘হোওওও’ বলে চেঁচাল। খলিল ভাই,খলিল ভাই বলে স্লোগান তুলল। হলো হাত তালির বর্ষণ।

ইকবাল হে হে করে হাসছে। সূর্যের নরম আলোতে তার আঁদোল প্রভাময়। এক ফাঁকে ধূসরের দিক তাকাতেই সেই হাসি দপ করে নিভে যায়। ওর কটমটে চোয়াল,আর পো*ক্ত চাউনী দেখে ঘাবড়ে গেল। সচকিত হলো ওমনি। ও এইভাবে দেখছে কেন? রেগে গেছে? গলা খাকাড়ি দিলো ইকবাল। বলতে গেল,

‘ হয়েছে কী, আমরা সবাই মিলে তোকে ফোন করছিলাম। তুই ধরছিলিস না,তাই ভাবলাম তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব। আর তা....’

কথা শেষ হয়না, আগেই ধূসর দড় এক ঘু*ষি বসাল ওর মুখের ওপর। হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল সে। উলটে পরতে পরতেও,কোনও মতে সামলে দাড়াল। চিবুক ধরে মারবেল চোখে তাকাল। উপস্থিত প্রত্যেকের হাসি,

মুহুর্তে গায়েব।। ধূসর রা*গে কিড়মিড় করে ওঠে। শান্ত অথচ কড়া কণ্ঠে বলে,‘ আজ থেকে তোর সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই ইকবাল। দরকার নেই তোর মত বন্ধুর।’

বক্ষস্পন্দন থমকে গেল ইকবালের। বাকী রা ভীত,চিন্তিত লোঁচনে মুখ দেখা-দেখি করল। ধূসর রাগে গজগজিয়ে অফিসের দিক ফিরতে

নেয়। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরল ইকবাল। আর্ত*নাদ করে বলল

‘ সরি! সরি! ভুল হয়ে গিয়েছে! মজা করছিলাম ধূসর, তোকে সারপ্রাইজ....

ধূসর ঝাড়ি মেরে ওকে সরিয়ে দিলো। বুকে ধা*ক্কা মেরে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল

‘ মজা? কীসের মজা? কোন ধরনের মজা এটা? তোর কোনও ধারণা আছে,আমি কতটা ভ*য় পেয়েছিলাম? মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। এই রকম লেইম, ফালতু মজা তোকেই মানায়। আর এমন লেইম,মিথ্যেবাদী মানুষের সঙ্গ ধূসরের প্রয়োজন নেই। মুখও দেখতে চাইছিনা তোর।

খলিল বোঝাতে গেলেন,’ ধূসর ওর দোষ নেই। আমরা সবাই....’

সে থামিয়ে দিয়ে বলল,

‘ আমার বোঝাপড়া আপনাদের সবার সাথে নয়। ওর একার সাথে খলিল ভাই। আপনি প্লিজ আমাদের মধ্যে আসবেন না।’তিনি ব্যর্থ শ্বাস নিলেন। বললেন,’ ওকেহ।’

ইকবালের গলা শুকিয়ে কাঠ-কাঠ। ধূসর আজ সাংঘাতিক ক্ষে*পেছে।

এখন বিবেক লাফাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে সত্যিই, এইরকম মজা করা ঠিক হয়নি। ধূসর যদি সত্যি সত্যি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে? এই এক শঙ্কায় নিজের ভালোবাসা দিনের পর দিন চে*পে রেখে অন্যায় করেছিল সে। আর আজ! না না, ধূসরের মত বন্ধু হারানো সম্ভব না। জীবন এতটা সদয় সব সময় হয়না।

ধূসর আবার যেতে ধরলে,ইকবাল আবার পেঁচিয়ে ধরল। কাঁদো-কাঁদো গলায় অনুনয় করল,

‘ ভাই মাফ করে দে! আল্লাহর কসম, আর জীবনে এরকম করব না। মজা-টজা সব বাদ আজ থেকে। আমি বুঝিনি তুই এত রে*গে যাবি! পা ধরব তোর? ‘

ধূসর তর্জন দিলো, ‘ দূরে থাক ইকবাল। ‘

ইকবাল আপত্তি জানাল জোর গলায়, ‘ সেটা পারব না। বাকী যা বলিস সব করব। আচ্ছা, এই দ্যাখ কান ধরছি,ওঠবস করছি...“ এক- দুই- তিন ...’

একটা পার্টি অফিসের সভাপতি হয়েও দশের অধিক মানুষের মাঝে নির্দ্বিধায় ওঠবস শুরু করল ইকবাল। ধূসর ফিরেও দেখছেনা। আরেকদিক তাকিয়ে সে। বাকী নিরব দর্শক রা

চুপসে যাওয়া মুখমণ্ডল নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই পরিকল্পনায় ওরাও সামিল ছিল যে!

ধুসরের নিরুৎসাহিতা দেখে, ইকবাল শেষে হতাশ হয়ে থামল। ঘন শ্বাস নিলো। হাস্যরসাত্মক হওয়ার সঙ্গে আবেগী সে। ছেলে বলে কী খারাপ লাগেনা? কষ্ট হবেনা? ধূসর সহজে ওর ওপর রাগেনা। এতটাতো কখনওই নয়। একেবারে সবার

সামনে বন্ধুত্ব ছেদ করার কথা তো এমনি এমনি বলেনি। অপরাধবোধে তার চোখ ভিজে আসে। ফের বলে,

‘ ধূসর প্লিজ!’

ধূসর তোয়াক্কা করল না অনুরোধের। অফিসে ঢোকার জন্য পুনরায় পা বাড়াল। ঘোর অমানিশায় ইকবালের খানিক আগের উজ্জল আঁনন মিলিয়ে যায়।

অনুযোগী, অভিমানী কণ্ঠে খলিলকে বলল,
‘ খলিল ভাই,আপনার একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছেনা? নিয়ে এসেছেন সাথে? দিন তো আমায়। কেউ যখন আমার কথা শুনছেইনা,সত্যি সত্যি নিজেকে গুলি মে*রে দেই।’
ধূসর থামছেনা দেখে বলল,‘ একটা কথা শুনে রাখ ধূসর, বন্ধুত্ব ভা*ঙার

আগে ইকবাল লা*শ হবে,কবরে যাবে। আমার র*ক্ত মাড়িয়ে যাবি,তারপর এই সম্পর্ক শেষ করবে সে। তবু বেচে থাকতে ধূসর নামের বন্ধুকে হারাবে না।’

ধূসর থামল। ফিরে চাইল। ইকবাল পাঞ্জাবির হাতা উলটো করে মুছে নিল সদ্য আসা অশ্রু। সে নেত্র সরু করে বলল,

‘ আবার নাটক শুরু? বাজে কথা অন্য কোথাও গিয়ে বল। ‘

‘ আমি বাজে কথা বলছি? ম*রে দেখালে বিশ্বাস করবি তুই?’

সোহেল এগিয়ে গিয়ে বলল,

, ধূসর,ছাড় না। আজ এত আনন্দের দিনে ইকবালের এইটুক ভুল মাফ করে দে না। দ্যাখ,ও কিন্তু একা কিছুই করেনি,আমাদের সবার বুদ্ধিতেই হয়েছে এসব। নাহলে

আমরা কেউই ফোন তুলিনি কেন? তুই চাইলে আমাদের বক,তাও এভাবে চলে যাসনা। তুই ছাড়া আমাদের সব আনন্দ বৃথা,মাটি।’

ইকবাল উদ্বেগ পুহিয়ে বলল,‘ আমিওত সেটাই বলছি,দরকার হলে আমাকে আরো মা*র,বক, লাগলে গালি দে। এই যে একটা ঘু*ষি মে*রেছে,আমি কিছু বলেছি? চাপার দাঁত তো সব নড়ে গেছে

আমার,তাও তো কিছু বলিনি। কারণ আমি ভুল করেছি আমি মানি। কিন্তু সম্পর্ক রাখব না এটা কেমন কথা? মানে মানুষ দূর্বলতা ভালো বোঝে, বুঝলি সোহেল। জানে যে ওকে ছাড়া আমি অঁচল,তাই সব কিছুতে হু*মকি দেয়, মজা নেয়।’

‘ আমি হুমকি দেই? মজা নেই?’

ইকবাল ঠোঁট ফুলিয়ে, ভুরু কুঁচকে মাটির দিক চেয়ে রইল। খলিল বললেন,

” আমাদের জন্য এবারের মত বেচারাকে মাফ টা দিয়ে দাও ধূসর। প্লিজ!’

ধূসর পুরু কণ্ঠে শুধাল,’ আর করবি?’

ইকবাল যত্র ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ‘ জীবনেও না। “ ঠিক আছে।

‘ বলার সাথে শ্বাস ফেলতেও পারল না,ইকবাল হুড়মুড়িয়ে চাঁদরের মত মুড়িয়ে ধরল ওকে। এরপর ধরল সোহেল। সোহেলের দেখাদেখি অনেকে। এতজনের আচমকা ভারে ধূসর টাল রাখতে পারল না। ওদের সহ ধপ করে পরে গেল মাটিতে। প্রথম দফায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে,পরপর হু হা করে হেসে উঠল সবাই।

হাসল ধূসর। বিজয়ের,সফলতার, হৃষ্টটার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

ধূসরের উন্মত্তের মত বেরিয়ে যাওয়া দেখে আমজাদ থেমে থাকেননি। নিজেও তৎপর কদমে পেছন পেছনে এসেছেন। তারপর, অফিসের সামনে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলো সমস্তটা একের পর এক দেখলেন। ইকবাল আর ধূসরের বন্ধুত্ব এই প্রথম বার মোহিত করল ওনাকে। সাথে পার্টি

অফিসের প্রতিটি সদস্যের ধূসরের প্রতি একাগ্রতা দেখে একটু হলেও ভালো লেগেছে। তিনি শ্বাস নিলেন। বিস্তর নিঃশ্বাস। ওদের ছেলেমানুষী দেখে,মৃদুমন্দ হাসি ভীড়ল ঠোঁটে। ঘুরে হাঁটা দিতেই আফতাব সামনে পরল। তিনিও একইভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওনাকে দেখেই আমজাদ হাসি কমিয়ে মুখচোখ পাথরের মত বানালেন। বললেন,‘

বাঁদড়ে দুটো দিয়ে হচ্ছিলোনা। আজ বাকী গুলোও দল বল সহ অফিসে চলে এসেছে।'

তারপর ঢুকে গেলেন ভেতরে। আফতাব সেদিকে চেয়ে, আবার সামনে ফিরলেন। ধূসরকে টেনেটুনে ওরা গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাইকটা বুঝিয়ে দিচ্ছে দারোয়ান কে। আফতাব ছেলের খুশি খুশি মুখবিবর দূর থেকেই দেখে গেলেন।

নিজেও হেসে পিছু চললেন ভাইয়ের।সিকদার বাড়ির দোরগোড়ায় ইকবাল গাড়ি থামাল। সেই কক্সবাজার থেকে ফেরার পর যে গিয়েছিল আর এলো আজ। না জানি পুষ্পটা কত্ত ক্ষে*পেছে তার ওপর! সময়ই দিতে পারেনি। আজ সুদে আসলে বউয়ের সব রা*গ পুষিয়ে দেবে সে। অপর পাশ থেকে

ধূসর নামল। তাদের দুজনের হাত ভর্তি মিষ্টির প্যাকেট।

নিজেদের দল জেতার আনন্দে পুলকিত ওরা। প্রশান্ত,প্রফুল্ল চিত্তে যখন সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে এলো,সেই মুহুর্তে থমকে গেল সব। ভেতরের গুমোট পরিবেশ এক নিমিষে বিভ্রান্তিতে ফেলল। বসার ঘর তখন থমথমে। হৈহৈ করা নিবাস আজ নিরব,শব্দহীন। বাড়ির

প্রত্যেকে উপস্থিত,অথচ কারো মুখে কথা নেই।

মিনা বেগমকে দুহাতের মাঝে আগলে ধরে আছেন রুবায়দা। যেন আটকাচ্ছেন কোনও কিছু হতে। অথচ ভদ্রমহিলা ক্রো*ধে ফাটছেন। ক্ষিপ্ত,তপ্ত লোঁচন তাঁক করা পিউয়ের ওপর। মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। সবার শুষ্ক মুখমন্ডলের মাঝে ফুঁপিয়ে কাঁ*দছে। ধূসরের সব

এলোমেলো হয়ে গেল ওকে কাঁদতে দেখে। খলিলের বাড়িতে করে আসা আনন্দ- উৎসবের রেশ এক মুহুর্তে উবে গেল হাওয়ায়।

উদ্বীগ্ন গলায় শুধাল,‘ কী হয়েছে?’

কণ্ঠ শুনে পিউয়ের শরীর কাঁ*পে। তরঙ্গের ন্যায় ওঠানামা করে। কিন্তু নত করা মাথাটা উঁচু হলো না। সকলে ওদের দিক তাকাল।

ইকবাল, পুষ্পকে ইশারায় ভ্রু উঁচিয়ে জানতে চাইল,

‘ ঘটনা কী?’

তার মুখশ্রী কালো। মিনমিন করে বলল

‘ আম্মু পিউকে মে*রেছে।’

ধূসর চট করে মিষ্টির প্যাকেট ফ্লোরে রাখল। ঠিকঠাক প্যাকেট বসল কী না দেখার প্রয়োজন ও বোধ করল না। লম্বা পা ফেলে

এগিয়ে এসে পিউয়ের পাশে দাঁড়াল। নীচের দিক চেয়ে কাঁদতে থাকা ওর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে শুধাল,‘ মে*রেছ কেন বড় মা?’

মিনা গজগজিয়ে উঠলেন,

‘ মারব না তো কী করব? মান -ইজ্জত কিচ্ছু রাখল না আমাদের! বেয়াদব মেয়ে কোথাকারে!’

‘ কী করেছে ও? ‘

‘ কী করেছে? কী করেছে ওকে জিজ্ঞেস কর।’

পিউ ওপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে রাখল। প্রার্থণা করল, ধূসর ভাই প্রশ্ন না করুক। সে কিছুতেই বলতে পারবে না। ক*ষ্টে তার বৃহৎ চোখ ছাপিয়ে জল নামল। ধূসর বলল,

‘ ওর বলতে হবেনা,তুমি বলো। মা*রলে কেন’

মিনা অ*গ্নিচোখে মেয়ের দিক চেয়ে। যেন ভৎস করে দেবেন ওকে। ধূসর খেই হারিয়ে উচু স্বরে বলল, ‘ প্লিজ বলবে, কী হয়েছে?’‘ কী আর হবে? পড়াশুনা রেখে টই-টই করলে যা হয়,তাই হয়েছে। ফেইল করেছেন মহারানী,ফেইল। টেস্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে না আজ? এক বিষয়ে ফেইল করে এসেছেন।’

ধূসর আশ্চর্য চোখে তাকাল। পিউয়ের চিবুক গলদেশে ঠেকল গিয়ে। লজ্জায় চোখ বুজে, খুলল আবার। ধূসর কোমল কণ্ঠে বলল,

‘ ফেইল করেছিস?’

মিনা বললেন,

‘ ও কী বলবে? বলার মত মুখ আছে? সারাক্ষন বলতাম, পড়তে বোস,পড়তে বোস। তখন আমার কথা ভালো লাগেনি, শোনেনি।

লাফালাফি, হুরোহুরি করে সময় কাটিয়েছে। কতক্ষণ বর্ষার বিয়ে,কতক্ষণ বোনের বিয়ে,আর শেষে কী হলো? ফেইল এলো। ছি!’

পুষ্প বলল,‘ আহ মা, চেঁচাচ্ছো কেন? আস্তেও তো বলা যায়।’

তিনি দ্বিগুন চেঁচিয়ে বললেন,

‘ একদম কথা বলবিনা। চেঁচাব না তো কী করব?এই বাড়ির কোনও ছেলে মেয়ে আজ অবধি ফেইল

করেছে? তারা জানে ফেইল কী জিনিস? ছি! ছি! এখন আমি কাকে মুখ দেখাব? পাশের বাড়ির ভাবি যখন জিজ্ঞেস করবেন,মেয়ের কথা,আমি কী বলব?’

মিনা হা- হুতাশ লাগালেন। তারপর রুবায়দাকে খ্যাক করে বললেন,

‘ তুই আমাকে ছাড়। আজ ওর একদিন কী আমার একদিন! ফেইল কীভাবে করে আমি দেখাচ্ছি।’

তেড়ে আসতে নিলে রুবায়দা আরো শক্ত করে আকড়ে ধরলেন। পিউ ভ*য়ে,এক লাফে ধূসরের পেছনে গিয়ে লুকোলো।সেও ওকে আড়ল করে বলল,

‘ থামো বড় মা। এই সামান্য কারণে এত রিয়্যাক্ট করার কিছু নেই। ‘

মিনা চোখ কপালে তুলে বললেন,

‘ কী বলছিস? এটা সামান্য ব্যাপার? ওকে কোন সুবিধাটা দেয়া হয়নি

আমাকে বোঝা! ভালো কলেজ, ভালো টিচার সব দিয়েছি। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলেছি। যখন যেটা বলেছে, সেটা দিয়েছি। বই খাতা যা লেগেছে সব এনে দিয়েছি। তাহলে এরকম রেজাল্ট করবে কেন? তানহা তো ওর থেকে ভালো না লেখাপড়ায়,সে মেয়ে পাশ করল,ও ফেইল করল কী করে? বোঝা আমাকে।’

ধূসর ঘাড় বাকা করে পেছনে লুকানো পিউয়ের দিক ফিরল। সম্মুখীন হলো দুটো পেল্লব ভেজা ভেজা চাউনীর। কণ্ঠে প্রশ্রয় ঢেলে বলল,

‘ ফেইল কীভাবে এলো? পড়ে যাসনি?’

পিউ বুঝল না কী বলবে!

আপনার বিরহেই এই অবস্থা হয়েছিল, ওসব কী বলা যায়? মাথায় যা এলো, বলল,

‘ অসুস্থ ছিলাম,কিছু লিখতে পারিনি।’

ধূসর মিনাকে শুধাল,

‘ রেজাল্ট কার্ড পেয়েছ?”‘ না। আজইত রেজাল্ট বের হলো। আর এই মেয়ে কত বড় ফাজিল,রেজাল্ট দেখেও ঘরে ঘাপটি মেরে বসেছিল।

এত বার ডাকছি নামছিলোইনা। ওর ক্লাস টিচার ফোন করে না জানালে, আমিত জানতেই পারতাম না।’

এর মধ্য আমজাদরা বাড়িতে ঢুকলেন । মিনা ওনাকে দেখেই বললেন

‘ শুনেছেন, আপনার আদরের মেয়ে টেস্ট পরীক্ষায় ফেইল করেছে। এখন কী হবে বলুন তো? ফাইনালে তো ওকে আর তুলবেনা। এই

মেয়েকে দিয়ে এবার আমি কী করব?’
তিনি উত্তরে কিছু বললেন না। তবে পিউকে জিজ্ঞেস করলেন,
‘ ফেইল করেছো?’পিউয়ের এত কান্না পেলো! সে ফেইল করেছে,সবাই এভাবে আলাদা করে জানতে চাইছে কেন? লজ্জার কথা কী বুক ফুলিয়ে বলা যায়? সে কি

বেহায়ার মত বলবে,হ্যাঁ ফেইল করেছি?

মিনা অবাক কণ্ঠে বললেন,

‘ আপনি ওকে ধমক না দিয়ে এত আস্তে কথা বলছেন কেন?’

তারপর রুবাকে বললেন,

‘ শুনেছিস? গলার স্বর শুনেছিস? অন্য সব ছেলেমেয়ের বেলায় মেজাজ তালগাছে থাকে,আজ কী

হলো? আপনি ওকে শা*সন টাসন কিছু করেননা বলেই এই অবস্থা!’ পিউ নাক টানতে টানতে নখ দিয়ে ধূসরের পিঠের শার্ট খুঁটছে। রাদিফ,রিক্ত সবাই শুনে ফেলেছে ও ফেল্টুস। ছি! মান ইজ্জত সব শেষ! আমজাদ স্ত্রীর কথায় বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। মানে কী আজব নারী! নিজেই মেয়ের টিচার বদলে তাকে কথা শোনানো? সকালের রাগটা টুপ

করে ফেরত এলো ওনার। নাক ফুলিয়ে বললেন,

‘ ওকে কী বলব? ওকে যারা পড়ায়,তারা যা শেখাবে ওতো তাই লিখবে খাতায়। পরীক্ষার পনের দিন আগে ফয়সাল কে পালটে মারিয়াকে না আনলে তো আর এরকম হোতো না। তখন নিজেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আমাকে জানিয়েছিলে? এখন তাহলে আমাকে টানছো কেন?

বলেছিলে না,মেয়ের রেজাল্ট নাকি বাঁধাই করার মত হবে! কী, অতি বিশ্বাসের ঝামা ঘষা পড়ল মুখে? তোমাদের দুজনের বেশি বোঝার চক্করে মাঝখান থেকে আমার মেয়েটার পড়াশোনার ক্ষতি হলো।'

মিনার কথা বন্ধ।

ইকবাল বিড়বিড় করে বলল,' ব্যাটা হিটলার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঠিক দোষটা ধূসরের কাঁধে দিয়ে দিলো?'

সে ভেবেচিন্তে কিছু কথা সাজাল। একটু আগে,এই আলাপে ঢুকতে গিয়েই,আমজাদ কে দেখে পিছিয়ে এসেছিল। মনে পড়েছিল, পুরোনো কথা। যখন পুষ্প সাদিফের বিয়ে ঠিক হয়,আমজাদ ওকে বারবার বাইরের মানুষ বলছিলেন।আজও যদি বলে?

কিন্তু না,ধূসরের ঘাড়ে দোষ চাপছে, ও তো আর চুপ থাকবেনা। একটু কেশে বলল,

‘ আঙ্কেল,আমার মনে হয় আপনার হিসেব টা মিলছেনা। না মানে,মারিয়া তো পনের দিন ধরে পিউকে পড়াচ্ছিল। ওই অল্প দিনে, সাইন্স পড়ানো কী সহজ কথা বলুন? পিউত তাই শিখেছে যা ওকে ফয়সাল নামের ছেলেটি

পড়িয়েছিল,বুঝিয়েছিল। সে ওকে এক বছর ধরে পড়াচ্ছে। তার পড়াগুলোই বহু আগে থেকে পিউয়ের মাথায় গেঁথে বসেছেনা? এখন মারিয়া যতই ভালো পড়াক,ওইসবের ওপর দিয়ে ওটা কি আর ঢুকবে বলুন! এমনিতেই ভালো কিছু আমাদের মস্তিষ্ক অনেক দেরিতে গ্রহণ করে,সেখানে সাইন্স । তাও আবার পনের দিন সময়ের?

বিশাল ঝামেলার ব্যপার না? ‘আমজাদ মুখ কোঁচকালেন। তবে জবাব দিলেন না। পেছনে দুহাত বেঁধে, বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন আরেকদিক।

এদিকটায় মিনা মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়লেন। হাহা-কার করে বললেন,

‘ এখন আমার বাপের বাড়ি কী বলব আমি? পাশের বাড়ি কী বলব?

ইয়া আল্লাহ! সবাইকে কত বড় মুখ করে বলতাম, আমার মেয়ের মাথা ভালো,পড়াশোনা পারে। আর সেই মেয়ে সোজা ফেইল করে এলো? '

পিউ নিঃসহায় বনে তাকাল। ভীষণ খারাপ লাগছে তার। সত্যিইত মামা-মামীরা শুনলে কী বলবেন? আর শান্তা শুনলে,ইশ,সব গেল!

তিনি যতটা আহাজারি করলেন, ইকবাল ততোধিক নিশ্চিন্ত কণ্ঠে

বলল,‘ আন্টি আপনি কিন্তু শুধু শুধু এত ভাবছেন! ফেইল করা কী খারাপ কিছু? পৃথিবীর বিখ্যাত সব ব্যক্তিরা কিন্তু ফেল করেছিলেন। যেমন ধরুন নিউটন,মেট্রিকে ফেইল করেও কত বড় বিজ্ঞানী সে! মাথায় আপেল পড়ল,আর টুপ করে ক্যালকুলাস লিখে ফেইমাস হলো। সারা বিশ্ব চেনে ওকে। আমাদের পিউ ফেইল করেছে তো কী? ও

হবে এই যুগের মহিলা নিউটন। ওর মাথায় ও একদিন আপেল পরবে আমার বিশ্বাস। যদি আপনা -আপনি নাও পরে,আমি নিজ দায়িত্বে বাজার থেকে কিনে এনে, ওর মাথায় ফেলব। আর তখন ওউ লিখবে দ্বিতীয় ক্যালকুলাস। ইতিহাসের পাতায় উঠবে ওর নাম। তখন কিন্তু ওকে নিয়ে সব চাইতে বেশি আপনারই গর্ব হবে।'

মিনা হতভম্ব হয়ে তাকালেন। তব্দা খেয়েছেন চোখেমুখে স্পষ্ট। বাকীদের অবস্থাও তাই। কিন্তু পিউয়ের হাসি পেয়ে গেল। পরপর নিজেকেই কষে অদৃশ্য চ*ড় বসাল সে। এমন সিরিয়াস মুহুর্তে হাসা পাপ। তারতো কেঁদে ভাসিয়ে দেয়া উচিত। পুষ্প চ সূচক শব্দ করে বলল,‘ আহ,তুমি থামো তো। আগা-মাথা ছাড়া একটা বলে দিলেই হলো!’

ইকবাল অবুঝের মত কাধ উচিয়ে বলল,

‘ ঠিকই ত বললাম। এরকমটা কিন্তু হলেও হতে পারে।’

‘ আর কাউকে কিছু বলতে হবেনা। বড় মা,তুমি অহেতুক এত প্যানিক হচ্ছো। পিউ টেস্টে ফেইল করেছে তো কী? ফাইনাল পরীক্ষা তো সামনে। সেখানে ও ভালো রেজাল্ট করবে। ‘

‘ কী করে করবে? ফাইনালে ওকে তুললে তো!’

‘ সেটা পরের বিষয়। আপাতত আমি কথা দিচ্ছি,পিউয়ের রেজাল্ট ফাইনালে দেখার মত হবে।’

তারপর ওর দিক চেয়ে বলল,‘ কী, হবেনা?’

পিউ, ধূসরের দুটো গভীর চোখে চেয়েই সাতদিনের অভিমান ভুলে বসল। আগে পিছু না ভেবে দৃঢ়

ভাবে মাথা ঝাঁকাল সে। ধূসর, ইশারা করল মিনা বেগমের দিকে,

‘ বল।’

পিউ ঢোক গিলল। মায়ের সাথে কথা বলতেই রুহু কাঁ*পছে এখন। অনেকদিন পর মা*র খেয়েছে যে! এত জোরে স্টিলের খুন্তি ছু*ড়েছিল গায়ে,ভাগ্যিস সঠিক সময়ে সরে পড়েছিল। নাহলে এই বসার ঘরেই ইন্না-লিল্লাহ হতো ওর। চ*ড়টা

কোনও রকম সওয়া গেলেও ওটা ভ*য়ানক।

সে আস্তে করে বলতে গেল,‘ মা আমি...

এর আগেই তিনি তেঁতে বললেন,

‘ তুই আমাকে মা ডাকবিনা। কোনও ফেইল করা মেয়ের মা নই আমি। ভালো রেজাল্ট করতে পারলে ডাকবি, এর আগে না। ‘

পিউ সবেগে বলল,

‘ ফাইনালে ভালো করব। এ-প্লাস না পেলে তখন যা মন যায় কোরো,এর থেকেও বেশি মেরো। আজ থেকে সারাক্ষণ পড়ব সত্যি বলছি।’

জবা সাফাই গাইলেন,

‘ আপা হয়েছে তো। বলেছে ও। এবার ঠান্ডা হও। “ ঘোড়ার ডিম করবে ও। ওকে আমার চেনা আছে। পড়তে বসেনা,টিভির দিক হা করে থাকে। এমন ফাঁকিবাজের পড়াশুনার

কী দরকার? আপনি আপনার মেয়ের জন্য ছেলে দেখুন তো। বিদেয় করি এটাকে।'

পিউ হা করার আগেই ধূসর চেঁতে বলল,

' আশ্চর্য, উল্টোপালটা কথা বলছো কেন? ও তো বলেছে ও ভালো রেজাল্ট করবে। তোমাদের সবটাতে বাড়াবাড়ি। এতদিন পরীক্ষায় ভালো করত,কই তখন তো একটা শব্দও

শুনিনি তোমার মুখে। কেউ টেরও পায়নি। আর যেই পছন্দ মাফিক কিছু হলোনা,ওমনি শুরু?’

সুমনা তাল মেলালেন,’

‘আমারও ত একই কথা। কিন্তু আপাকে কে বোঝাবে? ‘

মিন উঠে দাঁড়ালেন,’ হ্যাঁ সব তোরা বুঝিস। আমি কিছু বুঝিনা। লাই দিয়ে ওটাকে আরো মাথায়

তোল,দ্যাখ তারপর আরো কত খেল দেখায়!’

‘ আম্মু এমন করছো কেন? পিউ কি খারাপ স্টুডেন্ট? ওতো বলল ওর শরীর খারাপ ছিল সেদিন, তাও তুমি বকছো ওকে!’মিনা একটু দম ফেললেন,বললেন,

‘ ঠিক আছে। আগে তো ফাইনালে উঠুক। দ্যাখ গিয়ে নেয় কী না! আমি কিন্তু গিয়ে মাস্টারের হাতে পায়ে

ধরতে পারব না। এমনি নিলে নেবে,নাহলে না,বলে দিলাম। আর আজকের পর যদি তোর বোনকে বই ছাড়া দেখেছি পুষ্প,মনে রাখিস, ওকে কে*টে কুচিকুচি করে গেটের সামনের কুকুরটাকে খাইয়ে দিয়ে আসব আমি। '

পিউ ঠোঁট উলটে রাখল। তবে তার কান্না-কাটি থেমেছে। ভেতর ভেতর

দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব! সত্যিই যদি ফাইনালে না ওঠায়, কী হবে?

এদিকে রাদিফ মারাত্মক চিন্তায় পড়ল। মিনা বেগমের শেষ কথাটায় ভীষণ কৌতূহল নিয়ে শুধাল,

‘ কিন্তু বড় মা,গেটের কুকুরটা তো অনেক ছোট,বাচ্চা। পিউপুর শরীরের এত মাংস, ও খেতে পারবে?’

মুহুর্তে পিঠে দুম করে কিল বসালেন জবা। খ্যাক করে বললেন,‘ তোর পড়া নেই? যা গিয়ে পড়তে বোস।’ রাদিফ ছলছলে চোখে পড়তে চলল। মুখটা খোলা একদম উচিত হয়নি এখন।

মিনা আর দাঁড়াননি। হনহনে কদমে ঘরে রওনা করেছেন। আমজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাল তাহলে একবার কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালের

সাথে কথা বলতে হবে। মেয়েটাকে ফাইনালে নেয় কীনা,কে জানে!

তারপর মনে করার ভঙ্গি করে রুবায়দা কে বললেন,

‘ তোমার ছেলেকে বোলো,হামিদ ফাইল দিয়ে গিয়েছে। দেখে যেন কালকের মধ্যে দয়া করে জমে দেয়। নাহলে বাপ চাচার হাতে হারিকেন উঠবে।’

পিউয়ের হৃদপিণ্ড যখন দুর্ভাবনায় কাতর, সেই মুহুর্তে মাথায় একটি উষ্ণ হাতের স্পর্শ পায়। হস্ত-মালিকের পানে চোখ তুলে চাইল সে। ধূসর মোলায়েম স্বরে শুধায়,' খেয়েছিস?'

সে মাথা নাড়ল দুপাশে। পুষ্প আগ বাড়িয়ে বলল,

' খাবে কী, মার খেয়েই কূল পেলোনা। বেচারী ঘরে চুপটি করে

থেকেও রেহাই পায়নি, আম্মু হুলস্থুল বাধিয়ে ডেকে এনেই....। ‘

‘ ওর খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে যা।’

পুষ্প ঘাড় কাত করল। সে সবার মধ্যেই পিউয়ের ছোট্ট-খাট্টো হাতখানা নিজের মুঠোয় নিয়ে সিড়িতে পা রাখল।

আমজাদও ঘরের দিক এগোলেন। যে যার কাজে চলল। শুধু দাঁড়িয়ে থাকল আফতাব।

তার অভিজ্ঞ,তীক্ষ্ণ চোখ আর নিবিষ্ট মনোযোগ দুটোই সিড়ির ওপর। যেখানে পিউকে স্বযত্নে সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছে ধূসর।

পাশাপাশি আরো এক জোড়া আঁখি ব্যগ্র ভাবে দেখছিল ওদের। ওরা

আড়াল হতেই লম্বা শ্বাসে ওঠানামা করল তার বুক। ভাবল,
‘ পিউ সুখী হোক!তাতে মানুষ টা সে না হয়ে হলোই বা অন্য কেউ।’পিউকে সোফায় বসিয়ে রেখে ধূসর গোসলে ঢুকেছে। মেয়েটা চিন্তায় হাত কচলাচ্ছে সমানে। মাথার রগ দপদপ করছে ওর। শেষ বার প্রিন্সিপাল স্যার ওকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। সাথে

ম্যাম নালিশ ঠুকেছিল সে পড়াশুনা করেনা। এখন ওই ভিত্তিতে স্যার যদি ওকে ফাইনাল দিতে না দেন? কী হবে? একটা বছর তো যাবেই,সাথে আম্মুর গালমন্দ ফ্রি। বন্ধুবান্ধবকে-ই বা মুখ দেখাবে কী করে? ইয়া আল্লাহ! কী একটা ফালতু বিষয়ের জন্যে ওর পরীক্ষাটা বাজে হয়েছিল, মনে করলেই রা*গ

হচ্ছে। এইজন্যেই বলে,সব সময় বেশি বোঝা ঠিক না।

এদিকে ধূসর ভাই এত ভালো ছাত্র! ওনার সুনাম সবার মুখে মুখে। তার বউ হবে কী না এক ফেল্টুস মেয়ে? ছি পিউ! তুই তো ওনার যোগ্যই নোস।

পিউয়ের কা*ন্না পেয়ে গেল। চোখে জল আসার আগেই পুষ্প খবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। টেবিলে রেখে

পিউয়ের দিক চায়। বোনের শুকিয়ে, এইটুকুন হয়ে যাওয়া মুখবিবর দেখে মায়া লাগে। কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,‘ এত ভাবিস না তো বোনু,ইনশাআল্লাহ সব ভালো হবে।’ পিউ কাতর চোখে তাকাল। হাতটা আকড়ে ধরে বলল,

‘ যদি আমাকে না নেয়?’

‘ নেবে,চিন্তা করিস না।’

ধূসর দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রেশ হয়। আজ পিউকে বসিয়ে রেখে এসছে দেখে তাড়াতাড়ি বের হলো। ততক্ষণে পুষ্প চলে গিয়েছে। ট্রাউজার পড়নে, উদাম গায়ে বেরিয়েছে সে। মাথা মুছতে ব্যস্ত তার দিকে, একবার চোরা চোখে তাকাল পিউ। টেনেহিঁচড়ে আবার সরিয়ে আনল দৃষ্টি। বসে রইল চুপটি করে। ধূসর ভেজা তোয়ালে

চেয়ারের হাতলে মেলে দিলো। গায়ে টিশার্ট জড়াল। তারপর এসে বসল ওর সামনে। যত্র গুটিয়ে গেল পিউ। এত মুখোমুখি কেউ বসে? এখন তো চোখের পলক ও গোনা যাবে। ধূসর এই দুরুত্বকেও বাধ সাধে। নিজের পাশ দেখিয়ে বলে,‘ এখানে আয়।’

পিউ দ্বিধান্বিত নেত্রে চেয়ে আছে। কিছু বলছেনা,উঠে যাচ্ছেওনা দেখে ফের বলল,

‘ এখানে আসতে বলেছি। ‘
সে নড়ে উঠল। যেন হুশ ফিরেছে। তারপর গুটিগুটি পায়ে মুখোমুখি সোফাটা ছেড়ে ধূসরের পাশে গিয়ে বসল। ধূসর ভাতের প্লেট হাতে নিতেই চোখ বেরিয়ে আসে ওর। উনি কী এখন খাইয়ে দেবেন? ব্যাস! সমস্ত,ভয়-ডর,চিন্তা মেঘ ছাপিয়ে বর্ষার ন্যায় গলে এল পিউয়ের। মনে মনে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে

পড়ল সে। মা মা*রলেন, সে কাঁদল বলেইত ধূসর ভাই খাইয়ে দেবেন। আর ওনার হাতে খাওয়ার জন্য সে ওমন একশটা মা*র খেতেও রাজি। ধূসর ভাত মেখে ওর মুখের সামনে ধরল। হা করতে বলতেও হয়নি,ব্যস্ত ভাবে খেয়ে নিলো পিউ। তারপর ভাবাবেশে বুজে ফেলল চোখ।

এতটা তৃপ্তি! এতটা স্বাদ বুঝি, মায়ের হাতের পর প্রিয় মানুষের হাতে খেলে পাওয়া যায়?’

ধূসরের অগাধ কণ্ঠ কানে এলে চোখ মেলল পিউ।

‘ নীচে যা বলে এলাম,মনে থাকবে? না কী আবার ভুলে যাবি?’

পিউ মাথা ঝাঁকিয়ে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলল, ‘ সব মনে থাকবে।’ধূসর কিছু বলল না। তার মনোযোগ ভাত মাখায়।

পিউ এক ধ্যানে ওর শ্যামলা মুখটা দেখল। মানুষটার চেহারায় কী ক্লান্তি! দেখেই বোঝা যাচ্ছে আজ খুব ধকল গেছে ওনার ওপর! ইশ,এই অবস্থাতেও ওকে খাইয়ে দিচ্ছে? যত্ন নিচ্ছে? তাও সামান্য একটু মায়ের বকুনি খেয়েছে বলে? আর এই মানুষটার সাথেই মারিয়াকে জড়িয়ে কী বাজে চিন্তাটাই না করেছিল সে। পিউয়ের অনুশোচনায় হৃদয় দ*গ্ধ

হয়। আকাশ ভে*ঙে কান্না পায়। এবার আর চেপে থাকল না,হুহু করে বেড়িয়ে এলো তারা। ধূসর তাজ্জব বনে তাকাল। হঠাৎ কান্নায়, উদগ্রীব কণ্ঠে শুধাল’ কী হলো?’

পিউ নাক টেনে বলল,

‘ আমি তখন মিথ্যে বলেছি ধূসর ভাই। ওইদিন আমার একটুও শরীর খারাপ ছিল না। আপনাকে আর মারিয়া আপুকে নিয়ে উল্টোপাল্টা

ভাবায় আমার মাথা থেকে সব পড়া বেরিয়ে গেছিল। তাই কিছু লিখতে পারিনি। সত্যিই সব দোষ আমার!'পিউয়ের গা ভা*ঙল কান্নায়। ধূসর প্লেট নামিয়ে ,বাম হাতে চোখ মুছিয়ে বলল,

' আমি কি এ নিয়ে কিছু বলেছি? '

পিউ কাঁদল,কিছু বললনা। সে নিজেই বলল,

‘ যা হয়ে গেছে,হয়ে গেছে। এসব আর ভাবিস না। সামনে পরীক্ষা, তাই নিয়ে ভাব।’

পিউ ধূসরের হাতটা মুঠোয় ধরে বলল,

‘ আমি এবার খুব মন দিয়ে পড়ব ধূসর ভাই। একটুও ফাঁকিবাজি করব না।’

ধূসরের পাতলা ঠোঁট বেঁকে গেল। বলল,

‘ আমি জানি। এবার কান্না থামা।’

বলতে বলতে সে নিজেই হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ওর ভেজা গাল মোছাল। অথচ তার শ্রান্তিতে বুজে আসছে চোখ। ঘুম পাচ্ছে রাজ্যের। খাওয়া শেষে পিউয়ের মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বলল,‘ যা।’

পিউয়ের উশখুশ শুরু হলো ওমনি। সময় নিয়ে আবদার ছু*ড়ল

‘ আপনার কাছে একটু থাকি?’

ধূসর এমন ভাবে তাকাল,যেন
এক্ষুনি তীর বসিয়ে দেবে বুকে।
লজ্জায় হাঁস-ফাঁস করে উঠল পিউ।
এমন নেশাল চোখে কেউ চায়?
আই-ঢাই করে এলো-মেলো ভাবে
এদিক সেদিক পলক ফেলল সে।
ধূসর হাসল,সোজাসুজি বলল,
‘ আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকা,
এখন তোর জন্য বিপজ্জনক!’

পিউ কথার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকাল। নিষ্পাপ স্বরে বিরোধিতা জানিয়ে বলল,

‘ মোটেইনা। আমি জানি,আব্বু -আম্মুর মত আপনার কাছেও আমি সবচাইতে নিরাপদ। ‘

ধূসর খুব জোরে হেসে ফেলল। পেশী বহুল দুহাত বিছিয়ে দিলো সোফায়। বলল,

‘ তুই এমন বোকাই থাকিস পিউ। ’পিউ ভ্রু গোঁটায়। সে কী হাসার কিছু বলেছে? আবার বোকা বলল কেন? মাথা খাটানোর আগেই ধূসরের গরম,নরম ওষ্ঠযূগল ছুটে এসে চুঁমু বসাল তার গালে। পিউ চমকে উঠল। আচমকা ছোঁয়ায় ক্ষুদ্র দেহ ঝাঁকুনি দিল । ধূসর কপালে ভাঁজ ফেলল সহসা,প্রকাশ করল বিরক্তি। পিউ মাথা নামিয়ে নিলো।

সংকীর্ণ মুখমন্ডলে, নীভু,অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘আমার কী দোষ? আপনি তো এর আগে এভাবে চুঁমু খাননি ধূসর ভাই। তাই হঠাৎ হঠাৎ কাছে এলে আমার কাঁপুনি ওঠে।’তারপর চোরা চোখে দেখতে চাইল ওর অভিব্যক্তি।

ধূসরের ডান ভ্রু উঠে এলো উঁচুতে। জানতে চাইল,

‘ এখন তোর কাঁপুনি কমাতে ,সকাল-বিকাল আমাকে চুঁমু খেতে বলছিস?’নিশির তৃতীয় প্রহর। সাদিফ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ছাদের খোলা মেঝেতে। চতুর্দিকে নির্মল প্রভঞ্জনের ছোঁয়ায়, চোখ মুঁদে আসতে চাইছে। মাথার নীচে আড়া-আড়ি বাম হাত রেখে, উন্মুক্ত আকাশের দিক চেয়ে ও। একটা তারা নেই,না আছে চাঁদ হতে ছুটে

আসা জ্যোৎস্নার কোনও অংশ। বরং গভীর অমানিশার তোপে সব কিছু অন্ধকার। ভালো লাগার,মুগ্ধ হওয়ার মতন কিচ্ছু নেই ওই অম্বরে। তবু সাদিফ নিষ্পলক চেয়ে। তার চোখের সামনে পরিচ্ছন্ন কিছু দৃশ্যপট। এইত,আজকের সব কথাগুলোই। তার বড় মায়ের বকা-ঝকার হাত থেকে পিউকে, ধূসরের বাঁচিয়ে নেওয়ার মুহুর্তরা। সবার মধ্যে ওকে

আগলে, নিজের ঘরে চলা। এই এতটা সাহস আদৌ ওর আছে? সে হলে পারতো,সব কিছুতে পিউয়ের ঢাল হতে? পারতো ওকে রক্ষা করতে?সাদিফের সকল প্রশ্নের জবাব এলো তাৎক্ষণিক ‘ না।’

সত্যিই পারতো না। ওর যে এই স্পর্ধা নেই। আজ অবধি বাবার চোখের দিক চেয়ে কথা বলেনি। মায়ের কথার অবাধ্য হয়নি। এই যে,

সে ব্যবসা না দেখে চাকরি করছে,সেওত অনেক কাঠখড়ের ফল। প্রথম দিকে সায়েন্স নিয়েছিল পরিবারের কথায়। বাঙালী পরিবার,ছেলেমেয়ের উচ্চ পদের পড়াশুনা বলতে সায়েন্স বোঝে। বাকী দুটো বিভাগ যেন গোনাতেই পড়েনা। সেবারেও সাদিফ চুপচাপ মেনে নিলো। কিন্তু কী হলো? পড়াশুনায় খারাপ করল,অত্যাধিক

মানসিক চাপে গড়মিল লাগিয়ে গায়ে এলো তুখোড় জ্বর। তবু টু শব্দ করেনি। ভাগ্যিস জবা ছেলের ভাবগতি বুঝেছিলেন! প্রথম বর্ষ পরীক্ষার পরেই পালটে দিলেন বিভাগ। সে অঙ্কে ভালো বিধায়,কমার্সে গেল। তারপর সেই মোতাবেক আচমকা একটা চাকরী হয়। ভালো বেতন,নামী-দামী কোম্পানি বলে কেউই দ্বিমত

করেনি। করলে ওটাও হতোনা বোধ হয়। আচ্ছা,সে কী কাপুরুষ? এই যে সব মুখ বুজে মেনে নেয়,এদের কী মেরুদণ্ডহীন বলে?এরকম একটা মেরুদণ্ডহীন মানুষকে কি পিউ ভালোবাসতো? হয়ত না। পিউয়ের যে তার বিপরীত মানুষটাকে পছন্দ। ধূসরের মত বীর! যে সবার চোখে চোখ রেখে ‘ হ্যাঁ’ কে ‘না’ বানানোর দুঃসাহস রাখে। সেবার পুষ্পর

বিয়েতেই তো হাতে-নাতে পেলো প্রমাণ। ওই যোগ্যতা যে ওর নেই। সাদিফ মাথা নাড়ল দুপাশে। না, এসব নিয়ে আর ভাববে না । পিউ ভালো আছে,ভালো থাকুক। এটাই তো ও চায়। সম্পর্কে ওর ভাবি হওয়ার পথে মেয়েটা, ওকে নিয়ে এত ভাবাভাবি ঠিক নয়। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিষ্প্রভ সমীরণে মিলিয়ে গেল তা। তার সদ্য ফিরে

আসা মেজাজটুকু, ধূসরের সঙ্গে পিউকে দেখে নিভে গেছিল। আর তারপর থেকে মস্তিষ্কের নড়চড় শূন্যে । সাদিফ নিজেকে বোঝাল,

‘ যাদের নিয়ে ভাবলে,যা নিয়ে ভাবলে তোর মন খারাপ হয়,কষ্ট লাগে,কেন সেসব ভাবছিস সাদিফ? বরং এমন কিছু ভাব,যাতে মন ভালো হয়ে যায়। মন খারাপের লেশমাত্র না থাকে। ‘আনমনা হলো

ও। খুঁজতে বসল এমন কিছু কারণ,যা মনে করে ঠোঁটে হাসি ফুটবে। সহসা জাদুর ন্যায় মানস্পটে উদয় হলো মারিয়া। মেয়েটির প্রভাময় মুখখানি উঁকি দিলো। সাদিফ চমকে উঠল। অগোছালো পল্লব আছড়ে আকাশ পথে চাইল। না,পরিষ্কার মারিয়াকেই দেখছে সে। ওইতো,শাড়ি পরে এগিয়ে আসছে। কুচি ধরে হাঁটার ভীষণ ব্যস্ততা তার।

কাধের দুপাশের চুল দুলছে বায়ুতে। তারপর কাছে এসে চোখ তুলে ওর দিক চাইল। ওমনি কেশে উঠল সাদিফ। খুকখুক করতে করতে উঠে বসল। নিজের মস্তকে চাটি বসিয়ে ত্রস্ত এপাশ ওপাশ নাড়াল।

আড়চোখে আবার ফিরল আসমানে। ভেসে উঠল মারিয়ার সাথে কাটানো মধুর সময়েরা। যখন,সেবার লোডশেডিং এ ওকে জড়িয়ে ধরার

চিত্রটা স্পষ্ট দেখল সে, হাঁসফাঁস করে ওঠে এক প্রকার।

বিড়বিড় করে বলে,‘ কী হচ্ছে এসব? নিশ্চয়ই শয়তানের কারসাজি। আর থাকা যাবেনা এখানে।’

পাটি আর চায়ের ফ্লাস্ক বগলদাবা করে ফিরে আসতে রওনা করল সে। দরজায় আবার হঠাৎ থামল,কী মনে করে ফিরে তাকাল। আশ্চর্য!

এখন তো কিছু নেই। সব আগের মতোই তিঁমিরে ডুবে। তাহলে ওসব ভ্রম ছিল? হতে পারে সারাক্ষণ মেয়েটার সাথে থাকে বলে, ওর কথাই মাথায় ঘুরছে। হ্যাঁ, তা নয়তো কী? সাদিফ বক্ষ টানটান করল। এসে আগের জায়গায়,পাটি বিছিয়ে বসল। এই গরমে এসির থেকেও প্রাকৃতিক হাওয়া স্বাস্থ্যকর। অহেতুক কারণে এসব থেকে বঞ্চিত হওয়ার

মানে হয়না তো।অথচ তাও, মস্তিষ্ক জুড়ে মারিয়ার কথা ঘুরছে। সেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। ধা*ক্কা খেয়ে দু-দিকে ছিটকে পরার সময়টা। কোমড় বেধে ঝগ*ড়া,একে অন্যকে শায়েস্তা করতে কী সব ছেলেমানুষী! সব ভেবে সাদিফের হাসি পায়। সচকিতে ব্যস্ত হাতে ফোন তুলল সে। গ্যালারি ঘেটে,লুকিয়ে ছোট্ট মারিয়ার তুলে আনা ছবিটা বের

করল। পোঁকা খাওয়া দাঁতগুলো দেখে ফের হাসি দীর্ঘ হলো, বাড়ল। আচ্ছা, বাড়ি ফিরে মেয়েটার তো খোঁজ নেয়া হয়নি। আজ সে পৌঁছেও দেয়নি। বাড়িতে গিয়েছিল ঠিকঠাক? ফোন করবে একবার? সাদিফ সময় দেখল। দেড়টা পার হয়েছে। থাক, ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। পরপর ভাবল,ঢাকার বুকে এই সময় কে ঘুমায়?তাদের রিক্তও তো চোখ

মেলে বসে থাকে। ও-ও হয়ত জেগে। সে চটপট কল দেয়।

মারিয়া সত্যিই ঘুমে। রিংটোনের শব্দে তার বিরক্ত লাগে। 'চ' সূচক শব্দ করে নড়েচড়ে ওঠে। লাগাতার আওয়াজ একটা সময় বাধ্য করল গভীর ঘুম ভাঙ*তে। ও ফোন হাতিয়ে কোনও রকম কানের কাছে ধরে বলল,' হ্যালো... কে?'

সাদিফ হা করেছিল,এর আগেই মারিয়ার আওয়াযে থমকাল। তন্দ্রাচ্ছন্ন শব্দগুচ্ছ চিত্তাকর্ষণ করল নির্নিমেষ।

একটু চুপ থেকে বলল,

‘ ঘুমোচ্ছিলেন ম্যালেরিয়া?’

সুপরিচিত,বক্ষ ছিদ্র করা সেই সম্বোধন শুনে মেয়েটার নিদ্রা উবে গেল। প্রকান্ড রূপে চোখ মেলল। অনিশ্চিত নজরে স্ক্রিনে চোখ বোলাল

আরেকবার। না উনিই ফোন করেছেন,এত রাতে? তড়াক করে উঠে বসে বলল,‘ আপনি? ‘

‘ বিরক্ত করলাম?’

‘ না না, বলুন না!’

‘ পৌঁছাতে অসুবিধে হয়নি তো?’

‘ উহু।

এখন ও ঘুমোননি যে?’

সাদিফ বলল,

‘ ঘুম আসছিল না। আমি কোথায় আছি জানেন?’

‘ কোথায়?’

‘ ছাদে।’

মারিয়া ভীত স্বরে বলল, ‘ ভ*য় লাগছেনা?’

‘ ভ*য় কেন লাগবে? ভ*য় মেয়েদের জিনিস,আমি কি মেয়ে’

‘ তাও ঠিক।’

তারপর ক্ষন নীরবতা নামল। মারিয়ার লজ্জা লাগছে ভীষণ! অহেতুক, অকারণে। ঠোঁটের পাশে অল্প স্বল্প মৃদূ হাসির চিহ্ন। মনে হচ্ছে,এই মাঝ রাতে সে প্রেমালাপ করছে।

সাদিফ ডাকল তখন, ' ম্যালেরিয়া!'

সে আচ্ছন্নের মত জবাব দেয়, ' হু।" তখন ওভাবে কাঁদলেন কেন?

মারিয়া নাম এত অপছন্দ আপনার?
‘

মারিয়া ভণিতা করল না। সোজা-সাপটা বলল,

‘ আপনার মুখে পছন্দ নয়।’

সাদিফ থমকাল। তার পুরু, র*ক্তাভ অধর ঈষৎ কম্পিত হতে দেখা যায়। পরপর, গলার শ্লেষা পরিষ্কার করে বলল,

‘ কাল দেখা হবে। গুড নাইট।’

মারিয়া ছোট করে জবাব দেয়, ‘ হু।
‘

সাদিফ ফোন কাটল। তবে ললাটের ঠিক মধ্যমণিতে গাঢ় ভাঁজ পরেছে। তীক্ষ্ণ চাউনী স্ক্রিনের ওপর। খানিক পর নিভে গেল ঐ আলো। কিন্তু তার দৃষ্টিতে পরিবর্তন এলো না। বরং অনুচিন্তনের অতি নিম্ন জলাশয়ে পা ডুবল যেন। মারিয়ার কিছু কথা অদ্ভূত। নাকী এর পেছনেও রয়েছে

বিশেষ কারণ! যদি থাকে,কী সেসব? আমজাদ সিকদার কক্ষে ঢুকলেন। গলার টাই ঢিলে করে দাঁড়াতেও পারেননি, ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন মিনা বেগম। ওমন দুরন্ত কদম দেখে তিনি সাবধান করলেন,

‘ আরে আস্তে,পরে যাবে।’

মিনা শুনলেন না। তার উদগ্রীব পদযুগল স্বামীর নিকটে এসে থামল। চোখে-মুখে উত্তেজনা নিয়ে শুধালেন

‘ গিয়েছিলেন? ‘

আমজাদ হাত ঘড়ি খুলতে খুলতে জবাব দেন, ‘ হ্যাঁ।’

‘ কী, কী বললেন উনি? নেবে মেয়েটাকে?’

মিনার রুদ্ধশ্বাস। উত্তর না পাওয়ার আগে দম ছাড়বেন না। আমজাদ বললেন,

‘ আগে একটু পানি দাও। তেষ্টা পেয়েছে।’

‘ ও হ্যাঁ আনছি। ‘পানির গ্লাস সমেত ঝড়ের গতিতে হাজির হলেন মিনা। এতটা তাড়াহুড়ো দেখে আমজাদ ফোস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। ততক্ষণে জামাকাপড় পালটে নিয়েছেন উনি।

গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, ‘ বোসো।’

মিনা অধৈর্য কণ্ঠে বললেন, ‘ বসতে হবে না। এমন করছেন কেন? আগে বলুন,যে কাজে গিয়েছিলেন হয়েছে?

মাস্টার কী বলল? মেয়েটা পরীক্ষা দিতে পারবে?

' হ্যাঁ। '

ভদ্রমহিলা এতক্ষনে সত্যিই বুক ভরে শ্বাস নিলেন। শুষ্ক চেহারায় রক্ত প্রবাহ দেখা গেল।

' যাক বাবা! বাঁচলাম। মেয়েটার একটা বছর গ্যাপ গেল না তাহলে। আচ্ছা,অনেক অনুরোধ করতে হয়েছে আপনাকে তাইনা? নিশ্চয়ই

প্রথমে রাজী হতে চাননি। অত ভালো কলেজ,ফেইল করলে এমন করবে স্বাভাবিক। মেয়েটা যে কী করল!’

আমজাদ গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে জবাব দেন,

‘ আমার কিছুই করতে হয়নি। কিছু বলতেও হয়নি। ওনারা আগে থেকেই পিউকে ফাইনালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ‘

মিনার ভ্রুযূগল গুছিয়ে এলো। ‘ তাই? “ হু।’

একটু থেমে বললেন,

‘ আমার আগে ধূসর গিয়েছিল ওর কলেজে। ‘

মিনার গোঁটানো ভ্রু এবার উঠে গেল কপালে। অবাক হয়ে বললেন, ‘ ওমা তাই না কি! ‘

‘ হু। তাইত শুনলাম। যা কথা বলার সে-ই বলে এসেছে। আর, পিউ শুধু

ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ফেইল করেছে। বাকী গুলোতে নম্বর ভালো বলে, প্রিন্সিপাল আর দ্বিমত করেননি।’

মিনার রঙহীন অধর দুপাশে সরে গেল। হৃষ্ট চিত্তে আওড়ালেন,

‘ ছেলেটার সব দিকে খেয়াল আছে দেখেছেন? কিছু বলিওনি, তার আগে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে চলে গেল। সত্যি! স্বর্নের টুকরো ছেলেটা।’

আমজাদ চুপ রইলেন। আজ আর যুক্তি খন্ডাতে গেলেন না। পিউয়ের রেজাল্ট কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

‘ দ্যাখো।’

মিনা ভাঁজ খুললেন। সবটাতে চোখ বুলিয়ে আশ্চর্য বনে বললেন,

‘ একী! একটাতে চৌদ্দ পেয়েছে,বাকী সব গুলোতে আটের ঘরে নম্বর? ‘

‘ মেয়েটা মনে হয় ওইদিন সত্যিই অসুস্থ ছিল। বলছিল তো লিখতে পারেনি। নাহলে এমন আকাশ পাতাল তফাৎ কারো নম্বরে হয়?’ মিনার চেহারা তৎক্ষনাৎ কালো হয়ে যায়। পিউকে মা*রার কথা মনে পড়তেই চোখ ভিজে ওঠে। মা সুলভ হৃদয় হুহু করে বলে,‘ আমি কী ওকে একটু বেশিই বকে ফেললাম?’

‘ তোমার কাজই-তো তাই। আদর যাকে করবে সেটাও বেশি,বকলে সেটাও বেশি।’

মিনা কেঁদে উঠলেন ওমনি। আমজাদ নির্বোধ বনে বললেন,

‘ আরে কাঁদছো কেন? এটাতো এমনি বললাম।’

মিন্নার কান্না কমল না,বরং বাড়ছে। তিনি মহা-বিপাকে পড়ে বললেন,

‘ আহা,শুধু শুধু কাঁদছে। তুমিতো মেয়েকে শাসন করেছ মিনা। তোমার জায়গায় থাকলে যে কোনও মায়েরাই তাই করবে। আর তুমি অত বকছিলে বলেই তো আমি কাল ওকে কিছু বলিনি। ‘

মিনা ফ্যাচফ্যাচে গলায় বললেন,

‘ না, আপনি জানেন না,মেয়েটার গায়ে খুব জোরে স্টিলের খুন্তিটা মে*রেছিলাম। লাগলে কে*টে-ছুড়ে

যেতে পারত। আমি যাই হ্যাঁ, এখন গিয়ে ওকে একটু আদর করে আসি।’

উত্তরের প্রতীক্ষায় ও রইলেন না, ছুটে ঘর ছাড়লেন তিনি। আমজাদ সেদিক চেয়ে দুপাশে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।ধূসরদের জেলা পার্টি অফিসে প্রতি তিন বছর পরপর সভাপতি পালটানো হয়। ওখানে যতজন সদস্য

রয়েছেন,তাদের মধ্য থেকে কেউ দাঁড় হয় সেই পদের জন্য। বাকী সদস্যের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় সেই নেতা। নিয়মটা ওদেরই বানানো। স্থানীয় এম-পির অনুমতি,তার সাপোর্টের মাধ্যমেই গড়া এটি। যাতে কেউ দোষারোপ করতে না পারে,ওমুকে পা চেটে সভাপতিত্ব পেয়েছে। লক্ষ্য, আঈন সর্বজনীন হোক।

হিসেব মোতাবেক সেই ঘরোয়া নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে প্রায়। খলিল কদিন ধরে বিশ্রাম পাচ্ছেন না। একইরকম শশব্যস্ত সকলে। জয়ের পরেও তাদের দলের স্লোগান থেমে নেই। সবার সাথে উল্লাস ভাগাভাগির দরুন, ঢাক-ঢোল নিয়ে রাজপথে নেমেছিল ওরা। হৈহৈ করে গলা ফাঁটিয়ে চেঁচিয়েছে। জেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে দেখা করে

এসেছেন খলিল। হাসিমুখে করেছেন কুশল বিনিময়। তারপর শপথ গ্রহণ, আনুষ্ঠানিক অভিষেক

আজকে সমাপ্তি ঘটল সেসব নিয়মনিষ্ঠের । তবে পার্টি অফিস মুখরিত। বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে,আনন্দ-ফুর্তির আমেজ কাটতে।ধূসর সেখানে এলো বিকেলের দিকে। অফিসে যাওয়ার

পর থেকে ওর প্রবেশের সময়সূচি এটাই।

সদর দরজা পার হয়ে যখন ভেতরের আলোচনা সভায় এলো,থেমে দাঁড়াল তখনি। সবাই সটান দাঁড়িয়ে। খলিলের ডানে-বামে ইকবাল আর সোহেল, পেছনে বাকীরা। সঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রেডি, যুদ্ধে নামবেন যেন। দৃষ্টির ভাষা দূর্বোধ্য। জলদগম্ভীর চোখ-মুখ। ধূসর কপাল

কুঁচকে সবাইকে একবার করে দেখল। কারো মুখে কথা নেই,শুধু তাকিয়ে। কিছু আঁচ করার উপায় ও পাচ্ছে না। সে বিভ্রান্ত হয়ে বলল,

‘ কী হয়েছে?’

ইকবাল পেছনে দুহাত বেধে দাঁড়াল। চেহারা পূর্বের থেকেও গম্ভীর বানাল। থমথমে কণ্ঠে জানাল,

‘ আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ‘

ধূসর একবার খলিলের দিক চোখ বুলিয়ে বলল,

‘ কী সিদ্ধান্ত?’

খলিল বললেন,‘ শুধু আমরা নই,পুরো পার্টি অফিসের সিদ্ধান্ত এটা ধূসর। আর তোমাকেও মানতে হবে।’

কপালের রেখা গাঢ় হলো ওর। খলিল, ইকবাল মুখ দেখা-দেখি করল।

‘ পার্টি অফিসে এবার সভাপতি,সহ-সভাপতি কোনও নির্বাচন হবে না।’

ধূসর বিস্মিত হয়। তবে সেসব চাপা রেখে সাবলীল জবাব দেয়,

‘ বেশ, সবাই না চাইলে হবে না। তুই সভাপতি থাক সেটাতো আমিও চাই। কিন্তু সহ-সভাপতি নির্বাচনে কী ঝামেলা?’

কারো মুখের পরিবর্তন হলো না। খলিল প্রতাপী গলায় বললেন,

‘ ঝামেলা নয়, বললাম না সিদ্ধান্ত? আমরা সবাই চাই, এবারের সভাপতি এই পার্টি অফিসের সহ-সভাপতি হোক। ‘

ধূসর চকিতে তাকায়। স্তব্ধ কণ্ঠে বলে,

‘ মানে?’

সাথে সাথে হেসে উঠল সকলে। এতক্ষণের নাটকীয় রাশভারী

ভাবমূর্তি নির্নিমেষ উধাও হলো। ইকবাল আনন্দ ধ্বনিতে বলল,

‘ মানে সহজ! আমরা সবাই চাই,আমাদের সভাপতি সিকদার ধূসর মাহতাব হবে। যে এই পদের পুরোপুরি যোগ্য। ‘

‘ কিন্তু তু....’

ইকবাল টেনে নিলো কথা,‘ আমিই, আমিই এই প্রস্তাব রেখেছি খলিল ভাইয়ের কাছে। তিনি রাজী,বাকীদের

জিজ্ঞেস করলে তারাও এক পায়ে রাজি,তাই এবার নির্বাচন হচ্ছেনা।’

ধূসর হতবাক। বলতে যায়,

‘ কিন্তু.... ‘

‘ কোনও কিন্তু নয়,তুমি এই পার্টি অফিসের সভাপতি হচ্ছো ধূসর। এটাই কিন্তু ফাইনাল। আমার এমপি সাহেবের অনুমোদন নেওয়া শেষ। ‘

তিনি আরেকবার পেছনে দাঁড়ানো সবার দিক ফিরলেন। শুধালেন,

‘ এতে কার কোনও দ্বিমত আছে? কোনও একজনও দ্বিমত হলে বলে দাও।’

সোহেল ওরা চেঁচিয়ে ‘ না’ ‘না ‘বলে জানাল। খলিল বিজয়ী হাসলেন। অথচ ধূসরের চেহারায় একইরকম বিস্ময়। তিনি এগিয়ে এসে ওর বাহু ধরে বললেন,

‘ এত অবাক হচ্ছো কেন ইয়াং ম্যান? যোগ্য লোককেই তো আমরা পদটা দিচ্ছি বলো।’

ধূসর কথা খুঁজে পাচ্ছেনা। সে বাকরুদ্ধ! খলিল ঘোষণা দিলেন,

‘ আমি এই জেলার মেয়র খলিলুল্লাহ শাহ,ঘোষণা দিলাম,আজ থেকে এই জেলা পার্টি অফিসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে সিকদার ধূসর মাহতাব। আর সহ সভাপতি হবে

আমাদের প্রিয় ইকবাল হাসান। আগামীকালই তার সমস্ত আনুষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হবে।’সকলে হাত তালি দিলো। চিরচেনা জয়ধ্বনি তুলল। কেউ একধাপ এগিয়ে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সিটি বাজাল। ছয় সাতজন ছুটে এসে ধূসরকে কাঁধে তুলে নেয়। ছেলেটা তখনও বিমূর্ত। অবাক দুটো লোঁচন বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটছে ইকবালের মুখমন্ডলে। এসব

যে ওর কারসাজি তার বুঝতে বাকী নেই।

সে ছেলের ঠোঁটে তৃপ্তির, নির্ভেজাল হাসি। ধূসর যেমন চেয়ে,একইরকম তাকিয়ে সেও। অনবরুদ্ধ প্রঃশ্বাসে ওঠানামা করে ওর বিস্তর বক্ষপট। আজকে ওর মত খুশি কেউ নয়। ধূসর সভাপতি হবে,তারপর একদিন এইভাবে হবে এই জেলার মেয়র। এরপর আকাশ ছোঁবে তার

রাজনৈতিক প্রতিভা। আর আমৃত্যু পাশে রইবে সে। বিপদে,আপদে কাধে কাধ মিলিয়ে চলবে। এটাই যে ওর একান্ত ইচ্ছে। সেচ্ছায় সভাপতিত্ব ত্যাগ,প্রিয় বন্ধুর জন্য ওর পক্ষ হতে ক্ষুদ্র এক উপহার। যা দুজনের বন্ধুত্বের কাছে নগন্য, ভীষণই নগন্য!পিউ তখন পড়ার টেবিলে। আজ থেকে যা ওর ধ্যান ও জ্ঞান। সত্যিই সে মন দিয়ে পড়ছে।

এতটা মনোযোগ কোনও দিন দেয়নি পুস্তকে। ধূসরের প্রেমে হাবু-ডুবু খাওয়ার পরে তো একদমই না। কিন্তু এখন পড়তে হবে। সামলাতে হবে এই উড়ুউড়ু হৃদয়। ধূসর ভাইয়ের বড় মুখ সে ছোট হতে দেবে না। তার কথা রাখবে। যে করেই হোক,ভালো রেজাল্ট করতে হবে এবার।

সেই সময় মাথায় একটি হাতের স্পর্শ পেলো। কেউ কোমল হস্ত খানা চুলে বোলাচ্ছে। পিউ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। মাকে দেখেই ঘাবড়ে যায়। আবার মারবে না কী? শঙ্কিত গলায় বলল,

‘ আমিত পড়তে বসেছি আম্মু।’

মিনা বেগম হাসলেন। প্রসঙ্গ এড়িয়ে শুধালেন,

‘ কিছু খেতে মন চাইছে? বানিয়ে দেব কিছু? ‘

পিউ অবাক হলো। গতকালকের মায়ের ওই চন্ডী রূপখানা সে ভোলেনি। চ*ড় মা*রার সময় টাস করে ওঠা শব্দটাও না। কিন্তু আজকে,মায়ের এই অনাকাঙ্ক্ষিত হাস্যবদন তাকে ভ্রান্ত করে। অবিশ্বাস নিয়ে শুধাল,‘ হ্যাঁ? ‘

‘ কী হ্যাঁ? কী খাবি বল,বানিয়ে দেই।
‘

পিউ দোটানায় ভুগল। ফেইল করার পর সে মাকে একটু সমঝে চলছে। একটু না,পুরোটাই। এই যেমন কাল থেকে কোনও বায়না-ই করেনি। এমনকি দুপুরে পাতে যখন ওর সবচাইতে অপ্রিয় ঢেড়স ভাজি দিয়েছিলেন তিনি,তখনও টা-টু শব্দ করেনি। সে যে চোর, অপরাধী।

অপরাধীদের কী এত চোটপাট মানায়? যতদিন না,একখানা বাধাই করার মত ফল করবে পরীক্ষায়,সেই পুরোনো প্রতাপটা ফিরবেনা।

এখন কিছু খেতে চাইবে কী না! মুখ খুললে মা চেঁতে যাবেন কী না ভেবে, ভালো মেয়ের মত, মিনমিন করে বলল, ‘ তোমার যা ভালো লাগে বানাও।’

‘ আচ্ছা। তাহলে তোর ফেভ্রেট চিকেন ফ্রাই করব কেমন? ‘

পিউ ঘাড় কাত করল। ওকে এখন পান্তাভাত খেতে দিলেও রাজী। শুধু চ*ড় না মারলেই হলো।

‘ মন দিয়ে পড় মা। ‘

বলে,মাথায় চুমু খেলেন মিনা।

পিউয়ের চক্ষু ভ্রু ছুঁলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন। ও শুধু হা করে চেয়ে থাকল ওদিকে। মায়েরা কী

এইরকমই হয়? কাল মে*রে, বকে, আজ আদর করে গেল!পিউকে কলেজ প্রাঙ্গনে দেখেই ছুটে গেল তানহা। দুটো ডানা থাকলে উড়ে যেত যেন। বলা-কওয়া ছাড়াই দুহাতে জড়িয়ে ধরল গলা। পিউ খেয়াল করেনি ওকে। আচমকা ধরায় একেবারে হকচকিয়ে যা তা অবস্থা। যখন তানহাকে দেখল, ধাতস্থ হলো।

সে সরে এসে, কণ্ঠে উদ্বেগ ঢেলে বলল,
‘ কী অবস্থা তোর? ফোন ধরছিলিস না কেন? তুই জানিস আমার কত টেনশন হচ্ছিল?’
পিউ চমৎকার হেসে জানাল,
‘ টেনশন হবে কেন? আমিতো একদম ঠিকঠাক। ‘
তানহা চক্ষু পিটপিট করল। হিসেব মতো পিউয়ের এই হাসি বেমানান।

কিছুই জানেনা কী না! ইতস্তত করে বলল,‘ ইয়ে, বাড়িতে কিছু বলেছে? ‘

‘ বলেনি আবার? মা*র ও খেয়েছি।’

তানহা কণ্ঠে দরদ নিয়ে বলল,

‘ আহারে! আর আঙ্কেল?’

‘ আব্বু কিছু বলেনি।’

তারপর ওর দিক চেয়ে বলল,

‘ কিন্তু তুই এত দেরি করে ফর্ম ফিলাপ করছিস কেন? তুইত পাশ

করেছিস। তোদের র‍্যাংক না আগে ছিল?’

তানহা মুখ কালো করে বলল,

‘ বা রে! তুই নেই আর আমি আগে আগে ফর্ম ফিল আপ করে ফেলব? তুই ছাড়া আমি কোনও দিন কিছু করেছি?’

পিউ মুগ্ধ হলেও বলল,

‘ তাই বলে এতদিন ফেলে রাখবি? বাড়িতে কিছু বলেনি?’

তানহা ওর হাত ধরে এগোতে এগোতে বলল,‘ বলেছে। তাড়া দিয়েছে। আমি শুনলেতো! আমি রেজাল্টের দিনই এমন মনমরা হয়ে বসেছিলাম যে আম্মু ধরে নিয়েছিল আমার ফেল এসছে। ‘

একটু চুপ থেকে বলল,

‘ তুই অনেক শক্ত রে পিউ! সবগুলোয় এত ভালো নম্বর পেলি,

একটাতে এত কম এলো, অন্য কেউ হলে কেঁদে নদী বইয়ে দিতো।’

পিউ ফোস করে নিঃশ্বাস ঝাড়ল। দুঃখের নয়, মুক্ত,প্রানবন্ত।

চিত্তচাঞ্চল্যে বলল

‘ আমিও কেঁদেছিলাম। কিন্তু সেই কা*ন্না আমার প্রিয় পুরুষের যত্ন আর ভালোবাসা পেয়ে এক চুটকিতে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।’

‘ ধূসর ভাই?’

‘ তা নয়তো কে! ‘

তানহা বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ সেইত। আমাদেরই যত পো*ড়া কপাল। জীবনে একটা ধূসর ভাই নেই। তাই কান্না-কাটি করে মাথা ব্য*থা বানালেও, কেউ যত্নের ‘য’ ও করেনা ভাই।’

প্রচুর দুঃখ আর আফসোস শুনেও পিউ শব্দ করে হেসে উঠল। তানহা

হঠাৎ মনে করার ভঙ্গিতে ওর আঙুল তুলে অনামিকা দেখল। জিজ্ঞেস করল,

‘ এই আংটিটা দিয়েছেন ধূসর ভাই? কী সুন্দর রে!’

পিউ মাথা ঝাঁকায়। দৈনিক একবার করে এই আংটিতে চুমু খায় সে। তানহা সেটার গায়ে হাত ছোঁয়াতে গেলেই সে টান মেরে কাছে নিয়ে

বলল,‘ ধরিস না। ধূসর ভাইয়ের স্পর্শ উঠে যাবে।’

তানহা মাথায় হাত দিয়ে বলল,

‘ বাবাহ রে বাবাহ! কী ঢং! হুহ,হোক আমার একটা বয়ফ্রেন্ড, তোকে আর চিনবই না।’

‘ আচ্ছা,না চিনলে বাসায় গিয়ে পরিচয় পত্র দিয়ে আসব। এখন চল।’

দুজন ফর্ম তুলে বেরিয়ে এলো। কাল জমা করবে। তানহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল

‘ এই আমাকে বাবা নিতে এসছেন। গেটে দাঁড়ানো। ‘

‘ ও, তাহলে চলে যা।’

‘ তুই? গাড়ি এসেছে?’

‘ না। মানা করেছি।’

‘ রিক্সায় যাবি?’

‘ এত ভাবিস না,চলে যাব। তুই সাবধানে যা।’

‘ ঠিক তো?’

‘ হ্যাঁ রে মুরুব্বি। যা এখন।’

তানহা মাথা দুলিয়ে চলে গেল। পিউ বসল বেঞ্চে। ভেবেচিন্তে ধূসরকে মেসেজ করল,

‘ একটু আমাকে কলেজে এসে নিয়ে যাবেন ধূসর ভাই?’

সেন্ড করে শ্বাস আটকে বসে রইল সে। রাগ করবেন না রাজী হবেন কে জানে? দুপুর বেলা সে যে প্রচুর ব্যস্ত লোক!মিনিট খানেক পর স্ক্রিন জ্বলে ওঠে। মানুষটা সংক্ষেপে উত্তর পাঠিয়েছে,

‘ আসছি। ‘

পিউ চকচকে চেহারায় ঠোঁট ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নিলো। কলেজ পেরিয়ে

গেটের বাইরে এলো। ফুচকার ভ্যানের সামনের একটা টুলে বসল। পনের মিনিটের মাথায় ধূসরের বাইক দেখা যায়। হেলমেট পড়ুয়া তাকে চিনতে একবিন্দু ভুল হলো না পিউয়ের। ধূসর বাইক থামিয়ে,ডাকার আগেই ছুটে গেল সে। দম টেনে বলল,

‘ আপনি এসেছেন?’

ধূসর হেলমেট খুলে সরাসরি তাকাল। পিউয়ের জবার মত স্নিগ্ধ ঠোঁটে কী মায়াময় হাসি! এত খুশি হলো শুধু ওর আসাতেই?

অথচ সে হাসেনি। বরাবরের মত মুগ্ধতা ঢাকা পরল রাশভারীতার প্রকোপে। আর পাঁচটা প্রেমিকের মত মধু মিশিয়ে বলেনি,' তুমি ডেকেছো,আর আসব না?'

বরং বলল।

‘ ওঠ।’পিউ ত্রস্ত বেগে উঠে বসে। ব্যাগ রাখে কোলে। নিজে থেকে ডান হাতটা কাঁধে রাখে ওর। ধূসর স্টার্ট দিতে যাবে,সে মুহুর্তে সম্মুখে এসে হাজির হলো একজন। হাত উঁচিয়ে সালাম ঠুকল,

‘ আসসালামু আলাইকুম। ‘

পিউ সহজ ভাবে চেয়েছিল। মৃনাল কে দেখতেই তার চোখ উঠল ললাটে।

সালামের উত্তর না করে, আতঙ্কে ঢোক গিল*ল। একে এখনি আসতে হলো? এখন এই ছেলে যদি ধূসরের সামনে ওকে ভাবি ডেকে ফ্যালে? স*র্বনাশ! ধূসর ভাই ফ্লাইওভার থেকে ছু*ড়ে ফেলবেন ওকে।

মৃনাল সব সময়ের মতো দাঁত কেলিয়ে হাসছে। যেন আস্ত এক দাঁতের দোকান।

পিউয়ের গা পিত্তি জ্ব*লে ওঠে। শিল নোরার এক ঘায়ে সব দন্তপাটি ভে*ঙে দিতে মন যায়। তার চিন্তার মধ্যেই ধূসর উত্তর করল,

‘ অলাইকুম সালাম। এখনও যাসনি?’

পিউ অত্যাশ্চর্যে তাকায় ওর দিকে। আরো চমকাল যখন মৃনাল বলল,

‘ যাচ্ছিলাম ভাই,আপনাকে দেখে এলাম। এরপর পিউয়ের দিক চেয়ে বলল,

‘ ভাবি কেমন আছেন?’

পিউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। মৃনালের কথায় ফিরে এলো স্তম্ভিত। ওমনি হুটোপুটি গলায় বলল,

‘ আপনি, আপনি ওনাকে চেনেন ধূসর ভাই?’সে উত্তর করার আগেই মৃনাল জবাব দেয়,

‘ চিনবেনা কেন ভাবি? আজ চার বছর ধরে আমরা একই পার্টি অফিসে কাজ করি যে। আপনি ওই যে মাঝেমধ্যে আমার ভাইকে দেখতে চাইতেন না? ইনিইত আমার ভাই।’

পিউয়ের কেবল মাত্র এক হওয়া ওষ্ঠযূগল ফের ফাঁকা হয়ে গেল। বিস্মিত বনে চাইল ধূসরের পানে। মৃনাল বলল,

‘ ভাবির তো আর কলেজে কাজ নেই। তাই আমারও ডিউটি নেই। তাইনা ভাই?’

ধূসর বলল,

” বাসায় যা। কাল দেখা হবে। ‘

মৃনাল ঘাড় নাড়ে। ধূসর বাইক ছোটাল। এগিয়ে গেল চাকা দুটো। অথচ পিউ স্বাভাবিক হতে পারল না। সে হতবিহ্বল ভঙ্গিতে পিছনে চেয়ে। মারবেল চাউনী দেখছে মৃনাল

কে। ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত নাড়িয়ে বিদেয় জানাল ওকে। সে সে নড়েচড়ে উঠল,সামনে ফিরল।

‘ ধূসর ভাই!’

পিউ খুব আস্তে করে ডাকল। সে সে উত্তর করে,‘ হু।’

‘ ওই ছেলেটা....’

তারপর থামল। বিলম্ব করে বলল,

‘ ও যে আমাকে মাঝেমধ্যে খাবার দিয়ে যেত,সেসব কী আপনি পাঠাতেন?’

পিউ নীভু গলায় প্রশ্নটা করেছে। ভাবল,ত্যারা লোক উত্তর দেবেনা। কিংবা বলবে,তাতে তোর কাজ কী? অথচ সে জানাল,

‘ তো আর কে দেবে?’

পিউ সাহস পেলো ওমনি। ধূসরের কাধে রাখা হাতটা শক্ত হলো। বলল,

‘ এর মানে,উনি যে আমাকে ভাবি ডাকেন? ‘

ধূসর একদম মুখের ওপর বলল,

‘ আমাকে ভাই ডাকে,তুই আমার বউ হলে,তোকে কী নানী ডাকবে? ‘

পিউয়ের বুক ধড়াস করে উঠল। ছলাৎ ছলাৎ করে কৈ মাছের মত লাফ-ঝাপ করল অনুভূতিরা। আজকাল ধূসর ভাই কেমন ফটাস ফটাস উত্তর ছোড়েন। সে একদম

ভার নিতে পারেনা। পিউ মুখ চুপসে বসে থাকে। যথাযথ উত্তর পায়না। তাকায় বাইকের দুধারের, একটা লুকিং গ্লাসের দিক। ধূসরের শ্যামলা কপোল দেখা যাচ্ছে। কী মনোনিবেশে ড্রাইভ করছেন উনি! পিউ হাসল। ভালোবাসার স্মিত,ফুলের ন্যায় পবিত্র হাসি। এই মানুষটার শক্ত চিবুক আর দৃঢ়তা যে কাউকে বিভ্রান্ত করতে যথেষ্ট। অথচ

কে বলবে,ওনার ওই প্রসস্থ বুকেই এত ভালোবাসা লুকিয়ে! অন্তস্থলে এত মায়া মিশে!এই যে সে না খেয়ে বের হলেই কলেজের চৌকাঠে খাবার দেওয়া,পরীক্ষায় সে যাওয়ার আগে সিট খুঁজে রাখা,কলেজে কী করছে না করছে সব আগেভাগে জেনে যাওয়া,এসবের কারণ আজ সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিলো পিউ। এতটাও পসেসিভ কেউ থাকে? তাও

এত আড়ালে? এমন অপ্রকাশিত অধিকারবোধ কজনের হয়? না,কারো তো হওয়ার কথাও নয়। এমন যে শুধুই ওর ধূসর ভাই। তার ভালোবাসার, বহু সাধনার, প্রিয়তম পুরুষ।

পিউ মোহাচ্ছন্নতা হারিয়ে যায়। খানিক এগিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। রাস্তাঘাট -মানুষজন ভুলে ধূসরের চওড়া পিঠে মাথা ঠেকায়। হাত দুটো

বেড়ির মত পেচিয়ে ধরে পেট। কড়া সুবাসে, লম্বা শ্বাস নিয়ে বড় বড় আঁখিজোড়া বুজে ফ্যালে। শন শন বাতাস কানে লাগে। ঝুটি করা কেশরাশি দুলে চলে তাতে। স্পর্শ পেয়ে, ধূসর ঘাড় বাকিয়ে ফিরে, নরম গলায় শুধাল,‘ শরীর খারাপ লাগছে?’

পিউয়ের ফিনফিনে চঞ্চুতে প্রাণচঞ্চল হাসি। পিঠের সাথে ওমন মিশে থেকেই জানাল,

‘ উহু,আপনাকে জড়িয়ে ধরতে মন চাইল।’

ধূসর তৎক্ষনাৎ ব্রেক কষল। গম্ভীর গলায় শুধাল,

‘ কী?’

আজকে আর ভ*য় লাগেনি। ঘাবড়ায়ওনি পিউ। উলটে আরো দৃঢ়

করল বাধন । একরকম পেটের কাছের শার্ট খা*মচে ধরে মুখ গুজে রাখল। যেন পৃথিবীতে সুনামি বইলেও সে নড়বেনা,সরবেনা। ধূসর কিছু বলল না। ফের বাইক চালাল। সামনে ফিরে ভিউ মিররে চেয়ে একবার পিউকে দেখে নিলো। সাথে মুচকি হাসল সেও।অফিস শেষে দুই ভাই বাড়ি ফিরলেন। রাত প্রায় দশটা তখন। কথা বলতে বলতে

ঢুকে দেখলেন বসার ঘর শূন্য। কেবল রিক্ত,রাদিফ টিভি দেখছে। রান্নাঘর ও চুপচাপ। অত না ভেবে, দুজন চলে গেলেন দুদিক। আফতাব নিজের কক্ষে ঢুকলেন। আমজাদ ও স্বীয় রুমে ঢুকতে গেলে,দেখলেন দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল টেনে রাখা। কখনও তো বন্ধ থাকেনা এমন। বিন্দু বিন্দু কৌতুহল নিয়ে যেই শিকলে টান বসাতে

যাবেন,হূলস্থূল বাধিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন মিনা। ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন অল্প।

বললেন,‘ কী হয়েছে? এভাবে ভূতের মত এসে হাজির হলে কেন?’

মিনা জ্বিভে ঠোঁট ভেজায়। আমতা-আমতা জবাব দেয়,

‘ রুমে ছারপোকার স্প্রে দিয়েছি। এখন ঢোকা যাবেনা।’

‘ ছারপোকা আবার কবে হলো?’

‘ হয়েছে কদিন ধরে। ‘

‘ আমিত দেখিনি।’

মিনা মেকি তেজ নিয়ে বললেন,‘ আপনি দেখবেন কী করে? এসব মেয়েলী কাজ। আপনি এখন রুমে ঢুকতে পারবেন না ব্যাস। ‘

‘ এ আবার কী কথা মিনা? জানো এ সময় বাড়ি ফিরব,আর এখনই স্প্রে করতে হলো তোমার? ক্লান্ত

লাগছে,ফ্রেশ হব, বিশ্রাম নেব, তা না। ধ্যাত!’

মিনা অথৈ জলে পরার মত নিঃসহায় বনে তাকালেন। বললেন,

‘ আমার,আমার খেয়াল ছিল না। আপনি একটু মেজো ভাইয়ের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হন না। ওখানে গিয়ে শুয়ে থাকুন। কিছুক্ষণ পর আমি ডাকছি আপনাকে।’

আমজাদ বিরক্ত শ্বাস নিলেন। তর্কে হার মেনে রওনা করলেন ভাইয়ের কামড়ায়। পেছন থেকে ঠোঁট ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন মিনা।

আফতাব লুঙ্গিতে গিট বাধছিলেন। আমজাদ কে ঢুকতে দেখে বললেন,

‘ কী ব্যাপার ভাইজান? কিছু বলবে না কী? ফ্রেশ হলেনা?’

আমজাদ বিছানায় বসতে বসতে বললেন,

‘ আরে আর বোলোনা,তোমার ভাবি কী সব পোকামাকড়ের ওষুধ দিয়েছে রুমে। ঢুকতে পারব না এখন।’

‘ ও, তাহলে আমার জামা পরে নাও। ‘

‘ রুবা কোথায়? নীচেও ত দেখলাম না।’

‘ আছে কোনও কাজে। নাও ফ্রেশ হও।’

এই বলে নিজের একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া বের করে দিলেন আফতাব। আমজাদ ফ্রেশ হতে যেই বাথরুমের দিক পা বাড়ালেন,ওমনি খট করে শব্দ হলো। দুভাই উৎসের দিক তটস্থ নজরে চাইলেন। কে যেন হুট করে দরজা লাগিয়ে দিলো বাইরে থেকে। সচকিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন ওনারা।

‘ কী ব্যাপার? কে লাগাল দরজা? ‘আমজাদ ছুটে এলেন দোরের নিকট। টানাটানি করলেন,মিনাকে ডাকলেন। কেউ জবাব দিলোনা। এমনকি সাড়াশব্দ ও এলোনা। দুই ভাই মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন এবার। আফতাব শঙ্কিত গলায় বললেন,

‘ আমাদের আটকে রাখল কেন ভাইজান?’

আমজাদ বিরক্ত চোখে চাইলেন। এটা কী ওনার জানার কথা? বোকা বোকা প্রশ্নের জবাবে বললেন,

‘ পাঁচার করে দেবে, তাই।’

আফতাব ঘাড় চুল্কালেন। আমজাদ আবার উচু কণ্ঠে মিনাকে ডাকলেন,এরপর মেয়েদের। জবাব এলো না। শেষে গায়ের জোর ঠেকিয়ে ধা*ক্কা দিতেই ওপাশ থেকে বলল,

‘ এত ধা*ক্কা-ধাক্কি করবেন না,সময় হলে খুলে দেব।’

আমজাদ রে*গে বললেন,

‘ এসব কৌতুকের মানেটা কী মিনা? খোলো বলছি।’আবার সব নিশ্চুপ। আমজাদ দাঁত চে*পে ফিরে এলেন। ধপ করে বসে পড়লেন। লুঙ্গি,ফতুয়া ছুড়ে মা*রলেন বিছানার ওপর। আফতাব আর কী করবেন,পিলপিল

পায়ে সেও গিয়ে বসে রইলেন ভাইয়ের পাশ ঘেঁষে।
দোর খুলল ঠিক দেড় ঘন্টার মাথায়। ঘড়িতে তখন এগারটা পঞ্চান্ন। দুই ভাইয়ের ব্যস্ত, চিন্তিত পায়চারি তৎক্ষনাৎ থামল। আবার একইরকম সচেতন চোখে একে অন্যেকে দেখলেন। আমজাদ ভাবলেন মিনা ,হা করলেন ওনাকে কঠোর কিছু শোনাতে। কিন্তু উঁকি দিলো

আনিসের হাস্যজ্জ্বল মুখ। সে সাদর আপ্যায়নের মত করে বলল,

‘ এসো ভাইজান।’

ছোট ভাইকে দেখে কথা গিলে নিলেন তিনি। তবে গজগজে রা*গ নিয়ে হনহনে পায়ে এগোলেন। আফতাব এলেন পেছনে। দরজা আটকে দেওয়ার রহস্যের মীমাংসা করা দরকার। আনিস পেছন থেকে বললেন,

‘ ভাবি ঘরেই আছে। ‘আমজাদ ক্ষিপ্র চোখে তাকালেন। মনে মনে স্ত্রীকেই খুঁজছেন তিনি। দরজা বন্ধ করার মানে শুনবেন না? ভাইয়ের কথা মতো নিজের ঘরের সামনে এলেন। এখন দরজা খোলা,চাপানো, আলোটাও নেভানো ভেতরের। আমজাদ অধৈর্য হাতে দরজা ঠেলে যেই ঢুকলেন ওমনি বোম ফাটার মত আওয়াজ হলো। আচমকা

হওয়ায় আফতাব ভ*য় পেয়ে আনিসকে জাপটে ধরলেন। আমজাদ নিজেও হকচকিয়েছেন। সেকেন্ডে গায়ে কিছু উড়ে উড়ে পরছে বুঝতেই, চটজলদি দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপলেন। ঘর আলোতে ভরে উঠল,সাথে সহসা দশাধিক কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল,

‘ হ্যাপি বার্থডে........ ‘

পরিবারের সবাই আছে। মিনা,রুবা,জবা, সুমনা,ধূসর, সাদিফ,পিউ, পুষ্প,রাদিফ, রিক্ত এমনকি ইকবালও। ছোটদের মাথায় তিন কোনা পিরামিডের ন্যায় বার্থডে টুপি। আমজাদ স্তব্ধ। হা হয়ে সারা ঘরে চোখ বোলালেন। সমস্ত জায়গায় বেলুন,ফুল,আর লাইট দিয়ে স্বাজানো। টেবিলে কেক রাখা। ওপরে আবার কোর্ট -প্যান্ট পড়ুয়া

এক ভদ্রলোকের অবয়ব। আমজাদ বিস্ময়াভিভূত। আফতাব তখনও আনিসকে পেচিয়ে। ওইভাবেই গোল গোল,মুগ্ধ চোখে ঘরটা দেখছিলেন। আনিস বলল,‘ এবারতো ছাড়ো ভাইজান।

‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ‘

আফতাব সরে এলেন। সবার মধ্য হতে পিউ ছুটে আসে। নিজের মাথার উচু টুপিটা লাফ দিয়ে,বাবাকে

পড়িয়ে দিলো। কোমড় আকড়ে ধরে বলল, ‘ শুভ জন্মদিন আব্বু।’

আমজাদ হতচেতন হয়ে বললেন,

‘ আজ আমার জন্মদিন?’

আফতাব ও একই রকম গলায় বললেন,

‘ আসলেই কী আজ ভাইজানের জন্মদিন? কে বলল তোমাদের? ভাইজান,সত্যিই তোমার জন্মদিন আজ? কখনও তো বলোনি।’

আমজাদ নিজেই বিমূর্ত। আজ ২৫ এপ্রিল? হ্যাঁ তাইত। এই দিনেই তো তিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন। পরিবারে বটবৃক্ষ হতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছেন এসব। এখন যে ছেলে-মেয়েদের জন্মদিন মনে রাখতে হয়। নিজেরটার সময় কই ?

তিনি থেমে থেমে শুধালেন,' তোমরা, তোমরা কী করে জানলে আমার জন্মদিনের কথা? কে বলল?'

মিনা সহাস্যে জানালেন,

‘ ধূসর বলেছে। আমিওতো জানতাম না। এইসব বুদ্ধিও ওর।

আমজাদ দৃঢ়ীভূত নজরে ধূসরের দিক চাইলেন। সবার মধ্যে,দুহাত বুকে বেধে দাঁড়িয়ে সে।

‘ তোমাকে কে বলল?

‘ অফিসে আপনার পার্সোনাল ডকুমেন্টসে দেখেছি।’

আমজাদ জ্বিভে শব্দই পেলেন না। এইজন্যেই ছেলেটা তাড়াহুড়ো করে আজও অফিস ছাড়ল? সেতো ভেবেছিল পার্টি অফিসে যাবে। সুমনা বললেন,

‘ ধূসর সন্ধ্যায় ফিরেছে এইসব কেক,ফুল,বেলুন হাতে করে। তারপর আমরা সবাই মিলে বসে বসে বেলুন ফুলিয়েছি। ইকবাল আর ও সারা ঘরে টানিয়েছে। অনেক কষ্ট

হয়েছে কিন্তু ভাইজান! এবার সপরিবারে একটা হাইফাই ট্রীট না দিলে হবে না।’

আনিস বললেন, ‘ তোমার খালি ট্রীট!”‘ তা নয়তো কী!’

আমজাদের ওসবে কান নেই। তার কোটরে টলটল করছে জল। এক ফোঁটা চুইয়ে পিউয়ের মাথায় পরল। সে তখনও বাবাকে জড়িয়ে কী না! অশ্রুজলের ছোঁয়া পেয়ে তাকাল,

বিস্মিত কণ্ঠে বলল ‘ আব্বু তুমি কাঁদছো?’
আমজাদ কেঁ*দে ফেললেন শব্দ করে। এই ক্ষুদ্র জীবনে কোনও দিন কেক কাটেননি তিনি। ছোটবেলায় অভাব দেখেছেন,বড় বেলা দায়িত্বের কষাঘাত। এসব বিলাসিতার সময় কই? ওনাকে কাঁদতে দেখে মুখ শুকিয়ে এলো সকলের। আনিস,আফতাব মায়া মায়া চেহারায়

ভাইয়ের দুপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁধে রাখলেন আশ্বাসের হাত। ধূসর এগিয়ে এলো। সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে, এর আগেই আমজাদ বিদ্যুৎ বেগে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। সবাই অবাক হয়। এমনকি ধূসরও। পরপর হাসল সে। নিজেও জড়িয়ে ধরল ওনাকে। বাকীরা একে অপরকে দেখল পুলকিত হয়ে। ধূসরের প্রতি, আমজাদের মনের

ভেতর পুষে রাখা অভিমানটুকু এবার মুছল তবে?হুরহুর করে এগিয়ে যাচ্ছে সময়। নীল অম্বরের গা ঘেঁষে উড়তে থাকা, পেঁজা তুলোর মত মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, উলটে যাচ্ছে ক্যালেন্ডারের খসখসে পাতা। বৃক্ষের নব নব পল্লব ছুঁয়ে যাওয়া সেই শীতল ঝড়ো হাওয়ার বেগে, একদিন দরজায় এসে হাজির হলো পিউয়ের এইচ-এস-সি পরীক্ষার

দিন। ততদিনে মেয়েটা পড়তে পড়তে কাহিল প্রায়। । নাওয়া -খাওয়া ভুলে পরে থেকেছে পড়ার টেবিলে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য নিদারুণ ব্যস্ত। নতুন নতুন সভাপতিত্বের ভার তখন ধূসরের কাঁধে। সাথে যোগ হয়েছে খলিলের মেয়র হওয়ার আরেক চাপ।ফুরসতই যেন মেলেনা। যখন বাড়ি ফেরে তখন গভীর রাত। পিউ সহ

সকলের ভারী নিঃশ্বাস পরা বাড়িটা তিঁমিরে ডুবে থাকে। অথচ ধূসর প্রত্যেক সময় ওর কক্ষে চোখ বুলিয়ে আসে। এসির বাতাসে,মাঝরাতে শীতে কুঁকড়ে থাকা পিউটার গায়ে কাঁথা টেনে দেয়। গহীন চুঁমু একে দেয় কপালের চুল সরিয়ে।

প্রথম পরীক্ষায় পিউয়ের অবস্থা করূণ ! টেনশনে তার হাত পা

কাঁ*পছে। এতটা চিন্তা ওর কখনও হয়নি। জীবনের সব পরীক্ষায় হেলেদুলে হাজির হওয়া মেয়ের নার্ভাসনেসে পেট মোচড়াচ্ছে আজ। মাথার সবকটা কোষ লাফাচ্ছে। সবার মধ্যে বুক ফুলিয়ে বলা ধূসর ভাইয়ের কথাগুলো রাখতে পারবে কী না! এই আ*তঙ্কে তার সমস্ত পৃথিবী বিষন্ন।সবাইকে সালাম করে সে বাড়ি ছাড়ল। যেহেতু আজ প্রথম

দিন,সঙ্গে পুষ্পর যাওয়ার কথা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কলেজে হল পড়েছে ওদের। ওটা বাড়ি থেকে বেশ অনেকটা দূরের পথ।

কিন্তু তাদের গাড়িটা বাড়ি থেকে কিছুদূর এগিয়েই থেমে যায়। পিউ সিটে বসে পড়ছিল। গাড়ি থামতেই তাকাল। দেখা গেল ইকবালের গাড়ি ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পুষ্প ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

‘ ভালো করে পরীক্ষা দিস,কেমন? ‘

পিউ আগা-মাথা না বুঝে বলল,

‘ কেন? তুই কোথাও যাবি?’

‘ ইকবালের সাথে বের হব। ‘

‘ আমার সাথে হলে যাবিনা?’

‘ ধূসর ভাই যাবেন। ‘

পিউ অবাক হয়ে বলল,

‘ উনি কী করে যাবেন? সেতো ব্যস্ত।’

পুষ্প মুচকি হেসে বলল,

‘ তোর কাছে ওনার সব ব্যস্ততা তুচ্ছ। আসি।’পুষ্প সেকেন্ডে নেমে গেল। পিউ চোখের পাতা পিটপিট করল বসে বসে। ধূসর ভাই কীভাবে যাবেন? কই সে? ওই সময় ওপাশের গাড়ির জানলা থেকে ইকবালের মাথাটা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সে হাত নেড়ে বলল,

‘ এই পিউপিউ,অল দ্য বেস্ট!’

পিউ ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘ থ্যাংক ইউ।’

ইকবালের গাড়ি শা বেগে পাশ কাটিয়ে প্রস্থান নিলো। পিউ নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই ধূসরের বাইক এসে দাঁড়াল তার জানলার কাছে। বলল,

‘ নেমে আয়।’

পিউ চোখ গোল-গোল করে তাকাল। উনি সত্যিই যাবেন? এটাতো ওর

কাছে চাঁদ আকাশ ছেড়ে হাতে নেমে আসার মতোন। পিউ তড়িঘড়ি করে ফাইল পত্র গুছিয়ে নামল। যেন ট্রেইন ছুটে যাচ্ছে ওর। বলার আগেই উঠে বসল পেছনে। তার চিন্তিত চেহারার স্থলে এখন ঝকমকে হাসি। ধূসর পকেট থেকে পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে ড্রাইভার কে দিল। বলল,‘ এখনই বাড়িতে যেওনা। আমি ফোন দিলে তারপর।’

তিনি ঘাড় কাত করলেন,

‘জি আচ্ছা।’

বাইক চলতে চলতে পিউ জিজ্ঞেস করল,

‘ বাড়ি থেকে আমার সাথে এলেই তো পারতেন ধূসর ভাই।’

‘ তখন এলে,তুই এত অবাক হতি?’

পিউয়ের কণ্ঠ ছল্কে উঠল,

‘ আপনি কি আমাকে সারপ্রাইজ দিলেন?’

ধূসর আর জবাব দিলো না। কিন্তু পিউ একা একা হাসল। এই সারপ্রাইজের জোরে তার মন মেজাজ নিমিষে ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। আপাতত পরীক্ষার চিন্তা মাথাতেই নেই। তার ধারণা, ধূসর ভাইয়ের কাছে চমক নামক বিশেষ ঝুলী আছে। হঠাৎ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু করে,চমকে দেওয়ার অসাধারণ এক ক্ষমতা তার।

স্বীয় দায়িত্বে,পিউকে হলে নিয়ে যাওয়ার দিনটি কেবল ওইদিন সীমাবদ্ধ রাখল ধূসর। ইচ্ছে রইলেও ব্যস্ততায় উপায় ছিল না যে। পার্টি অফিস, অফিস দুদিকেই সমান চাপ। দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে হিমশিমে অবস্থা ওর। কিন্তু এ নিয়ে ছোট্ট পিউয়ের অভিযোগ নেই। মানুষটা প্রথম দিন তার জন্য সময় বের করেছে এইত ঢের।এর মধ্যে পুষ্প

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। মার্কেট যাওয়ার পথে বমি করে ভাসাল গোটা গাড়ি। বেশ কদিন ধরেই হচ্ছে এমন। মাঝ রাস্তায় গাড়ির চাকা ঘুরে গেল,ফের ছুটে এলো বাড়ির আঙিনায়। দারোয়ান দৌড়ে গিয়ে, বিপ*র্যস্ত পুষ্পর খবর ঘোষণা করে এলেন। সেদিন সরকারি ছুটি। ধূসর ব্যাতীত সকলে বাড়িতে।

সংবাদ পেয়ে গেটের কাছে ছুটে এলো তারা। পুষ্পকে ধরে ধরে নামানো হলো। তার মাথা ঘুরছে,চোখের পাতা নির্জীব।পুষ্প মৃদূ শব্দে গো*ঙাচ্ছে। ঘরে নিয়ে আসার মধ্যে আরেক দফা বমি করা শেষ। চিন্তায় সবার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। অথচ এর মধ্যেই, মিনা বেগম একটু পরপর ধম*কাচ্ছেন মেয়েকে।

সারাদিন আজেবাজে খায় বলে ফুড পয়েজনিং হয়েছে ওনার ধারণা। আমজাদ ফোন কানে নিয়ে পায়চারি করছেন। পারিবারিক ডাক্তার, রহমত আলী কল রিসিভ করছেনা দেখে রা*গে গজগজ করছেন তিনি। আফতাব চিন্তিত গলায় প্রস্তাব ছুড়লেন,‘ ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই ভাইজান?’

পুষ্প দুপাশে রকেট বেগে মাথা নাড়ল। অসুস্থ গলায় বলল,

‘ না না, হাসপাতালে নেওয়ার মত কিছু হয়নি আমার।’

মিনা ধমক দিলেন, ‘ হ্যাঁ ডাক্তার সাহেবা এলেন! এত অসুস্থ আর ওনার কিছু হয়নি।’

‘ আমার সত্যিই তেমন কিছু হয়নি আম্মু।’

জবা মাথার কাছে বসে ছিলেন ওর। বললেন,

‘ এমন করিস না মা। হঠাৎ এত অসুস্থ হলি, কী হয়েছে জানতে হবেনা? ‘

পুষ্প উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ আরে,আমি তো জানি আমার কী হয়েছে! আর দেখার দরকার নেই।’

মিনা দুই ভ্রু উঁচিয়ে বললেন , ‘ তাই না কী, জানিস?তা শুনি, কী হয়েছে?’

পুষ্প দোনামনা করল। লাজুক চোখে একবার বাবা,ভাইদের দেখে নিলো। মিনা মেয়ের দৃষ্টি বুঝে,আমজাদকে বললেন,‘ আপনারা একটু বাইরে যাবেন? ‘

ভদ্রলোকরা কেউই কথা বাড়ালেন না। টু শব্দ না করে, চুপচাপ ঘর ছাড়লেন। সুমনা উৎকণ্ঠিত,

‘ এবার বল,কী হয়েছে? ‘

পুষ্প আস্তে-ধীরে উঠে বসল। মাথা এখনও চতুর্দিকে ঘুরছে। ওড়নার সুতোতে আঙুল প্যাচাতে প্যাচাতে মিনমিন করল। মুখে হাত দিয়ে হেসে ফেলল পরপর।

গুরুজনরা যা বোঝার এতেই বুঝে নিলেন। প্রথম দফায় হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। রুবা জোর ধ্বনিতে বললেন,

‘ আলহামদুলিল্লাহ! ‘

পিউ কিছু বোঝেনি। সে মাথা চুলকে সবার হাসিমুখের দিক তাকাচ্ছে। জবা দৌড়ে গিয়ে, মিনাকে জড়িয়ে ধরলেন। খুশিতে আর্ত*নাদ করে বললেন,

‘ আপা আমরা নানু হব।’সবেগে তার কোঁচকানো ভ্রু শিথিল হলো। অভিভূতের ন্যায় চাইল বোনের দিকে। এর মানে আপু মা হবে? সে খালামনি হবে? একটা পুচকি আসবে তাদের বাড়িতে? পিউ হূলস্থূল বাধিয়ে গিয়েই ঝা*পিয়ে পড়ল বোনের ওপর। পুষ্প হেসে ওর গায়ে,মাথায় হাত বোলাল। মিনা পাথর বনে দাঁড়িয়ে। অতর্কিত

হো*চট সামলাতে বিলম্ব হয়েছে। তার অত ছোট মেয়েটা মা হবে এখন? ভাবতেই আপ্লুত হয়ে পড়লেন তিনি। টলমল করে উঠল অক্ষিপট। ধীরুজ কদমে মেয়ের পাশে গিয়ে বসলেন। কপালে চুমু খেয়ে বললেন,

‘ খুব সুখী হ মা। খুব সুখী হ।’বাড়িতে মিষ্টি খাওয়ার হিঁড়িক পড়েছে। আমজাদ,আফতাব,আনিস

ডগমগ করছেন নানাভাই হওয়ার আনন্দে। গরম গরম রসগোল্লায় টি-টেবিল ভর্তি তখন। আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই

ইকবাল আর ধূসর একসাথে ঢুকল। ইকবাল সপ্তাহে দুইদিন এখানে আসে। শুক্র ও শনি। বাকী পাঁচদিন নিজের গৃহে। মন অবশ্য আঁকুপাঁকু করে। চব্বিশ ঘন্টাই মাই লাভের নিকট থাকতে চায় ওটা। কিন্তু এটা

যে শ্বশুর বাড়ি! একটা লজ্জা শরমের ব্যাপার আছেনা?

ওরা যখন ঢুকল, তখন সবাই বসার ঘরেই। বিশাল বিশাল সোফা জুড়ে বসে একেকজন। আজকের পরিবেশ একটু বেশিই স্বতঃস্ফূর্ত। ধূসর গিয়ে আনিসের পাশে বসল। ক্লান্ত কণ্ঠে মাকে বলল,

‘পানি দাও।’

ইকবাল চোখ দিয়ে পুষ্পকে খুঁজল। মেয়েটা এখানে নেই কেন? সেও বসতে যাবে এর মধ্যেই সাদিফ সামনে দাঁড়িয়ে বলল,‘ ভাইয়া হা করুন তো।’

ইকবাল বুঝতে না পেরে বলতে গেল,

‘ হা করব কেন?’

অথচ হা অবধি মুখ খোলার আগেই সাদিফ জোরেশোরে একটা মিষ্টি ঠুসে দিলো মুখে।

দু বাহু ধরে প্রমোদ কণ্ঠে বলল,

‘ কংগ্রাচুলেশনস!’

ইকবাল ভড়কেছিল। এখন মিষ্টি চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করল,

‘ কীসের জন্য?

সাদিফ চাপা কণ্ঠে বলল,

‘ এই যে,ছক্কা মারলেন বলে। বছর না হতেই বাবা হয়ে যাচ্ছেন। ”

সে বেখায়লে বলল, ‘ও আচ্ছা।’

পরপর তাজ্জব বনে তাকাতেই সাদিফ হেসে ফেলল। দুষ্টুমি করে বলল,

‘ জি আচ্ছা।’

ইকবাল বিকট নেত্রে ধূসরের দিক ফিরল। সেও বিস্মিত।

মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন বেজে উঠল ওর। বাবা হওয়ার স্লোগান গোলমাল বাধিয়ে ফেলল।

বাকী সবাইকে পেছনে ফেলে ত্রস্ত পায়ে ছুট লাগাল ঘরের দিকে। বসার ঘরে হাসির রোল পড়ল ওমনি।

আমজাদের হাসি হাসি চেহারাটা হঠাৎ এক চিন্তায় নিভে এলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মেয়েটা মা

হচ্ছে যখন, দুটো বছর নিজের কাছে রাখতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তো আর পূরণ হবেনা।পিউ বিস্তর গল্প নিয়ে বসেছে। ওর মুখোমুখি, পুষ্প বিছানায় আধশোয়া। দুজনের মধ্যে ঝুড়িভর্তি কালো আঙুর। পিউ খুব যত্ন নিয়ে আঙুরের খোসা ছাড়িয়ে বোনের মুখে দিচ্ছে। পুষ্প ওর বকবক শুনছে মন দিয়ে। একটুও বিরক্তি নেই সেখানে। সেসময়

ইকবাল কামড়ায় ঢুকল। আওয়াজ পেয়ে দুবোন একযোগে চাইল। পিউ ওকে দেখতেই উঠে দাঁড়াল। তার আর এখানে কাজ নেই। ফলের ঝুড়ি টেবিলে রেখে হাঁটা ধরল সে।

পাশ কাটানোর সময় বলল

‘ কংগ্রাচুলেশনস, আমার ফাস্টেস্ট দুলাভাই।’

ইকবাল ঘাড় চুল্কে লাজুক হাসে। পিউ বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময়

নিজ উদ্যোগেই দরজা টেনে দিলো কক্ষের।

ইকবাল সেদিক থেকে দৃষ্টি এনে স্ত্রীর দিক চায়। কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে নির্নিমেষ। খুঁজে বেড়ায় প্রিয়তমার সুপ্ত সৌন্দর্য।

ওমন দৃষ্টি দেখেই পুষ্প কুণ্ঠায় নুইয়ে গেল। চট করে গায়ের কাথাটা উঁচিয়ে মুখ ঢেলে ফেলল ও। ইকবাল শান্ত পায়ে এগিয়ে আসে।

বিছানায় ওর কোমড়ের কাছটায় বসে। আস্তেধীরে পুষ্পর মুখ থেকে কাঁথাটা নামাতেই, সে মেয়ে দুহাতে মুখ আড়াল করল এবার। ইকবাল মুচকি হাসল। কোমল নিবেশে হাত বোলাল পুষ্পর পেটের ওপর। পাঁচটা আঙুলই কম্পিত। এখানেই তার সন্তান আছে? ওর যে এখনও বিশ্বাস হচ্ছেনা, বাবা হবে। ইকবাল

ফিসফিস করে বলল,‘ মাই লাভ,তাকাবেনা?’

পুষ্প দুপাশে মাথা নাড়ল। বলল, ‘ আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে ইকবাল!’

ইকবাল শব্দ করে হেসে উঠল। ঝুঁকে এসে দুহাতের ওপরেই চুমু খেলো ওর। পুষ্প বাধন ঢিলে করে নিভু চোখে তাকায়। ইকবাল বলল,

‘ আমরা তাহলে বাবা মা হচ্ছি মাই লাভ?’

পুষ্প চোখ নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল,

‘ তুমি খুশি তো?’

ইকবাল টুপ করে অধর বসাল তার ললাটে। পরপর ওকে টেনে এনে, একদম বুকের মধ্যে পেঁচিয়ে ধরে বলল,

‘ আমি এত খুশি কোনও দিন হইনি মাই লাভ,বিশ্বাস করো। ‘
পুষ্প হাসল, তৃপ্তির হাসি।
হঠাৎ টের পেলো তার গাল ছুঁয়ে এক ফোটা উষ্ণ জলের স্পর্শ। অবাক দুই লোঁচন ওপরে তুলে চাইল সে। ইকবালের কোটরে জল দেখে তৎপর হাতে মুছিয়ে দিয়ে বলল,
‘ কাঁদছো কেন ইকবাল?’

তার নিষ্পাপ স্বীকারোক্তি,

‘ এটা আনন্দের কা*ন্না মাই লাভ। বাবা হওয়ার আনন্দ।’

পুষ্প ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলল,

‘ কিন্তু আমি চাইনা তুমি আনন্দেও কাঁ*দো। আমার ইকবালের ঠোঁটে শুধু হাসি মানায় । আর মানায় দুষ্টু দুষ্টু কথা। যা শুনলে সর্বচ্চ মন খারাপেও একটা মানুষ হেসে ফেলতে পারে।’

ইকবাল সন্তুষ্টি হাসল। মুখটা গুঁজে রাখল পুষ্পর কাধের ভাঁজে। পুষ্প নীরবে শুকরিয়া আদায় করল সবকিছুর। ওর জীবনে আর কিচ্ছু পাওয়ার নেই,সত্যিই নেই।‘ বড় আব্বু!’

আমজাদ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুললেন। ধূসর বলল,

‘ আমার একটা কথা ছিল!’

‘ হ্যাঁ, বলো!’

তখন ইকবাল, পুষ্পর হাত ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে আনল। মেয়েটার সদ্য দু মাসে পরেছে। এতে যত্নে হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে সকলে।

পুষ্প মেজো মায়ের পাশে বসল এসে। তিনি ওকে দেখেই শুধালেন,

‘ এখন ভালো লাগছে?’

‘ একটু।’

ইকবাল বসল ধূসরের পাশে। আমজাদ বললেন,

‘ বলো কী বলবে?’

তার চোখেমুখে কৌতুহল।

ধূসর রিমোর্ট চেপে টেলিভিশন বন্ধ করল প্রথমে। সবাই তখন উৎসুক নজরে ওকেই দেখছে।

ও বলল,‘ আমাদের পার্টি অফিস থেকে প্রতি বছর গরীব -অসহায় মানুষদের মাঝে কিছু জামাকাপড় বিলি করা হয়। এ বছরও হবে।

আমি চাইছি,এবার বাড়ির সবাই উপস্থিত থাকুক সেখানে। ‘

আফতাব ঘাবড়ে গেলেন। চায়ের কাপ থেকে তার শশব্যস্ত মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলো ছেলের ওপর। তার বড় ভাইয়ের চক্ষুশূল বিষয়ে কথাবার্তা? এক্ষুনি রে*গে বো*ম হলেন বলে। না,এই ছেলের ঠিক কী রোগ আছে কে জানে? একটা ভালো পরিবেশ এক্ষুনি ঘেঁটে দেবে।

আনিস বললেন,
‘ কিন্তু তখন তো আমাদের অফিস থাকে ধূসর।’
‘ হ্যাঁ। সেজন্যে শুক্রবার ডেইট ফেলেছি ছোট চাচ্চু। যাতে সবাই যেতে পারো। সাদিফ,তুইও থাকবি কিন্তু।’
সে মাথা ঝাঁকাল, ‘ আচ্ছা।’
আমজাদ একটু চুপ থেকে বললেন,

‘ বেশ তো। যারা যেতে চায়, নিয়ে যেও।’

ধূসর বলল,

‘ কিন্তু আমি চাই,আপনি ও সেখানে থাকুন।’

‘ আমি? আমি গিয়ে কী করব?’

ধূসর নরম গলায় বলল,‘ কিছুইনা। আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন,সেটা দেখলেও আমার ভালো লাগবে।’

আফতাব ভ্রু তালুতে ওঠালেন। বিড়বিড় করে বললেন,

‘ বাবাহ! হঠাৎ এত ভালো কথা বলছে কেন?’

আমজাদের কোমল মনে কথাটুকু প্রবেশ করল। বলতে গেলেন,

‘ তাই বলে আমি...

ধূসর টেনে নিলো কথা,

‘ আমি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর আপনার কাছে কেন,আমার বাবার

কাছেও কোনও বিষয় নিয়ে দ্বারস্থ হইনি বড় আব্বু। কিছু নিয়ে অনুরোধ তো দূরের কথা! আজ বলছি,আপনি, চাচ্চুরা, এমনকি বাড়ি সবাই ওখানে থাকুন আমি চাই। এটা আমার অনুরোধ!'

মিনা ভ*য়ে ভ*য়ে স্বামীর দিক চেয়ে। বাকীরাও তাই। প্রত্যেকের তটস্থ চোখ-মুখ ওনাকে দেখছে। কী প্রতিক্রিয়া দেবেন এখন, কে জানে!

আমজাদ ফোস করে শ্বাস ঝাড়লেন। সোজাসাপটা বললেন’

‘ আমার রাজনীতি পছন্দ না, জানোইত। তবে একটা ভালো কাজে সামিল হওয়া খারাপ কিছু নয়। আবার তুমিও এত করে বলছো যখন, শুধুমাত্র সেজন্যেই যেতে রাজি হচ্ছি।’

আফতাব ধরে রাখা নিঃশ্বাসটা কেবল ছাড়লেন। তবে বিস্মিত

হয়েছেন ভাইয়ের কথায়। আগে হলেতো বজ্রকণ্ঠে মানা করে দিতেন। হঠাৎ যে এদের কী হলো? ধূসরের ঠোঁটে হাসি ফুটল। প্রসন্ন হয়ে বলল,

‘ থ্যাংক ইউ বড় আব্বু।’

ইকবাল একা একা মাথা দোলাল। সে নিশ্চিত ছিল,হিটলার শ্বশুর মানবেনা। এত সহজে মেনে

নেওয়ায় ধূসরকে বাহবা দিলো মনে মনে।

একই সঙ্গে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সকলে। এই পরিবারে সহজে কারো মধ্যে বিবাদ হয়না। সহজে কী,হয়ইনা বলতে গেলে। একমাত্র ঠোকা-ঠুকি লেগে যায় ধূসর আর আমজাদের ভেতর। দুজনেই যে গরম মাথার মানুষ! তাই এই এদের প্রসঙ্গ এলেই সকলে সিটিয়ে থাকেন

আত*ঙ্কে। এই বুঝি কিছু হলো,তর্ক বিধল,ঝগড়া লাগল। তাই আজ প্রথম বার একটা বিষয় সাদামাটা ভাবে মিটে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হলেন তারা।

ওই আলাপ মোটামুটি স্থিত হতেই, আমজাদ ইকবালকে ডাকলেন,গম্ভীর তার কণ্ঠ।

‘ ইকবাল?’

ইকবাল অন্য ধ্যানে ছিল। ডাক শুনে নড়েচড়ে বলল,

‘ জী!’‘ তোমার বাবা মাকে বোলো,আগামীকাল দেখা করতে যাব আমি।’

মিনা শুধালেন, ‘ হঠাৎ? ‘

আমজাদ সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে জানালেন,

‘ পুষ্পকে খুব দ্রুত তাদের হাতে তুলে দেব এবার।’

সবে সবে আনন্দিত হওয়া মুহুর্তটা নিমিষে মিলিয়ে গেল। বাড়ি ছাড়তে হবে ভেবেই, মুছে গেল পুষ্পর উচ্ছ্বাস। অথচ হৃদয় সানন্দে নেঁচে উঠল ইকবালের। মাই লাভ এবার পার্মানেন্টলি ওর ঘরে আসছে তাহলে!

পিউ এখন থেকে উড়ন্ত পাখি। নেঁচে-কুদে বেড়ালেও কেউ কিচ্ছু

বলবে না ওকে। পরীক্ষা তো শেষ। সে লাফাতে লাফাতে সিড়ি বেঁয়ে নামার সময় ধূসরের মুখোমুখি হলো। ও উঠছিল ওপরে। ওকে দেখেই পিউ হৈচৈ বাধিয়ে বলল,

‘ ধূসর ভাই শুনেছেন? আমি খালামনি হচ্ছি,আপনি মামা হচ্ছেন।’ বলার সময় তার কণ্ঠ ছিল শৃঙ্গে। যেন উপচে পরছে খুশি। অথচ ধূসর চোখ সরু করে বলল,

‘ তুই আর আমি ভাইবোন?’

পিউ হাসি কমিয়ে ফেলল তৎক্ষনাৎ। দুপাশে মাথা নেড়ে জানাল,

‘ না-তো।’

‘ সাইড দে।’

পিউ বাধ্য নেয়ের মত গুটিশুটি মেরে একপাশ হয়ে দাঁড়াল। ধূসর উঠে গেল লম্বা পায়ে। ও সেদিক চেয়ে রইল,বোকা বোকা চাউনীতে। নিজেই বলল,

‘ সত্যিইত,সে খালামনি হলে আর ধূসর ভাই মামা হলে ওরা যে ভাইবোন হয়ে যাবে। তাহলে আপুর ছেলেমেয়ে ওকে কী বলে ডাকবে? হাফ খালামনি,আর হাফ মামুনি? ইশ,কী বিশ্রী নাম হবে তাহলে! পিউয়ের মায়া হলো খুব। পুষ্পর ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রতি দুঃখ লাগল। ওদের জন্যে এখন বাচ্চা গুলো শেষমেশ এই ডাক বিভ্রাটে পরবে?

পিউ বসার ঘরের আলোচনায় আর গেল না। ইউটার্ন নিলো পিলপিল পায়ে। ধূসরের কামড়ার সামনে এসে থামল। পর্দার ফাক গলে উঁকি দিলো ভেতরে। ধূসর সোফায় মাথা এলিয়ে বসে। চোখ বন্ধ। পিউ আস্তে করে অনুমতি চাইল,

‘ আসব ধূসর ভাই?’

উত্তর এলো, ‘ আয়।’

পিউ নরম পায়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধূসরের মুখবিবর তৃষিত নয়নে, নিরীক্ষণ করে শুধাল,

‘ আপনার কী শরীর খারাপ?’

‘ না।’

‘ তবে, মাথা ব্যথা করছে?’

‘ হু।’

পিউ একটু রয়ে সয়ে শুধাল,

‘ টিপে দেব আমি?’

ধূসরের ক্ষুদ্র জবাব আসে, ‘ দে।’

পিউ খুশি হয়ে গেল। চঞ্চল কদমে চলে গেল সোফার পেছনে। ধূসরের পেছন দিকে এলিয়ে রাখা মাথা প্রযত্নে দুহাতে আগলে ম্যাসাজ করতে শুরু করল। কপাল,ভ্রুঁ,চোখের চারপাশ নিপূন হাতে মালিশ করল। একটা সময় পর ধূসরের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ এলো কানে। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত। পিউয়ের হাতদুটো যত্র থামে।

প্রেমিকা সুলভ হৃদয়ে উঁকি দেয় দুষ্টুমি। একবার সতর্ক চোখে দরজার দিক দেখে নেয়। তারপর ধূসরের মুখের ওপর সচেতন ভাবে, ডানে বামে হাত নাড়ল। যখন বুঝল, মানুষটা সত্যিই নিদ্রায় তলিয়েছে,বুকে অসীম সাহস ভর করল ওর। পিউ ওমন দাঁড়িয়ে থেকেই ঝুঁকে গেল। পৃথিবীর সবথেকে ক্ষুদ্র চুমুটা চট করে

বসিয়ে দিলো ধূসরের পাতলা অধরের ওপর। বিদ্যুৎ বেগে সরেও এলো আবার। ভেবেছিল,এই সাংঘাতিক, ভয়া*বহ চুরি খানা করে ধরা পরবেনা। কিন্তু বিধিবাম,তড়াক করে চোখ মেলল ধূসর। এতটাই দ্রুত,পিউ চমকে,হকচকিয়ে একশেষ! হৃদপিণ্ড শব্দ করে এক স্থল থেকে আরেক স্থলে লাফ দিলো। সেই ঝাঁপা-ঝাপির শব্দ স্পষ্ট

টের পেলো পিউ। ধূসর চোখ উলটো করে তার দিক চেয়ে আছে। পিউ অবস্থা বেগতিক,ধরা পরেছে বুঝতেই, পালাতে চাইল। প্রতিবারের মত ছুট লাগাল যেই, খপ করে হাতখানা টেনে ধরল ধূসর। পরপর উঠে দাঁড়াতেই,চোয়াল ঝুলে গেল মেয়েটার। ভী*ত,শ*ঙ্কিত কণ্ঠে বলল,‘ আর,আর করব না ধূসর ভাই।’

সে মানুষটা নিশ্চুপ। তবে শক্ত-পোক্ত চাউনী পিউয়ের ত্রাস তরতর করে বাড়িয়ে দেয়। যেন একটা ছোট্ট চুঁমু খেয়ে মহাপাপ করে ফেলল ও। পিউ আতঙ্কে পেয়ে পিছিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ধূসর এগিয়ে আসে। পিউ নিচু স্বরে আবার বলল,

‘ আমি আর করব না, সত্যি বলছি। প্রমিস।’

কে শোনে কথা! ধূসরকে ক্রমশ এগোতে দেখে ওর হৃদযন্ত্রের লাফ-ঢাপ বাড়ছে। কেন যে চুমুটা খেতে গেল? কার বুদ্ধিতে? কোন শয়তানের ইশারায়?নির্ঘাত না বলে এভাবে চুমু খাওয়াতেই ভীষণ রে*গে গিয়েছেন উনি! কিন্তু সেওতো চুমু খেয়েছিল পিউকে। কই, পিউতো রা*গ করেনি। এমন গিলে ফেলার মত তাকায়ওনি।

ভাবার মধ্যেই পিউয়ের পিঠ দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খায়। ধ্যান ভেঙে চমকে ওঠে সে। গোল গোল, গ্রাসিত নজর তাক করে উঁচুতে,ধূসরের চেহারায়। সে মানুষটা তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল,একদম নিকটে। পিউ যেই পাশ থেকে পালাতে যাবে, তার বলিষ্ঠ একটা হাত উঠে এলো মাথার কাছের দেয়ালে। পিউ আরেকপাশ দিয়ে ছুটতে গেলে সে পাশেও হাত

রেখে আটকাল ধূসর। পিউ অথৈ জলে সাতার কেটে হাঁপিয়ে যাওয়া নাবিকের মতন, অসহায় চোখে তাকাল। কম্পিত কণ্ঠে ডাকল,

‘ ধূ ধূসর ভভাইইই!আমি,আমি....’

ধূসর এক হাত নামিয়ে তার বাম হাত ধরল। কথা থেমে গেল ওর। অনামিকা জুড়ে থাকা জ্বলজ্বলে হীরের আংটিতে আঙুল বুলিয়ে বলল,

‘ যেহেতু তুই আমার বাগদত্তা,আমার হবু স্ত্রী,তাই একটা বড় চুমু তোকে খেতেই পারি।’

অবিশ্বাস্য কিছু শুনে পিউয়ের কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কোটর ফু*ড়ে আসা প্রকট নেত্রযূগল আরো বৃহৎ করে চাইল সে। বলতে গেল,‘বড় চুঁমু খাবেন? ‘

অথচ হা করার পূর্বেই ধূসরের চিকণ,পুরুষালি, উষ্ণ ঠোঁটজোড়া

সবেগে, সদর্পে আকড়ে ধরল তার গোলাপী অধর। পিউ থমকে গেল। দীঘল কালো পল্লব, অগোছালো ঝাপটে একসময়,ক্লান্ত ভঙিতে বুজে ফেলল। ধূসর নিজেই ওর কাঁ*পতে থাকা হস্তযুগল তার পিঠে উঠিয়ে দেয়। নীরবে আকড়ে ধরতে বলে। একটা সময় বলবান দেহের ভারে ছটফটিয়ে ওঠে পিউ। শ্বাস -প্রঃস্বাস থিঁতিয়ে আসে। ধূসর তবু ছাড়ল

না,থামল না। সহজে কাছে না ঘেঁষা মানুষটার, অকষাৎ এই অল্প আদরের তোপে পিউয়ের অবস্থা তখন দূঃসহ। যেন এই এক্ষুনি শ্বাস নিতে না পারলে ম*রে যাবে। ধূসরের চুম্বনের তীব্রতা মাত্রা ছাড়ায়,পাহাড় ডিঙায়।

হয় গাঢ় থেকে প্রগাঢ়।সেই ক্ষণে ইকবালের আগমন। তার ধুপধাপ পদচারণ আর উচু আমুদে কণ্ঠ

ভেসে এলো বাইরে থেকে। ‘ধূসর জানিস’... বলতে বলতে আসছে সে। আওয়াজ পেতেই ধূসর বিদুৎ বেগে পিউকে ছেড়ে দিলো। পিউয়ের মনে হলো এতক্ষনে প্রান ফিরল ওর। ইকবাল তখন এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিউ ঝড়ের গতিতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ইকবাল আহাম্মক বনে দেখে

গেল তা। তারপর সামনে ফিরে শুধাল,

‘ ও এভাবে ছুটল কেন?’

ধূসর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধাঙুল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে, কাঁধ উচিয়ে বলল,

‘ আমি কী জানি!’পিউ ছুটে এসে লুটিয়ে পরল বিছানায়। চিরাচরিত সেই সিনেমায় হিরোয়িনদের মত ঝাঁপ দিলো এক প্রকার। বালিশটা

বুকে চেপে হাঁস-ফাঁস করে উঠল। ধূসর ভাই ওর ঠোঁটে চুমু খেয়েছেন? এখনও স্তম্ভিত ফিরছেনা ওর। একটু আগের সবকিছু সত্যিই ঘটেছে? উনি নিজে থেকে কাছে এসেছিলেন? পিউয়ের মাথা চক্কর কাটছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে ঝুলে। সে উঠে বসল। কী থেকে কী হয়েছে সব কিছু মনে করতেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল লজ্জায়। এখন ওই মানুষটার

সামনে কী করে যাবে ও? কী করে মেলাবে চোখ? ইয়া আল্লাহ! পৃথিবীতে এত লজ্জা ওকেই কেন দিলে?

সত্যিই পিউ দুটোদিন ধূসরের সামনে পড়ল না। যতটা পারল লুকিয়ে রাখল নিজেকে। না সকালে সামনে যায়,না রাতে। বুদ্ধিমান ধূসরের বুঝতে বাকী রইল না। সে অতিষ্ঠ হলো দ্বিতীয়বার। একটা চুমুর

ভারে যদি সামনে আসাই বন্ধ হয়,বিয়ের রাতে এই পুচকে মেয়ে কী করবে?সেদিন শুক্রবার। পুরাতন বলখেলার মাঠে জন-সাধারণের উপচে পরা ভিড়। একটা বিশাল তাবু টাঙানো হয়েছে মাথার ওপর। সাড়ি সাড়ি করে প্লাস্টিকের লাল-নীল চেয়ার পেতে রাখা। চেয়ারের মুখোমুখি বানানো একটা মাঝারি আকারের স্টেজ। একটা লম্বা

টেবিল,পেছনে কয়েকটি ফোমের চেয়ার। আর পাশেই মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়ার জায়গা। এই মুহুর্তে যেখানে ভাষণ দিচ্ছেন খলিল। জনগণের প্রতি তার সকল কর্তব্যের কথা নিপুণ ভঙ্গিমায় পালনের ওয়াদা করছেন। লোকজনের ওসবে মন নেই। না আছে কান। এই চকচকে রোদের মধ্যেও তারা বিশেষ মুহুর্তের

অপেক্ষায়। ইকবাল গিয়ে ধূসরের পাশের চেয়ারে বসল। জিগেস করল,

‘ কী রে ব্যাটা,ভাষণ দিবিনা?’

‘ না।’

‘কেন? এই তুই না সভাপতি? “ তো? একবার সবার চেহারা দ্যাখ,কী বিরক্ত এরা! পারলে খলিল ভাইকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলত। যেখানে এসেছে জামাকাপড় আর

খাবার নিতে,এসব অহেতুক বকবক শুনবেই বা কেন? '

ইকবাল মাথা ঝাঁকাল, ' তাও ঠিক।'

ওদের কথার মধ্যেই একটা রিক্সা এসে দাঁড়ল। ভাড়া চুকিয়ে নামল মারিয়া। মাকে সাবধানে ধরে নামাল। ওদের দেখেই ইকবাল বলল,

' মারিয়া না?'

ধূসর উঠে বলল, ' আয়।'

পেছনে চলল ইকবাল। রোজিনাকে দেখেই দুজন সালাম দিলো। তিনি শুভ্র হাসলেন। শুধালেন,

‘ ভালো আছো তোমরা?’

‘ জি আন্টি। আসতে অসুবিধে হয়নি তো?’

‘ না না।’

ইকবাল রাস্তা দেখাল,’ আসুন।’

মারিয়া আর রোজিনা থমকাল যখন স্টেজের টেবিলের ওপর রওনাকের

ফ্রেমবন্দী ছবিটা দেখতে পায়। মেয়েটা বিস্ময়ে হা করে চাইল ওদের দিক। ধুসর বলল,‘ রওনাক আমাদের বন্ধু ছিল। একটা ভালো কাজে ওকে না রাখলে চলে? ‘

মারিয়ার চোখ টলটলে হলো নিমিষে। সে নিজেকে সামলালেও, রোজিনা কেঁ*দে ফেললেন।

ইকবাল এসে আকড়ে ধরল ওনাকে। সান্ত্বনা দিলো,

‘ আন্টি প্লিজ কাঁদবেন না। আপনার এক ছেলে নেইতো কী? আমরা আছিনা?’

সেই সময় সিকদার বাড়ির পরিচিত গাড়িগুলো দেখা যায়। একে একে তিনটে গাড়ি এসে থামল গেটে। ততক্ষনে খলিল বক্তব্য শেষ করেছেন। একটা লম্বা বিশাল বক্তৃতার ইতি টেনেছেন সংক্ষিপ্ত ভূষণের মাধ্যমে। সোহাল

মাইক্রোফোনের সামনে আসে। বিক্ষিপ্ত,এলোমেলো হয়ে দাঁড়ানো,হৈচৈ বাধানো লোকদের শান্ত হতে বলে।

আমজাদ নেমে এলেন। পুরো পরিবার নামল তার। ধূসরের হাসি বিস্তৃত হলো। আজ তিন বছরে প্রথম বার নিজের কাজে,পরিবার,পরিজনদের দেখে

বুক জুড়াচ্ছে তার। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো।
খলিল নিজে এগিয়ে এলেন ওদের সাদরে নিয়ে যেতে। যেঁচে এসে হাত মেলালেন আমজাদ,আফতাব আনিসের সঙ্গে। সাদিফ চশমা ঠিকঠাক করে আশেপাশে চাইতেই মারিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মেয়েটা ওর দিকে মুগ্ধ বনে চেয়েছিল। হঠাৎ সাদিফ তাকাবে

বোঝেনি। লজ্জা আর থতমত খেয়ে তৎপর দৃষ্টি সরাল সে। সাদিফ এসব বুঝল কী না কে জানে! সে ওকে দেখে অবাক হয়েছে। চোখে-মুখে বিস্ময়ের রেশ। তারপর ঝকঝকে হেসে এগিয়ে এলো কাছে। মারিয়া ভাবল ওর সাথে কথা বলবে, হাই -হ্যালো কিছু একটা। কিন্তু সাদিফ ওরই পাশে দাঁড়িয়ে, ওকে

সম্পূর্ন অবজ্ঞা করে, রোজিনা কে বলল,
‘আসসালামু আলাইকুম আন্টি। কেমন আছেন? আপনি এখানে আসবেন, আমি কিন্তু একদমই জানতাম না।’
মারিয়া মুখ টা বন্ধ করে ফেলল তৎক্ষনাৎ। মনে মনে নারাজ হলো। এমন ভাব করল যেন ওকে দ্যাখেওনি।

‘ অলাইকুম সালাম বাবা! ধূসর ওরা খবর পাঠাল কাল। তোমরা আসবে আমিও জানতাম না। ‘

‘ ভালোই হলো,দেখা হয়ে গেল এই সুযোগে।’

এর মধ্যে সোহেল এসে বলল,

‘ আন্টি আপনি আমার সাথে আসুন।’

‘ কোথায় বাবা?‘ ভেতরে সবার বসার ব্যবস্থা করেছি,আসুন। ‘

রোজিনা মাথা দোলালেন। হাঁটাও ধরলেন সোহেলের পেছনে। মারিয়া দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল। সাদিফ তো কথা বলছেনা। সে কী দাঁড়িয়ে থাকবে? যেই মাকে অনুসরন করতে গেল সাদিফ ওমনি একলাফে পথরোধ করে দাঁড়াল। ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘ মা...’

‘ মা কী? ‘

‘ একা তো।’

‘ তাতে কী? আপনার মায়ের সাথে আমার মায়েদের আলাপ হলে দেখবেন আপনাকে আর চিনবেইনা। আমার চার মা এমন জাদু জানেনা! হা হা। ‘

সাদিফ হাসল। গর্বের হাসি। মারিয়া চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ গলায় উদ্বেগ ঢেলে বলল সাদিফ,

‘ এই আপনি জানেন,আমি মামা হচ্ছি।’

বলার সময় ওর সাদাটে চেহারা আরেকটু ঝলকাতে দেখা যায়। মারিয়া আন্দাজ করে বলল,‘ কে? পুষ্প...!’

‘ ইয়াপ।’

মারিয়া উচ্ছ্বল কণ্ঠে বলল, ‘ সত্যি?’

সেইসাথে চোখে চোখে পুষ্প আর ইকবালকে খুঁজল সে। একটা শুভকামনা তো জানাতে হবে।

সাদিফ নেত্রযূগল নাঁচাতে নাঁচাতে বলল,

‘ ইকবাল ভাই কী ফাস্ট দেখেছেন? বউ বাপের বাড়ি না রাখার কী অনবদ্য ফন্দি! এমন মানুষের জন্যেই রাজনীতি পার্ফেক্ট। ‘

মারিয়া অপ্রতিভ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। সহমত পোষণ করলেও, কোথাও গিয়ে লজ্জা লাগছে ওর।

সাদিফ ফের বলল,

‘ ইকবাল ভাইতো পারলে এখনই পুষ্পটাকে মাথায় তুলে রাখে। সিড়ি দিয়ে ওঠাচ্ছে ধরে, নামাচ্ছেও ধরে। নীচে নামতেই দিচ্ছেনা বেশি। খাবার খেতে গেলে মরিচটাও বেছে দিচ্ছে। আমার বোন কিন্তু দারুণ লাকি

ম্যালেরিয়া! হা হা হা। ‘সাদিফ আবার হাসল। ফুলের মত পবিত্র দেখাল তার মুখবিবর। যেন জটিলতা,কুটিলতা জানেইনা। মারিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে অনিমেষ চেয়ে রইল ওর দিকে। সাদিফ আচমকা হাসি কমিয়ে, শান্ত স্বরে বলল,

‘ অবাক লাগছে তাইনা? সদ্য ছ্যাকা খাওয়া ছেলের মুখে এত হাসি দেখে?’

মারিয়ার মুখভঙ্গি বদলে গেল। ত্রস্ত বলতে নিলো,

‘ না না, আমি তো...’

সাদিফ মধ্যখানে কথা কেড়ে নেয়। ভেজা স্বরে বলে ,

‘ আসলে আমি ভালো থাকতে চাইছি ম্যালেরিয়া। হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে চাইছি পিউকে। ও ধূসর ভাইয়ের বউ হবে,ওকে নিয়ে আদৌ কিছু ভাবলেও আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

তাই হেসে হেসে নিজের অভিপ্রায় লুকিয়ে চেষ্টা করছি আনন্দে থাকার। কী, পারব না?’

মারিয়া বলল, ‘ কেন পারবেন না? ভালো মানুষ রা খারাপ থাকতেই পারেনা।” আমি ভালো? ‘

‘ অবশ্যই। ‘

সাদিফ সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ কিন্তু কে যেন একদিন বলেছিল আমার মত অস*ভ্য,খারাপ ছেলে দুটো দেখেনি?’

মারিয়া নাক ফোলাল,

‘ আপনি এখনও পুরোনো কথা নিয়ে পড়ে আছেন?’

সাদিফ হেসে উঠল। প্রস্তাব রাখল,

‘ চলুন চা খেয়ে আসি।’

‘ এখন?’

‘ আরে আসুন তো।’

নিজেই হাত ধরে টেনে চলল সাদিফ। মারিয়া পা মেলাতে মেলাতে মৃদূ হাসল। ওর মুঠোয় থাকা স্বীয় হাতের দিক চেয়ে ভাবল' যদি এইভাবে আমাকে সাথে নিয়ে চলার পথটা দীর্ঘ করতেন,খুব কী মন্দ হয় সাদিফ?পিউ মহা মুসিবতে পড়েছে। এখানকার একেকটা দামড়া দামড়া ছেলে তাকে ভাবি বলে ডাকছে। যাকে বলে ডেকে মুখে ফ্যানা তুলে

ফ্যালা। আপনি -আজ্ঞে করছে। দিচ্ছে প্রচুর প্রচুর সম্মান। এই যে সে ভেতরে মা চাচীদের মধ্যে না গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল,কোত্থেকে এক ছেলে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে ছুটে এসেছে। ধড়ফড়িয়ে বলছে,

‘ ভাবি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এই নিন বসুন।’

পিউ অত্যাশ্চর্য হয়ে চেয়েছিল। ছেলেটা নিঃসন্দেহে ওকে তুলে দশ-বিশটা আছা*ড় মা*রতে পারবে। এমন হাট্টাগাট্টা ছেলে আপনি করে বলছে,এত ইজ্জত দেয়ায় ছোট্ট মেয়েটা অস্বস্তিতে গাঁট।' কী হলো ভাবি, বসুন।'

পিউ দোনামনা করে চেয়ারে বসল। আফতাব, আনিস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি আবার বলল,

‘ ভাবি কিছু লাগবে? কোক,বা ঠান্ডা পানি?’

পিউ বলার আগেই আফতাব ধমকে বললেন,

‘ এই ছেলে,তুমি ওকে ভাবি ডাকছো কেন? আমাদের মেয়ের ত বিয়েই হয়নি।’

পিউ ভ*য়ে বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল আবার। আফতাব যে ধূসরের বাবা ছেলেটা জানে। একটুও না

ঘাবড়ে,পিউয়ের দিক চেয়ে অবাক হয়ে বলল,

‘ এ বাবা! আপু আপনার বিয়ে হয়নি?’

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ল। ছেলেটা জ্বিভ কে*টে বলল,‘ সরি আপু,আমি ভেবেছিলাম আপনি ইকবাল ভাইয়ের বউ। সত্যিই সরি! সরি আঙ্কেল!’

আফতাব ভ্রু কুঁচকে রইলেন। ছেলেটা জোর করে হেসে চলে

গেল। এপাশে এসে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিলো। একটুর জন্য বেচে গিয়েছে।

ওর যাওয়ার দিক চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিউ। কী সুন্দর এরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে! তাকে যে কার জন্য ভাবি ডাকা হচ্ছে সে কী আর জানেনা?

‘ পিউ মা,তুমি এই গরমের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভেতরে

তোমার মায়েদের সাথে গিয়ে বোসো। '

পিউ মিনমিন করে বলল,

' এখানে ভালো লাগছে চাচ্চু। একটু থেকেই চলে যাব।'

' আচ্ছা,চলো আনিস।'

ওনারা চলে গেলেন। পিউ ওড়না আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে চারপাশে তাকাল। অত মানুষের ভিড়ে ধূসর ভাইকে খুঁজে পেল না। এখানে আসা

থেকে মানুষটা একবারও ওর দিকে তাকায়নি। কথা বলা তো দূর। যেন চেনেইনা ও কে! উনি কি খুব রে*গে আছেন? সে এই দুদিন সামনে যায়নি বলে অভিমান করেছেন?

কথা বন্ধ করে দেবেন না তো আবার?পিউ শঙ্কিত হলো। ব্যকুল চোখ তখনও ধূসরের খোঁজে। অথচ সে মানুষটা সদ্য এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পিউ খেয়াল করেনি।

গলা উঁচিয়ে উঁচিয়ে ভিড় দেখছে সে। যদি ওনাকে দেখা যায়! শেষে ক্লান্ত হয়ে ঠিকঠাক হলো। বিড়বিড় করে বলল,

‘ রাগ করেছেন ধূসর ভাই? নিজেই চুমু খেয়ে লজ্জায় ফেলে নিজেই রাগ করছেন? ঠিক আছে করুন। আমারও রা*গ আছে। সাইজে ছোট হলে কী হবে? আমার রা*গ আপনার থেকেও বড়।’

তারপর মুখ বেকিয়ে ঘুরতেই মুখোমুখি হলো ধূসরের। হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল পিউ। সংঘ*র্ষ হতে হতেও হলো না।ধূসর চোখ সরু করল। কপালের মাঝে প্রগাঢ় ভাঁজ। পিউ ভাবল কিছু বলবে। এই যে সে এতক্ষন বিড়বিড় করেছে,শুনতে পেয়েছে নির্ঘাত। এ নিয়ে হলেও একটা ধমক তো প্রাপ্য। ধূসর এক পা এগোতেই

পিউয়ের বুক ধুকপুক করে ওঠে। ভীত লোঁচনে চারদিকে তাকায়। বাবা,চাচ্চুরা কেউ দেখে ফেললে! ধূসর একটু এগিয়ে থামল। চোখ দুটো তখনও সরু। আচমকা মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঘটনাক্রমে পিউ ভ্যাবাচেকা খায়,হতভম্ব হয়। হা করে চেয়ে থেকে চোখ পিটপিট করল। এটা কী হলো? কোন ধরনের ইগনোর এটা?

সাদিফের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। রোজিনা, জবা বেগমদের পেয়ে দুনিয়া ভুলে গিয়েছেন। আমুদে গল্পে মজেছেন সকলে।

পুষ্প সেখানে একা একা বসে। গুরুজন দের আলাপে সে মজা পাচ্ছেনা। বিরক্ত ও লাগছে এমন বসে থেকে। পিউটা যে কোথায়?

এর মধ্যে ইকবাল ঢুকল সেখানে। সোজা ওর কাছে এসে বলল,

‘ মাই লাভ, জুস খাবে? বেশি করে আইস দিয়ে নিয়ে আসব?’

পুষ্প মাথা নাড়ল। ইকবাল বলল, ‘ তাহলে কোক?’‘ উহু?’

‘ তাহলে কী খাবে?’

‘ কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছেনা ইকবাল।’

ইকবাল চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ কেন মাই লাভ! শরীর খা*রাপ করছে? মাথা ঘুরছে আবার? বমি পাচ্ছেনা তো!’

ওর উদ্বীগ্নতা দেখে হেসে ফেলল পুষ্প। হাতটা মুঠোত ধরে বলল,’ আমি একদম ঠিক আছি। তুমি আমার পাশে থাকো, তাহলে দেখবে সম্পূর্নটাই ঠিক থাকব।’

ইকবাল আ*হত স্বরে বলল, ‘ এটাই তো এখন পারছিনা মাই লাভ।

আরেকটু পরেই জামাকাপড় বিতরণ শুরু হবে। আমাকে যে থাকতে হবে সেখানে।’

‘ তাহলে এখন একটু কাছে থাকো আমার।’

পিউ ধপ করে পুষ্পর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ বাবাহ! কত প্রেম এদের! দেখতে দেখতে অন্ধ না হয়ে যাই।’

পুষ্প মাথায় একটা চাঁটি বসাল ওমনি। ইকবাল টেনে টেনে বলল, ‘ আমরাও তো কত লোকের কত কি দেখছি আজকাল। কই,আমরা তো অন্ধ হয়ে যাইনি পিউপিউ! দিব্যি সুস্থ, দ্যাখো।’পিউ ঘাবড়ে গেল। ইকবাল ভাই কী দেখার কথা বললেন? ওইদিন ধূসর ভাই যে ওকে চুমু খেয়েছেন, সেটা দেখে

নেয়নি তো আবার? সে তুঁতলে শুধাল,

‘ ককী ককী দেখেছেন আপনি? ‘

‘ দেখেছি তো অনেক কিছু। ওসব হলো গোপন কথা। ওসব কী আর বলা যায়?’

এক ছেলে এলো তখন,জানাল, ‘ ধূসর ভাই ডাকছেন।’

ইকবাল হাসতে হাসতে হেলেদুলে চলে গেল। কিন্তু পিউ পড়ল মহা

দুশ্চিন্তায়। সত্যিই যদি ওই সময় ইকবাল ভাই কিছু দেখে নেয়? ইশ,কী লজ্জার ব্যাপার-স্যাপার।

পিউ, পুষ্পর দিক একটু এগিয়ে বসে বলল,

‘ এই আপু,ভাইয়া কীসের কথা বলেছেন?’

পুষ্প জানে, ইকবাল পিউয়ের জন্মদিনের কথা বলেছে। সেই ধূসরের সঙ্গে তার মাখোমাখো প্রেম

চিত্রের ইঙ্গিত। অথচ না জানার ভাণ করে বলল,

‘ আমি কীভাবে জানব? ওই জানে ও কি বলেছে!’

পরপর বলল,

‘ তুই ওর কথা ধরছিস কেন বলতো,জানিসই তো ও কেমন। দশটার মধ্যে নয়টা কথাই ফাজলামো করে। ‘

পিউ মাথা ঝাঁকাল। কথা সত্যি। কিন্তু তাও খচখচানিটা দূর হলো না। দুটো ধোঁয়া ছোটা গরম গরম চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এলো সাদিফ। মারিয়া দাঁড়িয়ে ছিল দোকানের এপাশে। সে এসে একটা ওকে দিলো। মারিয়া সহাস্যে কাপ নেয়। সাদিফের সাথে চা খাওয়ার এই মুহুর্তটা সবথেকে রঙীন লাগে ওর। ভীষণ চায়,সময়টা আস্তে কাটুক।

কাপের চা দেরীতে ফুরাক। আরেকটু পাশাপাশি থাকুক সাদিফ। মারিয়া চোখ আগলে দেখুক ওর সৌম্যদর্শিত মুখশ্রী।

মাইক্রোফোনে ইকবালের আওয়াজ ভেসে আসছে। সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে বলছে ও। এক্ষুনি কাপড় বিতরণের আশ্বাস দিচ্ছে শুনে সাদিফ ব্যস্ত গলায় বলল,

‘ প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে বোধ হয়। তাড়াতাড়ি খান।’মারিয়া ঠোঁট উলটে চুপ করে থাকল। সে যে ইচ্ছে করে দেরী করতে চেয়েছিল তা আর হচ্ছেনা।

সাদিফ ব্যস্ত ভাবে কাপে চুমুক বসাতেই উষ্ণতায় জ্বিভ পু*ড়ে গেল। ‘ ওহো’ বলে কাপ সরিয়ে নিলো সে। এইটুকুতেই যেন আঘাত পেলো

মারিয়া। শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো সে। উদগ্রীব হয়ে বলল,

‘ কী হয়েছে? দেখি,জ্বিভ পু*ড়েছে? সাবধানে খাবেন তো।’

সাদিফ শীতল চোখে চাইল। মারিয়ার চেহারায় অনুচিন্তনের গাঢ় চিহ্ন। সে আস্তে করে বলল,

‘ আ’ম অলরাইট।’

সম্বিৎ ফিরল মারিয়ার। উত্তেজনায় ও যে সাদিফের অনেকটা কাছে চলে

গিয়েছে খেয়াল হলো এখন। তক্ষুনি সরে এলো । তাকাতেই পারল না লজ্জায়। আরেকদিক মুখ ফিরিয়ে চায়ে মনোযোগ দেওয়ার ভাণ করল। সাদিফ প্রসঙ্গ তুলল না। চুপচাপ কাপের কোনায় চুমুক বসাল সে। অথচ ঠোঁটে রইল মিটিমিটি হাসি। বিশাল বিশাল লাইন বেধেছে। এই এলাকায় যে এত দুঃস্থ মানুষ থাকে এখানে না এলে জানতোই না পিউ।

এদিকে কতগুলো ছোট ছোট টেবিল বসানো হয়েছে লাইনের এপাশে। তার ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে কাপড়। লুঙ্গি,সুতির শাড়ি আর পাঞ্জাবি। এত মানুষের মধ্যে একজন দুজনের বিলানো তো সম্ভব নয়। সময় সাপেক্ষ বেশ। তাই ভাগ ভাগ করে প্রত্যেকটি টেবিলে জামাকাপড় রাখা হলো। প্রতি টেবিলের কাপড় বন্টনের দায়িত্বে থাকবে একজন

করে । মোট চারটে সাড়ি বানানো হয়েছে তাই। ধূসর,ইকবাল,খলিল আর সোহেল বিলাবে। সোহেল যুগ্ম আহ্বায়ক কী না!

লাইন থেকে একেকজন আসবে আর ওরা সহাস্যে তুলে দেবে এসব। সেই লাইনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে আবার অনেকে। মৃনাল ও আছে। পিউকে যে চেয়ার দিয়ে গেল,সেও আছে। কোনও রকম

কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যাবেইনা আজ।

খলিল এসে দাঁড়ালেন। তার পাশে একজন সহযোগী আছে,যিনি সব হাতের কাছে এগিয়ে দেবেন,আর তিনি তুলে দেবেন মানুষের হাতে। এরপর ইকবাল দাঁড়াবে, তারপর সোহেল। এরপরের সাড়িতে ধূসর দাঁড়াবে। খলিলের ওপাশটায় দুজন দাঁড়াবে তেহারির প্যাকেট বিলাতে।

বাড়ির রমনীরাও বেরিয়ে এলেন । ভালো জিনিস দেখতেও ভালো লাগে।

আমজাদ সিকদার পেছনে দুহাত বেধে কেবল এসে দাঁড়িয়েছেন। এত এত মানুষকে সাহায্য করার বিষয়টা বেশ লাগছে ওনার। হঠাৎই ধূসর কাছে এসে বলল,

‘ আসুন বড় আব্বু।’

উনি বুঝতে না পেরে বললেন ‘ কোথায়?’

‘ আসুন,বলছি।’

ধূসর অপেক্ষায় রইল না। নিজেই পরিবারের মধ্য থেকে আমজাদকে টেনে নিয়ে গেল। বাকীরা তাকিয়ে রইল কৌতুহল নিয়ে।

ধূসর এসেই তার সাড়িতে আমজাদ কে দাঁড় করাল। বলল,’ আপনি দিন।’

আমজাদ আশ্চর্য বনে বললেন, ‘ আমি?’

‘ হ্যাঁ। আপনি। ‘

আফতাব হাসলেন। আমজাদ তখনও স্তব্ধ হয়ে চেয়ে। ধূসর তাগাদা দিল, ‘ সবাই অপেক্ষা করছে বড় আব্বু, দিন! ‘আমজাদ আপ্লুত নজর ফিরিয়ে এনে সামনে চাইলেন। অসহায় এক মানুষের দুহাতের আজোলে তুলে দিলেন পোশাকটি। তিনি পুলকিত

হাসলেন,চলে গেলেন। এমন করে একেকজন এলো।

ইকবাল রোজিনাকে আগেই তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তিনিও একইরকম বিস্মিত। এটা অবশ্য ওদের পূর্ব পরিকল্পিতই। কিন্তু ধূসর যে এইভাবে মাঝখানে হিটলার শ্বশুর কে আনবে এটা ত জানা ছিল না।

পরিবারের সবাই চেহারা ঝলমলে । ধূসর তুলে দিচ্ছে আমজাদের হাতে,আমজাদ দিচ্ছেন লাইনে থাকা মানুষদের। দৃশ্যটি এত চমৎকার যে,আনিস ফোন বের করে অসংখ্য ছবি তুলে ফেলেছেন। আমজাদের ঠোঁটে হাসি। এই যে একেকজন কাপড় পেয়ে আনন্দিত হচ্ছে,এই চিত্র দেখেও চোখ জুড়ায়। এক সময় এক বৃদ্ধা নারী অগ্রসর হলেন। হাতে

লাঠি ওনার। কুঁজো হয়ে ভর দিয়েছেন তাতে। ধূসর ওনাকে দেখেই বেছে বেছে একটা ভালো কাপড় আমজাদের দিক এগিয়ে দিলো। আমজাদ পৌঢ়ার হাতে দিলেন হেসে। নারীটি বুকের সাথে চেপে ধরলেন কাপড়টা। সাথে, এক ধাপ এগিয়ে আমজাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে দোয়া করলেন। খানিকক্ষনের জন্য থমকে

রইলেন আমজাদ। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকলেন ওনার প্রস্থান পথে। সিকদার বাড়ির কর্ণধার তিনি। উনিই সবার বড়। এক কথায় সবার ছায়া। অথচ ওনার ছায়া কেউ নেই। কতদিন পর কেউ একজন মাথায় হাত রাখল কে জানে! মা এখন বেচে থাকলে এরকম বয়সী হতোনা?আমজাদের নেত্রযূগল আজকেও ছলছলে হলো। তবে

সামনে অপেক্ষমান লোকটিকে দেখে তৎপর ধাতস্থ হলেন। ওষ্ঠপুটে ফের হাসি এনে লেগে পড়লেন কাজে। মারিয়া ঠোঁট চেপে কা*ন্না আটকাচ্ছে। রোজিনা সবাইকে কাপড় দিচ্ছেন, পাশেই তার মৃত ভাইয়ের ছবি। সে অপলক চেয়ে দেখছে সেই দৃশ্য। তখন মুখের সামনে ধবধবে রুমাল এগিয়ে

ধরলো সাদিফ। মারিয়া ভেজা চোখে চাইলে বলল,

‘ আপনার চোখে জল বেমানান লাগছে ম্যালেরিয়া! প্লিজ.....!’

মারিয়া ওর দিক চেয়ে থেকে রুমাল নেয়। চোখ মোছে আলগোছে। সাদিফ বলল,

‘ আপনি ইদানীং ছিঁচকাঁদুনে হয়ে যাচ্ছেন। ‘

‘ ছিঁচকাঁদুনে!’

‘ হ্যাঁ,কথায় কথায় কাঁদলে এটাইত বলে।’

মারিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,‘ আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন। আপনি আরো কাঁদতেন তখন।’

সাদিফের কণ্ঠস্বর পালটে এলো হঠাৎ। শুধাল,

‘ আর আমার জায়গায় থাকলে? আপনি কী করতেন ম্যালেরিয়া?’

মারিয়া মুখ কালো করে ফেলল। পরপর নীচের দিক চেয়ে এক পেশে হাসল। ভাবল,

‘ আমিত অনেক আগেই আপনার জায়গায় আছি সাদিফ। দুজনেই স্বীয় স্থানে ভালোবেসে ব্যর্থ। আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনা বলেই যে,এমন নীরব ভালোবেসে নিজের হৃদয়কে আঘাত করছি। ‘

পিউ খুব মনোযোগ দিয়ে খলিলকে দেখছে। সে বড় গভীর প্রণিধান! মাঝেমধ্যে পল্লব ঝাপ্টাচ্ছে। ইকবাল বিষয়টা খেয়াল করল অনেকক্ষন। কাজ শেষে এসে পাশে দাঁড়িয়ে শুধাল,

‘ এভাবে কী দেখছো পিউপিউ? ‘

মেয়েটা খানিক নড়ে ওঠে। ধ্যানে ভাঁটা পরেছে। তারপর দুনিয়ার সব চিন্তা কণ্ঠে ঢেলে বলল,

‘ এই রোদের মধ্যে আপনাদের টাকলা মেয়র টাকে কেন বের করেছেন ভাইয়া? ওনার টাক-টা যদি ফেটে যায়,তখন?’

ইকবাল জ্বিভ কে*টে বলল, ‘ আরে আস্তে, শুনতে পাবে।’

পিউ ফিসফিস করে বলল, ‘ সরি সরি! ‘কিন্তু কথাটা ততক্ষনে খলিলের কানে পৌঁছে গিয়েছে। কে বলেছে শোনার জন্য পেছনে আর

তাকালেন না। মান ইজ্জতের একটা ব্যাপার আছে না? কিন্তু নিরস মুখে, হাতটা একবার টাকে বোলালেন। বয়স খুব বেশি নয়,কিন্তু এই চুল অকালে পড়ার চিন্তায় সে নিজেও কাহিল। তাই বলে এই মেয়ে টাকলা মেয়ের নাম দিলো? এই নাম এখন বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে গেলে কী হবে? পুরো জেলা তাকে টাকলা মেয়র ডাকবে? খলিল তাড়াহুড়ো

করে এক ছেলেকে ডাকলেন। বললেন,
‘ আমাকে একটা টুপি বা ক্যাপ জোগাড় করে দাওত।’ভরা, লোক পরিপূর্ণ মাঠ এখন শূন্য। চেয়ার -টেবিল গোছানো হচ্ছে।
ধূসরদের পরিবারের জন্য খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। খলিল ও আছেন সেখানে।

ধূসর খাওয়া শেষ করে বাইরে এলো। হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা এখানেই। ইকবাল ঢুকছিল। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে, দাঁত মেলে হেহে করে হাসল সে। ধূসর কপাল কুঁচকে বলল,

‘ আবার কী হয়েছে?’

ইকবাল একবার সতর্ক ভাবে ভেতরের দিকটা দেখে নেয়।

না,কেউ আসছে না। তারপর বাহবা দিয়ে বলে,

‘ ভাই কী বুদ্ধি রে তোর! এখন থেকেই শ্বশুর কে পটানোর সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলছিস? আর যেই রকেটের গতিতে এগোচ্ছিস, হিটলার শ্বশুর এইবার তোকে মেয়ে দেবে কনফার্ম। ‘

ধূসর চোখ ছোট করে বলল,

‘ তোকে কে বলল আমি ওনাকে পটানোর জন্যে এসব করছি? আমি যা করেছি মন থেকে।’

ইকবাল মানল না,‘ এহ,বললেই হলো। মন থেকে করলে আঙ্কেলকে দাঁড় করালি না কেন? ওনাকেই কেন করালি?’

‘ কারণ,বাবার জন্য বড় আব্বু আছে। ওনার জন্য কেউ নেই।

সারাজীবন সবার অভিবাবক হতে গিয়ে উনিতো কিছু পাননি। তাই...’

ইকবাল কথা টেনে নিয়ে বলল,

‘ তাই তুমি চেষ্টা করছো ওনার অভিবাবক হতে? শোন ধূসর,এসব না অন্য কাউকে বলিস। আমি অন্তত শুনছিনা। তুই যে পিউকে পাওয়ার জন্য এসব করছিস আমি জানি।’

‘ পিউকে পাওয়ার জন্য আমার কারো মন জেতার দরকার নেই।

আমার জিনিস আমি জোর করে হলেও,নিজের কাছে রেখে দিতে জানি।'

সুদৃঢ় কণ্ঠ ধূসরের। ইকবাল তাও মাথা দুপাশে ঝাঁকিয়ে বলল,

' না না, বললেই হলো? আমি যা বোঝার বুঝে গেছি।'

ধূসর অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বুঝল এর সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চুপচাপ পাশ কাটিয়ে এসে

ট্যাপ ছাড়ল। ইকবাল থেমে থাকল না। কাছে এসে কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল,

‘ আমি ভাবতেও পারছিনা,একটা মানুষের মাথায় এত ঘিলু কোথায় থাকে? আমাকেও একটু ধার দিতি ধূসর। পুষ্পটাকে বিয়ে করার আগে এপ্লাই করতে পারতাম। ‘

ধূসর বিরক্ত হয়ে বলল,‘ তুই থামবি ইকবাল?

‘ না।’

‘ কত টাকা নিবি থামতে?’

ইকবাল এমন ভাবে তাকাল যেন ভীষণ অপমানিত হয়েছে । টেনে টেনে বলল,

‘ টাকা দিয়ে আমার কথা কেনার চেষ্টা করবেন না সিকদার সাহেব। আমি গরিব হতে পারি,কিন্তু ছোটলোক নই।’

ধূসর চোখ-মুখ কোঁচকাল।

‘ ছ্যাবলানোর একটা সীমা থাকে। পুষ্পটা যে কী দেখে তোর প্রেমে পড়েছিল হু নোস।’

ইকবাল দুই ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ নিজের থেকে সিনিয়র একজন কে এত বড় অপমান? ‘

‘ সিনিয়র! ‘

‘ তাহলে? তুই এখনও অবিবাহিত। আর আমি? আমি এক বাচ্চার বাপ হচ্ছি। পজিশনে কে এগিয়ে?’

ধূসর মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে হাঁটা ধরল। ওর সাথে থাকলে তার পাগল হতে দেরী নেই।

ইকবাল গম্ভীর চোখে ধূসরের যাওয়া দেখে ফিরতেই পিউ সামনে পড়ল। প্লেটের খাবার এক প্রকার যুদ্ধ করে শেষ করলো মেয়েটা। অথচ যার জন্য এত তাড়াহুড়ো করে এসছে,সে কোথায়?

পিউ ব্যগ্র লোঁচনে এদিক -ওদিক চাইল। ইকবালের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে তাকাল। বলল,‘ কী হয়েছে?’

‘ ভাবছি।’

‘ কী ভাবছেন ? ‘

‘ হু? না মানে ধূসর একটা কথা বলে গেল তো, সেটাই ভাবছি।’

পিউ আগ্রহভরে চায়,’ কী কথা ভাইয়া? ‘

ইকবাল মস্তক দুলিয়ে দুলিয়ে বলল,

‘ ওই,বলছিল যে,তোমাকে আজ এত্ত সুন্দর লাগছে! ওর ইচ্ছে করছে এখান থেকেই সোজা কাজী অফিসে চলে যেতে। ‘

পিউ প্রথমে ভ্রু গোটাল। তারপর ভেঙচি কে*টে বলল

‘ মিথ্যুক।’

সেও চলে গেল।

ইকবাল ঠোঁট উল্টে বলল,‘ যা বাবা! মিয়া-বিবি কেউই বিশ্বাস করেনা

আমায়। সত্যি! জগতে ভালো মানুষের কোনও দামই নেই।’

পিউ ভেজা হাত ওড়নায় মুছল। ধূসরকে তখনও পেলো না। ফিরে আসতে নিয়ে হঠাৎ থামল,ঘুরে চাইল। ওইত সে। কথা বলছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চওড়া পিঠ এদিকে ফিরে। পিউ ছুটে যায়। ওকে আসতে দেখে সামনের ছেলেটি ধূসরকে ইশারা করে দেখাল। ঘুরে চাইল

সে। ছেলেটি চলে গেছে। পিউ এসে সামনে দাঁড়িয়ে, বলল,

‘ আপনাকেই খুঁজছিলাম।’

ধূসর বক্ষপটে হাত বেধে দাঁড়াল। কথা বলল না,কারণ ও জিজ্ঞেস করল না দেখে পিউ মুখ ছোট করে বলল,

‘ আপনি কি আমার ওপর সত্যিই রেগে আছেন ধূসর ভাই?’

ধূসর উত্তর দিলো না। পাশ কাটাতে গেলেই পিউ হাত টেনে ধরল ত্রস্ত। ধূসর ঠোঁট কাম*ড়ে শব্দহীন হাসে। অথচ ফিরে চায়,ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর মুখে। পিউ কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলল,‘ সরি!’

ধূসর নিরুত্তর। পাত্তাই দিলো না এমন ভঙ্গিতে আরেকদিক তাকাতেই পিউ হাতটা ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ সরি বললাম তো। আর রেগে থাকবেন না প্লিজ!’

ধূসর তাকাল। চোখমুখ পাথরের ন্যায় রেখেই বলল,

‘ তো কী করব? কিছু বলতে গেলে কাঁপা-কাঁপি করিস। কিছু করতে এলে ছুটে পালিয়ে যাস। সামনেই আসিস না। এর থেকে চুপ থাকা ভালো না?’

পিউ সংকীর্ণ করল আঁদল। মাথা নামিয়ে বলল,‘ আমি কি ইচ্ছে করে এমন করি? আগে কি কখনও প্রেম করেছি? অভ্যেস নেই বলেইত এমন হয়। ছোট মানুষ, একটুত ভুল হবেই। আপনি বুঝি তা শুধরে না দিয়ে, আরেকদিক মুখ ফিরিয়ে থাকবেন?’

ধূসর অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল,

‘ ছোট মানুষ? কথা শুনে তো মনে হলোনা তুই ছোট।’

পিউ অসহায় মুখ করে, চুপ থাকল। ধূসর নিজেই বলল,

‘ তুই বলতে চাইছিস ,আমি তোর সাথে প্রেম করছি?’

পিউ তাকাতেই সে ভ্রু নাঁচাল। মেয়েটা বোকা কণ্ঠে শুধাল,

‘ করছেন না?’ধূসর এগিয়ে আসে আবার। দুরুত্ব ঘোচায়। পিউ স্তম্ভের

ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা চালাল। ধূসরের লম্বা দেহটা নেমে আসে ওর চেহারার ওপর। কণ্ঠ খাদে এনে বলল,

‘ আমিতো তোকে প্রেমিকা বানাতে চাইনা পিউ। ডিরেক্ট আমার বউ বানাতে চাই। ‘

পিউয়ের বুক ধ্বক করে উঠল। লজ্জায় অস্থির ভঙিতে খাম*চে ধরল দুপাশের কামিচ। ধূসর গাঢ় চাউনী

বোলাল ওর মুখশ্রীতে। এই কুণ্ঠায় আই-ঢাই করে ওঠা,আর ফুলতে থাকা দুটো র*ক্তাভ গাল, ওর কাছে সবথেকে ললিত মনে হয়। মনে হয় সর্বাধিক উপভোগ্য।

ধূসর গলার স্বর আরো নামিয়ে বলল,

‘ কিন্তু তুই এত নাছোড়বান্দা, এমন এমন কাজ করিস, যে আমি মাঝেমধ্যে নিয়ন্ত্রনে থাকতে পারিনা।

এর প্রমাণ তো সেদিন দিলাম,আরো চাই?’

পিউ ঢোক গিলল। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তার । হীরকচূর্ণের ন্যায় ফোটা ফোটা ঘাম জমছে নাকে।

ভোরের প্রথম দীপ্তি যেমন স্নিগ্ধ, নির্মল, এক চমৎকার আদুরে কিরণে ঝলমলায়,ধূসরের কাছে ওকে ঠিক তেমন লাগছে এখন। ওর অবস্থা

দেখে হেসে ফেলল সে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ পেঁচিয়ে বলল‘ চল।’

পিউয়ের কথা জড়িয়ে এলো,

‘ ককোোথায়?

‘ যা ঘামছিস, আইসক্রিম কিনে দেই ।’আফতাব স্তম্ভিত নেত্রে চেয়ে রইলেন ওদের যাওয়ার দিকে। কথাবার্তা কানে না গেলেও,এই চিত্রপটে ওনার বুঝতে বাকী নেই কিছু। ধূসর আর পিউয়ের মধ্যে কী

চলছে ভাবতেই মস্তিষ্ক রুদ্ধ হয়ে এল। হাত পা বিবশ লাগছে আত*ঙ্কে। এর মানে ওইদিন ঠিক সন্দেহ করেছিলেন? কিন্তু, ধূসরের মত একটা বুদ্ধিমান ছেলে, এত বড় ভুল কীভাবে করল? ভালোবাসার জন্য কি পিউ ছাড়া কেউ ছিল না? এই কথা ভাইজান জানলে যে সর্ব*নাশ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে ওদের এতদিনের পরিবারটা।

আফতাব অস্থির,অধীর। গলবিলটা কেমন ফ্যাসফ্যাস করছে দুশ্চিন্তায়। মস্তকের সমগ্র কোষ যেন স্বীয় জায়গায় থমকেছে। ঘামছে বয়ঙ্ক গতর।

বাড়ি ফেরা থেকে এক দন্ড শান্তিতে বসতে পারছেন না। ভেতরটায় কেমন করছে! ক্ষণ বাদে বাদে মুচ*ড়ে উঠছে বা-পাশ।

দুহাত পেছনে বেধে সমানে পায়চারি করছেন তিনি। পায়ের গতি দিশাহীন,বেগতিক।

রুবায়দা অনেকক্ষণ যাবত খেয়াল করলেন ওনাকে। চিন্তিত কণ্ঠে শুধালেন,

‘ তোমার কিছু হয়েছে?’

আফতাব থামলেন। স্ত্রীর পানে চাইলেন। নিভে যাওয়া অক্ষিপট,নীচু করে বললেন, ‘ না।’

‘ তাহলে এরকম করছো কেন? এসে থেকে দেখছি, একটু শান্ত হয়ে বসছোও না। ‘

আফতাব থমথমে উত্তর দিলেন, ‘ আমায় একটু একা থাকতে দেবে? “

কেন..কী...’

‘ প্লিজ রুবা...’

ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন না ফের। মনের মধ্যে ওঠা সকল প্রশ্ন চেপে, চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন।

আফতাব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গিয়ে বসলেন রকিং চেয়ারে । পেছনে মাথা এলিয়ে আগে-পিছে দুললেন কিছু সময়। চোখের পাতা এক করতেই,কিছু সুন্দর চিত্রপট ভেসে উঠল সামনে । সাদা তোয়ালে প্যাঁচানো একটা ফুটফুটে, নাদুসনুদুস, শ্যামবর্ণের বাচ্চাকে কোলে নেওয়া, বুকের সাথে মিশিয়ে ধরা।

তাকে হাত ধরে হাঁটতে শেখানো, বাবা বাবা ডাকতে শেখানো, সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল মানস্পটে। আফতাব তড়িৎ বেগে চোখ মেললেন। হৃদপিণ্ড কেমন বিবশ হয়ে গেল । চঞ্চু ভে*ঙে এলো প্রচন্ড কা*ন্নায়। কার্নিশ বেয়ে জল ছুলো চেয়ারের কোমল ফোম।ধূসর ওনার একমাত্র সন্তান। রুবায়দা আর তার ঘর আলো করে আসা হীরের

প্রদীপ। তার বড় আদরের, ভীষণ ভালোবাসার! কিন্তু এই ভালোবাসা সারাজীবন অপ্রকাশিতই থেকে গেল। বড় হওয়ার পর যা কোনও দিন ছেলেটাকে বোঝাতে পারেননি তিনি। না পেরেছেন মুখ ফুটে বলতে। ছেলেটা আজ যা কিছু হয়েছে,নিজের চেষ্টায়। স্ব-উদ্যোগে। ভালো বাবা হিসেবে তিনি এতটাই বিফল যে, কখনও ওর কাঁধে হাত

রেখে আশ্বাস দিতে পারেননি। ভরসা দিয়ে বলেননি ‘ আমি পাশে আছি।’ কখনও জিজ্ঞেস করেননি,’ তুই কী চাস? বাবাকে বল,বাবা আছি তো।’ ভাইজান যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চোখ বুজে মেনে নিয়েছেন। যদিও তার সিদ্ধান্তে ধূসরের খারাপ কখনও হয়নি।

কিন্তু আজ,আজ কী করবেন তিনি? ছেলেটা এই প্রথম কাউকে

ভালোবাসল। ধূসর মার-পিট করুক,রাজনীতি করুক, অবাধ্য হোক,যাই করে থাকুক না কেন, কোনও দিন কোনও মেয়েঘটিত নোং*রা কথা শুনতে হয়নি ওর নামে। সেই ছেলে পিউকে চায়। ঐ চাওয়ার মাত্রা কতটা প্রগাঢ় হতে পারে,ধারণা আছে তার।

সব বুঝে শুনেও, কী করে বলবেন, সরে এসো পিউয়ের থেকে? ভুলে

যাও ওকে! ভুলে যাও সবকিছু। না না,এত নিষ্ঠুর পিতা হওয়া অসম্ভব। ধূসরের ওপর এমনিতেই ওনার অন্যায়ের শেষ নেই। আবার এমন একটা পাপ কী করে করবেন? সবচেয়ে বড় কথা, ছোট্ট পিউটাও যে ওকে চায়। বিগত বছরগুলোয়,ধূসরের প্রতি মেয়েটির পাগলামো, আজ প্রমাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে

সেসবের। এত কিছুর জেনে,কী করে বাধা হবেন ওদের মাঝে? আফতাব পরাস্ত, ব্যথিত চোখে মেঝের দিক চাইলেন। পরপর চকিতে তাকালেন আবার। বাধা হতে হবে। থামাতে হবে ওদের। নাহলে যে সংসার ভেসে যাবে। ভাইজান ধূসরকে পছন্দ করলেও,তার রাজনীতি চোখের বালি। যেই কারণে পুষ্পকে

একরকম দ্বায়সাড়া,মনের বিরুদ্ধে গিয়ে ইকবালের হাতে তুলে দিয়েছেন,সেই পুনরাবৃত্তি তিনি চাননা। আবার একবার ধূসর দাঁড়াক তার প্রতিপক্ষ হয়ে, বেয়াদবি করুক ,হোক এক দফা অশান্তির সৃষ্টি তাও না।

শেষে ভাইজান যদি রা*গে পরিবার ভাগ করতে চান? যদি সম্পর্কচ্ছেদ করেন? ভেবেই আঁৎকে ওঠেন

আফতাব। ছেলের কষ্ট যেমন তার সহ্য হবে না,তেমন ভাইজান কষ্ট পাবে এমন কিছুও করতে পারবেন না তিনি। সে মানুষটা না থাকলে আজ কোথায় থাকতো সে? কোথায় থাকতো তার রুবা? এত বড় ঋণ ভাইজানের,এত স্নেহ,এত ভালোবাসা! অন্তর্দ্বন্দ আর মারাত্বক দোটানার প্রকোপে আফতাবের বুকে ব্যথা উঠল। প্রচন্ড হাঁস-ফাঁস

করলেন বসে বসে।সেই সময় নীচ থেকে ধূসরের কণ্ঠ পাওয়া যায়। বাড়িতে এসেছে সে। মায়ের কাছে কফি চাইছে। সিড়িতে তার দাপুটে পদচারণ শুনে আফতাব চোখ মুছলেন। বুকে পাথর চে*পে শক্ত করলেন মুখবিবর।

‘ ধূসর!’

কক্ষে ঢুকতে গিয়ে থামল সে। ডাক শুনে পেছন ফিরল।

‘ জি!’

আফতাব মায়া মায়া নেত্রে ছেলের শ্যামলা মুখ দেখলেন। এখন ওকে কীভাবে বলবেন ওসব? বুকটা ছি*ড়ে যাবেনা তার?

‘ কিছু বলবে?’

ভদ্রলোক নড়ে উঠলেন।

‘ হু? হ্যাঁ। একবার রুমে এসো,কথা আছে।’

ধূসর শ্রান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ খুব ক্লান্ত লাগছে আব্বু! সারাদিন রোদের মধ্যে ঘুরেছি তো,মাথা ব্য*থা করছে। ফ্রেশ হয়ে আসি?’

মমতায় হৃদয় ভে*ঙে-চূড়ে গেল আফতাবের। সন্তানের এমন ক্লান্ত মুখ,আর নরম কণ্ঠ শুনে স্নেহ দুলে ওঠে মনে । এরপর আর ওমন অপ্রিয় বাক্যগুলো উচ্চারণ করার সাহস হলো না। বললেন,

‘ আজ তাহলে থাক। কাল শুনো।’

‘ আচ্ছা।’

ধূসর কামড়ায় ঢুকে গেল। তখনও আফতাব অনিমেষ চেয়ে রইলেন।

ওই কাল আর ওনার আসেনি। বারবার চেয়েও, কিচ্ছু বলতে পারেননি। ধূসরের এত ছোটাছুটি, কাজের প্রতি একাগ্রতা শেষে অবিশ্রান্ত মুখমণ্ডল দেখে প্রতিবার পিছিয়ে এসছেন। জ্বিভের ডগায় এনেও গি*লে ফেলেছেন সব।

ইকবালদের বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা সেড়ে এলেন আমজাদ। মেয়েকে উঠিয়ে দেওয়ার তারিখ পাকাপোক্ত করে এসেছেন। এই তো, আগামী মাসের শুরুতেই একটা ঘরোয়া আয়োজন করে পুষ্পকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবেন বলে ঠিক হলো।

মেয়েটা ভীষণ অসুস্থ! বলতে গেলে সারাদিন না খেয়ে থাকে। জল খেলেও বেসিনে ঢালে। প্রচন্ড দূর্বল!

ইকবালের এ নিয়ে উদ্বিগ্নতার সীমা নেই। সে মাই-লাভ কে মাথায় রাখলে সুস্থ হবে,না বুকে রাখলে সুস্থ হবে তাই নিয়ে দিশেহারা। পুষ্পর শুষ্ক মুখটা দেখছে যতবার,বক্ষ চি*ড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয় ততবার। সারাদিন বিছানায় নেতিয়ে থাকা ওকে দেখতে একটুও ভালো লাগেনা তার। এত অসুস্থ হবে বাচ্চা -গাচ্চার কথা ভাবতোই না।

ইকবালের কিচ্ছু ভালো লাগেনা আজকাল। তার হাসি-টাসি খুব বেশি আসেনা। সারাক্ষণ পুষ্পর চিন্তায় মস্তিষ্ক ঝাঁপাতে থাকে। মিনা, মুমতাহিনা,এমনকি পুষ্পও তাকে বোঝাচ্ছে এসময় এরকম হয়। ক'টা মাস গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তবুও মন মানেনা ইকবালের। সে প্রতিদিন গুনতে বসে,আর ক মাস? ক'মাস পর বাবুটা আসবে? কবে এমন

করুণ, নিদারুণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে তার মাই লাভ!বাবাকে দুহাত ভরে মিষ্টি নিয়ে ঢুকতে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল পিউয়ের। আজ দুপুর দুইটায় ওর রেজাল্ট দেবে। অথচ বাবা মিষ্টি এনেছেন এই সকাল বেলা? এখন যদি রেজাল্ট ভালো না হয়?

পিউ কী করবে ভেবে পাচ্ছেনা। চিন্তায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। নাস্তাও খায়নি

ঠিক করে। তার বুক কাঁ*পছে। হৃদপিণ্ডটা এপাশ হতে ওপাশে এসে ফুটবল খেলছে।

জবা,সুমনা সবাই এত সান্ত্বনা দিচ্ছেন,বোঝাচ্ছেন ভালো হবে, কিন্তু এসব থামছে না। ভোরে মিনাকে ডাকতেও হয়নি। নিজেই ফজরে উঠে নামাজ পড়েছে পিউ। তসবীহ গুনছে একটু পর। বারবার দুহাত তুলে বলছে,

‘ আল্লাহ্ জীবনে যদি একটাও ভালো কাজ করে থাকি,এর বিনিময়ে হলেও রেজাল্ট টা যেন ভালো হয়।’ তার ভ*য় আরো প্রকট হয়, ধূসর, ইকবাল সাদিফ সবাই লাইন বেধে বাড়ি ঢুকলে। দুশ্চিন্তায় মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে থাকে।সবাই যেখানে হাসছে সেখানে তার চেহারা কাঠ। উতলা নয়নে বারবার ঘড়ি দেখছে ও। এতটা আতঙ্ক ওর নিজেকে

নিয়ে নয়,ধূসর ভাইয়ের বিশ্বাস রাখতে পারল কী না, সে নিয়ে। মানুষটার ওই বড় মুখ করে বলা কথাগুলো, যতবার মনে পড়ে ততবার শ্বাসনালী আটকে আটকে আসে।

আর যাই হোক, ওনাকে যেন ওর জন্যে ছোট না হতে হয়।

পিউ ভুলেও নেটে রেজাল্ট চেক করতে গেল না। বরং ফোন বন্ধ

করে রেখেছে। রেজাল্ট বের হলেই তানহা ফোন করবে। থাক তার চেয়ে।

শেষমেষ প্রতীক্ষার প্রহর ফুরালো। রেজাল্ট দিয়েছে পিউয়ের । দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সুফল হিসেবে, এ প্লাস পেয়েছে সে। তবে বাংলায় নম্বর কম পাওয়ায় গোল্ডেন জোটেনি । যা পেয়েছে তাতেই হৈহৈ করছেন সকলে। আমজাদ গর্বের সঙ্গে

বললেন,‘ আমি জানতাম,জানতাম আমার মেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে। ওই জন্যেইত আগেভাগে মিষ্টি এনেছি। ‘

পিউ হাসে। চকচকে চোখে একবার সম্মুখে বসা ধূসরের পানে চায়। মানুষটা খুশি হয়েছেন কী না জানেনা ও। হাসছেও তো না। রেজাল্ট সবার আগে বের করেছেন,কিন্তু একবার কিছু বললও

না ওকে। খুশি হলে এত চুপচাপ কেন?

পরিবারের সবাই হৃষ্ট,শুধু মিনা বেগমের এই রেজাল্টে চলল না। গোল্ডেন মিস হওয়ায় হা-হুতাশ করছেন তিনি। হাঁটতে- চলতে প্রলাপ করছেন,

' বারবার বলেছি পড়,পিউ পড়। পড়তে বসল কখন? পরীক্ষার আগে। অতগুলো বিষয় দুমাসে পড়ে

পারা যায়? বিদ্যেসাগর নাকী? এখন গেল তো,গোল্ডেন টা ছুটে?
নামাজ কালাম ঠিকঠাক পড়বেনা। আল্লাহ খুশি হবেন কী করে? ওইজন্যেই ধরা খেয়েছে। জ্ঞান তো এক ফোটা নেই। আছে শুধু সালমান খান কী করল,শাহরুখ খানের কী হল এসব নিয়ে।'
পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এত ভালো রেজাল্ট করেও মায়ের মন মতো

হলো না?বিকেলে টেলিভিশন চলছিল বসার ঘরে। অথচ আফতাব পত্রিকা মেলে বসেছেন। তবে,চোখ, ধ্যান একটাও নেই সেখানে। কী যে লেখা আছে তাও জানেন না। শুধু আড়চোখে দেখছেন ধূসর জুতো পরছে। আবার বের হবে? আজ তো কথাটা বলতে চেয়েছেন,বলা হবে না?

পিউ চঞ্চল পায়ে নীচে নামতেই আফতাব তটস্থভাবে বসলেন। মেয়েটা ছোট, ভালোমন্দ বোঝেনা। ওকে দূরে দূরে রাখতে হবে ধূসরের থেকে।

ধূসরের পরিপাটি বেশভূষা দেখে রুবায়দা শুধালেন,

‘ কী রে,আবার বের হচ্ছিস না কি?’

‘ হ্যাঁ।’

ইকবাল শুধাল, ‘ কোথায় যাবি? আমিও যাই।’

‘ হ্যাঁ আয়। সাদিফ ও আয়। ‘

সে উঠে বলল, ‘ একটু দাঁড়াও। টি-শার্ট টা পালটে আসি।’

আমজাদ বললেন,’ দলবল নিয়ে যাচ্ছোটা কোথায়?’‘ মিষ্টি কিনতে।’

‘ মিষ্টিতো তোর বড় আব্বু সকালেই এনেছেন। শেষ হয়নি।’

‘ বড় আব্বু বাড়ির জন্য এনেছেন বড় মা। আমি এলাকার জন্য আনতে যাচ্ছি।’

সকলে তাজ্জব হয়ে তাকালেন। মিনা অস্ফুট আওড়ালেন, ‘ এলাকার জন্যে?’

পিউ অবাক হয়েছে সবথেকে বেশি। সে যে দুপুর থেকে দ্বিধাদ্বন্দে ছিল,ধূসর ভাইয়ের খুশি নিয়ে। এইত পেয়ে গেল উত্তরটা। ওর

ভালো রেজাল্টের জন্য পুরো এলাকায় মিষ্টি বিলাবেন ধূসর ভাই? এর মানে উনি এত খুশি হয়েছেন? পিউয়ের চেহারার প্রতিটি কোনায় রোদ্দুর উঁকি মারল। কামিনী ফুলের মত স্নিগ্ধ দুই ঠোঁট ভরে উঠল হাসিতে।

সাদিফ তৈরি হয়ে নেমে এলো। সিড়ির মাঝপথে এসে থামল

আবার। মনে করার ভঙি করে বলল,
‘ ও সরি! চশমাটা আনিনি। একটু দাঁড়াও।’
তারপর আবার ছুটে গেল রুমে।
পুষ্প আহ্লাদী স্বরে বলল,‘ ভাইয়া! এটা কিন্তু পার্সিয়ালিটি হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন এ প্লাস পেয়েছিলাম,এলাকায় কিন্তু মিষ্টি দেওয়া হয়নি।’

ধূসর বলল, ‘ তোর সময় আমি ছিলাম?’

সে নিভে গেল।

ঠোঁট উলটে বলল ‘ তাও ঠিক।’

আফতাব বিড়বিড় করে বললেন, ‘ থাকলেও বিলাতো না কি? বদমাশটা তো পিউতে মজেছে। পারলে দেশবাসিকে মিষ্টি বিলাতো আজ।’

পিউ চপল পায়ে, ঘেঁষে এলো বাবার কাছে। আবদার করল,

‘ আব্বু আমিও যাই? ‘

মিনা বললেন,

‘ তুই আবার কোথায় যাবি?’

‘ কেন? ধূসর ভাইয়ের সাথে যাব। মিষ্টি কিনব।’ধূসর ছোট্ট শ্বাস ফেলে ইকবালের দিক চাইতেই সে দুষ্টু হেসে চোখ টিপল।

পরপর পিউকে বলল, ‘ হ্যাঁ হ্যাঁ পিউপিউ চলো,সবাই মিলে মিষ্টির প্যাকেট বইব আজ।’

আমজাদ মানা করলেন না। বললেন ‘ যাও।’

পিউ পা বাড়াতে যাবে ওমনি আফতাব চেচিয়ে উঠলেন,

‘ নায়ায়া।’

চমকে তাকাল সকলে। পিউয়ের রুহু উড়ে গেল। সকলে ভড়কে

একযোগে চাইতেই আফতাব থতমত খেলেন। হাসার চেষ্টা করে বললেন,

‘ না মানে,বলছিলাম যে, পিউ মা যেওনা তুমি।’

‘ কেন চাচ্চু?’

তিনি থেমে থেমে বললেন,

‘ আমি চাইছিলাম,তোমাকে নিয়ে কেক আনতে যাব। ভালো রেজাল্ট করেছ,একটা প্রিন্সেস ড্রেস ও কিনে

দেব। ওদের সাথে তোমার যেতে হবেনা। আমার সাথে যেও,কেমন? ‘ পিউ হ্যা করেও চুপ করল। বড়দের ওপর না বলবে কী করে? কিন্তু তার মন যে ধূসর ভাইয়ের সাথে যেতে চায়। ওনার একটুখানি সঙ্গতে যে সুখ,সেটা কি হাজার খানেক প্রিন্সেস ড্রেসে আসবে?

কিন্তু হবু শ্বশুরকেও না করতে পারল না। মনের বিরুদ্ধে গিয়ে, মাথা কাত করে বলল,

‘ আচ্ছা।’

আফতাব স্বস্তির হাসলেন। বললেন, ‘ লক্ষী মেয়ে! এসো চাচ্চুর পাশে এসে বোসো।’

পিউ গিয়ে বসল। তিনি স্নেহের হাত মাথায় বোলালেন ওর। পরপর ছেলের দিক চেয়ে বললেন,

‘ তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও যেখানে যাচ্ছিলে।’

সাদিফ নেমে এসেছে অতক্ষণে। তিনজন একসাথে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসেই ইকবাল বিভ্রান্ত কণ্ঠে শুধাল,

‘ আঙ্কেল হঠাৎ ওমন করলেন কেন?’

ধূসরের জবাব এলো না। সে নিম্নোষ্ঠ কা*মড়ে কিছু ভাবছে।পুষ্পকে তুলে

দেওয়া উপলক্ষে আরেক দফা শপিং হলো সিকদার বাড়ির। প্রতিবারের মত জবা আর সুমনাকে পাঠানো হলো কেনা-কাটার জন্য। পুষ্প অসুস্থ থাকায় যায়নি। তবে লাফানো পিউটা সবার সাথে হাজির থাকে সব সময়।

ইকবালের পরিবারের জন্যেও মোটামুটি কেনাকাটা করেছেন ওনারা। বাড়িতে সবাই ফিরলে,

বসার ঘরে সব মালপত্র নিয়ে বৈঠক বসল। প্রত্যেকটা জিনিস সবাইকে দেখানোর আয়োজন চলল। তার মধ্যে ধূসর,ওপর থেকে নেমে এসে দাঁড়ায়।

কথায় কথায় সুমনা ওকে বললেন,

‘ ধূসর, পুষ্পর পরেই কিন্তু তোর সিরিয়াল। মেয়েকে পাঠিয়ে ঘরে বউ আনব আমরা। জায়গা পূরন করতে হবেনা?’

ওনারা ভাবলেন সে বলবে,‘আমি বিয়ে করব না’।

বা অমত প্রকাশের কিছু একটা শোনাবে। কিন্তু সে ভণিতাহীন বলল, ‘ করব,খুব তাড়াতাড়িই করব।’

বড়রা একটু অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে। পিউ নুইয়ে আছে। মনোযোগ দেখাচ্ছে হাতের শাড়ির ভাঁজে।

জবা কপাল কুঁচকে শুধালেন,

‘ কাউকে কি ঠিক করে রেখেছিস? রাখলে আমাদেরও দেখা। শুধু শুধু পাত্রী খুঁজে কষ্ট করব কেন?’

আফতাব সতর্ক, তবে মন্থর ভঙ্গিতে চানাচুর চিবোচ্ছেন। কান দুটো খাড়া করে রেখেছেন ছেলের দিকে।

পিউ মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। ধূসর ভাই যেই সাহসী মানব, আবার ইদানীং বউ বউ করে জপছে, এক্ষুণি না কিছু বলে বসেন।ধূসর তখন ওর

দিকেই চাইল। পিউ আরো ঘাবড়ে গেল এতে। চোখাচোখি করে,সেকেন্ডে ফেরাল দৃষ্টি। বলল,

‘ তোমাদের পাত্রী খুঁজতে হবেনা। মন দিয়ে মেয়ের বিয়ের আনন্দ করো। ‘

‘ সেতো করবই। কিন্তু ছেলের বিয়েটা...’

ধূসর কথা টেনে নেয়,

‘ ওটা সামনে। এই আনন্দে কিছু কমতি পড়লে সেখান থেকে পুষিয়ে নেবে। ছেলে-মেয়ের বিয়ে হবে,এভ্রিথিং স্প্যড বি ডাবল।’

বলে দিয়ে, নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ডায়নিং রুমে চলে যায়। সবার শেষে ফেরায়, শেষেই খেতে বসেছে ও।

পিউ চুপসে তাকিয়ে থাকল। কথার মধ্যে ঠিকই ক্লু দিয়ে গেল এই লোক! সবাই চোখ পিটপিট করছে।

ধূসরের কথার আগা-মাথা তারা বোঝেনি। রুবা দুপাশে মাথা নেড়ে উঠে গেলেন ছেলের নিকট। কী লাগে, না লাগে দেখতে!

শুধু আফতাব কটমট করছিলেন ভেতর ভেতর । দাঁত চেপে বিড়বিড় করলেন,

‘ হতচ্ছাড়া বদমাশ! ‘মোটামুটি একটা অনুষ্ঠান করা হলো পুষ্পর বিয়েতে। ও এমনিই অসুস্থ,তাই খুব

কাছের লোক ছাড়া আমজাদ কাউকে ডাকলেন না। অত ধকল নেওয়ার মত অবস্থা মেয়েটার নেই তিনি বোঝেন।

ইকবালের আত্মীয় স্বজন আর নিজেদের, এই নিয়েই একটা গেট-টুগেদার হলো। পুষ্প বিয়েতেও নেতিয়ে আছে। কোনও রকমে বেনারসি পড়লেও একটা গয়নাও পড়েনি। ইচ্ছেই করছেনা কিছু।

কিন্তু যখনই পালা এলো বিদায়ের, ওমনি যেন আধ্যাত্মিক পর্যায়ে জাগ্রত হয়ে উঠল। শরীরের সমস্ত অসুখ শেষ। একেবারে জোর গলায় হাউমাউ করে কা*ন্না শুরু করল সে। এদিকে মিনা বেগম মূর্ছা যাচ্ছেন বারবার।সকাল থেকে কেঁ*দে ভাসিয়ে শরীর দূর্বল ওনার। বাড়ির এত গুলো মেয়ে একসাথে কাঁ*দলে, সাউন্ড সিস্টেমও হার

মানবে। জবা সুমনা,রুবা তো আছেন,সাথে পিউয়ের দুই মামী,বর্ষা,শান্তা, সুপ্তি সব যোগ দিয়েছে।

রাদিফ,রিক্ত মজায় ছিল এতক্ষণ। একরকম পাঞ্জাবি পরে হুটোপুটি করে সারা বাড়ি ঘুরছিল। যখনই মাকে কাঁদতে দেখল,রিক্ত কোনও কিছু না বুঝে কান্না শুরু করে দেয়।

রাদিফ দাঁড়িয়ে থাকে মুখ কালো করে।

পিউ আস্তে আস্তে, শব্দহীন কাঁদছিল। কিন্তু যখন পুষ্পকে ঘর থেকে নামাতে গেল, তার ওই শব্দ আর ঠোঁটের ভেতর রইল না। চিৎকার করতে করতে বোনের কোমড় আকড়ে ধরল সে।

কিছুতেই যেতে দেবেনা ওকে। পুষ্পর কা*ন্না এতে আরো জোড়াল

হয়। বোনের কা*ন্না দেখে এখন সে বেশি করে যেতে চাইছেনা।
বেগতিক অবস্থায় পড়ে গেলেন পুরুষরা। ইকবাল অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।
পুষ্প বারবার মায়ের ঘরের দিক ছুট লাগাতে চায়। ওনাকে অচেতন রেখে কীভাবে যাবে ও? এমনিতেই অসুস্থ এর ওপর আবার কান্নাকাটি!

অতিরিক্ত ধকলে শেষমেষ নিজেও ঢলে পড়ল।
কাউকে কিছু করতে হয়নি। ইকবাল নিজেই অত মানুষের মধ্যে, কোলে তুলল তার বউকে। সবাইকে পেছনে রেখে গাড়ির দিক এগোলো। পিউ, বোনকে যেতে দেখে বাচ্চা হয়ে গিয়েছে।
'আপুকে নিওনা' বলতে বলতে ছুটতে ধরলেই দুহাতে আকড়ে ধরল

ধূসর। সদর দরজা পার হতে দিলোনা। মিনা ওপরের ঘরে,তার কাছে রুবায়দা আছেন। বাকীরা সবাই ওদের বিদায় দিতে নেমে গেলেন নীচে।

পিউ ছটফট করল ছুটতে। হাত পা ছু*ড়ে ছোটাছুটি করল। কিন্তু তার সমস্ত শক্তি ধূসরের বলিষ্ঠতার সামনে হার মানে।শেষে ওর বুকের

মধ্যেই লেপ্টে গেল বিড়াল ছানার ন্যায়। কেঁ*দে ভাসাল পাঞ্জাবি। ধূসর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। নিশ্চুপ সে,পিউয়ের রেশম চুলে নিরন্তর হাত বোলাতে থাকে। কান্নার মাত্রাটা যখন কমে আসে,তখন বুক থেকে পিউয়ের মুখ তুলল ধূসর। নিয়ে সোফায় বসাল। পানির গ্লাস এগিয়ে দিলো চুপচাপ।

পিউয়ের হেচকি উঠেছে। অশ্রুতে সাজগোজ শেষ। কাজল নেমে চলে এসেছে গালে। হেচকি তুলতে তুলতে কোনও রকম চুমুক দিলো গ্লাসে। অল্প একটু খেয়ে আবার রেখে দিলো।

তৎপর,ফের কোটর ভরল বোনের কথা মনে করে। ফুঁপিয়ে কেঁ*দে উঠতেই ধূসর হাঁটুভে*ঙে বসল ওর সামনে । মোলায়েম কণ্ঠে শুধাল,‘

বোকার মত কাঁদছিস কেন? পুষ্প কি আর আসবেনা এখানে?’

পিউ ও-কথা শুনল না। অশ্রুতে একাকার হওয়া চোখ তুলে,নাক টেনে বলল,

‘ সাদিফ ভাইয়ের সাথে আপুর বিয়েটা হলেই ভালো হোতো ধূসর ভাই। তখন ও আমাদের সাথে এখানেই থাকতো। কোথাও যেতো

না। আর আমারও এত কষ্ট হোতো না। '

ভীষণ বাচ্চামো কথায় ধূসর হেসে ফেলল। পরপর চোখ ছোট করে শুধাল,

' তুই,আমি ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবি?'

পিউয়ের কান্না থামল সহসা। আঁতকে, এমন ভাবে তাকাল,যেন এ শোনাও পাপ। তার চোখ-মুখ দেখে

ধূসরের হাসি বেড়ে আসে। অথচ তাতে শব্দ হলোনা,দঁন্তপাটি বাইরে এলোনা। শুধু একটু এগিয়ে গেল। স্বযত্নে ওর চোখের জল মুছিয়ে বলল,‘ পুষ্প,ইকবালকে ভালোবাসে। তাহলে সাদিফকে কেন বিয়ে করবে?’

কথাটা মাথায় ঢুকল পিউয়ের। কান্না-কাটি ভুলে ঘাড় দোলাল সে। মিহি কণ্ঠে স্বীকার করল,

‘ তাইতো। আমিই বোকার মত একটা কথা বলে ফেললাম।’

‘ তাহলে আর কাঁদবি?’

পিউ দুপাশে মাথা নাড়ল। বোঝাল কাঁদবে না।আমজাদ গাড়ির জানলার কাচ ধরে রেখেছেন। সিটে হেলে থাকা পুষ্পর দিক চেয়ে চক্ষু জ্বলছে তার। মেয়েটা চলে যাচ্ছে,কেন যেন মানতেই পারছেন না তিনি। বড় অসহায় ঐ দৃষ্টি। একটু যদি

আটকানো যেত! ইকবাল আলগোছে পাশে এসে দাঁড়াল। নম্র স্বরে বলল, ‘ ভে*ঙে পরবেন না আঙ্কেল। পুষ্পকে আমি ভালো রাখার সর্বচ্চ চেষ্টা করব।’

আমজাদ আর নিয়ন্ত্রনে থাকতে পারলেন না। ঝরঝর করে কেঁ*দে ফেললেন। ইকবাল স্কন্ধে হাত রাখতেই আচমকা জড়িয়ে ধরলেন ওকে। ভগ্ন গলায়, অনুরোধ করলেন,

‘ ওকে দেখে রেখো বাবা। মেয়েটো আমাদের ছাড়া কোনও দিন কোথাও থাকেনি। কখনও কষ্ট দিওনা ওকে।’

‘ দেব না আঙ্কেল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।’আফতাব সবার আগে বাড়িতে ঢুকেছেন। ভেতরে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে গেলেন চৌকাঠে। পিউ, ধূসরকে কাছাকাছি বসা দেখে ভীতশশস্ত্র, সতর্ক নেত্রে তাকালেন বাইরে। সিড়ি বেয়ে উঠছে সকলে।

স্পষ্ট আসছে পায়ের আওয়াজ। এখন যদি কেউ দেখে ফ্যালে? ওনার জায়গায় ভাইজান এলে কী হোতো? তিনি ত্রস্ত গলা খাকাড়ি দিলেন। নড়েচড়ে তাকাল ওরা। পিউ চাচাকে দেখে গুটিয়ে আনল দেহ।

ধূসর উঠে দাঁড়াল। বাবার দিক ফিরল। চেহারায় একটুও শঙ্কার চিহ্ন নেই। উলটে স্বাভাবিক তার কণ্ঠ, জিজ্ঞেস করল,

‘ ওনারা চলে গিয়েছে?’

আফতাব ভেবেছিলেন ছেলের চোখে-মুখে একটু ঘাবড়ানোর ছাপ দেখবেন। এই যে অসময়ে, বাপ এসে পড়ল, এটা একটা চিন্তার বিষয় না? কিন্তু না, সে তো বুক ফুলিয়ে আছে।

হতাশ শ্বাস ফেললেন। উত্তর হিসেবে মাথা দোলালেন। ধূসর পিউয়ের দিক চেয়ে বলল,

‘ চোখে-মুখে পানি দিয়ে আয়,যা।’ মেয়েটা ঘাড় হেলায়। বাধ্যের মত উঠে যায়।’

আফতাব নিরস চোখে, কিছুক্ষণ ধূসরকে দেখলেন। যতবারই ভাবছেন, এখন বলি,আজ বলি, পারছেন না। পিতৃ সত্ত্বাটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছে পেছনে। সাদিফের কিছু ভালো লাগছেনা। বাড়িতে আজ অনুষ্ঠান অথচ ওর ছুটি

নেই। লজ্জার খাতিরে চায়ইনি। এক বছরে এত ছুটি তো আর কাটানো যায়না।

সে ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপের শ্বাস নিচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে নিজেদের ব্যবসায় গেলেই ভালো হোতো। এরকম অন্যের হুকুম তামিল করার প্যারাটা থাকতো না।

আমজাদ বিয়ের তারিখ শুক্রবার দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আজমল দুই

দিনের বেশি একদিনও থাকতে পারবেন না। ভাইয়ের জন্যে তারিখ আর পিছিয়ে আনা হলো না ওনার। সাদিফও রা করলনা এ নিয়ে। ভাবল,

সেতো বাড়িতেই থাকে,সবার সাথে। বাবা বছরের অর্ধেক সময়টায় থাকেন বাইরে। ওর চাইতে তার আনন্দ বেশি প্রয়োজন।মারিয়ারও মন ভালো নেই। পুষ্প তাকে

বারবার ফোন করে যেতে বলেছিল। আবার বর্ষাও আসবে বিয়েতে।

কিন্তু ও কী করবে? গতবার সাদিফ অনেক বলে-কয়ে ওর ছুটিটা এনে দিয়েছিল। অথচ আজ সে নিজেই ছুটি নেয়নি। বোনের বিয়ের দিনও অফিস করছে। সেখানে ওতো কোন ছাড়!

দুজন মুখ ভাড় করা মানুষ সামনা-সামনি হলো লাঞ্চ ব্রেকে। কেন্টিনে

এসে একে-অন্যের মনঃকষ্ট অনুভব করল বসে বসে। মারিয়া বলল,

‘ আমার এত খারাপ লাগছে যেতে না পেরে! আপনার না জানি কেমন লাগছে! ‘

বিনিময়ে সাদিফ শ্বাস ঝাড়ল। বলল,

‘ চাকরি জীবনটাই এরকম। এখানে নিজের স্বাধীনতা থাকেনা।’

‘ আমিতো দ্বায়ে পরে চাকরি করছি। আপনার তো দ্বায় নেই। তাহলে এলেন কেন?’

সাদিফ মুখ কালো করে বলল,

‘ সি-এ হওয়া প্যাশন ছিল। আর প্যাশন ফুলফিল করতে গেলে কিছু তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে ম্যালেরিয়া।’

মারিয়া ছোট করে বলল ‘ তাও ঠিক।’

পরমুহুর্তে উত্তেজিত হয়ে বলল,
‘ ওরা নিশ্চয়ই আজ অনেক মজা করছে! ইশ,আমি যেতে পারলাম না। শান্তা, বর্ষা ওদের সঙ্গেও দেখা হলোনা। কত কী করব ভাবলাম! সবাই মিলে কত প্ল্যান করলাম সেবার।’‘ কী প্ল্যান?’
মারিয়া স্ফুর্ত কণ্ঠে জানাল,
‘ কাবিনের সময় সবাই ঠিক করেছিলাম,একরকম শাড়ি পরব।

কিন্তু তখন কী আর জানতাম,বিয়েটা এত দ্রুত হবে? আমারও যাওয়া হবেনা।

পরপর মন খারাপ করে বলল,

‘ আমি যেতে পারব না শুনে বর্ষা, পুষ্প দুজনেই খুব রাগা-রাগি করেছে জানেন। বলেছে আর কথাই বলবেনা।’

মারিয়ার শোকাহ*ত মুখস্রী,কিন্তু সাদিফ আঁৎকে উঠল মনে মনে।

ফের ওর শাড়ি পরার কথা শুনে ভ*য় পেলো। মনে পড়ল সেই পুরোনো কথা। শাড়ি পড়নে মারিয়ার দিকে তার ওমন হা করে চেয়ে থাকার বেহায়া দৃশ্য। বিড়বিড় করে বলল,‘ ভাগ্যিশ যাওয়া হয়নি। নাহলে আজকেও একটা ইজ্জতের ফালুদা বানানোর মত কাজ করে ফেলতাম।’
** অফিসের মন খারাপ, বাড়ি ফিরে আরও গাঢ় হয়েছে সাদিফের।

বাড়িটার এমন নিশ্চুপ,নিরব পরিবেশ নিতে পারছেনা সে। বসার ঘরটা একদম ফাঁকা। রোজকার আড্ডা নেই,যে যার ঘরে।

কেউ কথা বলছেনা,গল্প করছেনা। পাচ্ছেনা কোনও হাসির আওয়াজ। পুষ্পর কথা মনে করেও তার বুক ভারী হলো। বিয়ে ঠিক হওয়ার আগ অবধি কত সুন্দর ছিল ওদের

সম্পর্ক! কত খুনশুঁটি করত দুজন। ইশ! যাওয়ার সময় দেখাও হলোনা। রাদিফ বিপাকে পড়েছে। সবার কা*ন্না মোটামুটি কমলেও, বড় মায়ের কা*ন্না থামেনি। একটু পরপর ফুঁপিয়ে উঠছেন তিনি। দূর্বল চিত্তে শুয়ে আছেন বিছানায়। তার জন্যে বাড়িটা আরো বেশি বিষণ্ণ। অতিথিরা চলে গিয়েছেন। শূনশান সব। পিউ আপু ঘর অন্ধকার করে

বসে। রিক্তটাও ঘুম। সে একা একা কী করবে?

উপায়ন্তর না পেয়ে টিভি ছাড়ল। কার্টুনের চ্যানেল ধরল। এর মধ্যে পিউ নামল নীচে। জোরে জোরে কান্নার দরুন , এখন মাথাব্যথা করছে। বাড়ির এই অবস্থা,মা-ও অসুস্থ। তাই নিজেই চলল কফি বানাতে। রাদিফ বুঝতেই, এপাশ

থেকে আবদার করল,‘ পিউপু আমিও কফি খাব। ‘

সে শুধু মাথা দোলাল।

কফি এনে রাদিফের হাতে দিয়ে ফিরতে নিলেই ও বলল,’ কোথায় যাচ্ছো,বোসোনা। ‘

পিউ বসল চুপচাপ। চটপটে, চঞ্চল বোনের, আজ এই মলিন আনন রাদিফের ভালো লাগছেনা। ক*ষ্ট হচ্ছে ওর।

অন্য সময় দুজন টিভির রিপোর্ট নিয়ে হাতা-হাতি করত। অথচ আজ ওর মন ভালো করতে যেচে রিমোট এগিয়ে দিলো সে। বলল,

‘ নাও, তুমি দ্যাখো।’

পিউ অনীহ কণ্ঠে বলল, ‘ দেখব না। তুই দ্যাখ।’

‘ তোমার একটা পছন্দের মুভি চলছে দেখলাম। দেখবে? ধরব চ্যানেলটা?’

‘ কী মুভি?’

‘ আমি ওসবের নাম জানি না কী? তোমাকে অনেকবার দেখতে দেখেছি। আচ্ছা দাঁড়াও। ‘

সে নিজেই রিমোট চে*পে চে*পে চ্যানেল পাল্টাল। স্ক্রীনে দেবের সিনেমা চলছে। বহু আগের! প্রতিটা গান পিউয়ের ভীষণ পছন্দ,সিনেমাটাও।

কিন্তু আজকে আর আগ্রহ পেলো না।

তখন ওপর থেকে সাদিফ নেমে আসে। হাতে খালি জগ,রুমের জন্য পানি নেবে। রাদিফকে টিভির সামনে দেখেই বলল,‘ তোর পড়া নেই ?’

সে ঠোঁট উলটে বলল,

‘ আজকেও পড়ব? আজ সবার মন খারাপ, আমারও মন খারাপ। মন খারাপ থাকলে পড়তে হয়না।’

সাদিফ ভ্রু উঁচাল যুক্তি শুনে।

‘ কে বলেছে এসব কথা?’

রাদিফ সহসা আঙুল তাক করল পিউয়ের দিক। সে তব্দা খেয়ে, হা করে বলল,

‘ আমি কখন বললাম?’

‘ একটু আগেই তো বললে।’

পিউ কটমটিয়ে উঠল, ‘ রাদিফ! মা*র খাবি কিন্তু। ‘

‘ সত্যি কথার ভাত নেই। ‘

সাদিফ হাসল। শ্বাস ফেলে দুদিকে মাথা নাড়ল। ঘুরে ডায়নিং টেবিল থেকে পানি ঢালছিল জগে। সিনেমা তখনও চলছে। প্রতিটা ডায়লগ পরিষ্কার কানে আসছে। এক পর্যায়ে একটা কথোপকথন শুনে, হাত থামল ওর।

যেখানে হিরো কাউকে বলছে, ‘ কিন্তু আমরা তো বন্ধু।’

ভদ্রলোক বোঝালেন,

‘ তাতে কী? একজন ভালো বন্ধুই কেবল একজন উত্তম জীবনসঙ্গী হতে সক্ষম।’

সাদিফের কী হলো কে জানে! এটুকু শুনেই তার আঙুল কেমন নড়ে-বড়ে হয়। লাইনগুলো যেন প্রখর ভাবে,

মস্তিষ্কে তীরের মত শাই করে ঢুকে যায়।

দেয়ালের দিক চেয়ে নিজেকেই শুধাল,

‘ একজন ভালো বন্ধু, সত্যিই ভালো জীবনসঙ্গী হতে পারে?’তিনদিনের মাথায় পুষ্পকে নিয়ে ইকবাল ফিরল। সাথে নিয়ে এলো সবার কমে আসা হাসি। নিমিষে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠল গৃহ। পুষ্প আর

মিনার কা*ন্না কে দ্যাখে! মা- মেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখল দুজনকে। যেন কত শতাব্দী পর দেখা !

পিউ অভিমান করে বলল,

‘ আমাকে কেউ জড়িয়ে ধরছেনা। আমি বুঝি কেউনা?’

পুষ্প হেসে বোনকে বুকে জড়ায়। ও বাড়িতে নূড়ি যতবার তার পেছনে ঘুরেছে, ততবার এই ছোট্ট বোনটাকে ভেবে বুক পু*ড়েছে

ওর।এদিকে, দিনকে দিন অসহায় হয়ে পড়ছেন আফতাব। সবার কাছে পিউ- ধূসরের প্রেম লুকোনো, কিন্তু তার কাছে পরিষ্কার। এখন মনে হচ্ছে আগের মত থাকলেই ভালো হোতো। এই অসহায়ত্ব একটু একটু করে আকাশ ছুঁতো না। কেন জানলেন আগেভাগে? এমন চাপা ক*ষ্ট,টানাপোড়েন আর নিবিড় যন্ত্র*না নিয়ে রাতে এক ফোঁটা ঘুম

আসেনা। চিন্তায় আগের মত স্বাভাবিক নেই তিনি। রুবায়দা, ভাইজান কারোই সাথেই গল্পে বসতে পারছেন না।

ধূসরকে তিনি জানেন,চেনেন। আন্দাজ রয়েছে ওর কর্ম নিয়ে। পিউয়ের প্রতি যে মাত্রায় সে আসক্ত, তার এক বলাতেই ছাড়বেনা নিশ্চিত। উলটে অশান্তি প্রকট হবে। সবার কানে যাবে। কী করবেন

তাহলে? কী পদক্ষেপ নিলে সুষ্ঠু হবে সব?মস্তক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আফতাবের। তবুও সুরাহা পাচ্ছেন না। এ যেন খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার দশা। শেষে মাথা চেপে বসে রইলেন বিছানায়। কী মনে করে হঠাৎ মুখ তুললেন। ঢোক গিললেন।

আচ্ছা,একবার ভাইজানের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করলে হয়না? একবার

সন্তপর্ণে পিউয়ের হাত ছেলেটার জন্যে চেয়ে দেখলে হয়না? ভাইজান মানা করলে তো আর আশা থাকল না। কিন্তু, একবার তো চেষ্টা করাই যায়।

ছেলেটার থেকে ওর ভালোবাসা ছি*নিয়ে নেওয়ার বদলে, জীবনে প্রথম বার ওর ভালো বাবা হয়ে এইটুকু করা যায়না? ভাইজান রা*গ করলে করবেন। ভুল বুঝলে

বুঝবেন। অন্তত এই মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো লাঘব হবে!

আফতাব উঠে দাঁড়ালেন সহসা। সাহস সঞ্চয় করলেন বক্ষে। এই প্রথম ছেলের জন্যে কিছু চাইবেন তিনি। দরকার পড়লে ভাইজানের পায়ে ধরবেন। তাও চাইবেন। তাতে যা হবার হোক!আফতাব ব্যস্ত পায়ে বের হলেও, ঘরের সামনে এসে থামলেন। নার্ভাস লাগছে!

কোঁচকানো চামড়ার হাতটা থরথর করছে। ভাগ্য যে কোথায় আনল আজ! ভালোবাসা হারানোর য*ন্ত্রনা উপলব্ধি করেছেন তিনি। রুবাকে বিয়ে করার, আগের দিন পর্যন্ত ওই য*ন্ত্রনায় কাতরেছেন। তখনও তো জানতেন না, মেয়েটা পালিয়ে আসবে! যদিও তা সৌভাগ্য !

কিন্তু ছেলেকে এই একই ক*ষ্ট তিনি ভুগতে দিতে চাননা।

আফতাব বিনয়ী কণ্ঠে শুধালেন,
‘ ভাইজান আসব?’
অবিলম্বে জবাব এলো, ‘ এসো, এসো।’
ভেতরে ঢুকলেন তিনি। আমজাদ গভীর মনোযোগে বসে বসে দাবার গুটি সাজাচ্ছেন। ওনাকে দেখেই বললেন,
‘ তোমাকে ডাকতেই যাচ্ছিলাম। ভালো হয়েছে এসেছ, বসো।’

আফতাব বারবার জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। কোত্থেকে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বলার জন্য ভেতরটা উচাটন করলেও, মুখে আসছেনা কেন?

‘ কী হলো? বসো।’আফতাব নড়েচড়ে, সবেগে বসলেন। আমজাদ গুটি সাজাতে সাজাতে বললেন,

‘ ভালো লাগছিল না! তাই দাবা নিয়ে বসলাম। ভাবলাম গুটিগুলো সাজিয়ে তোমাকে ডাকব।’

ভদ্রলোকের ওষ্ঠপুটে হাসি। আফতাব চাইলেন না, হাসিটা মুছে যাক। নি:সন্দেহে তিনি যা বলতে এসেছেন, তা শুনলে ভাইজানের হাসিই মুছবে না, বরং.....

পরেরটুকু আর ভাবতে পারলেন না আফতাব। যত ভাববেন তত কঠিন

লাগবে সব। ফের জ্বিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বললেন,

‘ ভাইজান,একটা কথা বলতাম।’

‘ উম, পরে। আগে এক দান খেলি এসো।’

‘ ভাইজান খুব জরুরি!’

‘ আরে শুনব তো। সাথে তোমাকেও কিছু শোনাব।’

আফতাব উৎসুক হলেন, ‘ কী?’

আমজাদ বিস্তর হেসে বললেন,

‘ একটা সিক্রেট। বলব, আগে এই দানে আমায় হারিয়ে দেখাও।

‘শুক্রবার সকাল বেলা,

ধূসর সবে নাস্তা করতে বসল। এই দিনে বাড়ির সবাই একসাথে, একটু বেলা করে খায়। আমজাদ খেতে খেতে মিনাকে শুধালেন,

‘ পিউ খাবেনা?’

তিনি উত্তর দেওয়ার আগে,

নিজেই ডাক ছুড়লেন, ‘ পিউ? খাবেনা?’

ওপর থেকে চঞ্চল কণ্ঠের উত্তর এল,

‘ আসছি আব্বু।’

তেমন দৌড়েই নামল মেয়েটা। বেনীতে রাবার বাধতে বাধতে এসে দাঁড়ালে আমজাদ পাশের চেয়ার টেনে দিলেন।

পিউ বেসিন থেকে হাত ধুয়ে এসে বসল।

খাওয়ার মধ্যে হঠাৎ তিনি ধূসরকে শুধালেন,‘ আজ বের হবে?’

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ বিকেলে থাকতে পারবেনা বাড়িতে?’

পিউ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল,

‘ বিকেলে কি আমরা ঘুরতে যাচ্ছি সবাই?’

আমজাদ হাসলেন। জানালেন,

‘ না। অন্য একটা কাজ আছে।’

মিনা শুধালেন ‘ কী কাজ?’

‘ বলছি,তবে সবার থাকা জরুরি। ধূসর,তুমি কোথাও গেলেও পাঁচটার মধ্যে চলে এসো। ‘

ধূসর বলল, ‘ কিছু হয়েছে?’

‘ না। হয়নি,তবে হবে।’

‘ কী হবে আব্বু?’পুষ্পর প্রশ্নে আমজাদ পিউয়ের দিক চাইলেন। বললেন,

‘ পিউয়ের জন্য আমি একটা দারুণ সমন্ধ পেয়েছি। সন্ধ্যায় পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে ওকে। ‘

ব্যাস! ধূসরের খাওয়া থেমে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে তাকাল সে।

পিউ সবে পানি নিয়েছিল মুখে। নাকে-মুখে ঢুকে তালুতে উঠে গেল

সব। খুকখুক করে ফে*টে পড়ল কাশিতে। এই এক ঘোষণায় আরো ক'জনের খাওয়ার রফাদফা হলো। সবার বিমূর্ত, আ*তঙ্কিত লোঁচন বিক্ষিপ্ত ছুটল ধূসরের মুখ জুড়ে। এবার কোন অশান্তি আসবে কে জানে!সকাল দশটা। সবে সবে বাইরে নরম রোদের ছটা নেমেছে। কুমড়ো ফালির মত দৃশ্যায়ন সূর্যটা

শান্ত। সোনালী,চকমকে প্রকৃতির এই সময়টায়
সিকদার বাড়ির খাবার টেবিল সম্পূর্ন নিস্তব্ধ,নীরব। এতগুলো মানুষ, অথচ একটুও শব্দ নেই কারো। কয়েক পল মূর্তি বনে রইল একেকজন। দুচোখ ছাপানো রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে দেখে গেল আমজাদের হাস্যজ্জ্বল মুখবিবর।

বিলম্ব হয় তাদের ধাতস্থ হতে।
আনিস সবেগে বললেন,
" পিউতো এখনও ছোট ভাইজান।
মাত্র ইন্টার দিলো,ভার্সিটিতে ওঠার আগেই বিয়ে দিয়ে দেবে?"
তাল মেলালেন গৃহীনিরা। মিনা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,
" আপনি হঠাৎ করে ওর বিয়ে নিয়ে পড়লেন কেন? এই সবে সবে

একটা মেয়ের বিয়ে দিলাম,দু তিন বছর যাক তারপর নাহয়....”

রুবায়দা বললেন,” পিউতো এখনো সংসারের কিছুই বোঝেনা ভাইজান। ওর কি সেই ম্যাচিউরিটি এসেছে বলুন তো!”

আমজাদ কপাল কোঁচকালেন,

” আরেহ,তোমরা এমন ভাবে বলছো যেন আমি এক্ষুণি মেয়েটাকে তুলে দিচ্ছি? ওনারা শুধু দেখতে

আসবেন। পছন্দ হলে কথা পাকাপোক্ত হবে। দেখতে এলেই তো আর বিয়ে হয়ে যায়না! তাছাড়া, বিয়ের পরেও পড়াশুনা করা যায়। রুবা,তুমি বিয়ের পরে পড়োনি? সুমনা পড়েনি? পুষ্প পড়বেনা? তাহলে? পিউও পড়বে।”

আফতাব তীক্ষ্ণ, প্রখর চাউনীতে ধূসরকে দেখছেন। র*ক্তাভ হয়ে উঠছে ওর অক্ষিকোটর। ক্রমে

ফুঁসছে চোখা নাক। ঝড়ের পূর্ভাবাস ছেলের চেহারা দেখেই বুঝে নিলেন তিনি।

পিউ মাত্রাতিরিক্ত হো*চট খেয়েছে। যাকে বলে অদৃশ্য ভাবে মুখ থুবড়ে পরেছে ধা*ক্কায়। কাশি সামলে বাবার দিক প্রকট আঁখিতে চাইল সে।

রুদ্ধশ্বাসে বলল,” আব্বু, আব্বু আমি এখন বিয়ে করব না।”

আমজাদ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,
” কেন করবেনা মা? তুমি মিছিমিছি ভ*য় পাচ্ছো। আজ শুধু দেখে যাবে। কথাবার্তা হবে। বিয়ে হতে বহু দেরী।”
পিউয়ের জ্বিভ ঠেলেঠুলে বের হতে চাইছে,
‘ আমি ধূসর ভাইকে ভালোবাসি’। কিন্তু কী মুসিবত! পারছে না কেন?

সব এমন করে কাঁ*পছে কেন ওর? যেন সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরছে।

সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাল,নিজেকে একটু সাহসী করার। বিন্দুমাত্র পারল না। প্রতিটাবার কেমন অলখ ব্যর্থতা শক্ত হস্তে মুখ,গলবিল শুদ্ধ চেপে রাখল।

বিবেক, লজ্জা,কুণ্ঠা জ্ঞান দিলো চেঁচিয়ে,

‘ এত এত গুরুজনের সামনে কী করে বলবি ওসব? ‘
পিউ আহত মন নিয়ে বসে রয়। আজ যেন কানায় কানায় উপলব্ধি করল সেদিন পুষ্পর পরিস্থিতিটুকু। আবিষ্কার করল,না,একটা মেয়ের জন্যে এর চাইতে কঠিন,অসহ সময় দুটি হয়না।
তারপর অসহায় চোখে চাইল ধূসরের পানে। কেন চুপ করে

আছেন তিনি? কিছুই কি বলবেন না? উত্তর হিসেবে শূন্য,রিক্ত হলো পিউ।

স্টিলের মতন শক্ত হয়ে বসে থাকা ধূসর ভাইকে দেখে ব্যথায় টনটন করে ওঠে বুক। নিহ*ত মনে ভাবে, ওনার হয়ত বলার কিছু নেই।

আনিস শুধালেন, ” ছেলে কী করে ভাইজান?”

” সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকায় দুটো বাড়ি আছে। আমার বন্ধু মুশফিক? ওনার থেকেই খোঁজ পাওয়া। এত চমৎকার ব্যবহার, কথা বললে বুঝবে। আবার ছেলে দেখতেও বেশ ভালো। তাই ভাবলাম এমন দারুণ সমন্ধ হাতছাড়া করে কী লাভ? ”বলার সময় আমজাদের অভিব্যক্তি ছিল রমরমে। যেন ভীষণ খুশিতে আপ্লুত তিনি।

” তাই বলে এত ছোট মেয়ে ভাইজান!”

তিনি বললেন,

” তোমরা এমন করে কেন ভাবছো সুমনা? আমিতো আজই বিয়ে দিচ্ছি না।”

মিনা মুখ শুকনো করে বললেন,

” তবুও! হঠাৎ করে এভাবে হয় না কি? আর আপনি তো আমাকেও একবার কিছু জানালেন না।”

” তোমাকে পাই কোথায়? সারাক্ষণই তো থাকো রান্নাঘরে। দু দন্ড কথা বলার, আলোচনা করার সময় দাও? আর আমি ভেবেছিলাম, কথাটা সবাইকে একসাথে জানাব। চমকে দেব তোমাদের । তাই সবার সামনে বলেছি। আমার ওনাদের সাথে কথা বলা শেষ, এখন পিউকে পছন্দ করলেই সব এগোবে।”

আফতাব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখানে ওনার বলার কিছু নেই। বাকীরা পরাস্ত নেত্রে একে-অন্যকে দেখলেন। আমজাদ সিকদার কথা দিয়ে এসেছেন যখন, বাকবিতন্ডার কোনও ফাঁকফোকরই রইল না।

আমজাদ পাথর বনে থাকা ধূসরকে বললেন,” তাহলে বিকেলে চলে এসো ধূসর? তুমি বাড়ির বড় ছেলে,

পিউয়ের বড় ভাই, তোমার থাকা জরুরি।"

ভদ্রলোকের খাওয়া শেষ ততক্ষণে। টিস্যুতে মুখ মুছতে মুছতে সিড়ির দিক পা বাড়ালেন। তক্ষুণি শোনা গেল, একটি তেজী, দগদগে স্থূল স্বর। থেমে থেমে বলছে,

" কোনও... পাত্রপক্ষ.. আসবেনা।"

আমজাদ থেমে গেলেন। পিছন ফিরলেন সহসা। নিশ্চিত হতে শুধালেন,

" কী বললে?"

পুষ্প ভীত নজরে ইকবালের দিক তাকায়। তার দৃষ্টিতেও শঙ্কা স্পষ্ট। পুষ্প চাপা কণ্ঠে বলল,

" এবার যে কী হবে!"

সে বিড়বিড় করল, " কু*রুক্ষেত্র বাধবে।"

ধূসর উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে।
‘ এই বাড়িতে, পিউকে দেখার জন্যে কেউ আসবেনা। যদি আসে, সে চৌকাঠে পা রাখলেও সিকদার ধূসর মাহতাব সেই পা ভে*ঙে ধরিয়ে দেবে হাতে। ”
তার বরফ-ছু*রির মত শীতল চাউনী,পাথরের মত কঠোর চিবুক আর পর্বতের ন্যায় সটান দেহের সঙ্গে ভেসে এল নিখাদ কণ্ঠ। যা

একটু হলেও থমকে রাখল সিকদার বাড়ির সকলকে। এক রাশ বেগতিক থমথমে হাওয়া এসে ছুঁয়ে গেল তাদের।সাদিফ একবার পিউকে দেখছে,একবার ধূসরকে। আগত পরিস্থিতি অনুমান করে ঘাবড়ে আছে সে।

আমজাদ আশ্চর্য বনে বললেন,

” মানে! কী অভদ্রের মত কথাবার্তা এসব? আমার গেস্ট আসবে,আর

তাদের সঙ্গে তুমি এরকম আচরণ করবে? মানে টা কী এসবের?”

ধূসর স্পষ্ট বলল,

” আপনার গেস্ট একজন কেন,একশ জন আসুক,তাতে আমার যায় আসেনা। কিন্তু ওই যে বললাম,পিউ ঘটিত কেউ আসবে না। না মানে, না।”

আমজাদ ফুঁসে উঠলেন ওমনি। উঁচু হলো কণ্ঠ। চুপ করে বসে থাকা আফতাবকে বললেন,

‘ আফতাব! শুনছো তোমার ছেলের কথা? দেখছ ওর বেয়া*দবি? আমার মুখের ওপর কথা বলছে সে।’

আফতাব অথৈ জলে পরে হাঁপিয়ে যাওয়ার ন্যায় তাকালেন। নরম গলায় বোঝাতে গেলেন,

‘ ভাইজান,পিউ ছোট তাই হয়ত ও.... ”

ধূসর মাঝপথে কথা টেনে নিয়ে বলল,‘ পিউ ছোট হলেও বিয়ে হবেনা। বড় হলেও না। মোট কথা ওর বিয়ে অন্য কোথাও হবেনা। ‘

আমজাদ হতবাক হয়ে বললেন,

‘ কেন হবেনা? কীসের জন্যে? আর হবে না হবে সেই সিদ্ধান্ত তুমি

নেবে? আমি ওর বাবা,আমি যা বলব তাই হবে।’ ‘

ধূসর মুখের ওপর বলল,

” হবে না বড় আব্বু। এই একটা ব্যাপারে আপনার কোনও কিছুই শোনা হবেনা। ”

থামল সে। একবার পিউয়ের কাঠ,আত*ঙ্কিত, র*ক্তিম ফর্সা চেহারার দিক চাইল। ফের

আমজাদের দিক চেয়ে প্রতাপ সমেত ঘোষণা করল,
" শুধু আপনি না,বাড়ির সবাইকে বলছি,পিউয়ের বিয়ে আমার সাথে হবে। এই পৃথিবীতে ও যদি কারো বউ হয়,সেটা হবে শুধুমাত্র এই সিকদার ধূসর মাহতাবের বউ। "
সব কিছু স্তব্ধ হয়ে পরল তৎক্ষনাৎ। পিউয়ের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল নিমিষে। চমকে,থমকে যাওয়ার

তোপে শিরদাঁড়া বেয়ে তরতর করে বেয়ে চলল হিম হিম প্রবাহ। হতচকিত হয়ে, খাওয়া রেখে দাঁড়িয়ে পরল সকলে। আফতাব আৎকে ওঠার মতন চাইলেন ছেলের দিক। পরপর ভাইয়ের দিকে।আমজাদ বাকরহিত,ভাষাহীন,নির্বিকার দাঁড়িয়ে। দুটো বিকট অক্ষিপটও অটল,স্থির।

মিনা, রুবা দৃঢ়ীভূত নজরে একে অপরকে দেখলেন।

শুধুমাত্র ,পুষ্প আর ইকবাল তটস্থ। আগত পরিস্থিতি ভেবেই মস্তিষ্কের দুপাশের শিরা দাপাচ্ছে ওদের।

আমজাদ হতবিহ্বল,

" কী বললে তুমি?"

ধূসরের লঘু স্বর,

" যা বলেছি আপনি শুনেছেন। সবাই শুনেছে। "

পিউয়ের ছোট্ট শরীর গুটিয়ে গিয়েছে। ত্রাসে ধরফর করছে বক্ষপট। ঠকঠক করে কাঁ*পছে হাত- পা। টের পাচ্ছে পিঠ বেয়ে রেখার মত নেমে যাওয়া ঘামের ধারা।

আমজাদ এগিয়ে এলেন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন,

” তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? কী বলছো বুঝতে পারছো নিজে?পিউ

তোমার বউ হবে? এমন আজগুবি স্বপ্ন কবে থেকে দেখা শুরু করেছ?”ধূসর সোজাসুজি বলে দিলো,

” যবে থেকে আপনার মেয়ে আমায় ভালোবাসে।”

আমজাদ হতচেতন হয়ে পিউয়ের দিক ফিরলেন।

ঘটনার আগামাথা না জানা প্রত্যেকেই তাই। এত গুলো

শশব্যস্ত, বিদ্যুৎ বেগী চাউনী দেখে পিউয়ের শরীর সম্ভ্রমে অবশ হয়ে গেল।

আমজাদ হা করবেন,এর আগেই ধূসর সদর্পে প্রশ্ন ছুড়ল,

" আমাকে ভালোবাসিস পিউ?"

পিউয়ের বক্ষস্থল ধ্বক করে ওঠে। নীচু হওয়া চক্ষুদ্বয়ে কোটর ভর্তি টলমলে জল নিয়ে মুখ তুলল সে। চোখাচোখি হলো দুজনের।

গভীর,কোমল,ব্যকুল দুটো চোখ, হৃদয় ভে*ঙে আনল সহসা। ভীষণ সাহসে নড়ে উঠল ছোট্ট খাট্টো দেহ। সবার সম্মুখে,নিম্নাষ্ঠ চে*পে,মাথা নামিয়ে ওপর নীচ ঝাঁকাল পিউ।

হ্যাঁ বাসে। বাসেইতো,নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে।

জবাব পেয়ে ধূসর চোখ বুজে নেয়। প্রসস্থ বুক ওঠানামা করে। যেন ধরে রাখা নিঃশ্বাসটুকু এতক্ষণে ছাড়ল ।

মিনা চমকে মুখ চেপে ধরলেন। অবাক লোঁচনে চাইলেন রুবায়দার দিকে। ভদ্রমহিলা ঢোক গি*লছেন। বারবার দেখছেন নিঃসহায়ের মতন বসে থাকা স্বামীকে।

আমজাদ তখনও স্তম্ভিত। হুশ ফিরল ধূসরের কণ্ঠে,

" পেয়েছেন উত্তর? "

তিনি চোয়াল শক্ত করলেন ওমনি। হনহন করে এগিয়ে এলেন মেয়ের

দিক। ছ্যাত করে উঠল পিউয়ের বক্ষস্থল। গতবার বোনের হয়ে কথা বলায় এক প্রকান্ড চড়* খেয়েছিল,এবার তো বাবা মেরেই ফেলবেন ওকে। সে পালানোর জন্যে কোনও রকম দাঁড়াতেও পারল না, আমজাদ শা বেগে এসেই কনুই চে*পে ধরলেন ওর। ধমকে বললেন,

” এই বেয়াদব মেয়ে,কোন্ সাহসে এসব উচ্চারণ করো তুমি? ভদ্রতা-সভ্যতা সব ওর সাথে মিশে খেয়ে ফেলেছো? ভালোবাসার কী বোঝো তুমি? বয়স কত তোমার?”এমন বজ্রকণ্ঠ,আর বাবার ক্রু*দ্ধ চাউনীতে পিউ ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁ*দে ফেলল। চোখের দিক তাকানোর সাহস কূলালোনা। নাকটা ফুলে উঠল

কান্নার দমকে। ভেজা স্বরে আস্তে করে বলল,
” আমি,মিথ্যে বলিনি আব্বু... আমি সত্যিই ওনাকে...”
আমজাদ সিকদার থরথর করলেন উস্মায়। ক্ষিপ্রবেগে হাত ওঠালেন মার*তে। অথচ
এবারেও বাধ সাধল ধূসর। তৎপর পিউকে টেনে আনলো নিজের নিকট। সবার সামনে ওকে বুকের

মধ্যে আগলে ধরে চাচার চোখের দিক চাইল। যার প্রতিটি পরতে জেদ, নির্ভয়ের উজ্জ্বল এক ম্রিয়মাণ প্রভা।

বিঘ্ন ঘটায় আমজাদ ক্ষে*পে গেলেন আরও। আফতাবকে বললেন,

” আফতাব,দেখছো তোমার ছেলের স্পর্ধা?”

আফতাব কূল হারা নাবিক। কী করবেন,কী বলবেন, কাকে সামলাবেন নিজেই জানেন না।

তবে পুষ্প মুখ খুলল এবার। বিনয়ী কণ্ঠে বলল,

” আব্বু তুমি এত রে*গে যাচ্ছো কেন? ভাইয়া আর পিউ দুজনকে ভালোবাসলে এতে তো খারাপ কিছু নেই। যখন আমার আর সাদিফ ভাইয়ের বিয়ের কথা উঠেছিল

তখনতো তোমরা এক পায়ে রাজি হয়ে গিয়েছিলে। তাহলে এখন? এখন কী সমস্যা?”সাদিফ ও মাথা দোলাল। সহমত সে। তবে মুখে টা-টু শব্দ করল না।

আমজাদ র*ক্তিম চোখে চাইলেন,

” সমস্যা আছে। আলবাত আছে। সাদিফ আর ও এক হলো?”

ধূসর চোখ সরু করে বলল, ” বেশ,বলুন তবে। পিউকে আমার হাতে তুলে দিলে কী সমস্যা?”

সব বুঝেও ছেলের নাটকে, আফতাব খেই হারালেন মেজাজের। টেনে টেনে বললেন,

” সমস্যা হলো তুমি তো খুব ভালো ছেলে তাইনা? তোমার মত শান্তশিষ্ট মানুষ কয়জন আছে এই তল্লাটে?

ওইজন্যেই তো ভাইজান মেয়ে দিতে এত ভাবছেন! ”

বাবার খোঁচানো কথার জবাব এলো তৎক্ষনাৎ,

” আমি যাই হই,যেমনই হই,পিউ আমাকে এভাবেই চায়। আর আমি এমন থেকেই ওকে ভালো রাখব।”

আমজাদ দুই ভ্রু উঁচিয়ে বললেন,” তাই? তা কীসের ভিত্তিতে বলছো এই কথা? কোন যুক্তিই বা দিচ্ছো?

তোমার আরেকটা পেশা যে রাজনীতি,সেটা ভুলে গিয়েছ? যেখানে মারা*মারি কা*টাকা*টি হয়,জীবনের কোনও ঠিক ঠিকানা থাকেনা, সেখানে কোন আক্কেলে আমি আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেব? ”

” জীবনের ঠিক আমাদের কারোর নেই। কোথাও নেই। মরলে অফিসের এসি কেবিনে বসেও মর*তে পারি। এই যুক্তি আপনাকে

পুষ্প আর ইকবালের সময় আমি দিয়েছি। তাই নতুন করে কিচ্ছু বলতে চাইনা। আপনি আমার একটা কথা শুনে রাখুন বড় আব্বু...

থামল সে। পিউয়ের দিক তাকাল। ওর কাঁধে রাখা হাতটা আরেকটু সুদৃঢ় করে মিশিয়ে ধরল বক্ষে। প্রচন্ড অধিকারবোধ মিশিয়ে দাপুটে কণ্ঠে বলল,

” পিউ আমার। আমারই থাকবে। আপনার কেন,আল্লাহ না চাইলে কারোর সাধ্য নেই ধূসরের থেকে তার ভালোবাসাকে কে*ড়ে নেওয়ার।”ইকবাল হাত তালি দিতে গিয়েও থেমে গেল। মাথা নাঁচিয়ে বিড়বিড় করল, ” সাবাশ ব্যাটা!”

পিউ বিমূঢ় নয়নে ধূসরের দিকে চায়। এই প্রথম, এই প্রথম ভালোবাসা শব্দটি ওই মুখে শুনল

সে। এক মুহুর্তের জন্য মস্তিষ্ক থমকে দাঁড়াল। প্রখর,প্রখর অনুভূতি কাম*ড়ে ধরল তনুমন। কালো বর্তমান রুদ্ধ করে, স্তব্ধ আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল এক নির্মল, বিশুদ্ধ দ্যুতি। হৃদয়পটের আনাচে-কানাচে দোল খেল কড়কড়ে, সজীব বসন্তের দোলনাটা। সব ভুলে চোখ জুড়ানো আলো নিয়ে মানুষটার নিরেট চিবুক দেখে গেল সে।

সাদিফ বিস্ময়াভিভূত! পলকও পড়ছেনা। ধূসরের এই আমূল সাহসিকতার ভারে তার মেরুদন্ডহীন স্বত্তাটা কেমন নড়েচড়ে বসল। নত মাথাটা তুলতে চাইল গতিতে । সবটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল,

‘ ভালোবাসলে নিজের মানুষ কে এইভাবে আকড়ে রাখতে হয় সাদিফ। জাহির করে বলার ক্ষমতা

থাকতে হয়। তুই তো সেটা পারিসনি । তাহলে কোন আশায়, কীসের আশায় কাউকে ভালোবেসে নিজের করার স্বপ্ন দেখেছিলি? ‘

সাদিফ মেঝের দিক চেয়ে হাসল। ভীষণ, সামান্য সুক্ষ্ম হাসি। দুপাশে মাথা নাড়ল তারপর । না,আজ সে শতভাগ নিশ্চিত,পিউ একদম সঠিক মানুষকে বেছে নিয়েছে ওর জীবনে। ভালোবাসা টিকিয়ে রাখার এতটা

আধিপত্য ওর কস্মিনকালেও কী হোতো? তবে আজ সে শিখল, হ্যাঁ ধূসরের থেকে শিখল। ভালোবাসলে বুকে সাহস রাখার নমুনা স্বচক্ষে দেখল। কৃতজ্ঞ রইল সে। খুব কৃতজ্ঞ।আমজাদ কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দেখে গেলেন ওদের। আনিস খুশখুশ করছেন। চেয়েও পারছেন না ভাইয়ের মুখের ওপর জবাব দিতে। ধূসর, পিউকে বিয়ে করলে

সব দিক থেকেই তো ভালো। তাহলে ভাইজান এমন করছেন কেন? রাজনীতি কি আর কেউ করেনা?

মিনা হাঁস-ফাঁস করছেন। অথচ একটুখানি সুযোগ মিলছেনা কিছু বলার।

স্বামী নামক এই লোকটা কে মাঝেমধ্যেই তিনি বুঝে উঠতে

পারেননি। এই যে,আজকেও পারছেন না।
সেদিন সম্মেলন থেকে বাড়ি ফিরে কত প্রসংশা করলেন রাজনীতির। ধূসরের প্রসংশা তো আড়ালে প্রতি প্রহর করে। তাহলে সেই ছেলের হাতে মেয়েকে দিলে সমস্যাটা কোথায়? ওর মত এতটা আগলে কে রাখবে তার এই বাঁদড় মেয়েকে? দুটোকে পাশাপাশি কী সুন্দর

লাগছেনা? মিনার চোখ মুঁদে আসে মুগ্ধতায়। পরপর হতাশ শ্বাস ফেললেন। আমজাদকে কীভাবে বোঝাবেন এখন? বোঝালেও শুনবেন না। ওনার মতে, সে একাই বুদ্ধিমান এই দেশে।

ইকবাল একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। মিনমিন করে বলল,” ইয়ে আঙ্কেল, বলছিলাম যে,আমি একটা কথা বলব?”

আমজাদ চুপ। না অনুমতি দিলেন,না নিষেধ করলেন। ইকবাল নিজেই বলল,

” পিউকে ধূসরের সাথে বিয়ে দিলে লাভ ছাড়া কিন্তু লস আমি দেখছিনা। না মানে, পুষ্পকে নিয়ে যাওয়ার সময় আপনারা এত কাঁদছিলেন! আন্টি জ্ঞান হারালেন,আপনি ভে*ঙে পরলেন। পিউ-ধূসরের বিয়েতে কিন্তু এরকম কিচ্ছু হওয়ার কোনো চান্স

নেই। কারণ পিউ তো এই বাসাতেই থাকবে। এমনকি আপনারা নাতি-নাত্নী নিয়ে একসাথে থাকতে পারবেন। বেয়াই বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার ভেজাল নেই,টাকাও বেচে যাবে। বরযাত্রী থাকবেনা। গাদা গাদা লোকদের খাওয়াতে হবেনা। এক্সট্রা অতিথির কোনও প্যারাই নেই । সব দিক থেকেই কিন্তু বিষয়টা ভালো

হচ্ছে। কী বলো মাই লা... ইয়ে পুষ্প...?”

পুষ্প মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ” হ্যাঁ তাইত।”

রুবায়দা গুটিগুটি পায়ে এসে আফতাবের পাশে দাঁড়ালেন। সবার কান এড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,” তুমি চুপ করে আছো কেন? ”

তিনি স্ত্রীর দিক চাইলেন। ভ্রু কুঁচকে বললেন,

" তো কী করতে বলছো?"

" কী করবে মানে? ধূসরের কথা শুনছো না? ও যখন ঠিক করেছে পিউকে বিয়ে করবে,তখন করবেই। তুমি একটু ভাইজানকে বোঝাও না!"

" মাথা গেছে তোমার? আমি পারব না। "

" তাহলে আমি বলি?"

আফতাব চোখ রাঙালেন ” না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।”

আমজাদ মোটা কণ্ঠে শুধালেন,

” এটাই তোমার শেষ কথা?”

বিলম্বহীন জবাব, ” হ্যাঁ। ”” যদি আমি না মানি? কী করবে? পালিয়ে বিয়ে করবে? ওউ,পুষ্পর বিয়ের সময় আমাকে হুমকি দিয়েছিলে না? কাজী অফিসে নিয়ে বিয়ে দেওয়ার?

সেটাই প্রয়োগ করবে এখন, এইত?”

ধূসর একপেশে হাসল। ঠান্ডা গলায় বলল,

“না। সিকদার ধূসর মাহতাব কাপুরষ নয়। বিয়ে করলে লুকিয়ে নয় সবার সামনেই করব। ”

আমজাদ তাজ্জব বনে বললেন,

” তোমাদের সম্পর্ক নিয়ে, আমার অমত আছে জেনেও?”

ধূসর সাফ সাফ জবাব দেয়,” হ্যাঁ। যদি পিউ আমায় না চাইতো,আমি কোনও দিন টু শব্দও করতাম না। কিন্তু যেখানে ও আমায় চায়, আর আমি ওকে, সেখানে আমিতো নড়বনা বড় আব্বু। আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় এমনিতেই হয়না। যেখানে বন্ধু আর বোনের ব্যাপারে আমি এগ্রেসিভ,সেখানে নিজের ভালোবাসা

পেতে কতদূর যেতে পারি,আপনার ধারণাও নেই।”

আমজাদ হাসলেন,বিদ্রুপের বক্র হাসি। বললেন,

” পিউয়ের ব্রেইন যে তুমি কতটা সুন্দর ভাবে ওয়াশ করেছ আমি বুঝতে পারছি। বেশ! তুমি যখন,তোমরা যখন এতটা ভেবে ফেলেছো নিজেদের নিয়ে,তাহলে

আমিও আমার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেই?”

সবার হৃদস্পন্দন দুরুদুরু কম্পনে থিতিয়ে এলো। পিউয়ের শীর্ন বুক কাঁ*পছে।

দুশ্চিন্তায় মাথা চুবিয়ে ভাবছে,

” আব্বু আবার ত্যাজ্য করে দেবেন না তো আমাকে?”

আফতাব ভীরু কণ্ঠে শুধালেন, ” কী সিদ্ধান্ত ভাইজান?”

আমজাদ কঠিন কণ্ঠে বললেন,” যেভাবে এই পরিবার এত বছর ধরে আমি স্বযত্নে জুড়ে রেখেছিলাম, আজ সময় এসেছে সেটা ভা*ঙার।”

সকলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে এলো। আৎকে উঠল একরকম। ধূসর স্তব্ধ হয়ে বলল,

” আমাদের জন্যে পরিবার কেন ভাঙবে?”

আমজাদ হাত উঁচিয়ে বললেন, ” তোমার সাথে কথা বলছিনা আমি।” পরপর সোজা আফতাবের দিক চাইলেন তিনি।

বললেন,” তাহলে কথাটা সবার সামনেই বলছি আফতাব?”

এরপর কণ্ঠ খানিক উঁচু করে বললেন,

” তোমাকে বেয়াই বানাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।”

আফতাব হেসে ফেললেন। বাচ্চাদের মতন ফিকফিকে,ঝরঝরে হাসিটা দাঁতের ফাঁক গলে উঁকি দিলো। তাল মেলালেন আমজাদ। সময়ে সময়ে হুহা করে হাসিতে মেতে উঠলেন দুই ভাই। অথচ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল বাকীরা। ধূসরের কপালে ভাঁজ পড়ল । ঘটনা মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে সবার। একেকজন শুধু বিভ্রান্ত নজরে অপরজনকে দেখছে।

হাসতে হাসতে আমজাদ,আফতাব দুজনের দিক এগিয়ে গেলেন। কোলাকুলিটাও চট করে সেড়ে ফেললেন । আফতাব হৃষ্ট চিত্তে বললেন,” কী ভাইজান? বলেছিলাম না?”

” বললেই মানব কেন? প্রমাণ নেবনা?”

সকলে তখনও বোকার মত মুখ দেখাদেখি করছে। দুজনের হঠাৎ,

বিশেষ করে আমজাদ সিকদারের আকস্মিক এই আমূল পরিবর্তন সবটা গুলিয়ে দিচ্ছে তাদের।

মিনা বেগম কিচ্ছু বুঝতে না পেরে টুপটাপ পাতা ফেলছেন চোখের।

সুমনা জিজ্ঞেস করেই বসলেন,

" ভাইজান! মানে কী এসবের, ইয়ে আমাদের একটু বোঝাবেন?"

শেষ গুটি চেক-মেট দিতেই আমজাদ 'চ' সূচক শব্দ করে বললেন,

‘ এই যা! জিতে গেলে? ‘

আফতাব ঠোঁট উলটে বললেন, ‘ আপনি ইচ্ছে করে হেরেছেন ভাইজান। ‘

আমজাদ হেসে উঠলেন। সমাপ্তি খেলার কোর্ট গোছাতে গোছাতে বললেন,‘ এমন কেন মনে হলো তোমার?’

‘ আমি জানিনা। কিন্তু এই দান আপনার জেতার কথা। ‘

‘ হুম্মম্মম! চিন্তার বিষয়। এই যে আমি হারলাম,আর তুমি জিতলে এর একটা কারণ আছে জানো?’

আফতাবের এত ভণিতা একটুও ভালো লাগছেনা এখন। মাথার মধ্যে চিন্তা,উত্তেজনা দপদপ করলে ভালো লাগে কারো?

সে নরম,তবে অধৈর্য কণ্ঠে বলল,

‘ ভাইজান,ভাইজান আমি একটা জরুরি কথা বলতে এলাম, আর আপনি সেই তখন থেকে....’

আমজাদ এবারেও হাসলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন,

‘ জানি তো কী বলবে...’

আফতাব দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন। তার ভাইজানের ধারণাও নেই সে কী বলতে চাইছে! থাকলে এমন হাসতে

পারত না নিশ্চয়ই! আন্দাজে কী ঢিল মা*রছে,কোথায় মা*রছে কে জানে! আমজাদ হঠাৎ হাসি থামালেন। গুরুতর মুখভঙ্গি তে চাইলেন ভাইয়ের দিক। তার নিরাশ,মলিন চেহারা দেখে ভ্রু গুটিয়ে শুধালেন,‘ বেয়াই হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ,তাইত?’

বৈদ্যুতিক শক লাগলে যেমন ঝটকা খায় মানুষ, ঠিক তেমন ঝাঁকুনি দিয়ে

তাকালেন আফতাব। তার গোল গোল চোখ আরো গোলাকার হয়ে আসে। ঠোঁট দুটো ভাগ হয়ে চলে যায়, সমুদ্রের এপাড়-ওপাড়। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

" আপনি কী করে জানলেন?"

" সেসব পরের কথা, কিন্তু আমি যদি বলি..."

আফতাব পুরোটা শোনার ধৈর্য পেলেন না। ভী*তু বুক আরও

শ*ঙ্কিত হলো ভাইয়ের কিন্তু শুনেই। ধরফর করে ওনার হাঁটু আকড়ে বললেন,” ভাইজান, ভাইজান দোহাই আপনার, অমত করবেন না। আমার ছেলের মেজাজ বেশি, মাথাটাও গরম, কিন্তু ওর মনটা ভালো। যাকে ভালোবাসে ভেতর থেকে বাসে। পিউকে ও খারাপ রাখবেনা। আপনি, আপনি না বললে আমি ম*রে যাব

ভাইজান। আমার ছেলের খুশি শেষ হয়ে যাবে....’

আফতাবের চোখ চিকচিক করছে। এক্ষুণি অশ্রু নামল বলে। অথচ আমজাদ বিদ্বিষ্ট হয়ে বললেন,

” আহ! বাচ্চাদের মতো করছো কেন আফতাব? আমি কখন বললাম আমার মত নেই?”

আফতাব আশাহ*ত ভঙ্গিতে মাথা নোয়াতে গিয়েও রকেট বেগে

চাইলেন। কণ্ঠে অবিশ্বাস এনে বললেন, ” আপনার মত আছে?””

আছে। ”

আফতাব কিছুসময় চেয়েই রইলেন ভাইয়ের দিক। এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

” আমায় একটা চিমটি কা*টবেন ভাইজান?”

” কেন?”

” স্বপ্ন দেখছি, না সত্যি,নিশ্চিত হতাম।”

আমজাদ হাসলেন। ভাইয়ের মাথায় চাটি বসিয়ে বললেন,

” তুমি আর বড় হলে না!”

আফতাব বুক ভরে শ্বাস ফেললেন। পরপর মুখ কালো করে বললেন,” আমি আরো কত চিন্তায় ছিলাম এতদিন! ভেবেছি আপনি মানবেন না ওদের সম্পর্ক। খুব ভ*য় লাগছিল

আমার। আজ কত দোটানা ঝেড়ে ঝুড়ে সাহস করে এসেছি,আপনি জানেন না।!”

” আসতে তো হোতোই। তুমি ছেলেপক্ষ। প্রস্তাব তো আগে তুমিই দেবে। সত্যি বলতে,আমি আগে হলে দশবার ভাবতাম, কিন্তু ইদানীং এক অন্য রকম পৃথিবী আমার সামনে এসেছে জানো? সেদিন সম্মেলনে গিয়ে বুঝেছি,রাজনীতি দিয়েও

মানুষের ভালো করা যায়। উপকার করা যায়। সব কাজেই দরকার নিষ্ঠা,সততা। যা আমাদের ধূসরের আছে আফতাব।”

আফতাব মাথা দোলালেন। তার চঞ্চু ভরা হাসির স্রোত। আমজাদ বললেন,

” এত সহজে মেয়ে দিচ্ছি বলে ভেবোনা এমনি এমনি দেব। তোমার ছেলেকে নাকানি-চুবানী খাওয়ানোর

একটা সুযোগ পেয়েছি। আগে খাওয়াব,তারপর। ”আফতাব সতর্ক চোখে চাইলেন ” কী করবেন ভাইজান?”

আমজাদ রহস্য হাসলেন। হাসিতেই ঝরে পড়ল উত্তর।

সবাই হা করে তাদের দিক তাকিয়ে। ঘটনা শুনে মাথা ঘুরছে ওদের। দুই ভাইয়ের এই আঙুলে তুলে সবাইকে নাঁচানোর দক্ষতায়

প্রত্যেকে বিমূর্ত। ধূসর রীতিমতো বিস্ময়ে হাবু*ডুবু খেয়ে বলল,

” এর মানে আপনি জানতেন আমাদের কথা? ”

আমজাদ ফিরলেন ওর দিকে।

” অবশ্যই। আমার নাকের ডগা দিয়ে আমার মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবছো,আমি জানব না?”

পুষ্প শুধাল, ” তার মানে পাত্রপক্ষ টক্ষ সব বানানো?”

" হ্যাঁ। "ধূসরের চোখ তখনও ছোট ছোট হয়ে আছে। আমজাদ এগিয়ে এলেন। পিউ ততক্ষণে সরে দাঁড়িয়েছে ওর থেকে। তিনি কাঁধে হাত রাখলেন ধূসরের। স্মিত হেসে বললেন,

" দেখতে চাইছিলাম,আমার মেয়ের জন্যে কতটা কী লড়তে পারো! আমি সব সময় চেয়েছি,আমার মেয়েদের জীবনে এমন কেউ আসুক,যে

পৃথিবীর বিপরীতে গিয়ে হলেও ওর হাত ছাড়বেনা। যার কাছে আমার মেয়ে আমার পর,সব চাইতে নিরাপদ অনুভব করবে। আর খোদার অশেষ রহমতে, আমি তা পেয়েছি। আজ বলতে কোনও দ্বিধা নেই,আমার দুই মেয়েই জহরত বেছে নিয়েছে। হয়ত আমি নিজেও এত নিখাদ হীরে ওদের জন্যে আনতে পারতাম না। ”

ইকবাল চোখ কপালে তুলে ভাবল,
" হিটলার শ্বশুর আমার প্রসংশা করল? মাই গড!"
আমজাদ বললেন," তুমি রাজনীতি করো আমি শুরু থেকে চাইনি। বকেছি,মে*রেওছি। চারপাশের অবস্থা দেখেই তোমার ভালোর জন্যে চাইনি সেসব। কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম এখন,সৎ থাকলে যে কোনও পেশা সুন্দর ধূসর। যেটা

তুমি আমাকে বুঝিয়েছ। তাই অনুরোধ করব, সারাজীবন এরকম থেকো। কোনও কুৎসিত,নোংরা কাদাপানি ছিটতে দিওনা নিজের শরীরে। ”

মিনা বেগম নাক ফুলিয়ে বললেন,
” আপনি , আপনি তার মানে এতক্ষণ নাটক করছিলেন আমাদের সাথে? মজা দেখছিলেন আমরা কে কী করি সে নিয়ে?”

আমজাদ নির্দ্বিধায় স্বীকারোক্তি দিলেন,

” তোমরা যে এমন করবে আমার জানা ছিল। আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম ধূসর কী করে! আফতাব বলছিল,ছেলে মানবেনা,শুনবেনা। আমি তাও একটু যাচাই করলাম আর কী!তারপর মন খা*রাপ করে বললেন,

” কিন্তু আজও তোমাকে নাকানি-চুবানী খাওয়ানোর ইচ্ছেটা আমার পূরণ হলো না ধূসর। তা তোমার বাপ যেই ভীতু,তুমি এত সাহস কোথায় পেলে বলো তো!”

আফতাব মুখ গোমড়া করে বললেন ” ভাইজান!”

ধূসর হেসে ফেলল এবার। শুভ্র দাঁত কপাটি মেলে এক স্বচ্ছ, পবিত্র হাসি ঠোঁট গহ্বরের মাঝ থেকে উঠে

এলো আজ। প্রবল বেগে আমজাদকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে। ভদ্রলোক খানিক চমকালেন। মুচকি হাসলেন পরপর। ধূসরের এতক্ষণের শক্তপোক্ত, ভারী স্বর বিনম্র হলো। বলল,

" আমি আপনার সাথে অনেক বেয়াদবি করেছি বড় আব্বু! তার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু সেসব..."

আমজাদ পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,” ব্যাস! ব্যাস! বলতে হবেনা। সেসব কারো না কারো ভালোর জন্যে,আমি জানি, বুঝি। ভরসা করি তোমায়।”

পিউ চোখ মুছল ব্যস্ত হাতে। এতক্ষণ এসব মজা ছিল শুনতেই সব চিন্তা শেষ। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা মেয়ের এখন কপোল পূর্ন হাসিতে।

পুষ্প হেসে, চঞ্চল পায়ে এসে আগলে দাঁড়াল ওকে।

ধূসর সরে এলো। হঠাৎ-ই এক অনুচিন্তন ঝাঁপিয়ে উঠল, শাণিত মস্তকের আশ-পাশে। তক্ষুণি হাসিটা মুছে গেল। আগের মত গুছিয়ে এলো ললাট। পেছনে পুষ্পর হস্তযুগলের মধ্যিখানে দাঁড়ানো, উজ্জ্বল মুখস্রীর পিউকে দেখল একবার। তারপর বাবাকে।

ফের আমজাদের দিক চেয়ে, ঝট করে বলল,
” আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পিউকে বিয়ে করতে চাই।”আরেকবার এক ক্ষুদ্র বাঁজ পরার শব্দ হয়। বসার ঘরে, সদ্য ফোটা আলোর লহরীটুকু কমে যায়। বিস্ময়ের তোপে তাজ্জব বনে তাকাল সবাই। তালিকা থেকে পুষ্প আর ইকবালটাও বাদ পড়েনি।

এমনকি পিউ নিজেই হাসি থামিয়ে স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইল।

আমজাদ বুঝতে না পেরে বললেন,

” এত তাড়াতাড়ি? কেন? আমিতো মেনে নিলাম। তাহলে... ”

ধূসর মুখের ওপর বলল,

” তাহলেও আমি আপনাদের বিশ্বাস করিনা। ”

আমজাদ তব্দা খেলেন। আফতাব বললেন,

” বিশ্বাস করো না মানে?”
ধূসর ছটফটে কণ্ঠে বলল,” মানে,আপনারা দুই ভাই, আপনাদের ওপর আমার ভরসা নেই। যে কোনও সময় এইভাবে মত পালটে ফেলতে পারেন। দেখা গেল, হঠাৎ বলে বসলেন,পিউকে আমায় দেবেন না। বা কোনও কিছুর জেরে বদলে নিলেন সিদ্ধান্ত,তখন? আমি রিস্ক

নেব না। তাই এই সপ্তাহের মধ্যেই পিউকে বিয়ে করতে চাই। ”

আমজাদ, আফতাব মারবেল চোখে একে অন্যকে দেখলেন। তাদের মুখের ওপর বলছে তাদের ভরসা করেনা?

মিনা মোক্ষম সুযোগ লুফে নিলেন। সুর মিলিয়ে বললেন,

” হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। যেভাবে আমাদের সবাইকে এতক্ষণ চিন্তায়

মা*রছিল! এই দুই ভাইকে আর এক ফোঁটাও বিশ্বাস করা যায়না।”

আফতাব বললেন, ” ভাবি,আমরা তো মজা করছিলাম।”

” ক্ষমা দাও ভাই। এই মজা আর বেশিক্ষণ চললে কারোর না কারোর হার্ট অ্যা*টাক হোতো। আমার হোতো সবার আগে।”আমজাদ বললেন,

" তাই বলে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে? এইত সবে পুষ্পর বিয়ে হলো। আর পিউতো ছোট, তোমরাই না বলছিলে এতক্ষণ? "

" পিউ ছোট -বড় যাই হোক,বউতো আমার হবে। আগে হলে সমস্যা কোথায়?"

লজ্জায় চিবুক গলায় গিয়ে ঠেকেছে পিউয়ের। এই যে বারবার সবার সামনে, জোর গলায় বউ বউ করছে

কুণ্ঠায় কান দিয়ে ধোঁয়া ছুটছে তার। অথচ সে মানুষের লজ্জা আছে? কী নির্লজ্জ!

আফতাব বললেন,

" কিন্তু... এত দ্রুত এত আয়োজন কীভাবে সম্ভব! আর তিন দিন আগে একটা বিয়ে শেষ হলো,এখন আবার বিয়ে? লোকে কী বলবে?"

" এখানে লোকের কথা আসছে কেন? আমাদের ব্যাপার, আমরা

বুঝে নেব। আর এত আয়োজন করতে কে বলেছে? শুধু কাবিন হলেই তো হচ্ছে।”

জবা বললেন,” ভাইজান, না মানে বলছিলাম মেয়ে উঠিয়ে দেওয়ার তো কোনও ব্যাপার নেই এখানে। সব যখন ঠিকঠাক, বিষয় টা কিন্তু মন্দ হয়না।”

সুমনা বললেন, ” আমারও তাই মনে হয়।”

আমজাদ অবাক হয়ে বললেন, ” মানে? তোমরা সবাই রাজী?”

ধূসর সোজা পিউয়ের দিক চাইল। এতেই ধড়াস করে উঠল ওর ক্ষুদ্র বুক। এই লোক এমন ভাবে তাকায়! প্রাণ গলার কাছে এসে ঝুলে থাকে। সে শুধাল,

” তোর কোনও আপত্তি আছে?”

ইকবাল বিড়বিড় করে বলল,” বিয়ের জন্যে মত নিচ্ছে না

ধমকাচ্ছে? গলার স্বর একটু নরম করবে তা না... কিচ্ছু শিখলোনা আমার থেকে।"

পিউ আই-ঢাই করল। জ্বিভে ঠোঁট ভেজাল অস্বস্তিতে। এত গুরুজনের সামনে সে ছোট মানুষ কী বলবে? হ্যাঁ আমি রাজী, বিয়ে করব? ছি! লজ্জা শরমের একটা বিষয় আছে না, না কী! সে কি ধূসর ভাইয়ের মত অত বেহায়া !

কিন্তু বিয়ের জন্যে যে এখনই মনের ভেতর সাজান সাজান গান বাজছে! গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে,
" আমি বিয়ে করব। পারলে এক্ষুণি ধূসর ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে পড়িয়ে দাও।"
কিন্তু মন চাইলেই কি সব সম্ভব? পিউ নিরুপায় হয়ে,পায়ের পাতার ওপর চোখ নামিয়ে নিলো।

ইকবাল লাফিয়ে উঠে বলল, ” এইত পিউ হ্যাঁ বলেছে। নিরবতা সম্মতির লক্ষণ না? পিউপিউ চুপ, মানে ও রাজি।”

আমজাদ এবার সত্যি সত্যি রে*গে গেলেন। লম্বা পায়ে গিয়েই ধপ করে বসে পরলেন সোফায়। গজগজ করে বললেন,” যা তা একটা সিদ্ধান্ত নেবে,আর সবাই মিলে লাফাবে এর

পেছনে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হয় কারো?”

পুষ্প বলল, ” এইবার হবে আব্বু। আমার ভাইয়া ইউনিক না? তার বিয়েতে সব ইউনিক হবে। তুমি এত ভেবোনা। শুধু খুব কাছের লোকদের দাওয়াত দিয়ে এসো। বাকি সব আমরা সামলে নেব।”

জবা বললেন ” তুই কী করে সামলাবি? তুই না অসুস্থ?”

” বোনের বিয়ের খুশিতে এখন সুস্থ। আনন্দ ডাবল না?”

জবার তৎক্ষনাৎ মনে পড়ল ধূসরের সেই কথা। ”ছেলে-মেয়ের বিয়ে, এভ্রিথিং স্যুড বি ডাবল।’

মাথা নেড়ে ভাবলেন,” এইজনেই ছেলেটা ওসব বলেছিল? ওরে প্যাঁচানো কথা রে বাবা! ক্লু তো ঠিকই দিয়েছিল,আমরাই না বুঝিনি।

”

আফতাব বলার মত কিছু পেলেন না। বিফল ভঙ্গিতে এসে ভাইয়ের পাশে বসে গেলেন তিনিও।

মিনা প্রফুল্ল স্বরে বললেন,

” তাহলে একটা ভালো দিন ঠিক করি এ সপ্তাহে? ও মেজো, তুইত কিছু বললি না,আমার মেয়েকে ছেলের বউ বানাতে আপত্তি -টাপত্তি নেইতো?”

ভদ্রমহিলা বিস্ময়কর চাউনীতে তাকালেন। অভিমানী কণ্ঠে বললেন, " এ কী কথা আপা? এটা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে পারলে? এই চিনলে এতদিনে?"

রুবায়দা ঠোঁট উল্টাতেই মিনা এগিয়ে এলেন কাছে। গলা জড়িয়ে বললেন,

” আরে আরে হয়েছে! মজা করলাম একটু। তা কী কী যৌতুক নিবি লিস্ট বানাবি না? ”

আফতাব হা করে বললেন,

” ভাবি,কী সব হাবিজাবি মজা করছেন বলুন তো!”

আনিস আক্ষেপ করে বললেন,

” ইশ,আমার যদি একটা মেয়ে থাকতো,তাহলে আমিও এরকম ভাইজানের ছেলেদের সাথে বিয়ে

দিতে পারতাম। ধুর!”” কেন ভাই? এখনও সময় আছে,একটা মেয়ের বাবা হও,সিরিয়ালে আমার রাদিফ থাকবে তখন। পছন্দ হলে সমন্ধ এগোতে পারবে।”

আনিস হেসে উঠলেন জবার কথায়। সুমনা সতর্ক কণ্ঠে বললেন,

” আপা সামনে তো শুক্রবার। ওই দিনটা ভালো হবেনা?”

ইকবাল ছুটে গিয়ে ধূসরকে জড়িয়ে ধরল। বাহু ঝাঁকিয়ে বলল, ” বন্ধু কংগ্রাচুলেশনস! সমন্ধি থেকে এবার ভায়েরা ভাই হচ্ছি।”

ধূসর হাসল।

রুবায়দা মৃদূ আর্তনাদ করে বললেন, ” এ বাবা! শুক্রবার তো বেশি দেরীও নেই। বিয়ের জন্যে কেনাকাটা করতে হবে।”

” হ্যাঁ হ্যাঁ, রান্না শেষ করে আজই যাই চল।”

আমজাদ, আফতাব দুজন দুজনকে দেখে নীচের দিক চেয়ে মাথা নাড়লেন। এই নারী সমাজে তারা পরাজিত সৈনিক।

সাদিফ চঞ্চল কদমে ঘরের দিক ছুটল। খুশির খবর শুনেই বিশেষ একজনকে মনে পড়ছে তার ।

রাদিফ,রিক্ত বল হাতে নেমে এসেছে ওপর থেকে। বিয়ের কথাবার্তা শুনেই ছেলেটা তীব্র কৌতুহল নিয়ে শুধাল,

" কার বিয়ে হবে?"জবা উত্তর দিলেন, " তোর প্রিয় পিউপুর।"

রিক্ত খরগোশের মত লাফিয়ে, হাত তালি দিয়ে বলল,

" কী মজা পিপুর বিয়ে,বিয়ে! "পিউয়ের ওষ্ঠযূগলে হাসির বাণ।

তবে ওই হাসি চাঁদের লুকোনো জ্যোস্নার ন্যায়। সে চোরা,লাজুক নেত্রে একবার ধূসরের দিক তাকাল। অন্তঃপটে বিয়ের ঘন্টা টুং টুং করছে তার। আর হাতে গোনা কদিন,তারপরেই ধূসর ভাই স্বামী হবে ওর। অথচ তাকাতেই কুণ্ঠিত চাউনী পালটে গেল । ধূসর এদিকেই চেয়েছিল। সে চাইতেই,

ঠোঁট কা*মড়ে, চোখ রাঙাল। নিরবে বোঝাল,
" খবর আছে তোর! "এক ঝাঁক উত্তপ্ত রোদ জানলা গলে ঠিকড়ে পরছে ফ্লোরে। মারবেল মেঝের জৌলুশ দ্বিগুন বেড়েছে এতে। সাদিফ ছটফটে পায়ে ঘরে ঢুকল। কপালে সূক্ষ্ম ঘামের নহর। তেমন ছটফটিয়েই ফোন তুলল হাতে।

সেকেন্ডে ডায়াল হলো ‘ম্যালেরিয়া’ নামে সেভ করা নম্বরটি।

বুকের ভেতর উত্তেজনায় কেমন করছে ওর। ওষ্ঠপুটের চতুর্দিকে ঝলকে উঠছে প্রোজ্জ্বল হাসি। খবরটা শুনলে মারিয়া খুশি হবে! কিন্তু কতটা হবে সেটুকু জানেনা। হয়ত বসা থেকে লাফিয়ে উঠবে আনন্দে!

সাদিফ একা একা হাসল। ওই মুহুর্তে মারিয়ার উচ্ছ্বল, দীপ্ত মুখখানি ভেবে সেই হাসি দ্বিগুন হলো।

কানে গোঁজা ফোন তখন রিং হচ্ছে সমানে।কিন্তু অনেকক্ষন হলেও ধরল না মারিয়া। সাদিফ আবার ডায়াল করল। গুনে গুনে তিনবার কল দিলো সে। না,ধরছে না তো! কখনও তো এমন হয়নি। আজ অবধি মারিয়াকে তার একবারের বেশি কল

দিতে হয়েছে কী না সন্দেহ! মেয়েটাতো খুব দ্রুত রিসিভ করে সব সময়। আজ কী হল?

এবার হাসি কমে চিন্তা বিঁধল মনে। নেতিবাচক ভাবনা নাড়া দিল মস্তকে।

ফোন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাঝেই হঠাৎ স্ক্রিন জ্বলে উঠল। মারিয়া কল ব্যাক করেছে। এতক্ষণ অনুচিন্তনে ছেঁয়ে যাওয়া মুখমণ্ডল

ঝিলিক দিয়ে উঠল মুহুর্তেই। ধরফর করে রিসিভ করল সাদিফ। তেমন ব্যস্ত ভাবে বলল,

‘ কী ব্যাপার, ফোন ধরছিলেন না কেন?’

ভেসে এলো ঘুমুঘুমু স্বর,

‘ উম,ঘুমোচ্ছিলাম।’সাদিফের কপালের রেখা মুছে গেল ওমনি। একবার পূর্ন দৃষ্টিতে স্ক্রিনে দেখে নিলো। প্রশ্ন জাগল মনে, সব

মেয়েদের তন্দ্রাচ্ছন্ন আওয়াজ কি এত সুন্দর হয়? না কী মারিয়ারটাই সুন্দর? পিউয়ের নিদ্রিত কণ্ঠটাও এমন ভালো লাগতো ওর। তাহলে কী ধরে নেবে,মেয়েদের কণ্ঠ মানেই শ্রুতিমধুর?

পরমুহূর্তে আপত্তি জানাল সে। ভাবল, ‘ কই,কখনও পুষ্পর গলার স্বর এত ভালো লাগেনি। তাহলে?’

তার ধ্যান ভা*ঙে মারিয়ার জিজ্ঞাসায়। হালকা সেই স্বর,’ হঠাৎ সকাল সকাল স্মরণ? ‘

সাদিফ হাসল। বলল, ‘ বলছি। আগে শুনি,এত বেলা করে ঘুমোনোর কারণ কী? ছুটি উশুল করছেন?’

‘ না না, আসলে আমার এক্সাম রুটিন দিয়েছে। কাল রাত জেগে পড়েছি... ওইজন্যে আজ আর চোখ

খুলতে পারছিনা।“ ওহ। কবে শুরু?
‘

‘ এক তারিখ থেকে। আমি কাজের চাপে কিছুই পড়তে পারিনি। হাতে সময় এত কম,কী যে করব!’

‘ এত প্রেশার নেবেন না। যা হয়, হবে। বেশি চিন্তা করলে কিন্তু চোখের নীচে কালি পরে যাবে।’

মারিয়া শুয়ে থেকেই ভ্রু গোঁটাল।

‘ আমাকে নিয়ে দেখছি আপনার অনেক চিন্তা!’

সাদিফ বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলো না। উলটে সোজাসুজি জবাব দিল,

‘ কাছের মানুষকে নিয়ে চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক না?’

মারিয়া থমকায়। জানে,সাদিফ কথাটা এমনি বলেছে। যেমনটা সব সময় বলে বসে।

কিন্তু এইটুকু কথাই যে তার কাছে বিরাট কিছু। এই যে বক্ষে ওঠা তোলপাড়, এর ভার কে নেবে? উনি তো জানবেনও না,ফোনের এপাশে থাকা মেয়েটি প্রতিটা প্রহর বিভোর যার চেতনায়, তার সামান্য একটু ইঙ্গিত মস্তিষ্কের নিউরন কাঁ*পাতে সক্ষম।' ওসব ছাড়ুন,যে জন্যে ফোন করেছিলাম সেটা শুববেন না?'

মারিয়া ধাতস্থ হয়ে মিহি কণ্ঠে বলল,

‘ হ্যাঁ, বলুন।’

সাদিফ জানাল,

‘ আগামী শুক্রবার ধূসর ভাই আর পিউয়ের বিয়ে। আজকেই ঠিকঠাক হলো সব।’

উদ্ভাসিত তার কণ্ঠস্বর। আনন্দ ছটা চুইয়ে পরল প্রতিটি বাক্যে।অথচ চেহারার পরতে পরতে আমাবস্যা ঘনাল মারিয়ার। শত শত মাইল দূরে থেকেই, যেন পেয়ে গেল

সাদিফের মন খারাপের খোঁজ। পিউয়ের বিয়ে ঠিক হওয়া,সমস্ত দুনিয়ার নিকট আনন্দ সংবাদ হলেও,এই মানুষটির কাছে তা বিরহ। প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার বেদনা। এক তরফা ভালোবেসে বিফল হওয়ার ইঙ্গিত। মারিয়া জানে,বোঝে, সাদিফ যতই চেষ্টা করুক,যতই তাকে বোঝাক সে ভালো আছে, সব মেনে নিয়েছে,কিন্তু ভেতরের ক*ষ্টটা

কী অক্ষ*ত রয়ে যায়নি? তার হৃদয়পটের কোণ ঘেঁষে, বয়ে চলা হাহা*কারের প্রবাহ কি লাঘব হতে পেরেছে? এত সহজ বুঝি সব?

সাদিফের বিষণ্ণতা অনুভব করেই বুক দুমড়ে-মুচ*ড়ে ওঠে ওর। চোখ বুজলে কার্নিশে এসে ভিড় করে জল। সে নিজে যে পথের যাত্রী,যে দুঃখ নায়ের মাঝি,সেই একই ক*ষ্ট ভালোবাসার মানুষটা কেন পাবে?

স্নেহের পিউ আর শ্রদ্ধার ধূসর ভাইয়ের এক হওয়ার হৃষ্টতায় মারিয়া হাসতে পারল না। উলটে বিষিয়ে উঠল মন। না জানি সাদিফের কত খারাপ লাগছে এখন! চোখের সামনে ভালোবাসার মানুষের বিয়ে,সংসার! কী করে সহ্য করবেন উনি ?

মারিয়ার নিজের ভাগ্যের প্রতি শুকরিয়া হলো। ভাগ্যিশ সে দূরে

আছে। দূরে থাকবে। পিউ যতটা কাছাকাছি থাকে ওনার, অতটা কাছ থেকে বিচ্ছেদ সওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। যে পারে সে কী মানুষ? না কি ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ গুণের অধিকারী!মারিয়ার নিস্তব্ধতায় সাদিফ ভ্রু গোছায়। একবার সতর্ক ভাবে দেখে নেয় লাইন কে*টে গিয়েছে কী না! না,তাহলে মেয়েটা চুপ করে কেন? সে নিশ্চিত হতে বলল

‘ ম্যালেরিয়া! আপনি কী আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?’

মারিয়া বেদনার্ত ঢোক গিল*ল। কার্নিশে সদ্য জমা হীরকচূর্ণ আঙুলে মুছে চেষ্টা করল হাসার।

‘ হ্যাঁ শুনলাম তো। ভালো খবর!’

সাদিফ মুচকি হেসে বলল, ‘ ভালো খবর হলে আপনার গলার স্বর পাল্টাল কেন? কেন আপনি খুশি হতে পারেননি?’

মারিয়া বলতে গেল, ‘ককই,হয়েছি....’

সাদিফের হাসিটা এবার ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঝনঝন শব্দ তুলে বারি খেল মারিয়ার শ্রুতিপথের চারপাশে। এতেই বিষাদ টুকু প্রগাঢ় হলো মেয়েটার। গোটা আকাশ দলে-মথে কা*ন্না এসে দলা পাকাল গলায়।

সেই সময়,সাদিফ আচ্ছন্নের মত ডাকল, ‘ ম্যালেরিয়া!’

মারিয়া চেপে ধরে নীচের ঠোঁট। বুকের ভেতর কিছু একটা ভে*ঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়। ছোট করে, বোজা গলায় উত্তর দেয়, ‘ হু?’

‘ আপনি ভাবছেন,পিউয়ের বিয়ে হবে শুনে আমার ক*ষ্ট হচ্ছে?’

কিছুটা চমকালো সে। সাদিফের বুঝে নেওয়ার পারদর্শীতায় অবাক হলো।

সাদিফ নিজেই বলল,

‘ বিশ্বাস করবেন কী না জানিনা,আমার একটুও ক*ষ্ট হচ্ছেনা। আমি আগেও জানতাম,আজ তো আরো ভালো করে জানি,পিউয়ের জন্যে আমি নই, ভাইয়াই পার্ফেক্ট! আর এই সত্যি

জানার পরেও কেন খারাপ লাগবে বলুন?

তাছাড়া পিউ আমার বড় ভাবি হচ্ছে, তাকে মনের কিঞ্চিৎ জায়গায় রেখেও পাপ বাড়াতে চাইনা।

মারিয়া আ*হত স্বরে বলল, ‘ ওসব আপনি নিজেকে ভালো রাখতে বলছেন। আপনার ভেতরটা তো ঠিকই দগ্ধ হচ্ছে, তাইনা?’

সাদিফ অবাক হয়ে বলল,‘ কেন? আপনি কি বোকা? ভালোবাসলে তাকে পাওয়ার যে সুখ,ভালোবাসার মানুষ কে ভালো থাকতে দেখার সুখ তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি কেন সেই সুখটুকু মিস করব?

তারপর বুকে হাত রাখল সে। বলল, ‘ এই যে বুকে হাত রেখে বলছি,আমার একটুও খারাপ লাগছেনা। তাহলে অহেতুক কেন

কষ্ট পাচ্ছেন? কাঁদ*ছেন কেন আপনি? ‘

মারিয়া হতবিহ্বল হয়। সে তো শব্দ করে কাঁদেনি। উনি কী করে বুঝলেন তবে? মিথ্যে বলতে চাইল, ‘ কই,কাঁ*দব কেন?’বাধ সাধল সাদিফ। স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ এতদিনে এটুকু আপনাকে চিনেছি ম্যালেরিয়া। এখন আমার কাছে মিথ্যে বললে, ধরা পরার ঝুঁকি

আছে। আজকাল আপনার ভেতরটাও পড়তে পারছি যে।

মারিয়া একপেশে হাসল। উদাস মনে ভাবল,

‘ সত্যিই যদি আমার ভেতরটা পড়তে পারতেন,কবেই ভালোবেসে আপনার কাছে ধরা পরতাম সাদিফ। ‘

সাদিফ প্রসঙ্গ পালটে বলল,

‘ আচ্ছা সব কিছু ছাড়ুন তো এবার। বিয়ের মাত্র সাত দিন বাকী! বাড়ি থেকে যদিও বলা হবে,তাও আমি বলছি, আপনি কিন্তু আসবেন। ‘

মারিয়া চোখ মুছে বলল,‘ সেতো আসবই। ধূসর ভাইয়ার বিয়ে আমি না এসে পারি?’

‘ গুড! আমার একটা উপহার দিতে ইচ্ছে করছে ওদের। কী দেয়া যায় বলুন তো! ‘

সাদিফের উত্থাপনের কারণ মারিয়াকে সহজ করা। হলোও তাই। সে আগ্রহভরে জানতে চাইল,

‘ বর-কনে দুজনকেই দেবেন? না কী একজন?’

‘ অভিয়েস্লি দুজন। আই মিন কাপল আইটেম কিছু। ‘

‘ তাহলে শপে গিয়ে দেখলে ভালো হবে। ‘

সাদিফ থুত্নী ঘষে ভাবুক স্বরে বলল,

‘ শপে যাব? তাহলে বরং আপনিও আমার সাথে চলুন।’

মারিয়া বিস্মিত হয়ে বলে,’ আমি?’

‘ তা নয়ত কে? আমি এসব বুঝিনা। গতবার পিউয়ের জন্য আংটি নিয়েছিলাম,ভাগ্যিশ দেইনি। ওটা দেখলে প্রেম আরো হোতো না।’সাদিফ ঝরঝরে হাসল। মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আচ্ছা যাব।’

‘ আচ্ছা যাব কী? আজই যাব। ‘

সে চোখ বড় করে বলল ‘আজই?’

‘ ইয়াপ। আপনি ফ্রেশ হয়ে বের হন,আমি আসছি।’

বলেই ফট করে লাইন কেটে দিলো। মারিয়া হু-হা করার সুযোগ টুকুও পেলোনা।পিউ দরজা চাপালো কোমল হাতে। ঘন ঘন প্রঃশ্বাস বক্ষপটে বহাল তখনও। ঠোঁটের চারপাশের

মিষ্টি,ললিত হাসিটুকুন দীর্ঘ হলো হঠাৎ। কাঁ*পতে থাকা পাঁচটা আঙুল এসে ছুঁয়ে দিলো বুকের বা দিক। মানস্পটে হানা দিচ্ছে একটু আগের সকল জীবন্ত দৃশ্যগুলি।

পিউ আনমনা হয়। তিন বছর আগে,সেই প্রথম ধূসরের সাক্ষাৎ পাওয়ার দৃশ্যটুকু মনে পড়ে। একটা তামাটে চেহারা,বলিষ্ঠ শরীর,খাদহীন নেত্রযূগল আর শক্ত চিবুকের প্রেমে

পড়েছিল সে। ধীরে ধীরে সেই প্রেম প্রকট হলো। বুকের ভেতর ধুকপুক করতে থাকা হৃদযন্ত্র বার্তা দিলো, এটা প্রেম নয়,এ ভালোবাসা পিউ। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট,প্রতিটি ঘন্টা কাটত সে মানুষের অপেক্ষায়। তখনও কি ভেবেছিল,উনিও ভালোবাসবেন এভাবে? প্রতীক্ষার প্রকোপে, তাকে পাওয়ার ব্যস্ততায় নিরাশ মন যখন

শ্রান্ত হয়ে উঠছিল,ঠিক তখনই এক পশলা বর্ষা হয়ে নেমে এলেন ধূসর ভাই। সুর মেলালেন ওর প্রণয় গীতে। স্বচ্ছ স্বপ্নময়ী হয়ে ধরা দিলেন দু'হাতে।এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখলে ,সেই উপন্যাসের অদ্ভূত চরিত্রে জায়গা পাবেন ধূসর ভাই। পিউ আকুল হয়ে ভাবে,এতটা ভালোবেসেও কীভাবে চেপে রেখেছিলেন উনি? কীভাবে

তার চোখে-চোখ না রেখে থেকেছেন? চোখের সামনে ওকে দেখেও নির্লিপ্ত রয়েছিলেন? যেন ভালোবাসা কী জানেইনা। তীব্র ভালোবাসার দহন যেভাবে তাকে পুড়ি*য়েছিল,ওনাকে পো*ড়ায়নি? ধূসরের বলা প্রত্যেকটা কথা,প্রতিটা শব্দ মাথার ভেতর ঝমঝমিয়ে ওঠে ওর। বুকের মধ্যে ওকে আগলে নিয়ে,বাবার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা

করা সেই বানী মনে করে আড়ষ্ট হয় অনুভূতিতে।

‘ পিউ আমার। আমারই থাকবে। আপনার কেন,সৃষ্টি কর্তা না চাইলে কারোর সাধ্য নেই ধূসরের থেকে তার ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার।’

পিউ ভীষণ লম্বা শ্বাস নিলো। প্রশান্তির ঠান্ডা এক দমকা হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল শরীর।

ভাবাবেশে চোখ বুজে মাথা এলালো দরজার পৃষ্ঠে।

সহসা লাল হলো গালদুটো। আজ শুক্রবার। ঠিক সাত দিন পর এই দিনেই ওদের বিয়ে। তারপর, একটা সংসার,ছোট ছোট ছেলে মেয়ে!পিউ রাঙা হয়ে ওঠে কুণ্ঠায়। হেসে ফ্যালে ফিক করে। ভীষণ খুশিতে দুহাতে ওড়না তুলে চক্কর কা*টে পুরো কামড়ায়। যেন খোলা আকাশে

উড়তে না জানা ডানা মেলা পাখি।

তার দোলাচল হৃদয়ের সঙ্গে, ফ্যানের বাতাসে দুলে ওঠে ওড়না,কপালের অবহেলিত ছোট ছোট চুল।

সে থামল। চিত্তচাঞ্চিল্যে হাত পা নাঁচিয়ে গান ধরল,

‘ হামারি সাদি মে,আভি বাকী হ্যায় হাপ্তে চার।

চারশ বারাস লাগে,এ হাপ্তে ক্যায়সে হোঙ্গে পার?

নেহি কার সাখতা ম্যায়, অর ইক দিন ভি ইন্তেজার।
আজ হি প্যাহনা দে, তেরি গোরে বাহোকা হার।
ও সাজান হো.... ও বালাম হো......
”তার নাঁচ-গানের মধ্যেই বিকট শব্দে বেজে উঠল ফোন। পিউ থেমে,এগিয়ে যায়। স্ক্রিনে তানহা লেখা দেখে দ্রুত বিছানায় পা গুছিয়ে বসে। রিসিভ করে খুশির খবর

দেয়ার জন্য হা করল,আগেই তানহা হুতাশ করে বলল,

‘ ওরে পিউ,পিউ দেখেছিস কী হয়েছে?’

পিউ হা টুকু বুজে নেয়। কপাল কুঁচকে শুধায়,

‘ কী হয়েছে?’

তানহা বিস্মিত কণ্ঠে বলল,

‘ তুই এখনও দেখিসনি? ‘

‘ কী দেখব?’

‘ তাইতো বলি,তুই এত শান্ত কী করে! ধূসর ভাই কাল একটা ছবি আপলোড দিয়েছেন না টাইমলাইনে? সেখানে এক মেয়ে কী লিখেছে দ্যাখ। ‘পিউ আর কিছু শুনল না। প্রয়োজনবোধ করল না এক কথায়। এটুকুতেই তার ঈর্ষান্বিত মন ফোসফোস করে উঠল। ত্রস্ত লাইন কে*টে ঢুকল ফেসবুকে,তারপর ধূসরের আইডিতে।

গত রাতে ইকবাল সহ একটা ছবি পোস্ট করেছিল ধূসর। পিউ আগেই দেখেছে। লাভ রিয়াক্টও ভাসছে ওর। তানহার কথা মতো দ্রুত হাতে কমেন্ট দেখা শুরু করল সে। যেহেতু ধূসর এই জেলার ছাত্রলীগের সভাপতি, তার একটা পোস্টে অহরহ লাইক,কমেন্ট স্বাভাবিক। 'প্রিয় ভাই,প্রাণের ভাই' লিখে ভরিয়ে ফেলেছে একেকজন। মেয়েদের

কমেন্ট হাতে গোনা। পিউ ঘেটেঘুটে, অনেকক্ষন পর, থামল। এক মেয়ের কমেন্টে চোখ পৌঁছাল তার।

লিখেছে...‘ কালো শার্ট পড়ে আপনাকে আমার কল্পনার থেকেও সুন্দর লাগে! আপনি এত ড্যাশিং কেন বলুন তো? ছেলেদের এত হ্যান্ডসাম হতে নেই।’

পিউয়ের ব্রক্ষ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্ব*লে উঠল রাগে। এত বড়

সাহস এই মেয়ের? এত সাহস! তার ধূসর ভাইকে না কি কল্পনায় দ্যাখে? কে এই মেয়ে? পিউ তৎপর আইডিতে ঢুকল। লক করা বিধায় দেখা গেল না কিছু। ক্ষোভ ঝাড়তে চট করে অহেতুক রিপোর্ট দিলো সেখানে।

ধূসর ভাই কেন মেয়েটিকে কিছু বললেন না? কেন একটা কড়া ধ*মক দিলেন না? পান থেকে চুন

খসলে ওকে তো ঠিকই ধম*কায়,চোখ পাঁকায়।

তার গায়ের রক্ত ফুট*ছে। পরিষ্কার টের পাচ্ছে খাঁ খাঁ আগু*নে ঝলসে যাচ্ছে সব।

নাকটা ফুঁস*ছে তেজে। কী করলে রা*গ কমবে?এলোমেলো পাতা ফেলে, অগোছালো মস্তিষ্কে হুট করে এক ভাবনার উদয় ঘটল। যেই ভাবনা মারাত্মক পছন্দ হলো

পিউয়ের। কাজটা করলে আর কেউ ধূসর ভাইকে মেসেজ তো দূর,ধারেও ঘিষবেনা।

পিউয়ের মেজাজ তখন থমথমে । মাথায় কঠিন জেদ। মনের ভেতর অবুঝ বাচ্চামো। একান্ত মানুষটাকে পৃথিবী থেকে লুকিয়ে হৃদপিন্ডের নিষিদ্ধ কোনও অলিন্দে ঢুকিয়ে রাখার ইচ্ছে। সমস্ত রক্তকণাও তার জেদের সাথে তাল মেলাল।

ভাবনাচিন্তা ছাড়াই হুট করে ধূসরকে ট্যাগ করে
‘ Got engaged ‘ পোস্ট দিয়ে ফেলল সে। ক্যাপশনে আবার ‘আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে!’ লিখে দিয়েছে। পুরোটা করল দাঁত পি*ষে পি*ষে। বিড়বিড় করে বলল,’ এইবার সব মেয়েরা দেখবে আর জ্ব*লবে। লুচির মত ফুলবে।’

পিউয়ের মন শান্ত হয়। মেজাজটাও ক্ষান্ত। পৃথিবী জেতার মত আনন্দ হলো যেন। সব গোল্লায় যাক, মেয়েরা আর কমেন্ট করবেনা এতেই শান্তি।এক হাতে নাকে আঁচল চেপে আরেক হাতে মিনি ট্রে নিয়ে রুমে ঢুকল পুষ্প। ইকবাল তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সামনে থেকে ধোঁয়া ছুটছে সমানে। পুষ্প দেখেই খেকিয়ে উঠল,

‘ এই তুমি কী করছো?’

চমকে উঠল ইকবাল। জ্বিভ কে*টে, সদ্য জ্বা*লানো সিগারেটটা স্ত্রীর ভ*য়ে ফেলে দিলো নীচে। এপাশে ফিরল হাসি হাসি চেহারায়। মাথা নেড়ে বলল,

‘ কই কিছু না। ‘

পুষ্প নাক ফুলিয়ে বলল, ‘ তুমি সিগারেট খাচ্ছিলে না?’

ইকবাল আকাশ থেকে পরার ভাণ করে বলল,‘ আমি? না তো। কী যে বলো মাই লাভ,আমি কেন সিগারেট খাব? তুমি মানা করার পর তো ছুঁইওনা।’

পুষ্প অবাক হলো। সে স্পষ্ট দেখেছে ধোঁয়া উড়তে। অথচ এই লোক কি মিথ্যেটাই না বলছে! কটমট করে বলল,

‘ তাই না কি? আচ্ছা ঠিক আছে। কাছে এসো। ‘

ইকবালের মনে চোরের ঘন্টা ঢংঢং করে লাফিয়ে ওঠে । কাছে গেলেইত সর্বনা*শ! গন্ধ পাবে নিশ্চিত।

‘ কী হলো? এসো।’

সে মাথা নেড়ে বলল, ‘ না। যাব না।’

‘ কেন? এমনি সময় তো কাছে আসার জন্যে মুখিয়ে থাকো। এখন আসবেনা কেন?’

ইকবাল আমতা-আমতা করল কিয়ৎক্ষণ। যুতসই উত্তর না পেয়ে, কাঁধ উচিয়ে বলল,’ এখন মুড নেই।’পুষ্প ক্ষে*পে গেল আরো। এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল শব্দ করে।

‘ মুড না কী, মজা বোঝাব পরে। আগে এটা খেয়ে উদ্ধার করো আমায়।’

ইকবাল বাটি দেখে স্ফূর্ত স্বরে বলল, ‘ আরে হালিম! ওয়াও।’

পুষ্প বের হতে নিলে শুধাল,’ কোথায় যাচ্ছো? তুমি খাবেনা?’

‘ দেখছো না নাক চেপে আছি? মাংসের গন্ধ নিলেও গা গোলাচ্ছে আমার।’

‘ তাহলে কী খাবে?’

পুষ্প খানিক মন খারাপ করে বলল,‘ সেটাইত। পেটে খিদে আছে,অথচ খেতে পারছিনা। কী যে খাই!’

ইকবাল দুষ্টুমি করে বলল, ‘ আমাকে খেতে পারো মাই লাভ।’

পুষ্প নাক চোখ কুঁচকে চাইলে চোখ টিপল সে। পুষ্প মাথা নাঁচিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা,আস্ত তোমাকে তো আর খেতে পারব না। রান্নাঘর থেকে বটি টা নিয়ে আসছি।’

ইঙ্গিত বুঝে ইকবাল চোখ কপালে এনে বলল,

‘ মাই লাভ,তুমি আমায় কে*টে ফেলবে? ফি-মেইল রাফসান হক! এত ভালোবাসার এই প্রতিদান! ‘

পুষ্প ভেঙচি কা*টল। বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে চেয়ে বলল ,‘ ওহ

হ্যাঁ,আর যদি সিগারেট খেতে দেখি ইকবাল,তোমার একদিন কী আমার একদিন।'

চোটপাট দেখিয়ে চলে গেল সে। ইকবাল মুখ কালো করে নিরাশ শ্বাস নিলো। এতদিনের অভ্যেস কি রাতারাতি ছাড়া যায়? মাই লাভটা বোঝেনা ওসব। তার প্রিয় সিগারেটের সঙ্গে সতীনের মত আচরণ করে।

সে ঘরে এলো বারান্দা ছেড়ে। একবার তাকাল বাটি ভর্তি ধোঁয়া ওঠা হালিমের দিকে।

যেতে নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল। নাহ,খাবেনা। মাই লাভও তো হালিম ভালোবাসে, অথচ এখন গন্ধ নিতে পারছেনা বলে খেতে পারবেনা। তাহলে সে কী করে খাবে? মা হতে গেলে যদি এত সেক্রিফাইস করতে হয়, সে বাবা হয়ে কিছু করবেনা?

ইকবাল এসে ট্রে উপুড় করে ঢেকে রাখল বাটি।দরজায় ঠকঠক শব্দ হলো। পিউ থমথমে কণ্ঠে জবাব দিল,

‘ খোলা আছে।’

উঁকি দিলো ইকবাল। হাসি হাসি কণ্ঠে ডাকল, ‘পিউপিউ! আসব?’

পিউ ফিরে তাকায়। হেসে বলে ‘ আসুন না।’

ইকবাল ঢুকতে ঢুকতে কপাল কুঁচকে বলল,

‘ আরে তুমি চুপচাপ বসে আছো কেন? তোমার তো এখন নাঁচানাঁচি করার কথা। এ্যাট লাস্ট ধূরের বউ হতে যাচ্ছো।’

পিউ ছোট নিঃশ্বাস ফেলল। সে তো নাঁচছিল হাত পা তুলে। কিন্তু ধূসর ভাই পরোক্ষ ভাবে হলেও সেই নাঁচে রেস্ট্রিক*টেড সিল মে*রে দিলেন।

ইকবাল এসে বসল তার মুখোমুখি।
‘ তাহলে? অবশেষে ধূসর ভাইকে পাবে। ট্রীট কবে দিচ্ছো? ‘
পিউ হতাশ কণ্ঠে বলল, ‘ আর ট্রীট!’
ওদের কথার মধ্যেই ভরাট কণ্ঠের প্রশ্ন এলো,’ তুই এখানে?’
পিউ বাকী কথা গিলে ফেলল। পিঠ ফেরাল তৎক্ষনাৎ। ইকবাল জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন ছু*ড়ল,

‘ কেন? আসতে পারিনা?’ধূসর দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢুকতেই পিউয়ের বুকের লাব-ডাব বেড়ে যায়। চোরা মন ভাবল,

‘ওই পোস্টের জন্য আবার কিছু বলতে এসেছে না কী?’

সে ত্রস্ত তটস্থ হয়ে বসল।

অক্ষিপট ডানে- বামে ঘুরিয়ে চুপটি করে থাকল।

ধূসর বলল,

‘ পারবি না কেন? হঠাৎ দেখলাম তাই! ‘

ইকবাল বিছানায় শুয়ে পরে। মাথায় হাত ঠেস দিয়ে প্রতাপী কণ্ঠে বলে,

‘ এটা আমার শালিকার ঘর। শালি মানে আধে ঘর ওয়ালী। আমি আসব, যাব। তুই কে? তুই এসেছিস কেন? আশ্চর্য! ‘

ধূসর চোখ সরু করে বলল, ‘ তাই?’

ইকবাল নিজেই উঠে বসল আবার। কণ্ঠ শৃঙ্গে এনে বলল,
‘ ভাই তোর কী কপাল! একই বাড়িতে একটা বউ পাবি। বিয়ের পর পিউ যে রাগ করে বাপের বাড়ি যাবে সেই ভয় ও নেই।’তারপর দুঃখের শ্বাস ফেলল সে। যেন প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে পুষ্প তার কাজিন না হওয়ায়।

পিউ দাঁত দিয়ে নখ কা*টছিল। কথাটায় শশব্যস্ত হয়,উদ্বীগ্ন কণ্ঠে বলে,

‘ তাইত। আমি রাগ করে কোথায় যাব ইকবাল ভাই?’

ইকবাল নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমার বাড়ি যাবে পিউপিউ। এই ইকবাল আছে যতদিন, তোমার জন্য দরজা খোলা ততদিন।’

ধূসর নিরুৎসাহিত,

‘ হ্যাঁ নিয়ে যা। এখনই নিয়ে যা। তুইও গাধা,ওটাও তাই। পাল ভারি হবে।’

ইকবাল ফুঁসে ওঠার নাটক করে বলল,

‘ এত বড় অপমান? বাড়ির বড় জামাইকে অপমান? তোর কী মনে হয় পিউকে আমি নিতে পারব না?

পরপর দাঁত কেলিয়ে বলল,‘ তা নিয়ে পার্মানেন্টলি রেখে দেই?

ইফতির সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেব কী বলিস?’

পিউ জ্বিভ কে*টে মাথা নুইয়ে নিলো। উনি যাকে দেখতে পারেনা,তারই নাম নেয়া? ধূসর চোখ গরম করে তাকাতেই শব্দ করে হেসে উঠল ইকবাল। বলল,

‘ লেগেছে? ওভাবে তাকাস কেন? আমি কি তোকে ভয় পাই শালা?’

‘ পাস না?’

ধূসর এক পা এগোতেই ইকবাল মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াল। ছিটকে পেছনে গিয়ে বলল,

‘ মোটেইনা। ভয় পাব কেন? আমিও জিম করি। এই দ্যাখ মাসেল।’

টি শার্টের হাতা উঠিয়ে পেশিবহুল বাহু দেখাল সে। ধূসর ভ্রু নাঁচিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা? তাহলে পরীক্ষা হোক,কার মাসেলে কত জোর?’

ইকবাল ঢোক গিলল। মারামারিতে সে নড়বড়ে যোদ্ধা। ধূসর সেখানে পি এইচ ডি।

হেরে যাবেনা বলে নাটক করে চিল্লিয়ে বলল,

‘ হ্যাঁ আসছি। ‘

‘ওই ডাকছে আমায়। দেখি সর।’

ধূসরকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে হেঁটে গেল সে। দরজা অবধি গিয়ে

দাঁড়াল। ফিরে, আঙুল তুলে প্রচন্ড দাপট নিয়ে বলল,

‘ ডাকছে বলে ছেড়ে দিলাম।’

ধূসর তেড়ে আসতে নিলেই,ছুটল ইকবাল। সে থামল না, লম্বা পায়ে পেছনে চলল ওর।

পিউ হেসে ফেলল দুজনের খুনশুঁটি দেখে।পরপর মুখ গোমড়া করে বলল,

‘ আমি কেন হাসছি? আমি তো রেগে থাকব।’একটা হীরের দোকানের সামনে এসে বাইক থামাল সাদিফ। রোদের অসহ তাপ বাইরে। হেলমেট পরে ঘাম চুল বেয়ে গড়িয়ে নামছে গালে ।

দোকানের সাইবোর্ডে চোখ বোলাল সে। নিশ্চিত হতে শুধাল,

‘ এখানে?’

মারিয়া নামতে নামতে জবাব দেয়, ‘ হ্যাঁ। ‘

‘ ভালো হবে এটা?’

‘ আমি আমার অনেক বন্ধুদের নিতে দেখেছি এখান থেকে। এনাদের ডিজাইন গুলো ইউনিক! আপনি আমাকে ভরসা করতে পারেন।’সাদিফ হাসল। স্ট্যান্ডে বাইক দাঁড় করিয়ে সাবলীল গলায় বলল,

‘ যেখানে আপনাকে ভরসা করি,সেখানে আপনার পছন্দের ওপর করব না ?’

মারিয়া বহু ক*ষ্টে ঠোঁটের হাসি ধরে রাখে। সাদিফের কিছু কিছু কথা যে তার হৃদয়ের কোথায় চলে যায় সে জানেনা। জানলে এভাবে সোজাসুজি বলত কী? ভেতরে তূখোড় রূপে বইয়ে দেওয়া ঝড় লুকোনোর হাতিয়ার হিসেবে এই হাসি ছাড়া

কিছু নেই ওর। সে সামলে নিলো নিজেকে,বরাবরের মত স্থির রাখল অনুভূতি। বলল,

‘ চলুন, ভেতরে যাই। ‘

পা মিলিয়ে, সমান কদমে ভেতরে ঢুকল দুজন। মারিয়া সজাগ, তীক্ষ্ণ চাউনীতে বারবার সাদিফকে দেখছে। বিভ্রান্ত হচ্ছে ততবার। বুঝতে পারছেনা,আদৌ ভেতরে কী ঠিক

আছেন উনি? না কী তারই মত ভালো থাকার ব্যর্থ চেষ্টা এসব।

সাদিফ তখন শুধাল,' কোন দিকে যাব?'

মারিয়া আশ-পাশ দেখতে দেখতে বলল,

' এখানে একটা কাপল রিং সেট আছে। আমি ওদের ফেসবুক পেজে দেখেছিলাম সেদিন। আই থিংক ওটাই বেস্ট হবে গিফট হিসেবে। '

‘ দাঁড়ান ,কাউকে জিজ্ঞেস করি।’
ভীষণ জ্বলজ্বলে পাথরের এক জোড়া আংটি সেলস উইমেন বের করে ওদের সামনে রাখল। এক দেখাতেই মুগ্ধ হলো সাদিফ।
হাতে তুলে বলল,‘ আরে দারুণ তো!’
‘ পছন্দ হয়েছে আপনার? ‘
‘ হ্যাঁ চমৎকার! এটা ফাইনাল। ‘

‘ আর কিছু দেখবেন না? না মানে,আরেকটু বেছে নিলে ভালো হোতো না?’

সাদিফ আপত্তি জানিয়ে বলল ‘ আরে না না। এটাই ঠিকঠাক। ‘

তারপর মেয়েটিকে শুধাল,

‘কত দাম?’

শোনার পূর্বেই ফোন বাজল তার।

‘ এক সেকেন্ড ‘ বলে সাদিফ সরে এলো সেখান থেকে। মারিয়া দাঁড়িয়ে

রইল একা। ডিসপ্লেতে রাখা একেকটি দামি হীরের গয়না মোহিত লোঁচনে দেখছিল। হঠাৎ কাঁচের টেবিলের ওপর থেকে চোখ আটকাল ভেতরে রাখা ব্রেসলেটে। দৃষ্টিতে আকর্ষণ আরো বৃহৎ হলো মারিয়ার। ঠোঁট থেকে মোহাচ্ছন্নতায় বেরিয়ে এলো,‘ কী সুন্দর এটা!’

মেয়েটি তার চোখ অনুসরন করে চায়। আগ বাড়িয়ে বলে,

‘ ম্যাম এটা পছন্দ হয়েছে? এই ডিজাইনটা কিন্তু আমাদের শপে বেস্টের মধ্যে একটি। দাঁড়ান দেখাচ্ছি...’

মারিয়া হ্যাঁ/ না বলার আগেই তিনি ব্রেসলেট কাঁচ গলে বাইরে নিয়ে এলেন। টেবিলের ওপরে রাখলেন। মারিয়া উজ্জল পাথর গুলো মন দিয়ে দেখল। হাত বোলাল ওর ওপর। নারীর মন,গয়না ভালো লাগবে

স্বাভাবিক। কৌতুহলে শুধাল,' কত দাম এটার?'

' ম্যাম, এটা মাত্র ৪৯,৯৯৯ টাকা।'

মাথা লাটিমের মত চক্কর কা*টল মারিয়ার। এমন ফিনফিনে ডিজাইনের একটা ব্রেসলেটের এত দাম? এটাত ওর চার মাসের স্যালারি । অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। হীরে কেনার যোগ্যতা কি আর ওর আছে?

‘ দিয়ে দেব ম্যাম? “ হু?’

শুকনো হেসে বলল,

‘ না না। রেখে দিন,এমনি দেখলাম।’ ‘

‘ ওকে।’

সাদিফ কথা শেষ করে এসে পাশে দাঁড়াল ওর। যেচে বলল,

‘ একটা বন্ধু ফোন করেছিল। ছুটির দিন রোজ বিকেলে ওদের সাথে বের হইতো।’

মারিয়া ছোট করে বলল ‘ ওহ।’

সাদিফ মেয়েটিকে বলল,’ তাহলে আমাকে এই রিং সেট প্যাক করে দিন। কার্ড পেমেন্ট হবে তো, না?’

‘ জি স্যার। আপনি রিসেপশনে পে করুন,আমি পাঠাচ্ছি।’সাদিফ মারিয়াকে বলল,’ আপনি গিয়ে বাইকের কাছে দাঁড়ান। আমি বিল পে করে আসছি। ‘

মারিয়া বাধ্যের ন্যায় মাথা ঝাঁকাল। শ্রান্ত পায়ে হেঁটে চলে গেল বাইরে। সময় নিয়ে বেরিয়ে এলো সাদিফ। মারিয়া তখন বাইক ঘেঁষে বুকে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সোজা হলো। সাদিফ চারপাশ দেখে কপাল গোটায়।

বলে,' আশেপাশে ভালো রেস্টুরেন্ট নেই? জানেন কিছু? '

' রেস্টুরেন্ট দিয়ে কী করবেন?'

‘ কী করব মানে? খাব।’

‘ ওহ্।’

‘ আপনি সকালে খেয়ে এসেছেন?’

মারিয়া চোখ তুলে চাইল। বলার আগেই সাদিফ বলল,

‘ খেয়ে আসেননি জানি। তাই এখন খাব,তারপর বাড়ি ফিরব।’

মারিয়া খানিকক্ষণ মূঢ় আঁখিতে তাকে দেখল। চোখ ধাঁধানো, সাদাটে রঙের ছেলেটির দিক তাকালে তার

সুপ্ত প্রেম জেগে উঠতে চায়। সাদিফ চারপাশ থেকে দৃষ্টি এনে তার দিক ফিরতেই,এক ভ্রু উঁচাল। পরপর মিটিমিটি হাসল। ঘটনাচক্রে থতমত খেল মারিয়া। চোখ নামাল তৎপর । সাদিফ শুধাল,' কী খাবেন?সে নীচু কণ্ঠে বলল, ' ইয়ে... সকাল সকাল খালি পেটে রেস্টুরেন্টের ভারি খাবার খাব? এর থেকে হোটেলে গেলে হোতো না?'

প্রশ্নের উত্তর জানতে তাকায় সে। অথচ তাকে হতভম্ব করতে, সাদিফ সন্দেহী কণ্ঠে বলল,

‘ হোটেল?’

মারিয়া ইঙ্গিত বুঝেই রুষ্ট চোখে চাইল।

‘ আপনি তো ভীষণ ফাজিল! আমি খাবার হোটেলের কথা বলেছি। ‘

সাদিফ জ্বিভে ঠোঁট চুবিয়ে হাসল। দুষ্টু দুষ্টু হাসিটা দেখে মারিয়া লজ্জায়

মিশে যায়। তার লুকোনো অভিপ্রায় খেয়াল করতেই সাদিফের নীরব হাসি প্রকান্ড হলো। হুহা শব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পরপর নিজেই আশ্চর্য হয়ে শুধায়,’ কী ব্যাপার বলুন তো! আপনার সাথে থাকলেই এত হাসছি কেন আজকাল?’পিউ বড় যত্নে এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত বানিয়েছে পুষ্পর জন্যে। পুদিনা পাতা আর লেবুর

মিশ্রণে বানানো এই শরবতের পেছনে অগাধ শ্রম ঢেলেছে সে। পুষ্পর মাথা ঘুরছে। সারাদিন কিছু খায়না। মিনা বেগম বলেছেন এটা খেলে ভালো লাগবে। তাই ব্যস্ত হয়ে মায়ের আগেই বানিয়ে ফেলল পিউ। একটা পুচকু আসবে বাড়িতে। খালামনির কিছু দায়িত্ব আছেনা? কিন্তু বিপদ হলো, চিনি গুলছেনা। নাড়তে নাড়তে কব্জি ব্যথা হলেও

পানির তলায় দেখা যাচ্ছে দানা গুলো। ব্লেন্ডারে যা দিয়েছিল ওতে হয়নি। আবার যোগ করতে হয়েছে। আর তাতেই বেধেছে বিপত্তিটা।

এমন হলে হবে কী করে? তার সব পরিশ্রমই তো মাটি।

সে চিনি নাড়তে নাড়তে সিড়ি বেয়ে উঠল। নিবেশিত মনোযোগ শরবতের জলে।গ্লাসের ভেতর চোখ রেখে হাঁটার মধ্যেই আচমকা একটা

শক্ত হাত এসে খপ করে হাত ধরল ওর। পিলে চমকে যায় পিউয়ের। স্পষ্ট ভাবে তাকানোর পূর্বেই হস্তমালিক বিদ্যুৎ বেগে ওকে টেনে নেয় কক্ষে।

আত*ঙ্কের তোপে হাত থেকে স্টিলের চামচটা পরে গেল ফ্লোরে। ঝনঝন শব্দে আরো ভারী হলো পরিবেশ। গ্লাসের শরবত এদিক ওদিকের সঙ্গে ছলকে পরল গায়েও।

মানুষটা তাকে ভেতরে এনে দরজা চাপাল। পিউয়ের পিঠ ঠেকল সেই দরজার কাঠে গিয়ে। কাঁপা কাঁপা নেত্রপল্লব তুলে চাইতেই ধরা দিলো ধূসরের শ্যামলা আনন।

পিউয়ের ভয়*ডর নিভে গেল সহসা। ত্রাসের বদলে ভর করল বিস্ময়। হা করে বলল, ‘ আপনি? আমিওতো বলি,এই বাড়িতে এভাবে কে টানে আমাকে! ডাকাত তো নেই।’

ধূসরের শৈলপ্রান্ত বেঁকে আছে। যেন প্রচন্ড বিরক্ত সে। অবশ্য খুব কম সময়ই মসৃন থাকে তা। নিরেট চিবুক দেখে ঘাবড়াল পিউ। মনে পড়ল বসার ঘরে ওকে চোখ রাঙানোর কথা।

আসন্ন পরিস্থিতি ভেবে বক্ষঃস্থল দুরুদুরু হয় । ধূসর শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়*ল,‘ তখন চুপ করে ছিলি কেন?’

পিউ কণ্ঠ কাঁ*পিয়ে শুধায়,’ ককখন!’

‘ যখন বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর দিসনি কেন?’

পিউ মাথা নীচু করল।

অসহায় কণ্ঠে বলল,’ কী বলতাম তাহলে? ‘

‘ তুই আমায় বিয়ে করতে চাস না?’

অবিলম্বে একইরকম ঘাড় ঝাকাল সে।

ধূসরের স্বর গম্ভীর,’ মুখে বল।’

পিউ মেঝের দিক চেয়ে থেকেই, মৃদূ কণ্ঠে জানাল,’ চা.. চাই।’

সবেগে কোমল বাহু দুটো চে*পে ধরল ধূসর। জোরে ধরেনি, অথচ পিউ ভ*য় পেলো। হকচকিয়ে তাকালে, মৃদূ ধমকে বলল,’ তাহলে বলিসনি কেন?’

পিউ ঢোক গিলল।

‘ লজ্জা, লজ্জা করছিল।’ধূসর শ্বাস ফেলল। বাহু ছাড়তেই সে আবার লেগে গেল দরজায়।

টের পেলো, ধূসরের একটা হাত আগের মত উঠে আসছে মাথার পাশে। পিউয়ের হৃদস্পন্দন জোড়াল হয়। মনে পড়ে যায় সেই ঘনিষ্ঠ মুহুর্তের কথা।

নিভু নিভু চোখে চাইতেই সে

ভ্রু উঁচিয়ে শুধাল,

‘ পৃথিবীর সব লজ্জা তোর একার, তাইনা? ‘

পিউ নিশ্চুপ। ধূসর বলল,

‘ আমাকে না জানিয়ে এনগেজড পোস্ট দিতে লজ্জা করেনি?’

পিউ দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট ঈষৎ কা*মড়ে ধরল এবার। নীচু কণ্ঠে স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ কী করব? আপনার ছবিতে মেয়েরা কমেন্ট করে কেন? আপনিও তো কিছু বলেন না।’

একবার চোরা চোখে তাকাল তারপর। ধূসর

চোখ -মুখ অপরিবর্তিত রেখে বলল,‘ কী বলব শিখিয়ে দে।’

সে বিস্মিত হয়ে বলল, ‘ আমি আপনাকে কথা শিখিয়ে দেব?’

‘ তো? কমেন্ট তো চেকই করিনা। আর এরা আমার ফ্রেন্ড লিস্টেও নেই। পাব্লিক আইডি। এসব কোত্থেকে আসে কে জানে!’

পিউ ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাল,

‘ আপনি সত্যিই চেনেন না?’

ধূসর ভ্রু গোটায়,’ সন্দেহ করছিস?’

‘ না না।’

প্রতিটা কথা সে না তাকিয়ে বলছে। তাকালেও দেখছে আশপাশ।

সরাসরি মুখের দিকে চাইছেনা দেখে,
ধূসর প্রশ্ন করল,
‘ আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারিস না?’
তার উষ্ণ শ্বাসের তোপে পিউয়ের দেহ এমনিতেই শিরশিরে । রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলো,
‘ না। ‘

‘ কেন?’পিউ কুণ্ঠা ঠেলে,মিনমিন করে বলল, ‘ শরীর কাঁ*পে।’

ধূসর কিয়ৎক্ষণ চোখ ছোট করে রেখে, ঠোঁট কাম*ড়ে হাসল। পাতলা অধর নেড়েচেড়ে বলল,

‘ তোর এই কাঁপার সময়-সীমা আর মাত্র সাতদিন। ‘

পিউ বুঝতে না পেরে তাকাল এবার। চাউনীতে প্রশ্ন।

ধূসর ভণিতাহীন বলে বসল,

‘ এই শুক্রবারের রাত তোর,আগামী শুক্রবারের রাত আমার। ‘পিউয়ের কান ঝাঁঝিয়ে ওঠে। দুপাশ থেকে সজোরে নির্গত হয় গরম ধোঁয়া। ভ্রুদ্বয় উঠে গেল উঁচুতে। ঠোঁট দুটো ভাগ হলো, বেঁফাস কথাটায়। চোখ-মুখ খিচে বলল,

‘আপনি দিন দিন বেহায়া হয়ে যাচ্ছেন ধূসর ভাই।’

তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। ধূসর খোলা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় । শব্দহীন হাসি আর চকচকে চোখে দেখে যায় প্রেয়সীর চঞ্চল পায়ের ছুটে যাওয়া।সন্ধ্যে হচ্ছে। তবে আজকের সন্ধ্যে নামার আয়োজন একটু বেশিই ধীর-স্থির । ফট করে সূর্য ডু*বে,অন্ধকার আসেনি। সিকদার বাড়ির কারোরই অবশ্য এই সন্ধ্যে নিয়ে মাথা ব্যথা

নেই। তারা ব্যস্ত,ভীষণ ব্যস্ত বিয়ের তালিকা করতে।

কথা ছিল আজকেই শপিং করতে যাবেন। কিন্তু পরবর্তীতে পিছিয়ে আনলেন সিদ্ধান্ত। বাড়ির কর্তারা একটা দিন বিশ্রাম নিচ্ছেন,এই দিন ঘর খালি করে কীভাবে যাবেন তারা?

যাওয়া হলো না আজ। হিসেব মেলালেন,কাল বের হবেন

আরামসে। সুমনা ইউটিউব ঘেটে বেনারসির মতামত নেয়া শুরু করলেন পিউ হতে।

অথচ তাদের এত এত সেগুড়ে উদ্যোগে এক বস্তা বালি ঢেলে সন্ধ্যার পরপরই দুটো প্যাকেট সমেত বাড়ি ঢুকল ধূসর। সাথে সব সময়ের সঙ্গী ইকবালও আছে। সোফায় তখন নারী মহলের সব সময়কার চায়ের আড্ডা। ধূসরের

হাতে মোটা মোটা শপিং-ব্যাগ দেখে আলাপ থামল তাদের। সে সোজা এসে চায়ের ট্রে সাইডে চাপিয়ে ব্যাগ গুলো রাখল।

মিনা শুধালেন,’ কী রে এতে?“

দ্যাখো।’

বলতে হয়নি,কৌতুহলে সুমনা নিজেই প্যাকেট খুলতে লেগে পরলেন। পিন-টিন ছোটানোর পর যা আবিষ্কার হলো তাতে অত্যাশ্চার্য

একেকজন। পটাপট হা করে চাইলেন ওর দিকে। রুবা বললেন,

‘ আমরা তো কালই বের হতাম। তুই আগে আগে নিয়ে এলি?’

‘ শুধু বেনারসিটা আর শেরওয়ানী এনেছি। বাকী যা লাগে সেগুলো তোমরা এনো।’

তিনি ঠোঁট উলটে বললেন,

‘ বুঝেছি, মায়েদের পছন্দে ভরসা নেই। ওইজন্যে এত তাড়া!’

ধূসর একবার পিউয়ের দিক চাইল। সে মেয়ের দুই চোখে বিস্ময়ের ভেলকি। ঠোঁট যুগল অর্ধ ইঞ্চি ফাঁকা। মারবেল নেত্র ঝাপ্টে ঝাপ্টে দেখছে বেনারসির কাজ। হাতের কাপের চা শরবত হোক,তাতে খেয়াল নেই। আপাতত এই মেরুন চমৎকার বেনারসি আর একই রঙের শেরওয়ানীতেই রাজ্যের মনোযোগ ওর। যেন কাপড় নয়, পৃথিবীর

অষ্টমাশ্চর্যের কোনও বস্তু।ধূসর দৃষ্টি এনে বাকীদের দিক ফেলল। মায়ের কথার, সহজ,সাবলীল জবাব দিলো, ‘ তা নয়। তোমাদের মেয়ের খুব শখ এই রঙের বেনারসি পরবে। তাই নিয়ে আসা।’

পিউ বিস্ফোরিত নয়নে চায়। সহসা দুইয়ের অধিক বিদ্যুৎ বেগী চাউনি নিক্ষেপ হয় তার ওপর। ভরকে যায়

পিউ। মিনা ভ্রু তুলে শুধালেন, ‘ তুই বলেছিলি আনতে?’

পিউ অসহায় চোখে চাইল। উত্তর নেই বিধায় পরাস্ত ভঙ্গিতে চোখ নামাল। মেঝের দিক চেয়ে কপাল কুঁচকে ভাবল,’ আমি কবে ওনাকে এসব কথা বললাম? বেনারসি নিয়ে তো কোনও দিন আলাপও করিনি। ‘ ভাবতে ভাবতে তার মস্তিষ্ক যখন সুদূর পথ পাড়ি দিলো, খেই হারাল,

সমুদ্র ডিঙালো, হঠাৎ সচকিত হয় সে। মনে পড়ল বহু দিন আগের সেই কথাগুলি।

পুষ্পর বিয়েতে তানহা ভেবে বকবক করেছিল। তখন এরকম কিছুই বলেছিল না?

তানহা তো পাশে ছিল না। ছিলেন ধূসর ভাই। উনি কি সেই কথা মনে রেখেই এগুলো নিয়ে এলেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়াবহ হয়ে মাথা তুলল পিউ।

ততক্ষণে ধূসর আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। ও তার পিঠের দিকে চেয়ে রইল এক ধ্যানে। মা, চাচীদের হাসি -ঠাট্টার কথাগুলো সামান্য তম কানে ঢুকল না। তার বিস্মিত চাউনী বদলে এলো মুগ্ধতায়। অপলক চেয়েই প্রশ্ন করল নিজেকে,

‘একটা মানুষ এমন নিরুদ্বেগ থেকেও, এতটা ভালোবাসে কী করে? ‘সারাদিনের প্রচন্ড গরম আর উষ্ণ রোদের পর আকাশে হঠাৎ গুরুগম্ভীর মেঘের বিচরণ। বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা জোড়াল। আমজাদ আগে-ভাগেই কাচ টেনে দিলেন জানলার।

একবার ঘড়ির দিক চাইলেন। রাত প্রায় এগারটা ছোঁবে,মিনা কক্ষে

আসার নাম নেই। এই মহিলা নীচে এত কী করে! সারাদিন রান্নাঘর, বসার ঘর। সপ্তাহে একটা দিনই তো স্বামী থাকে বাড়িতে! এত বছরে সেই হুশ-জ্ঞানও হয়নি।

আমজাদ বিছানায় এসে বসলেন। টেলিফোন তুলে কল লাগালেন রাশেদের নম্বরে।

এই টেলিফোন খানা তার বাবার কেনা। ভীষণ শখের বশে

এনেছিলেন বাড়িতে। আজকাল এসব কেউ ব্যবহার করেনা,কিন্তু আমজাদ বাবার স্মৃতি ধরে রেখেছেন। কয়েক জায়গায় ছাল-ছোকলা উঠে গেলেও ফেলে দেননি। বাবার জিনিস,যতদিন আকড়ে থাকা যায়!

রাশেদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই মিনার পদচরণ পড়ল কামড়ায়। প্রতিদিনের মত ওজু করে এশার

নামাজ পড়লেন। জায়নামাজ গুছিয়ে রেখে বিছানার কাছে এলেন। স্বামীর দিকে একটিবারও না দেখে পিঠ ফিরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পরলেন। আমজাদের কপাল বেঁকে এলো তৎক্ষনাৎ ।

পিউ মায়ের মতো হয়েছে। এক দন্ড বকবক না করলে শান্তি পায়না এরা। এমন মানুষ হঠাৎ নীরব

হলে,দুশ্চিন্তায় ভোগে চারপাশের লোকজন।
রোজ যে রুমে এসেই তাকে জিজ্ঞেস করেন,’ নামাজ পড়েছেন?’ আজ করল না কেন? সাথে কত শত কথা বলে, আজ কী হলো?
আমজাদ একটু এগিয়ে বসলেন। রয়ে সয়ে বললেন‘ আমার বাম পায়ের শিরায় একটু টান খাচ্ছিলাম

সকাল থেকে। তেল মালিশ করে দেবে? ‘

মিনা ফিরে না চেয়ে উঠে বসলেন। থমথমে চেহারায় ওয়াড্রবের ওপর থেকে তেল এনে, সামনে বসে গম্ভীর গলায় বললেন,

‘ পা দিন।’

আমজাদ দিলেন না। বরং প্রশ্ন ছুড়*লেন,’ কী হয়েছে তোমার?’

‘ কী হবে?’

‘ আমারও তো একই প্রশ্ন,কী হবে? মেনেই তো নিলাম তোমাদের আবদার। দিচ্ছি বিয়েটা, এক সপ্তাহ পরই দিচ্ছি। মাত্র রাশেদ-দের ও জানালাম,তাহলে এরকম করছো কেন?’

মিনা হাস্যহীন শুধালেন,’ কী করলাম?’

আমজাদ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ দ্যাখো মিনা,বয়স হচ্ছে আমার। সেই জোয়ান কালের মতো, মনের ক্ষমতা নেই যে তুমি না বলতেই বুঝব কী অন্যায় করেছি! চারদিকের এত ঝামেলা,সব থেকে বড় ঝামেলা তোমার আদরের পূত্র। এত মানসিক প্রেশারের মধ্যে আমি সত্যিই রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ। ‘

‘ ব্যর্থ আপনি কেন হবেন? ব্যর্থ তো আমি। বিয়ের এত বছর পরে এসে

বুঝলাম, আমি আপনার মনঃপুত ভালো স্ত্রী হতে পারিনি। ‘অভিমানের ঝরঝরে বর্ষার ন্যায় শোনাল কথাটা। আমজাদ হতভম্ব চোখে চাইলেন,’ কী উল্টোপাল্টা বলছো?’

‘ উল্টোপাল্টা? আমি উল্টোপাল্টা বলছি?’

‘ অবশ্যই! এসব আমি কোনও দিন বলেছি?’

মিনা মুখ ঘুরিয়ে শান্ত গলায় বললেন,

‘ বলবেন কেন? কাজে প্রকাশ করবেন। সব কি মুখে বলতে হয়?’

আমজাদ দিশেহারা।

‘ কী করলাম আবার!’

ত্রস্ত মিনার চোখ ভরে উঠল। ভেজা কণ্ঠে বললেন,

‘ সব সময় বলতেন,আমার কাছে কিছু না বললে আপনার না কি

শান্তিতে ঘুম হয়না। আমিও সেটা মেনে খুশিতে উড়তাম। অথচ ঠিকই আমার থেকে কথা লুকান আপনি। কিছু শেয়ার করেন না, জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। '

আমজাদ দ্বিগুন হতচেতন হয়ে বললেন,' কী লুকালাম?'

মিনা তেঁতে উঠলেন,

' কী লুকালেন মানে? ভাণ করছেন? ধূসর যে পিউকে পছন্দ করে একটা

বার আমাকে জানাতে পারতেন না? নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,নিজে নিজে ছক কষেছেন সব কিছুর। আমি কে? কেনই বা বলবেন আমায়! আমিতো পরের মেয়ে তাইনা? সংসারের জন্য খাটতে এসেছি। খেটেখুটে জানটা বেরিয়ে যাবে,ব্যাস চলে যাব ক*বরে।'

আমজাদ রে*গে গেলেন। মৃদূ ধমক দিয়ে বললেন, 'কী যা তা বোলছো?'

মিনা টলমলে চোখে চেয়ে বললেন,
‘ হ্যা যা-তাই বলছি। আমার মত মূল্যহীন মানুষের কথায় দাম থাকবে না কী?’
আমজাদ হতাশ শ্বাস নিলেন। বোঝাতে গেলেন,
‘ আমি তোমাকে বোলতাম। কিন্তু তুমি শুনলেই রুবা,জবা এদের বলে দিতে। তখন বিষয়টা ঘুরে যেত।’

আচ্ছা তুমিই ভাবো,আমি যেমন তোমাকে কিছু না বলে থাকতে পারিনা, তুমি পারো,ওদের কাছে কিছু না বলে থাকতে?’মিনা মাথা নাড়লেন দুপাশে। তিনি বললেন,

‘ তাহলে? যদি বলতে বিষয়টা এত চমকপ্রদ হতো? সবাই অবাক হোতো এত?’

‘ এইজন্য বলেননি? কিন্তু আপনি আমাকে মানা করলেই আমি আর কাউকে বলতাম না।’

‘ আচ্ছা বাবা,ভুল হয়েছে না বলে। তাই জন্য এমন মুখ গোমড়া করে রাখবে? একটা দিন একটু সময় পাই দুজনে গল্প করার,সেদিনও ঝ*গড়া করবে? ‘

মাথা ঠান্ডা হলো ওনার। একটু চুপ থেকে ঘাড় নেড়ে বললেন,

‘ আচ্ছা ঠিক আছে। যা হয়েছে,হয়েছে। পা তো দিন এখন,টান লাগছে কোথায়?’

‘ লাগছেনা। ওটা তোমার মনোযোগ পেতে মিথ্যে বলেছিলাম। ‘

বলেই হেসে উঠলেন আমজাদ। স্বামীর হাসি দেখে এবার হেসে ফেললেন মিনাও। তেলের বোতল পাশে রেখে,আলগা স্বরে বললেন,‘ আপনি পারেন ও! ‘

‘ আচ্ছা শোনো,ভাবছিলাম একটা পানের ডালা বানাব। দুজন মিলে রাতের খাবারের পর আয়েশ করে চিবানো যাবে।’

মিনা উদ্বেগ নিয়ে বললেন, ‘ সেসব পরে,আগে আমাকে বলুন তো! এই যে ধূসর- পিউয়ের বিষয়টা আপনি কীভাবে জানলেন? সারাক্ষণ বাড়িতে থেকেই আমি কিছু বুঝতে

পারলামনা। আপনি তো থাকেন বাইরে।’

‘ তুমি সরল সহজ মানুষ তো,তাই বোঝোনি। যদিও, আমিও প্রথমেই সব বুঝেছি তা নয়। তবে একটু আঁচ করেছিলাম যেদিন ফয়সালের সাথে দেখা হলো। শুনলাম পিউকে নিয়ে ছেলেটাকে ধমকে এসেছে ধূসর। খটকা লাগল। সেদিনই আবার বাড়ি ফিরে দেখলাম, তুমি

মেরে*ছ বলে তার রাগা*রাগির দৃশ্য। তারপর পিউকে আগলে ঘরে নিয়ে যাওয়া। এসবে খটকা’টা গাঢ় হলো। তখন থেকে দুটোকে লক্ষ্য করছিলাম। ধীরে ধীরে সন্দেহ প্রকট হতে থাকল। ওইদিন সম্মেলনেও ছেলেপেলে দের পিউকে ভাবি ডাকতে শুনেছি।’

মিনা অবাক কণ্ঠে আওড়ালেন, ‘ভাবি?’

‘ হ্যাঁ। অতটুকু মেয়েকে কেন ভাবি ডাকবে, আমি কি বুঝিনা? তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি কবে জানো? ‘

মিনা আগ্রহভরে চাইলেন,’ কবে?”‘ পিউ যেদিন ধূসরের সাথে মিষ্টি আনতে যেতে চাইল,আর আফতাব মানা করল? শুনেছিলে তো কেমন করে চেচিয়ে উঠল? সেদিন। বুঝলাম আমি একা নই,আফতাবও নির্ঘাত

কিছু জানে। তাছাড়া নিজের হাতে ওটাকে বড় করেছি,হাব-ভাব, চাল-চলন সব জানি। আফতাব মানসিক টানাপোড়েনে পড়ে গিয়েছিল। একদিকে বড় ভাই,অন্যদিকে ছেলে। কয়েক দিন যাবত ওর অস্থিরতা খেয়াল করছিলাম,কিছু বলিনি। অফিসে অন্যমনস্ক থাকতো। দু তিন বার করে ডাকার পর সাড়া মিলতো ওর। আমি তাও ভাণ করলাম কিছুই

বুঝিনি। অপেক্ষা করছিলাম, ও আসুক,নিজে এসে ছেলের জন্য কিছু চেয়ে নিক। সব সময় ভাইজান কেন সিদ্ধান্ত নেবে? আর শেষমেষ তোমার দেবর পিতৃস্নেহের কাছে হার মেনে দরজায় এসে দাঁড়াল। এইতো... পরের সবটুকুই তো জানো।'

মিনা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন,

‘ কী সাংঘাতিক অনুমান শক্তি আপনাদের! আনিস সি আই ডিতে না গিয়ে আপনারা গেলেই তো পারতেন।’

আমজাদ হাসলেন। দুষ্টুমি করে বললেন,

‘ যেতে তো চেয়েছিলাম,নেয়নি।’

মিনা বুক ভরে শ্বাস টেনে বললেন,

‘ যাক বাবা! সব ভালোয় ভালোয় মিটলেই আমার শান্তি। ‘

তারপর আনমনা হয়ে বললেন,‘ আপনার মনে আছে? ধূসর হওয়ার পর রুবা কী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল? বাচ্চাটাকে দেখার মত অবস্থা তো দূর,বিছানা থেকেও নড়তেও পারতোনা। দেখাশুনার জন্যে দুইদিনের ধূসরকে আমি আমার কোলে তুলে নিলাম। রাতে এতবার খেতে উঠত,আপনি ঘুমোতেও পারতেন না। অথচ তাও কোনও

দিন একটু বিরক্ত হননি। বলতেন,আমার ছেলেই তো কাঁ*দছে,বিরক্ত হব কেন? চার মাস লাগল রুবার সুস্থ হতে, ততদিনে ধূসর আমার নিজের অংশ হয়ে গেল! ভেবেছিলাম বড় হতে হতে মাকে পেয়ে অতটা কাছে ঘিষবেনা। ভুলে যাবে। অথচ না,সে ছেলে কিন্তু এখনও আমার ন্যাওটা। '

আমজাদ মাথা দোলালেন নীরব। মিনা নিজেই বললেন,

‘ ওর প্রতি আমার একটা আলাদা টান আছে জানেন? বাকীদের প্রতিও আছে, কিন্তু এতটা প্রখর না। পুষ্প হওয়ার পর মনে মনে ভেবেছিলাম,যদি ধূসরের বউ করা যায় ওকে! কিন্তু ওর চোখে পুষ্পর প্রতি স্নেহ,দায়িত্ব ছাড়া কখনও কিছু দেখিনি। তাই সাহসও করিনি। আর

পিউ! ও এত ছোট! আবার ধূসর যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো, উঠতে বসতে একশটা ঝাড়ি খায়। তাই ওদের নিয়ে এমন কিছু আমার তো মাথাতেও আসেনি। অথচ তলে তলে দুটোতে ঠিক ভালোবাসা করে ফেলল দেখলেন?'

তাল মিলিয়ে হাসলেন দুজন। আমজাদ শুধালেন,

' তুমি খুশি এবার?'

উত্তর ,হাসির ফোঁয়াড়ায় বুঝিয়ে দিলেন মিনা। স্বামীর হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, ‘ খুব!”‘ এই বাচ্চা মেয়েটি আবার কে?’

হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল সাদিফ। পেছন ঘুরে মাকে দেখে তড়িঘড়ি করে ফোনের আলো নেভাল। উপুড় হওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বলল,

‘ তুমি কখন এলে?’

জবা পাশে বসতে বসতে বললেন,

‘ মাত্র এলাম। কিন্তু এই বাচ্চাটা কে? কেমন চেনা চেনা লাগছিল। দেখেছি কোথাও? চিনি আমি?’

সাদিফ আমতা-আমতা করে বলল, ‘ এটা গুগলে পাওয়া ছবি। আমিই চিনিনা,তুমি কীভাবে চিনবে?’

জবা বেগম আনমনা হয়ে বললেন,’ কিন্তু... ‘

সাদিফ কথা কাটাতে চায়। সে যে এতক্ষণ এক পোকা দাঁত কপাটির

অধিকারী মেয়ের ছবি দেখছিল, সেই মেয়ের আসল পরিচয় কী আর বলা যায় নাকি? প্রসঙ্গ পাল্টাতে মায়ের কোলে শুয়ে বলল,

‘ তুমিতো আজকাল আসোই না আমার ঘরে।’জবা ছেলের কোমল চুলের ভাঁজে হাত ভরলেন। কথাটায় কপাল গুছিয়ে বললেন,

‘ তুই বুঝি বাড়িতে থাকিস? আজকেও দেখলাম বাইরে গেলি। আসব যে সুযোগ দিস?’

সাদিফ হাসল। হঠাৎ কিছু ভেবে চট করে উঠে বসে বলল,’ দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাই তোমায়।’

বিছানা ছাড়ল সে। হ্যাঙারে ঝোলানো শার্টের বুক পকেট থেকে বের করল সেই আংটির বাক্স। মায়ের সামনে মেলে ধরে বলল,’ কেমন?’

জবা বেগম হা করে বললেন,

‘ কী সুন্দর রে! হীরের না?’

‘ হ্যাঁ। পিউ আর ভাইয়ার বিয়েতে দেব ভাবছি।’

‘ খুব ভালো হবে! কত নিলো?’

‘ ভ্যাট সহ ষাট প্লাস পরেছে।’

‘ ভালো হয়েছে। কিন্তু আসল হীরে দিয়েছে? নাকি তোকে বোকা-সোকা পেয়ে নকল ধরিয়ে দিলো?’

বলতে বলতে হীরের একটা আংটি তুলে চোখের সামনে ধরলেন জবা। জহুরি চোখে উল্টেপাটে দেখলেন। সাদিফ বলল,‘ আরে সার্টিফিকেট আছে। তাছাড়া নামি- দামি ব্রান্ড,নকল দিলে ওদেরই সমস্যা।’

‘ হুউউ। কিন্তু তুই এত বেছে-গুনে আনলি কী করে? যে ছেলে এখনও নিজের জন্য শার্ট-প্যান্ট পছন্দ করে কিনতে পারেনা,মাকে টাকা দিয়ে

বলে এনে দিও। সে গয়না কিনল একা গিয়ে? বাবাহ!

সাদিফ মাথা চুল্কাল। একা কী পারতো? মারিয়া সঙ্গে গিয়েছিল বলেই না। জবা বেগম বাক্স বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আক্ষেপ নিয়ে বললেন,

‘ পুষ্প ইকবালকে পছন্দ না করলে আজ তোদের বিয়েটাও...’

সাদিফ আটকে দিলো মাঝপথে ।

‘ থাক না ওসব।’

জবা মায়া মায়া চোখে তাকালেন। বললেন,

‘ তোর খুব খারাপ লাগে,তাইনা রে বাবা?’

‘ খারাপ লাগবে কেন?’

‘ তুইত ওকে পছন্দ করতি। প্রতিদিন ওকে সামনে দেখছিস...’

সাদিফ বিমূর্ত। সে কবে পুষ্পকে পছন্দ করল? পিউকেও বহুবার এই

কথা বলতে শুনেছে। এই বদ্ধমূল ধারণা কী করে জন্মাল এদের?

জবা বেগম মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ তুই দুঃখ পাস না বাবা! পিউয়ের বিয়েটা হয়ে যাক, ছ মাস পরেই আমরা সবাই তোর জন্য মেয়ে দেখা শুরু করব। ‘

সাদিফ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। বিরক্তি টুকুন গি*লে নিয়ে,চুপ রইল

বরাবরের মত।সপ্তাহের মোড় ঘুরতেই হাজির সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। খুব কাছের লোক ছাড়া কাউকে ডাকা হলোনা বিয়েতে। যাদের না ডাকলে মুখ লুকানো বিপদ,আমজাদ কেবল ওদেরই দাওয়াত দিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে মাকে নিয়ে চৌকাঠে হাজির হলো মারিয়া। ধূসর নিজে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে এসেছেন তাদের। রোজিনা একটু অস্বস্তিবোধ

করছিলেন প্রথমে। একদিনের আলাপ হলো মাত্র,এর মধ্যেই বাড়িতে ওঠা কেমন না কেমন দেখায়! কিন্তু ধূসরের মুখের ওপর না বলতে পারেননি। অথচ আসার পরপরই সমস্ত অস্বস্তি খড়কুটোর মত ভেসে গেল ওনার। সিকদার বাড়ির গৃহীনিদের অমায়িক ব্যবহার, সকল অপ্রতিভতা মুছে ফেলল

মুহুর্তে। প্রহরে প্রহরে সহজ হয়ে উঠলেন রোজিনা খাতুন।

কিন্তু বিপদে পড়েছে মারিয়া। এখানে আসার পর থেকে একটা বান্দাও তার সাথে কথা বলছে না। না পুষ্প,না পিউ,আর না বর্ষা -শান্তা- সুপ্তি। মুখে কুলুপ এঁটেছে সকলে। অপরাধ! পুষ্পর বিয়েতে না এসে তাদের সুন্দর পরিকল্পনা ধ্বং*স

করা। বর্ষা একাই এসেছে। সৈকত আসবে কাল দুপুরে।

এত ঘনঘন বিয়েতে তো আর ছুটি নেওয়া যায় না!

এদিকে আমজাদও সমান বিপাকে পড়েছেন। রাশিদ আর মুত্তালিব বারবার শুধাচ্ছেন' হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে কেন?' শুধু কি তারা,যারাই আসছে সবার একই কথা,একই প্রশ্ন। আমজাদ নাজেহাল

হচ্ছেন যতবার, ততবার কটমটে চোখে দেখছেন ধূসরকে।

ও ছেলের খেয়াল থাকলে তো! সে নিজের বিয়ের লাইটিং নিজে করতে ব্যস্ত। ঠিকঠাক নাহলে আবার ঝাড়ছেও লোকগুলোকে। ইকবাল সেসব দেখে হতাশ হয়। বিড়বিড় করে বলে,

‘ লজ্জা শরম নেই। একটুও নেই।’ভাড় মুখো সঙ্গীদের মানাতে

বেশ কাঠখড় পো*ড়াতে হলো মারিয়ার। এমন মিষ্টি মেয়ের ওপর দিন শেষে রা*গ আর ধরে রাখা গেল না।

যখন আপোষ হলো, সবকটা মিলে হৈচৈ -এ মেতে উঠল ফের। তবে এবার মৈত্রী মিসিং। ছোট খাটো আয়োজন বিধায় তাদের আর জানানো হয়নি। সাদিফ মনে-প্রাণে হাঁপ ছেড়ে বেচেছে এতে।

মেয়েটাকে দেখলে তার অসম্ভব অস্বস্তি হয়!
পার্লার থেকে একটি মেয়ে আনা হয়েছে। পিউয়ের কনুই অবধি মেহেদী পড়াচ্ছে সে। তার পড়নে লাল-হলুদ মিশেলের তাঁতের শাড়ি। কানে ছোট ছোট স্বর্নের ঝুমকো। তবে সবথেকে চোখে লাগা বিষয় হচ্ছে, প্রজ্জল চেহারার বিস্তর -সরল হাসিটুকুন।

দুপুরে ওদের দুজনের গায়ে হলুদ হয়েছে। পুষ্পর মত অত বিশাল আয়োজনে নয়,ছোট পরিসরে।

বর-কনে কে আলাদা আলাদা ভাবে গোসল দিয়েছেন গৃহীনিরা। পিউকে গোসল করিয়েছেন, ওয়াশরুমে,আর ধূসরকে ছাদে। তারপর শাড়ি পরিয়ে পুতুলের মতো বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

মিনা বেগম কড়া করে বলেছেন,’ ঘর থেকে বের হবি না।’

না বললেও পিউ বাইরে আসতো না আজ। ধূসর বাড়িময় ঘুরছে। চোখাচোখি হলেও ভীষণ লজ্জা লাগে ওর। মাথা তুলতেও ক*ষ্ট যেন। একটা বিশাল শীতলপাটির ওপর বসে পিউ। থুত্নী ঠ্যাকানো হাঁটুতে। ভাসা ভাসা নেত্রদ্বয় তাক করা হাতের ওপর।

তার চারপাশে সামান্য জায়গা ফাঁকা নেই। মেয়ে দলের একটা জট বেঁধেছে। পুষ্প গল্পের আসরে বসেছে এক বাটি আচার সমেত। সবার গল্প-গুজব আর হাসাহাসির মধ্যেই ধূসর দরজায় এসে দাঁড়াল। তার বলিষ্ঠ,কালো অবয়ব লাইটের আলোয় ফ্লোরে ভাসতেই তাকাল ওরা। কথা থামল,হাসি কমল। ধূসরকে দেখেই পিউ জড়োসড়ো

হয়ে গেল। আরো গুটিয়ে বসল। দৌড়-ঝাঁপ করার রেশ ধূসরের চোখে-মুখে লেপ্টে। ফোটা ফোটা ঘামের নহর কপালের ওপর। গায়ে থাকা বাদামি টি শার্ট মিশেছে বুকে। পিউ বেশিক্ষন চেয়ে থাকতে পারল না। লাজুক ভঙ্গিতে তৎপর চোখ নামালো।

পুষ্প শুধাল,’ কিছু বলবে ভাইয়া?’

সবার আগ্রহী চাউনী তার দিকে। একাধিক প্রশ্নবিদ্ধ মেয়েলি চোখ গুলোও ধূসরকে বিব্রত করতে পারল না। সে টানটান বক্ষে,ছোট করে বলল,

‘ একটু বাইরে যা সবাই।’

পুষ্প ওরা হা করে একে-অন্যকে দেখল। মারিয়া দুষ্টুমি করে বলল,’ সবাই? পিউকেও নিয়ে যাব?’

ধূসর সহজ ভাবে তাকাল,অথচ মেয়ে এতেই ঘাবড়ে বলল,

‘ না না বাবা! মজা করলাম। ‘সবাই ঠোঁট চেপে হাসি আটকে ঘর ছাড়ল। পিউ বসে রইল শক্ত হয়ে। মনের আনাচে-কানাচে প্রগাঢ় অনুভূতির জোয়ার ছুটেছে তখন। কী বলতে এসেছেন ধূসর ভাই? আবার কি একটা বেফাঁস কথা বলে লজ্জায় ফেলবেন ওকে?

এতক্ষনের সরব, পূর্ন কামড়া নিস্তব্ধ এখন।

ধূসর ছোট কদমে এগিয়ে আসে। প্রতিটি পদচারণ বাড়িয়ে দেয় পিউয়ের বুকের দুরুদুরু স্বভাব। শিরশিরে পা দুটো সে আরো সেঁটে নিলো শাড়ির নীচে। কাঁ*পা কাঁ*পা চক্ষুদ্বয়ে তাকাল । ধূসর কাছে এলো,হাটুমুড়ে বসল তার মুখোমুখি। বিশ্রান্ত নজরে কিছু পল চেয়ে রইল

হলদে আলোয় ঘেরা,হলদে শাড়িতে আবৃত তার হৃদয়হরনী পানে। কে জানত,এই ছোট্ট একটা মেয়েই তুখোড় সুনামি বইয়ে দেবে ওর অন্তরে। নির্দয়ীর মত কে*ড়ে নেবে মন, ঘুম,ধ্যান।

এমন ধাঁরাল চাউনীর নিকট নিজেকে নিঃসহায় আবিষ্কার করল পিউ। মারাত্মক প্রভাব পড়ল তার তনুমনে,শিরায়,শরীরের প্রতিটি

বাঁকে। সহসা কানে এলো সুগভীর স্বর,

‘ হাত দে।’

পিউ চেয়েছিল। অথচ বেখেয়ালির ন্যায় শুধাল,

‘ হু? ‘

‘ হাত চেয়েছি।’পিউ মোহে ডু*বে থেকেই দুটো হাত এগিয়ে ধরল সামনে। মেহেদীর কারণে তার ডান হাতে বিন্দুমাত্র জায়গা ফাঁকা নেই।

বাম হাতের কনুই থেকে কব্জি অবধি নেমে এসেছে ডিজাইন।

ধূসর দুটো হাত একে একে দেখে বলল,’ বাম হাত।’

পিউ ত্রস্ত অন্য হাত নামিয়ে নেয়। বাম হাত পেতে রাখে ওমন। ধূসর তার উষ্ণ হস্তে, মুঠোয় ধরল সেটি। ডালা থেকে তুলল অর্ধ-সমাপ্ত মেহেদীর কোণ। একবার চাইল পিউয়ের বিভ্রান্ত চোখে। তারপর

ঠিক তালু বরাবর কোণ ঘুরিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিলো ‘ ধূসর!’ পিউ স্তব্ধ! বিহ্বল নজর বোলায় একবার হাতের দিক,একবার সম্মুখে বসা শ্যামলা পুরুষের চেহারায়। ধূসর হাসল। সেই চিরচেনা শব্দহীন হাসি। স্বল্প আওয়াজে বলল,

‘ কবে একবার কেঁদে ভাসিয়েছিলি না? আমার নাম অন্য একজনের হাতে দেখে? তাই আজ

নিজেই,নিজের নাম তোর হাতে লিখে দিলাম। সাথে লিখে দিলাম এই আমাকেও।

লেখা উঠে যাবে পিউ। মানুষটাকে আবার মন থেকে উঠিয়ে দিস না।'

পিউয়ের চেহারা ফ্যাকাশে হলো। স্তম্ভিত চোখ দুটো হক*চকিয়ে উঠল। আৎকে ওঠার ন্যায় বলল,' এসব কী বলছেন? আপনাকে ছাড়া

আমার পৃথিবীও ভাবতে পারিনা ধূসর ভাই।’

তার সদ্য জল ডো*বানো চোখের দিক চেয়ে মুচকি হাসল ধূসর। চিকণ ঠোঁট বাড়িয়ে টুপ করে গভীর চুমু বসাল কপালে। অকষাৎ দরজায় ঝোলানো পর্দার ওপাশ হতে খুকখুক কাশির শব্দ ভেসে আসে।

‘ ইয়ে, আমরা কি এখন ভেতরে আসব?’

বর্ষার কণ্ঠ শুনে সরে এলো ধূসর। পিউয়ের লালিত চেহারার দিক থেকে চোখ সরাল। লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পিউ চেয়ে রইল সেই যাওয়ার দিকে।

লিখে দেওয়া নামের হাতখানা বক্ষপটে চেপে ধরল। এই মেহেদীর রং যদি সারাজীবনেও না উঠত,ভালো হোতো না?অল্প লোক সংখ্যাতেই বাড়িতে পা ফেলা

যাচ্ছেনা। বসার ঘরের চেয়ার -টেবিল,সোফা সরিয়ে জায়গা বের করা হয়েছে। ঠিক মাঝ বরাবর ফোমের আসন পাতা হলো। তার ওপর শুভ্র সাদা কভার। চারপাশে পাটাতন বসিয়ে আসনের মধ্যিখানে ঝোলানো হলো রেখায় গাঁথা ফুল। যেই ফুলের ঘনত্বে এপাশ-ওপাশ চাইলেই দেখা মুশকিল। একপাশে

বর বসবে,অন্য পাশ কনের। অথচ দুজনেই মুখোমুখি আবার।

সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্ব নিয়েছে বেলাল। সাদিফের হুকুম, কিছুতেই ফোন বা ক্যাসেট রাদিফের হাতে দেওয়া যাবে না। ফাজিলটা টিকটকের উল্টোপাল্টা গান ছাড়া কিচ্ছু বোঝেনা। গতবার বুক চিনচিন গান ছেড়ে ইজ্জত খেয়ে ফেলেছিল। সবাই তখন মহাব্যস্ত। খেটে-খুটে

কাহিল সাদিফ। মানুষের চাপা-চাপিতে এসিতেও কূলোচ্ছেনা ওর। বারবার ছুটে গিয়ে ফ্রিজ থেকে পানি বের করে খাচ্ছে। সকলে তৈরি হলেও, ছেলেটা রুমে ঢোকারও ফুরসত পেলো না। শেষে ইকবাল তাকে ঠেলে-ঠুলে তৈরি হতে পাঠাল। ওকে সরিয়ে নিজে উঠল টুলে। একটু দূরে পুষ্প চেয়ারে মাথা এলিয়ে বসেছিল। তার বমির

সমস্যা, এত মশলা আর মাছ-মাংসের গন্ধে বিকট হয়েছে। তাও লাফিয়ে লাফিয়ে মা-চাচীদের হাতে হাত লাগাতে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে স্ব-সম্মানে রান্নাঘর থেকে বের করে দিয়েছেন ওনারা। সেই থেকে সে এখানে বসে। শরীরের অস্থিরতায় কোনও রকমে একটা হাফসিল্কের শাড়ি জড়িয়েছে গায়ে।

ইকবালকে দেয়ালে ঝোলানো ফুলের দড়ি বাঁ*ধতে দেখে কপাল কোঁচকাল সে। ক্ষণবাদে সেই দৃষ্টি বদলাল। হয়ে উঠল ঝলমলে, সুখী সুখী। ঠিক এরকম একটা মুহুর্তে ইকবালকে এই বাড়িতে দেখেছিল ও। খেয়াল করেছিল তীক্ষ্ণ লোঁচনে। ঘাম মুছতে মুছতে আনিস – সুমনার বিয়েতে ধূসরের সঙ্গে মিলে কাজ করছিল ইকবাল। ওই দৃশ্যটুকুতেই বিভোর

হয়ে পুষ্প মন দিয়ে বসল। আর আজ? আজ সেই ছেলেরই বাবুর মা হবে? ফিক করে হেসে উঠল পুষ্প। ইকবাল শব্দ শুনে পাশ ফেরে। ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যায় হাসির কারণ। তার বলবান দেহের বেতাল নড়াচড়ায় দুলে ওঠে উঁচু টুল। উলটে যেতে ধরলেই পুষ্প ভ*য়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাছে যাওয়ার আগেই রকেট বেগে এসে টুলখানা চেপে ধরলেন

আমজাদ। শক্ত মেঝের ওপর পতন থেকে বাচল ইকবাল। কৃতজ্ঞ চোখে চাইল শ্বশুরের দিকে। তিনি ভ্রু গুছিয়ে বললেন,‘ সাবধানে কাজ করবে তো। আর এই ফুল গুলো না কাল টানানো হলো? আজ আবার টানাচ্ছো যে?’

ইকবাল বিনয়ী স্বরে বলল, ‘ খুলে গিয়েছিল আঙ্কেল।’

আমজাদ একটু চুপ থেকে বললেন,

‘ শ্বশুর কে এবার বাবা ডাকতে শেখো। আঙ্কেল তো প্রতিবেশিও হয়।’

চলে গেলেন ভদ্রলোক। ইকবাল হা করে চেয়ে রইল। পুষ্প ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়ায়। চিন্তিত গলায় বলল,

‘আরেকটু হলেই পরতে! ভাগ্যিশ বাবা ধরে ফেললেন।’

ইকবাল ওসবে মন না দিয়ে বলল,

‘ হিটলার শ্বশুর বোধ হয় আমার প্রতি ইম্প্রেস হচ্ছে মাই লাভ।’

পুষ্প প্রথমে গাল ফোলাল হিটলার শব্দে। পরপর হেসে তার নাক টেনে দিয়ে বলল,

‘ আমার ইকবাল মানুষটাই এমন। ইমপ্রেস না হয়ে যাবে কোথায়?’ঘড়িতে তখন আটটা বাজে। ধূসর আসনে পা ভাঁজ করে বসেছে কেবল। এই আসনের

চতুর্দিক ঘিরে মেহমানরা বসে। বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ। পিউ এলেই শুরু হবে কালিমা পড়ানো। পরিচিত প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান আনা হয়েছে একজন। তিনি বিভিন্ন এঙ্গেলে,বিশ্রামহীন ছবি তুলছেন ধূসরের।

ওর পার্টি অফিসে জানানো হয়নি। কম-সময়ের অনুষ্ঠান বলে কেবল

সোহেল আর মৃনাল এসেছে। যারা ধূসরের ভীষণ কাছের।

তবে আমজাদ ভেবে রেখেছেন,ছয়-সাত মাস পর একটা বড় করে গেট- টুগেদারের আয়োজন করবেন। ব্যাবসায়িক,পরিচিত সমস্ত লোক ডেকে পুষিয়ে নেবেন এই ফাঁকফোকর।

ধূসর বারবার ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। অধীর দুই অক্ষিপট। পিউ

নামার নাম নেই। বিয়ে হবে কখন? কী এত সাজে এই মেয়ে? শাড়ি পরলেই যেখানে তার হৃদয় এসে থেমে থেমে যায়,বউ সাজলে কেমন দেখাবে?

ইকবাল হাসি হাসি মুখে এসে পাশে আসন করে বসল। কাঁধে হাত রেখে টেনে ডাকল,' বন্ধুউউউ!'

ধূসর কপাল গুটিয়ে বলল,' হাসছিস কেন? '

ইকবাল জবাব দিলো না, শুধু হাসল। ধূসর চাপা কণ্ঠে ধমকাল, ‘ একদম হাসবিনা। তুই হাসা মানে অদ্ভূত কিছু শোনানো।’

ইকবাল ফিসফিস করে বলল, ‘ বাসর রাতের জন্য রেডি?’

‘ কেন? তুই রেডি ছিলি না?’

সে দুঃখী গলায় বলল,’ ছিলাম মানে! কিন্তু সব প্রস্তুতিতে জল ঢেলে

আমার বউটা ঘুমিয়ে পড়েছিল সেদিন।’

ধূসর হেসে ফেলল। ইকবাল আরেকটু কাছে ঘেঁষে এলো ওর। বাহুতে আহ্লাদী হাত ডলতে ডলতে বোঝাল,

‘ দ্যাখ ভাই, অনেক মান-ইজ্জত খেয়েছিস আমার। এবার যা বেচে আছে সেটুকু রাখিস। একটু রোমান্টিক হোস। বাসর ঘরে

মেয়েটাকে না ধমকে, একটু ভালোবাসিস। '

ধূসর কিছু বলতে হা করে,অথচ পূর্বেই কানে এসে বিধল চপল পায়ের নূপুরের রুনঝুন শব্দ। পিউ আসছে! না চেয়েই বুঝে নিলো সে। ঢোক গিলে, মন্থর বেগে চোখ তুলল সিঁড়ির দিকে। মারিয়া,পুষ্প,বর্ষা সবাইকে ছাপিয়ে ধূসরের বিমোহিত লোঁচনদ্বয় পরে রইল বেনারসি

পরিহিতা সদ্য অষ্টাদশে পা রাখা মেয়েটিতে।

পিউয়ের মাথায় জর্জেটের লাল ওড়না। গায়ে মোটা বেনারসি। স্বর্নের গয়না কান,নাক,গলায়। দুহাত ভরা লাল পাথরের চুড়িতে।সে যখন গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসছিল, মনে হলো অম্বরের নিষ্কলুষ, মায়াবী মেঘ নেমে এসেছে গৃহে। ওই ডাগর ডাগর চাউনীতে ধূসরকে পাওয়ার

তৃপ্তিটুকু তার সবচেয়ে বড় প্রসাধনী। নীম্ন নেত্রে ঘেঁষে যাওয়া কাজল, মেরুন লিপস্টিকের আস্তরণে ঢাকা শিল্পের মত ঠোঁট সব যেন থমকে রাখল ধূসরকে।

পিউ আজ বউ নয়,সেজেছে তার প্রান-ঘাতি*নী। এই রূপ, এই অন্যরকম ভিন্ন দুটো চোখ,যা রূপকথার থেকেও স্নিগ্ধ,সরল। জান নিয়ে রেহাই-ই দেবেনা যেন। ধূসর

খুব ক*ষ্টে চোখ ফেরাল। একরকম টেনেহিঁ*চড়ে, ঘষে এনেছে দৃষ্টি । নীচের দিক চেয়ে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল।

রুবায়দা হৃষ্ট চিত্তে আওড়ালেন, ‘ পিউকে কী সুন্দর লাগছে না আপা?’ মিনা বেগম চোখ ভর্তি আনন্দাশ্রু সমেত মাথা দোলালেন।

ধূসর আর তাকালোনা। কেমন ঝিম মেরে বসে রইল। শেরওয়ানি ফুঁড়ে

তার হৃদয় বাইরে আসতে চাইছে। লাফাচ্ছে খুব।

পিউ কাছে এসেছে। গাঢ় তার নূপুরের শব্দ। ইকবাল দেখেই বলল, ‘ আরিব্বাস! এটা কে?’

পিউ লজ্জা পেয়ে হাসে। ফুলের টানেলের এপাশে বসানো হয় তাকে। ঠিক মুখোমুখি দুজন। পিউ আড়চোখ তুলে তাকাল একবার। এত ঘন ঘন ফুলের সাড়ির মাঝেও

মেরুন শেরওয়ানীর আকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে দেখে প্রতিবারের মত আজও তার দৃষ্টি থামে,বক্ষ কাঁপে। পিউকে স্টেজ অবধি এগিয়ে দেয়ার পর মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল এক কোণে। তার ব্যগ্র চোখ খুঁজছে একটি প্রিয় মুখ, সু- প্রিয় চেহারা। সময় কাটলে দেখা মিলল তার। সাদিফ ব্যস্তভাবে তৈরী হয়ে এসেছে।

পড়নে কালো কারুকাজ খচিত মকমলের পাঞ্জাবি, সাথে সাদা পাজামা। চুল গুলো আঙুল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নামছে সে।

মারিয়া হা করে চেয়ে থাকল। কালো পোশাকে, সাদাটে সাদিফের সৌন্দর্য চারগুন বেড়েছে। গায়ের রঙ আরো বাড়তি দাগ তুলেছে যেন। মারিয়ার চোখে-মুখে মুগ্ধতা লেপ্টে এলো মুহুর্তে।

সাদিফের গোল-গাল চেহারায় অন্যরকম হিরো ভাব। স্বতঃস্ফূর্ত কদম। ওষ্ঠপুটে চঞ্চল হাসি। ভোলা-ভালা মুখবিবর দেখে মনে হচ্ছে,ইনি মিষ্টি কথা ছাড়া কিচ্ছুটি জানেনা। অথচ এই লোক যে কী মারাত্মক লেভেলের ঠোঁটকা*টা আর ঝগ*ড়ুটে ছিল এক সময়, তার থেকে ভালো কে জানে? সম্পর্কটা কত তিক্ত ছিল শুরুতে! আর এখন? এখন যেন

মধুর চেয়েও সুমধুর। মারিয়া ওমন চেয়ে থেকেই মৃদূ হাসল।

এর মধ্যেই সাদিফ এসে সামনে দাঁড়াল তার। গতকাল থেকে কাজের চাপে ভালো করে কথাও হয়নি দুজনের।

মারিয়া তখনও মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে । সাদিফ ঠোঁট কাম*ড়ে,ভ্রু গুছিয়ে দেখল। তারপর মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে বলে,‘ ও হ্যালো

,মিস ম্যালেরিয়া! ঘুমোতে হলে রুমে যান,ড্রয়িং রুম কিন্তু ঘুমের জন্য নয়।'

মারিয়া চমকে, নড়ে উঠল। ধ্যানের মধ্যে সাদিফ সামনে এসে দাঁড়াল সে দেখেইনি? আশ্চর্য আশ্চর্য! থতমত খেয়ে বলল,

' ঘু..ঘুমাচ্ছিলাম না।'

' তাহলে কী করছিলেন? এভাবে হা করে দেখছিলেন কেন আমাকে?'

মারিয়া চটক কা*টার মতন চাইল। আমতা-আমতা করে বলল,

‘ কই,কখন?’

: মিথ্যে বলে লাভ নেই। প্রায়ই দেখি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। ব্যাপার স্যাপার কী?’

সাদিফ ভ্রু নাঁচাতেই মারিয়া আরেকদিক চেয়ে বলল,

‘ বাজে কথা।’

ধরা পরার শঙ্কায় সে ঘুরে হাঁটা ধরল । পেছন থেকে সাদিফ সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ আই থিংক, ডাল ম্যায় কুছ কালা হে।’

মারিয়া জ্বিভ কে*টে, চোখ খিঁচল। কী ক্যাবলার মত চেয়েছিল,আর ধরাও পরল হাতে নাতে? প্রেসটিজ পুরো ঘেটে-ঘ।চোটপাট বজায়

রাখতে বলল,' তো আমি কী করব? আপনার থিংক, আপনার সমস্যা।'

সাদিফ এগিয়ে আসে। আলগা স্বরে বলে,

'কিন্তু বিষয়বস্তু তো আপনি ম্যালেরিয়া।'

মারিয়া ফিরে তাকায়,

' কী রকম?'

সাদিফ ভাবুক ভঙ্গিতে চশমাটা খুলে হাতে নিলো।পাঞ্জাবির হাতায় দু

তিনটে ঘষা দিয়ে ফের চোখে পড়ল। পেছনে হাত বে*ধে ঝুঁকে এসে বলল,
‘ কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন।’
মারিয়ার বুক কেঁ*পে উঠল। সদর্পে কু*ঠারের এক ঘাঁ বসল যেন। তার হতভম্ব চেহারা দেখে মিটিমিটি হাসল সাদিফ। স্টেজের কাছে কাজী সাহেবকে এগোতে দেখে, হেসে পা

বাড়াল সেদিক। পেছনে রেখে গেল স্তব্ধ মেয়েটিকে।সবার মুখের ঝলমলে, ফকফকে হাসির মধ্য দিয়ে কাবিন নামায় সই করল ধূসর। এরপর পিউ সই করে তাকায়। কাজী সাহেব বলতে বললেন,

‘ বলো মা কবুল!’

একবার বলেছেন,অথচ পিউ

সবেগে, অবিলম্বে আওড়াল, ‘ কবুল- কবুল- কবুল।’

ভদ্রলোক ভ্যাবাচেকা খেলেন। কর্ম জীবনে এমন স্ফুর্ত বউ প্রথম দেখলেন আজ। ওনার পাঠ করানোর পূর্বেই কবুল বলে দিলো? ধাতস্থ হয়ে বললেন,

‘ আলহামদুলিল্লাহ। ‘ বড়রা ঠোঁট টিপে হাসে।

এরপর ধূসরকে বলতে বললেন। সেও সময় নিলো না। চুটকি মে*রে যেন বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো

ওদের। ইকবাল এ পাশে বসা সাদিফের কানে ফিসফিস করে বলল,

‘ দেখেছো সাদিফ বাবু,এদের বাসর ঘরে ঢোকার কী তাড়া!’সাদিফ হু-হা করে হেসে উঠল শুনে। মোনাজাত শেষে ধূসর পিউয়ের দিক চাইল। এত গুলো মানুষ এড়িয়ে সরাসরি,খুরখার চাউনীতে। পিউ তাকায় পরপর, নিভু নিভু দৃষ্টি, লাল

দুটো গাল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্রথম বার চোখাচোখি হয় দুজনের। ধূসরের ঠোঁট গহ্বরের ফাঁক গলে ছুটে চলল প্রাপ্তির হাসি।

যেই হাসি মিশে গেল প্রবল বাতাসে। ছুটতে ছুটতে গাছ -ফুল -পাখি -লতা পাতাকে জানিয়ে দিলো,

"শুনেছ তোমরা,খবর পেয়েছ?

এক_ সমুদ্র_ প্রেমের উত্তাল উর্মীর বিক্ষিপ্ত স্রোতে,এক জোড়া হৃদয়

বৈধভাবে বাঁধা পড়েছে আজ। খুশি হয়েছ?সময় চলছে গন্তব্যে। রাতের অন্ধকার আর সবেগি হাওয়ার সাথে গতির বিরাট পাল্লা তার। নিরন্তর ছুটছে ঘড়ির কাঁটা। রাত্রীর দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলো কেবল। ধূসর-পিউয়ের বিয়ের পাঠ চুকেছে অনেকক্ষণ হবে। অথচ এখনও সবাই রাজ্যের ব্যস্ত পথিক।

হাত,মুখ,পা, দেহ জিরোচ্ছেনা কারো।
এমনিতে বিয়ে হলে, মেয়ে বাড়ি গুটিয়ে থাকে বিষন্নতায়। কন্যা বিদায়ের, আজীবনের জন্যে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর হাহাকারে বাবা মায়ের বক্ষ ছি*ড়েখুঁড়ে আসে। যেমনটা সেবার পুষ্পর বিয়েতে হয়েছিল।

মিনা বেগম অজ্ঞান ছিলেন। বনিয়াদ ভে*ঙে কেঁ*দে ফেলেছিলেন শ*ক্তপোক্ত আমজাদ সিকদারও। কিন্তু পিউয়ের বিয়ের ঘটনা উলটো। তার শ্বশুর বাড়ি, বাবার বাড়ির দরজা,ছাদ, দেয়াল সবই একটা। সে আমৃত্যু এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে। সেইজন্যে কান্না*কাটি তো দূর,বাড়ির লোকজন থেকে একটু -আধটু দামও পাচ্ছেনা।

একবারও এসে খবর নিচ্ছেনা ওর! সে যে সন্ধ্যে থেকে না খেয়ে আছে কারোর হুশ নেই । ভীষণ খিদেয় পেটে চলছে ইঁদুর ছোটার প্রতিযোগিতা। বিকেলের পর দাঁতে কিচ্ছু পরেনি। এতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়? মা-ও একবার এলোনা। বিয়ে হতে না হতেই ওকে পর করে দিলো? পিউয়ের এমন শান্ত হয়ে বসে থাকা পোষাচ্ছে না। বসার ঘর

থেকে বাতাসে, কোরমা-পোলাওয়ের ঘ্রাণ ছুটে আসছে। ক্ষুদা বেড়ে প্রকান্ড হয়েছে তাতে।

কিন্তু বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এ ঘরে রেখে যাওয়া সময় সুমনা,পুষ্প সবাই মিলে বলে গিয়েছে,

‘ একবার বাসর ঘরে ঢুকলে আর বের হওয়া নিষেধ।’পিউ পেট চে*পে বাধ্য হয়ে বসে রইল। হাঁটুতে মুখ

গুঁজে অসহায় শ্বাস ফেলল। বিয়েরও এত জ্বালা!

বসার ঘরে খেতে বসেছেন অতিথিরা। বিশাল জায়গা জুড়ে ছয়-সাতটার মত লম্বা লম্বা টেবিল পাতা হয়েছে। দফায় দফায় লোক বসছে খেতে। মেহমানদের আধিক্য না থাকায়, অসুবিধে হচ্ছেনা।

সিকদার বাড়ির তিন কর্তা,সাদিফ, ইকবাল তদারকি আর খাদিম দিতে

ব্যস্ত । আনিস রিক্তকে নিয়ে বিপাকে পরেছেন। ছেলেটার জ্বর উঠছে হয়ত। তাপমাত্রা উষ্ণ হচ্ছে গায়ের। অসুস্থতায় খুনখুন করছে একটু পরপর। সুমনা ব্যস্ততায় ওনার কাছে রিক্তকে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আপাতত বাড়িময় ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে ঘুম পাড়ানোই তার কাজ। সৈকত জামাই বলে তাকে কোনও দায়িত্ব দেয়া হচ্ছেনা। নিতে এলে

টেনেটুনে খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইকবালের বেলায় এই নিয়ম টিকলো না। সে এক বাটি রোস্ট সমেত হেলেদুলে আসার সময় ধূসর বলল, ‘ আমাকে দে,তুই খেতে বোস।’

ভালো একটা প্রস্তাবেও,

ইকবাল রুষ্ট চোখে চাইল। কড়া কণ্ঠে বলল,

‘ নতুন জামাইয়ের এত কথা বলতে হয়না। মানুষজন খারাপ বলবে। চুপচাপ বসে থাকো যাও।’

পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারপর। তার মুরুব্বি হাবভাব দেখে, ধূসর হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল কিয়ৎক্ষণ। খাওয়ার পর সুপ্তির লিপস্টিক উঠে গিয়েছে। বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিপুণ যত্নে ঠোঁটে লাগাচ্ছে সে।

ঘুরে চাইতেই দূরে দাঁড়ানো ধূসর হাত উঁচিয়ে ডাকল। চোয়াল ঝুলে গেল সুপ্তির। ঘাবড়ে গেল। মনে পড়ল, তাদের গ্রামে ধূসরের বাঁধাই করা অতীত। শিহাব কে পি*টিয়ে আসার ঐতিহাসিক কান্ড। তার ছোট্ট আদোলে আতঙ্ক দেখা গেল। ভয়ে-ভয়ে এসে বলল, 'জি ভাইয়া!'

' এদিকে এসো।'

ধূসর সোজা রান্নাঘরের দরজায় এলো। বুয়া বটিতে শসা কাটছিলেন। ওকে দেখেই শুধালেন,
‘ কিছু লাগব ভাইজান?’
‘ যা যা খাবার আছে একটু একটু করে একটা প্লেটে দিন তো। মাংসের ঝোল দেবেন না। আর ইলিশ মাছ দু-পিস দেবেন।’
তিনি ঘাড় কাঁত করলেন। তড়িঘড়ি, ব্যস্ত হাতে প্লেট,বাটি নিলেন। বড়

বড় ড্যাকে, হাড়ি-পাতিলের ভেতর থেকে আদেশ মত সব তুললেন। সুপ্তি পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছিল। ভাবছিল, এসব কার জন্য?

ধূসর প্লেট নিয়ে ওর হাতে দিলো। নরম কণ্ঠে বলল,‘ একটু কষ্ট করে এটা আমার রুমে দিয়ে এসো।’

সুপ্তির ভ্রু মিলিয়ে গেল এবার। ওনার রুমে তো পিউ আপু আছে।

খাবার নিশ্চয়ই ওর জন্য? কত ভালোবাসা বউয়ের প্রতি! হেসে ফেলল সে। ঘাড় হেলিয়ে বলল, ‘ আচ্ছা।’

পিউ নিঃসহায়ের মত বসে। নখ দিয়ে চাদর খুঁটছে। ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। পাটাতন বসিয়ে ফুলের টানেল দিয়েছে চারপাশে। সাদা চাদরের ঠিক মধ্যখানে লেখা “ধূসর-পিউ”।

ঘরে ঢুকে,এসব দেখেই পিউয়ের বুক ধ্বক করে উঠেছিল। ‘বাসর রাত’ কথাটা মনে করলেও ম*রে যাচ্ছিল লজ্জায়।

কিন্তু সেই লজ্জা ধীরে-সুস্থে গায়েব হলো খাবার সংকটে। বলেনা, ‘ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়! পূর্নিমার চাঁদ সেখানে ঝলসানো রুটি ।’পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে সবাই নিশ্চয়ই সব খেয়ে দেয়ে শেষ

করে ফেলেছে? ওকে কী খেতে দেবেনা? সে নিরুপায় হয়ে জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খেল। রুমটা ধূসরের। কোথায় কী রাখা জানেনা! খাবার দাবার কিছু থাকলে ভালো হোতো। আগে বুঝলেও ওর রুম থেকে কয়েকটা চিপ্সের প্যাকেট এনে রেখে দেয়া যেত।

সেই সময় সুপ্তি ঘরে ঢুকল। চাপানো দোর ঠেলে দেওয়ার শব্দে তাকাল

পিউ। ওর মুখের আগে তার নজর পৌঁছাল হাতের খাবারের ওপর। চোখ দুটো চকচক করে উঠল ওমনি। সুপ্তির হা করার আগেই কে*ড়ে নিলো প্লেট।

অল্পস্বল্প ভ্যাবাচেকা খেলো মেয়েটা । পিউ রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পরেছে থালায়। তাড়াহুড়োয় দাঁনা তালুতে উঠে গেলে সুপ্তি পানি এনে দিলো। পুরো থালা পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন করে

থামল পিউ। যুদ্ধ জেতার মত হাসি ফুটল ঠোঁটে। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে কৃতজ্ঞ চোখে চাইল সুপ্তির দিক। সে তখন পাশে বসে। পিউ বড় শ্বাস নিয়ে বলল,

‘ তোকে আনলিমিটেড ধন্যবাদ। আরেকটু হলে খিদেতে ম*রেই যেতাম।’

সুপ্তি বলল,‘ ধন্যবাদ টা আমাকে না দিয়ে, নিজের বরকে দিও। সে-ই

মনে করে সব পাঠিয়েছে, নাহলে বাড়িতে সবাই ব্যস্ত।’

পিউ আঙুল চাটছিল। কথাটায় থেমে তাকাল। নিশ্চিত হতে শুধাল,

‘ ধূসর ভাই?’

সুপ্তি সব দাঁত দেখিয়ে বলল, ‘ না,ধূসর জামাই।’

বিস্মিত চোখে কয়েক পল চেয়ে রইল পিউ। ধূসর ভাই এত কিছু মনে করে পাঠালেন? পুনরায় বউ

বউ ভাবটা চেহারায় ফুটে উঠল তার। ভালো লাগার তোপে ফুলল লালিত কপোল। লজ্জা পেল ভীষণ! মানুষটা খেয়েছে কী না একবার জানতে না চেয়েই ও গপগপ করে খেয়ে ফেলল? এত বাজে বউ তো সে নয়। এতক্ষণ খেয়ে যেটুকু আনন্দ লাগছিল,এবার ক*ষ্ট লাগল পিউয়ের। মিহি কণ্ঠে জানতে চাইল,

‘ উনি খেয়েছেন? জানিস কিছু? ‘অনুষ্ঠানের রেশ মোটামুটি কমেছে। কোনও রকম শান্ত হয়েছে হুটোপুটি। চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ আপাতত নেই। খাওয়া দাওয়া শেষে, কাছাকাছি নিবাসের অতিথিরা বেরিয়ে গিয়েছেন। তন্মধ্যে ইকবালের বাড়ির লোক অন্যতম। তাদের রাখার জোরাজোরি তে পরাস্ত হয়েছেন আমজাদ।

ইফতি আজ সারাটা বিয়ে বাড়ি তানহাকে খুঁজেছে। পায়নি কোথাও। আসেনি না কী? পিউকে যে জিজ্ঞেস করবে ওই সাহসে কুলোয়নি ওর। ধূসরের নীরব হু*মকি, আর বড় ভাইয়ের চোখ রা*ঙানোর পর সে মেয়ের দিকে তার তাকাতেও ভ*য় লাগে। ইফতি

মেসেঞ্জারে ঢুকে দেখেছে তানহা এক্টিভ নেই।মন খারাপ হয়েছে ওর।

আজকাল যেই মেয়েকেই পটাতে যায়,হাত ফস্কে মাছের মত বেরিয়ে যায় সেটা।

এদিকে তানহার জ্বর উঠেছে। যাকে বলে হাড়মজ্জা কাঁ*পিয়ে দেওয়ার মত জ্বর। ইদানীং এই জ্বরের প্রকোপটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে চারপাশে। ঘরের কেউ না কেউ অসুস্থ হতে শোনা যায়।

তানহার গতকালই আসার কথা ছিল বিয়েতে। পিউয়ের গায়ে হলুদ নিয়ে তাদের কতশত পরিকল্পনা!

কিন্তু ধুম জ্বর ছুটল দুপুরের পর। বিছানা রেখে উঠতে না পারার মতোন দশা।

পিউ শ'খানেক ফোন দিয়ে খোঁজ নিয়েছে। এত জ্বর নিয়ে তানহার মা আসতে দেননি। সেই অবস্থাতেই ছিলো না মেয়েটা। ঘর শুদ্ধ

দাওয়াত,কিন্তু মেয়ের শরীরের কথা ভেবে তারাও যেতে পারেননি। বিয়ে বাড়িতে, যেখানে সবাই ব্যস্ত থাকবে, সেখানে অসুস্থ মানুষ না নেয়াই ভালো। তানহা জ্বর ভুলে শুয়ে শুয়ে কাঁদল। একমাত্র বেস্টফ্রেন্ডের বিয়েতে যেতে না পারার দুঃখে কাহিল সে। পিউয়েরও সমান মন খারাপ। বিয়ে নাহলে ছুটে গিয়ে দেখে আসতে পারত। তবে যতটুকু

পেরেছে, করেছে। সেজেগুজে সবার আগে ওকেই ভিডিও কল দিয়েছে। তানহার মা মেয়ের সামনে ফোন ধরেছেন, রুগ্ন চোখে শুয়ে শুয়ে দেখেছে মেয়েটা।ঘড়ির কাঁটায় তখন ১টা বেজে ১০মিনিট।

ধূসরের চারপাশে পুরুষ মহলের আড্ডা। এক হালি চাচা, পিউয়ের দুই মামা, সুমনা,জবা সবার বাপের বাড়ির লোকজন। এদের হৈহৈ

আলাপে বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারছে না ধূসর। এত রাত হলো, ঘরে যাবেনা, না কী? আর কতক্ষণ বসে থাকবে? তার সুপ্ত মেজাজ চটে যাচ্ছে।

এদিকে ইকবাল, সাদিফ,পুষ্প, মারিয়া কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। একটু আগেও তো ছিল এখানে। সবগুলো একসাথে গেল কোথায়?

ধূসর অধৈর্য, বিদ্বিষ্ট হয়ে কপালে আঙুল ঘষল। রুবায়দা দেখতে পেয়েই কাছে এসে শুধালেন,

‘ মাথাব্যথা করছে? কফি খাবি?’

ধূসর চোখ তুলল। তার শ্যামলা চেহারার আনাচে-কানাচে বিরক্তি। কোথায় বলবে,ঘরে যাবি? এই রাত দেড়টার সময় কফি খায় কে?সে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষনাৎ।

সংক্ষেপে বলল ‘ না। রুমে যাচ্ছি।’

অবিলম্বে হাঁটাও ধরল। মুরুব্বিরা খানিক থতমত খেলেন ব্যাপারটায়। কেউ কাউকে বুঝতে না দিয়ে স্বাভাবিক রাখলেন চোখ-মুখ।

কিন্তু রুবায়দা স্বাভাবিক থাকতে পারলেন না। তিনি ত্রস্ত পায়ে মিনা বেগমের কাছে এলেন। চাপা কণ্ঠে বললেন,

‘ আপা, ধূসরতো ঘরে চলে গেল। পায়েস, শরবত কিছুইত...’

পথিমধ্যেই, বুয়া থালায় মাজুনি ঘষতে ঘষতে বললেন,
‘ তয় কী করব আম্মা? রাইত বাজে দুইটা,আমনেরা হেরে অহনও বহাইয়া রাকছেন। নুতোন বউ রাইখা কেউ এমবায় থাহে?আরও ভাইজানের বালোবাসার বউ। কত যুদ্দ করল হেদিন দেকলাম তো!’
মিনা কিছু বললেন না। রুবায়দার কনুই টেনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে

এলেন দ্রুত। এক কোনায় এসে বললেন,
‘ একটা কথা বলব রে রুবা?’
ভদ্রমহিলা অবাক হয়েছেন। এভাবে টেনে-টুনে আনা,আবার এত কাতর কণ্ঠে বিভ্রান্ত হয়ে বললেন,
‘ হ্যাঁ... বলোনা!’
মিনার চোখে-মুখে ইতস্ততার চিহ্ন। সময় নিয়ে,রয়ে সয়ে বললেন,‘ আমি জানি, ধূসর তোর একমাত্র ছেলে।

ছেলের বউ নিয়ে প্রতিটি মায়ের শখ-আহ্লাদ থাকে। তোরও ছিল। কত কথা, স্বপ্ন এসে আমাকে বলতি তুই। সেই ধূসরের আল্লাহর হুকুমে মনে ধরল আমার মেয়েকে। তার হুকুমেই বিয়ে হলো আজ। তুইত জানিস,পিউ ভালো-মন্দ তেমন বোঝেনা। আঠের বছর চলছে কিন্তু পরিপক্কতা একটু কম। লাফালাফি করে অনেক। সংসার যে কী ওর

ধারণাই নেই। গভীরতা বোঝাতো বহু দূর। না বুঝেই অনেক ভুল করবে, তোর মন মতো পারবেন না হয়ত। তুই একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিস? যেমন ভাবে গড়লে তোর মনে হবে ও তোর যোগ্য বউমা তেমন করেই শাসন করিস।

তুই শেখালেই ও শিখবে। ছটফটে হলেও আমার মেয়েটা অনেক লক্ষী! বড়দের অসম্মান করেনা কখনও।’

রুবায়দা কিছুক্ষণ আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইলেন। হতবিহ্বল হয়ে বললেন,‘ আপা! তুমি এসব, আমাকে বোলছো? ‘

মিনা হা করলেন,পূর্বেই তিনি ঝাড়া মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। রেগে বললেন,

‘ কিছু বলতে হবে না আপা, সব বুঝেছি! মুখেই আমাকে বোন বলো। সামনেই এত ভালোবাসা!

পিউ তোমার একার মেয়ে তাইনা? আমার মেয়ে না ও? ও কেমন আমি তা জানিনা?’

‘ রাগ করছিস কেন? আমি তো...’

‘ তুমিতো তুমি। বুঝিয়েই দিলে আমি পিউয়ের শুধু চাচিই রয়ে গেলাম, মেজ মা হতে পারিনি। কেন আপা? আমি কি কোনও দিন কম ভালোবেসেছি ওকে? আলাদা চোখে

দেখেছি? তাহলে এসব কীভাবে বলতে পারলে?

মিনা অসহায় চোখে চাইলেন। কী বলতে, কী বলে ফেলেছেন! রুবায়দা উলটে চেঁতে গেল। তিনি বাহুতে হাত ডলতে ডলতে বললেন,‘ ও মেজো,শোন না! একটু মাথাটা ঠান্ডা কর বোন। আমি ওভাবে বলতে চাইনি। তুইতো চিনিস তোর

আপাকে। আচ্ছা ভাই, ভুল হয়েছে। মাফ চাই।'

রুবায়দা মুখ বেকিয়ে আরেক দিক তাকালেন। মিনা ঠোঁট ওল্টালেন শিশুর ন্যায়। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন,

' মেয়ের মা হিসেবে না হয় একটু বলেই ফেলেছি। তাই জন্যে...'

পরপর কণ্ঠে দুষ্টুমি এনে বললেন,

‘এখন এই রাগে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন বেয়াইন সাহেবা? ছেলেপক্ষ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? এ কেমন অবিচার বলুন তো!’

চোটপাট আর টিকল না রুবায়দার। হেসে ফেললেন। পরপর ভ্রু গুটিয়ে বললেন, ‘ এরকম আর কখনও বলবে?’

মিনা বিশ্রান্ত কণ্ঠে বললেন,‘ না বাবা, ঘাট হয়েছে আমার! মুখেও আনব না এসব।’

রুবায়দা মিনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

‘ আপা! পিউ আমার কাশ্মিরী আপেলের মত সুন্দরী বউমা। এমন বউমা বিনা পরিশ্রমে পেয়ে আমি তো সৌভাগ্যবতি মনে করছি নিজেকে।’

মিনা মাথা নাঁচিয়ে বললেন,
‘ আর আপনার বাহাদুর ছেলেকে মেয়ের জামাই হিসেবে পেয়ে আমিও সমান সৌভাগ্যবতী।’
দুজনেই হেসে উঠলেন। জবা দেখেই, সতর্ক কণ্ঠে বললেন,
‘ একী! তোমরা কী নিয়ে হাসছো? আমাকেও বলো, আমিও শুনব।’
পরপর সুমনা ভিড়লেন সেখানে। সব কাজ ফেলে,ওমন দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই চার জায়ের হাস্যরসের সভা বসল।

বুয়া তখন রান্নাঘর থেকে মাথা বের করে বললেন,

‘ খালাম্মা! খাওন তো পইছা যাইবে,ফিরিজে রাখলেন না?’

খোশগল্প স্থগিত। মিনা মনে করার ভঙ্গি করে বললেন,‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ।’

রান্নাঘরে যেতে গেলেই জবা টেনে ধরে বললেন,

‘ ও হ্যাঁ হ্যাঁ নেই। সারাদিন তুমি আর মেজ আপা অনেক খেটেছ! এখন সোজা ঘরে যাবে। বাকীটা আমরা দেখছি।’

‘ আহা,তোরা পারবিনা।’

সুমনা বললেন, ‘ বলে দিলে সব পারব। তুমি দেখিয়ে দিয়ে যাও,আমরা চুটকিতে শেষ করছি।’

বাধ্য হয়ে ওনাদের সবটা বুঝিয়ে দিলেন মিনা। পাশে দাঁড়িয়ে

থাকবেন ভাবলেও,দুজন মিলে দুই জা'কে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলেন ঘরে।ধূসর কক্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরে। হতভম্ব হয়। নীচে মনে মনে খোঁজা বিচ্ছুর দলগুলো সব এখানে হাজির। রীতিমতো দরজার সম্মুখে সাড়ি বেঁধে প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে বসেছে একেকজন। প্রথমে সাদিফ,তারপর ইকবাল,পাশে পুষ্প,মারিয়া,শান্তা,

সুপ্তি। হাসাহাসি করছিল কিছু নিয়ে,ওকে দেখেই সবাই তটস্থ হয়ে ফিরল। ইকবাল প্রমোদ কণ্ঠে বলল, ‘ আরেহ! আসুন আসুন ভায়রা ভাই। আপনারই অপেক্ষায় পথ চেয়ে ছিলাম।’

ধূসর প্রশ্ন ছুড়ল ‘ তোরা এখানে?’

পুষ্প ছটফটে গলায় জবাব দেয়, ‘ আমরা গেইট ধরেছি।’

সাদিফ বলল, ‘ ভাইয়া, তুমি একই বাড়িতে বিয়ে করে গেইট ধরা,জুতো চুরি, হাত ধোঁয়া, এইসব কিছু থেকে বেচে গিয়েছ। কিন্তু কথায় বলে সবার জন্য আঈন সমান। ইকবাল ভাই যা যা ভুগেছেন,তোমাকেও ভুগতে হবে। আর তাই, আমরা সবাই মিলে, তোমার বাসর গেট ধরেছি। আভি আন্দার যানে মে, প্যায়সা দেনা পারেগা।’

ইকবালের ঠোঁটে হাসি।

ভ্রু উঁচিয়ে উঁচিয়ে বলল,

‘কী শালা সমন্ধি? কেমন লাগছে এখন? ‘পরপর গুরুতর ভঙ্গিতে বলল, ‘ আমার সময় তুই সাহায্য করিসনি। করলে এখন তোর সাপোর্টে থাকতাম। সাদিফ আমাকে বাচিয়েছিল,তাই আমি ওর সাপোর্টে। ‘

দুজন হ্যান্ডশেক করল তারপর। ধূসর বিরক্ত কণ্ঠে বলল,
‘ আমি খুব টায়ার্ড ইকবাল! ভালো লাগছে না এসব। সর।’
পুষ্প আপত্তি জানিয়ে বলল,
‘ না না,এসব বললে তো হবে না। এটা আমাদের অধিকার। টাকা না দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না।’
সাদিফ তাল মলিয়ে বলল,’ হ্যাঁ। টাকা না দিলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।’

ধূসর কপাল কুঁচকে বলল, ‘ তোরা দুটো না পিউয়ের বড় ভাই-বোন? লজ্জা করছেনা ওর বাসর রাতে গেট ধরছিস?’

পুষ্প-সাদিফ মুখ দেখা-দেখি করল। পরপর দাঁত বের করে সমস্বরে বলল, ‘ একটুও না।’

সাদিফ কাঁধ উঁচিয়ে জানাল,

‘ আমরা পিউকে চিনিইনা? কে ও? কী নাম ওর? আমরাতো তোমাকে

চিনি ভাইয়া। তুমি আমাদের বড় ভাই। বড় ভাইয়ের বাসরের গেট ধরা ছোট ভাই বোনদের কর্তব্য। আমি আবার কর্তব্য নিয়ে হেলাফেলা করতে পারিনা।’

ইকবাল বলল,’ আমিও না।’টাকা আদায়ের এই আন্দোলনে শান্তা আর সুপ্তি নিরব। তারা দল ভারি করতে বসলেও টু শব্দ করছেনা। শান্তার ভেতর ভেতর খারাপ লাগছে।

কখনও এই লোকটার ওপর মারাত্মক ক্রাশ ছিল ওর। আচ্ছা,সে তো পিউয়ের থেকে অল্প একটু ছোট। উনি চাইলে বিয়েটা তো ওকেও করতে পারতেন।

মারিয়া মুখ খুলল এবার। ধূসরকে বলল,

‘ ভাইয়া থাক,এদের সাথে বার্গেইনিং না করে বিষয়টা মিটিয়ে নাও। দর-কষাকষি তোমার সাথে যায়না।’

তার পামপোট্টিতে ধূসর গলল কী না বোঝা গেল না। বুকে হাত বেঁধে ভ্রু নাঁচিয়ে শুধাল,

‘ তা কত দাবি তোমাদের?’

সবাই এক জোটে হৈচৈ বাধিয়ে জানাল,‘ ৩৫ হাজার। ‘

পুষ্প হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে হিসেব দিলো,

‘ দেখুন ভাইয়া! আমরা মোট ছয়জন। সবাই ছ ‘হাজার করে নিলে

৩৬ হাজার হচ্ছে। আপনাকে তো আমরা অনেক ভালোবাসি, তাই এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। '

ধূসর মাথা দুলিয়ে বলল, ' ও আচ্ছা।'

তার নিরুদ্বেগ ভাবভঙ্গি দেখে ইকবাল- সাদিফের কানের কাছে গিয়ে বলল,

' আমারা কি কম বলে ফেললাম সাদিফ বাবু?'

সে দ্বিধাদন্দে ভুগে বলল, ‘ পঞ্চাশ চাইলে মনে হয় ভালো হোতো। ‘ধূসর বিনাবাক্যে পকেটে হাত ভরল। পরপর ‘চ’ সূচক শব্দ করে বলল,

‘ শীট! মানিব্যাগ তো রুমে। নিয়ে বের হইনি। জায়গা দে,গিয়ে নিয়ে আসি।’

ইকবাল ওমনি দাঁড়িয়ে বলল, ‘ একদম না। গেলে আর আসবিনা তুই। ‘

ধূসর ততোধিক শান্ত ভঙিতে বলল, ‘ তাহলে টাকা দেব কোত্থেকে? ‘

সবাই একটু দোটানায় পড়ল। সাদিফ ফিসফিস করে বলল, ‘ আমি গিয়ে নিয়ে আসব?’

ইকবাল তেমন করেই জবাব দিলো,’ দরজা খুললেই যদি দৌড়ে ঢুকে

যায়? গায়ে তো মহিষের মতো শক্তি। আমি ধরে রাখতে পারব না।’

সাদিফ চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কাম*ড়াল। ধূসর ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, ‘ যা করবি তাড়াতাড়ি! ‘

ইকবাল দুষ্টুমি করে বলল, ‘ কেন? বউয়ের কাছে যাওয়ার জন্য তর সইছেনা?’

ধূসর মুখের ওপর বলল, ‘ না।’

মারিয়া আগ বাড়িয়ে বলল,‘ আরে, ভাইয়া যখন বলছেন, রুম থেকে এনে দেবেন তখন নিশ্চয়ই দেবেন। পৃথিবী উলটে গেলেও কিন্তু ধূসর ভাইয়ার কথা নড়চড় হয়না।’

ইকবাল মনে মনে ভাবল,কথাটা ঠিক।

এদিকে সবাই ওর মুখের দিকেই চেয়ে। দলের সিনিয়ির সদস্য বলে কথা! পুষ্প সন্দেহী কণ্ঠে শুধাল,

‘ সত্যি দেবেন তো ভাইয়া?’

ধূসরের উত্তরের আগে, মারিয়া বলল,

‘ আরে দেবে দেবে। ভাইয়া ওমন না কী! নাও জায়গা ছাড়ো, ওনাকে যেতে দাও।’

তার কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাস গলেগলে পরছে।

ইকবালও মাথা হেলিয়ে স্বায় দিলো। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার সরিয়ে

রাস্তা দিলো ওকে। খুলে দিলো দরজার তালা। ধূসর বক্র হাসল। সবার সামনে দিয়ে টানটান বক্ষে, লম্বা পায়ে ঢুকল রুমে। তারপর পেছন ঘুরে চাইল । সব কটা দরজায় ঝুলে এসেছে প্রায়। ধূসর ঘাড় ডলে, আচমকা ফট করে দরজা লাগিয়ে দেয়। টেনে দেয় ছিটকিনি। ভড়কে গেল ওরা। তব্দা খেয়ে হা

করে মুখ দেখা-দেখি করল। তারপরই শুরু করল ধাক্কানো।

পুষ্প আর্তনাদ করে বলল ‘ এ কী! এটা কী হলো?’সাদিফ বলল,’ ভাইয়া দিস ইজ চিটিং! ‘

ইকবাল বলল, ‘ শালা, সম্বন্ধি,ভায়রা, অসভ্য,চিটিংবাজ। ‘

ধূসর ঠোঁট কামড়ে হাসল। উদ্বেগহীন জানাল,

‘ ধা*ক্কিয়ে লাভ নেই। কাল সকালে দেখা হবে।’

‘ সকালে দেবেন?’ ‘

‘ হ্যাঁ। ‘

‘ ঠিক তো?’

ধূসর বলল, ‘ বিশ্বাস করলে কর,নাহলে দাঁড়িয়ে থাক সারারাত। সকালের আগে দরজা খুলছি না।’

মারিয়ার বড় মুখ এবার ছোট হয়ে গেল। ধূসরের টান টানতে গিয়ে

চেহারায় লেপ্টে গিয়েছে অদৃশ্য চুন-কালি। চোর চোর ভাব করে চুপ রইল সে। সাদিফ কটমটে চোখে চেয়ে বলল,

‘ সব আপনার জন্য হয়েছে। ‘

তারপর ওর মত করে বলল,

‘ পৃথিবী উলটে গেলেও ধূসর ভাইয়ার কথার নড়চড় হয়না।’

এবার হলো তো?’

মারিয়া মাথা নুইয়ে বলল, ‘ আমি কী করলাম?’

পুষ্প মন খারাপ করে বলল , ‘ এখন কী হবে? শুধু শুধু আধ ঘণ্টা ধরে বসে ছিলাম।’

ইকবাল তার বিফল চেহারা দেখে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

‘ ডোন্ট বি স্যাড মাই লাভ! হতচ্ছাড়াটা দিন-দিন বাটপার হয়ে

যাচ্ছে। যখন বলেছে আজ খুলবেনা,খুলবেইনা।'

পরপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল,' তবে সকালে দেবে বলল যখন, দেবে। ভেবোনা এত। চোর হলেও লোকটা ভালো। কথা একটা বললে রাখে কিন্তু। '

' তাহলে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চলো যাই, ঘুম পাচ্ছে আমার। শান্তা,সুপ্তি তোরাও ঘুমা গিয়ে।'

ওরা মাথা দোলাল। পুষ্প হাই তুলল। তার কাঁধ পেঁচিয়ে রুমে রওনা করল ইকবাল। শান্তা- সুপ্তি আজ পিউয়ের ঘরে শোবে,সাথে মারিয়াও। সে ওদের পেছনে,পা বাড়াতে গেলেই আচমকা হাতটা টেনে ধরল সাদিফ।

মারিয়া চমকে তাকাল। সাদিফ ভ্রু গুটিয়ে শুধাল,

‘ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘ রু রুমে...’

বলতে বলতে তার নেত্রদ্বয় সতর্ক ভাবে আশপাশ দেখে নেয়।

সাদিফ বলল, ‘ এখন রুমে যেতে হবেনা।’

‘ তা তাহলে?’

সাদিফ দুষ্টু হেসে হুবহু ওকে নকল করে বলল,

‘ তা তাহলে, আমার একটা প্রস্তাব আছে, রাখবেন?’

মারিয়া লজ্জা পেল। নিম্নাষ্ঠ চেপে, আস্তে করে শুধাল,’ কী?’

‘ ছাদে যাব।’

সে ভ্রু কপালে উঠিয়ে বলল,

‘ এত রাতে ছাদে?’

‘ কেন? ভয় লাগছে?’

মারিয়া মুচকি হাসল। নরম কণ্ঠে স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ আপনি পাশে থাকলে কীসের ভয়?’

সাদিফের অভিব্যাক্তি বদলায়। বৃহৎ হয় চেহারার ঔজ্জ্বল্য। ওষ্ঠপুটে চকচকে হাসি বহাল রেখে দূর্বোধ্য চোখে চাইল সে। কণ্ঠ নীচু করে বলল,

‘ তাহলে যাওয়া যাক?’সবাই চলে গিয়েছে বুঝতেই শব্দহীন, বিজয়ী হাসল ধূসর। হাঁপ ছাড়ল। শরীরের রগে রগে ক্লান্তি ছুটছে। ভোর পাঁচটায় উঠেছিল,তারপর থেকে

বিছানা ছুঁয়েও দ্যাখেনি। মিটিমিটি হাসি ঠোঁটে রেখে পেছন ঘুরল সে। ওমনি স্তব্ধ হলো চক্ষুদ্বয়। স*জোরে তীর এসে বসল ঠিক হৃদপিন্ড বরাবর।

বউ বেশে, এক লাল টুকটুকে অপ্সরী ঘুমোচ্ছে বিছানায়। কী সুখভীর নিদ্রা! কী ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ! সাথে ললিত একটি মুখ। মাথার নীচে রাখা চুড়ি পরা হাতগুলো

লাইটের কড়া আলোতে জ্বলছে। দীপ্তি দিচ্ছে নাকের পাথুরে ফুল। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর নেই। নিষ্পাপ মুখখানি এসে যখন সামনে দাঁড়ায়,ধূসর এই জগত ভুলতে সক্ষম। সক্ষম ওই রাঙা ওষ্ঠযূগলের হাসির জন্য,ধরিত্রীর সকল নিয়ম ভা*ঙতে। ধূসর অভিভূতের ন্যায়, নিষ্পলক চেয়ে রইল। নিদ্রিত ওই ছোট্ট মেয়েটা ওর বউ! ওর

ভালোবাসা! পার্থিব জগতের মাঝে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারীনি, তার হৃদয়হরনী পিউ!

ধূসরের তুষাতুর দুটো নিশ্চল আঁখি একসময় পলক ফেলল। ঠোঁট দুটো সরে গেল দুদিকে। বিস্তর বক্ষপট ওঠানামা করল তুষ্টিতে,তৃপ্তিতে। আচমকা চোখ মেলল পিউ। তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিভু নেত্রযুগল প্রথমেই খুঁজে পেলো একটু দূরে দাঁড়ানো ওই

মানুষটিকে। বহু প্রতীক্ষার,অনেক সাধনার,আর ভীষণ ভালোবাসার ধূসর ভাই!

পিউ তড়াক করে উঠে বসল। ঘুমিয়ে পড়েছিল ভেবেই লজ্জা পেলো,বিস্মিত হলো। কিন্তু ওর কী দোষ? এতক্ষণ কুণ্ঠায় অধীর,অস্থির হয়ে পায়চারি করেছিল! আই -ঢাই করে একবার এদিক থেকে সেদিক গিয়েছে রুমের। ধূসর ভাই

আসবেন, তারপরের টুকু ভেবেই তরতরিয়ে ঘেমেছিল। নার্ভাস-নেসে দিশা হারিয়ে বারবার ওয়াশরুম অবধি ছুটেছে। শেষে একটু বিছানায় শরীর ছাড়তেই রাজ্যের ঘুম নামল। এমন ঘুম যে,টেরই পেলোনা কিছু? ওর তো এই খাটের মধ্যমনিতে বসে থাকার কথা। যেমনটা ও কল্পনায় দেখতো। তার মাথায় টানা বড়সড় ঘোমটা স্বযত্নে এসে তুলবেন ধূসর

ভাই। ওর নীচু মুখ তুলবেন আঙুলে। কপালে চুমু আঁকবেন ভালোবেসে। পিউ অনুচিন্তনের রেশ বেশি দূর গড়াতে দেয় না। ধূসর দাঁড়িয়ে আছে দেখেই ব্যস্তভাবে উঠে এগিয়ে যায় কাছে। ওকে আসতে দেখে সে থামল,বাড়ানো কদম পিছিয়ে আনল। পিউ ঝটপট ওর পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুমনা বেগম শিখিয়ে দিয়েছিলেন যাওয়ার সময়।

ধূসরের ভ্রুদ্বয়ে ভাঁজ পড়ল। অবাক হলো খানিক। পিউ সাফাই দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

‘ আমি একদম ঘুমোতে চাইনি ধূসর ভাই। কখন যে চোখটা লেগে এসেছিল!’

ধূসরের মন নেই ওতে। সে প্রখর, মনোযোগী চোখে পিউয়ের পা থেকে মাথা অবধি দেখে নেয়। পিউ অতটা লম্বা নয়,ছোটখাটো,আদুরে আনন।

কিন্তু শাড়ির ভারে আজ ওকে ছোট তো দূর,পূর্নাঙ্গ নারী লাগছে। যে নারী ধূসরের ব্যক্তিগত,ওর বাম প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে রাখা একান্ত প্রেম। ধূসর একটু এগোয়। পিউয়ের ক্ষুদ্র মুখবিবরটা তুলে নেয় অমসৃণ অঞ্জলিপুটে।

বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে দেয় নাকের পাথরের ওপর। তাকে চুপ দেখে

পিউ ফের বলতে গেল,‘ আপনি কি রাগ করে....’

সহসা একটা আঙুল লিপস্টিক পরিহিত ঠোঁটে চেপে ধরল ধূসর। থামল পিউ।

ধূসর হ্যাঁ -না কিচ্ছু বলল না। একটা টু শব্দও এলো না বাইরে। আচমকা, চট করে ওকে কোলে তুলে ফেলল। পিউ চমকে গেল। কিছু বোঝার আগেই মাথা এসে ঠেকল তুলতুলে

বালিশে। ধূসর গায়ের ওপর আধশোয়া হতেই গাত্রের রক্ত ছোটাছুটি তৎপর থেমে গেল তার। কী হবে! কী হতে পারে! ভাবতেই কাঁটার মতন শক্ত হয়ে গেল লজ্জায়। ফেরত এলো চিরচেনা সেই কম্পন,সেই হাত পায়ের টাল-মাটাল তান্ডব।

তার-ওপর ধূসরের দুটো নেশাল চোখ। তীরের মত চাউনী, মদ্যক

অক্ষিপট। এসব পিউকে সুস্থ থাকতে দিলো না। পেটানো শরীরের নীচে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে সে। কণ্ঠস্বরে ভূমিকম্প নামিয়ে বলতে যায়,

‘ আমি..একটু মানে..’

ধূসর কথা সম্পূর্ন করতে দিলো না। ওর গরম ওষ্ঠপুট কানের পাশে যেতেই আপনা-আপনি মুখ বন্ধ হয়ে গেল পিউয়ের। শুনতে পেলো একটি

ফিসফিসে কণ্ঠ,' এই রাত আমার,বলেছিলাম না? আজ তুই কাঁপলেও ধূসরের,না কাঁপলেও ধূসরের। '

বলতে বলতে ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে গেল ওই রক্তাভ গাল। পিউ লজ্জায় হাঁসফাঁস করে উঠল। একে একে কপাল,চোখের পাতা,নাকের ডগা সমস্ত কিছু সিক্ত হয় ধূসরের চুম্বনে। পিউ চোখ দুটো খিঁচে নিলো তখন,

যখন মানুষটার উষ্ণ অধর ঘূর্নিঝড় বইয়ে দিলো তার গলার ভাঁজে। এতটা অস্থির,অশান্ত ধূসর কখনও হয়নি,কখনও না।

পিউ একটা সময় সয়ে নিলো। বিলম্ব হলেও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাঙ্ক্ষিত ছোঁয়ায় ধাতস্থ করল নিজেকে। তিন বছর ধরে, তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করা মানুষটার নিকট সহাস্যে সমর্পণ

করল নিজেকে। তার দুটো শীর্ণ হাত, আকড়ে ধরল ধূসরের উন্মুক্ত, চওড়া, শ্যামলা পিঠ। রাত্রির তিন প্রহরে রচিত হলো তাদের ভালোবাসার বিস্তর রচনা,নতুন সূচনা।এই গল্প কপি করে লেখিকা সালমা চৌধুরী আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে গল্পটি লিখেছেন। আমার গল্পের প্লট থিম সংলাপ সব কপি করেছেন। এই নিয়ে লেখিকার

স্বীকারোক্তি আমার কাছে প্রমাণ হিসেবে আছে। অহেতুক কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। কেউ কোনো যুক্তিও দেবেন না। আমার গল্প আগে লেখা। আমার লেখা ধূসরকে কপি করে ওনার ঐ আবির তৈরি। আশা করি আপনি বড়ো মনের মানুষ। কপিবাজ লেখিকার বিরুদ্ধে যথাযথ সোচ্চার হবেন।)

স্বচ্ছ আকাশে তারাদের ভিড়। অদম্য রূপের চাঁদ, লুটিয়ে দিচ্ছে প্রভা। চারপাশ ঘিরে হাওয়ার নম্র স্লোগান। কাছেপিঠে আলো নেই। শুধু রাস্তার দুই ধারে,স্তম্ভের মতো সোজা হয়ে থাকা সোডিয়ামের হলদেটে দীপ্তি। খুব স্পষ্ট নাহলেও,সাদিফের মাত্রাধিক ফর্সা মুখটা এই স্বল্প আলোয়,মারিয়ার নিকট পরিষ্কার।

পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সাদিফ। বক্ষপটে মাংসল হাত গুঁজে রাখা। গায়ের কালো পাঞ্জাবি মিশে গেছে তিঁমিরে। ক্ষীণ রশ্মিতে, চশমার গ্লাস চিকচিক করছে।অমানিশার এই সুবিধে টুকু, মারিয়া হামলে নিয়েছে প্রযত্নে। তৃষিত নয়নে,চেয়ে আছে ওর দিক। সে মানুষটার নজর সম্মুখে,একটু উঁচুতে,ঐ আকাশের

রাস্তায়। যেন মন দিয়ে চন্দ্রের কালিমা দেখায় ব্যস্ত!

কতক্ষণ হলো,কারো মুখেই কোনও কথা নেই। বিশাল ছাদ প্রাঙ্গনে শুধু শ্বাস-প্রঃশ্বাসের শব্দ। সাদিফ যেঁচে মারিয়াকে এখানে এনেছে। কিন্তু এসে থেকে মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে। অবশ্য এই নিয়ে মেয়েটার মাথাব্যথা নেই। না আছে বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো। এই যে সাদিফ ওর

এতটা কাছে এতেই চলবে। এইভাবে যে খুব পাশে থেকে ওকে দেখছে এতেই সে তৃপ্ত।
মারিয়ার সম্মোহনীর ন্যায় চাউনীর মাঝে সাদিফের দীর্ঘশ্বাস ফ্যালার আওয়াজ হলো। মনোযোগে বিঘ্ন পেয়ে নড়েচড়ে চোখ নামাল মেয়েটা। কিন্তু কথা বলল না কেউই...
মারিয়া ফের সাদিফের দিক চায়।

এতক্ষণ ধরে লোকটা চুপ করে আছে কেন? ওনার কি মন খারাপ? অবশ্য হওয়ারই কথা!

যাকে ভালোবাসে,সে এখন স্বামীর সঙ্গে বাসর ঘরে মত্ত! এমন দুঃসহ সত্যির অনলে বুক তো পুড়়*বেই। মারিয়ার নিজেরও মুখ কালো হয়। ফেরত আসে খারাপ লাগা। অমোঘ ইচ্ছে ছুটে আসে নিউরনে।

ভাবে,‘ইশ! যদি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থাকত আমার, তা দিয়ে একটা জাদুর মলম বানাতাম। তারপর আপনার বুকে প্রলেপ লাগিয়ে সব ক্ষ*ত সেড়ে ফেলতাম সাদিফ! দুহাতের আজোলে সুখ এনে জোনাকির মত উড়িয়ে দিতাম আপনার বক্ষগহ্বরে। ওরা দিনরাত জ্বলতো,একটুখানি আমাবস্যা নামতে দিতোনা আপনার হৃদিস্থ নিবাসে। ‘

হতাশ শ্বাস ফেলল সে। নিঙরে দিলো নিজের না পারার আক্ষেপ, তার অপরাগতা। চোখ ছাপানো মুগ্ধতা,আর ভালোবাসার থৈথৈ স্রোত সমেত চেয়ে রইল ওই সাদাটে মুখমন্ডলে।

অকষাৎ, বাতাসে সাদিফের কণ্ঠ ভেসে আসে,

‘ আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকবেন ম্যালেরিয়া? চোখ ব্যথা করছেনা?’

চমকে উঠল মারিয়া। বিমুগ্ধ লোঁচনে লেপ্টে এলো হতবিহ্বলতার ছাপ। সাদিফ ঘাড় বেঁকে তাকায়। ধরা পরার ভয়ে ওমনি চোখ নামাল সে।

সে মুচকি হাসল। শুধাল,‘ এত কী দেখছিলেন?’

মারিয়া আমতা-আমতা করল, কণ্ঠে অস্বস্তি,

‘ ইয়ে মানে,ওই তেমন কিছু না।’

‘ তাহলে কেমন কিছু? ‘

মারিয়া উত্তর জানেনা। জানলেও বলতে পারবেনা। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,

‘ নীচে যাবেন না? অনেক রাত হয়েছে!’

সাদিফের ছোট জবাব,

‘ যাব। কেন,এখানে খারাপ লাগছে আপনার? ‘

মারিয়া ঘন মাথা নেড়ে বলল, ‘ না না।’

সাদিফ আবার দৃষ্টি ফেরায়। সম্মুখে চেয়ে থেকে ডাকে,

‘ ম্যালেরিয়া!’

মারিয়ার উত্তর, ‘ জি!’

‘ কিছু কথা বলব,শুনবেন?’

তাকালে,মাথা দোলাল সে। শুনবে না কেন? এই মানুষটার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য এক প্রহর কেন,এক রাত এই ছাদেই অনায়াসে কাটিয়ে দেব ও।

সাদিফ শ্বাস ফেলে প্রস্তুতি নিলো। প্রভঞ্জনে দুলে এলো তার ধীর-স্থির আওয়াজ,‘ আমার জীবনটা ঠিক কী রকম আমি জানিনা। মনে হয়,ভীষণ অদ্ভূত! আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক না হয়ত। রস-কষ আর ঝামেলা মুক্ত! আমি কখনও কোনও বড় বিপদে পড়িনি। নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পছন্দ করতাম। যেখানে,একটু ঝামেলা

দেখেছি,সেদিকে না গিয়ে উলটো পথে এগোতাম। সত্যি বলতে আমি প্রথম বার, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া,কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার মত চিন্তা,এই সবটা করেছিলাম আপনার সাথে। এর আগে কিন্তু এসব আমার মধ্যে ছিল না। '

থামল একটু! বলল,

' আমি আত্মীয় স্বজনের নিকট এক ভদ্র ছেলের প্রতিচ্ছবি। সবাই

তাদের ছেলে-মেয়েকে দেখিয়ে বলতেন আমার মত হতে। যে কোনও দিন বাবার সাথে তো দূর,মায়ের চোখ দেখেও জবাব দেয়নি। তাদের হ্যাঁ এর ওপর না বলতে যায়নি।আমাদের বাড়ি পড়াশুনায় ভীষণ স্ট্রিক্ট! আপনার সব দোষ মাফ পেলেও,লেখাপড়ার গাফিলতি এখানে ক্ষমা করা হয়না। কিন্তু আমার পড়তে ইচ্ছে করত না।

আহামরি ভালো ছাত্র ছিলাম না। বছরে ক্লাশে ফার্স্ট হতে হবে এমন চিন্তাধারাও ছিল না কখনও। যতটুকু পড়তাম পরিবারের চাপে,ওদের ভ*য়ে।

ছোট থেকে আমার আর ভাইয়ার সম্পর্কটা ভীষণ সুন্দর ছিল জানেন! ভাইয়ার আদর আমার মত কেউ পায়নি। একই সাইকেলে চড়ে স্কুল গিয়েছি দুজন। জীবনে একদিন ওর

মার খেয়ে আমার জ্বর উঠেছিল। ওটাই প্রথম, ওটাই শেষ। আমার গায়ের ধুম জ্বর দেখে ভাইয়ার খারাপ লেগেছিল কী না জানিনা,তবে যতবার আমি রুগ্ন চোখ মেলে চাইতাম, দেখতাম ভাইয়া পাশে বসে। ততবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে,

‘ কী খাবি? কী লাগবে?’আমি ছোট হলেও,ওর চোখে-মুখের উদ্বীগ্নতায়

বেশ বুঝেছিলাম, ওর ভালোবাসার মাত্রা। ছোট বেলায় ইকবাল ভাই আর ভাইয়া যখন উঠোনে ব্যাডমিন্টন খেলত,আমি ওদের কর্ক কোড়াতাম। ওরা নিষেধ করলেও,লাভ হয়নি। কেন যেন ভাইয়ার সব কাজ করতে আনন্দ হতো। ওর আশেপাশে থাকতেও ভালো লাগতো।

আর সেই ভাইয়ার সাথে আমার সম্পর্কটা হঠাৎ করেই,কেমন বদলে গেল একদিন। জীবনের প্রথম স্যালারি পেয়ে একটা চশমা কিনেছিলাম। ভীষণ শখের বলে, অন্যরকম একটা অনুভূতি ছিল তাতে। সেই চশমা পিউয়ের চঞ্চলতায় ভে*ঙে যায়। ক্ষনিকের জন্য মেজাজ খারাপ হলো। রাগে ওকে বকা-ঝাকা করলাম। সেই

ঘটনার জেরে ভাইয়ার সাথে প্রথম বার তর্ক লাগল আমার। হুশ হারিয়ে একটা নিষ্ঠুর, অপ্রিয় কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো। যেটা ভাইয়ার ইগোতে লেগেছিল খুব! লাগারই কথা। কিন্তু বিশ্বাস করুন,আমি একদম বলতে চাইনি ওসব। একদম না।

সাদিফ দম ফেলল। চেহারায় ফুটে উঠল তীব্র অনুশোচনার তরল চিহ্ন।

এতটা সময়ের নিশ্চুপ মারিয়া,আগ্রহভরে শুধাল,‘ তারপর? ‘

‘ তারপর, অনেকবার চেয়েছি ক্ষমা চাইব। হয়ে ওঠেনি। ভাইয়া জেদ করে,ইচ্ছের বিরুদ্ধে অফিসে গেল। পার্টি অফিস, ব্যবসা সামলাতে হিমশিমে,ওর ক্লান্ত মুখটা দেখলে আমার পরিতাপ তরতর করে বাড়ত। অল্প সল্প দুরত্ব তৈরি হলো

আমাদের। ভাইয়া কথা খুব কম বলতেন আমার সঙ্গে। তখন তো আমি পিউকে পছন্দ করতাম। তাই পরিপার্শ্বিক এসব নিয়ে অতটা ভাবিনি। সে সময়, মাথায় শুধু পিউকে পাওয়ার চিন্তা! কীভাবে কী করব,মাকে বলব,এসব ঘুরত।কিন্তু যেদিন জানলাম ভাইয়া আর পিউ দুজন দুজনকে ভালোবাসে, আমার

সমস্ত চিন্তার প্রবাহ থমকে গেল স্থানে।
প্রথম প্রথম খারাপ লাগত সত্যি, একটা কেমন দমবন্ধ করা কষ্ট হোতো! গোটা একদিন শিশুর মত কেঁদেছি। পিউ আমাকে ভালোবাসেনা,মস্তিষ্ক মানলেও,মন মানতে পারেনি। কিন্তু কী করার আছে? ভালোবাসা তো জোর করে আদায়ের বস্তু নয়। নির্দ্বিধায় সরে

আসব ভাবলাম। মনের এই অজ্ঞাত কথাগুলো আমৃত্যু অজ্ঞাত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুব জোরজবরদস্তি করে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম,বলতে গেলে বাধ্য হয়েই। পিউকে পাওয়ার এক ফোঁটা আশা থাকলেও হয়ত এতটা ভালো হতে পারতাম না তখন।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমার সামনে কিছু নিদারুণ বাস্তবতার পাতা উল্টে

আসে। মস্তিষ্কে তূখোড় সত্যিটা প্রবেশ করে। অদৃশ্য কেউ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, ‘ ভ্রমান্ডে ভাইয়ার মত পিউকে কেউ ভালোবাসবেনা। সেই একমাত্র ওকে পাওয়ার অধিকার রাখে। যার ভেতর সাহস আছে,দূর্নিবার জোর আছে হৃদয়ে। অথচ আমার ভেতর এর ছিটেফোটাও ছিল না। ‘যেদিন বড় আব্বু হঠাৎ করে জানালেন,পিউয়ের

জন্য সমন্ধ আসবে? আমি হলে হয়ত ওখানেই হেরে বসে থাকতাম। পরাজয় মেনে একটা টু শব্দ করার সাহস পেতাম না। বসার ঘরে ওইদিনই নি*হত হতো আমাদের সম্পর্ক।

কিন্তু এখন সবটা পাল্টেছে। আমি পিউকে ভুলে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় খুব দ্রুত সফল হয়েছি। তবে একটা কথা ঠিক,প্রথম ভালোবাসা মনে দাগ

কেটে যায়। পিউ আমার প্রথম ভালোবাসা হিসেবে অন্তঃস্থলের কোনও একটা জায়গায় আজীবন থাকবে ,কিন্তু আমার অনুভূতির কোথাও ও আর নেই। এই আট মাসে, মাঝে-মধ্যে নিজেকে যাচাই করতে একটা পরীক্ষা করতাম, পিউকে অনুভব করার পরীক্ষা। আর আশ্চর্যের বিষয়, ততবার বিফল হয়েছি আমি। মনের ধারেকাছেও

হাতড়ে ওকে পাইনি। আজ যা বলছি,তা কেবল কথার কথা নয়,এগুলো আমার নিজেকে যাচাই করে প্রাপ্ত, দুর্দমনীয় সফলতা।এত সহজে ওকে আমি কী করে ভুলতে পেরেছি জানেন? ‘

উত্তর জানতে তাকাল সাদিফ। মারিয়া আস্তে করে দুদিকে মাথা নাড়ল।

সে নির্দ্বিধায় বলল,

‘ আপনার জন্য।’

সহসা ভেতরটা দুলে উঠল ওর। টিমটিমে গতিতে কম্পিত হলো নেত্রদ্বয়ের দীঘল পল্লব।

সাদিফের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। বলল,

‘ আপনার মধ্যে একধরণের বিশেষ ম্যাজিক আছে ম্যালেরিয়া। একটা মানুষের মুড দু সেকেন্ডে ঘুরিয়ে দিতে আপনি চমৎকার একজন।’

মারিয়া বিভ্রান্ত চেহারায়,মিহি কণ্ঠে শুধাল,
‘ আমি,আমি কী করলাম?’
মুচকি হাসল সাদিফ। স্পষ্ট গলায় বলল,‘ যে আমি কোনও এক খারাপ লাগার জেরে,সারাটাদিন গোমড়া মুখে কাটাই, সেই আমি আপনার একটা সামান্য কথায় হেসেছিলাম। যে আমি কারো বিরহে, নিরন্তর ছটফটাই, সেই আমি আপনার সাথে

চিত্ত-চাঞ্চিল্যে টি এসসি চক্কর কেটে বেড়িয়েছি। যে আমার না বলা কথাগুলো,ঘুণাক্ষরেও কেউ কখনও টের পেলোনা,সেই আপনি খুব সহজে ধরে ফেললেন। যে আমি,কোনও দিন, কাউকে আমার খারাপ লাগা-ভালো লাগা পরিষ্কার করে জানাতে পারিনি,সেই আমি নিসঙ্কোচে, নিজের ভেতরের সবটা, আপনার কাছে ডায়েরির মতো মেলে

ধরতে পারি। এর কারণ ঠিক কী, জানেন ম্যালেরিয়া?’

মারিয়ার গলা শুকিয়ে আসছে। কণ্ঠনালী থেকে শুরু করে, কাঠ কাঠ হচ্ছে সব। কারণ হিসেবে সাদিফ কী বলবে! কী বলতে পারে! মস্তক, কূল হারাচ্ছে সেই ভাবনায়।

রুদ্ধ হওয়া, স্বর কোনও মতে আওড়াল,‘ ববন্ধুত্ব...’

সাদিফের হাসিহাসি মুখবিবর উজ্জ্বল। দু কদম বাড়িয়ে এগিয়ে এলো কাছে। পেছনে হাত বেঁধে একটু ঝুঁকল ওর দিক। মারিয়ার বক্ষস্পন্দন জোড়াল। ঘামছে হাতের তালু। সাদিফ তার কাঁপা কাঁপা চোখ দুটোতে চেয়ে বলল,

‘ বন্ধুত্ব নয়,এর সঠিক,আর একমাত্র কারণ...’

একটু থেমে বলল,

‘ ভালোবাসা!’

থমকে গেল মারিয়া। চমকে উঠল চোখ-মুখ। মেরুদণ্ড ছুঁয়ে যাওয়া দরদরে হিম প্রবাহ স্পষ্ট। হাতের উল্টো পিঠ তুলে, নার্ভাসনেসে হাবুডুবু খেয়ে, ঘাম মুছল সে। চাইতে পারল না সাদিফের চোখের দিক। দোলাচল কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো,

‘ ননীচে যাই,চচলুন।’

অভিব্যক্তি আড়ালের নিছক প্রয়াসে,ঘুরে হাঁটাও দিলো সে। সহসা পেছন থেকে হাত টেনে ধরল সাদিফ। মারিয়া থামল। ভীষণ দ্রুত নিঃশ্বাসে ছটফট করল বুক।

অনুনয় করতে চাইল,‘ হাতটা ছাড়ুন।’

কিন্তু গলবিল ফুঁড়ে একটা শব্দও এলো না। জ্বিভ তো আগেই অসাড়।

গাঢ় অনুভূতির তান্ডবে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কব্জিতে বরফ-সম,ঠান্ডা কিছুর স্পর্শ পেয়ে, ফিরে চাইল। বিমূর্ত হলো, চাঁদের ঈষৎ উদ্ভাসে চকচকে, চেনা বস্তুটা দেখেই।

কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল,' এটা! এটাত সেই...'সাদিফের, নজর, মনোযোগ তার ফর্সা হাতে। অমন ভাবেই, জবাব দিলো,

‘ আপনার পছন্দ করে রেখে আসা ব্রেসলেট। আর আপনাকে আমার দেওয়া প্রথম উপহার।’

মারিয়া স্তব্ধ। হাতটা ছাড়তেই মন্থর বেগে কাছে আনল।

‘ আপনি এটা কিনে এনেছেন? এত দামী একটা জিনিস!’

সাদিফ ভ্রু উঁচায়,

‘ কেন? দিতে পারিনা?’

মারিয়া সোজাসুজি বলল,’ না।’

চোখ-মুখ শক্ত করল। বাকবিতন্ডায় না জড়িয়ে,চুপচাপ ব্রেসলেটের হুক খুলতে নিল। সাদিফ খপ করে হাত চেপে ধরে। কণ্ঠে অনমনীয়তা,‘ ভালোবেসে কিছু দিলে অপমান করতে নেই। শেখেননি?’

মারিয়া স্তব্ধ হয় ফের। সাদিফের আওড়ানো ‘ভালোবাসা’ শব্দটা ভেতরে ভূমিক*ম্প ছোটায় প্রতিবার।

কিন্তু সে ভ্রান্ত,মানুষটা সবকিছু জেনে-বুঝে বলছে,না এমনিতেই...

তার নিশ্চল অক্ষি যখন আবর্ত হচ্ছিল,সাদিফও চেয়ে রইল অনুরূপ। আস্তেধীরে দু-জোড়া চঞ্চল আঁখি বিশ্রান্ত হয়। থেমে থাকে একে-অন্যতে। আচমকা সাদিফের ঠোঁটদুটো নড়ে ওঠে, বলতে শোনা যায়,

” হয়ত আমার হৃদয়ের খুব বাজে একটা নেশা হয়েছে আজকাল। সারাজীবনের জন্যে সে আক্রান্ত হতে চাইছে বিশেষ কোনও রোগে। জানেন,সেটা কী?’

মারিয়া ঢোক গিলল। কম্পিত গলায় শুধাল,‘ ককী?’

সাদিফের ওষ্ঠযুগল জড়োতাহীন এসে ঠেকল তার কানের পাশে।

ফিসফিসে কণ্ঠে,সেতার বেজে উঠল,

‘ ম্যালেরিয়া!’

ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল মারিয়ার ক্ষুদ্র বুক। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস,মূঢ়তা।

সাদিফ স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ এই রোগ কোনও পথ্যে সাড়বেনা। কোনও ডাক্তার দেখবেনা। এর চিকিৎসা শুধু একটাই,আপনি! আপনার ভালোবাসা! আপনার কাছে আসা!’

মারিয়ার পা টলছে। হাঁটু কাঁপছে। অগোছাল ভঙ্গিতে চোখ নামাতেই, সাদিফ বলল,‘ আর কত নিজেকে লুকোবেন ম্যালেরিয়া? অনেক আগেই যে ধরা পরে গিয়েছেন আপনি ।’

বলতে বলতে তার গরম ডান হাত উঠে গেল মারিয়ার কপোলে। আঁকড়ে ধরল কোমল স্থান। শিরশিরে অনুভূতিতে গাঁট হয়ে নিভু

চোখে চাইল মারিয়া। সাদিফ কণ্ঠ গভীর করে বলল,

‘একবার বলতে পারেন না?

‘ কী বলব?

‘ সেটাই, যা আপনার মনে আছে,কিন্তু মুখে নেই। একবার বলুন ম্যালেরিয়া,বলে দিন, যে সাদিফ আমি আপনাকে ভালোবাসি!’

দুটো খাদযুক্ত দৃষ্টিতে মিশে গেল মারিয়া। স্বকীয়তা খোয়াল। গুলিয়ে

ফেলল নিজেকে। অলিন্দের গুপ্ত প্রেম, জোয়ারের ন্যায় ফুলে উঠল চোখে। সাদিফের উষ্ণ হাতের ওপর হাত ছোঁয়াল সে। টলমলে চোখে চেয়ে স্বীকার করল,

‘ বাসি। খুব ভালোবাসি!’

সাদিফ তুষ্ট হাসে। নীলগিরির চোখ ধাঁধানো রূপের ন্যায় পবিত্র দেখাল সেই হাসিটা।

বলল, ‘ তাহলে কেন আগে বললেন না? কীসের এত ভয়? আপনিই না একদিন বলেছিলেন, ভালোবাসলে স্বীকার করার সাহস থাকা উচিত!’

মারিয়া চোখ নামাল। ভণিতাহীন বলল,‘ ভয় নয়,বাস্তবতা। আমি আপনাকে ভালোবাসলেও,আমার ভালোবাসার কোনও ভবিষ্যত নেই সাদিফ। আপনাকে পাওয়ার মত

অতটা সৌভাগ্যবতী হয়ে জন্ম হয়নি আমার।’

‘ কে বলেছে?’

মারিয়া চোখে জল সমেত হাসল। সাদিফের হাত গাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল,

‘ জানি। আপনার সাথে আমাকে যায় না। কোথায় আপনি! আর কোথায় আমি!’

ব্যাথতুর কণ্ঠের গুরুতর কথাটাতেও হেসে উঠল সাদিফ। পরপর অগাধ করল চাউনী,বলল,

‘ অতীতে আপনি কোথায় ছিলেন আমি জানিনা। তবে বর্তমান আর ভবিষ্যতে,

থামল,বুকের বাম পাশে আঙুল তাক করে বলল,

‘ ইনশাআল্লাহ, ঠিক এইখানে থাকবেন।’

মারিয়ার কণ্ঠ বুজে এলো কান্নায়। ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে বলল,‘ আপনি বুঝতে পারছেন না সাদিফ! জীবন এসব আবেগ দিয়ে চলেনা। কেউ মেনে নেবেনা এই সম্পর্ক। আপনার পরিবার সবার আগে মানবেনা। আমি এখন নিজেকে যতটুকু সামলেছি,আপনাকে পেয়েও যদি হারাই, এটুকুও পারবনা। আমি আপনার মত সবল নই। এত মনের

জোর আমার নেই। তাই ভুল করেও আশা রাখিনা, আপনাকে পাব। কিংবা পাওয়া সম্ভব।’

বিরতি নিতেই সাদিফের অদ্ভূত প্রশ্নবাণ তেড়ে আসে,

‘ আমাকে ভরসা নেই, তাইত!’

মারিয়া ব্যস্তভাবে হা করল। থামাল সাদিফ,বলল,

‘ কিছু বলতে হবেনা,আমি বুঝি।

ভীতু সাদিফকে ভালোবেসেছিলেন,ভরসা না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সাদিফ যে বদলেছে ম্যালেরিয়া। চারপাশের সমস্ত কিছুতে পরিবর্তন হয়েছে তার স্বত্তার। ভাইয়ার থেকে শিখেছে,কীভাবে জাহির করার ক্ষমতা রাখতে হয়। মন,মস্তিষ্ক, জ্বিভ,বাক্য এক রেখে কথা বলতে হয়। আজকের সাদিফ ভয় পায়না।

বরং জানে,ভালোবাসা নিজের করে রাখার সঠিক পন্থা কী! “ কিন্তু...

‘ আর কোনও কথা নয়... আসুন.।’

অবিলম্বে ওর হাতে টান বসাল সাদিফ। হাঁটা ধরল হনহনে কদমে। মারিয়া বিভ্রান্ত,শঙ্কিত হয়ে শুধাল,

‘ কোথায় যাব?’

সাদিফের ফিরতি জবাব এলো না। শুধু টেনেটুনে ওকে নিয়ে নেমে গেল নীচে।

‘ কী গো! এখনও হয়নি তোমার? রাত কয়টা বাজে দেখেছ? আলোটা নেভাও। ঘুমাব না?’

উত্তর এলো,

‘ আরে আসছি। হয়ে গেছে, এক মিনিট।’

আজমল বিড়বিড় করলেন,

‘ দশ মিনিট ধরে এক মিনিট এক মিনিট শুনছি।’মাথায় তালু ভরে তেল দিয়েছেন জবা। সারাদিনের কাজ

কর্মে একটু দূর্বল লাগছিল! চুল আচড়ে হাতখোপা করে আলো নেভালেন। একটু শান্তি মতো চোখ বুজলেন আজমল। উনিও ক্লান্ত! আয়োজন ছোট হোক,বড় হোক,খাটাখাটুনি কম যায়নি কারো! জবা কেবল শুলেন,ওমনি ঠকঠক শব্দ হলো দরজায়। আজমল চোখ মেললেন। ঘুমের ব্যাঘাতে বিরক্ত হলেন বটে!

‘ এখন আবার কে এলো?’
উঠতে নিলে জবা বললেন,
‘আমি দেখছি,তুমি ঘুমাও।’
আজমল বললেন,
‘ না। সারাদিন অনেক খেঁটেছ। শুয়ে পড়ো। আমিই দেখছি।’
ছিটকিনি নামিয়ে, দোর টানতেই ওপাশে সাদিফকে দেখা গেল। অসময়ে ছেলেকে দেখে কিছু অবাক হলেন আজমল।

সাদিফ শুধাল,' ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' আজমলের নজর তখন ওর পেছনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ানো মারিয়ার ওপর। তারপর ছেলের দিক ফিরলেন,শুধালেন,' তোমরা হঠাৎ? কিছু হয়েছে?'

জবার শুয়ে থাকা হলো না। কৌতুহলে নেমে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়ালেন। প্রথমেই ওনার চোখ পড়ল মারিয়ার দিকে। তার দৃষ্টি

মেঝেতে। চিবুক গলায়। থরথর করে কাঁপছে।

জবা কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, ‘ কী হয়েছে?’

সাদিফ কিছু বলল না। উত্তর হিসেবে মারিয়ার হাত ধরে পেছন থেকে নিজের পাশে আনল। মেয়েটার শরীর অত্যধিক গুটিয়ে এলো এতে। বিষয়টায়, আজমল -জবার চেহারায় বিস্ময় দেখা যায়।

দুজনেই হতবাক হয়ে ওদের হাতের বাঁধন দেখলেন।
সাদিফ জ্বিভে ঠোঁট ভেজাল। চোখ বুজে ভারী দম ছাড়ল। সরাসরি মা-বাবার দিক চেয়ে, ফটাফট বলল,‘ আমি মারিয়াকে বিয়ে করতে চাই।’
নিমিষে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল সব। মারিয়া কম্পিত হৃদয় এবার আঁতকে উঠল ভ*য়ে। সাদিফের মুঠোয় রাখা হাতটাও থরথর করে কাঁ*পছে।

জবা-আজমল কিংকর্তব্যবিমুঢ়! মূর্তি বনে গেলেন দুজন। চেহারায় প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে

একে-অপরকে দেখলেন। আজমল নিশ্চিত হতে শুধালেন,

‘ কী?’

সাদিফের চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ। অবিচল জবাব দিল,

‘ আমি মারিয়াকে বিয়ে করতে চাইছি। ‘

পরপর বলল,

‘ মা,বাবা...আমি জানি, তোমরা ভীষণ অবাক হচ্ছো আমার কথা শুনে। ভাবছো, কেন হুট করে ওনাকে বিয়ে করতে চাই! হয়ত বলবে, এটা আমার ফ্যান্টাসি,কিংবা ইনফ্যাচুয়েশন! কিন্তু আমিতো আর ছোট নেই। ফ্যান্টাসি আর আকর্ষণের মধ্যকার তফাৎটা আমি বুঝি। হুট করে বিয়ের মত সিদ্ধান্ত নেব,এমন

ইমম্যাচিউরও আমি নই। আমি এই ক মাসে অনেক ভেবেছি। বারবার ভেবেছি। প্রতিটা সেকেন্ড নিজের মস্তিষ্ক আর হৃদয়কে চাপ দিয়েছি সঠিক উত্তরের জন্য। একটা বার সে উত্তরের এদিক ওদিক করেনি। প্রতিবার,একেকটা ভিন্ন কাজেও আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছে,আমার খুশি মারিয়া। আমার আনন্দ মারিয়া। আমি ওর সাথে থাকাকালীন যতটা

ভালো থাকি,এর আগে এতটা ভালো,আনন্দে আমি কারো সাথে থাকিনি। নিজেকে যতটা মুক্ত মনে হয় ওর সঙ্গতে,এমনটা কোনওদিন হয়নি। যে মানুষটা আমার খুশির কারণ,তাকে সারাজীবন আমার কাছে স্বার্থপরের মত রেখে দিতে চাই। তোমরাও কী চাইবেনা? তোমাদের ছেলে একটু সুখে থাকুক! 'মারিয়ার চোখের জল গালে এসে গড়ায়।

পায়ের আঙুল গুলো সেঁটে নেয় মেঝেতে। খুব ইচ্ছে করল একবার সাদিফের দিকে তাকানোর! পারল না! কেন যেন সাহসেই কুলোচ্ছেনা আজ।

জবার দু চোখ ছাপানো বিস্ময়। তিনি শুধু হা করে ছেলের মুখ দেখছেন। আজমল কিছু বলতে চাইলেন। এর আগেই সাদিফ বলে ওঠে,

‘জানি, তোমরা কী বলবে! মারিয়ার অবস্থা আমাদের ধারেকাছেও নেই। আমাদের মত ধন দৌলত নেই। না অবস্থাসম্পন্ন পরিবার ওদের! কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি বাবা। বলতে গেলে,প্রথম বার নিজে থেকে সাহস করে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ওনাকেই চাই,তা সে যেভাবে হোক!’

জবা পল্লব ঝাপটালেন।

তিনি কি ঠিক দেখছেন? ঠিকঠাক শুনছেন? এটা সেই সাদিফ! যে আজ অবধি নিজে থেকে একটা কিছু চায়নি। নিজ সিদ্ধান্তে এক পাও বাড়ায়নি কোথাও। সে আজ বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ের কথা বলছে? তাও এতটা অনড় গলায়? তার নরম ছেলে এত শক্ত হলো কবে? কী করে?

সবার নিশ্চুপতার মাঝে,আজমল মুখ খুললেন। গমগমে গলায় শুধালেন,' আর কিছু বলার আছে তোমার?'

এতগুলো কথার পিঠে এই উত্তর আশাতীত। সাদিফ বিভ্রান্ত হয়।

আজমল সহসা ডাকলেন,

' মারিয়া!'

মেয়েটার কাঁটার মত শক্ত হওয়া শরীরটা এবার নড়েচড়ে উঠল। তাকালোনা,শুধু আস্তে জবাব দিল,

‘ জজি...’

‘ অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোও গিয়ে।’

সাদিফ বলতে গেল,’ কিন্তু বাবা...’

আজমল হাত উঁচালেন। বললেন,

‘ এতক্ষণ তুমি বলেছো,শুনেছি। এবার যাও। রাত তিনটে বাজে,ঘুম নষ্ট করে এসব শুনব,আমরা নিশ্চয়ই তোমার মত ছেলেমানুষ নই!’

জবা বেগম ঘাবড়ে গেলেন, স্বামীর থমথমে কণ্ঠে। তিনি কি মেনে নেবেন না ওদের? তার নিজের তো আপত্তি নেই। ছেলে যা চাইবে,তাই হোক। মারিয়া কেন,সাদিফ এইভাবে যে কোনও প্রান্ত থেকে মেয়ে নিয়ে এলে,বিনাবাক্যে মেনে নেবেন তিনি। কারো কিছু বলার আগেই, ওদের মুখের ওপর ধড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন আজমল। শব্দে

মারিয়ার শীর্ণ বুক ছ্যাত করে উঠল। জবা বেগম উদ্বেগী হয়ে বলতে নিলেন,

‘ তুমি...’

আজমল সতর্কভাবে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বোঝালেন।

জবা থামলেন,পরপর কণ্ঠ নীচে এনে বললেন,

‘ তুমি কি ওদের সম্পর্ক মানবেনা? মারিয়াকে আমি মোটামুটি চিনি। মেয়েটা ভীষণ ভালো! ও...

পথিমধ্যেই হেসে ফেললেন আজমল। জবার কথা আটকে গেল এতে। তিনি ভ্রু নাঁচিয়ে বললেন,

‘ কী ভাবো আমাকে হ্যাঁ ? আমি এত শক্ত মানুষ? জীবনে প্রথম বার আমার ছেলে মুখ ফুটে এসে কিছু চাইল,আমি দেব না?’

দুশ্চিন্তার ভারী পাথরটা বক্ষ থেকে সুড়সুড় করে নেমে গেল জবার। ঠোঁটে হাসির ফোঁয়াড়া এনে বললেন, ‘ সত্যি বোলছো?’

আজমল বললেন, ‘ হ্যাঁ। কিন্তু ওকে এখন বুঝতে দিওনা। একটু নাটক কোরো যেন আমরা খুব রেগে গেছি।’

জবা মুখ বেঁকালেন ওমনি।

‘ পারব না! তোমরা ভাইয়েরা সবকটা এমন কেন? ছেলেগুলোকে নাস্তানাবুদ করার একটা সুযোগও ছাড়তে চাওনা না? নাটক তুমি করো গিয়ে,আমার দ্বারা সম্ভব না বাপু!’সাদিফ মেঝের দিক চেয়ে ঠোঁট কা*মড়াচ্ছে। চোখেমুখে গাঢ় দুশ্চিন্তা! মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ কী দরকার ছিল এসবের? কেউ মানবেনা আমি আগেই জানতাম!’

সাদিফ চোখ তুলে চাইল। মারিয়ার গালে জলের দাগ বসেছে। কী মলিন মুখশ্রী! ওর চিন্তা কমাতে বলল,

‘ এসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবেনা। এতটা পথ যখন এসেছি,ইনশাআল্লাহ বাকীটা পথ ও ঠিক খুঁজে নেব আমি।’

‘ কিন্তু...

সেই সময় দরজা খুলল ফের। শব্দে কথা থামাল মারিয়া। আজমলের মুখটা বেরিয়ে এলো বাইরে। তিনি একবার করে দুজনকে দেখলেন। চেহারার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন,

‘ ঘুমোতে যেতে বলেছি না তোমাদের? এখনও দাঁড়িয়ে আছো? ‘

মারিয়া ঢোক গিলে মাথা নোয়াল।

ঘুরতে পা বাড়াবে,আজমল বললেন,‘ আপাতত কথা শুনব না বলেছিলাম,এর মানে এই নয় যে, বলেছি তোমাদের বিয়েতে আমার আপত্তি আছে।’

মারিয়া চমকে তাকাল। সাদিফের নিস্পৃহ বদন জ্বলজ্বল করে ওঠে।

আজমল, মারিয়াকে বললেন,

‘তোমার মায়ের সাথে কথা বলে নেব,কেমন? ‘

তার ঠোঁটদ্বয় দুই মেরুতে। চাউনীতে অবিশ্বাস! অথচ ওষ্ঠপুটের আনাচে-কানাচে হাসির বাণ ছুটল সাদিফের। ত্রস্ত গিয়েই জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

‘ থ্যাংক ইউ বাবা! আমি জানতাম তোমরা অমত করবেনা।’

আজমল পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,

‘ যে ছেলে কোনওদিন সামান্য একটা বায়না করেনি আমার কাছে, সেই ছেলে নিজের সুখ চাইতে এলো

আমার দরজায়। তাও প্রথম! আমি কেন? পৃথিবীর কোনও বাবার সাধ্য আছে তাকে না করার?’

জবা প্রশান্ত শ্বাস ফেললেন। পরপর নিস্তব্ধ মারিয়ার দিক চেয়ে বললেন, ‘ তুমি দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এসো!’মারিয়া ঠোঁট চেপে ধরে। টলমলে নেত্রে,এগিয়ে যায় গুটিগুটি কদমে। জবার পা ছুঁতে গেলেই, আকড়ে ধরলেন তিনি। মাথায় হাত

বোলালেন। কিছু না বললেও,হাসি আর কোমল চাউনীতেই সব উত্তর বেরিয়ে এলো যেন।

হঠাৎ কী ভেবেই ছেলের দিক ভ্রু গুটিয়ে চাইলেন। প্রশ্ন ছুড়লেন,

‘ এখন কি তুইও এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করতে চাইবি না কী?’

সাদিফ বলল,

‘ না না। আমিতো শুধু তোমাদের জানিয়ে রাখলাম। বাকীটা তোমরা

তোমাদের সুবিধেতেই কোরো। আমাদের তাড়াহুড়া নেই।’

জবা বুকে হাত দিয়ে বললেন,

‘ যাক! বাচালি! নাহলে, সিকদার বাড়ির ছেলেদের ত বিয়ে পাগল হিসেবে নাম রটে যেত।’

হেসে ফেলল মারিয়া। তার হাসি শব্দহীন রইলেও,আজমল আর সাদিফের হাসি স্বশব্দে বেরিয়ে আসে। ঝুমঝুম করে আওয়াজ

তোলে দেয়ালের চার কোণায়। মারিয়ার পায়ের গতি বিনম্র। পাশে হাঁটছে সাদিফ। কক্ষের সামনে এসে থামল দুজন। আড়চোখে চাইল মারিয়া। ঠোঁটের কোনার মৃদু,মুচকি হাসির জৌলুশ। চোখাচোখি করে,দৃষ্টি ফিরিয়ে, ভেতরে ঢুকল। ফের ঘুরে চেয়ে বলল,

‘ গুড নাইট!’

সাদিফের হাস্যজ্বল বদন আরো প্রকট হয়। খুব অল্প সময়ে মারিয়ার পুরো মুখের ওপর চলে চোখের বিচরণ। নিজেও,ঠোঁট নেড়ে জানায়, ‘ গুড নাইট।’কক্ষের জানলাগুলো বন্ধ। ঝুলছে সফেদ রঙা মোটা পর্দা। সূর্য তার তূখোড় আলো প্রবেশ করাতে, ফাঁকফোকর হাতিয়ে ব্যর্থ হয়েছে অনেকক্ষণ। কেবল এসির ঝিমঝিম শব্দ শোনা যায়। আওয়াজে

দোদুল্যমান কামড়া। বাইরে দোয়েলের কলতান।
পিউয়ের ঘুম ভাঙল তখন। কিন্তু নেত্রপল্লবে তন্দ্রার রেশ স্পষ্ট।
টেনেহিঁচড়ে দুটো চোখ খুলল সে। ঘুমিয়েছেই ফজরে। এখন কটা বাজে! প্রতিদিন বাইরের আলো দেখে বুঝতে পারে,আজ ঈষৎ অন্ধকারে ঠাওর করতে পারল না। শক্ত বালিশ থেকে মাথা তুলতে

চাইল। আর ওমনি ঠুকে গেল কারও থুতনিতে।পিউ মাথা চেপে হকচকিয়ে চাইল। খুঁজে পেল ধূসরের তামাটে মুখ। পল্লব কম্পিত হলো সবেগে। ও,ওর তো বিয়ে হয়েছে কাল! ধূসর ভাই ওর স্বামী! এটাত ওনারই ঘর।

ধূসরের চোখ আর কপালে ভাঁজ পড়েছিল ঠোকা লাগায়। গতিতে আবার শিথিল হয়েছে। কিন্তু ঘুম

ভাঙেনি। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে কানে।

পিউয়ের খেয়াল পড়ল নিজেদের দিক। একই কম্বলের আড়ালে, দুটো নগ্ন শরীর একে অন্যতে মিশে। গায়ে একটা সুতোও নেই দেখে হাঁসফাঁস করে উঠল লাজে। রাতের উত্তপ্ত চিত্রপট ভেসে উঠল চোখে।

লজ্জায় দুটো গাল ফুলেফেঁপে একাকার হলো। নিভু,কুণ্ঠিত লোঁচনে চাইল ধূসরের পানে।

তার নিদ্রিত,তেলতেলে চেহারা দেখে চাউনীতে লেপ্টে এলো মুগ্ধতা।

পিউ গালে, হাত ঠেস দিয়ে চেয়ে থাকে। বরাবরের মত ঐ মুখখানি,তার নিবিষ্ট ধ্যান কেঁড়ে নেয়। কাল তো ঠিকঠাক তাকাতেও পারেনি। শেরওয়ানী পরিহিত ধূসর

ভাইকে দেখতে গেলেই দুনিয়ার সকল লজ্জা এসে গ্রাস করেছে ওকে।

রাতে মন ভরে দেখবে ভাবলেও,ধূসর ভাই হতে দিলেন কই! তার যে বড্ড তাড়াহুড়ো!

পিউয়ের অবাক লাগে ভেবে,যে মানুষ বিয়ের আগে ভালো করে তাকায়নি অবধি,একটা মিষ্টি কথা বলেনি, সে বাসর ঘরে কী অধৈর্য!

সজাগ ধূসরের চোখে- চোখ মেলাতে ব্যর্থ পিউ, ওর ঘুমানোর সুযোগ লুফে নিলো। নরম, ওষ্ঠ এগিয়ে চুমু বসাল গালে। একে একে কপালে,নাকে,ওপাশের গালে,চিবুকে। তারপর নেমে এলো,ওর উন্মুক্ত বুকে। পরপর, চুমু বসাল ধূসরের পাতলা ঠোঁটের ওপর।

ঐদিনের মত সরে গেলনা,বরং ভীষণ গাঢ় এই স্পর্শ। হাসল,ধূসরের

কানের কাছে মুখ নিয়ে, ফিসফিস করে বলল,

‘ সিকদার ধূসর মাহতাব,আমি আপনাকে ভালোবাসি!’

আচমকা চোখ মেলল ধূসর। ঠিক আগের মত তড়াক দৃষ্টি। পিউ চমকে যায়। কিচ্ছু বোঝার পূর্বেই ধূসর তাকে ছিটকে ফ্যালার মতন শুইয়ে দিলো। ওপরে, আধশোয়া হলো মুহুর্তে ।

পিউয়ের চক্ষু বেরিয়ে এলো প্রায়।
ভয় পেয়েছে!
ধূসরের ঘুম ঘুম চোখ। শৈলপ্রান্ত গোটানো। এলোমেলো চুল। ভাঙা,নিরেট স্বরে বলল,
‘ ঘুমোচ্ছিলাম ভালো লাগেনি? মুড এসেছে এখন,কিছু করার নেই। ‘
ভ্রু নাঁচানো, নীরব হুম*কিতে ঢোক গিলল পিউ। ঠোঁটের নরম ত্বকে, ঘনিষ্ঠ ছোঁয়ায়,ইন্দ্রিয়গোচর হলো

আরেকটি সুপ্ত সুখের ঘূর্ণিঝ*ড়ের আভাস।ধূসরের অসামাল উৎপীড়ন থেকে,পিউয়ের রেহাই পেতে পেতে বেলা গড়াল। মৃদুমন্দ রূপ থেকে, রৌদ্রের তাপ প্রখর হলো।

বেসিনের আয়নায় চোখ পড়তেই, হা করে ফেলল ঠোঁট । ফর্সা ত্বকের একটু জায়গা যদি ফাঁকা পাওয়া যায়! রক্ত লাল, দাগ গুলো দেখে

পিউ আই-ঢাই করে উঠল। লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে হেসে ফেলল। হঠাৎ সচকিতে আয়না দেখল ফের। এ বাবা! বাড়িতে এত লোক! এত আত্নীয়-স্বজন! ওদের সামনে এই মুখ নিয়ে যাবে কী করে? মাথায় হাত দিলো পিউ। ঠোঁট উলটে, নিঃসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সময় নিয়ে বের হলো পিউ। শাড়ি পরেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে কুচি ঠিকঠাক করল। আয়না ভেদ করেই চাইল বিছানার দিক। ধূসর আবার ঘুমিয়েছে।

সে বিড়বিড় করল,

‘ আমাকে বিপদে ফেলে,নিজে কী আরামে ঘুমোচ্ছে!’

ভেঙচি কা*টল। চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল। এখন কীভাবে

বাইরে যাবে, এটাই হচ্ছে কথা। গায়ের দাগ কম দেখা গেলেও,মুখের দাগ গুলো কী করবে?তার চিন্তার মধ্যেই, দরজায় কড়া পড়ে। পুষ্প ডাকছে

‘ পিউ উঠেছিস? ‘

পিউ থামল। চটজলদি মেঝেতে ছড়ানো কাপড় তুলে ওয়াশরুমে রেখে এলো।

ইয়া বড় একটা ঘোমটা টানল মাথায়। যাতে নাকের ছিদ্রও ঢেকে গেছে।

ফের একবার আয়না দেখে দরজা খুলতে এগোলো। পুষ্প কিছু বলতে চাইল, এর আগেই পিউয়ের বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে বলল,

‘ এ কী! ঘোমটা টেনেছিস কেন? এটা কি তোর শ্বশুর বাড়ি? ‘

পিউ আমতা-আমতা করে বলল,

‘ হ্যাঁ। মেজো মা আমার শ্বাশুড়ি না? একটা ভদ্রতা তো আছে।’

পুষ্প বলল,

‘ তাই বলে এত.....’

‘ নতুন বউ না আমি? আমার বুঝি লজ্জা নেই। ঘোমটা দিলে বড়ই দেওয়া উচিত। ‘

পুষ্প হার মানল। মেনে নিলো ওর যুক্তি। গলা উঁচিয়ে ধূসরের উদ্দেশ্যে বলল,

‘ ভাইয়া! নাস্তার টেবিলে সবাই অপেক্ষা করছে,খাবেনা এখন?’

ধূসরের কণ্ঠে,জড়ানো জবাব,

‘ আসছি, যা।’নাস্তার টেবিলে বসেই সাদিফের সঙ্গে চোখাচোখি হলো মারিয়ার। সাদিফ ভ্রু উঁচাতেই, লাজুক ভঙিতে চোখ নামাল সে। আর তাকালোইনা।

রোজিনা তখন বললেন,

‘ তুইত অফিস যাবি,আমাকে নামিয়ে দিতে পারবি? ‘

মারিয়া কিছু বলার আগেই মিনা বললেন,

‘ সে কী আপা! আজকেই যাবেন কেন? দুটোদিন বেড়াবেন না?’

তিনি বললেন,

‘ না আপা,আবার আসব। এবার যাই।’

আমজাদ বললেন,

‘ আপনাকে আমাদের বাড়ির গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।’

‘ ঠিক আছে। ‘

সাদিফ খেতে খেতে মায়ের দিক চাইল। জবাও তাকালেন। ভাবলেন, কিছু লাগবে হয়ত। কিন্তু ছেলে চোখ দিয়ে ইশারা করল। যার অর্থ,রোজিনার কাছে কথাটা তুলবে কখন?

জবা বেগম দুপাশে মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে বাড়ির সবকটা ছেলেমেয়ে নির্লজ্জ হয়ে যাচ্ছে। তার সাদিফটাও শেষে কী না বিয়ের জন্য পাগলাটে!এত মানুষের মধ্যে মুখ খুললেন না। নিজেও দৃষ্টি দিয়ে বোঝালেন,

'পরে।'

সাদিফ বাধ্য ছেলে বরাবর! 'আচ্ছা' বোঝাতে ঘাড় কাঁত করল। খাওয়া

শেষে মারিয়ার দিক চায়। যেই মাত্র ও তাকায় নীরবে ইশারা করে,

‘ আসুন।’

মারিয়ার খাওয়া হয়নি। সাদিফের ‘আসুন’ বলার পরে হলোও না আর। অর্ধেক পথে উঠে দাঁড়াতেই, রুবায়দা বললেন,

‘ কী ব্যাপার! খেলেনা যে!’

‘ ইয়ে,দেরি হয়ে যাচ্ছে আন্টি।’

সাদিফ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। মারিয়া সবার থেকে বিদায় নিয়ে সদর দরজা অবধি আস্তে আস্তে এলো। চৌকাঠ মারিয়ে, ওদের আড়াল হতেই ছুটে গেল বাইরে।

সাদিফ বাইকে তৈরি হয়ে বসে। মারিয়া কাছাকাছি এসে থামল,দুরন্ত পা সামলে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল। সাদিফ তাকায়। মারিয়ার ফেঁপে

থাকা গাল দুটো দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসে। ফট করে বলে বসে,

‘ এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন ম্যালেরিয়া? মনে হচ্ছে কাল বাসর ঘরে পিউ আর ভাইয়া নয়,আপনি আর আমি ছিলাম।’

মারিয়ার কুণ্ঠিত বদন উবে গেল । চাইল হতভম্ব চোখে।পরপর নাক ফুলিয়ে বলল,

‘ ছি! আপনি কী অসভ্য!’

সাদিফ কাঁধ উঁচায়,

‘ আমার কী দোষ? আপনি কাল থেকে এত লজ্জা পাচ্ছেন দেখে বললাম।’

‘ এত কিছু বলার দরকার নেই। দেরী হচ্ছে,চলুন।’

মারিয়া ব্যাক সিটে বসল। হাত রাখল কাঁধে। সাদিফ স্টার্ট দেয়। কিছু পথ গিয়েই, ইচ্ছে করে, গতিপূর্ণ ব্রেক কষল।

ফলাফল, মারিয়া আ*ছড়ে পরল ওর পিঠের ওপর। দুষ্টু হাসল সাদিফ। কণ্ঠে তেমন দুষ্টুমি রেখেই বলল,

‘ কী আশ্চর্য! রাস্তাঘাটে এভাবে ছেলেদের গায়ে পরছেন? এসব কী উচিত!’

মারিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,‘ ইচ্ছে করে করেছেন এরকম,বুঝিনা আমি?’

সাদিফ শব্দ করে হেসে ওঠে। একবার ভিউ মিররে চোখা-চোখি হয় দুজনের। বাইক চলতে থাকে,তবে গন্তব্য আছে এর। কিন্তু বাইকে বসা মানুষ দুটোর সদ্য জোড়া লাগা মন,কেবল উদিত এই ভালোবাসার গন্তব্য নেই। অনন্ত কাল,অনন্ত বছর,আর শতাব্দী পেরিয়েও কিছু ভালোবাসা কমেনা। হাওয়ার ন্যায় নিরন্তর ছোটে।

এখানে,তিন জোড়া শালিকের গল্প কিছুটা তেমনই।সিকদার বাড়ির খাবার টেবিলটা বেশ লম্বা আর বড়। পরিবারের এত এত লোক যাতে আরামসে, একসাথে বসে খেতে পারে, তাই ফ্যাক্টরি থেকে পছন্দ করে বানিয়ে আনা এটি। প্রথম প্রথম লোকসংখ্যা কম ছিল,আস্তে আস্তে বাড়ল। ভাইয়েদের সন্তান এলো। আর এখন মেহমানদের

একসাথে বসানোরও জায়গা হচ্ছে না। তাই,ওই টেবিলের সঙ্গে আরো একটি টেবিল আলগা ভাবে বসানো হয়েছে।

সবার খাওয়ার মধ্যে,পিউকে দেখেই আফতাব হৃষ্ট কণ্ঠে আওড়ালেন,

‘ আরে,আমার বউমা আসছে যে!’

পিউ লজ্জা পেলো। সবার দৃষ্টি ওর দিক পড়তেই মাথার ঘোমটা টেনে

নিলো আরেকটু। মুচকি হেসে কাছে এলে আফতাব চেয়ার টেনে বললেন, ' আজ আমার বউমা আমার পাশে বসবে। 'বসল পিউ। চাচার মুখে বউমা শব্দটায় ওর খুশিতে হুশ হারানোর জোগাড়। এত কিউট লাগছে কেন শুনতে? ভেতর-বাহির শীতল হয়ে যাচ্ছে একদম! ইশ,কত স্বপ্ন দেখেছিল এই দিনটার! এত দ্রুত সত্যি হবে কে জানত!

কিন্তু রুবায়দা চোখ পিটপিট করে বললেন,
‘ ও পিউ, তুই এত বড় ঘোমটা দিয়েছিস কেন মা?’
শোনা গেল পুষ্পর দীর্ঘশ্বাস। টেনে টেনে জানাল,
‘ কী আর বলি! এটা না কী তার শ্বশুর বাড়ি মেজ মা। সে নতুন বউ,তুমি শ্বাশুড়ি, তোমার সামনে

একটা ভদ্রতা আছেনা? ঘোমটা দেবে যখন,নাক চোখ ঢেকেই দিয়েছে।

সবাই হা করে তাকাতেই, উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ না না, এগুলো আমার কথা নয়,ওনার কথা। ‘

পিউকে ইশারা করল ও। মেয়েটা ঠোঁট উলটে নিয়েছে। কী আজগুবি যুক্তি দেখাল তখন,এইভাবে সবার

সামনে আপুর বলে দিতে হলো? পেট পাতলা কোথাকারে!

রুবায়দা আশ্চর্য হয়ে বললেন,

‘ এ আবার কী কথা? আমি কি ওমন শ্বাশুড়ি না কী, যে জামা-কাপড় নিয়ে বলব? আর তার থেকেও বড় কথা, আমি কি নিজেকে ওর শ্বাশুড়ি ভাবি? আল্লাহ! ও পিউ,তুই এই গরমে শাড়িই বা পরতে গেলি কেন? এখন পায়ে বেঁধে পরে-টরে গেলে

কী হবে?’পিউ চুপ করে থাকল। নখ দিয়ে প্লেটের পরোটা খুঁটল। কী বলবে এখন?

এই ঘোমটা যে, তোমার ছেলের দেওয়া চন্দ্রচিহ্নের ফল সেসব কী বলা যায়?

সে যতটা পারছে মাথা নুইয়ে রাখল। পারলে ঢুকে যাবে থালার ভেতর।

মিনা মেয়ের খাবার নড়তে না দেখেই চাটি মা*রলেন মাথায়,

‘ কী রে,খাবার নড়ছেনা কেন? খা।’

পিউ মাথা ডলতে ডলতে বলল,

‘ খাচ্ছি তো।’

সহসা আফতাব প্রতিবাদ করে উঠলেন,

‘ ভাবি আপনি আমার বউমা কে মা*রলেন কেন? ‘

ভ্যাবাচেকা খেয়ে চাইলেন মিনা।

রুবাও তাল মেলালেন,

‘ তাইতো! হিসেব মতোপিউ এখন শ্বশুর বাড়ি আছে। ও আমার ছেলের বউ। তুমি ওকে মা*রলে কেন আপা?’

মিনা স্বামীর দিক চাইলেন। আমজাদ হাসছেন। তিনি পরাস্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ ঘাঁট হয়েছে ভাই! তোমাদের বউমাকে আর মা*রব না। ক্ষ্যমা দাও।’

শব্দ করে হেসে উঠল সকলে। ওপর থেকে ধূসর নেমে এলো তখন। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে।

গিয়ে বসল একদম পিউয়ের মুখোমুখি,সম্মুখের চেয়ারটায়। খেতে খেতে আড়চোখে একবার ঘোমটা

দেওয়া ওর দিক চাইল। সকাল সকাল,তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্নিগ্ধ মুখ আর ভেজা চুল দেখার অভিলাষে। কিন্তু দানবীয় ঘোমটার আড়ালে অত কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েটা ঠিকঠাক খেতে পারছেনা। বাম হাতে ঘোমটা ধরে রাখা। সরে গেলেই তো সর্বনাশ! ঠোঁটের ফোলা অংশ ঢেকে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টাটুকু বুঝে ফেলল

ধূসর। প্লেটের দিক চেয়ে ,স্বল্প,একপেশে,মিটিমিটি হাসল।

ইকবাল ওর পাশেই বসে। সে সবাইকে একবার, একবার দেখে নেয়। আস্তে আস্তে ঠোঁট খানা এগিয়ে নেয় ধূসরের দিক। আঙুল দিয়ে মুখ ঢেকে বিড়বিড় করল,‘ তোকে ভালো মনে করেছিলাম। কিন্তু তুই...’

ধূসর ভ্রু কুঁচকে চাইল।

‘ কী করেছি?’

ইকবাল সবার কান এড়িয়ে,

চাপা কণ্ঠে বলল,

‘ কী করেছিস আবার প্রশ্ন করছিস? ছিছি! শোন,বিয়ে-সাদিতে আমি তোর সিনিয়র। সব জানি। পিউয়ের ঘোমটার রহস্য বুঝিনা ভাবিস? নিশ্চয়ই মেয়েটাকে চেহারা দ্যাখানোরও অবস্থায় রাখিস নি।

ইশ! কী স্বৈরাচারী দৈত্য তুই! ব্রিটিশ রাও তোর চাইতে ভালো ছিল।’

ধূসর হতভম্ব হয়। একেকজনকে দেখে দাঁত পেষে। টেবিলের ওপর বাম হাত রাখা ছিল ইকবালের। ডিম পোচ কা*টার চামচটা আস্তে এগিয়েই, সেখানে চে*পে ধরল ও। চমকে,ছিটকে হাত সরাল ইকবাল। ভরকে বলল,

‘ শালা ডাকাত!’তার নড়ার তোপে টেবিল নড়ে উঠেছিল। সবাই চাইল ওমনি। পুষ্প শুধাল,

‘ কী হলো? এমন করলে কেন?’

ইকবাল জোর করে হেসে বলল, ‘ কিছুনা,কিছু না।’

চোখ-মুখ শান্ত করে, খাওয়ায় মনোযোগ দেয় সকলে। ইকবাল কটমট করে বলল,

‘ এইভাবে মানুষ মানুষকে মা*রে? যদি চামচটা ঢুকে যেত হাতে?’

ধূসর নিরুৎসাহিত,

‘ গেলে যেত। ব্রিটিশ বন্ধু বানাবি,আর অ*ত্যাচার সহ্য করবিনা?’

ইকবাল আহ*ত চোখে চাইল। সে ফের বলল,

‘ আর তাড়াহুড়োর কথা কে কাকে বলে? যে বিয়ের ছ মাসের মাথায় বাবা হচ্ছে,সে?’

ইকবাল বিস্মিত কণ্ঠে, তেঁতে বলে,

‘ নিজের সিনিয়র কে খোঁচা দিলি? শালা সমন্ধি! অভিশাপ দিলাম তোকে,জীবনে ডিভোর্স পাবিনা।’

ধূসর আড়চোখে চেয়ে,হেসে ফেলল।

আমজাদ শুধালেন,‘ বের হবে?’

‘ জি।’

‘ এখনই? ‘

‘ না। পরে।’

রুবায়দা বললেন,

‘ কাল বিয়ে করলি,আজকেও বের হবি? আজ অন্তত বাড়িতে থাক।’

‘ দুপুরে চলে আসব।’

আমজাদ ইকবালকে শুধালেন, ‘ তুমিও যাবে না কি?’

ইকবাল অবাক হলো। হিটলার শ্বশুর আবার ওর খোঁজ খবর রাখছে কবে থেকে?

নম্র কণ্ঠে বলল,‘ জি। পার্লামেন্টে কাজ ছিল।’

‘ ওহ। যেখানেই যাও,দুজনেই দুপুরে ফিরো। পরিবারের সবাই একসাথে খেতে না বসলে মন ভরেনা।’

ইকবালের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে হা করে চাইল পুষ্পর

দিক। পুষ্প মুচকি হাসে। হাসল ইকবালও। যাক! একটু একটু করে যে শ্বশুর ওকে মেনে নিচ্ছে এটাই অনেক!

আস্তে আস্তে একেকজনের খাওয়া ফুরায়। টেবিল রেখে রুমে যায় তারা। অন্যদের কথাবার্তা চলে। আনিস বের হলেন অফিসের উদ্দেশ্যে। সৈকত আর বর্ষা বিদেয় নিলো।

ধূসর উঠে দাঁড়াল। সবার মধ্যেই, পিউকে বলল,

‘ তোর...

পুরো কথা সম্পূর্ন হলো না। এইটুকু শুনেই, গতিতে জ্ব*লে উঠলেন আফতাব।

‘ আশ্চর্য! তুই -তোকারি করছো কেন? ও এখন তোমার স্ত্রী না? সম্মান দিয়ে কথা বলবে।’

ধূসর পিউয়ের দিক চাইল। ভ্রু তুলে,অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল,

‘ তোকে এখন তুমি করে বলতে হবে?’

পিউ অসহায় হয়ে পড়ল। স্বামী আর শ্বশুড়ের তর্কের মাঝে কী বলবে দ্বিধাদ্বন্দে ভুগল। স্যান্ডউইচ হওয়ার থেকে বাঁচতে মিনমিন করে বলল,

‘ আপনার যা ভালো লাগে, তাই বোলবেন ধূসর ভাই।’

সুমনা তাজ্জব কণ্ঠে বললেন,‘ ভাই? এখনও ভাই? ওরে তোদের না বিয়ে হয়েছে? এমন করলে বাইরের মানুষ তো সব গুলিয়ে ফেলবে।’

পিউ ফোস করে শ্বাস ফেলল। বাইরের মানুষ কী গোলাবে? ওর নিজেরই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ধূসর ভাইকে ভাই ডাকবেনা বলে একটা

সময় কত কী করত! ভাইয়া থেকে কে*টে*ছেটে ভাইয়ে নামল। হাজারখানেক ধমক শুনেও অনড় সে কিছুতেই পিছপা হয়নি। আর এখন মোক্ষম সুযোগ হাতে পেয়েও কিছু হচ্ছেনা? ওনাকে নাম ধরে ডাকার মত কলিজা,সাহস,ইচ্ছে, এখন যেন কোনওটাই নেই। তিন বছরের অভ্যেস কি আর রাতারাতি বদলাবে?

আবার, স্বামীকে যে ভাই ডাকলেও বিপদ! তাহলে কী ডাকবে? সিনেমার মত, ‘ওগো? হ্যাঁ গো,কী গো.. এভাবে?

না না। দেখা গেল অতি আহ্লাদে এসব বললে, ধূসর ভাইও অতি রেগে একখানা চ*ড় বসিয়ে দিলেন। কিংবা রুষ্ট হয়ে ধমকে বললেন,

‘ দূর হ আমার সামনে থেকে!’

তার চেয়ে থাক।সোফায় তখন আন্ডা-বাচ্চাদের আসর। টেলিভিশন চলছে। সদ্য টেলিকাস্ট হয়েছে শাহরুখের নতুন সিনেমা। একেকজন তূখোড় মনোযোগী পর্দায়।

এর মধ্যে জবা বেগম ফালুদা নিয়ে এলেন। তার হাতের ফালুদা এ বাড়ির সবার পছন্দ। মেহমান মিলিয়ে বাড়িতে প্রায় পঁচিশ জন

লোকের উপস্থিতি। সবার জন্য বানিয়েছেন।

প্রথমে এসে বাচ্চাদের হাতে হাতে দিলেন। পুষ্পর দিকে বাটি ধরতেই সে বিরস গলায় বলল,

‘ খাব না।’

‘ একটু খা।’

‘ উহু,বমি হবে।’‘ হলে হবে। তাই বলে না খেয়ে থাকবি? তোর জন্য মিষ্টি কম দিয়েছি। নে...’

জোরাজোরিতে পুষ্প বাটি নিলো। ওপর থেকে সুপ্তি চঞ্চল পায়ে নামল তখন। স্লোগান দিলো,

‘ টাকা পেয়েছি,টাকা পেয়েছি।’

ছুটে সবার কাছে এলো সে। থামল,শ্বাস নিলো। পিউ শুধাল,

‘ কী পেয়েছিস?’

সুপ্তি সোজা ইকবালের হাতে একটা মোটা টাকার বান্ডিল দেয়। জানায়,

‘ ধূসর ভাইয়া দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি মুরুব্বি, আপনার হাতে দিতে।’

পুষ্প উচ্ছ্বল কণ্ঠে বলল, ‘ আমাদের গেট ধরার টাকা?’

‘ হ্যাঁ। ‘

ইকবাল মাথা নাঁচিয়ে বলল,

‘ দেখলে,ধূসরটা কত সম্মান দেয় আমাকে? এই হলো আমার বন্ধু। যাই হয়ে যাক,কথার খেলাপ করেনা

হু। একটা সন্টামন্টা আমার।’তার গদগদ ভাব দেখে, পুষ্প বলল,

‘ তোমার বন্ধু পরে,আগে আমার ভাই।’

রাদিফ লাফিয়ে উঠে বলল,

‘ আর আমাদের দুলাভাই।’

রিক্ত হাত তালি দিলো।

একদফা হাসির রোল পড়ল ওমনি।

ইকবাল কড়কড়ে টাকার নোট গোনায় ব্যস্ত হলো। গুনে দেখল ৩৪ হাজার। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ এক হাজার কম কেন?’

সুপ্তি দাঁত বের করে জানাল,

‘ বলেছে আপনি মিরজাফর! কাল ওনার সাপোর্ট করেননি। তাই আপনার ভাগ থেকে এক হাজার কাটা ।’

ইকবালের হাসি শেষ। একটু আগেই ধূসরের প্রসংশা করা মুখেই, কটমট করে বলল,

‘ শালা একটা ধাপ্পাবাজ! আমার মত ভালো মানুষের ভাগ থেকে এক হাজার কেটে নিলো? যোচ্চর একটা! ‘

হুহা করে হেসে উঠল ওরা। পুষ্প দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল,‘ আহারে! একটু আগেই কে যেন

বলল সন্টামন্টা? টাকা কম পেয়েই সব ভালোবাসা বেরিয়ে গেল?’

পিউ বলল,’ এখান থেকে আমি কিছু পাব না? আমাকে যে জিম্মি রাখা হয়েছিল,একটা ক্রেডিট তো আমারও তাইনা?’

‘ ইশ! নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলি তুই। কিছুতো টেরই পাসনি। আমরা বাকবিতন্ডা করে টাকা আদায় করে,তোকে কেন দেব?’

‘ এইভাবে বলতে পারলি আপু? বড় বোন হিসেবে দশ টাকা অন্তত দিতে পারতি। খুশি হোতাম।’

সুপ্তি বলল,

‘ তোমাকে খুশি করতে ডেঞ্জারাস ধূসর ভাইয়া আছেন। গরিবের হকে ভাগ বসিওনা। ‘

পুষ্প ভ্রু বাঁকায়,’ ডেঞ্জারাস?’

সুপ্তি মিনমিন করে বলল,

‘ ওনাকে দেখলেই আমার ভ*য় লাগে! কেমন যেন হিং*স্র মনে হয়। খালি পে*টাবে,মা*রবে... বাবাহ! পিউপু যে কীভাবে ওনার সাথে সংসার করার সাহস করল আল্লাহ জানে।’

পিউ ধমকে বলল,‘ একদম বাজে কথা বলবি না।’

ইকবাল তাল মেলাল,

‘ হ্যাঁ, নো বাজে কথা ক্ষুদে শালিকা! ধূসরকে ওপর থেকে যেরকম দেখতে ভেতরর মানুষটা ততটাই ব্যতিক্রম! যদিও তুমি ছোট, অতশত বুঝবেনা। তাও বলি, ওর মত একটা লোকের সঙ্গ পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার। আর এইদিক থেকে আমি, পিউ দুজনেই লাকি! কী বলো পিউপিউ?’

পিউ হেসে বিলম্বহীন মাথা ঝাঁকাল।
পুষ্প ভ্রূ গুটিয়ে বলল,
‘ তুই এখনও এমন ঘোমটা দিয়ে আছিস কেন? তোর মুখটাও দেখতে পারছিনা ঠিকমতো। ঘোমটা খোল,তোকে দেখে আমার গরম লাগছে।’
পুষ্প টানতে যেতেই পিউ সরে বসল ওমনি। মাথা নেড়ে বলল,
‘ না, এখন খোলা যাবেনা, পরে।’

শান্তা চুপচাপ। তার এসবে মন নেই। টিভির দিক চেয়ে থাকলেও,চোখেমুখে বিরক্তি। ধূসর-পিউ এদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও কিশোরী হৃদয়ে মেঘের প্রভাব স্পষ্ট।

সে একবার সুপ্তির দিক চাইল। নিস্প্রভ কণ্ঠে শুধাল,

‘ আম্মুকে জিগেস করেছিস, কখন যাব আমরা?’

সুপ্তি মাথা নেড়ে না বোঝাল। কিন্তু পিউ বলল,

‘ আজ যাবি কেন? কাল -পরশু যাস,থাক দুটোদিন।’শান্তা কিছু বলেনি। নিরুত্তর মাথা ঘুরিয়ে টেলিভিশনের দিক ফেলল।

ইকবাল যার যার ভাগের টাকা,তাকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলো। মারিয়া আর সাদিফেরটা গচ্ছিত রাখল নিজের নিকট। এলে দিয়ে দেবে।

পুষ্প সিনেমা দেখার তালে তালে বেশ কয়েক চামচ মুখে দিলো খাবার। ক্ষণ বাদেই, পাঁক খেল নাড়িভুঁড়ি। তৎপর বাটি রেখেই,মুখ চেপে দৌড়ে গেল বেসিনে।

ইকবালের নিজের খাওয়া ওখানেই স্থগিত। ফালুদা রেখে, চপল পায়ে, স্ত্রীর পেছনে ছুটল সেও।

আমজাদরা বসেছিলেন একটু দূরে। দৃশ্যটা চোখে পড়ল ওনার। মেয়ের

প্রতি ইকবালের প্রতিনিয়ত এই যত্নে, বিমুগ্ধ হলেন এবারেও। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ভাবলেন,

‘ সেদিন ইকবাল -পুষ্পর বিয়ে দেওয়া, আরেকটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল আমার। ছেলেটার মত আমার মেয়েকে এতটা ভালো কেউ বাসত কী না, সন্দেহ!’পিউ টিভির দিক হা করে চেয়েছিল। পলক ও পড়ছেনা।

যেন একটুখানি পাতা ফেললেই অনেক কিছু মিস হবে।

বিষয়টা, মিনা দেখেই, খ্যাক করে বললেন,

‘ এখনও বসে আছিস কেন? ধূসর ডেকে গেল না? যা ওর ফালুদা ঘরে দিয়ে আয়।’

মনোযোগে ব্যঘাত পেয়ে একটুও খুশি হয়নি সে। মায়ের প্রতি, টলমলে অভিমান নিয়ে বলল,

‘ আপুর বিয়ের পরতো ওর সাথে কী সুন্দর করে কথা বলো! তাহলে আমার সাথে এমন কোরছো কেন আম্মু?’

‘ তোকে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে না পারার দুঃখে পাগল হয়ে গেছি। এখন যা,তোরটাও নিয়ে যা।’

পিউ কিছু বলল না। শুধু নীচের ঠোঁট ফুলে উঠল। ট্রেতে কাচের বাটিদুটো তুলে হাঁটা ধরল ঘরের

দিক।ধূসর বিছানায় আধশোয়া। ফোনে কিছু একটা দেখছে। তার বেশভূষা পরিপাটি। একটু পরেই বের হবে।

পিউ নরম পায়ে কক্ষে ঢুকল তখন। নূপুরের শব্দে চোখ তুলে চাইল ও । নীল-সাদা মিশেলের তাঁতের শাড়ি পিউয়ের পড়নে। মাথায় ঘোমটা। তা ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে ছোট্টখাট্টো মুখ।

ধূসর ফোন পকেটে ভরল। পিউ চোরা দৃষ্টিতে ওকে একবার দেখে ট্রে রাখল টেবিলে। সোজা হয়ে ফিরতেই ধূসর সামনে এসে দাঁড়ায়। স্তম্ভের মতো হঠাৎ ওকে দেখে কিছু চমকাল পিউ। ধাতস্থ হয়ে,

চোখে চোখ রাখতেই মনে পড়ল রাতের কথা,সকালের কথা। স্বীয় বেহায়া চিন্তাভাবনায় নিজেই মিশে গেল মাটিতে।

উশখুশে ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। ওমনি টের পেলো গতরে একটি ঠান্ডা হাতের স্পর্শ। শাড়ির পার ভেদ করে কোমড় আকড়ে ধরেছে। ধূসর সেখানটা টেনে পিউকে নিজের কাছে আনল। ডান হাত উঠে এলো ওর মুখমন্ডলে। ঠোঁট আর গালের লাল দাগে আঙুল বুলিয়ে, হেসে ফেলল নিঃশব্দে।

পিউ গাল ফুলিয়ে বলল,

‘ খুব মজা না? আমি এই গরমে একটা ঘোমটা দিয়ে ঘুরছি আর আপনি হাসছেন? ‘

ধূসরের চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল না। না কমলো তার হাসি। কোমল হাত ধরে বিছানায় এনে, বসাল ওকে।

ড্রয়ার খুলে মলম বের করল। এসে বসল মুখোমুখি। মলম দেখেই পিউ মাথাটা পিছনে নিয়ে বলল,

‘ না না, জ্ব*লবে!’

‘ কিছু হবেনা, আমি আছি।’

এই এক কথা পিউয়ের সব ভয়-ভীতি উড়িয়ে দিতে সক্ষম। ধূসর যখন ঠোঁট নেড়ে আওড়ায়,’ আমি আছি।’ দু বাক্যের এই লাইনে ভেতর জুড়িয়ে যায় ওর। বক্ষে ভর করে দূর্দমনীয় সাহস।

পিউ পিছিয়ে নেওয়া মস্তক ফের আগের জায়গায় আনল। ধূসর

খসখসে তর্জনীতে মলম নিয়ে, ঠোঁটে ছোঁয়াতেই কেঁ*পে উঠল ঈষৎ। কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল ,‘জ্ব*লছে…’ ধূসর ঝুঁকে এলো। আস্তে আস্তে ফুঁ দিলো সেখানে। চোখে-মুখে যত্নশীলতার স্পষ্ট প্রলেপ! পিউয়ের জ্বা*লাপো*ড়া উবে যায়। চাউনী হয় নিশ্চল। ধূসরের দিক চেয়ে থাকে এক ভাবে। আবিষ্টের মতোন।

ধূসর একে একে গলায়,ঘাড়ে ঠোঁটের আশেপাশে মলম লাগিয়ে শুধাল,

‘ আর কোথাও আছে?’

পিউ মিহি কণ্ঠে জানাল,

‘ বাকীটা আমি লাগিয়ে নেব। ‘

ফোন বাজল তখন। খলিলের নাম ভাসছে স্ক্রিনে। ধূসর দেখল না,বরং না চেয়েই, সাইড বাটন চেপে

সাইলেন্ট করল। যেন জানে কার ফোন!

মলমের ঢাকনা লাগিয়ে পিউয়ের হাতে ধরিয়ে দিলো। উঠে দাঁড়াল, দাঁড়াল সেও। ধূসর বাইকের চাবি তোলে। ছোট করে জানায়,‘ বের হচ্ছি।’

পিউ উদ্বেগ নিয়ে বলল,

‘ ফালুদা এনেছিলাম,খাবেন না?’

‘ তুই খেয়ে ফ্যাল!’

‘ এতগুলো!’

জবাব না পেয়ে বুঝল,আর লাভ নেই বলে । নিজেই জানাল,

‘ দুপুরে কিন্তু একসাথে খাব, মনে আছে তো?’

‘ আছে।’

‘ তাড়াতাড়ি আসবেন।’

ধূসর ফিরে তাকায়। কাছে আসে। কপালে প্রগাঢ় চুমু বসায়। জিজ্ঞেস করে,

‘ আর কোনও সমস্যা হচ্ছে?’

পিউ দুদিকে মাথা নাড়ল। সে বলল,‘ মনে করে মলমটা লাগিয়ে নিস। এরকম একটু-আধটু দাগ কিন্তু এখন রোজ হবে।’

পিউ লজ্জায় নড়েচড়ে উঠল। এলোমেলো পল্লব ফেলল ডানে -বামে। কুণ্ঠায় রাঙা হলো তার গাল দুটো। যেন হাওয়ায় দোল খাওয়া

ডালের রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁক।
মাথা নুইয়ে নীচু কণ্ঠে বলল,
‘ আপনিতো আগে এমন ছিলেন না ধূসর ভাই! এখন এত নির্লজ্জ হচ্ছেন কী করে?’
ধূসরের বিলম্বহীন,অবিচল জবাব,
‘ আগে কী তুই বউ ছিলি?’
পিউ নিম্নাষ্ঠ চেপে চুপটি করে রইল।
লাজুক ভঙি।
ধূসর ‘ আসছি’ বলে বেরিয়ে যায়।

পিউ চেয়ে থাকল যতক্ষন দেখা যায় তাকে। মুচকি হেসে মন্ত্রের ন্যায় আওড়াল,

‘ ধূসর ভাই! আপনার নির্লজ্জতা আকাশ ছুঁয়ে দিক। মেঘ হয়ে ডাকুক। তারপর বৃষ্টি হয়ে গড়িয়ে পরুক আমার সারা শরীরে। ‘পরপর, হুটোপুটি কদমে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ঝুলে পড়ল রেলিং

এ। কিছুক্ষণের মাথায় ইকবাল আর ধূসরকে বের হতে দেখা যায়।

বাইক চেপে বসেছে দুজন। ইকবালের ঠোঁট নড়ছে। বিশ্রামহীন বকবক করছে। মুখভঙ্গি সিরিয়াস। হয়ত, এক হাজার টাকা কম পাবার হা-হুতাশ।

ধূসর বাইক স্টার্ট দিতে দিতে কী মনে করে থামল। ঘুরে চাইল এদিকে।আন্দাজ সঠিক হওয়ার

ফলস্বরূপ, পিউকে দাঁড়ানো দেখেই, ঠোঁট দুটো উঠে গেল একপাশে। পিউ স্ফূর্ত চিত্তে, হাত নেড়ে বিদায় জানায়। ধূসর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে,বাইক ছুটিয়ে গেট পার হয়। প্রস্থান দেখে পিউ প্রশান্ত শ্বাস টানল। বাতাসে ওঠানামা করল বক্ষপট।

চলে যাওয়া মানুষটা ওর নিজের। নিজের এই ঘর বারান্দা,এই সংসার।

যা আজ থেকে স্বযত্নে বুকের মাঝে আগলে রাখবে পিউ। ধূসর ভাইকে বিছিয়ে দেবে,এই শীর্ণ হৃদয়ে জমে থাকা এক_সমুদ্র_প্রেমের সবটুকু!
বাড়িতে উৎসব। চারপাশ মুখরিত। হৈচৈ বাঁধিয়ে ব্যস্ত সকলে। রান্নাঘর

থেকে ছুটে আসছে, সুস্বাদু রান্নার ম ম ঘ্রাণ।

দেয়াল থেকে ও দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে একেকজনের উঁচু কণ্ঠ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দাপাদাপি নিরন্তর চলছে। সিকদার বাড়ির প্রত্যেকের কাঁধে তখন দায়িত্বের প্রখর চাপ।

মাঝখানে গত হয়েছে নয় মাস। চৌকাঠ ছুঁয়েছে,পূর্নবার বসন্ত। মৃতপ্রায় বৃক্ষের নগ্ন ডালে তখন

সবুজ কচি পাতার রূপ নব নব বেশ বদলেছে প্রকৃতির। ধুয়ে মুছে,মুখ লুকিয়েছে জীর্ণতা সকল। শীতের রুক্ষতা তখন উৎখাত। শুকনো মাটির বুক ফুঁড়ে উঁকি দিয়েছে নরম ঘাসের অনন্য আশীর্বাদ।

এমন চমৎকার একটি সময়ে ধার্য্য হলো সাদিফ-মারিয়ার আংটিবদলের দিন-ক্ষণ। আর সেই নিয়েই

একেকজনের উৎকণ্ঠা,উত্তেজনার অন্ত নেই।

ইকবাল ঘাম মুছতে মুছতে রুমে ঢুকল। বিছানায় বসা পুষ্পকে দেখে বলল,‘ এ কী মাই লাভ! এখনও তৈরী হওনি কেন? একটু পরেই তো অনুষ্ঠান শুরু হবে।’

এত আনন্দের মাঝেও পুষ্পর মলিন আনন তার নজর কাড়ল। নিরুত্তর

স্ত্রীর পাশে বসল এসে। কণ্ঠ মোলায়েম,

‘ কী হয়েছে?’

পুষ্প চিন্তিত গলায় বলল,

‘ বাবু সকাল থেকে কয়েকবার পটি করেছে ইকবাল। ওর কী শরীর খারাপ হলো? আমি তো তেমন কিছু খাইওনি।’

ইকবাল বিছানার দিক ফেরে। কাঁথার মধ্যে হাত-পা ছু*ড়ছে ওদের

দু মাসের ছেলে,ইশরাক আহসান পূর্ব। ও তাকাতেই বাচ্চাটা একটু কাৎ হয়ে এলো। নিরবে জানাল বাবার কোলে ওঠার বায়না।

ইকবাল হাসল, পরক্ষনে হতাশ শ্বাস ফেলল। বাবু হওয়ার পর পুষ্প আগের মতো থাকতে পারছে না। রাতে ঘুম হয়না,ছেলে বারবার ওঠে। পছন্দ মাফিক কিচ্ছু খেতে পারেনা। স্ট্রিটফুডের জন্য মরিয়া মেয়ে,ওসব

ছুঁয়েও দেখেনা এখন। ঝাল-মশলা তো জীবন থেকেই বাদ। আর ডেলিভারির সময়! কী যন্ত্রনা! ব্যথা*তুর চিৎকার! মনে পড়লেও আৎকে ওঠে ও।এসব দেখলে ক*ষ্ট হয় ইকবালের! খারাপ লাগে! মনে মনে মায়ের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা,ভক্তি,পর্বতের ন্যায় মাথা উঁচায়! একটা সন্তানকে জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে, তাকে বড় করা অবধি

মায়েদের যেই শ্রম,যেই তিতিক্ষা,তার অল্প অল্প স্বচক্ষে দেখছে। পুষ্পর মাধ্যমে আঁচ পাচ্ছে সবটার। অথচ কিছু ছেলেমেয়ে বড় হলে, এই বাবা মাকেই ফেলে রাখে অবহেলায়,অবজ্ঞায়।

ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পুষ্পর হাতের ওপর হাত রেখে বলল,

‘ এখন তৈরী হয়ে নাও। আমি ওর কাছে আছি। ‘

‘ তুমি পারবেনা। ‘

‘ পারব না কেন? কতবার করলাম!’

‘ থাক। তুমি যাও,আমি থাকি। ‘পুষ্পর মাতৃসুলভ চেহারার দিক চেয়ে রইল ইকবাল। বাবু হওয়ার পর ওর স্বাস্থ্য কিছুটা বেড়েছে। আগের মতো হ্যাংলা-পাতলা লাগেনা। বরং গাল টেনে দেওয়ার মত কিউট দেখায়! ইকবালের ইচ্ছে

করে,ওই ফোলা গাল চুমু খেয়ে ঝাঁঝড়া বানিয়ে দিতে।

পুষ্পর শুকনো মুখখানা ভালো লাগছেনা ওর। দুষ্টুমি করে বলল,

‘ এত ভেবোনা মাই লাভ। আসলে ও শোধ নিচ্ছে। বিয়ের আগে ওর বাবাকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছিলে তো,সবটা পুষিয়ে নিচ্ছে আমার ছেলে।’

তারপর ছেলের দিক চেয়ে বলল,' সাবাশ বাবা! বাপ কা বেটা!'

পুষ্প কপাল কুঁচকে বলল,' তুমি কি কখনওই সিরিয়াস হওনা ইকবাল?'

ইকবাল মস্তক ঝাঁকিয়ে স্বীকারোক্তি দিলো,

' হয়েছিলাম মাই লাভ! সাদিফ বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা ওঠার সময়? জীবনে প্রথম সিরিয়াস হয়েছিলাম। এই যে এখানে(গলা

দেখিয়ে) এখানে এসে কলিজাটা বাদুড়ের মত ঝুলে ছিল। আর দ্বিতীয় বার সিরিয়াস হয়েছিলাম,ধূসরের একটা বিশ্রী কান্ডে। '

পুষ্প আগ্রহভরে শুধাল,

' ভাইয়া আবার কী করেছিলেন?'

' সেটা তোমাকে বলা যাবেনা। সিক্রেট!'

মনে মনে ভাবল,

‘ বললে ধূসর তো ঘুষি মেরেছিল,তুমি যে কী দিয়ে মারবে কে জানে!’

ওদের কথার মধ্যেই নুড়ি দুরন্ত কদমে ঘরে ঢুকল। পড়নে জমকালো বার্বি ফ্রক। দুপাশের ঝুটি দুটো দুলছে। ঝড়ের গতিতে বিছানায় উঠল সে। গুলুমুলু পূর্বর গালে এলোপাথাড়ি চুমু বসাল। প্রকোপে

বাচ্চাটার গাল বেঁকে আসে, ছটফটিয়ে ওঠে। ইকবাল বলল, ‘ আরে আস্তে আস্তে... ‘

নুড়ি শুনল, মানল না। আবদার করল,‘ ওকে একটু আমার কোলে দাওনা। আমি ওকে ঘুরতে নিয়ে যাই?’

পুষ্প স্বামীর দিক চাইল। নুড়ি নিজেই হাঁটতে গেলে উলটে পরে।

এত ছোট বাচ্চা দেওয়া ঠিক হবে?
ইকবাল মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,
‘ এখন না আপু,আরেকটু বড় হোক।
তখন শুধু কোলে নয়,তুমি ওকে
সাথে নিয়ে ঘুমিও।’
নুড়ি খুশি হয়ে বলল , ‘ আচ্ছা।’
নুড়ি পূর্বের মাথার কাছের ঝুনঝুনিটা
তুলে ওর সামনে বাজাল কয়েকবার।
ছোট ছোট আঙুলের মধ্যে হাত ভরে
কথা বলতে থাকল।

পুষ্প উঠে দাঁড়ায়। ফিডারের দুধ কব্জির উলটো পিঠে ঢেলে উষ্ণতা পরীক্ষা করে। পূর্বের কাছে বসতে গেলেই, ইকবাল বলল,

‘ কী হলো? যেতে বললাম না তোমাকে?’

পুষ্প বলতে গেল,

‘ বাবুর..এর মধ্যেই বাইরে থেকে কাশির শব্দ শোনা যায়। কথা থামল পুষ্পর। মুমতাহিনা ঘরে ঢুকলেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে, স্বপরিবার, আজ সকালেই এসেছেন এখানে।
ভেতরে এসেই বললেন,
‘ কী ব্যাপার? তুমি এখনও এখানে? পিউতো তোমার জন্যে বসে আছে। রেডি হওনি কেন?’
‘ বাবুকে দুধটা খাইয়েই যাচ্ছি মা।’
‘ তোমাকে খাওয়াতে হবেনা,আমি খাওয়াচ্ছি। তুমি যাও।’

আর আজকে দাদুভাইকে আমি দেখছি। তোমার ভাইয়ের বিয়ের প্রোগ্রাম,কোথায় মজা করবে,তা না। দেখি ওঠো..’

পুষ্প সরে এলে, মুমতাহিনা বসলেন সেখানে। পূর্ব চোখ উলটে তাকাল। দুহাতের কুটিকুটি আঙুল মুখে পুড়ল। হাত পায়ের চঞ্চলতা বাড়ল একটু। ক’মাসে দাদুকে সে খুব চিনেছে।

মুমতাহিনা হেসে হেসে, স্বর আদুরে করে ডাকলেন,

‘ দাদুভাই! দাদুভাই এখন কী খাবে?’

পূর্ব হাসল। দন্ত বিহীন রাঙা মাড়ি উঁকি দিলো ভেতর থেকে । দুপায়ের ওপর বালিশ রেখে ওকে শোয়ালেন তিনি। দোলাতে দোলাতে ফিডার মুখে দিলেন। নুড়ি বসে রইল পাশে। দুজন মিলে কত কথা বলছেন! পূর্ব

হু হা করছে। ঠোঁট উঁচু হচ্ছে ক্রমে। যেন সব বোঝে!পুষ্পর ঠোঁট ভরে উঠল হাসিতে। উবে গেল দুশ্চিন্তা। পূর্ব হওয়ার পর মুমতাহিনাই ওকে বেশি রাখেন। রাতে খাওয়ানো না পড়লে হয়ত রাতেও রাখতেন। শ্বশুর -শাশুড়ি দুজনেই নাতি অন্ত প্রাণ।

পুষ্প তৈরি হবে ভাবল। আগে-ভাগে বের করে রাখা শাড়ি, ব্লাউজ হাতে

তুলতেই পাশে এসে দাঁড়াল ইকবাল।

একবার সতর্ক ভাবে মা আর বোনকে পরোখ করে মুখ এগোলো ওর কানের নিকট। আলগা,নীচু কণ্ঠে বলল,

‘ অল্প সেজো মাই লাভ! বেশি সুন্দর যেন লাগেনা।’

পুষ্প শুধাল,

‘ কেন?’

ইকবালের কণ্ঠ আরো নীচু হয়,
‘ এমনিতেই আমার বউ সুন্দরী! তার ওপর সেজেগুজে পরী হয়ে গেলে, আমি তো কন্ট্রোল রাখতে পারবনা। শেষে দেখা গেল, দু মাসের মাথায় পূর্বর আরেকটা ভাগীদার চলে আসছে।’
পুষ্প হা করে ফেলল। শ্বাশুড়ির দিক চাইল ত্রস্ত। তিনি ব্যস্ত নাতীকে

নিয়ে। ওমনি ইকবালের বাহুতে ঘুষি মা*রল।

‘ তুমি আর ভালো হলে না!’

ইকবাল সানন্দে স্বীকার করল,‘ বান্দা তোমার প্রেমে বহুবার খারাপ হতে রাজি মাই লাভ। ‘

পুষ্প হেসে ওঠে। দুপাশে মাথা নেড়ে, প্রয়োজনীয় অবঢৌকন বুকে চেপে ঘর ছাড়ে।

ইকবাল দুষ্টু দুষ্টু হাসল। মাথা চুল্কাল। এতকাল শুনেছে,বিয়ের পর ভালোবাসা কমে। আর সন্তান হলে আকর্ষণ। কিন্তু কই? ওদেরটা যে বাড়ছে। দিনদিন গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হচ্ছে। পুষ্পর দিকে এখনও একইরকম তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় ওর। ইচ্ছে করে ওকে বুকের মধ্যে জাপটে বসে থাকতে।

আহ,কী মারাত্মক বউপ্রেমী সে! ভাবলেই,প্রতিবার নিজের প্রতি গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।‘ তুই রেডি?’

পিউ ঘুরে চাইল। পরপর মুখ বেঁকিয়ে বলল,

‘ তো কী করব? কখন থেকে বসে ছিলাম!’

পুষ্প ঠোঁট উলটে বলল,

‘ বাবুর জন্য একটু দেরী হলো। কিন্তু তুইতো কিছুই সাজিসনি। শুধু জামা পরে ঘুরছিস।’

‘ আগে তোকে সাজাই,তারপর নিজে সাজব।’

পুষ্প বাকী সব বিছানায় রেখে, ব্লাউজ-পেটিকোট হাতে নিয়ে বলল, ‘ আচ্ছা আমি এক্ষুনি পালটে আসছি।’

ঝটপট ঢুকল ওয়াশরুমে।

তড়িঘড়ি করে পরায় বের হলোও দ্রুত।
পিউ যত্ন করে ওকে শাড়ি পরাল। পুষ্প নিজেই পারে,কিন্তু সিজারের পর তাকে নীচু হতে দেওয়া হয়না। কুচি ঠিকঠাক করার মত পরিশ্রম তো একেবারেই না। পুষ্প মেক-আপে ভালো! নিজেই টুকিটাকি সাজল। চুলে খোপা করে গাঁজরা

গুঁজে দিলো পিউ। সবশেষে বোনের দিক চেয়ে বলল,

‘ মাশ আল্লাহ! খুব সুন্দর লাগছে!’

পুষ্প আয়না দেখে নেয়। চেহারায় মেয়ে সুলভ ভাবটা এখন কম। বরং পরিনত নারী লাগে ওকে ! কেমন একটা মা মা ছাপ ফোটে।

নিজেকে দেখে মুগ্ধ হলো ও। পিউকে মাথা নাঁচিয়ে বলল,‘ থ্যাংক

ইউ! এবার নীচে যাই হ্যাঁ? তুই তাড়াতাড়ি আসিস। ‘

‘ তানহা এলে রুমে পাঠিয়ে দিস।’

পুষ্প যেতে যেতে জবাব দিলো, ‘ আচ্ছা।’

পিউ টুলে গিয়ে বসে। মনোযোগী হয় সাজগোজে। বাড়ির এই বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে একটু সুন্দর লাগতে হবে না?মারিয়া আর সাদিফের প্রেমের সূচনা

হয়েছিল,ঠিক পিউ-ধূসরের বিয়ের দিন। একই নিবাসের, একটি নিস্তব্ধ কক্ষ,আর শূনশান ছাদ সাক্ষী হয়েছিল দুই জোড়া চড়ুইয়ের এক হওয়ার উপাখ্যানে।

সময় সময়ে তীব্র হলো একজনের সম্পর্ক। প্রেমিক যুগল, আর কপোত-কপোতীর ভালোবাসার কোলাহলে বিভোর তখন ধরিত্রী।

প্রথম যেদিন ওদের সম্পর্ক নিয়ে আজমল কথা তুললেন,এক মুহুর্তের জন্য মূর্তি বনে গেছিল সকলে। তব্দা খেয়ে চেয়েছিল অনেকক্ষণ। সাত তাড়াতাড়ি ধাতস্থ হওয়া কূলোয়নি সাধ্যে। তারপর সেই বিস্মিত দশাধিক দৃষ্টি ঝড়ের বেগে নিক্ষেপ হলো সাদিফের ওপর।

ভোলাভালা ছেলেটা অস্বস্তিতে কাঁটা তখন। চশমা ঠেলেঠুলে মাথা নুইয়ে রাখল।

তার মত অতিরিক্ত শিষ্ট,সব্য ছেলেটা প্রেম করে? নিজের জন্য মেয়েও ঠিক করে রেখেছে? সেই মেয়ে আবার মারিয়া? আশ্চর্য! এ অতি আশ্চর্য!

ওদের বিয়ে নিয়ে মতবিরোধের ছিটেফোঁটাও হয়নি। আজমল আর

জবা তো আগে থেকেই রাজী। বাকীরাও বিনাবাক্যে মত দিলেন। হৈহৈ করে উঠল পিউ-পুষ্প। মারিয়ার সঙ্গে তাদের খাতির গলায় গলায় কী না!

সিকদার পরিবারের মুরুব্বিরা, প্রস্তাব নিয়ে রোজিনার দ্বারস্থ হলেন তারপর। ভদ্রমহিলা এসব আগে থেকেই জানতেন। মারিয়া কখনওই কোনও কিছু ওনার থেকে লুকোয়নি।

বর্ষার মত তিনিও ওর সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছেন সব সময়। যে মেয়ে ক্লাশে খাতায়, স্যারের থেকে একটা গুড পেলেও এসে জানাত,সে এত বড় একটা সত্যি লুকোতে পারে?

এই সমন্ধ নিয়ে আপত্তি করার মত কারণ নেই। সাদিফ নিঃসন্দেহে উপযুক্ত পাত্র। বলা বাহুল্য, ওনাদের জন্য আকাশের চাঁদ! কোন মা

চাইবেনা, মেয়ের বিয়ে অত বড় বাড়িতে না দিতে?

তিনিও এক বাক্যে রাজি হলেন। সেদিনই ধার্য্য হলো ওদের বিয়ের দিন। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আংটিবদল। তার কিছুদিন পরেই বিয়ে।সব যখন ঠিকঠাক, মারিয়া তখন ভুগছে মানসিক টানাপোড়েনে। মায়ের চিন্তায় মুখ শুকিয়ে কাঠ!

বাবা নেই, ভাই নেই,মা একা। ও চলে গেলে আরো একা হয়ে যাবে। কে দেখবে তখন? মায়ের বয়স হচ্ছে,একটা কাউকে তো থাকা দরকার।

বিপত্তিতে পড়ল, সিকদার বাড়ি হুট করে প্রস্তাব আনায়। সাদিফটাও সারপ্রাইজ দেবে বলে কিচ্ছু জানায়নি। আর সে বুঝে ওঠার আগেই কথা পাকাপাকি শেষ!

মারিয়ার দোটানা আরো বাড়ে। বিয়ে ঠিক হওয়ার আনন্দে সাদিফ যখন হৈহৈ করে বেড়াত,সে চিন্তায় নিষ্পৃহ।

এইত সেদিনের কথা। মিলনায়তনের সেই টিএসসি চত্বরের বেঞ্চিতে বসে দুজন। প্রণয়ের পর অফিসের ছুটি শেষে এটা হয়ে উঠেছে ওদের দৈনিক রুটিন।

সাদিফের হাস্যজ্জল মুখবিবর তখনও বহাল। একটু বেশিই আজকাল চটপটে হয়েছে ছেলেটা। কিন্তু বরাবরের চঞ্চল মারিয়া চুপচাপ বসে। কথা,আলোচনা, প্রশ্ন সব কিছুর ফিরতি জবাব, ‘ হু। হ্যাঁ, আচ্ছা,ঠিক আছে।’

সাদিফের বেশিক্ষণ সহ্য হলো না এসব। শেষ মেষ অধৈর্য হয়ে বলল,‘ হয়েছে কী আপনার? ‘

মারিয়া খানিক চমকে তাকায়,’ কই? কিছু নাতো।’

সাদিফ সাবধান করল,’ একদম মিথ্যে বলবেন না। এত কী নিয়ে ভাবছেন?

ওউ,যৌতুক নিয়ে? চি্যল! যৌতুক নেওয়ার মত চিপ মেন্টালিটির ছেলে আমি নই। রিল্যাক্স ম্যালেরিয়া,আই যাস্ট নিড ইউ। আমার আপনি হলেই চলবে।’

পাব্লিক প্লেসে সাদিফের সাবলীল স্বীকারোক্তিতে ক্ষণিকের জন্য সব চিন্তা উবে গেল মারিয়ার। দু চোখ ভর্তি শীতলতা নিয়ে এক যোগে চেয়ে রইল সে।

‘ এভাবে তাকাবেন না,আপনি এভাবে তাকালে আই ফিল শাই....’

হেসে ফেলল মারিয়া। পরপর দীর্ঘশ্বাস টানল। কোলের ওপরে

রাখা হস্তখানা চেপে ধরল সাদিফ। মোলায়েম কণ্ঠ,

‘ কী হয়েছে? আমাকে বলা যায়না? খুব পার্সোনাল কিছু? ‘

মারিয়া মাথা নোয়াল। মলিন কণ্ঠে বলল,‘ আম্মুকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। আমার বিয়ের পর কী হবে ওনার? আমি ছাড়া তার তো কেউ নেই। কোথায় গুলশান,আর কোথায় মহাখালী! এতটা দূরে আম্মুকে একা

একা রেখে আমি শান্তিতে থাকব কী করে?’

সে যতটা উৎকণ্ঠিত হয়ে জানাল,সাদিফ ততোধিক নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল,

‘ এই ব্যাপার? এই সামান্য বিষয় নিয়ে এত ভাবছেন? আরে বাবা,আন্টি একা থাকবে কেন? আপনার সাথে আমাদের বাড়িতে

থাকবে। সবাই মিলে একসাথে থাকার আনন্দই আলাদা।'

মারিয়া বিরস হেসে বলল, ' তা হয় না। মেয়ের শ্বশুর বাড়ি গিয়ে থাকতে কোনও বাবা-মা চাননা সাদিফ। সম্মান যে বড় নিখাদ বস্তু! কূয়োয় পড়লে আর তোলা যায়না তাকে। আসলে,বিয়ের পর যদি চাকরিটা করতে পারতাম,তাহলেও একটা.... '

সাদিফ কথার মধ্যেই বলল,‘ করতে পারতেন মানে? আপনাকে চাকরি করতে কেউ বারণ করেছে?’

মারিয়া অবাক চোখে চাইল। কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল,

‘ বিয়ের পর আমাকে চাকরি করতে দেবেন আপনি?’

সাদিফ কাঁধ উঁচায়,

‘ চাইলে করবেন। না চাইলে না। এসব আপনার সিদ্ধান্ত। আমি বলার কে?’

মারিয়া অবিশ্বাস্য নজরে চেয়ে রইল। পরপর শুধাল,

‘ আর আপনার বাড়ির লোক? আঙ্কেল,আন্টি? ওনারা কিছু বলবেন না?’

সাদিফ আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘ ওনারা কী বলবে? আমাদের পরিবার

সেকেলে নয়,যথেষ্ট আধুনিক। ছেলের বউ মানে,ঘরের কাজ করার মেশিন,এরকম চিন্তাভাবনা কারোর মধ্যেই নেই। মা,বড়মা,মেজ মা এরা চাকরি-বাকরি করেনি এটা সম্পূর্ণ ওনাদের ইচ্ছে। ছোট মা কিন্তু চাকরি করতেন। রিক্ত হওয়ার পর ছেড়ে দিলেন। এখন আপনি যদি চান,আপনি চাকরি করবেন,তাহলে করবেন।এ নিয়ে আমি বা আমার

পরিবারের তরফ থেকে কোনও সমস্যা হবেনা কথা দিতে পারি। চাকরিটা যে শুধু মাত্র টাকা রোজগারের যন্ত্র তা কিন্তু নয়। আমি মনে করি পৃথিবীর সব মেয়ের উচিত সাবলম্বী হওয়া। বাবা,ভাই,স্বামী এদের ছত্রছায়ায় না থেকে নিজের একটা পরিচয় তৈরী করা। আর আমার স্ত্রী চেয়েও সেই পরিচিতি পাবেনা কেন?

মারিয়ার চোখ ভরে উঠল। জল ছাপানো অলীক মুগ্ধতা অক্ষিকোটরে। ভেজা কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি এত ভালো কেন?’

সাদিফ মৃদূ হাসে। বৃদ্ধাঙ্গুলে ওর চোখ মুছিয়ে বলে,

‘ কারণ আপনি খুব খারাপ!’

অশ্রু সমেত হেসে ফেলল মারিয়া। যেই রূপখানা সাদিফের হৃদয়ে তুফান বইয়ে ছাড়ে। দুষ্টুমির চাউনী

গভীর হলো তার। পেরেকের ন্যায় বসে গেল মারিয়ার মুখস্ত্রীতে।

বাধ্য ছেলের, অবাধ্য মনে জেগে উঠল অনিবার্য এক বাসনা। মারিয়ার ফর্সা গাল দুটোতে ধুপধাপ ঠোঁট বসানোর ইচ্ছে।পাশ থেকে সবেগে যাওয়া গাড়ির উঁচু সাইরেনের শব্দে হুশ ফিরল। টেনেটুনে সম্বিৎ এনে, মুখ ফেরাল আরেকদিক। নিজের

এই বেহায়াপনায়, অস্বস্তিতে মাথা চুল্কাল।

হঠাৎ কী ভেবে, উদ্বেগ নিয়ে ফিরল আবার।

‘ আচ্ছা,আমাদের পাশের বিল্ডিং তো ভাড়া দেওয়া হয়। আন্টিকে ওখানকার একটা ফ্ল্যাটে তুললে কেমন হয়? তাহলে তো আন্টিও আপনার কাছাকাছি থাকবে,আর আপনিও নিশ্চিন্ত থাকলেন! ‘

মারিয়া চকচকে কণ্ঠে বলল, ‘ খুব ভালো হয়!’

সাদিফ তত্র উঠে দাঁড়াল, ‘ চলুন। “

এখনই? ‘

‘ এক সপ্তাহ আগে টু-লেট দেখেছি। এখন পাব কী না কে জানে... চলুন চলুন...’

দুজন ব্যস্ত ভাবে উঠে বসে বাইকে। ছুটে যায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। সেদিন ভাগ্য প্রসন্ন থাকায়,ঘর পাওয়া গেল।

সাদিফের বিশাল বাড়ির প্রাঙ্গন পার হলেই সেই বাড়িটা। চার তলার একটি দু কামড়ার ফ্ল্যাট ভাড়া নিলো মারিয়া। পরের মাসেই উঠল সেখানে। সাদিফের ভীষণ রকম সুবিধে হলো এতে। মারিয়াকে সঙ্গে করেই অফিসে যায়,নিয়ে আসে। চলে ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি। বক্ষস্থলে তখন প্রেমের উচাটন। চক্ষু ভরা স্বপ্ন। এইত আর কটা দিন!

তারপরেই পা রাখবে একটি হর্ষিত সংসারের দোরগোড়ায়।পিউ সম্পূর্ন তৈরি হয়ে টুল ছেড়ে দাঁড়াল। ওড়নায় পিন লাগানোর মধ্যেই ঘরে ঢুকল ধূসর।

‘ পিউ আমার ঘড়ি..’

এদিক চাইতেই, কথা আটকাল ওর। কণ্ঠ শুনে পিউ ঘুরে তাকায়। তামাটে মুখটা দেখা মাত্রই, বিস্তর হাসি ফুটল ঠোঁটে।

ক'মাসে ধূসরের শারিরীক পরিবর্তন হয়েছে। ফর্সা হয়েছে কিছুটা। উন্নত স্বাস্থ্যের জোয়ার তো আছেই। আগের থেকেও সুন্দর লাগে দেখতে।অথচ রোগা-শোকা পিউয়ের কিচ্ছুটি হলো না। বিয়ের পর না মেয়েদের পরিবর্তন আসে? কিন্তু এক চুল নড়ল না ওর শরীর। না একটু চর্বি বাড়ল কোথাও। এত খায়,যায় কোথায় সব?

এখনও আগের মত ধূসর সামনে আসে যতবার,পিউ মন হারায় প্রতিবার। চোখে-মুখে ভিন্ন রকম মোহ লেপ্টে আসে।এই যে এতগুলো মাস গড়াল ওদের সংসারের,কিচ্ছু পাল্টায়নি। পাল্টায়নি পিউয়ের মুগ্ধতার ধরণ,ধূসর ভাইকে চোখে হারানোর কারণ।

তবে মানুষটা বোধ হয় পাল্টেছে। বিয়ের আগের ধূসর ভাইটা গায়েব

হয়েছে কোথাও। এই ধূসর ভাই নির্লজ্জ, পিউকে কাছে পাওয়ার জন্য মরিয়া। রাতে একটাবার ওপাশ ফিরতেও দেয়না। বুকে থাকবে মানে বুকেই।

অবশ্য ওই চওড়া বুক থেকে সরার ইচ্ছে ওর থাকলে তো! বরং জীবন-ভর ওখানেই আহুতি দিতে পারলেই বেশ হয়।

ধূসরের কপালে ভাঁজ। পিউ উচ্ছল কণ্ঠে শুধাল,

‘ কেমন লাগছে আমাকে?’

সে চোখ সরু করে বলল,

‘ ওড়না এভাবে পরেছিস কেন?’

গম্ভীর কণ্ঠে পিউয়ের হাসি মুছে গেল। একবার সতর্ক ভাবে নিজেকে দেখে বলল,

‘ জামায় তো অনেক কাজ,ভাবলাম...’কথার মধ্যেই ধূসর

এগিয়ে এলো। পিউয়ের ওপর থেকে, ফোমের বাক্স হতে পিন ওঠাল হাতে। নিজ উদ্যোগে এক পাশে ঝোলানো ওড়নাটা টেনে দুপাশে মেলে বলল,

‘ বাড়িতে অনেক ছেলে আসবে আজ। লাফালাফি কম করবি।’

পিউ মাথা কাঁত করল। সে বরাবরই ওর বাধ্য বউ।

ধূসর ওড়নায় পিন আটকে সরে আসে। তক্ষুণি পিউয়ের চোখ পড়ল ওর বুকের দিক। শার্টের তিনটে বোতাম খোলা। উন্মুখ শ্যামলা বক্ষপট।

‘ আমার ওড়না ঠিক করলেন? নিজেরটার এই অবস্থা কেন?’

ধূসর বুঝতে না পেরে নিজেকে দেখল। প্রশ্ন করার আগেই পিউ

অধৈর্য হাতে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল,

‘ বাড়িতে শুধু ছেলেরাই আসছেনা,মেয়েরাও আসবে।’ধূসর নিম্নোষ্ঠ কা*মড়ে ধরে। বরাবরের মত শব্দহীন হাসির স্লোগান তুলল পাতলা ঠোঁটে। আলগোছে পিউয়ের কোমড় চেপে ধরলে তাকাল ও। ধূসর ব্লাশন পরিহিত টুকটুকে গালে শব্দ করে চুমু খায়।

তবে আজকে আর পিউয়ের কাঁ*পুনি উঠল না। কুণ্ঠায় ভূমিক*ম্প নামল না হাঁটুতে। বরং, সে অভ্যস্ত এখন। এই নয় মাসে ধূসরের যখন তখন জ্বালা*তনের স্বীকার।

বিয়ের পর থেকেই, মানুষটা হুটহাট চুমু খায়। কথাবার্তা ছাড়াই ঠোঁট বসায় ত্বকে। পিউয়ের এই অভ্যাস আয়ত্ত, তবে ভালোবাসায় একইরকম অবিন্যস্ত সে।

কম্পন ছাড়াই, গাল দুটোতে লজ্জা ফুটল। পেল্লব হাত দুখানা উঠিয়ে ধূসরের গলা পেঁচিয়ে ধরল পিউ। অনেকটা উঁচু হতে হলো তাতে। তার মত চুনোপুঁটির নিকট ধূসর ভাই পর্বতশৃঙ্গ কী না!

ধূসরের মদ্যক চাউনীতে দৃষ্টি রাখল পিউ। দুই জোড়া নিশ্চল অক্ষি এক হলো। ঠিক ওমন চেয়েই, জড়োতাহীন বলল,‘ ভালোবাসি!’

ধূসরের ফিরতি জবাব এলো না। তবে কোমড়ে রাখা বাঁধনটা দৃঢ় হলো খানিক। পিউ অপেক্ষা করে। পরপর কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কী হলো?’

‘ কী?’

‘ আমিতো ভালোবাসি বললাম।’

‘ শুনেছি।’

‘ শুনলে হবে? আপনি বলবেন না?’

‘ বলতে হবে কেন?’

পিউ ওমনি গলা থেকে হাত সরিয়ে বলল,‘ হবেইত। আমার বুঝি শুনতে ইচ্ছে করেনা? আমিতো সারাক্ষণ ভালোবাসি ভালোবাসি বলে আপনার কান ঝালাপালা করে দেই। আর আপনি? নটা মাসে একবারও বললেন না,পিউ তোকে ভালোবাসি। পরপর কণ্ঠ নরম করে বায়না ছু*ড়ল,

‘ বলুন না একবার!’

ধূসর বলল না। তার দৃষ্টি পিউয়ের লিপস্টিক পরা কোমল ঠোঁটে। মস্তক ঝুঁকিয়ে, নিশানা বরাবর স্বীয় ওষ্ঠপুট এগোতেই পিউ ওমনি মাথাটা পিছিয়ে নিলো।

‘ আগে ভালোবাসি বলুন।’বিঘ্নতে ধূসর ভ্রু গোটাল। নিশব্দে আবার এগোতেই

পিউ হাত দিয়ে ঠোঁট ঢেকে ফেলল এবার। বলল,

‘ আজকে ভালোবাসি না বললে, চুমু খেতে দেব না।’

ধূসর মেঘমন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলল,

‘ হাত সরা।’

পিউ ঘন ঘন মাথা নাড়ল। সরাবেনা হাত। আজকে ভালোবাসি শুনেই ছাড়বে।

ধূসর তপ্ত করল চোখ-মুখ। খেই হারিয়ে হাতটা নিজে সরাতে গেলেই, বাইরে থেকে পায়ের শব্দ আসে।

কেউ আসছে এদিকে। শব্দে থামল ধূসর। পিউয়ের কোমড় ছেড়ে দিলে, ড্রেসিং টেবিলের কাঠে মিশে গেল সে।

ধূসর সরে এলো। চঞ্চল পায়ে ঢুকল তানহা। হাসি হাসি মুখ। অথচ ভেতরে ধূসরকে দেখেই একটু থতমত খেল। চৌকাঠে রাখা পা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ল। ফেরত যাবে,না ভেতরে আনবে ভেবে

বেশামাল হলো। নার্ভাসনেস ঠেলেঠুলে, থেমে থেমে শুধাল,‘ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভালো আছেন?’

ধূসর সালামের উত্তর দিয়ে, শুধাল,

‘ হ্যাঁ। তুমি?’

‘ জি ভালো।’

ধূসর পিঠ ফিরিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়। ড্রয়ার থেকে ঘড়ি এনে কব্জিতে বাঁধল। আয়নায় চোখ

বুলিয়ে চুল ওপরে ঠেলল। একবার চাইল খুব পাশে দাঁড়ানো পিউয়ের দিক। সে মেয়ের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। এই যে ধূসর হেরে গেল,চুমু খেতে পারল না, বেশ মজা লাগছে এতে। সেই ক্ষণে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়, ধূসর কণ্ঠ খাদে এনে বলল ,

‘ এর শোধ রাতে তুলব।’

পিউয়ের হাসি শেষ। হৃদয় লাফাল সবেগে। তানহা শুনেছে কী না সেই ভ*য়ে,তড়াক করে দৃষ্টি ফেলল ওর ওপর। তানহার চোখ-মুখ স্বাভাবিক। সে এদিক ওদিক দেখছে। অপেক্ষা করছে ধূসর বের হলেই,কথার ঝুড়ি নিয়ে বসবে। পিউ স্বস্তির শ্বাস ফেলল। যাক, শোনেনি। কিন্তু এতকিছুতে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রইল না ধূসরের। তর্জন দিয়ে নিজের মত

বেরিয়ে গেল। পিউ আলগোছে ভেঙচি কা*টল। মনে মনে বলল,‘ অনেক ছাড় দিয়েছি। আজ তো ভালোবাসি শুনেই দম ফেলব। নাহলে আমিও মিসেস ধূসর মাহতাব নই।’

ধূসর বেরিয়ে যেতেই তানহার উচ্ছলতা ফেরত এলো। ত্রস্ত ওর দিক এগিয়ে আসে। আপাদমস্তক দেখে বলে,

‘ কী সুন্দর লাগছে রে তোকে! আমাকে কেমন লাগছে?’

‘ তুইত সব সময়ই সুন্দর। তা এত দেরী করলি কেন আসতে?’

‘ যা জ্যাম রাস্তায়। আমিত ভাবলাম আসতে আসতে অনুষ্ঠানই শেষ। ‘

‘ মারিয়া আপুরা এসেছেন?’

‘ না। দেখলাম না তো। তবে ইফতিকে দেখেছি।’

বলেই দাঁত বার করে দিলো তানহা।
পিউ মেকি দুঃখী কণ্ঠে বলল,
‘ দেখে কী লাভ? বেচারাকে তো পাত্তাই দিলিনা।’
তানহা হাসল। এসে বিছানায় বসল। পা দুটো নাড়াতে নাড়াতে বলল,‘ না দিয়েই ভালো করেছি। তখন কষ্ট করে সিঙ্গেল ছিলাম দেখেই আজ একটা প্রিন্স চার্মিং পেয়েছি ভাই।’

‘ তাও কথা। তা ভাইয়ার কী খবর? বিয়ে টিয়ে কর,দাওয়াত খাই। ‘

‘ ভাইয়ার খবর ভালো। কিন্তু আমি ভ*য়ে আছি,আব্বু -আম্মুকে নিয়ে? মানবে তো ওনারা?’

‘ মানবেনা কেন? ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তার ফেল্টুস মেয়ের জন্য পাচ্ছে, এটাইত খুশিতে মাথা ঠোকার মত বিষয়। ‘

তানহা শব্দ করে হেসে ওঠে। মাথা নাঁচিয়ে বলে,

‘ কথাটা সত্যি। আমার মত স্টুডেন্ট রাব্বির মতো একটা ব্রাইট স্টুডেন্টকে পটাতে পেরে, যুদ্ধ জয় করার মত ফিল পাচ্ছি।’

নীচ থেকে জোড়াল হৈচৈ এর শব্দ এলো তখন। তানহা উঠে দাঁড়াল। পিউ সচকিতে বলল,

‘মনে হয় এসে গেছে। চল,চল।

‘এক ঝাঁক আত্মীয় স্বজন সমেত,চৌকাঠে এসে দাঁড়াল মারিয়া।

পড়নে সুতার কারুকাজের, সাদা ধবধবে লেহেঙ্গা ওর। খোপা করা চুলে পাথরের ক্লিপ বসানো। গলায় ভারি নেকলেস,দুহাতে শ্বেত পাথরের চুড়ি। যেন ভিন রাজ্য হতে আগত শুভ্র-সুন্দর রাজকুমারী। সে দাঁড়ানো

মাত্র পুষ্প বর্ষণ নেমে এলো গায়ে। গোলাপ আর গাঁদার কুচি কুচি সজীব পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছে অনেকে। মারিয়ার চিবুক গলদেশে নামানো। লজ্জায় বুক কাঁপছে। নার্ভাস লাগছে প্রচন্ড। একবার সাদিফকে খোঁজার,ওকে দেখতে চাওয়ার প্রয়াস চলল মস্তিষ্কে। এত মানুষ ছাপিয়ে সাধ্য হলোনা নয়ন তোলার। দাঁড়িয়ে রইল ওমন,পুতুলের ন্যায়।

পিউ হৃষ্ট চিত্তে বলল,‘ কী সুন্দর লাগছে রে আপুকে!’

তানহা কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে বলল,

‘ এই এই সাদিফ ভাইকে দ্যাখ...’

পিউ তৎপর চাইল সেদিক। পাথর বনে দাঁড়িয়ে সাদিফ। পুরু, র*ক্তাভ ওষ্ঠযূগল আলাদা হয়ে বসে। স্থির,নিশ্চল অক্ষিপট একভাবে,

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ে আছে মারিয়ার ওপর।

পিউ-তানহা মুখ চে*পে ফিক করে হেসে ফেলল এতে।

ইকবাল সাদিফকে ধা*ক্কা দিয়ে বলল,

‘ কী সাদিফ বাবু? দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও।’

সাদিফ ওমন চেয়েই বোকার মত শুধাল,

‘কোথায়?’

কপাল চাপড়াল ইকবাল,

‘ আরে বউকে এগিয়ে আনো। যাও...’ঠেলে দিলো ওকে। সাদিফ এগোতে নিয়েও থামে,শ্বাস নেয় বৃহৎ। চশমা ঠিকঠাক করে অপ্রতিভ হাতে। মুচকি হেসে এগিয়ে যায় সামনে।

সাদিফ আসছে,পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনছে মারিয়া। একেকজনের কণ্ঠ

ছাপিয়ে কানের পাশে পরে আছে সুধীর কদমের জুতোর শব্দ। বক্ষস্পন্দন থমকাল তার। আই-ঢাই লাগল সব কিছু।

সাদিফ মুখোমুখি এসে থামল। নিসঙ্কোচে সাদাটে হাত, বাড়িয়ে দিলো সামনে। বেগ পুহিয়ে চোখ তুলল মারিয়া। চোখাচোখি হলো দুজনের। কালো স্যুটেড ব্যুটেড, চাশমিশ সাদিফ তখন নজরকাড়া

সুদর্শন। মারিয়া বিমুগ্ধ হলো এবারেও। তার অন্তকরণের সব টুকু বশীভবন, সদর্পে হামলে নিলো সাদিফ।

কম্পিত,কোমল হাত উঠিয়ে ওর হাতে রাখল মারিয়া। নম্র পায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে এলো। স্টেজে গিয়ে বসল দুজন। পাশাপাশি, কাছাকাছি।

সবাই স্বীয় অবস্থান থেকে লুফে নেয় ওদের একত্রে দেখার সৌন্দর্য। কালো-সাদা পোশাকের প্রেমিক যুগল তখন, পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় আকর্ষণীয়। চোখ ধাঁধানো,মন জুড়ানো এক কপোত-কপোতীর পানে,সকলের দৃষ্টি ধ্যানমগ্ন, অভিভূতের মতোন।পিউয়ের ভ্রু জড়োসড়ো। ধূসরকে খুঁজছে ও। পেলোও একটা সময়। ওইতো

দাঁড়িয়ে! ওমনি হাসি টানল ঠোঁটে। চটপটে কদমে গিয়েই পাশে দাঁড়াল ওর। ধূসর সাদিফ-মারিয়াকে দেখছিল। মাথায় তখন রওনাকের কথা ঘুরছে। এক ব্যাচের ছিল ওরা। ইকবালের মতো নাহলেও বেশ ঘনিষ্ঠ। হাসপাতালে রওনাক শ্বাস ছেড়েছিল ওর এই দুহাতের ওপর। যাওয়ার সময় অনুনয় করেছিল,

‘ আমার মা আর বোনটাকে দেখিস। এত বড় শহরে ওদের কেউ নেই।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ধূসর। যাক! সাদিফ মারিয়াকে ভালোবেসে একটা চমৎকার কাজ করল। কিন্তু এসব কবে হলো? কীভাবে? সে কিছু টেরই পেলো না। সাদিফ পিউয়ের ওপর দূর্বল ছিল যতটা ধারণা ছিল ধূসরের। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী! পিউ পুরোদমে হাবুডুবু

খাচ্ছিল ওর প্রেমে। আর সে নিজেও এমন আটঘাঁট বেঁধে কিশোরির প্রেমে পড়ল, ফেরত যাওয়ার উপায়ই নেই।আচমকা কেউ বাহু পেঁচিয়ে ধরায় ধূসরের ধ্যান ভা*ঙে। না চেয়েও বুঝে যায়,কে! পিউ প্রথমে ধূসরের দৃষ্টি অনুসরন করে চাইল। নিজেও গদগদ কণ্ঠে বলল,

‘ কী কিউট কাপল! তাইনা ধূসর ভাই?

ধূসর বিরক্ত চোখে চাইল। দৃঢ় চিবুক দেখেই ঘাবড়ে গেল পিউ। মিনমিন করে বলল,

‘ সরি!’

ধূসর অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে সামনে ফিরল আবার। পিউ ঠোঁট ওল্টাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিয়ের কদিন অবধি ঠিকঠাক ছিল সব। হঠাৎই শুরু হলো ধূসরের এক নতুন ব্যামো। পিউয়ের মুখে ‘ভাই’ শুনলেই চেঁতে

যাচ্ছে। হুঙ্কার ছাড়ছে ভ*য়াবহ।শুধু সে কী সে? মা,মেজ মা, আপু সবাই মিলে ওকে ধমকায়,কেন স্বামীকে ভাই ডাকবে?

পিউ তখন অসহায়ের মত চেয়ে থাকে। কী করে বোঝাবে, ও নিজেও ভাই ডাকতে চায় না।

ধূসর, ধূসর ডাক ছুড়ে মুখে ফ্যানা তোলার যে বহুদিনের ইচ্ছে। সম্বোধনের সাথে জান,বাবু, সোনার

মত আরো অনেক কিছু লাগাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এই দোষ কী ওর? না। দোষটা ওর মুখের। জিভ ফস্কে আপনা-আপনি বেরিয়ে যাচ্ছে এই ডাক। বিয়ের আগে ছিল এক যন্ত্র*ণা, এখন হলো আরেক।

হঠাৎই কিছুক্ষণ আগের কথা মাথায় এলো পিউয়ের। মনে পড়ল রুমে করে আসে শপথবাক্য। দুরন্ত হাত

সরিয়ে আনল ওমনি। সামনে তাকানো ধূসরকে বলল,

‘ আপনার হাত ধরেছি কেন,আমার তো আপনার ধারেকাছেও আসা উচিত না।’

ধূসর চাইল। ভ্রু গুছিয়ে নিশ্চিত হতে শুধাল,‘ কী?’

তাকানোর ধরণ দেখে পিউ ভীত হয়। কিন্তু চোখেমুখে ধরে রাখে সাহস। কণ্ঠে তেজ নিয়ে বলে,

‘ কী মানে কী? আজ থেকে আপনি আমার সাথে কোনও কথা বলবেন না। ‘

ধূসর আগামাথা বুঝল না।

‘ মাথা ঠিক আছে?’

‘ আছে। অবশ্যই আছে। আছে বলেইত সুস্থ মানুষের মত কথা বলছি। যে মানুষ বউকে ভালোবাসি বলতে ভাব নেয়,তার বউয়ের কাছে আসার কোনও অধিকার নেই।

একটু আগে ভুল করে কথা বলে ফেলেছি। যতক্ষণ না আমাকে ভালোবাসি বলবেন, কথাবার্তা বন্ধ। খবরদার আমাকে ডাকবেন না,ছোঁয়াতো বহুদূর।'

পিউ চোটপাট দেখিয়ে ঘুরে হাঁটা ধরল।

এপাশ ফিরে চোখ বুজে, শ্বাস নিলো। জীবনে প্রথম বার,ধূসর ভাইয়ের সাথে হম্বিতম্বি করল। যার

একটা ধমকে চারাগাছের ন্যায় নুইয়ে যায়,তার দিক চেয়ে বলে এলো খবরদার? পিউ নিজেই আশ্চর্য হয় তার দুঃসাহসিকতায়।

ওদিকে ধূসর ভরকে গেছে। তার দিক না তাকিয়ে কথা বলা পিউয়ের, এইভাবে শাসিয়ে যাওয়ায় হতবিহ্বল সে। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচেকা খেয়ে চেয়েই রইল। হঠাৎ হয়েছে কী এই মেয়ের?সাদিফ আড়চোখে বার বার

তাকাচ্ছে। চোখে-মুখে মাদকতা! মারিয়ার দৃষ্টি কোলের ওপর। না দেখেও বেশ বুঝছে,সাদিফ দেখছে ওকে। এতেই তো জোড়াল হচ্ছে লাজ। সাদিফ এবার বসা থেকে আরেকটু কাছে ঘিঁষল। কণ্ঠ চেপে বলল,

‘ আমাকে মা*রার প্ল্যান করছেন?’

মারিয়া ঝট করে চাইল। কৌতুহলে সাঁতার কে*টে এলো একদফা।

‘ কী করলাম?’

সাদিফের চোখ সামনে। ঠোঁট নেড়ে বলল,

‘ বলেছিলাম,ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে চাই। তাই বলে সত্যি সত্যিই সারাজীবনের জন্য রোগী বানিয়ে রাখবেন?’কথার মার-প্যাঁচ মারিয়ার নিরেট মাথায় ঢুকল না। সাদিফ সরাসরি চাইল এবার। দৃষ্টিতে -দৃষ্টি মিলে যায়। সেকেন্ডে

মারিয়ার সারা মুখে বিচরণ ঘটাল তার মোহিত লোঁচনদ্বয়। কেমন রুদ্ধ কণ্ঠে স্বীকারোক্তি দিলো,

‘ আপনাকে দেখে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে ম্যালেরিয়া। একটুখানি ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য বুকের ভেতর তোলপাড় চলছে খুব! এতটা সুন্দর আজ না লাগলে হোতো না? ‘

মারিয়ার ভ্রূ কুঞ্চন মুছে গেল। বুক কাঁপল কুণ্ঠায়। হাঁসফাঁস করে মাথা নুইয়ে নিলো।

মুচকি হেসে বলল, ‘ ধ্যাত!’

সাদিফের ঠান্ডা হাত তার হাতের ওপর পড়ল সহসা। কিছু চমকে চাইল ও। চারপাশে গিজগিজে মানুষ!

সতর্ক কণ্ঠে বলল,

‘ সবাই দেখছে।’

সেই মার্জিত সাদিফের পরিবর্তন আরো একবার প্রমাণিত হলো আজ। নিরুদ্বিঘ্ন তার স্বর,

‘ দেখুক না! নিজের জিনিসই তো ধরলাম।’

মারিয়া কিছু বলেনা ফের। দুটো পুষ্ট,ফাঁপা কপোল নিয়ে বসে রয়। মুঠোয় বন্ধ থাকে ভালোবাসার মানুষের, অমসৃন হস্তখানা।ধূসর পিউয়ের ছোটাছুটি দেখছে।

একটুখানি শান্ত নেই এই মেয়ে! সাথে জুটেছে তানহা। বেস্টফ্রেন্ড পেয়ে উড়ছে। উড়ুক,সমস্যা সেটা নয়। তার পার্টি অফিসের ছেলেপেলে ভর্তি এখানে। না,যদিও ওরা ধূসরের জিনিসের দিক ভুলেও চাইবেনা। সমস্যাটা হলো মারিয়ার জ্ঞাতিগোষ্ঠী থেকেও কিছু লোকজন এসেছে। আবার ওদের ব্যাবসায়িক লোকজন! কে কীরকম,কার মনে কী আছে বলা

তো যায় না! আর এই ছোট্ট মেয়েকে দেখে কেউ বুঝবে? এটা কারো বউ? পিউ হাসি হাসি মুখে এদিক চাইল একবার। চোখাচোখি হলো। ধূসর ভাবল, একটু মুখ শক্ত করে চোখ রা*ঙাবে। এর আগেই পিউ ভেঙচি কা*টে। আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

ধূসর হতভম্ব,হতচেতন। ব্যাপারটা কী হলো?

আচমকা পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে ইকবাল। একবার তাকাল ধূসর। ইকবাল বলল,

‘ সাদিফ বাবুর বিয়ের ঢাক বাজতেই নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রে বন্ধু। আবার বিয়ে করতে পারলে ভালো হোতো...’

ধূসর নেত্র সরু করতেই,থতমত খেয়ে বলল,‘ তোর বোনকেই করতাম রে ভাই!’

পরপর দাঁত কেলিয়ে বলল,
‘ আগামী সপ্তাহে ওদের বিয়ে। তারপর বাসর। তুই যেমন পিউকে শিয়ালের মত কা*মড়েছিলি ওউ নিশ্চয়ই তাই করবে? একই বংশের ছেলে তো। এ বাবা,আমার ভাবলেও কেমন লজ্জা লাগছে! ইশ!’
ইকবাল দুহাতে চেহারা ঢাকল। যেন সত্যিই ভীষণ লজ্জায় কুপোকাত। ধূসর ওমনি দাঁত চে*পে ঘুষি মা*রল

পেটে। নুইয়ে এলো ইকবাল। পেট চেপে, হকচকিয়ে চাইল।

ধূসর কণ্ঠে বিরক্তি এনে বলল,

‘ কোথায় কী বলতে হয় জ্ঞান নেই? আশেপাশে এত মানুষ, চোখে দেখিস না?’

ইকবাল ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়ায়। নাক ফুলিয়ে বলে,

‘ মা*রলি কেন তুই?’‘ মা*র খাওয়ার মত কাজ করলে,আরো মা*রব।’

ইকবাল হা করে বলল,

‘ আমি কি সরকারি মা*? গায়ে জোর আছে বলে একটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে যখন তখন মা*রতে লজ্জা করে না?’

ধূসর দুই ভ্রু উঁচাল,

‘ নিষ্পাপ বাচ্চা?’

‘ বাচ্চার বাবা তো? একই কথা। এই যে আমাকে মা*রলি,কেন? আমি কি ভুল কিছু বলেছি? তুই পিউকে কামড...’

ধূসর তৎক্ষনাৎ মুখটা চেপে ধরল ওর। কটমট করে বলল,

‘ চুপ! আর একটা উল্টোপাল্টা কথা বললে,গলা টিপে দেব।’

ইকবাল প্রকট করল চোখ। পরপর দৃষ্টি নিভিয়ে, মাথা দোলাল।

বোঝাল,ভুলভাল কথা বলবেনা আর।
অথচ ধূসর হাত সরাতেও পারল না,
সবেগে বলল,‘ কিন্তু কথাটাত সত্যি।
তুইত পি....’
ধূসর তপ্ত কণ্ঠে বলে,
‘ ভালো হবিনা?’
মাথা নাড়ল ইকবাল। বোঝাল, না।
স্বীয় প্রসংশার ঝুড়ি মেলে বলল,
‘ যাই বল, আমার মত ভদ্র ছেলে
কিন্তু দুটো হয়না। বিয়ে

করলাম,বাসর করলাম কেউ টের পেয়েছিস? '

ধূসর চ সূচক শব্দ করল

' তুমি থামবি?'

' না। আজ টাকার অফার দিলেও থামব না। খুব প্রেম প্রেম পাচ্ছে! বউটা ব্যস্ত বিধায় তোর কাছে এলাম। তাই বলে ভাবিস না,আমি সমকামী! আসলে এই পৃথিবীতে প্রেম উজাড় করে দেওয়ার মত পুষ্প

আর তুই ছাড়া যে কেউ নেই আমার। '

ধূসর ফোস করে শ্বাস ফেলল। হতাশ,নিরাশ! চাইল রুষ্ট, ব্যর্থ চোখে। কিন্তু ইকবালের ভোলা-ভালা,সহজ সরল, দুষ্টু মুখটা দেখেই মিলিয়ে গেল বিরক্তি। শিথিল হলো ভ্রু। নিজেই মাংসল এক হাত উঠিয়ে কাঁধ পেঁচিয়ে ধরল ওর।

শুধাল,‘ আমার জীবনের সব পূর্ণতার মধ্যে অন্যতম আর সেরা কী, জানিস?’

ইকবাল সিরিয়াস নয়। দুদিকে সজোরে মাথা ঝাঁকাল।

‘ না বললে জানব কীভাবে?’

ধূসর হাসল অল্প। সদর্পে বলল,

‘ ইকবাল আমার বেস্টফ্রেন্ড! ‘

ইকবালের মুখভঙ্গি বদলে যায়। বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকায় ওর দিক।

ধূসর মুচকি হাসল। পেছন থেকে আমজাদ ডাক ছু*ড়লেন,

‘ ধূসর, এদিকে এসো... ‘

সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল চাচার পিছু পিছু।

ইকবাল চেয়েই রইল। অপলক,অব্যবস্থিত হয়ে। ঝুলে রইল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে। সেই আট বছর বয়স থেকে বন্ধুত্ব ওদের। ধূসর কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও এসব

বলেনি। তুই আর আমি বেস্টফ্রেন্ড তাও না। তাদের মিল মুখে নয়, অন্তরে ছিল। ধূসর যাকে ভালোবাসে,সবটা দিয়ে বাসে। একটুখানি খাদ থাকেনা সেখানে। তবে প্রকাশ করতে পারেনা। মুখ ফুটে বলেনা, তোকে ভালোবাসি!
তাহলে আজ এইভাবে স্বীকার করে নিলো কী করে?

হেসে উঠল ইকবাল। বিমোহিত,পবিত্র, মৃদূ হাসি। ধূসরের যাওয়ার দিক চেয়ে বিড়বিড় করল, ‘আর আমার জীবনের পূর্ণতার অর্ধেকটাই তুই। ‘কাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত সময় হাজিরা দিলো। পালা এলো প্রিয় মানুষের অনামিকার মাধ্যমে তার হৃদিস্থ আবাসে দখলদারির।

মারিয়ার বিয়ের জন্য একটা চেইন,আর এক জোড়া ঝুমকো তুলে রেখেছিলেন রোজিনা। সেই ওর বাবা বেচে থাকার আমোলে। একবারে মেয়েকে খালি হাতে বিদায় দেওয়া কী সম্ভব? ক*ষ্ট,অভাব আর শত দূর্ভোগেও ওই গয়নায় হাত দেননি তিনি। কিন্তু আংটিবদলের দিন,সাদিফকেও তো কিছু দিতে হবে? তাই ঝুমকো জোড়া ভে*ঙে

একটা মোটা আংটি গড়িয়েছেন। এই কথা মেয়ে অবশ্য জানেনা। রোজিনা বলেছেন,রওনাকের রেখে যাওয়া এটা। ওর বরের জন্য বানিয়েছিল। মারিয়াও তাই মেনেছে।

সেই আংটির বাক্সের সাথে আরো একটি আংটির বাক্স এনে রাখা হলো ওদের সম্মুখে। চকচকে,জ্বলজ্বলে হীরের আংটি হাতে তুলল সাদিফ।উঠে দাঁড়াল

হঠাৎ। মারিয়াকে ইশারা করল উঠতে। মেয়েটা বাধ্যের মত দাঁড়ায়। সাদিফ বুক ফুলিয়ে শ্বাস নেয়। ভীষণ লম্বা,দীর্ঘকায়। কৌতুহলী,জিজ্ঞাসু ত্রিশাধিক মানুষের সামনে আচমকা হাঁটুমুড়ে বসে ওর সামনে। তাজ্জব বনে গেল মারিয়া। হা করে চাইল। আশেপাশের সবাই অবাক,বিস্মিত।

জবা বেগম তো ইঞ্চিখানেক ফাঁকা ঠোঁটে স্বামীর দিক তাকালেন। দুজনেই হতবাক ছেলের এই দিন দিন বদল দেখে।

সাদিফ বৃত্তাকার আংটি স্বল্প উঁচিয়ে ধরে। আশপাশ থেকে ছেলে-পেলে 'হোওঅঅঅঅ' বলে চিৎকার ছুড়ল গতিতে। সাদিফ চারপাশের কোনও দিক দেখল না,তাকালোনা।

সোজাসুজি স্তব্ধ মারিয়ার দিক চেয়েই আওড়াল,

‘ মিস ম্যালেরিয়া! আমি আপনার ভালো বন্ধু হতে চাইনি। ভালো প্রেমিক হতে চেয়েও, হয়ত পারিনি। কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছি,এই সিকদার সাদিফ হাসান আপনার খুব ভালো স্বামী হয়ে দেখাবে। পায়ের নীচের নরম দূর্বাঘাসের ন্যায় বিছিয়ে দেবে শান্তি। নিরুপদ্রব, স্নিগ্ধ হাওয়ার

ন্যায় বেড়িবাঁধনে, পেঁচিয়ে রাখবে ভালোবাসায়। অষ্টপ্রহর,আমৃত্যু, পবিত্র বন্ধনে আমার সাথে বাঁধা পড়তে আপনি কি রাজী? উইল ইউ ম্যারি মি মারিয়া?'পিউ-পুষ্প-সুমনা সবাই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে। যারা মোটামুটি সাদিফকে চেনে তারাও মূর্তির মত চেয়ে। পরপর বৃষ্টির মত তালির শব্দ এলো। এলো দ্বিতীয় বার আনন্দ ধ্বনির আওয়াজ।

কেউ কেউ স্বমস্বরে চিৎকার করে আবেদন করল,
‘ সে ইয়েস...’
মারিয়ার কোটরে টলটলে জল। স্রোতস্বিনীর মত উপচে আসলো বলে। নিম্নাষ্ঠ চে*পে ওপর নীচ মাথা ঝাঁকাল সে। সাদিফ হাসল,গাল ভরা,তকতকে হাসি। আঙুলে আংটি গেঁথে দিলো চটপট। ঘন তালির

বর্ষণ নয়,বাঁজ পরছে যেন। সাথে আনন্দ ধ্বনি তো আছেই।

সাদিফ উঠে দাঁড়াল। বেহায়া মনে ইচ্ছে জাগল একবার মারিয়াকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরার। হলো না! এত মানুষের ভেতর এটুকু করেছে তাতেই অনেকে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ইচ্ছেটাকে বুকে চেপে মাথা চুল্কাল সে।

মারিয়াও আংটি পড়াল। সাদিফের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তৃষিত নয়নে। ওপর থেকে নির্বাক তার অন্তঃপট, চেঁচিয়ে বলল,' আমিও আপনার খুব ভালো বউ হয়ে দেখাব সাদিফ। চেষ্টা করব,আপনার সব দুঃ*খ,মন খারাপ,খারাপ লাগা নিজের মধ্যে শুষে নেওয়ার। '

দুজনের ওপর পূনর্বার ফুলের পাপড়ি ছেটানো হলো। ধূসর হেসে,

আড়চোখে পিউয়ের দিক চাইল। মেয়েটা চেয়েছিল আগেভাগেই। মুগ্ধ চোখমুখ, ও তাকাতেই যেন পালটে গেল কেমন। হয়ে উঠল রাগী রাগী। চতুর্থ বারের মত আবার ভেঙচি কাট*ল পিউ। মুখ ফিরিয়ে নিলো ফের।

ধূসর আহাম্মক বনে গেল। পরপর দাঁত চে*পে এগোতে গেলেই ছুটে পালাল পিউ। এমন জায়গায়

ঢুকল,ধূসর দৃষ্টি দিয়েও তলিয়ে পেলোনা হদিস। শুধু বিড়বিড় করে বলল,

‘ একবার পাই, দাঁড়া।’‘ এই ইকবাল! আমার চুল ঠিক আছে, দ্যাখোনা!’

ইকবাল চাইল। পা থেকে মাথা অবধি দেখল স্ত্রীর।

‘ সব ঠিক আছে মাই লাভ।’

‘ আরে খোপা টা খুলে গিয়েছে বোধ হয়। ‘

‘ ঘোরো ওদিকে।’

পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল পুষ্প। ইকবাল গাঁজরার খুলে যাওয়া মাথাটা ক্লিপ লাগিয়ে আটকে দেয়।

‘ ঠিক আছে এখন।’

পুষ্প ফিরল। ঠোঁট ইশারা করে বলল,

‘ আর লিপস্টিক? জুস খেয়েছি,উঠে গেছে?’

ইকবাল কপালের পাশ চুল্কাল দু আঙুলে।

আশপাশ দেখে, চাপা কণ্ঠে বলল,

‘ ঠোঁট বড় মারাত্মক জিনিস মাই লাভ। এসব এভাবে দেখা যায়না। রুমে চলো,খুঁটে খুঁটে দেখছি।’

পুষ্প বাহুতে কিল বসাল ওমনি। কুণ্ঠায় গাল রাঙিয়ে বলল,‘ ছি! অসভ্য!’

ইকবাল স্বশব্দে হাসল। স্ত্রীর কাঁধ পেঁচিয়ে দাঁড়াল। পুষ্প বলল,

‘ বাবুকে একবার খাইয়ে আসব? কতক্ষণ ধরে নীচে আছি।’

‘ যেতে হবেনা। ওই দ্যাখো....’

আঙুল তাক করল ইকবাল। পুষ্প তাকাল সেদিক। মুমতাহিনা সোফায়

বসে,কোলে পরিপাটি জামা পরা পূর্ব। নুড়ির হাতে ফিডারের বোতল। বাচ্চাটা যে খিদেতে কাঁদবে সেই অপশনও রাখা হয়নি। চোখমুখ কোঁচকালেই নুড়ি ফিডার মুখে পুড়তে তৈরী । পুষ্প হেসে ফেলল। তৃপ্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কপাল করে একটা শ্বাশুড়ি পেয়েছি ইকবাল!’

‘ তাহলে আমার কপাল ভাবো? মা,বউ বন্ধু,সব বাঁধিয়ে রাখার মতো। হিটলার শ্বশুর মশাইও খারাপ না।’

পুষ্প চোখ রাঙায়, ‘ আবার?’

ইকবাল জ্বিভ কে*টে হাসল। ফের ধরতে গেলেই পুষ্প বলল,

‘ চলো চলো সবাই মিলে একটা ফ্যামিলি ফটো তুলে ফেলি!’

‘ আইডিয়া তো দারুণ। ‘পুষ্প ইকবালকে নিয়েই চঞ্চল পায়ে

স্টেজের কাছে এলো। শ্বাস টেনে ঘোষনার মত ফটগ্রাফারকে বলল,

‘ ভাইয়া আমাদের একটা ফ্যামিলি ফটো তুলে দিন তো।’

প্রস্তাবখানা মনে ধরল সবার। হৈচৈ বেঁধে গেল নিমিষে । আনাচে -কানাচে থাকা পারিবারিক সদস্যরা ছুটে ছুটে এলেন। আমজাদ -মিনা বসেছিলেন দূরে। পুষ্প তাদের হাত টেনে বলল,

‘ আব্বু-আম্মু এসো,ছবি তুলি।’

‘ আমরা কেন?’

‘ তোমাদের ছাড়া পরিবার হয় না কী?’

হেসে, উঠে গেলেন দুজন। বাকীরা স্বতঃস্ফূর্ত সামিল হলো পেছনে। পুষ্প শ্বশুর -শাশুড়িকে ডাকল,রোজিনাকেও,কেউ গেলেন না। গাল ভরে হেসে মানা করলেন।

বসে বসে দেখলেন স্টেজ ভর্তি সিকদার পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ মিলনায়তন।

সাদিফ – মারিয়া গুরুজনদের বসার জায়গা দেওয়ার জন্য উঠতে গেলেই তাদের আবার বসিয়ে দেওয়া হয়। ওদের মাঝে রেখে দুপাশ থেকে বসলেন আমজাদ আর মিনা। নারীর পাশে নারী,পুরুষের পাশে পুরুষ। সোফাটার ঠিক মাঝ বরাবর পেছনে

দাঁড়ালেন আজমল -জবা। জবার পাশে সুমনা আর আনিস। আজমলের এ পাশে রুবায়দা -আফতাব।সোফার সামনের ফ্লোরটুকুতে এসে রিক্ত আর রাদিফ বসল। ছোট রিক্ত বাবু হয়ে বসেছে। রাদিফ বসল একটু হাঁক- ডাক পেরে। একটা সানগ্লাস চোখে,সাথে এক হাটু ভে*ঙে হিরোর ন্যায়।

সোফার এক হাতলে,মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল পুষ্প-আর ইকবাল। অন্য হাতলে আমজাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ধূসর। সবার মধ্যে পিউকে পাওয়া গেল না।

‘ পিউ কই,পিউ কই! ‘

গুঞ্জন ওঠার মধ্যে স্টেজে উঠল মেয়েটা। থমথমে মুখশ্রী। গাল ফোলা। যেন কষে ধম*ক খেয়েছে কয়েক’শ। ধূসরের দিক তাকালোও

না একবার। ভাবমূর্তি ভীষন চটে থাকার! সকল জুটি গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও সে দাড়াল ধূসরের থেকে, মাইল খানেক গ্যাপে।

ক্যামেরার ফোকাসেও আঁটছেনা এমন। ফটোগাফ্রার লেন্স একবার চোখে ঠেকিয়ে পিউয়ের নাগাল না পেয়ে আবার তাকালেন। বললেন,

‘ আপু একটু ক্লোজ হয়ে দাঁড়ান। ‘

সত্যি বলতে পিউয়ের পদযুগল সুর সুর করছিল ধূসরের কাছে ঘিঁষতে। কিন্তু শক্ত হয়ে রইল সে। আজ নরম হলে হবেনা। গাঁট হয়ে থাকল তাই। নড়ছে -চড়ছে না দেখে ছেলেটা ছবিও নিতে পারছে না। তক্ষুণি ধূসর অধৈর্য হাতে, কোমড় চে*পে টেনে নিলো কাছে। পিউয়ের অন্তস্থল লুটিয়ে গেল আহ্লাদে। এইভাবে ধূসর কাছে টানলে সে

আকাশ-বাতাসে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু ভেতরের ভালো লাগা চাপা রাখল অভিমানের নিকট। তৎপর ধূসরের হাতটা কোমড় থেকে সরিয়ে দিলো। ধূসর আবার ধরল। পিউ আবার সরায়,ধূসর আবার ধরে। পিউ সরাল, ধূসর ধরল।ধরা -ছোঁয়ার মধ্য দিয়েই কেটে গেল অনেকক্ষণ। ধূসরের মাথাটা ঝুঁকে এলো হঠাৎ। উষ্ণ

অধর গিয়ে ঠেকল ওর কানের কাছে।

প্রথম রাতের মত হাওয়ায় ভাসল গহীন, ফিসফিসে স্বর। মন্ত্রের ন্যায় সেতার বাজল,

‘ ভালোবাসি পিউ!’

পিউ চমকে তাকায়। থমকে যায়। এতক্ষণ ওর সত্যিই মন খারাপ ছিল। ভেবেছিল এসব চোটপাটে লাভ হবেনা। ধূসরকে বাগে আনা

তার মত মানুষের সাধ্য নয়। কিন্তু সে হার মানবে,আদৌ বলবে, একদমই আশা করেনি পিউ। তাও এই সময়? এটাত, কল্পনাতেও আনেনি।

ধূসর খুব জোর দু সেকেন্ডে আওড়েছে! কিন্তু কথাটা পিউয়ের সমস্ত নিউরনে দা-মামা বাজায় সুরের ন্যায়। এসরাজের মতোন হানা দেয় শ্রবণপথে। দূর্বল বুকখানা

লাফিয়ে ওঠে। ছলকায় সকল অনুভূতি। রক্তাসঞ্চালন অবধি থেমে রয় শিরা-উপশিরায়। বিকল হয়ে আসে, দেহের প্রতিটি রন্ধ্র, মস্তকের সমগ্র কোষ বিবর। একটা মানুষের মুখে ভালোবাসি শব্দটা এত সুমধুর লাগে? এত?

ধূসর ভ্রু উচাল,‘ খুশি?’

পিউ জবাব দিতে ব্যর্থ,বাকরুদ্ধ। ভেতরের খুশি অপ্রকাশিত রয়

বিস্ময়ের ভিড়ে। কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

পনের বছরের কিশোরী এক মেয়ে ভালোবেসে ছিল পঁচিশ বছরের এক যুবককে। এক দেখায়,এক হোচটে। দিন-মাস-বছর,এমন কোনও মুহুর্ত ছিল না এই একটা মানুষের বিচরণ হয়নি ওর মস্তকে, ওর হৃদয়ে।

কখনও ভাবেওনি, সেই মানুষটাও ওকে চাইবে,ভালোবাসবে। ভাগ্য গুণে

বউ হবে তার। হবে টোনাটুনির সংসার।

এই ভালোবাসি শোনার জন্য হৃদপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠ কী মাত্রাধিক ছটফট করেছে এক সময়! সেকেন্ড -মিনিট-ঘন্টায় বিভোর থেকেছে ওনাকে নিয়ে। ধ্যান- জ্ঞান -খেই – চিন্তা- চেতনা আহুতি দিয়েছিল প্রায়। ধূসর ভাইয়ের একটু ভালো করে কথা বলা ওর কাছে

পাহাড়সম খুশি,আর একটু খানি অবজ্ঞা আকাশ ভাঙা কা*ন্না। আজ প্রথম বার সেই মুখে ভালোবাসি শুনে পিউ শক্ত থাকতে পারেনা। হাত পা কেঁপে ওঠে সেই আগের মত। কেমন নড়বড়ে ভঙ্গিতে দুলে ওঠে শরীর। ধূসর বুকের সাথে আরেকটু আকড়ে রাখল ওকে। পিউয়ের দেহাংশ লেপ্টে যায় তার বক্ষভাগে।

ক্যামেরায় ক্লিক হতে থাকে। অতিথিরা মুগ্ধ চোখে দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার। যেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য ভালোবাসায় বাঁধা। হিংসে,রেশারেশির ভিড়ে মায়া,টান আর স্নেহের এক অনন্য প্রতীক। পিউ তখনও হা করে তাকিয়ে। ধূসর ক্যামেরার থেকে চোখ এনে চাইল ওর দিক। স্বাভাবিক সেই দৃষ্টি, বদলে গেল ওর চাউনী দেখে।

অপার্থিব মনোহর, হরিনীর ন্যায় ডাগর ডাগর চক্ষুদ্বয় ছিনিয়ে আনল তার মনোযোগ। স্বত্তা ভুলে গেল ধূসর। হারাল,খোয়াল প্রিয়দর্শীনির দুই ভেজা ঠোঁটের ভাঁজে,তার ক্ষুদ্র আদলে।

এক যোগে,নিবিষ্ট মনে, আবিষ্টের মতোন দুজনকে দেখে যাচ্ছে ওরা। অটল,অনড় সেই দেখাদেখি।

সবার হাসি-হাসি, হৃষ্ট মুখবিবর তখন ক্যামেরায়। ক্রমে ক্লিক হচ্ছে চমৎকার সব ছবি। বন্দী হচ্ছে আমুদে,খুশির মুহুর্ত।কেবল, “ ধূসর- পিউয়ের চোখ একে -অন্যতে।

মৌনতায় প্রেম বিলালো,তৎকালীন চোখা-চোখিতে। বিছিয়ে দিলো অনুভূতি,গল্প জানাল কাছে আসার। চলতে চলতে ইতি টানল, দীর্ঘ এই

#এক_সমুদ্র_প্রেম! আর ভালোবাসার। ❞